প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটাই মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায় ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

সপ্তম পুনর্মুদ্রণ ঃ মার্চ, 2020

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক বাংলা | **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম : EBG : 03 : পর্যায় : 10, 11, 12 & 13

		রচনা	সম্পাদনা
একক	**42**	ড. সুকুমার দেব	অধ্যাপক পুলিন দাশ
একক	**43-45**	ড. সুকুমার দেব	অধ্যাপক উজ্জ্বলকান্তি মজুমদার
একক	**46-52**	অধ্যাপক দিলীপ কুমার নন্দী	অধ্যাপক পবিত্র সরকার

পরিমার্জন, প্রুফ সংশোধন ও পুনঃসম্পাদনা ঃ
ড. মনোরঞ্জন গোস্বামী
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, স্কুল অব হিউম্যানিটিস্

তত্ত্বাবধায়ক ঃ
ড. মননকুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, অফিসার ইন-চার্জ, স্কুল অব হিউম্যানিটিস্

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EBG - 03

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
10

একক 42 ❑ চর্যাগীতি—নির্দিষ্ট পাঁচটি গীতি 9–43

একক 43 ❑ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—রাধা-বিরহ অংশ 44–131

পর্যায়
11

একক 44 ❑ বৈষ্ণবপদ ঃ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস 132–152

একক 45 ❑ রামায়ণ — অরণ্যকাণ্ড — কৃত্তিবাস ওঝা 153–215

একক 46 ❑ চৈতন্য ভাগবত ঃ বৃন্দাবনদাস ঃ
আদিখণ্ড — দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় 216–268

পর্যায়
12

একক 47 ❑ কাব্য পাঠের ভূমিকা 271–282

একক 48 ❑ আধুনিক বাংলা কাব্য 283–290

একক 49 ❑ মধুসূদন দত্ত ঃ মেঘনাদবধ কাব্য—ষষ্ঠ সর্গ 291–332

পর্যায়
13

একক 50 ❑ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পাঁচটি কবিতা 333–375

একক 51 ❑ কাজী নজরুল ইসলাম ঃ তিনটি কবিতা 376–405

একক 52 ❑ জীবনানন্দ দাশ ঃ তিনটি কবিতা 406–432

তৃতীয় পত্র

পর্যায়—10-11

একক ৪২ ❑ চর্যাগীতি—নির্দিষ্ট পাঁচটি গীতি

গঠন

৪২.১ উদ্দেশ্য
৪২.২ প্রস্তাবনা
৪২.৩ মূলপাঠ
৪২.৩.১ পদ পরিচিতি (পাঠ্যান্তর প্রসঙ্গ)
৪২.৩.২ পদকর্তা পরিচিতি
৪২.৪ বাচ্যার্থ
৪২.৫ গূঢ়ার্থ
৪২.৬ সমাজচিত্র
৪২.৭ আধ্যাত্মভাবনা
৪২.৮ কাব্যমূল্য
৪২.৯ শব্দার্থ, টীকা, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য
৪২.১০ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য—বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর দাবি
৪২.১১ বিশিষ্টতা, উপসংহার
৪২.১২ অনুশীলনী
৪২.১৩ উত্তরমালা
৪২.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

৪২.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের ফলে শুধু বাংলা ভাষা নয়—সমগ্র পূর্বাঞ্চলের নব্য ভারতীয় ভাষার প্রথম গ্রন্থ 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে'র ৫ জন পদকর্তার পদ আলোচনাসূত্রে আদিযুগের ধর্মপ্রধান এই পদগুলিতে প্রকাশিত বৌদ্ধ সহজিয়া তত্ত্বকথা, তৎকালীন সমাজ জীবন, ভাষা, ছন্দ ইত্যাদির পরিচয় জানা যাবে।

- রূপকের মোড়কে বৌদ্ধ-সাধনতত্ত্বের জটিলতার মধ্যেও সিদ্ধাচার্যগণ কাব্য সৌন্দর্যের যে দ্যুতি ছড়িয়েছেন—সে সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করে দশম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছনো যাবে।
- বিভিন্ন চর্যাপদ পাঠে বৌদ্ধ সাধনতত্ত্বের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা জন্মাবে।
- লোকজীবনের নানা ক্রিয়াকর্ম, আচার-আচরণ, আমোদ-প্রমোদ, আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ-অলঙ্কার ইত্যাদির স্পষ্ট চিত্রও সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে।
- চর্যাপদ মূলত ধর্মতত্ত্ব ও সাধনা-বিষয়ক রচনা হলেও এর সাহিত্যমূল্য সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যাবে।

- ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে "হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা" নামে যে গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেন—তা থেকেই এই এককে বিশিষ্ট কবিদের পদগুলি তুলে ধরে আলোচনা করা হলো যাতে পৃথক পৃথক পদকর্তার চিন্তা-চেতনার নানা দিক এবং এঁদের কবি-কৃতি সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা সহজ হয়।

- নেপাল রাজদরবার থেকে আবিষ্কৃত মুনি দত্তের টীকা সহ ৫০টি পদ পাওয়া গেলেও চর্যাপদের মূল পুঁথিতে ২৪টি বিভিন্ন ভণিতায় লিখিত ৪৬$^{১}/_{২}$টি পদ পাওয়া যায়। ৫০টি চর্যায় ২৪জন সিদ্ধাচার্য কবির নাম আমরা পাই। তাঁরা হলেন—(১) লুই, (২) কুক্কুরী পা, (৩) বিরুআ, (৪) গুণ্ডুরী, (৫) চাটিল, (৬) ভুসুকু, (৭) কাহ্ন, (৮) কামলি, (৯) ডোম্বী, (১০) শান্তি, (১১) মহিত্তা, (১২) বীণা, (১৩) সরহ, (১৪) শবর, (১৫) আজদেব, (১৬) ঢেন্ডনপা, (১৭) দারিক, (১৮) ভাদে, (১৯) তাড়ক, (২০) কঙ্কন, (২১) জঅনন্দি ; (২২) ধাম, (২৩) তন্ত্রীপাদ এবং (২৪) লাড়ী ডোম্বী। তবে ড. সুকুমার সেন ও মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে পদগুলির ভণিতা অনুসারে পদকর্তাকে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। তাঁদের মতে কেউ কেউ গুরুর ভণিতা দিয়েছেন। এর স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নামের সঙ্গে গৌরবসূচক 'পা' শব্দটি যোগের মধ্যে। আবার কিছু কিছু পদ ছদ্মনামে লিখিত বলে ড. সুকুমার সেন মনে করেন।

  এই এককে লুই পাদ, শবর পাদ, টেণ্টন পাদ, ভুসুকু পাদ ও চাটিল পাদের একটি করে পদ আছে। প্রতিটি পদের পাঠান্তর ও ভাবানুবাদের সঙ্গে টীকাসহ নানাদিক থেকে তাদের আলোচনা করা হয়েছে। পদগুলি এবং তাদের সম্পর্কে আলোচনা পাঠ করলে চর্যাপদ সম্বন্ধে মৌলিক ধারণা গড়ে তোলা যাবে।

সন্ধ্যাভাষা

চর্যাচর্য বিনিশ্চয় ও সরোজবজ্রের দোহাকোষের টীকায় পাওয়া যায় ঃ ১। সন্ধ্যা ২। সন্ধ্যা ভাষা ৩। সন্ধ্যা বচন ৪। সন্ধ্যা সঙ্কেত শব্দগুলি। এগুলি পর্যায় শব্দ, অর্থাৎ একই অর্থে প্রযুক্ত শব্দ। এদের অর্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মশায় লিখেছেন "সন্ধ্যাভাষার মানে, আলো—আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্ম কথার ভিতরে একটা অন্যভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নহে।" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে বলেছেন—"সন্ধ্যাভাষার অর্থ সন্ধ্যা নামে প্রসিদ্ধ দেশের ভাষা। প্রাচীন আর্যাবর্ত ও আসল বঙ্গদেশ এই উভয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশের নাম সন্ধ্যা দেশ, এই সন্ধ্যাদেশের ভাষা সন্ধ্যাভাষা।

বুনুর্ফ (Burnouf) সন্ধ্যাভাষার অর্থ করেছেন 'প্রহেলিকাময় বাক্যালাপ।' কার্ন (Kern) সাহেব এর অর্থ করেছেন রহস্য (mystery)। ম্যাক্সমুল্যার করেছেন 'প্রচ্ছন্ন উক্তি।' সন্ধ্যাভাষ্য, সন্ধাভাষিত ইত্যাদির পূর্বপদ সন্ধা যে সন্ধায় (সম্ + ধা + য) থেকে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিধুশেখর ভট্টাচার্যের মতে মূল শব্দটি হ'ল 'সন্ধা' সাধারণ লোকের অজ্ঞতার কারণে সন্ধা > সন্ধ্যা হয়েছে।

৪২.২ প্রস্তাবনা

পাঁচটি চর্যাপদে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের গুহ্য সাধন-সংকেত রূপক-প্রতীক ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। মহাযান ধর্মমত বিবর্তিত হয়ে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজ যান ইত্যাদি নানা ভাগের সৃষ্টি হয়। বজ্রযানের পরের স্তরই হলো সহজযান। মন্ত্র-তন্ত্র, দেবদেবীর মূর্তি পরিকল্পনা, পূজা-আচার-অনুষ্ঠানে সহজযানীদের বিশ্বাস ছিল না। গুরু নির্দেশিত গুহ্য পথ ধরে কায়া-সাধনার ব্যক্তিগত মুক্তি ও সিদ্ধির প্রতিই এঁদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে, আনন্দ-বেদনার তালে তালে বহমান বাস্তব জীবনের জরা-মরণ ও পুনর্জন্মের বিষচক্র পেরিয়ে নির্বাণ লাভই বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ এই পথেরই পথিক। তবে মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে তাঁরা নির্বাণ লাভের গূঢ় তান্ত্রিক আচার-আচরণের কথাই বলেছেন। বিভিন্ন পদে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। তবে কোনো কোনো চর্যা গীতিতে তত্ত্ব উপদেশ ও সাধনার ইঙ্গিত সম্পূর্ণভাবে গোপনীয় আছে বাহ্য অর্থের আবরণে। এই এককের চারটি চর্যাপদ তুলে ধরে প্রতিটি পদের সার্বিক আলোচনা করা হ'ল।

৪২.৩ মূল পাঠ

১

[পুথিপৃষ্ঠা ৩। খ]

।। রাগ পটমঞ্জরী—লুইপাদানাম্।।

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো[১] কাল।। ধ্রু।।
দিঢ়[২] করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ। ধ্রু।।
সঅল স [মা] হিঅ[৪] কাহি করিঅই।
সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই[৫] ।। ধ্রু।।
এড়িএউ[৬] ছান্দক বান্ধ করণক পাটের[৭] আস।
সুন্ন[৮] পাখ ভিড়ি[৯] লাহু রে পাস।। ধ্রু।।
ভণই লুই আম্হে ঝাণে[১০] দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পান্ডি[১১] বইটা[১২]।। ধ্রু।।

পাঠান্তর।।

১. পইঠা (বাগচী, শহী)
২. দিট (শাস্ত্রী, সেন)
৩-৩. ভণই লুই (টী)
৪-৪. সমাহি (টী)
৫. মরিঅই (বাগচী)
৬. এড়িঅউ (বাগচী)
৭-৭. করণ কপটের (বাগচী)
৮. সুনু (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী, সেন)
৯-৯. ভিতি (শাস্ত্রী, সেন)
১০. সাণে (পুথি, সেন)
১০-১১. পান্ডি (পুথি)
১২-১২. বইণ (পুথি)

৫

[পুথিপৃষ্ঠা ৯। ক-খ]

।। রাগ গুর্জরী-চাটিল্লপাদানাম্।।

ভবণই গহণ[১] গম্ভীর[১] বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।। ধ্রু।।
ধামার্থে[২] চাটিল[২] সাঙ্কম [৩]গঢ়ই[৩]।
পারগামি লোঅ নিভর তরই।। ধ্রু।।
[৪]ফাড্ডিঅ[৪] মোহতরু[৫] পাটি[৫] জোড়িঅ।
আদহ[৬] দিঢ়ি[৬] টাঙ্গী নিবাণে[৭] কোহিঅ[৭]।। ধ্রু।।
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিঅড্ডী বোহি দূর ম জাহী।। ধ্রু।।
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী।। ধ্রু।।

পাঠান্তর।।

১-১. পুথিতে গম্ভীর—এরপর একটি কাটা আ-কার চিহ্ন আছে। তদনুসারে ‘গম্ভীরা’ (সেন)।
২-২. পুথিতে চাটিব লিখে তার ‘ব’ কেটে মাথায় ‘ল’ লেখা আছে।
৩-৩. গটই (শাস্ত্রী)। ৪-৪. ফাড়িঅ (টীকা) ৫-৫. পাটি (পুথি, শাস্ত্রী, সেন)
৬-৬. দিটি (শাস্ত্রী), দিঢ়ি সেন, শহী)
৭-৭. কোড়িঅ (সেন, শহী, বাগচী)

৬

[পুথিপৃষ্ঠা ১১। ক]

।। রাগ পটমঞ্জরী—ভুসুকুপাদানাম্।।

[১]কাহৈরি[১] ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
[২]বেঢ়িল[২] [৩]হাক[৩] পড়অ চৌদীস।। ধ্রু।।
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ [৪]ভুসুকু[৪] অহেরী।। ধ্রু।।
তিণ ন [৫]চ্ছুপই[৫] হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণী হরিণির নিলঅ ণ জাণী।। ধ্রু।।
হরিণা [৬]বোলঅ হরিণা সুণ হরিআ[৬] তো।।
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো।। ধ্রু।।
[৭]তরসঁন্তে[৭] হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ণ [৮]পইসঈ[৮]।। ধ্রু।।

পাঠান্তর।।

১-১. কাহৈরি (পুথি, শাস্ত্রী),

২-২. বেটিল (শাস্ত্রী, সেন)

৩-৩. ডাক (সেন),

৪-৪. ভুকু (পুথি), ভুকুঅ (শাস্ত্রী)

৫-৫. ছুবই (শহী), খণ্ডই (টীকা)

৬-৬. বোলঅ সুণ হরিণা (বাগচী), বোলই হরিণা সুণ (শহী)

৭-৭. তরঙ্গান্তে (শাস্ত্রী), তরঙ্গাতে (শহী), তরঙ্গাতে (টীকা)

৮-৮. পুথিতে ‘পয়ইসই’ লিখে য় বর্ণটি বর্জনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

২৮

[পুথিপৃষ্ঠা ৪১। খ-৪২। ক]

।। রাগ[১] বলাড্ডি[১]—শবরপাদানাম্।।

[২]উঞ্চা উঞ্চা[২] পাবত[৩] তঁহি[৩] বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি[৪] পীচ্ছ[৫] পরহিণ[৫] সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।। ধ্রু।।
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী [৬]গুহাডা[৬] [৭]তোহৌরী[৭]।
নিঅ[৮] ঘরিণী[৮] ণামে সহজ সুন্দারী।। ধ্রু।।
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী।। ধ্রু।।
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে[৯] সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি[১০] দারী পেক্ষ্মা রাতি পোহাইলী।। ধ্রু।।
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি[১১] কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই[১২] ।। ধ্রু।।
গুরুবাক পুঞ্চআ[১৩] বিন্ধ ণিঅ মণে বাণেঁ।
একে সরসন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ।। ধ্রু।।
উমত সবরো গরুআ রোষে[১৪]।
গিরিবরসিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ।। ধ্রু।।

পাঠান্তর।।

১-১ বরাটি (তিব্বতী)

২-২ উঁচা উঁচা (শাস্ত্রী, বাগচী), উচা (টীকা)

৩-৩ তহি (বাগচী) তহিঁ (শহী)

৪-৪ সোরাঙ্গা (শহী)

৫-৫ পরিহাণ (শহী)

৬-৬ গুহারী (শহী)

৭-৭ তোহোরি (বাগচী), শহী-তে পদটি পরের পঙ্ক্তির গোড়ায় আছে। পুথিতে এই পদের পর যতিচিহ্ন নেই।

৮-৮ ঘরণী (সেন)

৯-৯ মহাসুখে (বাগচী)

১০-১০ নৈরামণী (বাগচী)

১১-১১ পুথিতে ‘রি’-র উপবে ‘নি’-র Over-writing আছে। নৈরামণি (বাগচী, শহী)।

১২-১২ পোহাম (পুথি)   ১৩-১৩ পুচ্ছিআ (বাগচী), ধনুআ (শহী)।

১৪-১৪ পুথিতে ‘সরোষে’ লিখে, ‘স’ কাটা হয়েছে। গরু আস রোষে (সেন)। রোসেঁ (শহী)।।

৩৩

[পুথিপৃষ্ঠা ৪৮। ক]

।। রাগ পটমঞ্জরী—[১]টেণ্টণ[১] পাদানাম্।।

টালত মোর ঘর নাঁহি পড়বেষী[২]।
হাড়ীত[৩] ভাত নাঁহি[৪] নিতি আবেশী।। ধ্রু।।
বেগ সংসার[৫] বড়হিল জাঅ[৬]।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে [৭]ষামাঅ[৭]।। ধ্রু।।
বলদ[৮] বিআএল গবিআ বাঝেঁ[৯]।
পিটা দুহিএ এ তিনা [১০]সাঁঝে[১০]।। ধ্রু।।
জো সো বুধী[১১] [১২]সৌধ নিবুধী[১২]।
জো [১৩]চৌর[১৩] [১৪]সৌ দুষাধী[১৪]।। ধ্রু।।
[১৫]নিতে নিতে[১৫] ষিআলা ষিহে যম জুঝতা।
ঢেন্ঢণ পাএর গীত [১৬]বিরলেঁ[১৬] বুঝঅ।। ধ্রু।।

পাঠান্তর।।

১-১ ঢেন্ঢণ (শাস্ত্রী, বাগচী, শহী, সেন)
২-২ পড়বেশী (বাগচী) পড়বেসী (শহী)
৩-৩ হুণ্ডী (টীকা)
৪-৪ নাহি (বাগচী, শহী)
৫-৫ বেঙ্গা সংসার (শাস্ত্রী) বেগ সংসার (সেন) বেঙ্গাস সাপ (বাগচী)
৬-৬ চড়িল জাই (শহী)
৭-৭ সামাই (শহী)
৮-৮ বলদা (টীকা)
৯-৯ বাঁঝে (বাগচী, শহী)
১০-১০ সাঁঝ্যে (পুথি)
১১-১১ বুদ্ধি (টীকা)
১২-১২ সোহি নিবুধী (শহী)
১৩-১৩ চোর (বাগচী, শহী)
১৪-১৪ সোই সাধী (বাগচী) সোহি সাধী (শহী)
১৫-১৫ নিতি নিতি (টীকা, বাগচী, শহী)
১৬-১৬ বিচিরলেঁ (পুথি)

৪২.৩.১ পদ পরিচিতি (পাঠান্তর প্রসঙ্গ)

(১) লুই পাদের প্রথম সংখ্যক পদ—

লুই পাদের ‘কা আ তরুবর পঞ্চ বিডাল’ গীতটির রাগ পটমঞ্জরী। ১০টি চরণে বিধৃত পদটিতে রূপকের মোড়কে সহজিয়া সাধনতত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। এই গানটিকে টীকাকার মুনি দত্ত ‘মহারাগনয়চর্চা’ অর্থাৎ মহাঅনুরাগের পদ্ধতির রূপ বলে চিহ্নিত করেছেন।

(২) চাটিল বা চাটিল্লপাদের ৫ সংখ্যক পদ।

চাটিল্ল পাদের এই পদটির রাগ 'গুর্জরী' এই গানে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনতত্ত্বর সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনতত্ত্বও আলোচিত হয়েছে। এই গানে অস্তিত্ব-প্রবাহকে নদী প্রবাহের রূপকের মধ্য দিয়ে পদকর্তা প্রকাশ করেছেন।

(৩) ভুসুকু পাদের ৬ সংখ্যক পদ।

ভুসুকুপাদের এই পদটির রাগ 'পটমঞ্জরী'। শিকারের রূপকে পদটির মধ্য দিয়ে অর্থাৎ হরিণ-হরিণী ও মৃগয়ার রূপকে চিত্তের দুই অবস্থা ও অবস্থান্তরের গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

(৪) শবর পাদের ২৮ সংখ্যক পদ।

এই পদটির রাগ 'বল্লাড়ি'। এই পদে নগরের বাইরের জীবনচিত্র শবর দম্পতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই দম্পতির প্রেম ও মিলনের রূপকে মহাসুখলাভের তত্ত্বটি পাদকর্তা তুলে ধরেছেন।

(৫) টেন্টন টেণ্টন'-পাদের ৩৩ সংখ্যক পদ।

পদটি প্রহেলিকাচ্ছন্ন যার ফলে দুর্বোধ্য। পরমার্থ তত্ত্ব সম্পর্কে যাদের ধ্যান ধারণা আছে, তারাই শুধু এর অর্থ সঠিক বুঝতে পারবেন।

পাঠান্তর প্রসঙ্গ (১ম সংখ্যক)

পইঠো—পুথিতে স্পষ্টভাবে 'পইঠো' লেখা আছে। পাঠান্তরে 'পইঠা' আছে। এখানে পুথির 'পইঠো' অর্থহীন বা অসংগত নয়।

সমাহিঅ—প্রাকৃতের প্রাচীন পদ বজায় আছে। পুথিতে 'সমাহিঅ' কথাটির মাঝামাঝি বন্ধনসূত্রের জন্য ফাঁক আছে। বর্তমানে সুতোর ঘসায় 'সমা' অংশটি নষ্ট হয়েছে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সময়ে 'স' অক্ষুণ্ণ ছিল, 'মা' নষ্ট হয়েছিল।

সুন্ন—পুথি লিপিতে 'ন্ন' ও 'নু' প্রায় একরূপ। এজন্য পাঠান্তর হয়েছে 'সুনু'। কিন্তু অন্যান্য চর্যাগীতির নিশ্চিত 'ন্ন'র সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় পাঠটি 'সুন্ন'।

ঝাণে—টীকার 'ধ্যানবশেন' পদ থেকে 'ঝাণে' পাঠের সমর্থন পাওয়া যায়। তিব্বতি অনুবাদেও 'ঝাণে' সমর্থন করতে দেখা যায়।

পাঠান্তর প্রসঙ্গ (৫ সংখ্যক) ঃ

গঢ়ই—চর্যায় 'ট' ও 'ঢ়' এর ছাঁদ প্রায় একরূপ। হয়তো সেই জন্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-'গটই' পাঠ করেছেন। তবে 'গঢ়ই' পাঠ ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে অনেকটা সঠিক।

পটি—'পাটি' অক্ষরের লিপিভ্রম। ১৫

দিঠি—দিঢ়ি—'দিঢ়ি' নজিরবিহীন অক্ষর। অন্যান্য চর্যাগীতিতে দৃঢ়তাব্যঞ্জক ক্রিয়া বিশেষণ রূপে 'দিঢ়' পদ আছে। এখানেও 'দিঢ়' পাঠই সঙ্গততর বলে মনে হয়।

কোড়িঅ—অর্থানুযায়ী—'কহিঅ' 'কাহিঅ' পাঠই যুক্তিযুক্ত।

পাঠান্তর প্রসঙ্গ (৬ সংখ্যক) ঃ মূল পদে আছে 'কাহেরে' আর পাঠান্তরে দেখা যায় 'কাহৈরি'। পদটির পর অসমাপিকা ক্রিয়া 'ঘিনি' আছে। এই ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ বিভক্তিযুক্ত 'কাহৈরি' পদটি ব্যাকরণের দিক থেকে প্রযোজ্য নয় তাই

পাঠান্তরের ‘কাহেরি’ পাঠ অশুদ্ধ বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচারে মুনিদত্তের টীকায় দ্বিতীয় বিভক্তিযুক্ত যে ‘কাহেরে’ পদটি আছে সেটিই সঠিক ধরে নেওয়া যায়।

‘হাক’ ও ‘ডাক’ ঃ— মূল গীতিতে ‘হাক’-পাঠান্তরে ‘ডাক’ রয়েছে। পুঁথিতে হা অক্ষরটি যেভাবে লেখা ছিল সেটি আধুনিক ‘ডা’ অক্ষরের মতো। মনে হয় এর জন্যই পাঠান্তরে ‘ডা’ আছে। কিন্তু পুথির অন্যান্য পদে ‘ডা’ ও ‘হা’ নিশ্চিত রূপ নিয়েই আছে। সেই সব অক্ষরের সঙ্গে তুলনা করলে—‘ডা’-এর পরিবর্তে ‘হা’ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

‘হরিণী বোলঅ হরিণী সুণ হরিআতো’—এই চরণটি নিয়ে নানা সংশয় দেখা দিয়েছে গবেষকদের মধ্যে। এর কারণ পাঠের অর্থ স্পষ্ট ও সুসংগত নয়। পাশাপাশি টীকা ও তিব্বতী অনুবাদ অনুযায়ী এই পদ্যাংশের একটি পৃথক ও অর্থের দিক থেকে সংগতিপূর্ণ পাঠের আভাস পাওয়া যায়।

প্রবোধকুমার বাগচী—টীকা ও তিব্বতী অনুবাদের সূত্র ধরে—‘হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো’। পাঠটি গ্রহণ করেছেন। এই পাঠ অর্থের দিক থেকে পুথির পাঠের চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়।

ভুসুকু অহেরী—পাঠান্তর ভুকু—অসাবধানতাবশতঃ লিপিকার হয়তো ‘সু’ অক্ষরটি লিখতে ভুলে গেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘ভুকুঅহেরী’ পাঠ গবেষকগণ ভুল পদবিশ্লেষণ বলে মনে করেন। এছাড়া ‘ভুকু’র চেয়ে ‘ভুসুকু’ পাঠ ছন্দের দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য।

ছুবই—মূল পুঁথিকে স্পষ্টভাবে ‘চ্ছুপই’ লেখা আছে—কাজেই ‘ছুবই’—এই পাঠশুদ্ধি অপ্রয়োজনীয়।

পাঠান্তর প্রসঙ্গ (২৮ সংখ্যক) ঃ

পুঞ্চআ—এখানে ‘পুঞ্চআ’ পাঠান্তর থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু ‘ধনুআ’ পাঠের প্রয়োজনীয়তা নেই।

উঞ্চা উঞ্চা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রবোধ কুমার বাগচীর গ্রন্থে—উঁচা-উঁচা আছে। এতে অর্থের বা ছন্দের কোন হেরফের ঘটে নি। পরিহিন—ড. শহীদুল্লাহের—‘পরিহান’—ছিন্-ভিন্ ইত্যাদির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

পাঠান্তর প্রসঙ্গ (৩৩ সংখ্যক) ঃ

টেণ্টন-‘টেণ্টন’ শব্দের অর্থ জুয়াড়ি, ধূর্ত। এখানে হয়তো ধূর্ত বা চতুর অর্থটি গ্রহণযোগ্য। এই গীতিতে চাতুর্যের পরিচয় আছে। ‘টেণ্টনপাদ’ হয়তো কবির ছদ্মনাম। চাতুর্যপূর্ণ প্রহেলিকাচ্ছন্ন পদ রচনা করতেন বলেই হয়তো এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। চর্যাপুথিতে ‘ট’ ও ‘ঢ’-এর লিপি দেখতে একরূপ হওয়াতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. সুকুমার সেন, ড. শহীদুল্লাহ প্রমুখ ভাষাবিদ্‌গণ—‘ঢেণ্ঢনপাদ’ পাঠ নিয়েছেন। কিন্তু ড. নির্মল দাশ অর্থহীন বলে এই পাঠ গ্রহণে নারাজ। তাঁর মতে—‘টেন্টন্টে’র অর্থানুযায়ী কর্পূরমঞ্জরী, দেশীনামমালা, বর্ণারত্নাকর, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল ইত্যাদি গ্রন্থে এই শব্দটির ধূর্ত, চতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তাঁর মতে ‘ঢেণ্ঢন’-এর বদলে ‘টেণ্টন’ পাঠই গ্রহণযোগ্য।

বেগ-সংসার—পুঁথির ‘বেগসংসার’ পদ দুটির সঠিক পাঠ ‘বেঙ্গাসঁ সাপ।’

সঁসার—এই পদটির ‘র’ হরফটি চর্যার অন্যান্য গীতির ‘র’ থেকে সামান্য পৃথক দেখতে। সম্ভবত এটি ‘র’ নয় ‘প’।

বিরলেঁ—পুথির ‘বিচিরলেঁ’—লিপিকারের লিপিভ্রম বলে মনে হয়।

বড়হিল—‘বধ্’ ধাতুর অর্থ কাটা, ছেঁড়া। ‘বড়হিলে’র অর্থ স্পষ্ট জানার জন্য ‘চড়িল’ পাঠ নিষ্প্রয়োজন।

৪২.৩.২ পদকর্তা পরিচিতি

লুইপাদ ঃ চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়ে ২৪ জন কবির আংশিক অথবা সম্পূর্ণ রচনা পাওয়া গেছে। কবি লুইপাদ সিদ্ধাচার্যদের আদি গুরু। 'লুই' শব্দটি "রোহিত" শব্দ থেকে উদ্ভুত হয়েছে মনে করে গবেষক প্রবোধচন্দ্র বাগচী কবিকে নাথ যোগীদের আদি সিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথ মীননাথের সঙ্গে একাকার করে দিয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধাচার্যদের কাছে এঁরা অভিন্ন ব্যক্তি নন। চর্যাপদের টীকাকার মুনি দত্ত মীননাথের দোহা তুলে ধরে বলেছেন—"তথা চ পরদর্শনে মীন নাথঃ।" এ থেকেই বোঝা যায় লুইপাদ ও মীননাথ—দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি।

লুইপাদের ২টি চর্যাগীতি (১নং ও ২৯নং) চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়ে পাওয়া যায়। গীতি দুটির পদ সংখ্যা, ছন্দ ও রাগিনী একই। দুটি পদেই দু'বার করে ভণিতা আছে। আলোচ্য পদটি ভালভাবে পাঠ করলেই দেখা যাবে ধ্রুব (দ্বিতীয়) পদে এবং শেষ পদে। লুইপাদ আদি পদকর্তা বলে সুচিহ্নিত। কবি দশম শতাব্দীতেই পদটি রচনা করেছেন বলে গবেষকদের ধারণা।

কবি পরিচিতি ঃ চাটিল্ল পাদ বা চাটিল পাদ (৫ম সংখ্যক) ঃ বিরুআ, গুণ্ডরী, বীণা প্রমুখ সাধক পদকর্তাদের মতো চাটিল পাদ বা চাটিল্ল পাদের একটি মাত্র পদ পাওয়া যায়। তবে এই একটি পদের মধ্য দিয়েই পদকর্তার কবি বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে। তেঙ্গুর তালিকায় চাটিলের নাম নেই। তারানাথও কবির নাম উল্লেখ করেননি। জ্যোতিশ্বরের 'বর্ণরত্নাকরে' 'অথ চৌরাশী সিদ্ধ বর্ণনা'তে ৬৪তম সিদ্ধরূপে এজন 'চাটল' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিনয়শ্রী সিদ্ধ নামের ক্ষেত্রে জনৈক 'চাটলা'কে স্মরণ করেছেন। চর্যাপদের ৫ পদসংখ্যার চাটিল পাদ বা চাটিল্ল পাদ আলোচ্য 'চাটাল' ও 'চাটলা'—বিভিন্ন ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়। কোনো কোনো গবেষকের মতে তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, মতান্তরে বরিশাল জেলার (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) চন্দ্রদ্বীপের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর পদে নদীমাতৃক বাংলাদেশের যে জীবন্ত চিত্র আছে তাতে বরিশালের কবি বলে ধরে নেবার ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় নেই বলে মনে হয়। কবির আবির্ভাব কাল নিয়ে স্পষ্ট মতামত এখনও পাওয়া যায়নি।

পদকর্তা পরিচিতি (৬ সংখ্যক) ঃ ভুসুকু পাদ রচিত আটটি চর্যাগীতি পাওয়া গেছে। গীতি রচনার সংখ্যার দিক থেকে তাঁর স্থান দ্বিতীয়। তাঁর ৬ ও ২৩ সংখ্যক গীতিতে মৃগয়ায় রূপককে আশ্রয় করে সাধনতত্ত্বটি তুলে ধরেছেন। মণীন্দ্রমোহন বসু ভুসুকুর ৪৯ সংখ্যক পদে বর্ণিত "বাজণার পাড়ী পঁউআ খালে বাহি উ" চরণের 'পঁউআ' খালকে বর্তমানের 'মহানদী' বা 'পদ্মানদী'র আদিরূপ বলে অনুমান করেছেন। ভুসুকুপাদকে তিনি বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুরের লোক বলে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া ভুসুকুর একাধিক পদে 'বঙ্গালী' শব্দটির প্রতিও গবেষকগণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশ ও জলপথে দস্যুবৃত্তির নানাচিত্রও ভুসুকুর লেখায় দেখা যায়।

পদকর্তা পরিচিতি (২৮ সংখ্যক) ঃ শবরপাদ—চর্যাগীতিতে মোট ২৩ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব নাম থেকে কবিদের সঠিক ব্যক্তি পরিচয় উদ্ধারে নানা অসুবিধা আছে। এর মূলে রয়েছে নাম উল্লেখের ব্যাপারে টীকাকারের কিছু কিছু ভুল। শবরপাদের নামে ২৮ ও ৫০ সংখ্যক গানে 'শবর' পদটি যেভাবে আছে তাতে তা ভণিতা বলে মনে হয় না, কিন্তু টীকায় পদটি কবিনাম হিসেবে উল্লিখিত। ড. সুকুমার সেনের মত অনুযায়ী চর্যা গীতিকায় যে সকল সিদ্ধাচার্যের নাম আছে তা থেকে দুটি নাম বাদ দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর মতে 'বীণা' ও 'শবর' শব্দ দুটি যেভাবে আছে তা, ভণিতা বলে মনে হয় না। 'শবরীপাদ' নামে এক বা একাধিক সিদ্ধাচার্য ছিলেন। চর্যাগীতির প্রধান পদকর্তাদের মধ্যে লুইপাদ, ভুসুকপাদ, কাহ্নপাদ ও শান্তিপাদের পাশে শবরপাদের নামটিও উল্লেখযোগ্য।

পদকর্তা পরিচিতি (৩৩ সংখ্যক) ঃ বিরুআ (বিরূপ), চাটিল, বীণা প্রমুখ সিদ্ধাচার্য সহজপন্থী” কবিদের মতো ঢেণ্টনপাদেরও মাত্র একটি পদ। 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে' সঙ্কলিত হয়েছে। পদ সংখ্যাতিত। মুসলমান অভিযানের পর বাংলাদেশে চর্যাগীতির ধারা অব্যাহত না থাকলেও বিলুপ্ত হয়নি। নাথপন্থী যোগীরা তাঁদের সাধারণ লেখার মধ্যেও চর্চাগীতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। পরবর্তিকালের ভাবুক যোগী ও বৈষ্ণবদের কিছু কিছু গানে চর্যাগীতির হুবহু অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি পুঁথিতে কবীবের ভনিতাযুক্ত আট ছত্রের একটি গীতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢেণ্ঢনপাদের গানে আছে দশ ছত্র। দু'জনের লেখায় চারছত্র ভাবে ভাষায় এক, অপর অংশ ভাষায় পৃথক।

ঢেণ্ঢন পাদের গীতের শেষাংশ হলো—

নিতে নিতে বিআলা ষিহেঁ সম জুঝঅ
ঢেণ্ঢনপাত্রর গীত বিরলে বুঝঅ।।

কবীরের গানের শেষাংশে দেখা যায়—

“নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে জুঝে
কহে কবীর বিরল জনে বুঝে।”

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, চর্যাপদের ধারা মুসলমান আক্রমণের পরেও মরুপথে হারিয়ে যায়নি। পরবর্তী অধ্যাত্ম সাধক সম্প্রদায়ের হাতে চর্যাপদের ঐতিহ্যধারা কিছুটা রক্ষিত হয়েছে। টেণ্টন পাদের পদটির অনুবৃত্তিই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

৪২.৪ বাচ্যার্থ

বাচ্যার্থ (১ম সংখ্যক) ঃ কায় (রূপ) তরুবর। তার পাঁচটি ডাল। চিত্ত চঞ্চল তার মধ্যে কাল প্রবেশ করেছে। দৃঢ়ভাবে মহামুখ পরিমানকর। লুই বলে, গুরুকে জিজ্ঞাসা করে সব জান। সমাধি সকল দিয়ে কি হবে ; সুখ-দুঃখ নিয়ে নিশ্চিতভাবে প্রত্যেককেই মরতে হবে। (এজন্য) ছন্দের (বাসনার) বন্ধন ও ইন্দ্রিয়ের পটুত্বের আশা ত্যাগ করো। শূন্যতার দিকে পাশ ফের। লুই বলে, আমার ধ্যানে, (পাঠান্তরে 'ইশারায়'—এই যুগনদ্ধ রূপ) দেখেছি। ধমন-চমন অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দুই পিঁড়িতে বসেছি।

বাচ্যার্থ (৫ম সংখ্যক) ঃ ভবনদী গহন গম্ভীর বেগে বয়ে চলেছে। তার দুই তীর কর্দমাক্ত, মাঝখানটা অথৈ। চাটিল ধর্মের জন্য সাঁকো তৈরি করেছে। পারাপারের যাত্রীরা নিশ্চিন্তে পার হয়। মোহরূপ বৃক্ষ ফাড়া হলো, তার তক্তা জোড়া হলো, অদ্বয় টাঙ্গী নির্বাণে দৃঢ়ভাবে বিন্ধ করা হলো, সেতুতে ডান-বাঁ হবে না। বোধি-কাছেই-দূরে যেয়ো না। ওহে, তোমরা যদি পরগামী হতে চাও তবে শ্রেষ্ঠ সাঁই চাটিলকে জিজ্ঞাসা করো।

বাচ্যার্থ (৬ম সংখ্যক) ঃ কাকে সঙ্গে নিয়ে কাকে বাদ দিয়ে কীভাবে আছি, চারদিক ঘিরে ধরে হাঁক পড়েছে। নিজের মাংসের জন্য হরিণ নিজেরই শত্রু হয়েছে। ভুসুকু একটু সময়ের জন্যও শিকার ছাড়ে না। হরিণ ঘাস স্পর্শ করে না, জলপান করে না। হরিণ হরিণীর বাসস্থান জানে না। হরিণ হরিণীকে বলে ; শোন, জুয়াড়ি তুই (পাঠান্তরে হরিণ হরিণীকে বলে—তুই শোন) এ বন ছেড়ে তুই পালিয়ে যা। ভীত-ত্রস্ত পালিয়ে যাওয়া হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলে, (এই পদের তাৎপর্য) মূর্খের হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

বাচ্যার্থ (২৮ সংখ্যক) ঃ উঁচু উঁচু পাহাড়। শবরী বালিকা সেখানে বাস করে। তার পরনে ময়ূরের পুচ্ছ,

গলায় গুঞ্জা ফুলের মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, ভুল করো না, একান্ত অনুরোধ (ও তোমার) নিজেরই সহধর্মিণী, ওর নাম সহজ সুন্দরী। বনের গাছ গাছালি মুকুলিত হ'ল। তাদের ডালপালা আকাশে ঠেকলো। কানে কুন্তল ও কণ্ঠে বজ্র ধারণ করে শবরী এই বনেই একাকিনী বসবাস করে। তিন প্রকার ধাতুর খাট ও মহাসুখের বিছানা পাতা হলো। শবর প্রেমিক, নৈরামণি প্রেমিকা। প্রেম মিলনে রাত কাটলো। গুরু বাক্য পুচ্ছ যুক্ত বাণ্। সেই তীরে নিজের মনকে বিন্ধ কর। এক শরে পরম নির্বাণকে বিন্ধ কর, বিন্ধ কর। ভীষণ ক্রোধে শবর উন্মত্ত। পর্বতের শিখর সন্ধিতে আত্মগোপন করলে শবরকে কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে?

বাচ্যার্থ (৩৩ সংখ্যক) ঃ ঘন বসতিতে আমার ঘর (অথচ) পাড়া পরশি নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, (কিন্তু) ঘরে প্রতিদিনই অতিথির আগমন। ব্যাঙ সাপকে কাটে, কী আশ্চর্য, দোয়া দুধ আবার বাঁটে প্রবেশ করে। বলদ বিয়ায়—গাভী বন্ধ্যা। তিন সন্ধ্যা পাত্রে দুধ দোহন করা হয়। যা সেই বুদ্ধি—তা-ই-খারাপ বুদ্ধি। যে চোর সেই কোটাল। প্রত্যেক দিন শৃগাল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ঢেণ্ঢনপা-এর গীত কদাচিৎ বোঝা যায়।

৪২.৫ গূঢ়ার্থ

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা ঃ পদকর্তা লুইপাদ শরীরকে গাছের সঙ্গে তুলনা করে পঞ্চস্কন্ধ অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপাস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়কে গাছের শাখা স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন।

বিষয় বাসনায় চিত্ত চঞ্চল হয় বলেই আমরা সংসার জীবনে নানা দুঃখ ভোগ করে কাল কবলিত হই। কিন্তু এই চাঞ্চল্য দূর করে মহাসুখ লাভ করবার জন্য চিত্তকে দৃঢ় করতে হবে। গুরুকে জিজ্ঞাসা করে এসব জানতে হয়।

যোগ-ধ্যান-সমাধিছ ইত্যাদির দ্বারা দুঃখের প্রভাব থেকে ক্ষণিকের জন্য মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু সমাধি ভঙ্গের পরই জাগতিক জ্ঞানের উদয় ঘটলেই আবার দুঃখ সাগরে পতিত হতে হয়। এই পন্থা চিরস্থায়ী মহাসুখলাভের প্রকৃত উপায় নয়।

আসলে বাসনার বন্ধন এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আশাই মানুষের যাবতীয় দুঃখের কারণ। এসব থেকে মুক্ত হতে না পারলে অর্থাৎ বাসনার নিবৃত্তি ঘটাতে না পারলে চিরকাল দুঃখে জীবন কাটাতে হবে। বাসনার নিবৃত্তিই মহা সুখলাভের প্রকৃত পথ।

এই বাসনার নিবৃত্তি কীভাবে হয়? যতদিন সংসারের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধ্যান ধারণা বদ্ধমূল থাকবে, ততদিন সংসার আমাদের মন প্রাণকে আকর্ষণ করবেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংসারের কোনো অস্তিত্ব নেই। সংসারকে 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' এর মতো ভ্রান্তিরূপেই দেখা হচ্ছে—এই ধারণা জন্মালেই সংসারের বন্ধন-আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সজীব-চিত্র এই পদে আছে। নদী পারাপারের জন্য সেতুর ব্যবহার—বংলার বুকে জীবন্ত। সহজ চিত্রকল্পের সাহায্যে সহজিয়া সাধক কবি সহজিয়া সাধনতত্ত্বটি এই পদে প্রকাশ করেছেন।

পার্থিব জগতকে কবি গহন-গভীর বেগবান নদীর সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন—

'ভবনই গহণ গম্ভীর বেঁগে বাহী'। উপমাটি সার্থক

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা (৫ম সংখ্যক) ঃ

বিশ্ব সংসার নদীর মতো। নদীর বুকে যেমন দিনরাত ঢেউ উঠছে আবার নদীর বুকেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেইরূপ সংসারেও বিষয় বাসনার তরঙ্গ প্রতি মুহূর্তে মানুষের হৃদয় গভীরে জাগছে আবার পাওয়া-না পাওয়ার

বেদনায় তা হারিয়ে যাচ্ছে। এইজন্যই পদকর্তা একে ‘গহন’ অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বলেছেন। প্রবহমান নদীর দুই তীরে যেমন কাদা জমে ঠিক তেমনি মানব-সংসারের দুই তীরও নানাদোষে দূষিত হয়। কলুষপূর্ণ এই ‘ভবনদী’ পার হওয়া খুবই কষ্টকর।

ঘট-লট-স্তম্ভ-কুম্ভাদির মতোই বৃতবিকারই ভব-সংসারের স্বাভাবিক ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে এর কোনো অস্তিত্বই নেই। বিষয় বিষে জর্জরিত চোখে এসব ধরা পড়ে না বলেই সিদ্ধাচার্য চাটিল সেতু নির্মাণ করেছেন। এই সেতুকে অবলম্বন করেই সাধক কবি ‘ভবনদী’ পার হতে বলেছেন। এই সেতু কীভাবে তৈরি হবে? এর উপায় চাটিল্লপাদ বলেছেন। মোহগ্রস্ত চিত্ত যাকে গীতিকার গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন সেই চিত্তকে ফেঁড়ে গাছের পাট যেমন ফাঁড়ার পর পৃথক করা হয় ঠিক তেমনি চিত্তের বিষয় গ্রহকে খণ্ডিত করে জ্ঞানলোকের সঙ্গে তাকে জুড়ে দিতে বলেছেন। সবশেষে অদ্বয় জ্ঞানরূপ কুঠারের সাহায্যে নির্বাণকে সুদৃঢ় করে সেতু নির্মাণ করতে বলেছেন। সেতুতে চড়ে ডানে বামে অর্থাৎ বিমার্গে চলতে নিষেধ করেছেন। গ্রাহ্য গ্রাহক ভাব ত্যাগ করে যদি চলা যায় তবে শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ ঘটবে।

মহামোহস্বরূপা এই ভবনদী যারা পার হতে ইচ্ছা করে তারা যেন অনুত্তর ধর্মস্বামী চাটিলকে জিজ্ঞাসা করে।

শব্দার্থ ঃ—

ভবনই	—	বিশ্বসংসার।
গহন	—	ভয়ঙ্কর।
প্রান্তে	—	দুই তীরে, দুই ধারে।
চিখিল	—	পাঁক।
থাহী	—	থৈ।
ধামার্থে	—	ধর্মার্থে।
সাংকম্	—	সাঁকো।
গঢ়ই	—	গড়ি, তৈরি করি।
অদঅ	—	অদ্বয়।
নিয়ড্ডী	—	নিকটে।
হোইব	—	হবে।
পুচ্ছ	—	জিজ্ঞাসা করিও। ৩৩

এরূপ চিত্তকে ঘিরেই জরা-মৃত্যুশিকারীর দল ছুটে আসে। চরম বিপদ মুহূর্তে চিত্ত সঠক ঠিকানা খুঁজে পেয়ে ভোগ-সুখের জগত ত্যাগ করে। নির্বাণ-হরিণীকে পাবার জন্য আকুল হয়। নির্বাণ বা মহাসুখ হরিণীর রূপ ধারণ করে নির্বাণ লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্ত হরিণকে ঠিক পথের সন্ধান দেয়। সহজিয়া তত্ত্ব কথাটি ভুসুকুপাদ বাস্তব শিকারের পটভূমিকায় সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। পাদটির মধ্যে গীতি কবিতার মূর্চ্ছনাও খুঁজে পাওয়া যায়।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা (৬ সংখ্যক) ঃ

চঞ্চল চিত্ত ভুসুকুপাদ নিজের চিত্তকেই হরিণের সঙ্গে তুলনা করে শিকারের উপমার সাহায্যে পরমার্থ তত্ত্বটি

ব্যাখ্যা করেছেন। শিকারিগণ চারদিক থেকে বন ঘিরে ফেলে হরিণকে মারবার জন্য সচেষ্ট। এই কঠিন পরিস্থিতিতে হরিণীর আহ্বানে সে তার মুক্তি সাধন করে চলে এসেছে।

হরিণ নিজের মাংসের জন্যই নিজের শত্রু হয়েছে। অর্থাৎ তার মাংসের লোভেই সকলে তাকে হত্যা করতে ছুটে আসে। ঠিক এইরূপ অবিদ্যা বিমোহিত চিত্ত হরিণ মদ-মাৎসর্যাদি দোষের জন্য নিজের সর্বনাশ সাধন করে। এসব বুঝেও ভুসুকু সদগুরুর নির্দেশ বাণে তাকে ধ্বংস করেন নাই। কিন্তু চরম বিপদ মুহূর্তে পান-আহার ভুলে অর্থাৎ জাগতিক ভোগ সুখ ত্যাগ করে বিপদশূন্য স্থানে যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত। কিন্তু পথের সন্ধান পান না। কারণ তার সঙ্গিনী নৈরাত্মা দেবী রূপিণী হরিণীর নিরাপদ বাসস্থান ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না, সেইজন্য ভোগ-সুখ বিভোর চিত্ত হরিণ তার সন্ধান করতে পারে নি।

এই পদটিতে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের তত্ত্বকথা থাকলেও মিলন উন্মুখ নর-নারীর প্রেমাকাঙ্খা যেভাবে কবি প্রকাশ করেছেন তাতে শাশ্বত প্রেমধর্মী সৃষ্টিরূপেও পদটি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত। ধর্মীয় তত্ত্বকে দূরে রাখলেও এর সাহিত্যিক মূল্য চিরন্তন। প্রেম ও প্রকৃতির সমন্বয়ে এই পদটিতে ভিন্নমাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা (২৮ সংখ্যক) ঃ

মহাসুখচক্রে বজ্রধর শবরের সহজ গৃহিণী নৈরাত্মা দৈবী বাস করেন। এই মহাসুখ চক্র হ'ল কায়াকঙ্কালরূপ সুমেরু শিখর। শবরী অর্থাৎ নৈরাত্মাদেবী ময়ূর পুচ্ছ দিয়ে দেহকে সাজিয়েছেন, গলয় গুহ্য মন্ত্ররূপ গুঞ্জা ফুলের মালা পরেছেন। শবর প্রকৃতপক্ষে বজ্রধর। তিনি বিষয় বাসনায় মগ্ন, অন্যদিকে শবরী অর্থাৎ নৈরাত্মা ও প্রকৃতি ভাব বিকল্পরূপ নানা অলঙ্কার পরিধান করে আত্মাগোপন করে আছেন। এই অবস্থায় দুই এর মিলন কীভাবে হবে?

এইপদে দেখা যায় শবরী সাধককে বিষয় বাসনায় উন্মত্ত শবরকে আশ্বাসবাণী শুনিয়ে বলেছে—'তুমি বিষয়ানন্দে মত্ত হয়ে আমাকে চিনতে ভুল করো না।' তার সাজসজ্জা দেখে ভুলবশতঃ পরস্ত্রী মনে হলেও শবরী নিজের পরিচিতি স্পষ্টভাবে দিয়ে বলেছে—'আমি সহজ সুন্দরী নামে তোমার নিজের গৃহিণী বা স্বরূপ প্রকৃতি। সুতরাং মিলন পথে দ্বিধা যেন না থাকে। শবরী তার দেহ সজ্জার বিস্তৃত কারণ ব্যাখ্যা করে অবিদ্যা প্রাপকের গভীরে তাকে অনুভব করতে বলেছে। শবরীর নির্দেশ ও আহ্বান মতো নৈরাত্মাকে লাভ করার জন্য শবর কায়বাক্‌চিত্তকে সুসংযত করে মহাসুখরূপ বিছানা পেতে চিত্তকে অচিত্ততায় লীন করে নৈরাত্মা দেবীকে কণ্ঠে ধারণ করে মহাসুখ ও জ্ঞানের আলোয় জীবনের ক্লেশ অন্ধকার রাত্রির পাথার পেরিয়ে শবরীর সঙ্গে মিলনানন্দে বিভোর হন।

সাধক এই চরম লগ্নে কীভাবে উপস্থিত হবে তার জন্য গুরুর নির্দেশের কথাও আছে। এই নির্দেশের মধ্যেই পরম নির্বাণ লাভের সঠিক নিশানা রয়েছে।

গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা (৩৩ সংখ্যক) ঃ আমার ঘর টালির অর্থাৎ বস্তিতে আমার কোনো পড়শি নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ নিত্যই (প্রতিদিন) প্রেমিক অতিথি। বেঙ্গের (বেগের) সংশয় বেড়ে যায়। দোয়া দুধ কী বাঁটে ঢোকে? বলদ বিয়লো (বাচ্চা দিল), গাই বাঁঝা (বাচ্চা প্রসব করে না)। তিন সন্ধ্যা পীঠ দোহন করা হয়। সেই যে বুদ্ধি (অর্থাৎ বলদের বুদ্ধি) সে সার্থক বুদ্ধি। যে চোর সেই পুলিশ। প্রতিদিন শেয়াল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে। টেণ্টন পাদের গীত খুব কম (লোকেই) বোঝে।

গূঢ়ার্থ ঃ এই চর্যাপদে অবাস্তব ঘটনার প্রহেলিকা মালাকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করে ঢেণ্ঢণপাদ সহজ সাধনা ও সহজ অনুভূতির আভাস দান করেছেন। কায়-বাক্ চিত্তের সব রকমের প্রকৃতিদোষ মহাসুখচক্রে লয় পাচ্ছে। সেই চক্রই আমার গৃহ চন্দ্র সূর্যের মতো প্রতিবেশী অর্থাৎ গ্রাহ্য গ্রাহকভাব লুপ্ত হয়েছে।

দেহের মধ্যে যে আমার চিত্ত নেই—তা গুরুর উপদেশ বুঝে এখন আমি সব সময় নৈরাত্মরূপে প্রবেশ করছি। অর্থাৎ কামনা-বাসনাময় ব্যবহারিক জগৎ সম্পর্কে আমার বোধ লুপ্ত হওয়ায় এখন আমি সবসময় প্রভাস্বর শূন্যতায় প্রবেশ করছি।

নিরাবয়ব অর্থাৎ সর্বশূন্য এই সংসারের জ্ঞান আমার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—যার ফলে বোধিচিত্ত আশ্চর্যভাবে বজ্রাগার থেকে মহাসুখচক্রের দিকে যাচ্ছে।

সক্রিয় মন থেকে রূপজগতের সৃষ্টি হয় বলেই পদকর্তা বোধিচিত্তকে বলদ বলেছেন। এই বলদ প্রসব করে অর্থাৎ রূপ জগতের সৃষ্টি করে। আর এই চিত্তই যখন অচিত্ততায় লীন হয়ে নৈরাত্মাকে লাভ করে তখন রূপ জগতের দৃশ্যাদির জ্ঞানও লোপ পায় বলে নৈরাত্মাকে বন্ধ্যা বলা হয়েছে। কায়-বাক্ চিত্তের আভাসে গঠিত অবিদ্যা-পীঠ আমার দ্বারা তিনসন্ধ্যা অর্থাৎ সব সময় নিঃস্ব ভাবের মধ্যে লীন হচ্ছে।

বালযোগীদের স্বল্পজ্ঞান পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞেরা ঠিক মতো উপলব্ধি করেন না, কারণ, তাঁরা নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন থাকেন। যে চিত্ত সবিকল্প জ্ঞান দ্বারা বিষয়সুখ অন্যায়ভাবে আহরণ করে তাকেই চোর বলা যায়। কারণ বিষয়ের সঙ্গে চিত্তের কোনো পরমার্থিক সম্বন্ধ নেই। এই চিত্তই নির্বিকল্পজ্ঞান লাভ করলে সাধু হয়।

দুঃখ, জরা-মৃত্যু ইত্যাদি ভয়ে ভীত সংসার চিত্তকে শৃগাল তুল্য। এই চিত্তই যখন বিশুদ্ধ হয় তখন সজ্ঞানস্বরূপ সিংহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়, অর্থাৎ তা আয়ত্ত করবার জন্য ব্যাকুল হয়।

ঢেণ্টণ পাদের এই গানের কোনো কোনো পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ লোক বুঝতে পারেন, সকলে বুঝতে পারেন না।

৪২.৬ সমাজচিত্র

দেশ-কাল-সমাজকে দূরে রেখে সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ অন্তরের গভীরতায় ধর্মের নিবিড় উপলব্ধির-জগতে পৌঁছতে চেয়েছেন। চর্যাকারগণের দৃষ্টিভঙ্গি তত্ত্বের দিক থেকে ছিল জীবনবিমুখ। জগৎ জীবন মিথ্যা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা জীবনের নানা লৌকিক রূপের উপরই বেশি নির্ভর করেছেন। তাই প্রত্যক্ষভাবে জীবনকে স্বীকার করলেও পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই চর্যাপদে আমরা সমাজ ও জীবনের রূপচিত্র পাই তা পরোক্ষ-খণ্ডিত ও আভাস ইঙ্গিতময়। সিদ্ধাচার্যগণ অমূর্ত উপলব্ধিকে রূপ দিতে গিয়ে নানা রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আর এর উপাদান সংগ্রহ করেছেন নদীমাতৃক বাংলাদেশের লোকজীবন থেকে।

বাংলাদেশে সেন রাজাদের যখন আধিপত্য, তখনই চর্যার গানগুলি রচিত হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন রাজাগণ পরধর্মে অসহিষ্ণু ছিলেন। বর্ণাশ্রম প্রথা অনুসারে বেদাশ্রিত জনগোষ্ঠী ছিল অভিজাত আর বেদধর্ম ও বেদাচারের বাইরের জনগোষ্ঠী ছিল অস্পৃশ্য অন্ত্যজ। এই তাত্ত্বিক ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে চর্যাপদ রচিত।

চর্যাগীতির রচয়িতাগণ ডোম্বী, কামলি, শবর ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণির লোক এবং চর্যাগীতির ডোমনী, শবর, চণ্ডালী, ব্যাধ, জেলে, ধুনুরী ইত্যাদি পাত্র-পাত্রীও অস্পৃশ্য শ্রেণির। সামাজিক বিভাজনের স্পষ্ট রূপরেখা কাহ্ন

পাদের চর্যাগীতিতে প্রকাশ পেয়েছে।

"নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সে ব্রাহ্মণ নাড়িআ।"

উচ্চবর্ণের লোকেরা নগরে বাস করতো, আর ডোম, শবর প্রভৃতি নিম্নবর্ণের লোকজন নগরের বাইরে—জনপদ থেকে বহুদূরে পাহাড়ে, জঙ্গলে মালভূমিতে বাস করতো। এদের স্পর্শে ব্রাহ্মণ্য সমাজ যাতে কলুষিত না হয় সেজন্যই শ্রেণি বৈষম্য মূলক ব্যবস্থা। মহাসুখ বা সহজানন্দের রূপকরূপে—ডোমনী, শবরী ইত্যাদি নারী চরিত্র চিহ্নিত হয়েছে। এই রূপক ব্যবহারের মধ্যেই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় স্পর্শ যোগ্যতার ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্ত্যজ শ্রেণির আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। নানা বৃত্তিনির্ভর নিম্নবর্ণের জীবনচিত্র সজীবরূপে প্রকাশ পেয়েছে। ডোম, ব্যাধ, শুঁড়ি, তাঁতী ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীর জীবন্ত-জীবিকা প্রকাশে তাঁত বোনা, চাঙ্গাড়ি তৈরি করা, খেয়া পারাপার করা, শিকার করা ইত্যাদির পরিচয় আছে।

ডোম্-ডোমনীর নৌকা বাওয়া, নদী-নালার বুকে সেতু তৈরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নদীবক্ষে ডাকাতি ইত্যাদির বর্ণনায় নদী ও নৌকা প্রসঙ্গ আছে। ৫ সংখ্যক পদে চাটিল্লপাদ বলেছেন—

"ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বাহী।।
দু আন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী।।"

এর সঙ্গে 'সাঙ্কম গঢ়ই'ও আছে। নদী পারাপারের পারিশ্রমিক রূপে যৎসামান্য 'কড়ি' বা 'বুড়ি' ডোমজাতি পেতো। ডোম পুরুষেরা কাপালিক বেশে পায়ে নূপুর ও কানে কুণ্ডল পরে নাট্যগীতি করেও অর্থ উপার্জন করতো। এছাড়া মদ চোলাই করা (৩), শিকার করা (৬,২৩) কাঠের কাজ করা (৫,৪৫), তুলা ধোনা, মোটা কাপড় বোনা (২৬,২৫) ইত্যাদি কাজেও অন্ত্যজ শ্রেণি যুক্ত ছিল।

আপনাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত ৫ সংখ্যক পদে নৌকো পারাপার, সেতু নির্মাণের কথা আছে।

'পার গামিলোঅ নিভর তরই' 'ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ'—ইত্যাদি চরণ এর দৃষ্টান্ত। ভুসুকুপাদের ৬ সংখ্যক পদে হরিণ শিকারের বাস্তব বর্ণনা—

'কাহেরে যিনি মেলি অচ্ছ হু কীম।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস।।'

দারিদ্র্যলাঞ্ছিত খেটে খাওয়া মানুষের জীবন চিত্র ঢেণ্টণপাদের ৩৩ সংখ্যক পদে পাওয়া যায়।

"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি, নিতি আবেশী।।"

পেটের জ্বালায় কেউ কেউ পদ্মের ডাঁটা খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতো। কেউ বা অভাবের তাড়নায় চুরি-ডাকাতি করতে বাধ্য হতো চুরির ভয়ে ঘরে তালা লাগানোর কথাও আছে।

৩৩নং পদে এর দৃষ্টান্ত আছে।

"জো সো চৌর সৌ দুষাধী।" এছাড়া ২,৩৮,৪৯ সংখ্যক চর্চা গীতিতেও চুরি ডাকাতির প্রসঙ্গ আছে। চর্যায় গার্হস্থ্য জীবন যাপনের জীবন্ত চিত্র আছে। যৌথ পারিবারিক কাঠামো দেখা যায়। শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-শালী-স্ত্রী-পুত্রবধূ (বহুড়ী) নিয়ে যৌথ সংসার। স্বেচ্ছাচার ছিল না। গৃহবধূ শাশুড়ীকে ভয় পেতো। এছাড়া নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিচয় আছে—যার সঙ্গে আধুনিক বাঙালী সমাজের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানের বর্ণনায় এর পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কাহ্নপাদের ১৯ সংখ্যক পদে বিবাহ যাত্রার সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

"জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিআ।।"

শবর পাদের ২৮ ও ৫০ সংখ্যক চর্যায় আদিবাসীদের দাম্পত্য জীবনের স্পষ্ট চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। জ্যোৎস্না প্লাবিত রাতে প্রমোন্মত্ত শবর-শবরীর মিলনসুখের পাশাপাশি মান-অভিমানের চিত্রও আছে। ২৮ সংখ্যক পদে দেখা যায় ভুলের অবসান হলে উন্মত্ত শবরকে শবরী অনুনয় করে বলে—

"উমত সবরো পাগল শবরো মাকর গুলী-গুহাড়া তো হৌরী।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী।"

ব্যবহারিক জীবনে হাঁড়ি, ঘড়া, গাড়ু ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। মেয়েরা আয়না, কাঁকন, কুন্তল ইত্যাদি ব্যবহার করতো। ধনী ব্যক্তিরা খাটে শুয়ে কর্পূর মেশানো পান খেতো। সমাজ জীবনে মদের আসক্তি ব্যাপক ছিল। যার ফলে মদ চোলাইয়ের ব্যবসা রমরমা ছিল। বিরুআর ৩ সংখ্যক চর্যায় শুঁড়িবাড়ির বিশেষ বর্ণনা আছে।

চর্যাগীতিতে উল্লিখিত রাগ-রাগিনীর নাম, বাদ্যযন্ত্র ও নাচগানের প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়—চর্যার যুগে নাচ-গানের প্রাধান্য ছিল। কাহ্নপাদের পদে নাচ-গান ও নাটকের কথা আছে।

"একসো পদুমা চৌসঠ্ঠী পাখুড়ী।
তাই চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।"

নাটগীতির পালায় স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করতো।

সব দিক থেকে আলোচনা শেষে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি সাধক কবিগণ অধ্যাত্মপথের যাত্রী হয়েও সমাজ জীবনের মূল স্রোত ধারার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করেছিলেন, তার জন্যই বাংলার প্রান্তিক-ভূখণ্ডের জীবন্ত সমাজ চিত্র চর্যাগীতিতে প্রকাশ পেয়েছে।

৪২.৭ অধ্যাত্মভাবনা

চর্যাগীতিতে যে ধর্ম সাধনার ইঙ্গিত আছে, তা প্রধানত সহজযান বৌদ্ধধর্মের। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের গুহ্য সাধন সংকেতই রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। মহাযান মতবাদ বিবর্তিত হয়ে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজ যান ইত্যাদি নানা ভাগের সৃষ্টি।

বজ্রযানীদের মতো মন্ত্র-তন্ত্র, দেব-দেবীর মূর্তি পরিকল্পনা, পূজা-আচার অনুষ্ঠানে সহজযানীদের বিশ্বাস ছিল না। গুরু নির্দেশিত গুহ্যপথ ধরে কায়া সাধনায় ব্যক্তিগত মুক্তি ও সিদ্ধির প্রতিই এদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সহজয়ানীদের ধর্ম সাধনায় 'সহজ' শব্দটি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে দুটি সার্থকতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একটি হ'ল এই ধর্ম সাধনার সাধ্য সহজ এবং অপরটি হ'ল সিদ্ধাচার্যদের সাধনপদ্ধতি বক্র নয়—সহজ (জন্মের সহিত জাত) দেহ। অন্যান্য সাধকেরা ধ্যান-জপ-তপ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করে মুক্তির সন্ধানী হয়েছেন। কিন্তু চর্যার গীতিকারগণ সহজ দেহের সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা না করে, ধ্যান-সমাধির ব্যর্থতা তুলে ধরেছেন। আপনাদের পাঠ্য তালিকার লুইপাদের ১ম সংখ্যক পদে তার পরিচয় আছে।

"স অল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখে দুখেতে নিচিতি মরি অই।।"

প্রায় একই সুর ধ্বনিত হয়েছে ২৯, ৩৪, ৪০ সংখ্যক পদেও। আগম পুঁথি সবই মিথ্যা, ইন্দ্রিয়গোচর ও গ্রাহ্য সব কিছুই নিষ্ফল। কিন্তু সহজানন্দ ইন্দ্রিয় গোচর নয়। চর্যার 'সহজ' ও 'সহজলাভের' ঋজু পথ—সাধারণ মানুষ জানেনা। এই দুই এর সঠিক পরিচয় একমাত্র গুরুর কাছে পাওয়া যাবে। তাই চর্যার কবি বলেছেন—

"গুরু পুচ্ছিঅ জান।"

চর্যাগীতিতে ধর্মতত্ত্বের চেয়ে সহজিয়া ধর্মের সাধনপ্রণালী অনেকটা প্রাধান্য পেয়েছে। তন্ত্রে ধর্ম সম্পর্কে কোনো নতুন তত্ত্ব প্রমাণের চেয়ে সত্যলাভের সহজ সাধন পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন সিদ্ধাচার্যগণ। তন্ত্রের বহিরঙ্গের বিষয়গুলি দূরে রেখে মূল সাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তন্ত্রের মূল সাধনা 'কায়া সাধনা'। সহজিয়া সাধকগণও তাঁদের ধর্মীয় প্রধান তত্ত্বাদি এই দেহের ভিত্তিতেই প্রতিবাদন করেছেন। 'বোধিচিত্ত' বা 'মহাসুখ'কে পরম সত্য ও কামনার বিষয়রূপে সিদ্ধাচার্যগণ গ্রহণ করেছিলেন। 'প্রজ্ঞারূপিণী শূন্যতা' ও 'উপায় রূপিণী করুণা'কে সাধনার দ্বারা যদি একাত্ম করা যায় তবেই এই 'মহাসুখ' লাভ সম্ভব।

এই মহাসুখ, শূন্যতা ও করুণার তত্ত্ব সহজিয়া সাধকগণ দেহের নানা ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উপর স্থাপন করে দেহের চারটি চক্রের কল্পনা করেছেন। সেগুলি হ'ল—(১) 'নির্মাণ চক্র'—এই চক্র নাভিতে, (২) 'ধর্মচক্র'—হৃদয়ে, (৩) সম্ভোগচক্র—কণ্ঠে (৪) 'সহজচক্র' বা 'মহাসুখচক্র'—মস্তকে অবস্থিত। এই চারটি চক্রের মধ্যে 'সহজচক্র'ই 'বোধিচিত্তে'র প্রকৃত স্থান। এইসব চক্রের পাশাপাশি তিনটি প্রধান নাড়ীকেও সহজিয়া সাধকগণ সাধনার সাহায্যরূপে চিহ্নিত করেছেন। এই নাড়ী ৩টি হলো—(১) বাম নাসিকা ছিদ্র থেকে প্রবাহিত 'বামগানাড়ী'—এটি 'প্রজ্ঞারূপিণী', (২) ডান নাসিকাছিদ্র থেকে প্রবাহিত 'দক্ষিণগানাড়ী' যা 'উপায়রূপিণী' এবং (৩) নাসিকার বাম ও ডান ছিদ্রের দুই নাড়ীর মাঝখান দিয়ে 'মধ্যগানাড়ী'—'অবধূতিকা' প্রবাহিত। এই 'মধ্যগানাড়ী'-ই অদ্বয় বোধিচিত্ত সাধনার প্রধান অবলম্বন। পূর্বালোচিত চক্র ও নাড়ীর নানা ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রথমে সহজানন্দ, মধ্য মার্গে আনন্দনুভূতি দেখা দেয়। বোধিচিত্তের চারটি চক্রের মতোই 'আনন্দানুভূতির'ও চারটি স্তব আছে। সেগুলি ক্রমানুসারে 'আনন্দ', 'পরমানন্দ', 'বিরমা-নন্দ' ও 'সহজানন্দ'। 'বিরমানন্দে'র অর্থ হ'ল—পার্থিব ভোগ-সুখের বিরাম, আর 'সহজানন্দের অর্থ হ'ল আত্যন্তিক আনন্দ।

আলোচিত এই সাধনতত্ত্বই চর্যাগীতিকারগণ নদী, বৃক্ষ ইত্যাদি নানা রূপকের আবরণে তুলে ধরেছেন।

৪১.৮ কাব্য মূল্য

সাহিত্য জীবনের দর্পণ। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনায় জীবনের অস্তিত্বহীনতাই মুখ্য। এজন্য চর্যাগীতিকার জীবনের প্রতি বিপুল আগ্রহ ও জীবনের বিস্তৃত পটভূমিকা প্রত্যাশা করা যায় না। তবু পদগুলি বিচ্ছিন্নভাবে যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন জীবনের রূপরেখাও জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। 'তত্ত্বকথা' নৌযাত্রা, দাবাখেলা, শিকার, মদচোলাই, নদী-পারাপার ইত্যাদি লৌকিক উপমানের সাহায্যে যে চর্যাগীতিগুলি রচিত হয়েছে তার মধ্যে সমাজজীবন ও তার পরিবেশ পটভূমি জীবন্তরূপ পেয়েছে। জীবনের সুখ-দুঃখ, সংরাগ-বিরাগের সামান্য ছোঁয়াও আছে। এই সব গানে জীবনরসের সজীবতাও লক্ষণীয়। বিষাদ ও শৃঙ্গার রসাত্মক গানগুলিতে এবং সামাজিক অন্যায় অত্যাচার, সংসার জীবনের অসঙ্গতি, নিরাপত্তার অভাব, চুরি, ডাকাতি, দস্যুবৃত্তির ফলে অসহায় মানুষের অসহায়তার রিক্ত চিত্র যে সব চর্যাগীতিতে আছে তা মানবিক অনুভূতি স্নাত।

ভুসুকু পাদের ৪৯ সংখ্যক পদে মানুষের রিক্ত অনুভূতির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

"বাজণাব পাড়ী পঁউআ ঘাঁলে বাহিউ।
অদ অ দঙ্গালে দেশলুড়ি উ।"

সংসার জীবনের চরম-বিপর্যয়ের চিত্রটি।

"টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাঁড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।" —অংশে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনচিত্র ব্রাহ্মণ্য-শাসিত জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদিও চর্যাগীতিতে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। জাতিভেদ প্রথার অর্থহীন দিকটি কাহ্ন পাদের লেখায় তীব্র ব্যঙ্গের বাণে বিদ্ধ হয়েছে—

"নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্ম নাড়িআ।"

সামাজিক ভ্রষ্টাচারও কুক্কুরী পাদের পদে ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত—

"দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামুর জাঅ।।"

কাব্যরূপ ঃ চর্যাকার ও টীকাকারদের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী চর্যার গানগুলি 'চর্যা' বা 'চর্যাগীতি' নামে চিহ্নিত হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত বলে গবেষকগণ মনে করেন। কাঠামোগত দিক থেকে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রানুযায়ী কঠোর অনুশাসন চর্যাপদে না থাকলেও সেকালের সমসাময়িক সঙ্গীত সম্পর্কিত গ্রন্থাদির মধ্যে সেকালের প্রচলিত কাঠামোই যে চর্যাপদে আছে সে সম্পর্কে তথ্যাদি জানা যায়। 'মানসোল্লাস' 'সঙ্গীত রত্নাকর'—গ্রন্থে চর্যার আকারগত কাঠামোর কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

সঙ্গীত রত্নাকরে চর্যার লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'প্রতিপদের শেষে অনুপ্রাসযুক্ত, পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে রচিত, আধ্যাত্মিক বিষয়ীকৃত, দ্বিতীয় প্রভৃতি তালযুক্ত গীতি তাকে চর্যা বলা হয়।" (বাংলার সঙ্গীত)

ড. সুকুমার সেন মানসোল্লাসের ও 'চর্যাপ্রবন্ধে'র নমুনাকে তাঁর 'চর্যাগীতি পদাবলী'তে তুলে ধরে বঙ্গানুবাদ

করেছেন "অর্থ অধ্যাত্ম বিষয়ক, মিল আছে, দুই-তিন জোড়া ছত্র। দ্বিতীয় অংশেও এমনি। তাহাকে বলে চর্যা।"

চর্যাগীতিতে ১৪, ১২, ১০, ৮ চরণের গীত আছে। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় সনেটের নির্দিষ্ট চরণ সংখ্যা এতে নেই। অর্থাৎ চরণ সংখ্যার ব্যাপারে কঠোর নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম দেখা যায় না। 'ভনিতা' প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। রূপক ব্যবহারে মোটামুটি ঐক্য দেখা যায়। চর্যাগীতির রূপ বৈশিষ্ট্যই মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ধারায় গ্রহণ করতে দেখা যায়। বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ কাব্য ও মঙ্গল কাব্যধারা এর সাক্ষ্য বহন করছে।

ছন্দ ঃ চর্যাগান রচনার সময় চর্যাকারদের সামনে (১) অভিজাত সংস্কৃত ছন্দ এবং (২) লৌকিক অপভ্রংশ ছন্দের আদর্শ ছিল। পদকর্তাগণ সংস্কৃতের ছান্দসিক আদর্শ গ্রহণ করেন নি। দ্বিতীয় আদর্শের বিচিত্ররূপ থেকে কিছুটা উদারপন্থী নীতি নিয়ে 'পাদাকুলক' ছন্দে চর্যাগান রচনা করেছেন। এই ছন্দে লঘু-গুরু অক্ষরের স্থাপনার ব্যাপারে কঠোর কোনো নিয়ম নেই। চর্যাগীতির ৩৬টি গানই এই ছন্দে রচিত। তবে প্রতিটি গানে ৪+৪+৪+৪ = ১৬ মাত্রার 'পাদাকুলক' ছন্দের আদর্শ রক্ষিত হয়নি। যার ফলে কোনো কোনো চরণে মাত্রার সংখ্যা ১৫ কিংবা ১৪ ও পাওয়া যায়। নিখুঁত পাদাকুলক ছন্দের নিদর্শন—

"দুলি দুহি / পিটা // ধরণ ন / জাই। ৪+৪+৪+৪
রুখের / তেন্তলি // কুম্ভীরে / খা অ।।" ৪+৪+৪+৪

চর্যার ছন্দ

চর্যাগীতিগুলিতে মোটামুটি তিন রকমের ছন্দ রীতি দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ষোল-মাত্রার পাদাকুলক—পজ্ঝটিকা—পদ্ধড়ী—চউপই ছন্দ লক্ষণীয়। চর্যারীতির ছন্দ একদিকে অবহট্‌ঠ ছন্দ আর একদিকে বিশুদ্ধ বাংলা ছন্দ এই দুইয়ের মাঝামাঝি। (১৪+১২) ২৬ মাত্রার দোহা ছন্দে লেখা চর্যাগীতির সংখ্যা তিনটি।

চর্যাকারগণ প্রকৃত রূপ-সচেতন ছন্দশিল্পী ছিলেন না। তত্ত্বকথায় গভীর মনঃসংযোগের ফলে ছান্দসিক প্রকরণে কিছুটা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। অলংকার, সন্ধ্যা ভাষা ও প্রহেলিকাময় তত্ত্বকথার দিকে তাঁদের নজর বেশি ছিল। তবে অপভ্রংশের বন্ধন থেকে ছন্দ ব্যবহারে যে শিথিলতা চর্যাকারগণ দেখিয়েছেন তার পথ ধরেই পরবর্তিকালে বাংলার নিজস্ব পয়ার ত্রিপদী ছন্দের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছে।

অলঙ্কার ঃ প্রাচীনতম অলঙ্কারের ঐতিহ্যমুক্ত অলঙ্কার প্রয়োগ করে চর্যাকারগণ সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সহজিয়াতত্ত্ব প্রকাশের জন্য তাঁরা সতর্কভাবে শব্দালঙ্কার ব্যবহার করেছেন। শব্দালঙ্কারের ক্ষেত্রে 'শ্লেষ' অলঙ্কারই দেখা যায়। যেমন শাসু (৪, ১১)—(১) শাশুড়ী, (২) শ্বাস, হরিণী (৬)—(১) মৃগী, (২) নৈরাত্মা দেবী, কুম্ভীর (২)—(১) প্রাণী অর্থে, (২) কুম্ভকযোগ ইত্যাদি।

এইসব দৃষ্টান্তে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—দুই প্রকার অর্থই আছে। যার ফলে সন্দেহে এই শব্দগুলিকে শ্লেষ অলঙ্কার বলা চলে।

চর্যাগীতিতে অর্থালঙ্কারের প্রাচুর্য আছে। তার মধ্যে রূপক, প্রতিবস্তুপমা, দৃষ্টান্ত, উপমা, অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের প্রচুর উদাহরণ আছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হলো।

(১) দৃষ্টান্ত অলংকার—

"আইএ অণুঅনা এ জগরে ভাংতিএমো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং তং বোড়ো খাই।।"

এখান উপমেয়—'আইএ অণুঅনা এ জগরে'—অর্থাৎ আদৌ অনুৎপন্ন জগৎ এবং উপমান—'রাজসাপ' অর্থাৎ 'রজ্জুসর্প'—দুটি পৃথক স্বাধীন বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে উপমেয় ও উপমানের ধর্ম ও পৃথক কিন্তু ভাব সাদৃশ্যে উভয় ধর্মই বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবাপন্ন সাধারণ ধর্মে পরিণত হয়েছে এই উদাহরণে।

রূপকাতিশয়োক্তি অলঙ্কার ঃ

'অপণা মাংসে হরিণী-বৈরী, বর সুণ
গোহালী কিমো দুধ্য বলঙ্গো'—ইত্যাদি

লোক প্রবাদগুলি আসলে উপমান ও উপমানের অন্তরালে যে তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে—তাই উপমেয়।

রূপক ঃ চর্যাপদে রূপক অলঙ্কারের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। রূপকে উপমানই উপমেয়ের চেয়ে প্রবল। কিন্তু এই প্রাবল্যের হের-ফেরের জন্য রূপকাশ্রিত চর্যাগুলিকে (১) উপমেয়—প্রবল, (২) উপমেয়—উপমান সমান, (৩) উপমান প্রবল—এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

রূপকের দৃষ্টান্ত ঃ

'কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল',
ভবন গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী',
ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ' ইত্যাদি।

দেহকে গাছের, সংসারকে নদী, মোহকে তরুর সঙ্গো অভেদ কল্পনা করে রূপক অলঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে।

চর্যাগীতিতে গীতের প্রয়োজনেই অলঙ্কার প্রয়োজন হয়েছে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোলায়িত, সুখ-দুঃখাশ্রিত সংসার জীবন, সমাজ পরিবেশ ও লৌকিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চর্যাকারগণ উপমানের উপাদান সংগ্রহ করে অর্থালঙ্কারের মালা গেঁথেছেন। তবে সেই অলঙ্কার কোথাও ভার বোঝা হয়নি বরং কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। ড. নির্মল দাসের ভাষায়—"যে গানে অলঙ্কারের পরিমাণ যত বেশি বিচিত্র ও বহু ব্যাপক, সেই গানের কাব্যোপযোগিতাও তত বেশি। সুতরাং অলঙ্কারের মূল্যেই চর্যার কবিত্ব, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।"

৪২.৯ শব্দার্থ, টীকা, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য

শব্দার্থ (১ম সংখ্যা) ঃ

কাআ	—	কায়, দেহ
কাল	—	সময়
চিত্র	—	চিত্ত
পইঠো	—	প্রবেশ করিল
দিঢ়	—	দৃঢ়, শক্ত
মহাসুহ	—	মহাসুখ

পরিমাণ	—	প্রমাণ বা পরিমাণ করা
ভণই	—	বলে
পুছে	—	জিজ্ঞাসা করে
পুছিঅ	—	জিজ্ঞাসা করিও
জান	—	জানো
করি অই	—	করা হয়
সুখ দুখেতেঁ	—	সুখে-দুঃখে, সুখ দুঃখের দ্বারা
নিচিত	—	নিশ্চিত
মরি আই	—	মারা পড়ে
এড়ি এউ	—	ছাড়া হোক
ছান্দক	—	ছন্দের, অর্থাৎ বাসনার
বান্ধ	—	বন্ধন
করণক	—	ইন্দ্রিয়াদির
পাটের	—	পটুতার
আস	—	আশা
সুনুপাখ	—	শূন্যরূপ পাখা
ভিতি—পাঠান্তরে ভিড়ি	—	দৃঢ়ভাবে
চমন	—	রেচক, অর্থাৎ শ্বাসত্যাগ
পাস	—	পার্শ্ব
বইঠা	—	বসা

শব্দার্থ (৫ম সংখ্যা) ঃ

বেঁগে	—	গতিতে
চিখিল	—	কর্দমাক্ত
থাহী	—	থৈ
ধামার্থে	—	ধর্মের জন্য
সাঙ্কম	—	সাঁকো
জোড়িঅ	—	জোড়া হ'ল
দিঢ়	—	শক্ত
ফাড্ডিঅ	—	ফাড়িয়া
আদঅ	—	অদ্বয়, চিরন্তন
পারগামী	—	পারাপারের লোকজন
লোহ	—	লোক
নিয়ড্ডী	—	নিকটে

শব্দার্থ (৬ সংখ্যা) ঃ

কাহারে	—	কাকে
ঘিনি	—	ঘিরে
অচ্ছহ্‌	—	যুক্ত আছি
কিস	—	কিসে
বেঢ়িল	—	বেড় দিল
চৌদীস	—	চারদিকে
আপণা	—	নিজের
বৈরী	—	শত্রু
খনহ্‌	—	ক্ষণমাত্র
অহেরী	—	শিকারী
তিন	—	তৃণ
ছ্‌ছু লই	—	স্পর্শ করা
পিবই	—	পান করা
পাণি	—	জল
নিলঅ	—	বাসভূমি
বোলঅ	—	বলে
তো	—	তুমি
দীসঅ	—	দেখতে পাওয়া
ভণে	—	বলে
পই সই	—	প্রবেশ করে

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

ঘিনি/ঘেনেলি	—	স্বরসঙ্গতি
খনহ্‌	—	পদমধ্য-হ্‌-ধ্বনির উচ্চারণ সংরক্ষণ
ভুসুকু ভণই	—	মুখ্য কারকে শূন্য বিভক্তি
পড়অ	—	অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের মতো 'অ' স্বর সংযোগ
ছাড়অ	—	ঐ
অচ্ছহু	—	বর্তমান অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে বহুবচন বিভক্তি 'হু'

শব্দার্থ (২৮ সংখ্যক) ঃ

উঁঞ্চা উঁঞ্চা	—	উঁচু-উঁচু
পাবত	—	পর্বত

মোরঙ্গী	—	ময়ূরাঙ্গিক
পীচ্ছ	—	পুচ্ছ
গিবত	—	গলায়
মৌলিল	—	মুকুলিত হ'ল
হিণ্ডই	—	ঘুরে বেড়ায়
দারী	—	নাগরী
কাপুর	—	কর্পূর
পঞ্চআ	—	বাণের পুচ্ছ
লোড়িব	—	খোঁজা হবে

শব্দার্থ (৩৩ সংখ্যক) ঃ

টালত	—	বস্তিতে
পড়িবেষী	—	পাড়া-পড়শি, প্রতিবেশী
নিতি	—	নিত্য, সর্বদা
আবেশী	—	অতিথি
বড়্হিল	—	বাড়িল
জা-অ	—	যায়
দুহিল	—	দোয়া
বেণ্টে	—	বাঁটে
সামায়	—	ঢোকে
বিআঅল	—	প্রসব করলো
গাবিআ	—	গাভী
বাঁঝেঁ	—	বাঁঝা
পিটা	—	পীঠে
সাঁঝে	—	সন্ধ্যায়
বুধী	—	বুদ্ধি
জো-সো	—	সেই যে
ষিআলা	—	শেয়াল
ষিহে	—	সিংহের
জুঝঅ	—	যুদ্ধ করে
বুঝঅ	—	বোঝে

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

টালত	—	স্থানাধিকরণ
হাঁড়ীত	—	আধারাধিকরণ
মোর	—	সম্বন্ধপদ
সাঁঝে	—	কালাধিকরণ
বুঝঅ	—	অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের মতো 'অ' স্বরসংযোগ
সাঁঝ	—	সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ নাসিক্যী ভবন
দুহিত্র	—	দুহিএ < দুহ্যতে - ভাববাচ্য

শাব্দিক টীকা (১ সংখ্যক) ঃ

সমাহিঅ—সং সমাধ্যা > প্রাঃ সমাহিঅ

পুচ্ছিঅ—পৃচ্ছ + ক্ত = পৃচ্ছিতঃ (= পৃষ্টঃ) > পুচ্ছিঅ

ভিড়ি—✓ভিড় (দেশী) + ইত > ভিড়িঅ > ভিড়ি

বইঠা—উপবিষ্টঃ > বইট্‌ঠ > বইঠা

আম্‌হে—অস্মাভিঃ > অম্‌হাহি > অম্‌হহি > অম্‌হে

দিঠা—দৃষ্ট > দিট্‌ঠ > (দীঠ) দিঠা

শাব্দিক টীকা (৫ সংখ্যক) ঃ

বেগেঁ < বেগেন

চিখিল < অবহট্‌ঠে 'চিখিল্ল'

'গাথা সপ্তশতী'তে 'কাদা' অর্থে 'চিক্‌খল্ল' ও 'চিক্‌খিল্ল' পদটি পাওয়া যায়।

থাহি—স্থাঘ + ইক = স্থাঘিক > থাহিঅ > থাহী

গড়ই—গ্রথতি > গঢই > গড়ই

চর্যাপদে 'ট' ও 'ঢ়' এর ছাঁদ প্রায় একরূপ। এর জন্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'গটই' পাঠ করেছেন, তবে অনেকের মতে 'গঢ়ই' পাঠই অনেকটা ভাষাতত্ত্ব সম্মত।

জোড়িঅ—'যুক্ত'-জাত প্রাকৃত ধাতু।

জোড + ইঅ (সংস্কৃত ক্ত-জাত) > জোডিঅ > জোড়িঅ।

সাঙ্কমত = সংক্রম > সাঙ্কম + ত (< অন্তঃ), সাঁকোতে।

নিয়ড্ডী—নিকট > ণিঅড + হি > নিঅড্ডি > নিয়ড্ডী।

তুম্‌হে—*তুষ্মাভিঃ (= যুষ্মাভিঃ) > তুম্‌হহি > তুমহে।

সামী > স্বামী।

শাব্দিক টীকা (৬ সংখ্যক) ঃ

কাহেরে—কস্য > কাহ + এরে।

ঘিনি—*গৃহ্নিত (= গৃহীত) > ঘিণিঅ > ঘিনি।

মেলি—সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি 'মেল্ল' + ইতা (সংস্কৃত-ক্ত প্রত্যয়জাত) > মিল্লিঅ > মেলি।

কীস—কী দৃশ্ > কীস। অথবা—কস্য > কিস্স > কীস।

বেঢ়িল—বেষ্টিত > বেড্‌টিঅ > বেঢ়িঅ + ইল্ল > বেঢ়িল।

শাব্দিক টীকা (২৮ সংখ্যক) ঃ

গুলী—*ঘূর্ণ > ঘুল্ল > গুল্ল > গুল + ঈ = গুলী।

ছাইলী—ছাদিত > ছাইঅ + ইল = ছাইল + ঈ (স্ত্রী প্রত্যয়)।

পরহিণ—পরিহিত > পরহিন।

মৌলিল—মুকুলিত > মউলিঅ + ইল = মউলিল > মৌলিল।

শাব্দিক টীকা (৩৩ সংখ্যক) ঃ

বড়হিল—বর্ধিত > বড়হিল + ইল (অতীত বাচক) = বড়হিল।

বি আ এল—বিজাত > বি আ অ + (ই) ল (অতীত বাচক) বি আ অল, বি আ এল।

দুহিত্র—দুহ্যতে > দুহিঅই > দুহিত্র।

তিনা—ত্রীণি > তিণ্ণি > তিনি, তিনা।

মৌ—সংঘলু > স + উ > মউ > মৌ।

নিবুধী— < নির্বুদ্ধি। পুঁথিতে আছে 'মৌ ধনি বুধী'।

ধনি < ধন্য। পুঁথির পাঠে 'সেই বুদ্ধির প্রশংসা রয়েছে। কিন্তু মুনী দত্তের টীকায় 'সেই বুদ্ধির' নিকৃষ্টতার কথা আছে।

ষিআলা < শৃগাল।

ষিহে—সিংহেন > সিহেঁ = ষিহে।

গুঝঅ < যুধ্যতে।

বিরলেঁ—কিন্তু পুঁথিতে আছে 'বিচিরলেঁ'। এটি লিপিভ্রম বলে অনেকের ধারণা।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য (১ সংখ্যক) ঃ

সংপৃষ্ঠ > পচ্ছিত > পুছিঅ—জিজ্ঞাসা করিয়া।

চীএ—চিত্ত > চীঅ + এ (অধিকরণ বিভক্তি) = চীএ।

সুখে দুখেতেঁ—সুখে দুঃখে—অধিকরণ কারক এবং সুখ ও দুঃখের দ্বারা—করণকারক।

নিচিত—নিশ্চিত—অর্ধ তৎসম।

এড়ি এউ—ছাড়া হোক—অনুজ্ঞাকর্ম।

করণক—ইন্দ্রিয় সমূহের - ষষ্ঠী।

পাটের—পটুতার - সম্বন্ধপদ।

ভিড়ি—দৃঢ়ভাবে—অঙ্গে অঙ্গে চেপে—অসমাপিকা ক্রিয়া।

পইঠো—প্রবিষ্টঃ > পইটঠ্ (সমীভবন) > পইঠো।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য (৫ সংখ্যক) ঃ

নিয়ড্ডী—নিয়ড্ডী / নিঅডি—য়-শ্রুতি।

দিঢ় - দৃঢ় / দিঢ় - তদ্ভব।

জোড়িঅ—অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের মতোই স্বরসংযোগ ঘটেছে—জোড়ি + অ।

ফাড়িঅ—ঐ-ফাড়ি + অ (কর্মবাচ্যে ও এইরূপ (ইঅ) প্রয়োগ দেখা যায়।

মাঝ—মধ্য > মজ্ঝ > মাঝ—সম-যুগ্ম ব্যঞ্জন বর্ণের একক ব্যঞ্জনে সরলীকরণ এবং সেই সঙ্গে পূর্ববর্তি হ্রস্বস্বরের পূরক দীর্ঘত্ব।

সাঙ্কমত = সংক্রম > সাঙ্কম + ত (< অন্তঃ), সাঁকোতে।

হোহী—ভব > হো + হি + (প্রাচীন অনুজ্ঞা ক্রিয়া বিভক্তি রক্ষিত) > হোহী।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য (৬ সংখ্যক) ঃ

কাহেরে—কস্য > কাহ + এরে (কর্ম বিভক্তি)।

যিনি—অসমাপিকা ক্রিয়া।

মেলি—অর্থ (ত্যাগ করে) প্রাকৃত ও অপভ্রংশে ‘ত্যাগ করা’ অর্থে ‘মেল্ল’ ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়।

পড়অ—পততি > পড়ই (মূর্ধণ্যীভবন ও ঘোষী ভবরণ)

তর মঁন্তে ✓ এস্ + শতৃ = এ্যসান্তে > তরসন্ত + এঁ = তরসন্তেঁ > তরসঁন্তো (নাসিক্য ধ্বনির পূর্ব সংক্রম।)

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য (২৮ সংখ্যক) ঃ

উঁঞ্চা—উচ্চ > উঞ্চ (বিষমীভবন) + আ (স্বার্থে) সংস্কৃত বসতি > বসই—তদ্ভব শব্দ।

গুঞ্জরী—গুঞ্জার (ফুলের) হার—ষষ্ঠী, স্ত্রীলিঙ্গ।

মা—নিষেধার্থে - অবহট্‌ঠ।

মহাসুখে—মহাসুখের দ্বারা—করণ, মহাসুখেতে অধিকরণ।

নির্বাণে > নিবাণে—অধিকরণ।

পাইসন্তে—প্রবেশ করতে—শতৃজাত অসমাপিকা ক্রিয়া।

কই সে—কি প্রকারে। করণকারক।

লোড়িব—খোঁজা হবে। কর্মবাচ্য।

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য (৩৩ সংখ্যক) ঃ

টালত—টাল + ত (অন্তঃজাত অধিকরণ বিভক্তি)।

বড়্হিল—বর্ধিত > বড়্হিঅ + ইল (অতীতবাচক) = বড়্হিল।

দুহিল—* দুহিত (= দুগ্ধঃ) > দুহিঅ + ইল (অতীত বাচক)।

দুহিল—বিশেষণ পদ।

দুধু—দুগ্ধ > দুদ্ধ > দুধ (= দুধ) > দুধু (স্বরসঙ্গতি)।

বি আ এল—বিজাত > বি আ অ > (ই) ল (অতীতবাচক)।

ষামাঅ—সমায়তি > সমাআই > সমাই > সামাই (স্বরসঙ্গতি)।

ষম = সম (অনুসর্গ)।

৪২.১০ ভাষাগত বৈশিষ্ট্য—অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগোষ্ঠীর দাবি প্রসঙ্গ

প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে আধুনিক বাংলা ভাষার মিল খুঁজে পাওয়া দুরূহ। এর ভাষারীতি রহস্যময়। ১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়', 'সরহের দোহা', 'কৃষ্ণাচার্যের দোহা' ও 'ডাকার্ণবে'র পুঁথি একসগে প্রকাশ করে তার মুখবন্ধে, (বৌদ্ধ গান ও দোঁহা, পৃষ্ঠা ৬) লিখেছেন—

"যদিও অনেকের ভাষায় একটু একটু ব্যাকরণের প্রভেদ আছে, তথাপি সমস্তই বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়।" হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই মতামত ভাষাতাত্ত্বিকগণ ঐক্যবদ্ধভাবে মেনে নেননি। ভাষাতাত্ত্বিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার নানা পত্র-পত্রিকায় এবং ১৯২০ সালে 'The History of the Bengali Language' বক্তৃতামালায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে চর্যা ও দোহাকোষগ্রন্থ দুখানিকে হিন্দি ভাষায় রচিত বলে মতামত প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯২৬ সালে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে ধ্বনি তত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও ছন্দের দিক দিয়ে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, ডাকার্ণব ও দোহাগুলির ভাষা পশ্চিমা শৌরসেনী অপভ্রংশ। কিন্তু চর্যার ভাষা বাংলা। তবে এই বাংলা ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব যে বেশি সেকথাও তিনি উল্লেখ করেন। তৎকালীন যুগে শৌরসেনী অপভ্রংশ ছিল সর্ব ভারতীয় গণ সাহিত্য রচনার সাধারণ মাধ্যমে। তার প্রতিফলন স্বাভাবিক ভাবেই চর্যাপদের ভাষাতে দেখা যায়। তবে চর্যাপদের বেশির ভাগ শব্দই যে মাগধী অপভ্রংশ জাত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমান কালের ভাষা বিজ্ঞানীরা মনে করেন, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে অসমিয়া ভাষা বৃহত্তর বঙ্গদেশের উপভাষারূপেই গণ্য হতো। তাই এই দুই ভাষার সঙ্গে চর্যার ভাষার ক্ষীণ যোগ থাকতেও পারে। মৈথিল ভাষার কয়েকটি ক্রিয়াপদ ও চর্যায় আছে। তবে এসব উপাদান আগন্তুক। সিদ্ধাচার্যগণ সমাজের গরিষ্ঠ অংশকে তাঁদের সহজিয়া সাধনতত্ত্বমুখী করতেই কথ্য ভাষা তথা উপভাষাকে বেছে নিয়েছিলেন। চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে ড. নির্মল দাশের মন্তব্য—"এই ভাষা বহু উপভাষাবিশিষ্ট একটি মান্যেতর (Non-standard) কথ্য ভাষা।"

চর্যার রহস্যময় ভাষারীতি 'সন্ধ্যা' বা 'সান্ধ্য' ভাষারূপে পরিচিত। নানা গবেষণা ও আলোচনার সূত্র ধরে চর্যাগীতির ভাষাতে বাংলা এবং তা বাংলাদেশের বাঙ্গালীর রচনা এ বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। মৈথিল, ওড়িয়া, অসমিয়া প্রভৃতি পূর্ব ভারতের ভাষাগুলির অব্যবহিত জননীও এই মাগধী অপভ্রংশ। এদিক থেকে এরা বাংলার সমগোত্রীয়। এই জন্যই ভাষাগত বিচারে মৈথিল, ওড়িয়া, অসমিয়া ভাষা সম্প্রদায় চর্যার সাহিত্যিক উত্তরাধিকার দাবি করেন। অন্যদিকে দেখা যায়, চর্যাগীতির ভাষাগত মূল কাঠামোটি শৌরসেনী অপভ্রংশের উপর দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দি ভাষা এই অপভ্রংশ থেকেই সৃষ্ট। এই যুক্তি দিয়েই হিন্দি ভাষীর চর্যাপদ রচনার দাবি করে থাকেন। আঞ্চলিক এই দাবিদারদের দাবি কতদূর বিজ্ঞানসম্মত সেটিই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

মৈথিলী ভাষা সম্প্রদায়ের যুক্তি হলো চর্যার অধিকাংশ কবি মৈথিলী ভাষী। চর্যার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বে মৈথিলী ভাষার প্রচুর মিল আছে। চর্যায় নাসিক্য ধ্বনির প্রাচুর্য ও দন্ত্য শিস্ধ্বনির প্রাচুর্যের সঙ্গে মৈথিলী সাদৃশ্য আছে। ব্যাকরণগত নানাদিক থেকেও উভয়ের মধ্যে মিল দেখা যায়। যেমন চর্যার 'আজি', 'সাঙ্গাম', 'তেন্তলী', 'টাঙ্গী' প্রভৃতি শব্দ মৈথিলীতে ব্যবহৃত। চর্যার অনেক ইডিয়ম ও প্রবাদ-প্রবচন মৈথিলী ভাষায় আছে।

কিন্তু এই যুক্তিগুলি ধোপে টেকে না। ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত বাংলা ভাষারও প্রাচীন বৈশিষ্ট্য। চর্যার যে শব্দগুলি মৈথিলী বলে দাবি করা হয় সেগুলি বাংলা শব্দভাণ্ডারেরও সম্পদ। চর্যার ইডিয়ম ও প্রবচনগুলি প্রাচীন বাংলার সম্পদ বলে গ্রহণ করতে ভাষাতাত্ত্বিক বাধা নেই। চর্যার যুগে চর্যাকারগণ ছিলেন 'বৃহৎ প্রত্ন-বঙ্গভাষী'। তখন বিহার এই ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ড. সুকুমার সেনের মতো ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও হিন্দিভাষীদের দাবি নস্যাৎ করেছেন। সুনীতিবাবুর মতে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলি যখন গড়ে উঠেছিল, তখন শৌরসেনী অপভ্রংশ পূর্ব ভারতের লোকজীবনে সাহিত্য সৃষ্টির সাধারণ বাহন হিসাবে বিবেচিত হতো। সুতরাং চর্যার ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশের ব্যাপক প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল প্রমুখ হিন্দিপ্রেমিক পণ্ডিতগণ চর্যার ভাষাকে প্রাচীন হিন্দি ভাষা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁদের এ সম্পর্কে যুক্তি হ'ল চর্যার শব্দরূপ হিন্দি শব্দরূপের খুব কাছাকাছি। চর্যা হিন্দির চিরাচরিত দোহা ছন্দে রচিত। কবিগণ বিহারের অধিবাসী ইত্যাদি। কিন্তু এই যুক্তিগুলি সহজেই খণ্ডন করা যায়।

চর্যায় পশ্চিমা অপভ্রংশ পদের প্রাচুর্য থাকলেও ভাষাগত মূল কাঠামোটির কোনো পরিবর্তন হয়নি। কাঠামোটি বাংলার কাছাকাছি। দোহা ছন্দ থাকলেও তা সীমাবদ্ধ। বিহারের নন, চর্যাকারগণ ছিলেন বৃহৎ প্রত্ন-বঙ্গাবাসী।

বিজয় চন্দ্র মজুমদার হিন্দির পাশাপাশি চর্যাপদে ওড়িয়া লক্ষণ পেয়েছেন। তাঁর মতে, 'ষামায়' নিঃসন্দেহে ওড়িয়া পদ। জঁহি, তঁহি, এঠু ইত্যাদি শব্দে এবং অধিকরণ পদ চান্দরে, বিষয়রে, ক্রিয়াপদ—অছ, ফিটিলি, অন্যান্য ওড়িয়া পদ যথা চিখিল, বেণি ইত্যাদির মধ্যেও সেই লক্ষণ আছে। ওড়িয়া শব্দের কিছু কিছু ব্যবহার দেখে চর্যাকারগণ ওড়িয়াবাসী এবং ওড়িয়া ভাষায় গীত রচনা করেছেন—এ দাবি কেউই মেনে নিতে পারেন নি। ঠিক একইভাবে অসমিয়ারাও দাবিদার হয়েছেন। তবে হিন্দি ও মৈথিলী ভাষার দাবিদারগণ সোচ্চার। কিন্তু খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেই সমস্যার সমাধান হবে না। চর্যাগানের ভাষা-পরিচয়গত সমস্যার মূলে রয়েছে ভাষাগত উত্তরাধিকারের বিষয়টি। নব্যভারতীয় আর্যভাষার দাবিদার হিন্দি, ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমিয়া এবং বাংলা। হিন্দির

জন্ম শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে, অপর চারটি ভাষার উৎস মাগধী অপভ্রংশ। চর্যার ভাষায় শৌরসেনী অপভ্রংশের যে প্রাচুর্য দেখা যায় তা ঋণ গ্রহণ সূত্রে আহৃত। চর্যা ভাষার রূপতত্ত্বে হিন্দি ভাষার রূপ তত্ত্বর ধারাবাহিক কোনো যোগসূত্র নেই। চর্যাগীতির সঙ্গে হিন্দির ভাষাগত উত্তরাধিকত্বের যোগসূত্র ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়।

অপর চারটি ভাষার মধ্যে পারস্পরিক প্রত্ন ঔপভাষিক সম্পর্ক আছে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন ভাষা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু চর্যার যুগে স্বাধীন ভাষার স্তরে পৌঁছতে পারে নি। এর ভাষা বহু উপভাষা বিশিষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য একটি কথ্য ভাষা। যাকে মগধীয় প্রত্নভাষা বলা যায়। এই ভাষার মধ্যেই সুপ্ত ছিল পরবর্তীকালের বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী ও অসমিয়া ভাষার বীজ। চর্যার প্রত্ন ভাষায় বঙ্গীয় প্রত্ন উপাদানের মাত্রা বেশি আছে। তাছাড়া অন্যান্য দিক থেকেও বলা যায়—চর্যাগীতির ভাষা বাংলা এবং এইসব গীত রচনা করেছেন অধিকাংশ বাঙালি। এই সিদ্ধান্তের সপক্ষের যুক্তিগুলি নিম্নে বর্ণিত হলো।

চর্যার ভাষার নিজস্ব সম্পদ বাংলা পদ ও ইডিয়মগুলি। চর্যায় আমরা খাঁটি বাংলার শব্দরূপ দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ 'সুখে-দুখেতে', 'পাটের আস', 'হাঁড়ীত ভাত নাহি'—ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিশিষ্ট বাংলা অনুসর্গ ক্রিয়া বিভক্তিও চর্যাগীতিতে প্রচুর আছে। যথা—'গুণিআলেহুঁ', 'দুহিল দুধু', 'থির করি' ইত্যাদির প্রয়োগ বাংলা দেশের বাগ্ধারার একমাত্র সম্পদ।

শব্দরূপে তৃতীয়ায় তেঁ (৩) —'সুখদুখেতেঁ নিচিত মরি অই'। ৪র্থীতে—রেঁ (রে)—'সো কর উ রসরসানারে কংখা'। ৬ষ্ঠীতে—এর (র) 'হরিণা হরিণীর নিলঅন জানী'। সপ্তমীতে—তঁ, তে (তেঁ)-এ—'হাড়ীত ভাত নাই', 'বেন্টে যামাঅ' ইত্যাদি দৃষ্টান্ত।

কতকগুলি বিশিষ্ট বাংলা অনুসর্গ চর্যাগীতিতে প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন, 'দি আঁ চঞ্চালী।' সঙ্গে, সাঙ্গে—'দুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই। 'ডোম্বী এর সঙ্গে জো-জোই রত্তো' ইত্যাদি।

বিশিষ্ট ক্রিয়াবিভক্তি—'ইব' (ভবিষ্যতে)—'কাহ্নু কহি গই করিব নিবাস।'

ইল, ইলা (অতীত)—'জে জে আইলা সে সে গেলা'। 'সসুরানিদ গেল'।

অস্ত্যর্থক ধাতুরূপে 'আছ' ও 'থাক' ধাতুর ব্যবহার—'জইতো মূঢ়া আচ্ছসি ভান্তী।'

চর্যায় ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচনের অধিকাংশই বাংলাদেশে প্রচলিত। শুধু তাই নয়, চর্যাপদের ধারাটি পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও ক্রমপ্রবহমান।

দৃষ্টান্ত ঃ 'আপনা মাংসে হরিণী বৈরী'—প্রবাদটি শ্রীকৃষ্মকীর্তনে এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বহুল ব্যবহৃত।

'জো সো চৌর সেই দুষাধী'—ভাষান্তরে রামেশ্বরের শিবায়ণে—'দিনে হও ব্রহ্মচারী রাত্যে গলাকাটা' হয়েছে।

'হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী'-র সঙ্গে শিবায়ন কাব্যের—'অষ্টাসিদ্ধি করে আছে ঘরে নাই ভাত' তুলনীয়।

চর্যাগীতির একাধিক গীতিতে 'বঙ্গাল', 'বাঙ্গালী'—জাতিবাচক শব্দ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি 'বঙ্গ' ছাড়া অন্য কোনো প্রদেশের নাম কোথাও নেই। পদশীর্ষে রাগ নির্দেশে 'গৌড়' নামটিও পাওয়া যায়। এছাড়া বাংলাদেশের

বিভিন্ন জাতি নামও চর্যার গানে ছড়িয়ে আছে যেমন ডোম, চণ্ডাল, তাঁতি, তাম্বুলি, শুড়ি, গোয়ালা ইত্যাদি। কয়েকজন পদকর্তার নামেও এইরূপ জাতিবাচক ইঙ্গিত আছে।

জন্মগত দিক দিয়ে কিংবা কর্মযজ্ঞানুসারে চর্যার অনেক সাধক কবিই বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন তিব্বতী গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি সরহ, লুই, শান্তি রক্ষিত, কুক্কুরী পাদ, শবর পাদ প্রমুখ কবি বাংলাদেশেই থাকতেন। মণীন্দ্রমোহন বসু চর্যার ৪৯ সংখ্যক পদে ‘বাজনার পাড়ী পঁউআ খালে বাহিউ’-চরণের ‘পঁউআ’ খালকে বর্তমানের মহানদী বা পদ্মানদীর আদিরূপ বলে অনুমান করেছেন। ভুসুকুপাদকে তিনি অধুনা বাংলাদেশের বিক্রমপুরের লোক বলে চিহ্নিত করেছেন। ভুসুকুর একাধিক পদে ‘বঙ্গালী’ শব্দটিও আছে।

নদী, সাঁকো, নৌকা, নদী পার পারের দৃশ্য ইত্যাদির পাশাপাশি অন্ত্যজ শ্রেণির যে জীবনচিত্র চর্যাপদসমূহে আছে, তার মধ্য দিয়ে নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবন ও প্রকৃতি চিত্রই প্রতিফলিত।

চর্যার গানগুলি যে সব অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে, অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, সেই অঞ্চলগুলি বাংলার শাসনকর্তাদেরই অধীন ছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে তালপাতার পুঁথিতে চর্যার পদ ও টীকাগুলি পেয়েছিলেন তা বাঙলা অক্ষরেই লেখা। এছাড়া চর্যার ভাষা ও সাহিত্য রীতির অনুবর্তন বাংলাসাহিত্যে যেমন হয়েছে, চর্যার দাবিদার অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে তেমন হয় নি।

চর্যার প্রবাদ প্রবচন, ব্যাকরণগত ভাষাগত নানাদিক ও প্রকৃতি জীবন চিত্র, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, সামাজিক তথ্যাদি থেকে ভাষাতাত্ত্বিকগণ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, চর্যাপদ বাংলা ভাষায় লিখিত এবং বাঙ্গালির নিজস্ব সম্পদ। চর্যাপদে বৃহত্তর বঙ্গের এমনকি বহির্বঙ্গের নানা প্রভাব থাকতেই পারে তবে সেসব উপাদান আগন্তুক।

৪২.১১ বিশিষ্টতা—উপসংহার

বিশিষ্টতা ঃ সাধনার ভিত্তিমূলে আছে গুরুবাদ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম সাধনাতেই গুরুবাদের প্রাধান্য দেখা যায়। চর্যাগীতিতেও এই গুরুবাদের বিশেষ গুরত্ব ও স্বীকৃতি আছে। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনতত্ত্বের গূহ্য সাধনার বিষয় ও সাধন পদ্ধতি জানার জন্যই বৌদ্ধতন্ত্রের গ্রন্থাদিতে গুরুর গুরুত্ব অপরিসীম। চর্যাকারদের সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম ও নানাদিক থেকে তান্ত্রিক যোগাচারের প্রভাবে প্রভাবিত। পরমসত্য বা সহজানন্দ জপ-তপ আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লাভ করা যায় না। সহজস্বরূপ ইন্দ্রিয়াতীত শাস্ত্রপাঠেও জানা সম্ভব নয়, এর জন্যই সদ্‌গুরু বচনকে পাথেয় করে তাঁর নির্দেশিত পথেই চলার জন্য চর্যাকারগণ বলেছেন। লুইপাদের “লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅজাণ।।” এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

তবে এই গুরুবাদে গুরুকে ‘সহজ’ লাভের উপায় হিসাবেই চর্যাকারগণ দেখিয়েছেন। গূহ্য সাধনতত্ত্বের ভাষাও প্রহেলিকাচ্ছন্ন। রূপকে সাংকেতিকতার মধ্য দিয়ে এই সাধনতত্ত্ব যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা অনন্য। কাব্যমূল্যের

বিচারে, দেশ-কাল-সমাজ ভাবনার আলোকে ১০ম—১২শ শতাব্দীতে (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে) রচিত চর্যাগীতিগুলি বাংলা সাহিত্য ধারার উৎসরূপে চির-চিহ্নিত।

পাঁচজন চর্যাগীতিকারের ৫টি গীত আপনারা পড়ে পদকর্তা পরিচিত, প্রতিটি পদের বাচ্যার্থ, গূঢ়ার্থ জেনে প্রাচীন যুগের সমাজচিত্র সম্পর্কে আপনাদের মনে যে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক, তার উপাদান 'সমাজচিত্র' অংশে আপনারা পেয়েছেন। সেই সঙ্গে সহজিয়া সাধকদের অধ্যাত্ম ভাবনার স্বরূপটিও 'অধ্যাত্ম ভাবনা' অংশে আলোচিত হয়েছে। কাব্যমূল্য বিচার, শব্দার্থ, টীকা, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নানাদিক থেকে চর্যাপদের মূল্যায়ন করা হয়েছে। গূঢ় সহজিয়া সাধনতত্ত্বমূলক পদগুলি যাতে সহজে অনুধাবন করতে পারেন, তার জন্য এই পর্যায়ের প্রতিটি অংশও সহজভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দেশ-কাল-সমাজের নানা অঙ্গ যথা—ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক অবস্থা, জীবন জীবিকা, দৈনন্দিন জীবনচিত্রের খুঁটিনাটি সম্পর্কেও মোটামুটি ধ্যান-ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। চর্যাগীতির ধারার অনুবর্তনেও দেখা যায় তুর্কী আক্রমণের পর বাংলদেশে সবদিক থেকে যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল তা থেকে ধর্মচর্চা ও ধর্মসঙ্গীত রচনার ধারাও রেহাই পায়নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চর্যাপদ আবিষ্কারের পর রাহুল সাংকৃত্যায়ন, আর্নল্ড বাকে প্রমুখ গবেষকগণ নেপাল ও তিব্বত থেকে আরো কিছু চর্চাগীত আবিষ্কার করেন। তবে ভাষাগত বিচারে এই পদগুলি অর্বাচীন হলেও বিষয়বস্তু রচনারীতি ও রূপকের দিক থেকে এই সব গান প্রাচীন চর্যা গানেরই নিখুঁত অনুবর্তন। চর্যাগীতির ধারা বাংলাদেশ লুপ্ত হয়ে গেলেও চর্যা পদকর্তার সহজিয়া তান্ত্রিক-ধর্ম-সাধনার রূপরেখাটি পরবর্তীকালে নাথ সম্প্রদায়, বৈষ্ণবধর্মের সহজিয়া শাখা ও বাউল সম্প্রদায়ের ধর্মভাবনার মধ্য দিয়ে অনেকটা প্রকাশ পেয়েছে। গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় চর্যাগীতির ভাবগত ধারাটি বাউল গানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-ভাবনাতেও প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন অধ্যাত্ম সাধনা ও ব্যক্তি সচেতন আধুনিক সাহিত্যের যোগসূত্র রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে পাওয়া যায়। ঔপনিষদিক দীক্ষা ও বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে কবির নিবিড় যোগের ফলেই ব্রহ্মচিন্তা ও মনের মানুষের অনুসন্ধানী দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম চেতনায় একাত্ম হয়েছিল। হাজার বছরের চর্যাগীতের ঐতিহ্য নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগেও প্রবহমান।

৪২.১২ অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) 'পিবই' শব্দটির অর্থ হ'ল ———।

(খ) 'ধমন-চমন-বেণি-পাণ্ডি-বইঠার' মধ্য দিয়ে কবি ——— পদ্ধতির কথা বলেছেন।

(গ) 'লুই' শব্দটি ——— শব্দ থেকে উদ্ভূত।

(ঘ) লুইপাদ ও মীননাথ দুজন ——— ব্যক্তি।

(ঙ) বিষয় বাসনা চিত্ত ——— হয়।

(চ) ভুসুকুপাদ ——— কে চঞ্চল চিত্তের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

(ছ) শবরী হলেন ————।

(ছ) বাসনার নিবৃত্তিই ——— এর প্রকৃত উপায়।

২। নিচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিকচিহ্ন (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) ১নং পদটি ঢেণ্ঢন পাদের লেখা	☐	☐
(খ) নিবৃত্তির দ্বারা মহাসুখ লাভ হয়।	☐	☐
(গ) পরম নির্বাণ লাভের জন্য গুরুর নির্দেশের প্রয়োজন নেই।	☐	☐
(গ) চিত্ত হরিণ শান্ত-ধীর।	☐	☐
(ঙ) জরা-মৃত্যু ভীত জীবন 'শৃগাল' সম।	☐	☐
(চ) চর্যাপদে মহাযানী-তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।	☐	☐

৩। নিচের চরণগুলির সাধারণ ও তত্ত্বগত দিক ব্যাখ্যা করুন। (৪টি বাক্যের মধ্য দিয়ে)

(ক) 'কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।'

....

....

....

(খ) 'উঁচা-উঁচা পাবত তহি বসই শবরী বালী।'

....

....

....

(গ) 'আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।'

....

....

....

৪। নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন। (তিনটি বাক্যের সাহায্যে)

(ক) ঢেণ্ঢনপাদ তাঁর পদে কাকে চোর বলেছেন?

....

....

....

(খ) ঢেণ্ঢন পাদ কাকে 'শৃগাল' এবং কাকে 'সিংহ' বলেছেন?

....

....

....

(গ) পঞ্চভূত ও পঞ্চস্কন্ধ কি?

....

....

....

(ঘ) চর্যাপদের আদি পদকর্তা কে? তাঁর সম্বন্ধে যা জানেন সংক্ষেপে লিখুন।

....

....

....

(ঙ) শবরী কে? তার দেহশয্যার বর্ণনা দিন।

....

....

....

(চ) সহজিয়া তত্ত্ব সাধনা বলতে কি বোঝেন?

....

....

....

৫। নিচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন।

পুচ্ছিঅ, সুনুপাখ, ভণই, সেজি, বিন্ধহ, সামায়।

৬। ব্যাকরণগত টীকা লিখুন।

নিচিত, পাটের বসই, নিবানে।

৭। নিচের দেওয়া তথ্যাদির মধ্যে কোন্‌টি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক চিহ্ন (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) চর্যাপদ পাদাকুলক ছন্দে লেখা।	☐	☐
(খ) চর্যাপদের দাবিদার একমাত্র বাঙালি।	☐	☐
(গ) চর্যাপদের ভাষা সহজ-সরল।	☐	☐
(ঘ) চর্যাপদে নগরজীবন প্রাধান্য পেয়েছে।	☐	☐

৪২.১৩ উত্তরমালা

১। (ক) পান করা, (খ) প্রাণায়ম্, (গ) রোহিত, (ঘ) ভিন্ন, (ঙ) চঞ্চল, (চ) হরিণ, (ছ) নৈরাত্মা দেবী, (জ) মহাসুখলাভ।

২। (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ভুল, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল।

৩। (ক) দেহ যেন গাছের পাঁচটি ডাল।

পাঁচটি ডাল হলো পঞ্চ স্কন্ধ।

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপাস্থ।

এই পাঁচটি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে গাছের ডাল এবং দেহকে গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

(খ) উঁচু উঁচু পর্বত। সেখানে বাস করে শবরী বালিকা। মহাসুখচক্রে বজ্রধর শবরের সহজ গৃহিণী নৈরাত্মা দেবী বাস করেন। এই মহাসুখচক্র হ'ল—কায়া কঙ্কালরূপ সুমেরু শিখর।

(গ) হরিণের শত্রু তার নিজের মাংস। হরিণের মাংসের লোভেই শিকারীর দল তাকে ঘিরে ফেলে। অবিদ্যাবিমোহিত চিত্ত নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনে। তার চারদিকে জরা-মৃত্যু শিকারীর দল ধেয়ে আসে।

৪। (ক) সংসার জীবনে বিষয় সুখের প্রতি সকলের রয়েছে তীব্র আকর্ষণ। বিষয় সুখে মগ্ন চিত্তকেই ঢেণ্ঢন পাদ চোর বলে চিহ্নিত করেছেন। এই চিত্ত কখনই নির্বিকল্পরূপ লাভ করতে পারে না।

(খ) ঢেণ্ঢনপাদ বিষয় সুখে মগ্ন, জরা মৃত্যু ভয়ে ভীত চিত্তকে 'শৃগাল' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই সর্ব ভীত চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হয়, তখনই তা 'সিংহে' রূপান্তরিত হয়। এরপরই শুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব।

(গ) পঞ্চভূত হ'ল—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। পঞ্চস্কন্ধ হ'ল—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপাস্থ। প্রাণায়মের দ্বারা পঞ্চভূতের অশুদ্ধ দেহ শুদ্ধ হয়।

(ঘ) চর্যাপদের আদি কবি লইপাদ। লুইপাদ সিদ্ধাচার্যদের আদি গুরু। লুইপাদের দুটি চর্যাগীতি চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়ে পাওয়া যায়।

(ঙ) বজ্রধর শবরের সহজ গৃহিণী নৈরাত্মা দেবী হলেন শবরী। শবরী ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করেছেন। গলায় গুহ্যমন্ত্ররূপ গুঞ্জা ফুলের মালা পড়েছেন।

(চ) গুরু নির্দেশিত গুহ্য পথ ধরে কায়া সাধনা করতে হবে। কায়া সাধনার মধ্য দিয়েই বিষচক্র পেরিয়ে নির্বাণ লাভ সম্ভব। এই নির্বাণ লাভের জন্য চাই গূঢ় তান্ত্রিক আচার-আচরণ।

৫। জিজ্ঞাসা করিও, শূন্যরূপ পাখা, বলে, শয্যা, বিদ্ধকর, ঢোকে।

৬। নিশ্চিত > নিচিত (অর্দ্ধতৎসম), পটুতার—সম্বন্ধ পদ, (সং) বসতি > বসই (তদ্ভব শব্দ) (সং) নির্বাণে > নিবাণে — অধিকরণ কারক।

৭। (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (গ) ভুল, (ঘ) ভুল।

৪২.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১। বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি — ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

২। চর্যাপদ — মণীন্দ্রমোহন বসু।

৩। চর্যাগীতির ভূমিকা — জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — (প্রথম খণ্ড — পূর্বার্ধ) শ্রীসুকুমার সেন।

৫। চর্যাগীতি — তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

৬। চর্যাগীতি পরিক্রমা — ড. নির্মল দাশ।

৭। চর্যাগীতি পদাবলী—সুকুমার সেন।

৮। চর্যাগীতিকোষ, ফটোমুদ্রণ সংস্করণ নীলরতন সেন সম্পাদিত।

একক ৪৩ ❑ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্মকীর্তন—রাধা-বিরহ অংশ

গঠন

৪৩.১ উদ্দেশ্য

৪৩.২ প্রস্তাবনা

৪৩.৩ মূলপাঠ

৪৩.৪ মূল পাঠের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪৩.৪.১ কাহিনী

৪৩.৪.২ রাধা-বিরহ কাহিনীর নির্যাস

৪৩.৪.৩ প্রতিটি পাদের সহজ ব্যাখ্যা

৪৩.৪.৪ চরিত্রচিত্রণ

৪৩.৪.৫ প্রকৃতি ও তার ভূমিকা

৪৩.৪.৬ নাট্যগুণ

৪৩.৪.৭ কাব্যমূল্যায়ন

৪৩.৪.৮ 'রাধা-বিরহ' অংশটি কি প্রক্ষিপ্ত?

৪৩.৪.৯ শব্দার্থ ও ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

৪৩.৫ সারাংশ

৪৩.৬ অনুশীলনী

৪৩.৭ উত্তরমালা

৪৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৪৩.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠের উদ্দেশ্য হ'ল—

- তুর্কীবিজয়ের পর বাংলার সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্ধকারময় যুগের আলোকবর্তিকারূপী বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্মকীর্তন কাব্য সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা।

- শ্রীকৃষ্মকীর্তন সম্পর্কে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিস্তারিত আলোচনার সূত্রে এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানের পরিধি আরো বিস্তৃত হবে।

- বারোটি খণ্ডের সঙ্গে 'রাধাবিরহ' অংশটি যুক্ত। একমাত্র শ্রীকৃষ্মকীর্তন কাব্যের শেষ ও ত্রয়োদশ খণ্ডের নাম 'রাধা-বিরহ' একমাত্র এই শেষাংশের সঙ্গে 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত নেই। 'রাধা-বিরহ' অংশের মধ্য দিয়ে রাধার প্রেম ভাবনার অতলান্ত রূপটি ধরা পড়েছে।

- ‘রাধা-বিরহ’ অংশের মোট বাংলা ও সংস্কৃত কবিতা এবং কবিতাবলীতে কি কি রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে তার সংখ্যাতত্ত্ব স্পষ্ট রূপে ধরা পড়বে।
- রাধা-বিরহের মূল কাহিনী, অন্যান্য খণ্ডের সঙ্গে এই কাব্যাংশের পার্থক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া যাবে।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অন্যান্য খণ্ডে কাহিনীর প্রাধান্য। কিন্তু রাধা-বিরহ অংশে ভাবের প্রাধান্য। এই ভাব-জগতের সন্ধানী হয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্পর্কে নতুন ভাবনার অধিকার অর্জন করা সম্ভব হবে।
- গীতি কবিতার মূর্চ্ছনা কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে—তার পথরেখাও চোখের সামনে উদ্ভাসিত হবে।
- ‘রাধা-বিরহ’ অংশে রাধাপ্রেমের মধ্যে পরবর্তীকালের বৈষ্ণবপদাবলীর মধুর রসধারায় স্নাত রাধা-প্রেমের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে।
- প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্কের চিত্র আলোচ্য কাব্যাংশে যে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে—সেদিকেও দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষিত হবে।
- কৃষ্ণহারা রাধার মর্মযন্ত্রণার কথা জানা যাবে।
- অন্যান্য খণ্ডে অশ্লীলতার ছোঁয়া থাকলেও এই অংশে তা বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। প্রেমের স্বর্গরাজ্যে উপনীতা রাধার অন্তর বেদনা ও প্রেমভাবনার অনন্তরূপ সম্পর্কে চিন্তার জগতে রাধা চরিত্র সম্পর্কে নূতন ধ্যান-ধারণা জন্মাবে।
- এই অংশের ভাষাতাত্ত্বিক টীকায় আদি-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার রূপ রেখাটি তুলে ধরায় সে যুগের ভাষা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যান্য খণ্ডের সঙ্গে এই অংশের পার্থক্য কোথায়? তারও তথ্যাদি পাওয়া যাবে।
- রাধার ক্রমবিবর্তিত চিন্তা-চেতনার মনস্তাত্ত্বিক অতুলনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নতুন ভাবনার খোরাক জোগাবে।

৪৩.২ প্রস্তাবনা

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ থেকে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নামে প্রকাশিত হয়। চণ্ডীদাস সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে গবেষকগণ এই কাব্যের অধিকাংশ পদের ভনিতায় ‘বড়ু চণ্ডীদাস’-এর উল্লেখ দেখে এবং গ্রন্থের ভাষা ও উপস্থাপনা পদ্ধতি আলোচনা করে মতামত দিয়েছেন যে পদাবলীর চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস ভিন্ন কবি। ভাবগত ও অন্যান্য পুরাণের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাহিনী কিছুটা অনুসরণ করে, জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দে’র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গ্রামীণ প্রচলিত রাধা-কৃষ্ণ লীলা কাহিনীর উপর ভিত্তি করে বড়ু চণ্ডীদাস এই কাব্যখানি লিখেছেন। কাব্যখানিতে মোট ১৩টি খণ্ড আছে। তবে জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, বাণখণ্ড ইত্যাদি ১২টি খণ্ড লিখে ত্রয়োদশ খণ্ডের নাম ‘রাধা-বিরহ’ বলে চিহ্নিত করেছেন। এতে ‘খণ্ড’ শব্দটি নেই। মূল পুঁথিতে আছে— ‘অথ রাধাবিরহঃ।’ এই অংশটি খণ্ডিত। ১৮৯/২ পত্র থেকে ২২৬/২ পত্র পর্যন্ত ‘রাধা-বিরহ’ অংশ। মূল কাব্যের প্রথম ২টি পাতা ও শেষের ১টি পাতা পাওয়া যায়নি। খণ্ডিত পুঁথির

যা পাওয়া গেছে তার উপরই আলোচনা সীমাবদ্ধ খণ্ডিত 'রাধাবিরহ' অংশে বাংলা কবিতা আছে মোট ৬৯টি এবং সংস্কৃত কবিতা আছে ১৭টি। প্রতিটি পদের সঙ্গে যুক্ত আছে রাগ-রাগিনী। তার সংখ্যা হ'ল মোট ২৩টি। এদের নাম যথাক্রমে বিভাষ, বেলাবেলী, ভৈরবী, ধানুষী, কোড়া, মালব, ভাটিআলী, ললিত, বঙ্গাল, কেদার ইত্যাদি। এছাড়া তাল, মান ও ধ্রুব পদেরও উল্লেখ আছে। প্রতিটি পদের সহজ সরল ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মূল কাহিনী বিন্যাস করা হ'ল। রাধার বিরহ যন্ত্রণা, তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রাধা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনার মধ্য দিয়ে রাধার উজ্জ্বল প্রেমমূর্তিটি তুলে ধরা হ'ল। অন্যান্য খণ্ডের রাধা ও এই এককের রাধার পার্থক্য লক্ষ্য করে চরিত্রটির স্পষ্ট বিবর্তন স্বচ্ছভাবে প্রতিফলিত হবে। গীতি কবিতার সুর ভাব-গভীরতার ব্যঞ্জনা কিভাবে আলোচ্য অংশে প্রকাশ পেয়েছে তা জেনে 'রাধা-বিরহ' অংশের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে। চরিত্র চিত্রণ, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক, প্রেমবৈচিত্র্য ভাষাগত দিক ইত্যাদি ব্যাপারে আলোচ্য অংশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে শিক্ষার্থীরা ভাবতে পারবেন এবং নিজের ভাষার এই কাব্যাংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

অথরাধাবিরহঃ

ইত্থং কৃষ্ণগতঃপ্রাণা কথঞ্চিন্নিজসদ্মনি।
নিনায় কতিচিৎকালং রাধিকা গৃহকর্ম্মণি।।
হরিণীহারিনয়না চিরায় বিরহে হরেঃ।
জগাদ জরতীমেবং রাধা পঞ্চশরাতুরা।।

❑ এই রূপে কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধিকা কোনো রকমে গৃহকর্ম করিয়া নিজের গৃহে কিছুকাল কাটাইলেন। হরির দীর্ঘ বিরহে পঞ্চশরাতুরা হরিণী অপেক্ষাও সুন্দর নয়নবিশিষ্ট রাধা বড়াইকে এইরূপ বলিলেন।।

৩৫০. বিভাষরাগঃ ।। রূপকং।। দণ্ডকঃ।।

দূতা চিরকাল ভৈল তভোঁ বনমালী নাইল
তাক মো পায়িবোঁ কত কালে।
বড়ায়ি (১৯০/১) গো।। ১
সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্নু চিত্তে না পড়এ আন
তাক পাঅবোঁ কমণ পরকারে।। ২
আইল চৈত মাস কি মোর বসতী আশ
নিফল যৌবন ভারে।। ৩
বিরহে আন্তর জলে সুতিলোঁ কদমতলে
আধিক আন্তর মোর পোড়ে।। ৪
পরিধান নেত লাসী হাথত মোহন বাঁশী
সে কাহ্নাঞিঁ গেলা আকাশে।। ৫

সুতিলোঁ সখির বোলে সজল নলিনীদলে
তাতে হৈতেঁ আনল শীতলে।। ৬
ডালী ভরী ফুল পানে মোরে পাঠায়িল কাহ্নে
তাক মো না ছুয়িলোঁ হাথে।। ৭
তাম্বুল না লৈলোঁ করে তোক মাইলোঁ চড়ে
তেঁসি কাহ্ন আসুখিল মোরে।। ৮
দূতী ধরোঁ তোর পাএ হের মোর প্রাণ জাএ
কহ মোরে জীবন উপাএ।। ৯
বহে প্রভাত সমএ মলয় শিয়ল বাএ
বৃন্দাবনে কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।। ১০
সাগরসঙ্গাম গিআঁ গাএর মাঁস কাটি (১৯০/২) আঁ
আপণা মগর ভোজ দিআঁ।। ১১
এ জন্মে বা না কয়িলোঁ ভাগ হারায়িলোঁ কাহ্নের লাগ
আর তার না পায়িবোঁ লাগ।। ১২
কিবা পুরুব জরমে খণ্ডব্রত কইল আহ্মে
তার ফলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িলোঁ।। ১৩
আণি দেহ বনমালী বন্দিআঁ দেবী বাসলী
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ১৪

❑ **রাধার উক্তি :** হে দূতী, অনেকদিন হইয়া গেল, তবু বনমালী আসিলেন না। তাঁহাকে কতকাল পরে আমি পাইব ।। ১।। স্বপ্নে আমি কৃষ্ণকে দেখিয়াছি। এখন আর কিছু আমার মনে পড়ে না। তাঁহাকে কি প্রকারে পাইব ।। ২।। চৈত্রমাস আসিয়া গেল, নিষ্ফল যৌবনভার লইয়া আমার জীবনের কি আশা।। ৩।। বিরহে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। কদমতলায় শুইলাম, তাহাতে হৃদয়জ্বালা আরো বাড়িল।। ৪।। তাঁহার পরিধানে নেতবস্ত্র, হাতে মোহন বাঁশি, সে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন।। ৫।। সখীর কথায় সজল পদ্মপত্রে শুইলাম। আগুনও তাহা অপেক্ষা শীতল।। ৬।। ডালা ভরিয়া কৃষ্ণ আমাকে ফুল পান পাঠাইলেন, তাহা আমি হাত দিয়াও ছুঁইলাম না।। ৭।। হাতে পান লইলাম না, তোমাকে চড় মারিলাম, তাই কৃষ্ণ আমাকে অসুখী করিলেন।। ৮।। দূতী তোমার পায়ে ধরি, দেখো আমার প্রাণ যায়, আমার জীবনরক্ষার উপায় বলিয়া দাও।। ৯।। প্রভাতকালে শীতল মলয় বাতাস বহিতেছে, বৃন্দাবনে কোকিল কূজন করিতেছে ।। ১০।। সাগরসঙ্গমে গিয়া নিজের গায়ের মাংস কাটিয়া মকরকে খাওয়াইব।। ১১।। এ জন্মে বোধ হয় তেমন ভাগ্য করি নাই। কৃষ্ণের সান্নিধ্য হারাইলাম, আর তাঁহার নাগাল পাইব না।। ১২।। পূর্বজন্মে হয়ত আমি খণ্ডব্রত করিয়াছি, তাহার ফলেই কৃষ্ণকে হারাইলাম।। ১৩।। বনমালীকে আনিয়া দাও।। ১৪।।

৩৫১. বেলাবলীরাগ ঃ ।। কুডুক্ক ঃ।।

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী

সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।

বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ম করিল কোলে

চুম্বিল বদন আহ্মারে হে।। ১

এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।

সে কৃষ্ম আনিআঁ দেহ মোরে হে।। ধ্রু

লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে

আড়বাঁশী বাএ মধুরে।

চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী

দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে।। ২

তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কৌলে বসী

নেহানিলোঁ[১] তাহার বদনে (১৯১/১)।

ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী

বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে।। ৩

চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান

মোর ভৈল রতিরস আশে।

দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** রাত্রি প্রথমভাগে যে স্বপ্ন দেখিলাম সেই স্বপ্ন বিষয়ক সব কথা তোমাকে বলিতেছি বসিয়া শোনো। সে কৃষ্ম কদমতলায় বসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন।। ১।। হে বড়াই, আমার জীবন নিষ্ফল, সেই কৃষ্মকে আনিয়া দাও।। ধ্রু ।। দেহে চন্দন লেপন করিয়া মিষ্ট কথা বলিয়া মধুর স্বরে আড়বাঁশি বাজাইলেন। অনন্তর তিনি রতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু আমি সম্মতি দিলাম না। দ্বিতীয় প্রহরে ইহাই দেখিলাম।। ২।। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আমি কৃষ্মের কোলে বসিয়া তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিলাম। তিনি মৃদু হাস্য করিয়া আমার মনোহরণ করিয়া লইলেন। আমি মদনপীড়িতা হইলাম।। ৩।। চতুর্থ প্রহরে কৃষ্ম অধর পান করিলেন। আমার রতিরসলালসা জাগ্রত হইল। এমন সময় দারণ কোকিলনাদে আমার নিন্দা ভাঙ্গিয়া গেল।। ৪।।

৩৫২. বিভাষরাগ ঃ ।। কুডুক্ক ঃ ।।

সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন। আগ বড়ায়ি। চিত্তে মোর না পড়ে আন।। কি হরি হরি।।

হানিল মদন পাঁচ বাণে। আগ বড়ায়ি। তেঁ মোর দগধ পরাণে।। কি হরি হরি।। ১

মুকুলিল কুঞ্জ নেআলী। আগ বড়ায়ি। আণিআর বনমালী।। ধ্রু
দক্ষিণ মলয়া বাঅ বহে। না জাণো মো কেহ্ন করে গাএ।।
ঝাঁটি করী কাহ্নঞিঁ আনাওঁ। রতী সুখেঁ রজনী পোহাওঁ।। ২
এ মোর বাহুর বলএ। সব খন খসিআঁ পড়এ।।
অনমীষ নয়ন করিআঁ। বিকলী মো তার বাট চাহিআঁ।। ৩
এবেঁ মোর সংপুন বএসে। কিকে কাহ্ন করে আমরিষে।।
ঝাঁ (১৯১/২) ট করী আন কাহ্ন পাশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** ওগো বড়াই, আমি স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখিলাম। তিনি ছাড়া আমার চিত্তে আর কিছু স্থান নাই। ওগো বড়াই, মদন পঞ্চবাণ হানিল তাই আমার হৃদয়জ্বালা।। ১ ।। নবমল্লিকার কুঞ্জে মুকুল ধরিয়াছে। বনমালীকে আনিয়া দাও।। ধ্রু ।। দক্ষিণ হইতে মলয় বাতাস বহিতেছে। আমার শরীর কেমন করিতেছে জানি না। শীঘ্র কৃষ্ণকে লইয়া আসি, মিলনসুখে রজনী যাপন করি।। ২ ।। আমার এই বাহুর বলয় নিরন্তর খসিয়া পড়িতেছে। আমি ব্যাকুল হইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার পথ চাহিয়া আছি।। ৩।। এখন আমার সম্পূর্ণ বয়স। কৃষ্ণ এখন ক্রোধ করে কেন? অবিলম্বে কৃষ্ণকে আমার পার্শ্বে আনো।। ৪ ।।

৩৫৩. ভৈরবীরাগঃ ।। একতালী।। রূপকম্বা।।

কাহ্নের তাম্বুল রাধা দিলোঁ তোর হাথে। সে তাম্বুল রাধা তোঁ ভাঁগিলি মোর মাথে।।
এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন। পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন।। ১
পাগলী রাধা গোআলিনী গো। কথাঁ পাব নান্দে[১] যশোদার পো।। ধ্রু
গন্ধ চন্দন রাধা দিলোঁ তোর গাএ। সে গন্ধ চন্দন মুছিলী বাম পাএ।।
এবেঁ তোঁ গোআলিনী কি বোলসি আর। কাহ্ন দূর গেল বৃন্দাবনের পার।। ২
বিথুর বুয়িলোঁ তোরে কাহ্নের আন্তরে। তবেঁ বাম করেঁ চড় মায়িলি মোহোরে।।
এবেঁ কাহ্নের আন্তরে তোর প্রাণ জাএ। তাহাক করিব আহ্মে কমন উপাএ।। ৩
আনেক কাকুতী করে তোক গোআলিনী। আতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী।।
এবেঁ নিবারিআঁ থাক আপণার মন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস (১৯২/১) স বাসলীগণ।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি :** কৃষ্ণের তাম্বুল তোমার হাতে দিলাম। আমার মাথায় সে তাম্বুল ভাঙ্গিলে। এখন তোমার মন ঘুসঘুস করিয়া পুড়িতেছে। তোমার নবযৌবন পুঁটুলি বাঁধিয়া রাখো।। ১।। পাগলী গোয়ালিনী রাধা, নন্দযশোদার পুত্রকে কোথায় পাইব।। ধ্রু।। রাধা, তোমার গায়ে যে গন্ধ চন্দন দিলাম তাহা তুমি বাম পায়ে মুছিলে। এখন আর কি বলিতেছ? কৃষ্ণ এখন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।। ২।। কৃষ্ণের জন্য তোমাকে বিস্তর বলিয়াছি। তখন তুমি আমাকে বাম হাতে চড় মারিলে। এখন কৃষ্ণের জন্য তোমার প্রাণ যায়। আমি তাহার কি উপায় করিব।। ৩।। তোমাকে অনেক কাকুতি করিয়া দেব চক্রপাণি অতিশয় ব্যথিত হইয়াছেন। এখন নিজের মন নিবারণ করিয়া থাকো।। ৩

---

১ অ। প্র ঃ নান্দো।

৩৫৪. ধানুষীরাগঃ ।। একতালী।।

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার। ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।।
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ য়ে[১] সিসের সিন্দুর। বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর।। ১
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান। আপণার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন।। ধ্রু
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর। যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর।।
যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে। হাতে তুলিআঁ মো খাইবোঁ গরলে।। ২
কাহ্ন সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতীসিধী। আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী।।
এভোহোঁ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার। আণিআঁ দিআর মোকে কাহ্ন একবার।। ৩
মাথে শম্ভু সম খোঁপা শিসতে সিন্দুর। এহা দেখি কেহ্নে কাহ্ন গেলান্ত বিদূর।।
আনাথ করিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ পালাএ।
বাস (১৯২/২) লী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, এ ধন-যৌবন সবই অসার। গজমুক্তার হার ছিঁড়িয়া ফেলিব। মাথার সিন্দুর মুছিয়া ফেলিব। বাহুর বলয় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিব।। ১।। নিষ্ঠুরা বড়াই গো, আমার প্রাণদান করো। নিজের ভাগ্যদোষে কৃষ্ণকে হারাইলাম।। ধ্রু।। মাথা মুড়াইয়া সাগরে যাইব। যোগিনী বেশ ধরিয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইব। যদি কর্মফলে কৃষ্ণকে না পাই তাহা হইলে হাতে তুলিয়া বিষ খাইব।। ২।। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হইল না। আমার অঞ্চলের ধন বিধাতা হরণ করিলেন। বড়াই গো, এখনো প্রতিকার করো, কৃষ্ণকে একবার আনিয়া দাও।। ৩।। আমার মাথায় শম্ভুসদৃশ খোঁপা, আমার সীমন্তে সিন্দুরী। তাহা দেখিয়াও কৃষ্ণ দূরে গেলেন কেন? আমাকে অনাথ করিয়া কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন।। ৪

৩৫৫. ভৈরবীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ ।।

কাল কাহ্নঞিঃ[১] কঠিন তার আন্তর ল বোলেঁ চালেঁ না আইসে তোর থানে।।
তোহ্মার নেহাত লাগিআঁ আনেক সন্তাপ পাআঁ গেল বৃন্দাবনে।। ১
নিবারিআঁ থাক নিজ মনে।
আপণা রাখিআঁ কাহ্ন এবেঁ গেল নিজ থান তাক পাইব কেনমনে।। ধ্রু
তোর চরিত্র ভাবিআঁ আন্তর দগধ হআঁ ভাল মন্দ কিছু না মানিআঁ।
প্রতিজ্ঞা করিআঁ কাহ্নে গেল মাঝ বৃন্দাবনে তোর নেহে তিনাঞ্জলী[২] দিআঁ।। ২
কমণ সুধিঞঁ যাইবোঁ কথাঁ তার লাগ পাহবোঁ আপণেঞিঁ বোল সুবদনী।
আশেষ প্রকার করী আণি দেব মুরারী তবেঁ তাক আণো গোআলিনী।। ৩
নটক সে গদাধরে অশেষ মুরুতী ধরে কোণ চিহ্নে পাইবোঁ ঊদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল আনন্ত (১৯৩/১) বড়ু চণ্ডীদাস।। ৪

---

১ অ। প্র ঃ নান্দো। ❑ ২ অ। প্র ঃ নান্দো।

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** কৃষ্ণের বর্ণ কালো, তাঁহার অন্তর কঠিন। অনুরোধ উপরোধে তোমার কাছে আসেন না। তোমার প্রেমলাভের আশায় অনেক সন্তাপ পাইয়া তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছেন।। ১।। নিজের মনকে নিবারণ করিয়া থাকো। নিজের মান রাখিয়া কৃষ্ণ নিজের স্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আর কেমন করিয়া পাইবে।। ধ্রু।। তোমার চরিত্র দেখিয়া তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইয়াছে। তিনি ভালমন্দ কিছু না মানিয়া তোমার প্রেম বিসর্জন করিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক বৃন্দাবন গমন করিয়াছেন।। ২।। কোন্ পথে যাইব এবং কোথায় তাঁহার নাগাল পাইব, হে সুবদনী, তুমি নিজেই সে কথা বলো। অনেক কৌশল করিয়া মুরারিকে জানিতে হইবে। তবে ত তাঁহাকে লইয়া আসিব।। ৩।। সেই নটরুপী গদাধর বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন। কোন্ চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার উদ্দেশ পাইব।। ৪।।

....

৩৫৬. কোড়ারাগঃ ।। রূপকং ।। লগনী।। দণ্ডকং।।

আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ। সহিতেঁ নারোঁ মনমথবাণ।। ১
কথাঁ মনমথ কথাঁ সে বাণ। কোমণ বাণেঁ লএ পরাণ।। ২
বসন্তকালে কোকিল রাএ। মণে মনমথ সে বাণ তাএ।। ৩
আহ্মার বোল সাবধান হয়। বাহির চন্দ্রকিরণে সোঅ।। ৪
কি সুতিব আহ্মে চন্দ্রকিরণে। আধিকেঁ বড়ায়ি দহে মদনে।। ৫
মোর বোল তোঁ মণে পরিভায়। সিতল চন্দন আঙ্গে বুলাঅ।। ৬
পোড়ে কলেবর সেই চন্দনে। আহ্মা নিআঁ যাহ সেই বৃন্দাবনে।। ৭
বাঘ ভালুকে আতি গহনে। কেমণে যাইবেঁ সে বৃন্দাবনে।। ৮
বাঘ ভালুকে বা আহ্মার খাউ। কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে পরাণ জাউ।। ৯
যমুনা বহে খরতর ধার। কেমতেঁ তাহাত হয়িবেঁ পার।। ১০
যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যমুনা তরঙ্গে। তবেঁ লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে (১৯৩/২) ।। ১১
পরিহর রাধা কাহ্নের আশে। বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ১২

....

❑ **রাধার উক্তি ঃ** ওগো বড়াই, এসো আমার প্রাণ রক্ষা করো। মন্মথর বাণ আর আমি সহিতে পারি না।। ১।। বড়াইর উক্তি ঃ মন্মথ কোথায়? কোথায় তাঁহার বাণ? কোন্ বাণেই বা তিনি প্রাণ লন।। ২।। রাধার উক্তি ঃ বসন্তকালে কোকিল ডাকিতেছে। মনে মন্মথ আর এই কোকিলের ডাক তাঁহার বাণ।। ৩ ।। বড়াইর উক্তি ঃ আমার কথায় মন দাও। বাহিরে চন্দ্রকিরণে শয়ন করো।। ৪।। রাধার উক্তি ঃ চন্দ্রকিরণে শুইব কি? তাহাতে মদনের দাহ আরো অধিক বাড়িয়া যায়।। ৫।। বড়াইর উক্তি ঃ আমার কথা যদি তোমার পছন্দ হয় তবে শীতল চন্দন অঙ্গে বুলাও।। ৬।। রাধার উক্তি ঃ সেই চন্দনে দেহ পুড়িয়া যায়। আমাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাও।। ৭।। বড়াইর উক্তি ঃ গহন অরণ্যে অনেক বাঘ ভালুক। সে বৃন্দাবনে কেমন করিয়া যাইবে।। ৮।। রাধার উক্তি ঃ বাঘ ভালুকে আমায় খায় ত খাক্। কৃষ্ণের জন্য যদি প্রাণ যায় সেও ভাল।। ৯।। বড়াইর উক্তি ঃ যমুনা খরধারায় বহিতেছে। তাহাতে পার হইবে কি করিয়া।। ১০।। রাধার উক্তি ঃ তরঙ্গচঞ্চল যমুনার জলে যদি ডুবিয়া মরি তাহা হইলে কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিব।। ১১।। বড়াইর উক্তি ঃ কৃষ্ণের আশা পরিত্যাগ করো।। ১২।।

৩৫৭. বিভাষরাগঃ ।। একতালী।। রূপকম্বা।। দণ্ডকঃ

শত পল সোনা বড়ায়ি লআঁ সে মেল। প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে চল।। ১
কাল কাহ্নাঞিঁ মাথাতে ঘোড়াচুলে। এহি চিহ্নে কাহ্নঞিঁকে চাইহ গোকুলে।। ২
সুগন্ধ চন্দনে বড়ায়ি লেপিআঁ গাএ। করেঁ করতাল মধুর বাঁশী বাএ।। ৩
কাল কাহ্নাঞিঁ গাএ ধরে পীত বাসে। ষোল শত গোপীজন যাএ তার পাশে।। ৪
নেত ধড়ী পিন্ধি আগু পাছু লাম্বাএ। চরণে নূপুর রুণুঝুনু কাঢ়ে রাএ।। ৫
কপুরবাসিত বড়ায়ি নেহ গুআ পান। শকতি করিআঁ চাহিআঁ আন কাহ্ন।। ৬
আগেত চাইহ বড়ায়ি বসুলের ঘরে। আবাল চরিত্র কাহ্ন মায়া বড় করে।। ৭
তথাঁ না পাইলেঁ চাইহ যশোদার কোলে। মায়া পাতে কাহ্নাঞিঁ তথাঁ নিন্দভোলে।। ৮
তথাঁ ন (১৯৪/১) পাইআঁ চাইহ যমুনার কূলে।
বাছা রাখিবারেঁ কাহ্ন[১] জাএ সে গোকুলে।। ৯
তথাঁ না পাইআঁ চাইহ যমুনার ঘাটে। শিশু সঙ্গে বেড়াএ সে যমুনানিকটে।। ১০
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ চাইহ[২] ভালমতে। তরুগণে চড়ে কাহ্ন নানা ফল খায়িতে।। ১১
হাথতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে। তথাঁ চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে।। ১২
তথাঁত চাহিআঁ না পাহ যবেঁ কাহ্ন। তবেঁস চাইহ বড়ায়ি গোপগণ থান।। ১৩
তথাঁহোঁ চাহিআঁ চাইহ অশঙ্কেত থানে। গোপীগণ লআঁ কিবা করে নিধুবনে।। ১৪
তথাঁহোঁ চাহিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে। তবেঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথীকূলে।। ১৫
তথাঁহোঁ না পাইলেঁ চাইহ সাগরের ঘরে। সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে।। ১৬
তথাঁ গেলেঁ যবেঁ বড়ায়ি না পাহ কাহ্নে। তবেঁস পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে।। ১৭
তথাঁ সুধি পাইবোঁ যথা বসে (১৯৪/২) জগন্নাথে।
আদি আন্ত কথা সব কহিল তোহ্মাতে।। ১৮
তোল বোলেঁ কাহ্ন মোর আসিবেক পাশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ১৯

❑ **রাধার উক্তি :** হে বড়াই, শত পল সোনা লইয়া প্রাণনাথ কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে চলো।। ১।। তাঁহার বর্ণ কালো, তাঁহার মাথায় ঘোড়া চুল, এই চিহ্নে গোকুলে তাঁহার খোঁজ করিবে।। ২।। গায়ে সুগন্ধ চন্দন লেপন করিয়া হাতে করতাল ও মুখে মধুর বাঁশি বাজান।। ৩।। কৃষ্ণের অঙ্গে পীতবাস, ষোলো শত গোপী তাঁহার পাশে পাশে যায়।। ৪।। তাঁহার পরিধানে নেতবস্ত্র, তাহা সম্মুখে পিছনে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পায়ে নূপুর রুণুঝুনু বাজিতেছে।। ৫।। বড়াই, এক কর্পূরবাসিত পানসুপারি লইয়া যাও, কষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজিয়া আনো।। ৬।। আগে বসুদেবের ঘরে তাঁহার খোঁজ করিও। তাঁহার বালকস্বভাব অনেক মায়া করেন।। ৭।। সেখানে না পাইলে যশোদার কোলে খোঁজ করিও, নিদ্রাবেশে সেখানে মায়া পাতেন।। ৮।। সেখানেও না পাইলে যমুনার কূলে দেখিও, গো-বৎস চরাইবার জন্য তিনি গোকুলে

১ 'কাহ্ন' তোলাপাঠে। ❑ ২ 'চাইহ' তোলাপাঠে। পাঠ-পরিচয় দ্রষ্টব্য।

যান।। ৯।। সেখানে না পাইলে যমুনার ঘাটে দেখিও, বালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ যমুনার নিকটেই বেড়ান।। ১০।। বৃন্দাবনে ফল খাইবার জন্য তিনি গাছে গাছে চড়েন। সেখানেও ভাল করিয়া খোঁজ করিও।। ১১।। হাতে তাঁহার লাঠি, মহানন্দে তিনি বাঁশি বাজান। নারদ মুনির সঙ্গে তাঁহার দেখা পাওয়া যাইতে পারে।। ১২।। সেখানেও না পাইলে গোপগণের আবাসে তাঁহার খোঁজ করিও।। ১৩।। সেখানে খোঁজ করিয়া সঙ্কেতস্থানে যাইও যেখানে তিনি গোপীগণসহ কেলি করেন।। ১৪।। সেখানেও যদি না পাও তাহা হইলে ভাগীরথীকূলে গিয়া তাঁহার সন্ধান করিবে।। ১৫।। সেখানে না পাইলে সাগর গোয়ালার ঘরে গিয়া ত্বরায় তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবে।। ১৬।। সেখানেও তাঁহাকে না পাওয়া গেলে সকলের কাছে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিও।। ১৭।। তাহা হইলে জগন্নাথ কৃষ্ণ কোথায় থাকেন সে সংবাদ জানিতে পারিবে। আদ্যন্ত সব কথা তোমাকে বলিলাম।। ১৮।। তোমার কথায় কৃষ্ণ আমার নিকটে আসিবেন।। ১৯।।

....

৩৫৮. ভৈরবীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

মোঞঁ ত সুন্দরি রাধা আতি বড় বুটী ল বেড়ায়িতেঁ মোতে বল নাহীঁ।
মোঞঁ যে বোলোঁ উত্তর হাত আনুমতি কর আপণেঞিঁ চাহ ত কাহ্নঞিঁ।। ১
রাধা ল। না হেলিহ বচন আহ্মারে।
যে পথেঁ উদ্দেশ পাহা সে পথেঁ আপণে যাহা তরেঁ কাহ্নঞিঁ মেলিব তোহ্মারে।। ধ্রু
চাহিতেঁ চাহিতেঁ যবেঁ সে কাহ্নর লাগ পাহ তবেঁ তাক বুলিহ বিনএ।
আএর বোলোঁ উপাএ ধরিহ তাহার পাএ তবেঁ তোকে হয়িবে সদএ।। ২
কাহ্নের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মধুরা পুরী নানা গিরী কন্দর বনে।
বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে।। ৩
চল তোঁ মথুরা পুরী (১৯৫/১) তথাঁ তোকে পাইবে হরী না ছাড়িহ রাধা তার পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্দ বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** হে সুন্দরী রাধা, আমি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি। চলিবার শক্তি আমার নাই। আমি যে কথা বলি তাহাতে সম্মত হও। নিজেই কৃষ্ণের সন্ধান করো।। ১।। রাধা আমার কথা অবহেলা করিও না। যে পথে তাঁহার উদ্দেশ পাও সেই পথে নিজে যাও সেখানে কৃষ্ণকে পাইবে।। ধ্রু।। খুঁজিতে খুঁজিতে যখন কৃষ্ণের নাগাল পাইবে তখন বিনয়সহকারে তাঁহাকে বলিও। আর একটি উপায় বলি, তুমি তাঁহার পায়ে ধরিও, তবেই তিনি তোমার প্রতি সদয় হইবেন।। ২।। কৃষ্ণের সন্ধানে মথুরাপুরীতে এবং নানা পর্বতে গিরিগুহায় ও অরণ্যে পরিভ্রমণ করিও। অনেক কষ্ট করিয়া চণ্ডীকে পূজা মানত করিয়া তবে তাঁহার দর্শন পাইবে।। ৩।। মথুরা নগরে চলো, সেখানে কৃষ্ণের দেখা মিলিবে। তাঁহাকে পাইলে আর তাঁহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করিও না।। ৪।।

৩৫৯. মালবরাগঃ।। একতালী।।

দধি দুধে সাজাইআঁ চুকে।
সুণ বড়ায়ি ল। জাইবোঁ হাট মথুরাক বিকে।। নাএ।।

আল হের। না বিকাএ যদি দুধ তথাঁ।
সুণ বড়ায়ি ল। তভোঁ কাহ্নাঞিঁ সমে হৈবে কথা।। নাএ।। ১
আল হের। মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে।
সুণ বড়ায়ি ল। সাদ লাগে কাহ্নাঞিঁ দেখিবারে।। নাএ।। ধ্রু
পিন্ধি বউল পুষ্পের হার। কণ্নত কুণ্ডল হিরার ধার।।
পিন্ধিআঁ আমূল পাটোলে। কাহ্নাঞিঁ দেখি পড়ি গেলোঁ ভোলে।। ২
যেই খনে কাহ্নাঞিঁ দেখিবোঁ। তখনেই তাক না এড়িবোঁ।।
যোগী যোগ চিন্তে যেহ্নমনে। কাহ্নঞিঁ ছাড়ী না জাণো মো আনে।। ৩
না শুণিলোঁ তোহ্মার বচনে। না খাইলোঁ কাহ্নের গুআ পানে।।
যত কৈল সব মতিমো (১৯৫/২) যে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** হে বড়াই দধিদুধ সাজাইয়া লইয়া মথুরার হাটে বিক্রয় করিতে যাইব। দেখো বড়াই, সেখানে যদি দুধ না বিকায় তবু ত কৃষ্ণের সহিত দেখা হইবে।। ১।। দেখো বড়াই, মথুরার নামে প্রাণ কাঁদে। কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা হয়।। ধ্রু।। তিনি বকুল ফুলের মালা পরিয়াছেন। তাঁহার কানে হীরার ঝালর দেওয়া কুন্তল। পরিধানে বহুমূল্য পট্টবস্ত্র। সেই কৃষ্ণকে দেখিয়া আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছি।। ২।। কৃষ্ণকে দেখিলে আর ছাড়িব না।। ৩।। তোমার কথা শুনিলাম না, কৃষ্ণের পানসুপারি খাইলাম না। যাহা করিয়াছি বুদ্ধিভ্রংশ হেতু করিয়াছি।। ৪।।

---

১ প্রথমে ‘যেহ্নে’ লেখা। পরে হ্ন’র ‘ে’-কার কাটা এবং তোলাপাঠে ‘মনে’ যুক্ত।

৩৬০. ভাঠিআলীরাগঃ।। লখুশেখর ঃ।।

যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী।। আল।।
এঁবে মোর মণের পোড়নী।। আল বড়ায়ি গো।
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী।। আল।। ১
কমণ উদ্দেশ্যে মো জাইবোঁ। আল বড়ায়ি গো।
কথাঁ না সুন্দর কাহ্ন পাইবোঁ।। আ।। ধ্রু
মুকুলিল আম্ব সাহারে। মধুলোভেঁ ভ্রমর গুজরে।।
ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ। যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ।। ২
দেব অসুর নরগণে। বস হএ মনমথবাণে।।
না বসএ তথাঁ কি মদনে। যে দিগেঁ বসে নারায়ণে।। ৩
পীন কঠিন উচ তনে। কাহাঞিঁ পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গানে।।

তভোঁ যদি এড়ে দামোদরে। তা দেখিতেঁ প্রাণ জাএব মোরে[১] ।। ৪
না শুণিলোঁ কাহ্নাঞিঁর বোলে। না নয়িলোঁ কাহ্নাঞিঁর তাম্বুলে।।
যত কৈলোঁ সব মতিমোষে। গাই (১৯৬/১) ল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৫

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই গো, যেদিকে কৃষ্ণ গেলেন বসন্ত কি সে দিক জানে না? এখন আমার মনের দাহ কুমারের পোয়ানের মত।। ১।। আমি কোন্ দিকে যাইব? কোথায় গেলে কৃষ্ণকে পাইব।। ধ্রু।। আমের শাখায় মুকুল ধরিয়াছে। মধুললোভে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। ডালে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে। সে ডাক আমার পক্ষে বজ্রের আঘাতের মতই নিদারুণ।। ২।। দেবতা, অসুর এবং মানুষ — মন্মথবাণে বশ হয় সকলেই। নারায়ণ যেদিকে অবস্থান করেন, মদন কি সেদিকে থাকে না।। ৩।। পীন পয়োধর দিয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গান করিব। তবু যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান তাহা হইলে আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে।। ৪।। আমি কৃষ্ণের কথা শুনি নাই, তাঁহার পান লই নাই। যাহা করিয়াছি তাহা নির্বুদ্ধিতাবশেই করিয়াছি।। ৫।।

———————

১ 'মো' তোলাপাঠে।

....

৩৬১. ধানুষীরাগঃ।। যতিঃ।।

তোকে তত্ত্ব বোলোঁ চন্দ্রাবলী। যোড়হাথ করী বনমালী।।
তাত বড় পাইল আপমান। তেঁসি তোহ্মা ছাড়ী গেল কাহ্নু।। ১
এবেঁ তোর বিরহ পোড়নী। আল। কথাঁ গিআঁ পাইব চক্রপাণী।। ধ্রু
তোর সখিজন হেন চাহে। কাহ্নাঞিঁ তেজুক তোহোর[১] নেহে।।
তবেঁ কাহ্নাঞিঁ লআঁ। বৃন্দাবনে। কেলি করে সেহি গোপীগণে।। ২
যোলহ[২] সহস্র গোপী লয়িআঁ। বৃন্দাবন মাঝত বসিআঁ।।
নানা রসে বসে বনমালী। তোহ্মাক বঞ্চিআঁ চন্দ্রাবলী।। ৩
আইস রাধা যাই বৃন্দাবনে। তবেঁ তার পাব দরশনে।।
তবেঁ তোরে কাহ্নু বা[৩] সম্ভাসে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** চন্দ্রাবলী তোমাকে সত্য কথা বলি। বনমালী হাত জোড় করিয়া অপমানিত হইয়াছেন। তাই তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন।। ১।। এখন তোমার বিরহের জ্বালা। চক্রপাণিকে কোথায় পাইব।। ধ্রু।। তোমার সখীর চায় কৃষ্ণ তোমার প্রেম পরিত্যাগ করুন। তাহা হইলে তাহারা বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণকে লইয়া কেলি করিতে পারে।। ২।। বৃন্দাবনের মধ্যে বসিয়া বনমালী তোমাকে বঞ্চনা করিয়া ষোল সহস্র গোপী লইয়া নানা রসে দিনযাপন করিতেছেন।। ৩।। চলো রাধা বৃন্দাবনে যাই। সেখানে গেলে তাঁহার দেখা পাইবে। তখন কৃষ্ণ তোমাকে সম্ভাষণ করিতে পারেন।। ৪।।

....

———————

১ 'হো' তোলাপাঠে। ❑ ২ 'হ' তোলাপাঠে। ❑ ৩ 'বা' তোলাপাঠে।

৩৬২. ললিতরাগঃ ।। একতালী।।

অশরীরশর কৃশিতাঙ্গলতা বিততাধিযুতা গতসাততিঃ।
পরিচিন্ত্য চিরং চিরতানি (১৯৬/২) হরেরেভিমন্যুজননীং জরতীমবদৎ।।

❑ মন্থথশরে অভিমুন্যপত্নী রাধার অঙ্গলতা খিন্ন, বিরহবেদনায় তিনি পীড়িত, তাঁহার মনে সুখের লেশ নাই। কৃষ্ণের চরিত চিন্তা করিয়া তিনি বড়াইকে বলিলেন।।

....

যে কাহ্নু লাগিআঁ মো আন না চাহিলেঁ বড়ায়ি না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে।। ১
বড়ায়ি গো।। কত দুখ কহিব কাঁহিণী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল মোঞঁ নারী বড়ো আভাগিনী।। ধ্রু
নান্দের নন্দন কাহ্নু যশোদার পো আল তার সমে হো বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ তাহার উচিত ফল পাইলোঁ।। ২
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে।। ৩
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী বড়ায়ি মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইব বড়ু (১৯৭/১) চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, যে কৃষ্ণের জন্য আমি আর কিছু চাই না, যাঁহার জন্য আমি লঘুগুরুজন মানি নাই, আমার মনে হয় তিনি আমার প্রতি রোষবশত আমাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য রমণীর সহিত বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন।। ১।। বড়াই গো, দুঃখের কথা কত বলিব? ডুবিয়া মরিব বলিয়া সরোবরে ঝাঁপ দিলাম, সে সরোবরও শুকাইয়া গেল, আমি এমনই মন্দভাগিনী।। ধ্রু।। নন্দের নন্দন যিনি যশোদার পুত্র, সেই কৃষ্ণের সহিত প্রীতি বর্ধিত করিলাম, যে কাজ গোপন রাখা উচিত ছিল তাহাই প্রকাশিত করিয়া উচিত ফল পাইলাম।। ২।। আমার স্বামী দুর্দান্ত বলিয়া গোপবংশে বিখ্যাত। আমার ননদ প্রতি কথায় দোষ ধরে। গোপীর সকলেই কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত বলিয়া আমার কলঙ্ক রটনা করিয়াছে।। ৩।। এতসব যে আমি সহ্য করিলাম, সে কেবল কৃষ্ণপ্রেমের জন্য। ওগো বড়াই, আমাকে কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাও ।। ৪।।

৩৬৩. বঙ্গালরাগঃ ।। রূপকং।।

হরি হরি। আসুখ না, কর তোহ্মে শুন গোআলী।
নিকট মেলিব, তোর প্রিয় বনমালী।।
হরি হরি। মলিন না কর রাধা চান্দসম মুখ।
তোর দেহগতি দেখি মোতে লাগে দুখ।। ১
হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে। আপণে মেলিব তোক গোকুলের কাহ্নে।। ধ্রু

আইস মোর সঙ্গো রাধা যাই বৃন্দাবনে। চাহি কুঞ্জে কুঞ্জে তোর প্রিয় নারায়ণে।।
বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে। আবসি দেখিল কেহো শ্রীমধুসূদনে।। ২
কেমনে বেড়াএ কাহ্ন কিবা রূপ ধরে। একেঁ একেঁ সব কথা কহ তোঁ আহ্মারে।।
আবাসে জাণিব কেহো যথাঁ বসে কাহ্নে। পুছিতেঁ পুছিতেঁ তার পাব দরশনে।। ৩
কিবা জল কিবা থল কিবা বৃন্দাবনে। গরু রাখে কিবা বনে নান্দের নন্দনে।।
সব ঠাই চাহিআঁ আণিব (১৯৭/২) শ্রীনিবাস। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** গোপ কন্যা রাধিকা, তুমি দুঃখ করিও না। প্রিয় বনমালীকে তুমি নিকটে পাইবে। তোমার চাঁদের মতো মুখখানি মলিন করিও না। তোমার দেহের অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হয়।। ১।। হৃদয়ে ভরসা রাখিয়া আমার কাছে থাকো। গোকুলের কৃষ্ণ আপনি আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন।।ধ্রু।। আমার সহিত আইস। চলো বৃন্দাবনে গিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে তোমার প্রিয় নারায়ণের খোঁজ করি। সবার কাছে তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। শ্রীমধুসূদনকে অবশ্যই কেহ না কেহ দেখিয়া থাকিবে।। ২।। আচ্ছা, কৃষ্ণ কিভাবে বেড়ান, কি কি রূপ ধারণ করেন, একে একে আমাকে সব কথা বলো ত। তিনি যেখানে থাকেন সে স্থান অবশ্যই কেহ দেখিয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার দেখা পাইবই।। ৩।। নন্দনন্দন শ্রীনিবাস জলেই থাকুন আর স্থলেই থাকুন অথবা বৃন্দাবনে গোচারণেই রত থাকুন, সব স্থান খুঁজিয়া তাঁহাকে তোমার নিকট আনিব।। ৪।।

....

৩৬৪. ললিতরাগঃ।। একতালী।।

ময়ূরপুছে বান্ধি চূড়া কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা।
দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা যেন উয়ে গগনে চন্দ গোটা।। ১
দূতা ল তোহ্মে কি দেখিলেঁ কৃষ্ণ জায়িতেঁ। আ।
এ বাটে জায়িতেঁ গায়িতেঁ নান্দের পোঅ হাসিতেঁ এ বাঁশী বোলায়িতেঁ।। ধ্রু
নির্ম্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে রতন কুণ্ডল শোভে কন্নে।
মাণিক দশন যুতী গিএ শোভে গজমুতী জীএ রাহি তার দরশনে।। ২
চন্দন চর্চ্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ হেন বেশ হেন দরশনে
নেত পরিধান লাসী হাথে মৌহারী বাঁশী সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে।। ৩
মোঞঁত আভাগিনী রাহী তেঁসি হারায়িলোঁ কাহ্নাঞিঁ এবেঁ তাক চাহি বন[১] দেশে।
তথাঁ (১৯৮/১) ত পাইব সুধী বড়ায়ি তোহ্মার বুধী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ বড়াইর প্রতি রাধা। রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের রূপ বর্ণিত।

....

---

১ ‘ন’ তোলাপাঠে।

৩৬৫. কেদাররাগ ঃ ।। রূপকং ।।

তোহ্মে ত নাতিনী মোর পরাণ সমান। তোহ্মার থানত মো না বুলিবোঁ আন।।
আবসি আইসে কাহ্ন কদমের তলে। হাথত লগুড় করা রাখএ গোকুলে।। ১
চল চল গোআলিনী যমুনার কূলে। আবসী পাইবী তথাঁ বালগোপালে।। ধ্রু
কিবা রাতী কিবা দিন মাঝ বৃন্দাবনে। নানা ফুল নানা ফল খাএ নারায়ণে।।
গোপযুবতী সমে করে নিধুবন। তথাঁ গেলেঁ রাধা[১] তার পাইব দরশন।। ২
শুভ যাত্রা করি রাধা কর মনোবল। তথাঁ তোর মনোরথ হয়িব সফল[২]।।
আহ্মে জাণি কাহ্নাঞিঁর চরিত্র সকল। ছাড়িতেঁ না পারে সে তো[৩] কদমের তল।। ৩
পরভয় কর রাধা আহ্মার বচনে। সত্য বচন ছাড়ী না বোলোঁ মো আনে।।
কদমতলাক জাইউ চি (১৯৮/২) ত্তের হরিষে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** নাতিনী তুমি আমার প্রাণের সমান, তোমার কাছে মিথ্যা বলিব না। কৃষ্ণ কদম্বতলে অবশ্যই আসেন এবং হাতে লাঠি লইয়া গোচারণ করেন।। ১।। গোয়ালিনী, যমুনার কূলে চলো। সেখানে বালক গোপালের দেখা নিশ্চয় পাইবে।।ধ্রু।। কি দিন কি রাত্রি নারায়ণ সর্বদাই বৃন্দাবনে নানা ফুল তুলেন, নানা ফল খান এবং গোপীযুবতীগণের সহিত কেলি করেন। রাধা সেখানে গেলে নিশ্চয় তাঁহার দর্শন পাইবে।। ২।। হে রাধা, শুভযাত্রা করিয়া মনে সাহস সঞ্চয় করো। সেখানে গমন করিলে তোমার মনোরথ সফল হইবে। আমি শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব জানি, তিনি কদম্বের তল ছাড়িতে পারেন না।। ৩।। আমার বাক্যে বিশ্বাস করো, আমি সত্যকথা ভিন্ন মিথ্যা বলি না প্রসন্নচিত্তে কদমতলায় যাও।। ৪।।

---

১ 'রাধা' তোলাপাঠে। ❑ ২ প্রথমে 'সকল'। পরে 'ক' কাটিয়া তোলাপাঠে 'ক' করা। ❑ ৩ 'সে তো' তোলাপাঠে।

৩৬৬. ধানুষীরাগ ঃ ।। একতালী।।

কদমতরুতল গিআঁ। কিশলয়েঁ শয়ন বিছাইআঁ।। আল রাধা।।
আগর চন্দন আঙ্গে মাখী। কাজলে রঞ্জিল দুঈ আখী।। ল।। ১
হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে। চলি গেলি রাধিকা হরিষে।। ধ্রু
ফুলে জড়ী বান্ধি কেশপাশে। পরিধান কর নেত বাসে।।
ভৃঙ্গার ভরিআঁ নৈল জলে। বাটা ভরী কর্পূর তাম্বুলে।। ২
তরুদল চালএ পবনে। কাহ্ন আইসে হেন তাক মানে।
না দেখিআঁ ছাড়এ নিশাসে। বড়ায়িক মাঙ্গে আশোআসে।। ৩
হেনমতেঁ কতোখন রহী। কদমতলাত রাধা রাহী।।
না পাইল কাহ্নাঞিঁ দৈবদোষে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **কবির বিবৃতি ঃ** রাধা কদম্বতরুতলে গিয়া কিশলয়ে শয্যা রচনা করিলেন এবং অঙ্গে অগুরুচন্দন মাখিয়া দুই চক্ষু কাজলে রঞ্জিত করিলেন।। ১।। রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল হইয়া বড়াইয়ের নির্দেশমত হৃষ্টমনে গমন করিলেন।। ধ্রু।।

তিনি পুষ্পমাল্যে কেশপাশ বাঁধিলেন, সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিলেন, ভৃঙ্গার ভরিয়া জল এবং বাটা ভরিয়া কর্পূর ও তাম্বুল লইলেন।। ২।। বাতাসে বৃক্ষসমূহ আন্দোলিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার মন হইল কৃষ্ম আসিতেছেন। তাঁহাকে না দেখিয়া বড়াইয়ের কাছে আশ্বাস চাহিতেছেন।। ৩।। এইভাবে কদমতলায় কিছুক্ষণ থাকিলেন, কিন্তু দৈবদোষে কৃষ্মের দর্শন পাইলেন না।। ৪

৩৬৭. পাহাড়ীআরাগঃ ।। ক্রীড়া ।।

কদম্বস্য তলে স্থিতা রাধা তত্র চিরক্ষণং।
মনোজশিখিসন্তপ্তা বি (১৯৯/১) ললাপ নিরন্তরং ।।

❑ রাধা সেই কদম্বতলে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া মদনানলে সন্তপ্ত হইয়া বড়ই বিলাপ করিলেন।।

....

দিনের সূরুজ পোড়াআঁ মারে রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমন সহিব পরাণে বড়ায়ি চখুত নাইসে নিন্দে।।
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি লুকাওঁ তাহার পেটে।। ১
আল। দহে পৈসু কাল দূতী।
উথাআঁ পাথাআঁ আহ্মা আনিল নিফলে পোহাইল রাতী।। ধ্রু
তবেঁ বুয়িলোঁ বড়ায়ি কি মোর কাহ্নের সমে নেহা বাঢ়ায়িআঁ।
এখন আহ্মার মরণ বড়ায়ি নিকট মেলিল আসিআঁ।।
দিন পাঁচ সাত রসত লাগিআঁ দুগণ পোড়নি সারে।
আর তার মুখ দেখিতেঁ না পাইলোঁ করমফল আহ্মারে।। ২
সব খন মোরে[১] নান্দের নন্দন চুম্বন করে কপোলে।
হেন হাথ নিধী কে হরি নিলে মো দুখমতীর হেলে।।
একেঁ দহদহ ঘসির আগুন আরে কে না জালে ফুকে।
ভিড়ি আলিঙ্গান দিঁতে না পাইলোঁ (১৯৯/২) এ শাল থাকিল বুকে।। ৩
কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি কি মোর বসতী বাশে[২]।
আন পাণী মোকে একো না ভাএ কি মোর জীবন আশে।।
মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, দিবসে সূর্যের উত্তাপ, রাত্রেও চন্দ্র অনল বর্ষণ করে। এত দুঃখ কি করিয়া সহিব? চোখে আমার নিদ্রা নাই। শীতল চন্দন অঙ্গে মাখিতেছি তবু বিরহজ্বালা শান্ত হয় না। মেদিনী বিদীর্ণ হউক, তাহার অভ্যন্তরে

প্রবেশ করিয়া বাঁচি।।১।।কাল-দূতী জলে ডুবিয়া মরুক।আশা ভরসা দিয়া আমাকে আনিল।কিন্তু বৃথা রজনী অতিবাহিত হইল।।ধ্রু।।তাই বলি বড়ায়ি, কৃষ্ণের সহিত প্রীতি বাড়াইয়া লাভ কি? বড়ই, এখন আমার মৃত্যু সন্নিকট।কয়েকদিনের সুখের জন্য দ্বিগুণ জ্বালা। আমার কর্মফলে তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলাম না।। ২।। যে নন্দনন্দন সর্বক্ষণ কপোলে চুম্বন করেন, সেই হাতের নিধিকে এই অভাগিনীর অবহেলায় কে হরণ করিল? এ ঘসির আগুন স্বভাবতই ধিকিধিকি জ্বলিতেছে, তাহা কি আবার কেহ ফুঁ দিয়া জালে? হায়, নিবিড় আলিঙ্গানে তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলাম না, এ শাল বুকে বিঁধিয়া রহিল।।৩।।আমার যৌবন বলো, ধনরত্নই বলো সব বৃথা।আমার গৃহবাসে কি সুখ? অন্নপানীয় কিছুই আমার ভাল লাগে না। আমার জীবন রাখি কি আশায়? আমি মাথা মুড়াইয়া যোগিনী হইয়া নানা দেশে বেড়াইব।। ৪।।

---

১ 'মোরে' তোলাপাঠে। ❑ ২ প্রথমে 'আসে'। পরে 'আ' কাটিয়া তোলাপাঠে 'বা'।

৩৬৮. মল্লররাগঃ।। রূপকং।।

মেঘ আন্ধারী আতি ভয়ঙ্কর নিশী। একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী।।
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ম দেখিতেঁ না পাওঁ। মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাও।। ১
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে। সবখন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ। ল।। ধ্রু
ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে। কোকিল কুহলে বসী সহকারডালে।।
মোঞঁ তাকে মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত। এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত।। ২
বড় পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর।
তভোঁ না মেলি (২০০/১) ল মোরে নান্দের সুন্দর।।
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ। কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ।। ৩
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ। বিকশিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ।।
এবেঁ ঝাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** মেঘান্ধকার ভয়ঙ্কর রাত্রি, আমি কদম্বতলে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছি। চারিদিকে খোঁজ করিয়া কৃষ্ণকে কোথাও দেখিতে পাইতেছি না। মেদিনী বিদীর্ণ হউক, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মবিসর্জন করি।। ১।। বড়াই গো, এ যৌবন যে আর রাখিতে পারি না। কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য সর্বদাই মন কাঁদিতেছে ।।ধ্রু।। ভ্রমর ভ্রমরীসহ গুঞ্জন করিতেছে, সহকার শাখায় বসিয়া কোকিল কূজন করিতেছে।বড়াই, আমার নিকট তাহারা যমদূতের সমান।হায়, যশোদানন্দন আসিয়া কবে আমার এ দুঃখের খণ্ডন করিবেন।। ২।। বড় আশা করিয়া বনমধ্যে আসিলাম, তবু সেই সুন্দর নন্দনন্দনের দেখা পাইলাম না।আমার উন্নত যৌবন ধীরে ধীরে জীর্ণ হইয়া যাইবে।আমার দুর্ভাগ্য, কৃষ্ণ একথা বুঝিতেছেন না।।৩।।বসন্তকালে মলয় পবন বহিতেছে, বিকশিত পুষ্পগন্ধ সেই বাতাসে বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে। বড়াই গো, শীঘ্র করিয়া এবার আমার নন্দনন্দনকে আনিয়া দাও।। ৪।।

....

৩৬৯. কহূরাগঃ।। যতিঃ।।

মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে ধীরেঁ ধীরেঁ বহে বসন্তের বাএ।
এবেঁ নানা ফুলেঁ মোঞঁ সেজা বিছাইআঁ কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ দেওঁ রাএ।। ১
আল হের। কাহ্নাঞিঁ মোরে আণিআঁ দে।
আল পরাণের বড়ায়ি। কাহ্নাঞিঁ মোকে আণিআঁ দে।। ধ্রু
বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি এহাত কেমন হয়িব পার।
যদি কাহ্নাঞিঁ কর পার এ মোর কুচকুম্ভ ভেলা করী হএ মোর তবেঁসি নিস্তারা।। ২
এহি ত বৃন্দাবনে বড়ায়ি পুড়িআঁ মারে মণে পড়ে কাহ্নাঞিঁ (২০০/২) র নেহে।
এবেঁ থীর নহে ....[১] এ বড়ায়ি কোণ পরকারে মরি জাইব কাহ্নের বিরহে।।৩
এহি বৃন্দাবন এ বড়ায়ি তিলে তিলে চাহিল না পাইল কাহ্নের উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ বড়ায়ি গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, মথুরার পথে এই কদম্বের তলে ধীরে ধীরে বসন্তবায়ু বহিতেছে। এখন বিবিধ ফুলে শয্যা রচনা করিয়া আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেছি।। ১।। বড়াই গো, কৃষ্ণকে আমার কাছে আনিয়া দাও। ওগো প্রাণের বড়াই, কৃষ্ণকে আনিয়া দাও।। ধ্রু।। গহন গভীর এই বিরহসাগর। এ সাগর কি করিয়া পার হইব? আমার কুচকুম্ভকে ভেলা করিয়া কৃষ্ণ করিয়া যদি পার করিয়া দেন তবেই নিস্তার পাই।। ২।। এই বৃন্দাবন দেখিয়া কৃষ্ণপ্রেমের কথা মনে পড়ে আর বিরহ জ্বালায় হৃদয় দগ্ধ হয়। এখন কোনো প্রকারের চিত্ত ধৈর্য মানে না। কৃষ্ণবিরহে প্রাণত্যাগ করিব।। ৩।। বড়াই গো, এই বৃন্দাবনে তিল তিল করিয়া খুঁজিলাম, তবু কৃষ্ণের উদ্দেশ পাইলাম না।। ৪।।

---

১ ছাড়। প্র ঃ চিত।

৩৭০. বেলাবলীরাগঃ ।। যতিঃ।।

রাধামাধবমুন্বিষ্য পরিশ্রান্তা বনান্তরে।
জগাদ জরতীং রাধা স্মরজ্বরভরাতুরা।।

❑ তখন মদনকাতরা রাধিকা বনান্তরে মাধবকে অন্বেষণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলেন।।

....

প্রভু জগন্নাথেঁ মোরে যত বুইল। আল হের বড়ায়ি
মোঞঁ দুখমতী তাক না শুনিল।। হরি হরি।।
এবেঁ আহ্মে মণে পরিভাবিল। আল হের বড়ায়ি।
সে কারণে আহ্মে এত দুখ পাইল।। হরি হরি।। ১
এবেঁ হৈল মোহোর আরততী[১]। আর হের বড়ায়ি।
বোল কাহ্নে রাধা মাঙ্গো সুরতী।। ধ্রু

যবেঁ কাহ্ন চাহিলে সুরতী। মো তবেঁ আছিলোঁ শিশুমতী।।
এবেঁ মোঞঁ ভৈলোঁ ভর যুবতী। আহ্মাক ছাড়িআঁ কা (২০২/১) হ্ন গেলা কতী।। ২
সংপুন শশধর বদনে। কমললোচন পাপ বিমোচনে।।
সে কাহ্নাঞিঁ দিআঁ মোক দুখ আতী। রতি ভুঞ্জে লআঁ কোণ যুবতী।। ৩
কি না বিধি লিখিত কপালে। মোরে দয়া না করে বালগোপালে।।
না পায়িলোঁ মো কাহ্নের উদ্দেশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, প্রভু জগন্নাথ আমাকে যত কথা বলিলেন, আমি মন্দভাগিনী তাঁহার কোনো কথাই শুনিলাম না। এখন ওগো বড়াই, আমি মনে মনে বুঝিতে পারিলাম, সেই কারণেই এত দুঃখ পাইলাম।। ১।। এখন আমি কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। তাঁহাকে বলো যে রাধা তাঁহার মিলন প্রার্থনা করে।। ধ্রু।। বলিও, কৃষ্ণ যখন আমার সঙ্গ কামনা করিয়াছিলেন তখন আমি বালিকা ছিলাম। এখন আমার পূর্ণ যৌবন। আমাকে ছাড়িয়া তিনি কোথায় গেলেন।। ২।। পূর্ণচন্দ্রের মত যাঁহার মুখ, পদ্মের মত লোচনযুগল, পাপবিমোচন সেই কৃষ্ণ আমাকে অতিশয় দুঃখ দিয়া কোনো যুবতীর সঙ্গে কেলি করিতেছেন।। ৩।। হায় অদৃষ্টে কি লিখিত আছে? বালগোপাল আমাকে দয়া করিলেন না, কৃষ্ণের উদ্দেশ পাইলাম না।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ আরতী।

৩৭১. কহূরাগঃ ।। লঘুশেখরঃ।।

সংপ্রহৃষ্টোহদ্য গোবিন্দো রমমাণো ময়া সহ।
সবিধস্তস্য জরতি প্রণামে গন্তুমুচ্যতাং।।

❑ গোবিন্দ প্রসন্ন হইয়া আমার সহিত প্রমোদ বিহার করিয়াছেন। হে বড়াই, কিভাবে তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিতে যাওয়া যায় তাহা বলো।।

আজি, সপন বড়ায়ি দেখিল এ আল আলিছিল নান্দের নন্দন।
বাহুলতাপাশেঁ বান্ধিআঁ এ দিলোঁ মোঞঁ দৃঢ় আলিঙ্গন।। ১
কি হরি হরি গোবিন্দ এ আল প্রাণ নৈল বাঁশির নাদে।। ধ্রু
নানা আভরণগণে শোভক ও নীল জলদ সম দেহা।
সে কাহ্ন বিহাণে প্রাণ আকুল এ ভাবি ভাবি তাহার নেহা।। ২
নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ এ (২১০/২) থাকিলোঁ মো কাহ্নকোলে সুতী।
হেন সম্ভেদে মো জাগিলোঁ এ নিফলে পোহাইল রাতী।। ৩
সে নারীর সফল জীবন এ জারে কাহ্ন সুরতীঞঁ তোষে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, আজ স্বপ্নে দেখিয়াছি নন্দনন্দন আসিয়া বাহুপাশে বাঁধিয়া আমাকে নিবিড় আলিঙ্গন

দিলেন।। ১।। হে হরি, হে গোবিন্দ, বাঁশির শব্দে আমার প্রাণ লইল।।ধ্রু।।নীল জলদের ন্যায় তাঁহার দেহ নানা আভরণে শোভিত। হায়, সেই কৃষ্ণের প্রীতির কথা ভাবিতে ভাবিতে বিরহ বেদনায় কাতর হইয়াছি।। ২।। নানা ফুলে শয্যা রচনা করিয়া কৃষ্ণের অঙ্গে শুইয়াছিলাম। এমন সময় জাগিয়া উঠিলাম। হায়, বৃথাই রাত্রি কাটিয়া গেল।। ৩।। তিনি আলিঙ্গন দিয়া যাহাকে পরিতুষ্ট করেন, সেই রমণীরই জীবন সার্থক।। ৪।।

৩৭২. মালবরাগঃ।। প্রকীর্ণকং।। চিত্রকঃ।। লগনী।। রূপকং।। দণ্ডকঃ।।

সুণ নাতিনী রাধা আহ্মার উত্তর। বাঁশী বাইআঁ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর।। ১
হেনা বুঝোঁ গেলা কাহ্ন বনের ভীতর। তথাঁ গিআঁ চাহী তাক কিছু নাহিঁ ডর।। ২
মুগধী বড়ায়ি তোতে নাহি কিছু বুধী। হাথেঁ হাথেঁ ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী। ৩
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন। তথাঁ আবসি পাইব নান্দের নন্দন।। ৪
রাধার বচনে বড়ায়ি গেলী বৃন্দাবন। তথাঁ হেন রাধিকারে বুইল বচন।। ৫
আগু জাঅ রাধা কাহ্ন চাহিতেঁ আপুণী।
তবেঁসি মেলিব (২০২/১) তোকে দেব চক্রপাণী।। ৬
বড়ায়ির বচন শুণী উল্লসিতমতী। একসরী বৃন্দাবনে রাধা কৈল গতী।। ৭
দেখিআঁ গোঠ রাখিতেঁ বুলে বনমালী। মদনে মুরুছা গেলী রাধা চন্দ্রাবলী।। ৮
মুখে জল দিআঁ বড়ায়ি ততিখনে। অথবেথেঁ রাধিকারে করায়িল চেতনে।। ৯
বুলিতেঁ লাগিলী রাধা পাইআঁ চেতনে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ১০

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** নাতিনী রাধা আমার কথা শোনো। আজ প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে গেলেন।। ১।। আমার মনে হয় তিনি বনের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছেন, সেখানে গিয়া তাঁহার খোঁজ করি। বনে ভয়ের কিছু নাই।। ২।। রাধার উক্তি ঃ মুগ্ধা, বড়াই, তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই। হাতে পাইয়াও গুণনিধি কৃষ্ণকে কেন ছাড়িয়া দিলে।। ৩।। চলো, চলো, তোমার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাই। সেখানে গেলে অবশ্যই নন্দনন্দনের দেখা পাইব।। ৪।। কবির বিবৃতি ঃ রাধার কথায় বড়াই বৃন্দাবনে গিয়া সেখানে রাধিকাকে এই কথা বলিল।। ৫।। বড়াইর উক্তি ঃ রাধা, কৃষ্ণের সন্ধানে তুমি নিজে অগ্রসর হইয়া যাও। তবেই দেবচক্রপাণিকে তুমি দেখতে পাইবে।। ৬।। কবির বিবৃতি ঃ বড়াইয়ের কথা শুনিয়া রাধা হৃষ্টমনে একাকীই বৃন্দাবনে গেলেন।। ৭।। গিয়া দেখিলেন বনমালী গোষ্ঠরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া মদনকাতরা রাধা মূর্ছিতা হইলেন।।৮।। তখনই বড়াই ব্যস্তসমস্ত হইয়া মুখে জল দিয়া রাধার চৈতন্য সম্পাদন করিল।। ৯।। চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া রাধা বলিতে লাগিলেন।। ১০।।

৩৭৩. বিভাষরাগঃ।। দণ্ডকঃ।। একতালী।। রূপকস্বা।।

বিরহে বিকল গোসাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে আতিশয় বালী।। ১
পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমরুতী।। ২

আর যত দুখ দিলোঁ কদমের তলে।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন না জাণিলোঁ ভোলে।। ৩
বারেঁ বারেঁ তোক[১] যত বুয়িলোঁ আহঙ্কারে।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দে (২০২/২) ব গদাধরে।। ৪
যেবা কিছু দুখ দিলোঁ পার হৈতেঁ নাএ।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন ধরোঁ তোর পাএ।। ৫
আর দুখ দিলোঁ তোক বহায়িলোঁ ভার।
সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আহ্মার।। ৬
না শুণিলোঁ তোর বোল আঁ[২] জাইতেঁ পানী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব চক্রপাণী।। ৭
আনাথী নারীক কত থাকে আভিমান।
আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ।। ৮
নাহিঁ উপেখিহ মোরে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৯

❑ কৃষ্ণের প্রতি রাধা। পূর্ববর্তী খণ্ডগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া রাধা প্রতিটি ঘটনার জন্য কৃষ্ণের নিকট ক্ষমা চাহিয়া আলিঙ্গন প্রার্থনা করিতেছেন।

---

১ 'তোক' তোলাপাঠে। ❑ ২ অ। প্র ঃ লআঁ। ❑ ৩ 'আই' তোলাপাঠে।

৩৭৪. ললিতরাগঃ ।। রূপকং।।

নিতি নিতি গোআলিনী গেলা দধি বিকে। আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে।।
যমুনাত পার কৈলোঁ নিলোঁ দধিভার। তভোঁ তোষিতেঁ নারিলোঁ মন তোহ্মার।। ১
যৌবনগরবেঁ রাধা বড় দিলেঁ সুখ। চাহিতেঁ না ফুরে আর তোহ্মার মুখ।। ধ্রু
বড়ার বহুআরী তোহ্মে আই (২০৩/১) হনের[৩] বাণী।
কোণ লাজেঁ ভজ এঁবে দেব চক্রপাণী।।
কহীতেঁ লাজাই রাধা তোহ্মার যত কাজ। ভার বহায়িআঁ ভাণ্ডায়িলেঁ দেবরাজ।। ২
চল চল গোআলিনী নিবারহ মতী। ঘর গিআঁ সেব তোহ্মে আইহন পতী।।
কিসক করহ রাধা আহ্মারে যতন। না পাত জঞ্জাল এবেঁ জাওঁ বৃন্দাবন।। ৩
ছার হেন দেখোঁ এবেঁ তোহ্মার যৌবন। এতেকেঁ নিবারিলোঁ রাধা তোহ্মাতেঁ মন।।
এহা তত্ত্ব জাণী কর ঘরকে গমন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** হে গোপকন্যা, দধি বিক্রয় করিবার জন্য যখন প্রতিদিন যাইতে তখন আকুল অনুনয় করিয়াছি। আজ তাহা কেন ভুলিলে? তোমাকে যমুনা পার করিয়া দিলাম, তোমার দধিভার নিজে বহন করিলাম, তবু তোমার মন তুষ্ট করিতে পারিলাম না।। ১।। যৌবনের অহংকারে আমাকে যে দুঃখ দিয়াছ, হে রাধা, সে জন্য আর তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয় না।। ধ্রু।। তুমি আইহনের রাণী, বড়লোকের স্ত্রী। তুমি দেবচক্রপাণিকে ভজনা করিতে আসিয়াছে কোন্ লজ্জায়? রাধা, তোমার কাজের কথা বলিতে আমার লজ্জা হয়। আমি দেবরাজ, আমাকে তুমি ভার বহাইয়া বঞ্চনা করিয়াছ।। ২।। আমার প্রতি মন না দিয়া, যাও গৃহে গিয়া নিজের স্বামী আইহনের সেবা করো। আমাকে এত অনুনয় করিতেছ কেন? এখন বৃন্দাবন চলিলাম, আর গণ্ডগোল করিও না।। ৩।। তোমার যৌবনকে এখন আমি তুচ্ছজ্ঞান করি। তোমার প্রতি এখন আমার অনুরাগ নাই—এই সত্য কহিলাম। ইহা জানিয়া ঘরে ফিরিয়া যাও।। ৪।।

———————

৩ 'আই' তোলাপাঠে।

৩৭৫. বিভাষকহূরাগঃ ।। একতালী।।

নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে বনমালী। ত্রিভুবনে গোসাঞিঁ তোহ্মে আধিকারী।।
নরসিংহরূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারী। কংস মারিবারে তোহ্মে গোকুল তরী।। ১
আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুসূদন। জায়িতেঁ নে মোর আপন ভুব (২০৩/২) ন।। ধ্রু
নানা রতি সমে মোর হরিআঁ পরাণ। বিকলী করিআঁ মোক তোহ্মে বুলহ কাহ্ন।।
তোহ্মাক চাহিআঁ ভৈল পাঞ্জর শেষ। এবেঁ তোর লাগ পাইলোঁ দেব ঋষিকেশ।। ২
তোহ্মা বিণি মোর রূপ যৌবন নিফল। হে[১] ভাবি আইলোঁ মোঞঁ কদমের তল।।
বঞ্চিলোঁ সকল রাতী তোহ্মার কারণে। তবেঁ মোকে নাহি দিলেঁ তোহ্মে দরশনে।। ৩
মোর রূপ[২] যৌবনে পড়িলাহা ভোলে। দূতা দিআঁ পাঠায়িলেঁ কর্পূর তাম্বুলে।।
দূতাক মাইল আহ্মে উনমত কালে। আন্তর পোড়এ এবেঁ বিরহ আনলে।। ৪
যোড় হাথ করী গোসাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে। আহ্মার সকল দোষ খণ্ডহ বিদূরে।।
নিকট বসিতেঁ মোক দেহ আনুমতী। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী।। ৫

❑ **রাধার উক্তি ঃ** হে নন্দনন্দন কৃষ্ণ, হে বনমালী, ত্রিভুবন তোমার অধিকারে, ত্রিভুবনের তুমি প্রভু। নরসিংহরূপে তুমি হিরণ্যকসিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছিলে। কংস নিধনের উদ্দেশ্যে তুমি গোকুলে অবতরণ করিয়াছ।।। ১।। হে শ্রীহরি, হে গোবিন্দ, হে মধুসূদন, আমাকে স্বস্থানে লইয়া চলো।। ধ্রু।। আমার সহিত বিবিধ কেলি করিয়া আমার প্রাণ হরণ করিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও। তোমার সন্ধানে আমার বক্ষের পাঞ্জর বিদীর্ণ হইল। হে হৃষীকেশ এতদিনে তোমার দেখা পাইলাম।। ২।। তোমা ভিন্ন আমার রূপযৌবন নিষ্ফল জানিয়া আমি কদম্বের তলে আসিয়াছি। তোমার জন্য সারা রাত্রি এখানে কাটাইলাম।। ৩।। একদিন তুমিই আমার রূপযৌবনে মোহিত হইয়া দূতীর হাতে কর্পূর তাম্বুল পাঠাইয়াছিলে। তখন আমার বুদ্ধি ছিল অপরিণত, তাই দূতীকে মারিয়াছি। এখন বিরহ অনলে আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে।। ৪।। আমি তোমায় করযোড়ে বলিতেছি, প্রভু আমার সকল দোষ মার্জনা করো। আমাকে তোমার পার্শ্বে বসিতে অনুমতি দাও।। ৫।।

————

১ অ। প্রঃ হেন। ❑ ২ 'রূপ' তোলাপাঠে।

৩৭৬. ললিতরাগঃ ।। ক্রীড়া ।।

নিকট না আইস লোক বুলিব অবো (২০৪/১) ল।
দূর থাকি বোল রাধা সূণ মোর বোল।।
এবেসি জাণিল ভৈল কলি আবতার। সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার।। ১
কমণ ঝগড় রাধা পাতসি তোঁ। পরনারী হরণ না করোঁ মো।। ধ্রু
উতপতি ভৈল তোর উত্তম কূলে। আহ্মে ত ভাগিনা তোর[১] দেবসমতুলে।।
সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সক্ষে[২] কেলি। মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী।। ২
দূতা মিঞাঁ পাঠায়িলোঁ গলার গজমুতী। তবে নাম পাড়ায়িলেঁ আহ্মে আবালি সতী।।
এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন। পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহুলী যৌবন।। ৩
বাপ নন্দ ঘোষ মামা আইহন বীর। মায় জশোদা পুষিলেক দিঞাঁ খীর।।
তেকারণে মামী তোহ্মা তেজে বনমালী। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিঞাঁ বাসলী।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** নিকটে আসিও না, লোকে কুকথা বলিবে। আমার কথা শোনো, দূরে থাকিয়া যাহা বলিবার আছে বলো। এতদিনে বুঝিলাম কলিকাল আসিয়াছে। সকল লোক ছাড়িয়া নারী অবৈধরূপে ভাগিনাকে কামনা করো।। ১।। রাধা, এ তোমার কি অন্যায় কথা? আমি কখনও পরনারী হরণ করি না।। ধ্রু।। সদ্‌বংশে তোমার জন্ম হইয়াছে, আমি তোমার ভাগিনেয় দেবসমতুল্য। তোমার সহিত আমার মিলন সমুচিত নহে। সুতরাং আমার সঙ্গে রঙ্গরস করিও না।। ২।। যখন দূতীর হাতে গলার গজমোতি উপহার পাঠাইয়াছিলাম তখন ত বলিয়াছিলে তুমি শিশুকাল হইতে সতী। এখন এত মনোবেদনা কেন? যাও, তোমার এই নবযৌবন পুঁটলি বাঁধিয়া রাখো।। ৩।। আমার পিতা নন্দ ঘোষ, মামা হইলেন বীর আইহন। মাতা যশোদা স্তন্য দিয়া পালন করিয়াছেন। সেইজন্য আমার মামী, তোমাকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি ।। ৪।।

---

১ ‘র’ তোলাপাঠে। ❑ ২ অ। প্র ঃ সমে।

৩৭৭. গুজ্জরীরাগঃ ।। যতিঃ ।।

গুণ বুঝি মধুকর পরিহ (২০৪/২) র বন। আইস বন মাঝেঁ বিকচ নলীন।।
তোহ্মে তেজীবারে কেহ্নে কর চীত। নাগর জনের হেন .....[৩] উচীত।। ১
তোহ্মারে দেখিঞাঁ মোরে পাঞ্চশরে মারে। নিদয়হৃদয় কর[৪] দয়া কর মোর।। ধ্রু
কাহ্নু মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী। এক তোহ্মা গতী পুছিঞাঁ চাহা দূতী।।
বড় পতিআশেঁ মোঁ খোপা ফুলে ভরী। আইলো তোর বৃন্দাবন তোহ্মা অনুসরী।। ২
কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ্নু। একবার কর দেব আহ্মার সমান।।
তোহ্মার সমান তোহ্মার সম মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী।[৫]
কর রতী অনুমতী পয় বনমালী।। ৩

নিফল না কর রাধা[৩] কাহ্ন আহ্মার যৌবন। যাচক জনের কাহ্ন করহ তোষণ।।
আলিঙ্গন দিঞাঁ রাখ আহ্মার জীবন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪।।

❑ **রাধার উক্তি ঃ** মধুকর গুণ বুঝিয়া বন পরিহার করো। যে বনে কমল বিকশিত হইয়াছে সেই বনে আইস। আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কেন? ইহা নাগরজনের পক্ষে উচিত নয়।। ১।। তোমাকে দেখিয়া আমি মদনানলে দগ্ধ হইতেছি। নিষ্ঠুর কানাই আমাকে দয়া করো।। ধ্রু।। হে কৃষ্ণ, আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কাহারো প্রতি আমার আকর্ষণ নাই। তুমিই আমার একমাত্র গতি। সত্য কিনা দূতীকে জিজ্ঞাসা করো। বড় আশা করিয়া খোঁপায় ফুল দিয়া তোমার সন্ধানে বৃন্দাবনে আসিয়াছি।। ২।। হে কৃষ্ণ, একবার কায়মনে প্রসন্ন হইয়া আমার মনে রাখো। আমি তোমার অযোগ্য নহি। হে বনমালী, হে প্রিয়তম, একবার আমার আলিঙ্গন-প্রার্থনা পূরণ করো।। ৩।। আমার যৌবন ব্যর্থ করিও না। যে যাচক তাহাকে তুষ্ট করো। আলিঙ্গন দান করিয়া আমাকে বাঁচাও।। ৪।।

---

৩ ছাড়। প্রঃ না হএ। ❑ ৪ অ। প্র ঃ কাহ্ন। ❑ ৫ অ। প্রঃ তোহ্মার সমান মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী। ❑ ৬ রাধা শব্দটি অতিরিক্ত বসিয়া গিয়াছে।

৩৭৮. মল্লাররাগঃ ।। রূপকং।।

অহোনিশি যোগ ধেআই। মন পবন গগনে রহাই।
মূল কম (২০৫/১) লে কয়িলে মধুপান। এবেঁ পাইএঞাঁ আহ্মে ব্রহ্মগেআন।। ১
দূর আনসুর সুন্দরি রাহী। মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞীঁ ।। ধ্রু
ইহা[১] পিঙ্গালা সুসমনা সন্ধী। মন পবন তাত কৈল বন্দী।।
দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট। এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট। ২
গেআনবাণে ছেদিলোঁ মদনবাণ। তে আর না ভোলো তোহ্মার যৌবন।।
এবে দেহে মোর নাহি বিকার। আসার দেখীলো সব সংসার।। ৩
রাধাক বুলিলোঁ[২] নিঠুর বাণী। নাগরবর দেব চক্রপাণী।
ধেআনে থাকিল নিচলমনে। গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** মন পবনকে গগনে স্থাপন করিয়া দিবারাত্র আমি যোগসাধন করি। এখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মূলকমলে মধুপান করিয়াছি।। ১।। সুন্দরী রাধিকা দূরে থাকো, আমাকে কামনা করিও না।। ধ্রু।। ইড়া পিঙ্গালা ও সুষুম্নার সন্ধিস্থলে মন-পবনকে বন্দী করিয়াছি। দশম দ্বার রুদ্ধ করিলাম, এখন আমি যোগমার্গে আরোহণ করিয়াছি।। ২।। আমি জ্ঞানবানের সাহায্যে মদনবাণকে ছিন্ন করিয়াছি। তাই তোমার যৌবন দেখিয়া আর ভুলি না। আর আমার দেহে কোনো বিকার নাই। সমস্ত সংসারকে অসার বুঝিয়াছি।। ৩।। কবির বিবৃতি ঃ দেবচক্রপাণি নাগরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া নিশ্চল মনে ধ্যানমগ্ন হইলেন।। ৪।।

---

১ অ। প্র ঃ ইড়া। ❑ ২ অ। প্র ঃ বুলিল।

৩৭৯. বঙ্গালবরাড়ী[১] ।। রূপকং।।

চিরাদমধুরাং পীত্বা রাধা মধুরিপোর্ব্বচঃ।
জগাদ জগতাং রম্যা বচনং করুণান্বিতং।।

❑ জগতের মনোরমা শ্রীরাধিকা মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের এই অমধুর বাক্য অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিলেন। অনন্তর করুণামিশ্রিত এই বাক্য বলিলেন।।

....

আতি দুখিনী বালী ল। আল লবলীদলকোঅলী ল।
আল মদনবাণে পরাণে আকুলী ল।
বিরহে না মার মোরে ল। আল চরণে ধরোঁ[২] তোরে ল।
আল তিরিবধপাপ নাহি (২০৫/২) ক ডর তোহ্মারে ল।। ১
কাহ্ন কিকে কর আসম্মতী ল।
আল মাথ তুলিঞাঁ দেখব আহ্মার গতী ল।। ধ্রু
যাবত আছে পরাণে ল। তাবত দেহ বচনে[৩]
আহ্মার মরণ তোহ্মার এহি ধেআনে ল।
যবে দরশন ভৈল। তবে কেহ্নে না তেজিল।
এবেঁ তোহ্মে মোকে বড়ায়ি দুখিনী কৈল ল ।। ২
কাহ্ন তোহ্মার নেহাত লাগি ল। সকল রজনী জাগি ল।
তোহ্মাক না পাইল মোঞেঁ ত বড় আভাগী[৪]।
এবে পায়িলোঁ দরশনে ল। আর জরমের পুনে ল।
দেব দামোদর হয় মোক পরসনে ল ।। ৩
দেখী মোর দেহগতী ল। নিঠুর তোহ্মার মতি ল।
বুঝিতেঁ নারিল তিরি পুরুষ জাতি ল।।
এভোঁ দয়া ধর মোরে ল। জীঞোঁ মোঁ সঙ্গমে তোরে ল।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস[৫] বসলীবরে ল।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** হে কৃষ্ণ, আমি অতি দুঃখিনী বালিকা, বনমল্লিকা দলের মত কোমল আমি। তাহাতে মদনজ্বালায় প্রাণ কাতর। আমি তোমার চরণ ধরিয়া বলি আমাকে বিরহজ্বালায় আর জ্বালাইও না। স্ত্রীবধ পাপের ভয়ও কি তোমার নাই ।। ১।। ওগো, মাথা তুলিয়া আমার দশা দেখো। কেন আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ ।। ধ্রু ।। দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে সম্মতি দাও। নহিলে তোমার ধ্যানেই আমার প্রাণ বাহির হইবে। যখন দেখা হইল তখনই কেন ত্যাগ করিলে না? এখন তুমি আমাকে অতিশয় দুঃখিনী করিলে ।। ২।। হে কৃষ্ণ, তোমার প্রেম লাভের আশায় সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। অভাগিনী আমি তবু তোমাকে পাইলাম না। গতজন্মের পুণ্যফলে এতক্ষণে তোমার দেখা পাইয়াছি। দামোদর

আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।। ৩ ।। আমার দেহের অবস্থা দেখিয়াও তুমি নিষ্ঠুর হইয়া রহিলে, তুমি স্ত্রী না পুরুষ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এখনও আমাকে দয়া করো। তোমার আলিঙ্গন পাইয়া প্রাণে বাঁচি ।। ৪ ।।

১অ। প্রঃ বঙ্গালবরাড়ীরাগঃ। ❑ ২ 'র' কাটিয়া তোলাপাঠে 'রো'। ❑ ৩ ছাড়। প্রঃ বচনে ল। ❑ ৪ ছাড়। প্রঃ আভাগী ল। ❑ ৫ 'গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস' বাক্যটি লিপিকরের অনবধানতাবশত দুই বার বসিয়া গিয়াছে।

৩৮০. ভৈরবীরাগ ।। রূপকং ।। যতির্ব্বা ।।

রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম (২০৬/১) আহ্মার গুণ তোহ্মে কথা।
সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাবণে ল তাহার কাটিলোঁ দশ মাথা। ১
রাধা ল। আহ্মে চিত্ত নেবারিল তোরে।
বাপ বসুল মাঅ দৈবকী ইল[১] মোরে। ধ্রু
উত্তম কুলত মোর চরম ভৈল ল আহ্মা লঞাঁ নাহি পরদারে।
... [২] আহ্মে দেখ ত্রিভুবনে সারে ।। ২
আহ্মে হরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরারী ল যুগেঁ যুগে অবতার করী ল।
অসুর মারি ধরণী পাতিল সব পাপ করম নেবারী ।। ৩
এভহোঁ নিলজী রাহী ছাড় মোর আশে ল সব গোপ নাহী জাণে।
চল তোহ্মে নিজ বাস, গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিঞাঁ বাসলীচরণে ।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** আমি রঘুবংশপ্রধান, আমার নাম শ্রীরাম। আমার কথা তুমি শোনো. পুত্র এবং বান্ধবাদিসহ লঙ্কার রাবণ যখন দুর্বার হইয়া উঠিল তখন আমিই তাহার দশ মাথা ছেদন করিয়াছি ।। ১ ।। রাধা, তোমা হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিলাম। পিতা আমার বসুদেব, মাতা দৈবকী ।। ধ্রু ।। উত্তম কুলে আমার জন্ম হইয়াছে, আমি পরদার গ্রহণ করি না। ত্রিভুবনে আমি প্রধান ।। ২ ।। আমি হরি, আমিই নারায়ণ, মুকুন্দমুরারী আমারই নাম। আমিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অসুর নিধন করিয়া ধরণীকে সকল পাপ কর্ম হইতে মুক্ত করিয়াছি ।। ৩ ।। লজ্জাহীনা রাধিকা, এখনো আমার আশা পরিত্যাগ করো, এখনো সকল গোপী ইহা জানে না। তুমি নিজবাসে ফিরিয়া যাও ।। ৪ ।।

১অ। প্রঃ হইল। ❑ ২ ছাড়।

৩৮১. শ্রীরাগঃ ।। যতিঃ ।।

নানা তপফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী।
আরে কেহ্নে ঘর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী ।। ল
তোহ্মে জবে[১] যোগী হৈলা সকল তেজিঞাঁ।
থাকিব যোগিনী হঞাঁ তোহাঁক সেবিঞাঁ ।। ল ।। ১
না জাইবোঁ ঘর আর[২] তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ।

বড় দুখ পাইলোঁ (২০৬/২) তোর বিরহে পুড়িঞাঁ ।। ল ।। ধ্রু
পরাণে না মার মোরে[৩] দেব গদাধরে।
তিরিবধভয় কেহ্নে নাহিক তোহ্মারে।।
সপনে গেআনে মনে তোহ্মাক চিন্তিলোঁ।
তার ফল ভাল কাহ্নাঞি তোহ্মা হইতে পায়িলোঁ ।। ২
হেন মনে পরিভাব জগত ইশর। আহ্মাক পরাণে মাইলে কী লাভ তোহ্মার।।
আনুগতী ভকতী আনাথি আহ্মি নারী। তভোঁ কেহ্নে আহ্মা পরিহরহ মুরারী।। ৩
এত কাল আহ্মাক তেজিতেঁ এখোখণে। সকতি না ভৈল তোর নেহার[৪] কারণে।।
কোণ লাজে বোল এবেঁ মোক জাইতে ঘর। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বহু তপস্যার ফলে বিধাতার কাছে তোমাকে পাইয়াছি। কেন আমাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ। তুমি যদি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া যোগী হইয়া থাকো তাহা হইলে আমিও যোগিনী হইয়া আমার সেবিকা হইয়া থাকিব ।। ১ ।। আর তোমাকে ছাড়িয়া ঘরে যাইব না। তোমার বিরহে দগ্ধ হইয়া বড় দুঃখ পাইয়াছি।। ধ্রু ।। হে প্রভু, হে গদাধর, আমাকে প্রাণে মারিও না। তোমার কি স্ত্রীবধের ভয় নাই? কি স্বপ্নে কি জাগরণে সারাক্ষণ মনে মনে তোমার চিন্তা করিয়াছি। হে কৃষ্ম, তোমা হইতে তাহার এই ভাল ফল পাইলাম। ।। ২ ।। হে জগদীশ্বর, এই কথাটি মনে করিয়া দেখো ত, আমাকে প্রাণে মারিলে তোমার লাভ কি? আমি অনাথ রমণী, তোমার অনুগত, তোমার ভক্ত, তথাপি, হে মুরারী, আমাকে কি কারণে পরিত্যাগ করিতেছ।। ৩ ।। আমার প্রতি প্রেমবশত এতকাল এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে ত্যাগ করিতে পার নাই। এখন কোন্ লজ্জায় আমাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছ ।। ৪ ।।

---

১ 'জবে' তোলাপাঠে ❑ ২ 'আর' তোলাপাঠে। ❑ ৩ 'মোরে' তোলাপাঠে। ❑ ৪ 'হ'র 'া'-কার ও 'র' তোলাপাঠে।

৩৮২. ললিতরাগঃ ।। ক্রীড়া ।।

আতি বিরহে অন্ন না খাইলো তোর প্রথম যৌবনে।
দুতার বচনে আতি বিরাগেঁ তোহ্মাকে মো মাইলোঁ বাণে।।
মন নিবারিলোঁ পাপ বিমোচিলোঁ তোহ্মা তেজিলো জতনে।
এবে গোআলিনী তো কাকুতি করসী আহ্মা পায়িতেঁ আকারণে ।। ১
না কর জতন সুন্দরী রাধা আহ্মাত না (২০৭/১) পাত মায়া।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী আহ্মে নিরঞ্জন কায়া ।। ধ্রু
আহোনিশি আছিলো যমুনা তীরে তোক না কৈলোঁ[১] যতনে।
এবেঁ আকুলী হঞাঁ কাম বাণে কেহ্নে চাহসি আহ্মারে[২] ।।
হাসিঞাঁ উত্তর বুইলো মো রাধা না দিল সরল বাণী।
ছারেঁ খারেঁ এরে যাউর[৩] যৌবন সুণ আয়িহনের রাণী ।। ২

আহ্মে সে কশ্যপ ঋষির কুয়র তোহ্মে সাগরকোঁয়রী।
যৌবন গরবে আহ্মা না চিহ্নিলী সুণ মুগধী পামরী ।।
সব দৈত্যগণ আপণে মারিলো মোঞে তোহ্মার আন্তরে।
.. .. [৪] যুগতি করিঞাঁ তোহ্মা সংপিল আহ্মারে ।। ৩
তেজ সঙ্গ মোর[৫] নাহি মোতে রঙ্গ আর তোহ্মার শৃঙ্গারে।
সকল গোকুল ভার বহাইলে করায়িলে বড় খাঁখারে।।
ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাস তেজহ আহ্মার আস।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিঞাঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** তোমার প্রথম যৌবনে তোমার জন্য কাতর হইয়া অন্ন গ্রহণ করি নাই। তোমার উপরে রাগ করিয়া দূতীর কথায় তোমাকে পঞ্চশর হানিয়াছি। এখন মনকে নিবৃত্ত করিয়া তোমাকে সযত্নে পরিহার করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছি। এখন হে গোপকন্যা, আমাকে লাভ করিবার জন্য বৃথাই অনুনয় করিতেছ।। ১।। আমাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিও না। আমিই সত্য আমিই ত্রেতা আমিই দ্বাপর আমিই কলি। নিরঞ্জনকায় বুদ্ধও এই আমি।। ধ্রু।। অহোরাত্র যমুনাতীরে অবস্থান করিয়াছি, তখন আমাকে গ্রাহ্য করো নাই। এখন মদনশরাহত হইয়া আমাকে প্রার্থনা করিতেছ কেন? আমি যখন হাসিয়া কথা বলিয়াছি তখন একটি সরস কথা বলো নাই। হে আইহন ঘরণী, এখন তোমার যৌবন ছারখার হউক।। ২।। আমি কশ্যপ ঋষির পুত্র, তুমি সাগর দুহিতা। যৌবনের অহংকারে হে মুগ্ধা পামরী, তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না। তোমারই জন্য সকল দৈত্যকে আমি নিধন করিয়াছি। সকল দেবতা মিলিয়া পরামর্শ করিয়া আমার জন্য তোমাকে সমর্পণ করিলেন।। ৩।। এখন আমার সঙ্গ ত্যাগ করো। তোমার সহাচর্যে এখন আমার আনন্দ নাই। গোকুলে আমার দ্বারা ভার বহাইয়া আমাকে বড়ই যন্ত্রণা দিয়াছ। এখন আমার আশা পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ মোকে কৈলে। ❑ ২ অ। প্রঃ আহ্মারে চাহসি কেহ্নে। ❑ ৩ অ। প্রঃ যাউক। ❑ ৪ আনুমানিক ছয়টি অক্ষর ছাড় পড়িয়াছে। বসন্তরঞ্জন 'সব দেবেঁ মেলি' বসাইয়াছেন। ❑ ৫ অ। প্রঃ তেজ মোর সঙ্গ।

৩৮৩. কহুরাগঃ ।। রূপকং।। লগনী।।

আহে কাহ্নাঞিঁ।

আছিলোঁ (২০৭/২) মোঁ শিশুমতী না জাণিলোঁ রঙ্গরতী এবেঁ গুণী ভৈল তনু শেষ।
আহোনিশি একমতী তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী এবেঁ কৃষ্ম১ করহ আদেশ।। ১
আহে রাধা।
বাপ বসুল মোর গোকুলে আহ্মার ঘর গোপ লোকেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে
সুণিলেঁ পাইব লাজ তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজ মোর পাশ আইস অকারণে।। ২
ছার তিরী বামা জাতী নানা দোষেঁ উতপতী তাক কোপ রহে কত খনে।
তোহ্মার বিরহে মোর আকুল পরাণ হে নিঠুর বোলহ কী কারণে।। ৩

সুণ ল সুন্দরী সতী বুঝিলোঁ তোহ্মার মতী সুণ পাপ পুণ্যের উত্তর।
পুণ্য কইলেঁ স্বগ্‌গ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ পাপেঁ হএ নরকের ফল।। ৪
দৈবকীর পুত্র তোহ্মে বসুলকুমার হে তোহ্মে দেব কংশের আরী।
গোপীর বালেন্দু হরি আহ্মে বিরহিণী নারী তোহ্মা বিণি বঞ্চিতেঁ না পারী।। ৫
তোরে বো (২০৮/১) লোঁ চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী কেহ্নে বোল হেন পাপবাণী।
মাঅ যশোদা মোর মামা আইহন ল তোহ্মে মোর সোদর মাউলানী।। ৬
না বোল মোরে[২] নিরাস একবার নেহ পাশ তোহ্মে মোর পতি শ্রীনিবাস।
আনেক জরম পুনে ভজিলোঁ তোর চরণে গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।। ৭

❑ **রাধার উক্তি ঃ** হে কৃষ্ম, আমি নিতান্তই শিশু ছিলাম। রঙ্গরতি জানিতাম না। এখন দেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এখন তোমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়াছি। তোমা ছাড়া আর আমার গতি নাই। হে কৃষ্ম, আমার প্রতি অনুকূল হও।। ১।। কৃষ্মের উক্তি ঃ রাধা, বসুদেব আমার পিতা, গোকুলে আমার বাস, গোপগণ আমাকে ভালরূপে জানে। তাহারা শুনিলে লজ্জা পাইবে। তোমাতে আমার আর প্রয়োজন নাই। আমার নিকটে তুমি বৃথাই আসিয়াছ।। ২।। রাধার উক্তি ঃ স্ত্রীজাতি বুদ্ধিহীনা নিতান্তই তুচ্ছ। নানা দোষে তাহার উৎপত্তি। তাহার প্রতি কী কেহ দীর্ঘকাল কোপ পোষণ করে? তোমার বিরহদুঃখে আমার প্রাণ ব্যাকুল, আমাকে কেন নিষ্ঠুর কথা বলিতেছ।। ৩।। কৃষ্মের উক্তি ঃ ওগো সুন্দরী সতী, তোমার মতি আমি বুঝিয়াছি। এখন পাপ-পুণ্যের কথা বলি শোনো। পুণ্য করিলে স্বর্গে গিয়া নানা সুখ উপভোগ করে। পাপের ফলে নরকে যাইতে হয়।। ৪।। রাধার উক্তি ঃ তুমি দেবকীর পুত্র, তুমি বাসুদেব, হে প্রভু, তুমি কংসের অরি। গোপীগণের নিকট নবোদিত চন্দ্রের মতো প্রিয়। তোমা ভিন্ন আমি প্রাণে বাঁচি না।। ৫।। কৃষ্মের উক্তি ঃ শোনো চন্দ্রাবলী, তোমাকে বলি। আমি দেববনমালী। আমার নিকট পাপকথা বলিও না। যশোদা আমার মাতা, আইহন আমার মামা। তুমি আমার নিকট সম্পর্কের মাতুলানী।। ৬।। রাধার উক্তি ঃ আমাকে এমন নৈরাশ্যকর কথা বলিও না। তুমি আমার পতি, একবার তোমার পার্শ্বে আমায় গ্রহণ করো। বহুজন্মের পুণ্যফলে তোমার চরণভজনা করিতে পাইলাম।। ৭।।

---

১ প্রথম 'সরস' ছিল, পরে কাটিয়া তোলাপাঠে 'কৃষ্ম'। ❑ ২ 'মোরে' তোলাপাঠে।

৩৮৪. শ্রীরাগঃ ।। রূপকং।।

দূতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার। লাজে পিঠ দিআঁ মো বলিলোঁ দধিভার।।
দুসহ মদনবাণে বড় দুখ পাইল। রাজ ভরিআঁ মোর কলঙ্ক থাকিল।। ১
বিরহ সন্তাপ রাধা এবেঁসি জাণিলে। যৌবন গরবেঁ রাধা আহ্মা না চিহ্নিলেঁ। ল।। ধ্রু
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা বড় পাইলোঁ দুখ। হেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোর মুখ।।
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা তেআগিল ঘর। তভোঁ মোর বচনে (২০৮/২) না দিলেঁ উত্তর।। ২
তোহ্মাত লাগিআঁ মো হইলোঁ মাহাদাণী। তবেঁ বোলাইলে সতী আইহনের রাণী।।
এবেঁ কেহ্নে গোআলিনী হেন তোর মতী। তোহ্মে রতীঞঁ কুমতী আহ্মে ধর্ম্মমতী।। ৩

নিয়ড় সম্বন্ধ রাধা না কর দূর। জুণি সুধি পাএ রাধা[১] রাজা কংশাসুর।।
আর এবেঁ রাধা তোতে নাহিঁ মোর মন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ রাধার প্রতি কৃষ্ম পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের উল্লেখ করিয়া কৃষ্ম বলিতেছেন—তখন আনকূল্য করো নাই ; এখন জানিও তোমার প্রতি আমার আর অনুরাগ নাই।।

---

১ 'রাধা' তোলাপাঠে।

....

৩৮৫. রামগিরীরাগঃ ।। আঠতালা।।

কোণ আপরাধে মোকে তেজহ কাহ্নাঞিঁ। আপণে বিচারি তোহ্মে চাহ ত গোসাঞিঁ।।
সকল সংপুন্ন মোর যৌবন সাজে। তাহাক তেজিতেঁ না জুআএ দেবরাজে।। ১
বিণি দোষে কেহো নাহিঁ তেজে রমণী। সিতা রামে দুখ পাইল সুণ চক্রপাণী।। ধ্রু
সপনে গেআনে মনে চিন্তো আহোনিশী। রাতী দিনে একলী কদমতলে বসী।।
তোহ্মাতে লাগি (২০৯/১) আঁ যবেঁ প্রাণ মোর জাএ।
তবেঁ তিরীবধ লাগে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মাএ।। ২
মদনে বিকলী হৈলোঁ হরি প্রাণ রাখ। অকোপ হআঁ মোর আবথা দেখ।।
একবার তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৩

❑ **রাধার উক্তি ঃ** হে কৃষ্ম, কোন্ অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিতেছ। হে ভুবনেশ্বর, একবার বিচার করিয়া দেখো। এখন আমার পূর্ণ যৌবন। হে দেবরাজ, আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত নয়।। ১।। বিনা দোষে কেহ রমণীকে ত্যাগ করে না। হে চক্রপাণি, সীতার জন্য রাম দুঃখ পাইলেন (বিনা দোষে সীতাকে ত্যাগের কারণে।) ।। ধ্রু ।। কী স্বপ্নে কী জাগরণে একেলা কদমতলায় বসিয়া দিবারাত্র মনে মনে তোমারই চিন্তা করি। তোমার জন্য যদি আমার প্রাণ যায় তবে জানিও স্ত্রীবধের পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে।। ২।। মদনানলে আমি বিকল হইয়াছি। ক্রোধ বিসর্জন দিয়া আমার অবস্থা দেখো। একবার চলো, তোমায় আমায় বৃন্দাবনে যাই।। ৩।।

---

৩৮৬. ধানুষীরাগঃ।। ক্রীড়া।।

যে বেলিতে তোকে দূতা পাঠাইলোঁ ভাণ্ডাআঁ পাঠাইলি মোরে।
এবেঁসি মোর টুটিল সে নেহ মন জাএ তোহ্মারে।। ল।। ১
আল। চল চল তোহ্মে সুন্দরি রাধা মো পরিহরিলোঁ তোরে।
বাপ নন্দ ঘোষ মাঅ যশোদা তেঁ তুহ্মী মামী আহ্মারে।। ধ্রু
সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ জুড়িএ আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ জুড়িএ কাহার বাপে।। ২
যমুনা তীরে আছিলোঁ যবেঁ তোর সুরতির আশে।

বোল দিআঁ মোক ভার বহায়িলেঁ দেখি লেক উপহাসে।। ৩
এ (২০৯/২) তেক ভাবিআঁ সুন্দরী নারী তোতে নিবারিলোঁ মন
ছাড় তোঁ আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ রাধার প্রতি কৃষ্ণ। পূর্বে যে কৃষ্ণকে রাধা নানা স্থলে বঞ্চনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন—এখন চিন্তা করিয়া তোমা হইতে আমার মন নিবৃত্ত করিয়াছি।

....

৩৮৭. ললিতরাগঃ ।। কুড়ুক্ক।।

সরস বসন্ত কালে কোকিলের কোলাহলে এ নআ যৌবন কাহ্নাঞিঁ প্রাণ রে।।
এবেঁ তোহ্মার বিরহে মোর আকুল দেহে আহ্মাকে তেজিতেঁ তোর উচিত নহে।। ১
নহোঁ গ নহোঁ গ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার মাউলানী।
তোর মোর নেহ সব দেব লোকেঁ ভালেঁ জাণী।। ধ্রু
আছিলোঁ মো শিশুমতী না বুঝিলোঁ সুরতী
তেকারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী।।
এবেঁ মো ভরযুবতী তোহ্মা ছাড়ি নাহিঁ গতী এহা বুঝী মোর বোলে কর আনুমতী।। ২
সাগর সঙ্গম জলে তেজিবোঁ মো কলেবরে এথাঞিঁ মরিবোঁ কিবা খাইবোঁ গরলে।।
এহা জাণী গদাধর একবার দয়া কর নহে তি (২১০/১) রী বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে।। ৩
যত কৈলোঁ সংযম করিলোঁ ব্রত নিয়ম নঠ হএ কাহ্ন মোর সে সব ধরম।।
এহি শপথ করোঁ কভোঁ যবেঁ তোহ্মা হরোঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** সরস বসন্তকাল আসিয়াছে, কোকিলের কূজন শুনিতেছি হে কৃষ্ণ, (কেমন করিয়া রক্ষা করি) আমার এ নবযৌবন। তোমার বিরহে ব্যাকুল। আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নয়।। ১।। আমি তোমার মাতুলানী নই। তোমার আমার প্রেম দেবতাসমাজে সকলেই ভাল করিয়া জানে।। ধ্রু।। তখন শিশুমতি ছিলাম বলিয়া রতিকলা বুঝিতাম না। তাই তোমার বাক্যে সম্মতি দিই নাই। এখন আমি পূর্ণযৌবনা, তোমা ছাড়া অন্য গতি নাই। ইহা বুঝিয়া আমার প্রতি অনুকূল হও।। ২।। (নহিলে) সাগরসঙ্গমে দেহত্যাগ করিব অথবা এইখানেই বিষ খাইয়া মরিব। ইহা জানিয়া একবার আমার প্রতি দয়া করো। অন্যথা তুমি স্ত্রীবধের পাপে লিপ্ত হইবে।। ৩।। যত সংযম করিয়াছি, যত ব্রতনিয়ম পালন করিয়াছি, আমার সে সকল ধর্মানুষ্ঠান সবই বিফল হইল। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আর কখনো তোমাকে বঞ্চনা করিব না।। ৪।।

....

৩৮৮. দেশবরাড়ীরাগঃ ।। লঘুশেখর।।

যবেঁ তোক যতন করিলোঁ চন্দ্রাবলী। তবেঁ মোর বাপ মাএ দিলেঁ তোহ্মে গালী।।
এবেঁ কেহ্নে আহ্মা সমে বাঞ্ছহ রতী। পরিহরি আপণার আইহন পতী।। ১

এবেঁ কেহ্নে রাধা পাতসি মায়া মোহো। এহাত না ভুলে আর নান্দের পোহো।। ধ্রু
যতন করিআঁ বেদ কহিলেন্ত বিধী। পাপ করিলেঁ কোণ কাজে নাহিঁ সিধী।।
আসুর মারিআঁ খণ্ডিবোঁ পৃথিবীর ভাব। পাপ করিলেঁ সে ত নহিব আহ্মার।। ২
যতন না কর রাধা আইহনের রাণী। পরিহার কৈল তোক দেব চক্রপাণী।।
ব্রহ্মণে চিন্তনে কৈলোঁ নির্ম্মল কাএ। তোক (২১০/২) দেখি আরবার মন না জাএ। ৩
আহোনিশি করোঁ মো যোগ ধেআন। আর কভোঁ না ভুলে তোহ্মাতে দেব কাহ্ন।।
এহা বুঝী গোআলিনী ছাড় মোর আশ। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** হে চন্দ্রাবলী, আমি যখন তোমাকে অনুনয় করিলাম তখন তুমি আমার পিতামাতার নাম উচ্চারণ করিয়া গালি দিলে। এখন নিজের স্বামী আইহনকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গ কামনা করিতেছ কেন।। ১।। এখন হে রাধা, মায়ামোহ বিস্তার করিতেছ কেন? নন্দপুত্র আর ইহাতে ভুলিতেছে না।। ধ্রু।। সৃষ্টিকর্তা বিশেষভাবে এই বিধান করিয়াছেন যে পাপ করিলে কোনো কর্মে সিদ্ধিলাভ হয় না। অসুর নিধন করিয়া আমি পৃথিবীর ভার খণ্ডন করিব। পাপ করিলে তাহা সম্ভব হইবে না।। ২।। হে আইহনমহিষী, আমাকে লাভ করিবার জন্য আর প্রয়াস করিও না। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। ব্রহ্মোপাসনা করিয়া দেহ নির্মল করিয়াছি আর তোমার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হইতেছে না।। ৩।। দিবারাত্র আমি যোগসাধনায় মগ্ন। তোমার মোহে আর আমার মন মুগ্ধ হইবে না। হে গোপকন্যা, এই বুঝিয়া আমার আশা পরিত্যাগ করো।। ৪।।

৩৮৯. শ্রীরাগঃ ।। যতি।।

মৈনাক[১] মারিলেঁ কোণ মাহাসিধি হএ। আপণেঞিঁ গুণ কাহ্নঞিঁ আপণ হৃদএ।।
এ তীন ভুবনে তোহ্মার আধিকার। তোর আগেঁ গোপনারী হএ কোণ কাজ[২]।। ১
না ধরিলোঁ মতিমোষে তোহ্মার বচন। তাহার উচিত ফল দিলেক মদন।। ধ্রু
কাহ্ন তোর নেহে আপনাক বড় মানোঁ। তোত উপজিব রোষ তাক না জাণোঁ।।
পুরুবেঁ জাণিতোঁ যবেঁ রুষিবেহেঁ তোহ্মে।
তবেঁ না কহিতোঁ কথা যশোদাক আহ্মে।। ২
শরণ পসিলোঁ কাহ্ন চরণে তোহ্মারে। যে ফল করিবেঁ মোর কর অবিচারে।।
সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারী (২১১/১)। তোর বিরহসন্তাপ সহিতেঁ না পারী।। ৩
একবার জগন্নাথ কর প্রতিকার। তোর পরসাদেঁ ঘুচে বিরহ আহ্মার।।
তেরছ নয়নে দেহ আহ্মাক আশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** যে মরিয়াই আছে তাহাকে মারিলে কী লাভ হইবে, হে কৃষ্ণ, তাহা আপন মনেই একবার চিন্তা করিয়া দেখো। তুমি তিন ভুবনের অধিকারী, সামান্য গোপনারী—সে তোমার কাছে নিতান্তই নগণ্য।। ১।। দুর্বুদ্ধিবশত তোমার কথা শুনি নাই এখন মদনের হাতে তাহার উচিত ফল পাইলাম।। ধ্রু।। হে কৃষ্ণ, তোমারই প্রেমের গৌরবে আমি গর্বিতা, সেই তুমিই যে আমার প্রতি রুষ্ট হইবে আমি জানিতাম না।। ২।। হে কৃষ্ণ, তোমার চরণে শরণ লইলাম,

আমার যে গতি করিতে চাও এখনই তাহা করো। আমি সকল তাপ সহিতে পারি, কেবল তোমার বিরহজ্বালা সহিতে পারি না।। ৩।। একবার হে জগন্নাথ, ইহার প্রতিকার করো, তোমার প্রসাদে বিরহদুঃখ দূর হউক, অনুকূল দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে আশ্বাস দাও।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ মৈলাক ❑ ২ অ। প্রঃ ছার।

৩৯০. দেশাগরাগঃ ।। লঘুশেখরঃ।।

এবেঁ ভ্রমর কোকিল শরে। শুণী মোরে মনমথ মারে।।
তিরী বধ ভয় না মানসি। কেহ্নে মিছা মাউলানী ঘোসসি।। নাএ।। ১
আল হের মোরে দয়া না করহ কেহ্নে।
কাহ্নাঞিঁ ল ছাড় নিঠুর ভাব মনে।। নাএ।। ধ্রু
দুখ দিআঁ সত্য বোলোঁ শিরে দেওঁ হাথ। তোহ্মে মোর প্রাণ জগন্নাথ।।
জিআঅ আড় নয়নে চাহী। বিরহের জালাএ মরে রাহী।। ২
তিলেক যৌবন নাহিঁ টুটে। তোহ্মা বিণী বুক মোর ফুটে।।
এহা জাণী দয়া ধর মণে। আহ্মা লআঁ জাহ কুঞ্জবনে।। ৩
তোমা চিন্তি ঝুরোঁ আহোনিশী। তভোঁ কেহ্নে (২১১/২) দয়া না করসী।।
মোরে না মারিহ শ্রীনিবাসে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** ভ্রমরের গুঞ্জন কোকিলের কুহুধ্বনি মদনের বাণরূপে আমার হৃদয়ে আঘাত করিতেছে। হে কৃষ্ণ, কেন অকারণে মাতুলানী সম্বোধন করিতেছ? তোমার কী স্ত্রীবধের ভয় নাই।। ১।। হে কৃষ্ণ, নিষ্ঠুর হইও না। কেন তুমি আমার প্রতি সদয় হইতেছ না।। ধ্রু।। হে আমার দুঃখদাতা, মাথায় হাত দিয়া শপথ করিতেছি তুমিই আমার প্রাণস্বরূপ। হে জগন্নাথ, তোমার বিরহজ্বালায় রাধার জীবন যায়। তুমি আড়নয়নে তাকাইয়া আমাকে বাঁচাও।। ২।। আমার যৌবন তিলমাত্র ক্ষয় পায় নাই, কিন্তু তোমাকে না পাইয়া আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। এই বুঝিয়া আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে লইয়া কুঞ্জবনে চলো। ৩। তোমাকে ভাবিয়া ভাবিয়া দিবারাত্র চোখের জল ফেলিতেছি। তবু কেন তুমি দয়া করিতেছ না? হে শ্রীনিবাস, মিনতি করিয়া বলিতেছি আমাকে প্রাণে মারিও না।। ৪।।

৩৯১. ধানুষীরাগঃ।। ক্রীড়া।।

রাধা ল। মথুরা জাইতেঁ যমুনা পথে দধির পসার লআঁ।
আনেক যতন কৈলোঁ না দিলেঁ আশ গেলাহা মোক দুখ দিআঁ।। ১
আল। ছিনারী পামরী নাগরী রাধা কিকে পাতসি মায়া।
তোহ্মে যবেঁ জাণ আহ্মে তোর প্রিয় তবেঁ কেহ্নে না কৈলেঁ দয়া।। ধ্রু
পান ফুল দিআঁ পাঠায়িলোঁ তোরে দূতার হাথত দিআঁ।
বোল না ধরিলেঁ তাম্বুল পেলাইলেঁ বাম চরণে টালিআঁ।। ২

যেহেন প্রকারেঁ বড়ায়িক মাইলেঁ তিরীবধ হৈত মোরে।
যে কারণে হরি নারায়ণ আহ্মে তেঁসি জীবন তাহারে।। ৩
যবেঁ বড়ায়ি আদেশিব মোরে তবেঁ জাইবোঁ তোর পাশে।
এহা বুলী কাহ্নাঞিঁ নিরব হয়িলা গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ রাধার প্রতি কৃষ্ম। তাম্বুল খণ্ডের ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া কৃষ্ম রাধার পূর্ববর্তী আচরণের জন্য অভিযোগ করিয়া বলিতেছেন—এই অবস্থায় যখন বড়াই তোমার কাছে যাইতে বলিবে কেবল তখনই তোমার নিকট যাইব।

৩৯২. কোড়া (২১২/১) রাগঃ ।। ক্রীড়া।।

কৃষ্মস্য বাচমাচম্য রাধা বৃদ্ধান্তিকং যযৌ।
জগাদ চ নিজপ্রাণপরিত্রাণকরং বচঃ

❑ কৃষ্মের বচন শুনিয়া রাধা বড়াইর নিকট গিয়া যাহাতে নিজের প্রাণ রক্ষা পায় এমন কথা বলিলেন।।

....

নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী।। আল।। ১
মোরে কি না ভয়িঞাঁ গেল বড়ায়ি নাএ।
বিরহে বিকলী খোজো মোঁ নান্দের পোত্র।। ধ্রু
নিশি সপন দেখিলোঁ কাহ্ন কোলে করি সুয়িলো
চিআয়িঞাঁ চাহোঁ নাহিক বাল গোপালে।।
এ মোর যৌবন ভার সকল ভৈল আসার
আনল সরণ হৈবে দূতা রে।। ২
যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।
আমি দেহ যবেঁ কাহ্নে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গানে
তাক না তেজিবোঁ আর জরমে।। ৩
নেহ আমূল রতনে পালহ মোর বচনে
একবার মোক আণি দেহ কাহ্নে।
ধরোঁ দূতা তোর পাএ হের মো (২১২/২) র প্রাণ যাএ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** রাত্রি অন্ধকার। প্রিয়তম যাহার পার্শ্বে নাই সে রমণী কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করে।। ১।। হে বড়াই, আমার এ কি হইল? আমি যে বিরহে ব্যাকুলা হইয়া নন্দনন্দনকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।। ধ্রু।। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলাম কৃষ্ণের আলিঙ্গনে আবন্ধ হইয়া শয়ন করিয়াছি। জাগিয়া দেখিলাম সে বালগোপাল নাই। আমার এ যৌবন ব্যর্থ হইল। এখন অনলই আমার একমাত্র আশ্রয়।। ২।। হায়, আমি যে ডালেই আশ্রয় করি তাহাই ভাঙ্গিয়া পড়ে। যেখানে বিশ্রাম লাভ করিতে পারি এমন আশ্রয় আমার নাই। কৃষ্ণকে যদি একবার আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে তাঁহাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করি। একবার পাইলে আর জীবনে তাঁহাকে ছাড়িব না।। ৩।। এই লও অমূল্য রত্ন উপহার লও। দূতী, আমার কথা শোনো, তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, এই দেখো আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। একবার শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া দাও।। ৪।।

---

৩৯৩. গুজ্জরীরাগঃ।। যতিঃ।।

যখণ কাহ্নাঞিঁ তোরে পাঠাইলে পানে। তবেঁ তারে বুলিলি বচন আনচানে।।
এবেঁ মোক[১] বোলসি কাহ্নাঞিঁ আণিবারে। বুঢ় বয়সত বড় দুখ দিলে মোরে।। ১
এবেঁ বলহীন আহ্মে চলিতে না পারী। কোণ পরকারে তোক আণি দিবোঁ হরী।। ধ্রু
এড় ঘর যাএঁ্গা মোএঁ্গ শকতি না কর। কথাঁ গিএঁ্গা পায়িবোঁ নিঠুর গদাধর।।
মোএঁ্গ ভালেঁ জান[২] তোক নিঠুর ভৈল কাহ্নু। এ জরমে নাইসে আর তোহ্মার থান।। ২
পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক মান। নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান।।
নানা রঙ্গো রহে কাহ্নাঞিঁ আন নারী পাশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে। ৩

রাধার প্রতি বড়াই। তাম্বুলখণ্ডের ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া বড়াই রাধাকে অভিযোগ করিয়া বলিতেছে—কৃষ্ণ হয়ত এখন নানা রঙ্গে অন্য রমণীর পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন।

---

১ ‘ক’ তোলাপাঠে। ❑ ২ অ। প্রঃ জাণোঁ

৩৯৪. রামকিরীরাগঃ[৩] যতিঃ।

শিশুকালে আহ্মে মতিভোলে। বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের (২১৩/১) তাম্বুলে।
এবেঁ আহ্মার মন মজিল বাল গোপালে।।
তোহ্মে যাত্রা করো শুভক্ষণে বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞিঁর থানে।
বিনয়বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞিঁ আন মোর থানে।। ১
দূতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে।
বারেক দয়া করী মোরে দেউ দরশনে।। ল ।। ধ্রু
সব খন চিন্তিআঁ মুরারী। পরাণ ধরিতেঁ না পারী।
রহিব যৌবনে আহ্মে কেমনে মন নেবারী।।

মোঞঁ সে দগধকপালী নাম মোর চন্দ্রাবলী।
আন মোর নাহিঁ গতী ছাড়িআঁ প্রিয় বনমালী।। ২
মোঁ তোলোঁ যমুনাত পাণী। পরিহাস কৈল চক্রপাণী।
মতিমোষেঁ যাশোদারে কহিলোঁ সে সব কাহিণী।।
কাহ্ন না চিহ্নিলোঁ খাইলোঁ আখী। চান্দ সুরুজ দুয়ি সাখী।
এ রূপ যৌবন কাহ্নেরেঁ থুয়িবোঁ রাখী।। ৩
বাঁশী বাজায়িল যবেঁ কাহ্নে। কোকিল কৈল পালি গানে।
আ (২১৩/২) গুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে।।
এবেঁ লাজ থুইআঁ এক পাশে। শরণ ভৈলোঁ শ্রীনিবাসে।
আণি দেহ এবেঁ কাহ্নাঞিঁ গাইল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ বড়াইর প্রতি রাধা। পূর্বে কৃষ্ণকে নির্বুদ্ধিতাবশত বঞ্চনা করিবার ঘটনাদি উল্লেখ করিয়া রাধা বলিতেছেন—এখন আমি লাজলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনিবাসের শরণ লইলাম।

৩। অ। প্রঃ রামগিরীরাগঃ।

....

৩৯৫. ধানুষীরাগঃ ।। একতালী ।।

গরবেঁ না তুষিলেঁ হরী। পাছু না গুণিলী আছিদরী।।
বড় রোষ তার মনে জাগে। এহা শুণী না মারে মোকে বড় ভাগে।। ১
এবেঁ তোহ্মে মোরে বোল বুধী। মোঞঁ ভৈলোঁ এহাত মুগধী।। ধ্রু
কাকুতী করিল কাহ্ন তোরে। মোক পাঠায়িল বারে বারে।।
তভোঁ তার না কৈলেঁ সমানে। তেকারণে রুষ্ট ভৈল কাহ্নে।। ২
বন্ধুজন করাআঁ বিমনে। ছন্দে বন্দে তোষিবে কমনে।।
আতি বড় সিআন সে কাহ্নে। তাক ভাণ্ডী কাহার পরাণে।। ৩
তোহ্মে মোর পরাণ নাতিনী। তোর দুখ না সহে পরাণী।।
কথাঁ পাইব কাহ্নের উদ্দেশে। গাই (২১৪/১) ল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ রাধার প্রতি বড়াই। বুদ্ধিহীনা রাধা অহংকার বশে একদিন শ্রীহরিকে তুষ্ট করেন নাই, কৃষ্ণ বড় রুষ্ট হইয়াছেন এই কারণে। এখন কৃষ্ণকে কোথায় পাওয়া যাইবে।

....

৩৯৬. পাহাড়ীআরাগঃ।। প্রকীণ্ণক।। লগনী।। দণ্ডকঃ।। ক্রীড়া।।

জরতীবচনং শ্রুত্বা মনোজশরকাতরা।
সখিগণমুবাচেদং মাধবংপ্রাপ্তিবাঞ্ছয়া।।

❑ বড়াইয়ের কথা শুনিয়া মদনশরে জর্জরিতা রাধিকা মাধবকে লাভ করিবার ইচ্ছায় সখীগণকে বলিলেন।।

....

বড়ায়িক তবেঁ বুইল রাধা কি পুছহ মোরে বুধী।
আহ্মার হৃদয় চন্দন কাহ্নাঞিঁ আপণেঞিঁ কর শুধী।। ল বড়ায়ি।। ১
রাধার বচন শুণী বড়ায়ি বুইল মনত গুণী।
তোহ্মে আহ্মে গিআঁ চাহি বৃন্দাবন তবেঁ পাইব চক্রপাণী।। ল রাধা।। ২
দুহেঁ মেলিআঁ কাহ্নাঞিঁ চাহিল না পাইআঁ জুড়িল ক্রন্দনে।
হেনই সম্ভেদে নারদ মুনী আসিআঁ দিল দরশনে।। ল রাধা ।। ৩
করিআঁ প্রণাম নারদ চরণে রাধা পুছে যোড় হাথে।
নিদয় হৃদয় নান্দের নন্দন কথাঁ বসে জগন্নাথে।। ল মুণী।। ৪
কি মোর জীবন যৌবন নারদ কি মোর এ ধন বাসে।
(২১৪/২) কাহ্ন বিণি মোঁ যোগিনী হৈবোঁ ভ্রমিবোঁ সকল দেশে।। ৫
রাধার বচন শুণী মাহামুনী বাসলী[১] যোগ ধেআনে।
জাণিল কদম তলাত বসিআঁ আছেন্ত নাগর কাহ্নে।। ৬
নারদ বুইল কদমতল চল বৃন্দাবন মাঝে।
কুসুমসেজাত বসিআঁ আছে তথাঁ পাইবেঁ দেবরাজে।। ৭
নারদের বোল বেদ সমতুল মনে ধরী চন্দ্রাবলী।
চাহিতেঁ চাহিতেঁ পাইল আচম্বিত বৃন্দাবনে বনমালী।। ৮
কৃষ্ণের বদন দূরে দেখি রাধা মুরুছা পাইল তখনে।
ভৃঙ্গারের জল মুখে দিআঁ বড়ায়ি রাধার কইল চেতনে।। ৯
চেতন পাইআঁ বড়ায়ির চরণ ধরিল আতি যতনে।
বুলিতেঁ নারো বচন বড়ায়ি না চলে মোর চরণে।। ১০
এবেঁ কি করিবোঁ পরাণ নাতিনী বোল হরষিত মণে।
তোহ্মার আন্তরে প্রাণ (২১৫/১) উপেখিআঁ করিবোঁ তাক যতনে।। ১১
মণে পরিভাবী মোরে দয়া করী বড়ায়ি চল আপণে।
ভালমতেঁ মোর দুখকথা কহ নিদুখ কাহ্নচরণে।। ১২
এ বচন শুণী বড়ায়ি বুইল গিআঁ কাহ্নের পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ১৩

❑ **রাধার উক্তি ঃ** (তখন রাধা বড়াইকে বলিলেন) আমাকে তাঁহার উদ্দেশ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? কৃষ্ণ আমার হৃদয়চন্দন। হে বড়াই, তুমি নিজেই তাঁহার সন্ধান করো।। ১।। কবির বিবৃতি ঃ রাধার কথা শুনিয়া বড়াই মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিল। বড়াইর উক্তি ঃ তুমি আমি দুইজন মিলিয়া বৃন্দাবনে খোঁজ করি চলো, তাহা হইলে হয়ত চক্রপাণিকে পাওয়া যাইবে। ।। ২।। কবির বিবৃতি ঃ দুইজনে মিলিয়া কৃষ্ণের খোঁজ করিয়াও তাঁহার দেখা পাইলেন না, তখন তাঁহারা রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় নারদ মুনি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।। ৩।। নারদের চরণে প্রণাম করিয়া রাধা বলিলেন ঃ হে মুনিবর, কঠিনহৃদয় নন্দনন্দন জগন্নাথ কোথায় অবস্থান করিতেছেন আমাকে বলো।। ৪।। হে নারদ, আমার জীবন যৌবন, আমার ধনরত্ন, আমার বেশবাস সবই নিষ্ফল। তাঁহাকে না পাইলে আমি যোগিনী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইব।। ৫।। কবির বিবৃতি ঃ রাধার কথা শুনিয়া মুনিবর ধ্যানস্থ হইলেন এবং ধ্যানযোগে জানিলেন, নাগর কৃষ্ণ কদম্বতলে আছেন।। ৬।। তখন নারদ বলিলেন ঃ বৃন্দাবনে কদম্বতলে পুষ্পশয্যায় দেবরাজ বসিয়া আছেন। সেখানে গেলে তাঁহাকে পাইবে।। ৭।। কবির বিবৃতি ঃ নারদের বচন বেদতুল্য, এই মনে করিয়া চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ-সন্ধানে চলিলেন। যাইতে যাইতে অকস্মাৎ বৃন্দাবনে বনমালীর দেখা পাইলেন।। ৮।। দূর হইতে কৃষ্ণ মুখ দেখিয়া রাধা সংজ্ঞা হারাইলেন। তখন বড়াই রাধার মুখে ভৃঙ্গারের জল দিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।। ৯।। চৈতন্য লাভ করিয়া রাধা বড়াইয়ের পায়ে ধরিয়া বলিলেন ঃ আমার মুখে কথা সরিতেছে না, আমার দুই চরণ চরৎশক্তিরহিত ।। ১০।। বড়াইর উক্তি ঃ প্রাণের নাতিনী তুমি। প্রসন্ন মনে বলো, এ বার কী করিতে হইবে। তোমার জন্য প্রাণ দিয়াও আমি তাহা করিব।। ১১।। রাধার উক্তি ঃ আমার প্রতি যখন তোমার এতই দয়া তখন হে বড়াই তুমি একবার নিজেই যাও, গিয়া সদানন্দ সেই কৃষ্ণচরণে এই দুঃখিনীর দুঃখকথা ভাল করিয়া নিবেদন করো।। ১২।। কবির বিবৃতি ঃ এই কথা শুনিয়া বড়াই কৃষ্ণ সন্নিধানে সব কথা বলিল।। ১৩।।

---

১ অ। প্রঃ বসিলা।

৩৯৭. দেশাগরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

তনের উপর হারে। আল মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে।।
সরস চন্দন পঙ্কে। আল দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে।। ১
আল তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে।। ধ্রু
কুসুমশর হুতাশে। তপত দীর্ঘ নিশাসে।
সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে।।
ক্ষেপে সজল নয়নে। দশ দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন নীল ন (২১৫/২) লিনে।। ২
দেখি পল্লব শয়নে। আঙ্গাররাশি সমানে।

মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে।।
বাম করতে বদনে। দিআঁ গগনে নয়নে।
তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে।। ৩
খনে হাসে খনে রোষে। খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে।।
চলিতেঁ তোহ্মার পাশে। নারে মদনের রোষে।
বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** স্তনবিনিহিত হারখানির ভারও রাধার পক্ষে দুর্বহ, মনে হইতেছে। কাতরহৃদয়া রাধা চলিতে পারিতেছে না। সরসচন্দন পঙ্ক পায়ে মাখিতে তাহার বড় শঙ্কা, আর চন্দ্রকিরণ ত তাহার নিকট অগ্নির সমান অসহ্য।। ১।। তোমার বিরহের আগুনে রাধা দগ্ধ হইয়া আছে, তোমার দর্শন পাইলে তবে প্রাণ ফিরিয়া পাইবে।। ধ্রু।। মদনের পুষ্পশরের জ্বালায় জর্জরিত রাধা একপাশে বসিয়া বারংবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে এবং সজল নয়নে ক্ষণে ক্ষণে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছে। হায় নীলপদ্ম দুইটি যেন বৃন্তচ্যুত হইয়াছে।। ২।। কিশলয় শয্যা তাহার কাছে অগ্নিরাশির সমান, তাহা দেখিয়া সে ভয়ে দুই চক্ষু বন্ধ করে। বাম হাতে মুখ রাখিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া রাধা একমনে তোমার কথাই চিন্তা করে ।।৩।। সে কখনো হাসিতেছে কখনো কাঁদিতেছে কখনো বা উল্লসিত হইতেছে। মদনশরাতুরা হতভাগিনী তোমার কাছে হাঁটিয়া আসিবে সে শক্তিটুকুও নাই।। ৪।।

....

৩৯৮. বিভাষরাগঃ ।। রূপকং।। যতির্ব্বা।।

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে। গরল সমান মানে মলয় পবনে।।
করে মনসিজশর কুসুম শয়নে। ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে।। ১
আল। কাহাঞিঁ ল। রাধা বিরহদহনে।
দগধিনী ভৈলী তোহ্মার শ (২১৬/১) রণে[১]।। ধ্রু
আহোনিশ মদন মারে তারে শরে। হৃদয়ে নলিনী দল সংনাহা করে।।
সব খন বস তোহ্মে তাহার আন্তরে। তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে।। ২
নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহার। রাহুএঁ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার।।
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদনরূপ। প্রণামগণ করে কহিলোঁ সরুপ।। ৩
তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে। হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে।।
ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে। নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহণে।। ৪
বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে। দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে।।
দয়া করী এবেঁ তাক দেহ আলিঙ্গনে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৫

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** চন্দ্র ও চন্দন (জ্বালাকর বলিয়া) রাধা সর্বক্ষণ তাহাদের নিন্দা করিতেছে। মলয়পবন তাহার নিকট গরলতুল্য বোধ হইতেছে। কুসুমশয্যা তাহার পক্ষে মদনের শয্যা। সেই শরশয্যায় শয়ন করিয়া সে তোমার আলিঙ্গন কামনার ব্রত পালন করিতেছে।। ১।। বিরহদহনে দগ্ধ হইয়া রাধা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছ।। ধ্রু।। মদনদেব দিবারাত্র তাহাকে শরাঘাত করিতেছে। তাই রাধা হৃদয়ে নলিনীদলের বর্ম পরিধান করিয়াছে। তুমি ত সর্বক্ষণই তাহার অন্তরে বিরাজ করিতেছ, তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই তাহার বিবিধ চেষ্টা।। ২।। তাহার নয়নে অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে, মনে হয় যেন রাহুগ্রস্ত চন্দ্র হইতে অমৃতধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। কন্দর্পরূপী তোমার চিত্র অঙ্কন করিয়া বারংবার প্রণাম করিতেছে।। ৩।। সারাক্ষণ তোমার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া রাধার ধারণা হইয়াছে যেন তুমি তাহার সম্মুখেই আছ। তাই সে কখনো হাসিতেছে কখনো রোষ প্রকাশ করিতেছে কখনো কাঁদিতেছে আবার কখনো বা ভয়ে কাঁপিতেছে। হতভাগিনীর গৃহ আজ অরণ্যরূপ, সখীগণ জালের মতো তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। বিরহের নিদারুণ অগ্নিজ্বালা বহন করিয়া দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে।। ৪।। রাধার অবস্থা হইয়াছে বনের হরিণীর মতো। সে ভীত চকিতভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছে। হে কৃষ্ণ, দয়া করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন দাও।। ৫ ।।

....

---

১ প্রথমে ছিল 'তোর দরশনে'। পরে 'তো' ও 'র'-এর মধ্যে তোলাপাঠে 'ম্মা' যুক্ত করিয়া 'তোম্মার' হয় এবং 'দরশনে' কাটিয়া 'শরণে' করা হয়।

৩৯৯. মালবরাগঃ ।। রুপকং।। কাব্যুক্তি[২] প্রকীর্ণক।। লগনী।।

অ (২১৬/২) ধুনাপি কিন্নু সদয়ং হৃদয়ে কুরুষেহন্যরমণীকরণেং।
গতভৃষ্ম কৃষ্ম তব হে বিরহে সুতনস্তনোতি মদনঃ কদনং।।

❑ এখনো তুমি কেন অন্য রমণীকে সদয় হৃদয়ে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে? ওহে গতভৃষ্ম শ্রীকৃষ্ম, তোমার বিরহে মদন, সুতনুরাধিকার পীড়া উৎপাদন করিতেছে।

....

কাহ্নঞিঁক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে। চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে।। ১
লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে। সংপুন্ন যৌবনে রতি ভুঞ্জ দামোদরে।। ২
বিলম্ব না কর সুণ সুন্দর মুরারী। রাধার পরাণে দুখ সহিতেঁ না পারী।। ৩
বদন চুম্বিআঁ মাথে হাথ বুলাই। হাথে ধরিআঁ কাকুতী কইল বড়ায়ি।। ৪
বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাই। রাধাক তোষহ বোল পালহ কাহ্নাঞিঁ।। ৫
চিত্তের হরিষে বড়ায়ির কথা শুণী। ঈসত হাসিআঁ কাহ্ন হৃদয়ত গুণী।। ৬
বুইল মনোহর বেশ করু গোআলিনী।
পাসে আসী বৈসু বোলোঁ মধুরস বাণী (২১৭/১)।। ৭
কাহ্নের আদেশে গিআঁ বড়ায়ি হরিযে। সত্বরেঁ কহিল সব রাধিকার পাশে।। ৮
রাধার খণেক ভৈল যুগ সদৃশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ৯

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** (কৃষ্মকে মধুর বচনে বলিল) চন্দ্রাবলী রাধা তোমার বিরহে কাতরা।। ১।। তাহার দেহ নবনীত কোমল রসের সিন্ধুসদৃশ। এখন সে পূর্ণযৌবনা, তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে প্রীত করো।। ২।। রাধিকা প্রাণে

দুঃখ পাইবে ইহা আমি সহিতে পারি না। অতএব হে মুরারি, আমার কথা শোনো, আর বিলম্ব করিও না।। ৩।। কবির বিবৃতি ঃ বড়াই কৃষ্ণের মুখচুম্বন করিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া অনেক কাকুতি করিল।। ৪।। অগ্রপশ্চাৎ বুঝাইয়া বড়াই বারবার বলিল ঃ কথা শোনো, রাধাকে তুষ্ট করো।। ৫।। কবির বিবৃতি ঃ বড়াইয়ের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ম মনে মনে চিন্তা করিলেন এবং মৃদু হাস্য করিয়া হৃষ্ট চিত্ত হইলেন।। ৬।। কৃষ্ণের উক্তি ঃ রাধিকা মনোহর বেশ ধারণ করিয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া বসুক এবং মধুক্ষরা বাণী বলুক।। ৭।। কবির বিবৃতি ঃ কৃষ্ণের আদেশে বড়াই দ্রুত গতিতে রাধার নিকট গিয়া সকল কথা কহিল।। ৮।। তাহা শুনিয়া রাধার এক মুহূর্তকে এক যুগ বলিয়া মনে হইল।। ৯।।

---

২ অ। প্রঃ কাব্যোক্তি। ❑ ৩ অ। প্রঃ কুরুযেমনোহন্যরমণীকরণে।

৪০০. ভৈরবীরাগঃ।। দণ্ডকঃ।। একতালী।।

মাধবস্য নিদেশেন মুদিতায়া প্রমোদিতঃ।
রাধায়া জরতী চক্রে বেশং জনমনোহরং।।

❑ মাধবের আদেশে আনন্দিত হইয়া বড়াই উল্লসিত রাধিকার জনমনোহর বেশ রচনা করিয়া দিল।।

....

আল রাধা
শম্ভু সদৃশ তোর খোম্পা তাত দিল বেঢ়িআঁ চম্পা সিসত সিন্দুর ন[১] সুরে।। ১
গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার উচ কুচযুগল ঊপরে।
হআঁ সমান আকারে সুরেশরী দুঈ ধারে পড়ে যেন সুমেরুশিখরে।। ২
পহ্নাইল হরিষমণে কণ্ঠত ভূষণগণে দেখি আভিসার সুশোভনে।
মিলি হেমকরগণে বান্ধিল অতি যতনে যেন কম্বু রতনক রতনে।। ৩
মণিকিরণ ঊজলে আঙ্গদ ভু (২১৭/২) জযুগলে পহ্নায়িল আতি কুতূহলে।
বাহুতে কনক চুড়ী মুকুতা রতনে জড়ী রতন কঙ্কণ করমুলে।। ৪
রতিরণে জয়ধুনী করএ কিঙ্কিণী তাক গান্থি বান্ধিল মাঝে।
কনক মল্লতোর আর পাসলীনিকর জংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে।। ৫
কর্পূর কস্তুরী যোগ[২] আআর[৩] তাম্বুলরাগে গন্ধ রাংগে রচিল বদনে।। ৬
আতি রূপসী স্বভাবে লাসবেস করী বতিভাবে রাধা গেল কাহ্নের পাশে।
রাধাক দেখিঞাঁ কাহ্ন[৪] উতরল ভৈলা মনে গায়িল বড়ু চণ্ডাদাসে।। ৭

❑ **কবির বিবৃতি ঃ** তোমার কবরী শম্ভু সদৃশ, চাঁপা ফুল দিয়া তাহা বেষ্টন করা হইয়াছে। সীমন্তে সিন্দুর শোভা পাইতেছে যেন নবোদিত সূর্য।। ১।। রাধার গলায় রত্নমণিখচিত গজমোতির হার, উন্নত পয়োধর যুগলের উপর ওই মুক্তামালা যেন সুমেরুশিখরের দুই পার্শ্বে সমধারায় প্রবাহিত গঙ্গাস্রোতের মতো শোভা পাইতেছে।। ২।। বড়াই অভিসারিকার কণ্ঠে নানা অলঙ্কার পরাইল, যেমন স্বর্ণকারগণ শঙ্খরত্নকে অন্যান্য রত্ন দিয়া সজ্জিত করিল।। ৩।। হৃষ্টচিত্তে রাধার হাতে মণিকিরণে সমুজ্জ্বল অঙ্গদ, বাহুতে মুক্তা ও রত্নে জড়িত সোনার চুড়ি, করমূলে রত্নকঙ্কণ পরানো হইল।। ৪।।

রতিরণে জয়বাদ্য বাজায় যে কিঙ্কিণী, রাধা তাহাই গাঁথিয়া কটিদেশে পরিলেন। সোনার মল্লতোড় ও পাসলি দিয়া জঙ্ঘা চরণ এবং পদাঙ্গুলি ভূষিত করিলেন।। ৫।। কর্পূরকস্তুরীযুক্ত তাম্বুল এবং সুগন্ধ রঞ্জনে রাধার মুখ রঞ্জিত হইল।। ৬।। যিনি স্বভাবতই সুন্দরী, বিলাসবেশ পরিধান করিয়া (অধিকতর মনোহারিণী হইয়া) রাধা রতিভাবে কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৃষ্ণের চিত্ত চঞ্চল হইল।। ৭।।

---

১ অ। প্রঃ নব। ❑ ২ অ। প্রঃ যোগে। ❑ ৩ অ। প্রঃ আতর। ❑ ৪। অ। প্রঃ কাহ্নে।

৪০১. কোড়াদেশরাগঃ।। ক্রীড়া।।

রাধিকা মনসিজজ্বরাতুরাং মণ্ডণেত্যাদি গুণরামণীয়কাং।
বীক্ষ্য মন্মথশরাতুরো হরির্বর্ণমেবমুপচক্রমে ক্রমাতঃ।।

❑ মদনবিহ্বলা এবং মণ্ডনবশত দ্বিগুণ রমণীয় রাধিকাকে দেখিয়া মন্মথশরকতর শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশ এইভাবে কেলিবিলাসে রত হইলেন।

ভুজযুগে ধরী কাহ্নে। আল কৈল আলিঙ্গনে।
রাধাহো ধরিলেক কাহ্নাঞিঁক আতি জতনে।।
কাহ্ন করিল চুম্বনে। কপোল যুগ নয়ানে।।
ললাট অধর রতন যুগল নয়ানে।। ১
আল কাহ্ন করিল সুরতী।
পুরী ম (২১৮/১) নোরথ রাধার পিরিতী।। ধ্রু
যুড়ী রসনে বসনে। কৈল মুখমধু পানে।
রাধা না জাণিল আপণ পর তখণে।।
তার দসন রস কাহ্ন চাপিল দশনে।
ইঙ্গিতকারেঁ হারিল রাধা কাহ্নের বচনে।। ২
দৃঢ় করি দুয়ি তনে। নখ দিয়া ঘন ঘনে।।
পীযুষে সেচিল কাহ্ন রাধার মরণে[১]।।
রাধাঞেঁ কৈল কুজনে। মধু পীল হৃষ্ট কাহ্নে।
উচিত হিল্লোল পড়িল সে নিধুবনে।। ৩
আতি চির আনুবন্ধে। রতি কৈল নানা বন্ধে।
কভো কেহ না কৈল যেন রস প্রবন্ধে।।
ভৈল মুকুল নয়নে। সুখী ভৈল দুই জনে।
...[২]বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৪

❑ কবির উক্তি। রাধা-কৃষ্ণের কেলিবিলাস বর্ণিত। 'সম্ভোগ-চিত্রের পালাবাদল' দ্রষ্টব্য।।

---

১ অ। প্রঃ মণে। ❑ ২ ছাড়। প্রঃ গাইল।

....

৪০২. শ্রীরামগিরীরাগঃ।। আঠতালা।।

এহে রহিসুখ ভুঞ্জিঞাঁ রাধা গোআলিনী। চরণত ধরী বুইল সুণ চক্রপাণী।
তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ মোর আন নাহি গতী। এবেঁ চিত্তে ভৈল কাহ্নু তোহ্মাতে ভকতী।
উরুখাণী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ।
শ্রম বড় পায়িল আহ্মে সুতি জাওঁ (২১৮/২) নিন্দ।। ধ্রু
হেন সুণি তাত কাহ্নাঞি আনুমতি দিল। নব কিশলয়ত শয্যা বচিল।।
নিজ উরু তলে তাক নিশ্চলে রাখিল। তখণ কাহ্নাঞি কিছু মনে চিন্তিল। ২
হেন সম্ভেদে দেখি শীতল বহে বাএ। ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাএ।।
কুসুমের গন্ধ মেলিল চারি পাশ। রাধার নয়নে গিঞাঁ নিন্দ কৈল বাস।। ৩
রাধাক এড়িঞাঁ জায়িতেঁ কাহ্নু কৈল মন। বড়ায়ির পাণে কাহ্নু করিল গমন।।
বড়ায়িক সম্বোধিঞাঁ বুলিল বচনে। গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলিগণে।। ৪

❑ বিহারান্তে গোপবালিকা রাধিকা কৃষ্ণের চরণ ধরিয়া বলিলেন ঃ হে চক্রপাণি, তুমি ভিন্ন আমার কোনো আশ্রয় নাই। হে কৃষ্ণ, আমার চিত্ত একান্তভাবে তোমাতেই নিবন্ধ।। ১।। হে গোবিন্দ, আমি বড়ো শ্রান্ত হইয়াছি। তোমার উরু পাতিয়া দাও, মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাই।। ধ্রু।। কবির বিবৃতি ঃ এ কথায় কৃষ্ণ সম্মত হইলেন। তিনি কিশলয়ে শয্যা রচনা করিলেন এবং নিজ উরুতলে রাধিকাকে শোয়াইয়া মনে মনে কিছু চিন্তা করিলেন।। ২।। এমন সময় শীতল বাতাস বহিতে লাগিল, ভ্রমর এবং কোকিল মিলিয়া কলগীত ধরিল, চরিদিকে ফুলের গন্ধ বহিতে লাগিল, রাধার নয়নে নিদ্রা নামিয়া আসিল।।৩।। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে রাখিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি বড়াইয়ের নিকট গিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।। ৪।।

....

৪০৩. কেদাররাগঃ ।। একতালী।।

পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে। এবেঁ মেলাণী দেহ অহ্মারে।।
সাঁঝ উপসন্ন ভৈল বনের ভিতরে। রাধা লঞাঁ ঝাঁট বিনএ যাহা ঘরে।। ১
তোহ্মার কারণে ল বড়ায়ি। কৈলো মোঞেঁ রাধার সঙ্গে ল।। ধ্রু
আর বচনেক বোলোঁ সুণ ল বড়ায়ি ধরিঞাঁ তোর করে।
তাক (২১৯/১) রাখিহ যতনে আপণ আন্তরে জাইব আহ্মে মথুরা নগরে।। ২
নিন্দ ছল করি তাক[১] রাধার পাশে বড়ায়িক বুলিহ[২] যতনে।
ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু কাঢ়ি......[৩] মথুরা নগরক কাহ্নে।। ৩

কথোখণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী কাহ্নাঞিঁ না দেখিল পাশে।
বড়ায়িক চিআইএঁ বুইল বচন গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** বড়াই, আমি তোমার কথা রাখিয়াছি। এবার আমাকে বিদায় দাও। বৃন্দাবনে সন্ধ্যা নামিয়াছে। তুমি সত্বর রাধাকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও।। ১।। বড়াই, তোমারই জন্য রাধার সঙ্গে বিলাস করিয়াছি।। ধ্রু।। আর একটি কথা হে বড়াই, তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি শোনো। আমি মথুরায় চলিলাম, তুমি রাধাকে আপনার মতো ভাবিয়া যত্ন করিয়া রাখিবে।। ২।। কৃষ্ণ বড়াইকে নির্বন্ধ সহকারে বলিলেন ঃ ঘুমের ভাণ করিয়া রাধার পার্শ্বে থাকো। কবির বিবৃতি ঃ এই বলিয়া ধীরে ধীরে রাধার মাথার নীচ হইতে নিজের উরু সরাইয়া কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলেন।। ৩।। কিছুক্ষণ পরে রাধাচন্দ্রাবলী জাগরিত হইলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে পাশে দেখিতে পাইলেন না। তখন বড়াইকে জাগাইয়া এই কথা বলিলেন।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ থা। ❑ ২ অ। প্রঃ বুলিল। ❑ ৩ একটি শব্দ ছাড় পড়িয়াছে মনে হয়। বসন্তরঞ্জন ঐ স্থলে 'গেলা' বসাইয়াছেন।

....

৪০৪. ভায়িঠালীরাগঃ[১]।। যতিঃ।।

এই ত কদমতলে আছিলা বাল গোপালে তার উরে দিলো মো সিয়রে।
আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে নিন্দত এড়িএঁা গেল মোরে।। ১
বড়ায়ি গো কাহ্নের বিরহভারে জিয়ন্তে ময়িলোঁ ল। আণি দেহ শ্রীমধুসূদনে।। ল।। ধ্রু
আহোনিশি একমনে চিন্তো মোএঁ সব খণে সে কাহ্নু পায়িব কত খণে।
চরণে পড়োঁ দূতী আণী দেহ প্রাণপতী তার মোর হউ দরশনে।। ২
মে কেহ্নে জাণিবোঁ হেন এড়িএঁা পালাইবে কাহ্নু তবে কেহ্নে (২১৯/২) কাল ঘুম যাইবোঁ।।
এ রূপ যৌবন ভার কাহ্নু বিণি আসার তা লাগি গরল মোএঁ খায়িবোঁ।। ৩
হের মোঁ কাকুতি করোঁ দূতী তোর পাএ রোঁ[২] এহোবার পুর মোর আশে।
চল দূতী তার থান[৩] আণ শ্রীমধুসূদনে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বালগোপাল এখনই ত কদম্বতলে ছিলেন। আমি তাঁহার ঊরুতে মাথা রাখিয়া শুইয়াছিলাম। কেলিবিলাসে অতিশয় শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলে তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।। ১।। বড়াই, কৃষ্ণবিরহে আমি জীবন্মৃত হইয়া আছি, তুমি শ্রীমধুসূদনকে আনিয়া দাও।। ধ্রু।। কি দিন কি রাত্রি সর্বক্ষণ আমার কেবল এই চিন্তা—তাঁহাকে কখন পাই। দূতী তোমার পায়ে পড়ি আমার প্রাণপতিকে আনিয়া দাও তাঁহার সহিত আমার একবার দেখা হউক।। ২।। আমাকে তিনি ফেলিয়া পলাইবেন তাহা কেমন করিয়া জানিব। জানিলে কি এমন কালঘুম ঘুমাই? আমার এ রূপ এ যৌবন সবই ব্যর্থ। হায় তাঁহার জন্য বিষ পান করিব।। ৩।। দেখ দূতী, আমি তোমার পায়ে ধরিয়া অনুনয় করিয়া বলিতেছি, এইবারটির মতো আমার আশা পূর্ণ করো। একবার যাও শ্রীমধুসূদনকে আমার নিকট আনো।। ৪।।

....

---

১ অ ঃ ভাঠিয়ালীরাগ ঃ ❑ অ। প্রঃ ধরোঁ। ❑ ৩। অ। প্রঃ থানে।

৪০৫. দেশাগরাগঃ।। কুড়ুক্কঃ।।

এখণ কদমতলে আছিলা কাহ্নাঞি ল তোর সঙ্গে রতিকুতুহলে।
রাধা ল তো মুগধি আপণে ছাড়িলী বনমালী এবেঁ কথাঁ পাইব গোপালে।। ১
রাধা ল কিমনে পাইব রাধা কাহ্নের উদ্দেশে। না জাণো সে গেল কোণ দিশে।। ধ্রু
প্রবোধবচন কত বুঝাএঁা তাহারে আণিএঁা মেলাইলো তোর থানে।
এত বড় নিন্দে ভোলী আজি তোহ্মে ভৈলা শিয়রত হারায়িলা কাহ্নে।। ২
বিষম পুরুষ জাতী কপটপুরিত মতী নানা বোলে সে তিরিক রঞ্জে।
হেন মতেঁ পড়িহাসে সে আন যুবতী লএঁা কাহ্ন রতি ভু (২২০/১) ঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে।। ৩
এবেঁ তোঞেঁ এথানে থাক মো গিএঁা চাহোঁ তাক যবেঁ পাএঁা তার দরসনে।
...তবেঁ তোক আণি দিবোঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ....[১] বাসলীচরণে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** তোমার সহিত কেলিবিলাসে মগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ম ত এই কদম্বতলে এখনই ছিলেন। বুদ্ধিহীনা রাধিকা তুমি নিজেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে। সেই বালগোপালকে কোথায় পাইব।। ১।। কৃষ্ম কোন্ দিকে গেলেন তাহা তা জানি না। রাধা তাঁহার উদ্দেশ্য পাইব কেমন করিয়া।। ধ্রু।। কত প্রবোধবাক্য বলিয়া কত বুঝাইয়া তবে তাঁহাকে আনিয়া তোমার সহিত মিলন করাইলাম। আর তুমি এমন ঘুমই ঘুমাইলে যে শিয়র হইতে তিনি চলিয়া গেলেন আর তুমি টের পাইলে না।। ২।। পুরুষজাতি বড় ভয়ানক, তাহাদের মন কপটতায় পূর্ণ। আমার মনে হয় তিনি অন্য কোনো যুবতীর সহিত কুঞ্জে কুঞ্জে কেলি করিতেছেন।। ৩।। এখন তুমি এখানে থাকো, আমি গিয়া তাঁহার সন্ধান করি। তাঁহার দেখা পাইলে তাঁহাকে তোমার কাছে আনিয়া দিব।। ৪।।

---

১ ছাড়। প্রঃ বন্দিএঁা।

....

৪০৬. রামগিরিরাগঃ।। আঠতালা।।

একাকিনী পরিভ্রম্য বনং শ্রমভরাৎ। রাধে সংপ্রতি সীদামি ন লব্ধা মধুসূদনং।।
বচনেন তবানেন বৃদ্ধে ব্যাকুলমানসা। জাতাস্মি জগদালোক্য শূন্যমেতদ্বচঃ শৃণু।।

❑ হে রাধা, একাকিনী বনে বনে ঘুরিয়া বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি শ্রীমধুসূদনকে পাইলাম না। রাধার উক্তি ঃ বড়াই, তোমার কথা শুনিয়া আমার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল। আজ সমস্ত জগৎ আমার নিকট শূন্যবোধ হইতেছে।।

....

প্রথম পহরে আহ্মে দেখিল বড়ায়ি। এখান আসিবে মোর সুন্দ[১] কাহ্নাঞিঁ।।
তেকারণে আহ্মে গিএঁা তাক না চাহিলোঁ।
আপণার দোষে মোএঁ উচিত ফল পাইলোঁ।। ১
কেমনে বঞ্চিমো মোঞে একসরী কুঞ্জে।

কা লএঁা কথা কাহ্নাঞিঁ রতিসুখ ভুঞ্জে।। ধ্রু
দুয়াজ পহরে মোঁ চিন্তিলোঁ একসরী। আহ্মাক তেজিএঁা আজি কথাঁ গেলা হরী।।
কে না সুতীথে স্নান কৈলা ধন্য নারী।
যা লএঁা সুখরতি (২২০/২) ভুঁজয়ে মুরারী।। ২
তিয়জ পহরে বড়ায়ি পিক ঘন রএ। কাহ্নের বিরহে মোর প্রাণ থির নহে।।
চিন্তিএঁা চাহিলোঁ কিছু নাহিক উপায়[৩]। কাহ্ন কাহ্ন করী কান্দিলোঁ দীর্ঘ রাএ।। ৩
চারি পহর দিন পুরিল সকল। কাহ্ন বিণি আয়িলাহোঁ আহ্মে কদম্বের তল।
এবেঁ কেহ্নেমনে রহে আহ্মার জীবন। গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** প্রথম প্রহরে মনে করিলাম আমার কৃষ্ণ-সুন্দর এখনই আসিবেন। তাই হে বড়াই, আমি নিজে গিয়া তাঁহার খোঁজ করিলাম না। এখন আমার অপরাধের উপযুক্ত প্রতিফল পাইলাম।। ১।। শ্রীকৃষ্ণ অন্য কাহাকে লইয়া বিলাস করিতেছেন, আমি একাকিনী কেমন করিয়া কুঞ্জে দিন কাটাই।। ধ্রু।। দ্বিতীয় প্রহরে আমি একাকিনী ভাবিতে লাগিলাম আজ কৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন। কোন্ রমণী আজ সুতীর্থে স্নান করিয়া ধন্য হইয়াছে যাহার সহিত মুরারি সুখবিলাসে মগ্ন আছেন।। ২।। তৃতীয় প্রহরে কোকিল বারংবার ডাকিতে লাগিল আর কৃষ্ণবিরহে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না তখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম।। ৩।। এমনি করিয়া দিনের চারি প্রহরই কাটিয়া গেল। কৃষ্ণকে না পাইয়া কদম্বতলে আসিলাম। এখন হে বড়াই, কেমন করিয়া প্রাণ বাঁচে।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ শ্রমভরাতুরা। ❑ ২ অ। প্রঃ সুন্দর। ❑ ৩ অ। প্রঃ উপায়ে।

....

৪০৭. গুজ্জরীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

তার সুভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী। যে নারীক লএঁা কাহ্ন ভুঁজে সুখরতী।। ১
ভাল আনুমান তোঁ করিলি রাহী। এবে ভালমতে চাহি সুন্দর কাহ্নাঞী।। ধ্রু
কদমের তলে খণে যমুনার কুলে। শিশু লএঁা বাটে হাটে হরিষে বুলে।। ২
যবেঁ লাগ পাওঁ তবেঁ কি বুলিবোঁ তারে। ভালমতেঁ গোআলিনি শিখাহ আহ্মারে।। ৩
বড়ায়ির বচনে রাধা বোলয়ে হরিষে। বাসলী শিরে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** শ্রীকৃষ্ণ যে রমণীর সহিত কেলিবিলাস করিতেছেন, তাহারই শুভদিন। সে রমণী পুণ্যবতী।। ১।। রাধিকা, তুমি সত্যই অনুমান করিয়াছ। দেখি, এখন ভাল করিয়া সেই মনোহর শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করি।। ধ্রু।। তিনি কখনো কদম্বতলে কখনো বা যমুনাকুলে কখনো বা হাটেবাটে হৃষ্টমনে গোবৎস লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান।। ২।। হে গোপকুমারী, যখন তাঁহার দেখা পাইব তখন তাঁহাকে কী বলিব সে কথা আমাকে ভাল করিয়া শিখাইয়া দাও।। ৩।। কবির বিবৃতি ঃ বড়াইর কথা শুনিয়া রাধা আনন্দিত মনে বলিলেন।। ৪।।

....

৪০৮. মল্লাররাগঃ ।। কু (২২১/১) ড়ুক্কঃ।।

চাহ চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার ভীতে। বকুলতলাত চাহা চাহা একচীতে।।
নিকুঞ্জত চাহা আর যমুনার তীরে। আর চাহা বড় বড় গাছের উপরে।। ১
লাগ পায়িলেঁ তাক বুলিহ কাকু কয়ী। গোআলি বিকলী হৈল বনে একসরী ল।। ধ্রু
আওর চাহিহ যথাঁ বসে শিশুগণে। ছাওআল হঞাঁ কাহ্নু রহে খণে খণে।।
চরিত না বুঝে কেহো তার চারি যুগে। সাবধান হএঁা চাহ যেহ্নু পাহ লাগে।। ২
এবার পারিলে বড়ায়ি সে সুন্দর কাহ্নে। খাণিকেহো না তেজিবোঁ যেহেন পরাণে।।
য়েবার আণিএঁা দিলে কাহন মোর ঠায়ি। তোক আর কভোঁ দুখ না দিবোঁ বড়ায়ি।। ৩
হর আৰ্দ্ধ আঙ্গে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে। য়েতেকে ষাণিল নারী যেহেন শরীরে।।
হেন বুঝায়িএঁা কাহ্নু আণ মোর পাশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই যমুনার দিকে তাঁহার খোঁজ করো, বকুলতলায়ও ভাল করিয়া দেখিও। যমুনার তীরে কুঞ্জবনে এবং বড়ো বড়ো গাছের উপরেও তাঁহার সন্ধান করিও।। ১।। তাঁহার দেখা পাইলে বিনয় করিয়া বলিও, রাধা বনমধ্যে একাকিনী তোমার জন্য বড়ো আকুল হইয়াছে।। ধ্রু।। শিশুগণ যেখানে অবস্থান করিতেছে সেখানেও দেখিও, কারণ তিনি ক্ষণে ক্ষণে শিশুমূর্তি ধারণ করেন। চারিযুগ ধরিয়া তাঁহার চরিত্র কেহই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। সুতরাং তাঁহার যাহাতে দেখা পাও সেজন্য সাবধান হইয়া চেষ্টা করিও।। ২।। বড়াই, এবার সেই মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইলে আর প্রাণ থাকিতে এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়িব না। এবার তাঁহাকে আমার কাছে আনিয়া দিলে আর কখনো তোমাকে দুঃখ দিব না।।৩।। মহাদেব অর্ধঅঙ্গে গৌরীকে ধারণ করিয়াছেন আর গঙ্গাকে ধরিয়া আছেন শিরে। ইহা হইতে বুঝা যায় রমণী পুরুষের অঙ্গীভূত। কৃষ্ণকে এই কথা বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহাকে আমার কাছে আনিয়া দাও।। ৪।।

....

৪০৯. ধানুষীরাগঃ ।। একতালী।।

হেন রাধিকার বচনে। চলিলী বড়ায়ি বৃন্দাবনে (২২১/২) ল।।
আল বড়ায়ি। সুণিএঁা রাধার আরতী। কাহাকেহো না কৈল সংহতী ল।। ১
আল বড়ায়ি। মনে ধনী রাধার বচনে। কাহ্নাঞিঁক চাহে বনে বনে।। ধ্রু
যমুনা[১] পাএঁা গোপালে। পুন গেলী বকুলের তলে।।
তথাঁ না পাইএঁা গদাধরে। চাহিলেক গাছের উপরে।। ২
চাহিএঁা না পায়িল বনমালী। শ্রমে বড়ায়ি ভইলী বেআকুলী।।
একশরী বনের ভিতরে। ভএঁ হালে বড়ায়ির আন্তরে।। ৩
বাহুড়িএঁা বড়ায়ির[২] থানে। বড়ায়ি আয়িলী চিরক্ষণে।।
বুয়িল তার না পাইল উদ্দেশে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **কবির বিবৃতি ঃ** রাধিকার এই কথা শুনিয়া বড়াই বৃন্দাবনে চলিল। রাধার অনুনয় বাক্য শুনিয়া বড়াই কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া একাকী বাহির হইল।। ১।। রাধার বাক্য মনে ধরিয়া বড়াই বনে বনে কৃষ্ণের খোঁজ করিতে লাগিল।। ধ্রু।। যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া বকুলতলায় উপস্থিত হইল, সেখানেও তাঁহার দেখা না পাইয়া গাছের উপর তাঁহার খোঁজ করিতে লাগিল।। ২।। সেখানেও বনমালীর দেখা মিলিল না। বড়াই বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। একাকিনী স্ত্রীলোক নির্জন বনে বড়ো ভয় পাইল।। ৩।। দীর্ঘকাল পরে বড়াই রাধিকার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কৃষ্ণের উদ্দেশ মিলিল না।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ যমুনাত না। ❑ ২ অ। প্রঃ রধিকার।

....

৪১০. ভায়িঠালীরাগঃ[১] যতিঃ।

হরি হরি।
আয়াসেঁ কাহ্নের উরে শুতিলোঁ দিএঁা শিয়রে।
প্রাণের বড়ায়ি ল দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে। ল।
কাহ্নাঞিঁর দরশন যেহেন ভৈল সপন
প্রাণ বড়ায়ি ল যাগিএঁা চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে। ল।। ১
কোণ দিগেঁ গেল কাহ্নাঞি উদ্দেশ বো (২২২/১) ল বড়ায়ি। ল।
প্রাণ বড়ায়ি ল তোহ্মার সংহতি তথাঁ জাই।। ধ্রু
নানাবিধ দুখ পায়িলোঁ যার বিরহে পুড়িলোঁ
সে কেহ্নে নান্দে যাইতে মোরে।
কোণ আদিবস ভৈল কিবা আপরাধ কৈল
যবেঁ কাহ্নাঞি রোষিল আহ্মারে।। ২
সোঅঁরী কাহ্নের বাণী না রহে মোর পরাণী
চেতন নাহিক মোর দেহে।
তেজিলো সুখ আসেস দিনে দিনে তনু যেষ
ভাবিএঁা সে কাহ্নের নেহে।। ৩
বিধি বিপরিত ভৈল আহ্মা ছাড়ি কাহ্নু গেল
বিরহে মা জিবোঁ কত দিশে।
বোল বড়ায়ি উপদেশে কাহ্নু গেলা কোণ দিশে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** প্রাণের বড়াই, শ্রান্তিবশত কৃষ্ণের উরুতে মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিলাম, নয়নে দারুণ নিদ্রা নামিয়া আসিল। সেই অবসরে তিনি স্বপ্নের মতো অন্তর্হিত হইলেন। জাগিয়া দেখি গোবিন্দ নাই।। ১।। বড়াই, কৃষ্ণ কোন্ দিকে গেলেন

আমাকে বলিয়া দাও। তোমাকে সঙ্গে লইয়া আমি সেখানে যাইব।। ধ্রু।। যাঁহার বিরহে দগ্ধ হইয়া বহু দুঃখ পাইলাম তিনি কেন আমাকে নিকটে যাইবার অনুমতি দেন না? কেন এমন দুর্দিন আসিল? আমি কি অপরাধ করিলাম যে কৃষ্ণ আমার উপর রুষ্ট হইলেন।। ২।। কৃষ্ণের কথা মনে করিয়া আমি প্রাণ ধরিতে পারিতেছি না, আমার দেহের সংজ্ঞা নাই। আমি সর্বসুখ ত্যাগ করিয়াছি, তাঁহার প্রেমের প্রতীক্ষায় আমার দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।। ৩।। বিধাতা আমার প্রতি বিরূপ তাই কৃষ্ণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। হায়, এ বিরহ সহ্য করিয়া আর কতদিন বাঁচিব। বড়াই, কৃষ্ণ কোন্ দিকে গেলেন তুমি আমাকে সেকথা বলিয়া দাও।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ ভাঠিয়ালীরাগ।

....

৪১১. গুজ্জরীরাগঃ।। কুড়ুক্কঃ।।

চিরকাল আয়িলোঁ বনের ভিতরে। বিলম্ব করিতেঁ আর লাগে বড় ডরে।।
উতরলী নহ রাধা মন কর থীর। যা নাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর।। ১
পাছে কাহ্নায়িক আণী দিবোঁ তোর থানে।
কবির আপণ কাজ না জাণিব আ (২২২/২) নে।। ধ্রু
বড় কাজ করিআঁ না করী জানাজাণী। চিরকাল সুখ ভুঞ্জে সেসি সিআণী।।
আহ্মার বচন ধর থীর করী মনে। ঝাঁট ঘর গেলেঁ দোষ না দিব আইহনে।। ২
মুখ চুম্বী বোলোঁ রাধা মোর বোল ধর। ঝাঁট গেলে কেহো না বুলিব আনুখর।।
আরতি না কর দুখে বেধিল আন্তর। আপণে মেলিব আসি দেব গদাধর।। ৩
হেনস প্রবন্ধ করী বড়ায়ি সত্বর। রাধিকা বুঝাআঁ লআঁ গেলী ঘর।।
সব সখিগণ সমে করিআঁ সংহতী। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী।। ৪

❑ **বড়াইর উক্তি ঃ** অনেকক্ষণ হইল বনের ভিতর আসিয়াছি। আর দেরি করিতে ভয় হয়। রাধা চঞ্চল হইও না, মনকে শান্ত করো। এখন গৃহে ফিরি, নহিলে লোকে জানিতে পারিবে।। ১।। পরে কৃষ্ণকে তোমার কাছে আনিয়া দিব। এমন ভাবে নিজের কাজ করিবে যে অন্যলোক কিছুই জানিতে পারিবে না।। ধ্রু।। বড়ো কাজ করিয়া লোক জানাজানি করিতে নাই। যে নারী বুদ্ধিমতী সে এমনি করিয়া চিরদিন সুখভোগ করে। আমার কথা শোনো, মন স্থির করিয়া শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া যাও। তাহা হইলে আইহন দোষ দিবে না।। ২।। রাধা, তোমার মুখচুম্বন করিয়া বলিতেছি আমার কথা শোনো। শীঘ্র গৃহে ফিরিলে কেহ তিরস্কার করিবে না। তোমার দুঃখে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। কথা শোনো, গদাধর শ্রীকৃষ্ণ নিজেই আসিয়া তোমাকে দেখা দিবেন। তুমি অস্থির হইও না।। ৩।। এইরূপে বিবিধ প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া বড়াই সখীদলসহ রাধাকে লইয়া গৃহে ফিরিল।। ৪।।

৪১২. মালবশ্রীরাগঃ ।। যতিঃ।।

নিনায় কতিচিৎ কালং কথঞ্চিৎ কৃষ্ণতৃষ্ণয়া।
অথাধিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং।।

❑ কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় কিয়ৎকাল অতিকষ্টে অতিবাহিত করিয়া রাধা জয়তীকে ত্রিভুবনের অধীশ্বর সম্পর্কে এই কথা বলিলেন।

....

ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল। এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল।।
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ। নিদয়হৃদয় কাহ্নু না গেলা বোলাইআঁ।। ১
(২২৩/১) শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্নু মোর এভোঁ ঘর নাইল।। ধ্রু
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর। বাহুর বলয়া মোকরিবোঁ শঙ্খচূর।।
কাহ্নু বিণী সব খন পোড়এ পরাণী। বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী।। ২
পুণমতী সব গোআলিনী আছে সুখে। কোণ দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দুখে।।
আহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ। বজরে গটিল[১] বুক না জাএ ফুটিআঁ।। ৩
জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ। সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ।।
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** প্রস্ফুটিত কদম্বপুষ্পের ভারে ডালগুলি নুইয়া পড়িয়াছে, হায়, এখনে বালগোপাল গোকুলে আসিলেন না। আমার এ উন্নত যৌবন বসনাঞ্চলে আর কতদিন আবৃত রাখিব। নিষ্ঠুর শ্রীকৃষ্ণ একবার বলিয়াও গেলেন না ।। ১।। হায় বড়াই, শৈশবের প্রেমকে নষ্ট করিয়া দিল জানি না, প্রাণনাথ ত এখনো গৃহে আসিলেন না। ধ্রু।। বড়াই, আমি সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়া ফেলিব, আমার বাহুর বলয় চূর্ণ করিয়া ফেলিব। বিষাক্ত শরের আঘাতে হরিণীর যেমন হয়, কৃষ্ণবিহনে আমার প্রাণও সর্বক্ষণ সেইরূপ দগ্ধ হইতেছে।। ২।। আর সব গোয়ালিনী পুণ্যবতী, তাহারা সুখে আছে। আমি কী দোষ করিয়াছি যে বিধাতা আমাকে এত দুঃখ দিলেন। অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ স্মরণ করিতেছি কিন্তু আমার বুক বজ্র দিয়া গঠিত, তাই এখনো বিদীর্ণ হইল না।। ৩।। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইয়া আষাঢ় আসিল, হায়, নিষ্ঠুর সে নন্দনন্দন তো এখনো আসিলেন না।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ গঢ়িল।

....

৪১৩. শ্রীরাগঃ।। কুড়ুক্কঃ।।

চতুরে চতুরো মাসান্ রাধে মুদিরমেদুরান্।
গময় ত্বং গতৌ শক্তিরত্র মে নাস্তি কাচন।।

❑ চতুরা রাধিকা, মেঘান্ধকার (বর্ষার) এই চারিটা মাস কোনো প্রকারে কাটাইয়া দায়ও, আমার এখন যাইবার মতো শক্তি নাই।।

....

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ। মদনে[১] কদনে মোর নয়ন ঝুরএ।।
পা (২২৩/২) খী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ।

মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ।। ১
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাস। এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস।। ধ্রু
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে। সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।।
কত না সহিব রে কুসুমশরজালা। হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা।। ২
ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে। শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে।।
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ। চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট[২] জায়িবে বুক।। ৩
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী। মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী।।
তবেঁ কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** আষাঢ় মাসে নবমেঘের গর্জন শোনা যাইতেছে। মদনজ্বালায় আমি অশ্রুবর্ষণ করিতেছি। হায়, আমি ত পাখি নই, নহিলে আমার প্রাণনাথ যেখানে অবস্থান করিতেছেন সেখানে উড়িয়া যাইতাম।। ১।। বর্ষার এই চারিমাস কেমন করিয়া কাটাই। আমার এখন পূর্ণ যৌবন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিরাশ করিলেন।। ধ্রু।। শ্রাবণ মাসে অবিরত বৃষ্টি পড়িতেছে, শয্যায় একলা শুইয়া নিদ্রা আসিতেছে না। আর যে পুষ্পশরের জ্বালা সহ্য করিতে পারিতেছি না। বড়াই এবার তুমি কৃষ্ণের সহিত মিলনের আয়োজন করো।। ২।। ভাদ্র মাসের আকাশ দিবারাত্র মেঘে অন্ধকার করিয়া আছে। ময়ূর, দাদুরী ও ডাহুকের কলরব শোনা যায়। এই অবস্থায় যদি কৃষ্ণমুখ দেখিতে না পাই, তাহা হইলে ভাবিতে ভাবিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে।। ৩।। আশ্বিন মাসের শেষে বর্ষা ধরিয়া আসিবে, মেঘ চলিয়া গেলে কাশফুল ফুটিবে। তখনো যদি কৃষ্ণ দেখা না দেন তাহা হইলে এ জীবন বিফল হইবে।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ মদন। ❑ ২ অ। প্রঃ ফুটি।

....

৪১৪. মালবশ্রীরাগঃ।। যতিঃ।।

মা খেদং ভজ কল্যাণি স্থিরতাং নয় মানসং।
রাধে কৃষ্ণোচিরাদেত্য তব স্পর্শং করিষ্যতি।।

❑ কল্যাণী রাধিকা, খেদ করিও না, মন স্থির করো। কৃষ্ণ শীঘ্রই আসিয়া তোমাকে স্পর্শ করিবেন।।

....

হাথে চান্দ মা (২২৪/১) নী বড়ায়ি করায়িলেঁ পাগলী।
আইহনক পীঠ দিলোঁ লাজে তিনাঞ্জলী[১]।।
আশোআশ দিআঁ তোহ্মে হৈলা এক ভীতে। কাহ্নত লাগিআঁ মোর বেআকুল চীতে।। ১
জাণিল জাণিল বড়ায়ি চিহ্নিল কাহ্নাঞিঁ। আছুক পরসরস দরশন নাহিঁ।। ধ্রু
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়ায়িল। কাহ্ন সমে ভালেঁ রস ভুঞ্জিতেঁ না পাইল।।
পুরুব জরমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল। তেকারণে মোর মনোরথ না পুরিল।। ২
দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল। ঝালিআর ডাল[২] যেন তখনে পালাইল।।

দিনে দিনে তনু শেষ মদনতরাসে। কৌতুকেঁ বাঢ়ায়িল নেহা এবেঁ সেই নাশে।। ৩
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে। কেমতেঁ পাঁও এবেঁ শ্রীমধুসূদনে।।
কাহ্নের উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৪

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, হাতে চাঁদ তুলিয়া দিবে এই ভরসা দিয়া আমাকে পাগল করিলে। আমি আইহনকে অবজ্ঞা করিলাম, লাজলজ্জা বিসর্জন করিলাম। তুমি আশ্বাস দিয়া সরিয়া গেলে, আমি শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল চিত্তে কালযাপন করিতেছি।। ১।। বড়াই, শ্রীকৃষ্ণকে ভাল করিয়াই চিনিলাম। স্পর্শরস দূরের কথা তাঁহার দর্শন পর্যন্ত পাইলাম না।। ধ্রু।। বড়াই, তোমারই কথায় প্রেম বাড়াইলাম। কিন্তু তাঁহার সহিত ভাল করিয়া রসভোগের সুযোগ পাইলাম না। পূর্বজন্মে হয়ত খণ্ডব্রত করিয়াছি তাই আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না।। ২।। তাঁহার কাছে সুখ-দুঃখের কথা বলা হইল না। যাদুকরের তৈয়ারি গাছের ডাল যেমন দেখা দিয়া মুহূর্তমধ্যেই অন্তর্হিত হয়, শ্রীকৃষ্ণও তেমনই অন্তর্ধান করিলেন। মদনজ্বালায় আমার তনুদেহ জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যিনি কৌতুকবশে আমার প্রেমের উদ্বোধন করিলেন তিনিই তাহা বিনষ্ট করিতেছেন।। ৩।। বড়াই গো, তোমার কথায় আমার মন শান্ত হইতেছে না। বলো কেমন করিয়া এখন শ্রীমধুসূদনকে পাই। আমি বলি তুমি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে একবার যাও।। ৪।।

---

১ অ। প্রঃ তিলাঞ্জলী। ❑ ২ 'পাঠ-পরিচয়' দ্রষ্টব্য।

....

৪১৫. আহেররাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।। লগনী।। (২২৪/২) দণ্ডকঃ।।

জানে বাথ ন জানে বা সমুদ্দেশমহং হরেঃ।
ততঃ কিং গমনাশক্তা যতোহং রাধিকেহধুনা।।

❑ হে রাধিকা, কৃষ্ণের উদ্দেশ আমি জানিলেই বা কি? আর না জানিলেই বা কি? কারণ আমি এখন যাইতে অসমর্থ।।

....

আইস ল বড়ায়ি হের বচন আহ্মার ধর রতনমুদড়ী পিন্ধ হাথে।
হের মোঁ করোঁ কাকুতী তোর চরণে ভকতী আণিআঁ দিআর জগন্নাথে।। ১
আল রাধে
নিলজী নিকুপেঁ থাক কথাঁ গিআঁ পাইব তাক পাপমতী না বাসসি লাজে।
বুইল তাক একবার তোষ মন রাধার বোল পালী গেলা দেবরাজে।। ২
আল বড়ায়ি।
না বোল বড়ায়ি হেন আতি নিঠুর বচন এ তোহ্মার বএসের দোষে।
আলিসের পরসাদেঁ দুখমুখ নাহি জাণ তেঁ তোহ্মাত উপজএ রোষে।। ৩
আনুখর পরিহর কে তোকে দিব উত্তর ঠাঁঠী বড়ী গোআলিনী তোঁ।
উপদেশ বোল তোহ্মে কথাঁ কাহ্নু পাইব আহ্মে চাহিআঁ আণিআঁ দিবোঁ মো।। ৪
এ বোলে (২২৫/১) পাইলোঁ সুখ[১] চুম্বো বড়ায়ি তোর মুখ আজি মোর ভৈল শুভদিনে।

যথাঁ যথাঁ বুলে কাহ্ন চাহ বড়ায়ি সেই থান তবেঁ তার পাইব দরশনে।। ৫
শুণহ নাতিনী রাহী হাঁঠীবাক বল নাহিঁ কথাঁ গিআঁ চাহিবোঁ মো হরী।
মণে কৈলোঁ আনুমান তোকে উপেখিআঁ কাহ্ন গেলা দূর মথুরা নগরী।। ৬
তোর যুগতীএঁ বুঢ়ী আহ্মাক নিন্দতে ছাড়ী মুথরাক গেলা প্রাণেশ্বরে।
চরণে ধরোঁ তোহ্মা কাহ্ন দেহ একবার নহে বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে।। ৭
জাইবোঁ মথুরা নগর মোর আগে সত্য কর আর কভোঁ না ঝঙ্কায়িবী মোরে।
বারে বারে দুখ পাইলোঁ ভাগে পরাণে না মিয়লোঁ সরূপ কহিলোঁ তোহ্মারে।। ৮
হের শির কর যোগে সত্য করোঁ তোর আগে তোক দুখ না দিবোঁ মো আর।
যে আছে মোর কপালে ফলিবেক সে (২২৫/২) সি কালে তার থান জাহ একবারে[২]।। ৯
নাতিনী তোর বচনে হের মোঁ করিলো গমনে মথুরা কাহ্নের উদ্দেশে।
লাগ পাইলেঁ তার থানে করিবোঁ বড় যতনে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।। ১০

❑ **রাধার উক্তি ঃ** বড়াই, আমার কথা শোনো। এই রত্নাঙ্গুরীয় দিতেছি, হাতে পরো। আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি জগন্নাথকে আনিয়া দাও।। ১।। বড়াইর উক্তি ঃ লজ্জাহীনা রাধা, তুমি চুপ করিয়া থাকো। তাঁহাকে এখন কোথায় পাইব। পাপিষ্ঠা, এ কথা বলিতে তোমার লজ্জা হয় না? তোমার মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে একবার বলিলাম। তিনি আমার কথা রক্ষা করিয়া গেলেন।। ২।। রাধার উক্তি ঃ ওগো বড়াই, এমন নিষ্ঠুর বাক্য বলিও না। তোমার বয়স হইয়াছে। আলস্যবশত তোমার দুঃখবোধ লুপ্ত হইয়াছে। তাই তুমি রুষ্ট হইতেছ।। ৩।। বড়াইর উক্তি ঃ বাজে কথা বলিও না। রাধা, তুমি বড়ো প্রগল্‌ভা। কে তোমার সঙ্গে কথায় পারিবে? কোথায় কৃষ্ণকে পাইব সেই কথা আমাকে বলিয়া দাও। তাহা হইলে আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিয়া দিব।। ৪।। রাধার উক্তি ঃ বড়াই, তোমার এ কথা শুনিয়া আমি সুখী হইলাম। তোমার মুখচুম্বন করি। আজ আমার শুভদিন হইল। ওগো বড়াই, কৃষ্ণ যেখানে যেখানে ঘুরিয়া বেড়ান সেই সেই স্থানে সন্ধান করো। অবশ্যই তাঁহার দর্শন পাইবে।। ৫।। বড়াইর উক্তি ঃ নাতিনী রাধিকা তোমাকে বলি শোনো। কোথা গিয়া শ্রীহরির সন্ধান করিব? আমার চলিবার শক্তি নাই। অনুমান হয় কৃষ্ণ তোমাকে উপেক্ষা করিয়া সুদূর মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন।। ৬।। রাধার উক্তি ঃ বৃদ্ধা তোমার পরামর্শেই প্রাণেশ্বর আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া মথুরা গিয়াছেন। তোমার চরণে ধরিয়া বলিতেছি একবার কৃষ্ণকে আনিয়া দাও। নহিলে তোমাকে আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী করিব।। ৭।। বড়াইর উক্তি ঃ আচ্ছা, সত্য করিয়া বলো যে আর কখনো আমাকে তিরস্কার করিবে না। তাহা হইলে মথুরায় যাইতে পারি। বারংবার অনেক দুঃখভোগ করিয়াছি। প্রাণে যে মরি নাই সে আমার বড়ো ভাগ্য। এইসার কথা তোমাকে বলিলাম।। ৮।। রাধার উক্তি ঃ এই মাথায় হাত দিয়া তোমার সম্মুখে শপথ করিতেছি, তোমাকে আর কখনো দুঃখ দিব না। আমার কপালে যাহা আছে কালক্রমে তাহা ফলিবেই। তবু তুমি একবার তাঁহার কাছে যাও।। ৯।। বড়াইর উক্তি ঃ নাতিনী রাধা, তোমার কথায় কৃষ্ণের উদ্দেশে এই দেখো মথুরায় যাইতেছি। তাঁহার নাগাল পাইলে তাঁহাকে আনিবার জন্য অতিশয় যত্ন করিব।। ১০।।

---

১ 'সু' তোলাপাঠে। ❑ ২ অ। প্রঃ একবার।

....

মথুরানগরীং গত্বা জরতী মধুসূদনং। জগাদ বিরহে মগ্না রাধা তে শরণং গতা।।
ইতি শ্রোত্রশয়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরিঃ। রাধিকামন্নয়িঃশেষ[১] নাগরো পরমাক্ষরং।।

❑ বৃন্দা মথুরানগরে গিয়া মধুসূদনকে বলিল, বিরহিণী রাধা তোমার শরণার্থী। এই কথা শুনিয়া নাগর হরি রাধিকার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা বলিলেন।।

....

৪১৬. পাহাড়ীআরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

আহা। নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে।
আল। তাহার ঠাইক জাইতেঁ লাগে বড় ডরে।।
এখো গোপী ভাল নহে সব দুঠ মণে।
কেমনে বাড়ায়িব পা জাণহ আপণে।। ১
আর কিবা জাইবারে বড়ায়ি বোলহ আহ্মারে।
রাধাত লাগিআঁ কাহ্ন কিরা নাহিঁ করে।। ধ্রু
হাথত ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে।
আপণে বুইল তোহ্মে আহ্মার কারণে।।
তভোঁ আনুমতী মোক নাঁ দিলেক রাহী।
আর (২২৬/১) তার মুখ নাঁ দেখে সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।। ২
বিথর বুলিআঁ বড়ায়ি কাজ কিছু নাহীঁ
তোহ্মার বিদিত যত বুইল রাহী।।
চরণে ধরিআঁ বোলোঁ চল তোহ্মে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর।। ৩

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** রাধা বড়ই প্রগল্‌ভা। তাহাকে দেখিলে হৃৎকম্প হয়। তাহার নিকটে যাইতে ভয় লাগে। গোপীদের মধ্যে একজনও ভালো নয়। সকলেরই দুষ্ট স্বভাব। তুমি নিজেই বলো, এ অবস্থায় কেমন করিয়া যাই।। ১।। রাধার জন্য আমি কি করি নাই বলো? তথাপি আমাকে যাইবার জন্য আর কেন বলিতেছ।। ধ্রু।। আমার দগ্ধ প্রাণ শান্ত করিবার জন্য তুমি নিজে তাহার হাতে ধরিয়া বলিলে। তবু রাধা আমার প্রতি আনুকূল্য করিল না। তাই স্থির করিয়াছি আর তাহার মুখ দেখিব না।। ২।। দেখো বড়াই, বেশি কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই। রাধা যাহা বলিয়াছে তাহা তোমার অবিদিত নয়। তাই তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি গৃহে ফিরিয়া যাও।। ৩।।

---

১ অ। প্রঃ রাধিকামন্যুনিঃশেষঃ।

....

৪১৭. গুজ্জরীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত।
যাচিতেঁ উপেখহ তোহ্মে সে আমৃত।।

আর কভোঁ ধিক না বুলিব চন্দ্রাবলী।
মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী।। ১
আসুখিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে।
এবেঁ তাক তেজিতেঁ উচিত তোর নহে।। ধ্রু
মোর বোলেঁ তোহ্মে তার পাসক না আসিবেঁ।
পাছে কলি কাহ্নাঞিঁ বিরহদুখ পাইবেঁ।
ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদবাহ[১] কেহ্নে।। ২
ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী।।
যে পুণি আধম জন আন্ত (২২৬/২) রে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট।। ৩
রাধিকা থাকিলী বসি আপণার ঘরে।
তোহ্মে থাকিলা আসি মথুরা নগরে।।
আসি জাই করী মোর আকুল পরাণে।।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।। ৪

❑ **বড়াইয়ের উক্তি ঃ** হে কৃষ্ণ, তোমার চরিত্র আমি বুঝিতে পারি না। হাতে পাওয়া অমৃতকে উপেক্ষা করিতেছ কেন? বনমালী, আমার কথায় ভরসা করিয়া আইস। চন্দ্রাবলী আর কখনো তোমাকে দুর্বচন বলিবে না।। ১।। দুখিনী রাধিকা বিরহে ব্যাকুল, তাহাকে এখন ত্যাগ করা তোমার পক্ষে উচিত নয়।। ধ্রু।। আমার কথায় যদি তাহার কাছে আসিতে না চাহ তাহা হইলে পরে কিন্তু বিরহ-দুঃখ পাইবে। একদিন তাহার জন্য ভাত খাও নাই, আজ শর্করা খাইতে অনিচ্ছুক কেন।। ২।। সোনার ঘট ভাঙ্গিলেও জোড়া যায়। সজ্জনের প্রেমও তেমনই। কিন্তু যে জন অধম, যাহার অন্তর কপটতাপূর্ণ, তাহার প্রেম মাটির ঘটের সমান।। ৩।। রাধিকা আপন গৃহে বসিয়া রহিল, আর তুমি আসিয়া রহিলে মথুরা নগরে। আসা যাওয়া করিয়া আমার প্রাণান্ত হইল।। ৪।।

---

১ পাঠ-পরিচয় দ্রষ্টব্য।

....

৪১৮. বিভাষরাগঃ ।। কুডুক্কঃ ।।

শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে
জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম গুণী তারে।।
যত দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে।। ১

আগ বড়ায়ি বাহুড়ী যাহ তথী।
রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শকতী।। ধ্রু
কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত।।
এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচনতাপ না সহে মুরারী।। ২
মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস।।
বিরহে কা[১]

❑ **কৃষ্ণের উক্তি ঃ** বড়াই তোমাকে বলি, তুমি আর অনুরোধ করিও না। তাহার নাম শুনিয়া আমার আর যাইতে ইচ্ছা হয় না। সে যে আমাকে কত দুঃখ দিয়াছে তাহা ত তোমার অবিদিত নয়। আমি মনস্থির করিয়াছি আর তাহাকে দেখিব না।। ১।। ওগো বড়াই, যাও তুমি সেখানে ফিরিয়া যাও। রাধিকার জন্য আর আমাকে বলিও না ।। ধ্রু।। কাটা ঘায়ে আর কত লেবুর রস দিবে? রাধা যত কথা বলিয়াছে তাহা ত তোমার অজানা নয়। এই ধন-রত্ন-রাজ্য-ঐশ্বর্য সবই ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু দুঃসহ বাক্যজ্বালা সহ্য করিতে পারি না।। ২।। গোকুলের বাস ত্যাগ করিয়া মথুরায় আসিয়াছি। স্থির করিয়াছি কংসের বিনাশ করিব।।

---

১ পুথি অসমাপ্ত। শেষাংশ পাওয়া যায় নাই।

৪৩.৪ মূলপাঠের নানাদিক থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪৩.৪.১ কাহিনী

'রাধা-বিরহের'র পূর্ব খণ্ডের নাম 'বংশীখণ্ড'। এই খণ্ড থেকেই রাধার বিরহ-বেদনার সূত্রপাত। 'রাধাবিরহে'র মূল কাহিনীতে প্রবেশের পূর্বে কাহিনী সূত্র হিসাবে 'বংশীখণ্ডে'র কাহিনী চুম্বকাকারে তুলে ধরা হ'ল। বংশীখণ্ডে কৃষ্ম ও রাধার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটলেও দেহজ মিলন ঘটেনি। রাধার কথা কৃষ্ম রাখবে—কখনও অমান্য করবে না— এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৃষ্ম তাঁর বাঁশী রাধার হাতে সমর্পণ করে চলে যায়। এরপর দীর্ঘদিন দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাত নেই। দীর্ঘ-অদর্শনে রাধার প্রাণমন ছটফট করতে থাকে। এই বিরহ যন্ত্রণাই অপরূপ কাব্য সৌন্দর্য লাভ করেছে 'রাধাবিরহ' অংশে।

এই অংশে দেখা যায়— কৃষ্মগত প্রাণা রাধা গতানুগতিকভাবে গৃহের কাজকর্ম করে। কিছুতেই উৎসাহ নেই। দীর্ঘদিন অতিবাহিত। কৃষ্ম উধাও। রাধা স্বপ্নে প্রাণাধিক প্রিয়কে দেখে। চৈত্রমাসে শীতল বাতাস বইতে লাগলো— বসন্ত সখা কোকিলের কুহুতানে বৃন্দাবন মুখর। কৃষ্মহারা রাধার জীবনযাপন অসহ্য। রাত্রে কৃষ্ম মিলনের স্বপ্ন দেখে রাধার হৃদয় যন্ত্রণা বেড়ে যায়। বড়াই দূতীকে—কৃষ্মকে ফিরিয়ে আনবার জন্য জানায় তীব্র আকুতি।

কিন্তু পূর্বের নানা ঘটনা এনে বড়াই রাধাকে কঠোর-কঠিন ভাষায় গঞ্জনা দেয়। উদাহরণ হিসাবে কৃষ্মের দেওয়া তাম্বুল, গন্ধ চন্দন রাধা কিভাবে তাচ্ছিল্য ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে সে সব কথা বলে। কৃষ্মের কথা বলতে রাধা বড়াইকে চড় মেরেছিল। সে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ব্যঙ্গাচ্ছলে বলে যে এখন তার কিছু করার নেই। সে রাধার নতুন যৌবনকে পুঁটলি বেঁধে রাখতে বলে। স্পষ্ট ভাষায় বলে—কৃষ্ম বৃন্দাবন ছেড়ে **চলে** গেছে।

বড়াই-এর রূঢ় কথায় রাধিকা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। তার ধন-যৌবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে মনে হয়। গলা থেকে রাধা গজমুক্তার হার ছিঁড়ে ফেলতে চায়, সিঁথির সিঁদুর মুছতে চায়, বাহুর বলয় ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চায়। শুধু তাই নয় মাথা মুড়িয়ে সাগরের জলে ঝাঁপ দিতে চায়, যোগিনী সেজে দেশত্যাগী হতে চায়। বৃন্দাবনে যাবার জন্য রাধা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাঘ-ভালুক-যমুনার খরস্রোত—কোন প্রতিকূল অবস্থাই তাকে বিরত করতে পারবে না। যমুনার প্রবল স্রোতধারায় ডুবে মরলেই সে কৃষ্মকে পাবে—এই ধারণা নিয়ে তার মন অস্থির হয়ে ওঠে।

রাধা *বড়াইকে* শতপল সোনা নিয়ে কৃষ্মের অনুসন্ধানে যাবার জন্য অনুরোধ করে। রাধার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কৃষ্মের অপরূপ রূপ। কৃষ্মের কালো গায়ের রঙ, মাথার ঘোড়াচুল, গায়ের চন্দনগন্ধ, হাতের করতাল, মুখের মধুর বাঁশী, পায়ের নূপুর ইত্যাদি রাধা যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। *বড়াইকে* কর্পূর-বাসিত পান-সুপারী নিয়ে কৃষ্মের অনুসন্ধানে পাঠানোর জন্য ব্যগ্র-ব্যাকুল। শত অনুরোধ *বড়াই* প্রত্যাখ্যান করে। অজুহাত হিসাবে সে বৃদ্ধা, চলৎশক্তি নেই ইত্যাদি বলে রাধাকেই কৃষ্মের খোঁজে বের হতে বলে। রাধাকে মথুরা, গিরিগুহা ও অরণ্যে যাবার পরামর্শ দেয়। এরসঙ্গে চণ্ডীপূজা দেবার কথাও বলে। রাধার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। কৃষ্মবিরহে যত সে অস্থির হয়ে পড়ে *বড়াই* তত তাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে বলে যে, কৃষ্ম হাতজোড় করে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও রাধা তাকে যেভাবে অপমানিত করেছে, তার ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। রাধার হৃদয়যন্ত্রণাকে তীব্রতর করার জন্য বৃন্দাবনে কৃষ্ম ষোল হাজার গোপী নিয়ে রাসলীলায় মগ্ন আছে—এ সংবাদও দেয়। এ সবকিছু শোনার পর রাধার বিরহ-আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। *বড়াইকে* তার হৃদয়ের আর্তি করুণভাবে জানাতে থাকে।

রাধার শত আবেদন নিবেদন ও সীমাহীন হৃদয় বেদনায় *বড়াইর* মন কিছুটা গলে। সে রাধাকে নিয়ে কৃষ্ণের খোঁজে বের হয়। বৃন্দাবনের কদমতলায় রাধা মোহিনী বেশ ধারণ করে। কচি পাতার শয্যা রচনা করে কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকে। কিন্তু সব আশা ব্যর্থ। কৃষ্ণ এলো না। আশাহত হয়ে দুজনে বৃন্দাবনে প্রবেশ করে। দূর থেকে তারা কৃষ্ণকে গরু চরাতে দেখে। কৃষ্ণকে দেখা মাত্র রাধা জ্ঞান হারায়। *বড়াইর* সেবা শুশ্রুষায় সুস্থ হয়ে রাধা কৃষ্ণের কাছে গিয়ে পূর্ব অপরাধের জন্য্য ক্ষমাভিক্ষা চায়। সুযোগসন্ধানী কৃষ্ণ রাধাকে রূঢ় ভাষায় অপমান করে প্রত্যাখ্যান করে। তবে যাবার সময় আভাসে ইঙ্গিতে বলে যে *বড়াই* বললে সে রাধার সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে বড়াইও রাধাকে অনেক কটু কথা বলে। রাধা চোখের জলে বুক ভাসায়। সুযোগ বুঝে কৃষ্ণও স্থানত্যাগ করে।

ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে মিলন স্বপ্নে বিভোর রাধা *বড়ায়িকে* নিয়ে আবার কৃষ্ণের সন্ধানে বের হয়। কদমগাছের নিচে কৃষ্ণকে দেখে রাধা আবার জ্ঞান হারায়। *বড়াইর* যত্নে জ্ঞান ফিরে এলে রাধা বড়াইর মারফৎ বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। বিয়ের ব্যাপারে কৃষ্ণের শর্ত হ'ল — রাধাকে মনোহর বেশে আসতে হবে এবং মিষ্টিমধুর সম্ভাষণ করতে হবে। কৃষ্ণের দেওয়া শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করার পর কৃষ্ণ রাধাকে সাদরে বরণ করে নেয় এবং রাধা-কৃষ্ণের মধুর মিলন ঘটে।

মিলন শেষে ক্লান্ত রাধা কৃষ্ণের ঊরুতে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সুযোগে কংসবধের নাম করে কৃষ্ণ মথুরায় চলে যায়। তবে বিদায় মুহূর্তে বিশেষভাবে *বড়াইকে* বলে যায় সে যেন রাধাকে নিজের মতো করে দেখা শোনা করে।

ঘুম ভাঙতেই রাধা দেখে তার পাশে কৃষ্ণ নেই। শুরু হয় *বিচ্ছেদ-বেদনার যন্ত্রণা*। চোখের জলে বুক ভাসায়। আকুলভাবে বড়াইকে বারবার অনুরোধ করে কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। *বড়াই* বেদনাদগ্ধ হৃদয়কে শান্ত করার জন্য নানা ভাবে সান্ত্বনা দিতে থাকে। শেষে দুজনে বাড়ি ফিরে আসে। এরপর দীর্ঘদিন কেটে যায়। দিকে দিকে বসন্তকালের রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। রাধার যৌবন বসন অঞ্চলে ঢাকা যায় না। বর্ষাকাল এলো। প্লাবনমুখর দিনে বিরহে রাধার বুক ফেটে যায়। নিরুপায় হয়ে *বড়াইর* কাছে মিনতি জানায়। রাধার ঐকান্তিক অনুরোধে বড়াই মথুরায় যায়। কৃষ্ণকে সব কথা খুলে বলে। কৃষ্ণ খুবই রুষ্ট। রাধাকে দেখলে নাকি তার হৃদকম্প হয়। রাধা কোনোদিনই কৃষ্ণের প্রতি প্রেম-প্রীতি দেখায়নি বলে অভিযোগ করে। *বড়াইকে* বৃন্দাবনে ফিরে যেতে বলে। কৃষ্ণকে নানাভাবে বোঝানোর পর, কৃষ্ণের স্পষ্ট জবাব হ'ল সে ধন-ঐশ্বর্য ত্যাগ করতে পারে কিন্তু বাক্য জ্বালা তার সহ্যাতীত। মথুরায় তার আগমনের কারণ হিসেবে কংসবধের কথা বলে।

(এখানেই কাব্যের সমাপ্তি। পরবর্তীকালে কি ঘটেছিল তা আজও অজানা)।

৪৩.৪.২ 'রাধাবিরহ' কাহিনীর নির্যাস

১। এই অংশে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলন একবার মাত্র ঘটতে দেখা যায়।

২। রাধার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। সবসময় শ্রীকৃষ্ণ রাধার কাছ থেকে নানা অজুহাত দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। তার কাছে রাধার হৃদয় আকুল প্রেমের কোনো মূল্যই নেই। দেহজ মিলনে বাধ্য করে কামনার ক্ষুধা জাগ্রত করে যে ভূমিকা কৃষ্ণ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় চরিত্রহীনতা ও শঠতার নিদর্শন।

৩। শুধু রাধার দেহভোগের পর ঘুমন্ত অবস্থায় রাধাকে ফেলে চুপিসাড়ে চলে যাবার মুহূর্তে বড়াইকে যখন রাধাকে নিজের মতো করে দেখার জন্য অনুরোধ জানায়, তখন শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে সহানুভূতিশীল মানবিক আবেদনের দিগন্ত কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে।

৪। বড়াইর চরিত্রের বৈপরীত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

৫। সমগ্র অংশ জুড়ে রাধার মর্মযন্ত্রণারই প্রাধান্য।

৬। রাধার বিরহ-বেদনা মর্মস্পর্শী। অনন্ত প্রেমের স্পর্শে ধন্য। কোথাও অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। রাধার প্রেম ভাবনাই মুখ্য স্থান নিয়েছে।

৭। বর্ষা ও বসন্তের প্রকৃতি চিত্ররূপ পেয়েছে।

৮। প্রকৃতি চিত্রণে, প্রেম ব্যাখ্যায় ও তন্ময়-মন্ময় ভাব প্রকাশে কবির শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন আছে।

৯। গীতিকবিতার মূর্চ্ছনা আছে।

১০। কাহিনীর চেয়ে ভাবের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

১১। প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে।

৪৩.৪.৩ প্রতিটি পদের সহজ ব্যাখ্যা

'রাধাবিরহ' অংশের মুখবন্ধে 'অত রাধাবিরহঃ' — সংস্কৃত (১) পদটিতে বর্ণিত আছে যে কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধিকা কিছুদিন নিজের বাড়িতে গৃহকর্মে মগ্ন ছিল। কিন্তু হরি অর্থাৎ কৃষ্ণের দীর্ঘ বিরহে হরিণ-নয়না রাধা বৃদ্ধা (*বড়াই*) কে তার মনের কথা খুলে বলে।

পদ নং ১

বিভাষরাগঃ ।। রূপকং ।। দণ্ডকঃ।। (পত্র ১৮৯/২-১৯০/২)

দীর্ঘকাল কেটে যাওয়া সত্ত্বেও বনমালী এলো না কেন রাধা *বড়াইকে* জিজ্ঞাসা করে। কতদিন পর তাকে পাওয়া যাবে। স্বপ্নে আমি (রাধা) কৃষ্ণকে দেখেছি। চিত্ত উতলা কি করে তাকে পাওয়া যাবে? চৈত্র মাস, যৌবনভাব নিয়ে দিন কাটোনো অসহ্য। বিরহবেদনায় অন্তর জ্বলে যাচ্ছে। কদমতলায় শয়ন করে রাধার অন্তর জ্বলে যাচ্ছে। কৃষ্ণের পরিধানে নেতবস্ত্র, হাতে মোহন বাঁশী। সে যে কোথায় অন্তর্হিত হলো?

সখীর কথায় পদ্মপাতায় শুয়ে মনে হয়েছে এর চেয়ে আগুনও শীতল। কৃষ্ণ ডালা ভরে পুল পান পাঠিয়েছিল, তা রাধা হাত দিয়েও স্পর্শ করেনি। বড়াইকে চড় মারার জন্য কৃষ্ণ রেগে রাধাকে বেদনা দিচ্ছে।

রাধার *বড়াইর* প্রতি আকুল প্রার্থনা — দূতী তোর পায়ে ধরি, দেখ আমার প্রাণ যায়, জীবনরক্ষার পথ দেখাও। সকালবেলা স্নিগ্ধ বাতাস বইছে, বৃন্দাবন কোকিলের কূজনে মুখর। রাধা বলে সে সাগরে গিয়ে নিজহাতে দেহের মাংস কেটে কুমিরকে খাওয়াবে। নিজেকে ভাগ্যহীনা বলেই সে কৃষ্ণকে হারিয়েছে। আর হয়তো কৃষ্ণের সঙ্গসুখ পাবে না। পূর্বজন্মে খণ্ডব্রত করার জন্যই কৃষ্ণকে হারিয়েছে। ভণিতায় বাসলী দেবীর বন্দনা করা কবি বড়ু চণ্ডীদাস রাধার খণ্ঠে 'বনমালী এনে দাও।' —এই আর্তিকে প্রকাশ করেছেন।

(পদটিতে বড়াইর প্রতি রাধার বেদনমথিত উক্তি পাওয়া যায়)

পদ নং ২

বেলাবলী রাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

প্রথম রাতের স্বপ্নের কথা রাধা প্রাণ খুলে *বড়াইকে* বলেছে। কদমতলায় কৃষ্ম রাধাকে আদরে কোলে নিয়ে চুম্বন করে। কৃষ্মবিনা রাধার জীবন ব্যর্থ। তাই বারংবার কৃষ্মকে ফিরিয়ে আনবার জন্য বড়াইর প্রতি রাধার আকুতি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরের স্বপ্নে কৃষ্মের মধুর বাঁশী-বাজানো সুরতি চাইলে প্রত্যাখ্যান, কৃষ্মের কোলে বসা, মৃদু হাসির ছটায় মন জয় করে নেওয়া ইত্যাদি নানা চিত্র। চতুর্থ প্রহরে চুম্বন ও রাধার রতি-রস-লালসা জাগানোর কথা। কোকিলের কুহুতানে ঘুম ভাঙা।

(রাধার *বড়াইর* প্রতি উক্তি)।

পদ নং ৩

বিভাষরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি)

রাধার হৃদয় ব্যাকুল, আর্তি, কৃষ্মকে স্বপ্নে দেখা তার পঞ্চবাণ-হানা, হৃদয় দগ্ধ হওয়া ইত্যাদির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কুঞ্জ মুকুলিত, দখিনা মিষ্টি মধুর হাওয়া, মন-প্রাণ উতলা। রাধার একান্ত অনুরোধ—'দ্রুত কৃষ্মকে এনে দাও, মিলন সুখে রাত্রি কাটাই। শীঘ্র কৃষ্মকে পাবার জন্য অনিমেষ নয়নে রাধা ব্যাকুলচিত্তে পথ পানে তাকিয়ে আছে।

পদ নং ৪

ভৈরবীরাগঃ ।। একতালী।। রূপকম্বা।।

(*বড়াইর* উক্তি) রাধার প্রতি *বড়াইর* কটু কথা। রাধার মনকে পুটলী বেঁধে রাখতে বলে। *বড়ায়ি* কৃষ্মের দেওয়া তাম্বুল রাধাকে দিয়েছিল, সে তা প্রত্যাখ্যান করে। এখন কৃষ্মকে কোথায় পায়ো যাবে, তা জানে না। রাধার প্রতি একের পর এক অভিযোগ। গন্ধ চন্দন পা দিয়ে মুছে ফেলেছে, তাকে চড় মেরেছে ইত্যাদি।

কৃষ্ম বৃন্দাবন ছেড়ে বহুদূর চলে গেছে। মাথা কুটে মরলেও এখন তাকে পাওয়া যাবে না। কৃষ্মকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সেও নিরুপায়।

পদ নং ৫

ধানুষীরাগঃ ।। একতালী।।

(রাধার উক্তি) কৃষ্ম বিরহে রাধার জীবন বৃথা। সে গজমুক্তার হার ছিড়বে, সিঁথির সিঁদুর মুছবে, হাতের বালা ভাঙবে। দৈবদোষে কৃষ্মকে হারিয়েছে. মাথা মুণ্ডণ করে এমনকি বিষপানে আত্মহত্যার জন্যও রাধা প্রস্তুত। রতি-সাধ পূর্ণ না হওয়ার বেদনায় বেং কৃষ্মের বিরহে দিশেহারা।

পদ নং ৬

ভৈরবীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

(রাধার প্রতি *বড়াইর* উক্তি)

কৃষ্মের হৃদয় কঠোর কঠিন। শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে রাধার কাছে আসে না। রাধার প্রেমের জন্য শ্রীকৃষ্ম

বহু সন্তাপ পেয়েই বৃন্দাবন ছেড়েছে। তার নাগাল পাওয়া ভার। শ্রীকৃষ্ণ নানা রূপ ধরে। কোন্ চিহ্ন দ্বারা তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, সে কথা বড়াই রাধাকে জিজ্ঞাসা করে।

পদ নং ৭

কোড়ারাগঃ ।। রূপকং।। লগনী।। দণ্ডকং।।

(রাধা ও বড়াইর উক্তি প্রত্যুক্তি)

রাধা ঃ আমার জীবন রক্ষা করো। মন্মথবাণ সহ্য করতে পারছি না।

বড়াই ঃ মন্মথ ও বাণ কোথায়?

রাধা ঃ বসন্তের কোকিলের ডাকই বাণ।

বড়াই ঃ সাবধান হও, চন্দ্রালোকে শয্যা পাতো।

রাধা ঃ চন্দ্রকিরণে শয়ন করলে মদনের জ্বালা আরো বাড়ে।

বড়াই ঃ আমার কথা পছন্দ হলে দেহে শীতল চন্দন লাগাও।

রাধা ঃ চন্দনে দেহ পুড়ে যায়—আমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে চলো।

বড়াই ঃ বৃন্দাবনের বনে ভালুক আছে। সেখানে কেমন করে যাবো।

রাধা ঃ বাঘ-ভালুক আমাকে হত্যা করুক। কৃষ্ণের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নই।

বড়াই ঃ খরস্রোতা যুমনা কি করে পার হবো?

রাধা ঃ যমুনার জলে মরলেও কৃষ্ণের সঙ্গলাভ হবে।

বড়াই ঃ কৃষ্ণের আশা রাধা ত্যাগ করো।

(নাট্য-রসে এই পদটি সিক্ত)

পদ নং ৮

বিভাষরাগঃ ।। একতালী।। রূপকম্বা।। দণ্ডকঃ।।

(বড়াইর উদ্দেশ্যে রাধার উক্তি)

শতপল সোনা নিয়ে প্রাণনাথের উদ্দেশে বড়াইকে যাবার জন্য রাধার অনুরোধ। ঘোড়াচুলের অধিকারী কৃষ্ণকে গোকুলে খুঁজতে হবে। কৃষ্ণের গায়ে সুগন্ধি চন্দন, অধরে মধুর বাঁশী। শীতবস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা শেষে রাধা বড়াইকে সন্ধানের পথ বলতে গিয়ে বসুদেবের বাড়ি, যশোদার কোলে, যমুনার তীরে, শিশুদের মাঝে, নারদমুনির কাছে, গোপগণের কাছে, নিধুবনে, সাগরের ঘরে যাবার জন্য অনুরোধ করেছে। এসব স্থানে না পেলে জনগণের কাছে কৃষ্ণের সন্ধান নিতে বলেছে। রাধার আশা বড়াইর কথায় কৃষ্ণ তার কাছে ফিরে আসবে।

পদ নং ৯

ভৈরবীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ।।

(বড়াইর উক্তি) রাধার শত অনুরোধের উত্তরে বড়াই বলেছে, সে অতিবৃদ্ধ দেহে শক্তি নেই। সে রাধাকেই সন্ধানে যেতে বলে। কৃষ্ণের দেখা পেলে সে যেন তার পায়ে ধরে। মথুরা, নানা পর্বত, গিরি-গুহায়, বনে-জঙ্গলে

তার খোঁজ করতে হবে। চণ্ডী দেবীর পূজা করতেও বলে। মথুরায় কৃষ্ণের দেখা পেলে রাধা যেন তার সঙ্গ না ছাড়ে সেকথাও বলে।

পদ নং ১০

মালবরাগঃ ।। একতালী।।

(বড়াইর উদ্দেশ্যে রাধার বক্তব্য)

রাধার দৈ, দুধের ভাঁড় সাজিয়ে মথুরায় যাবে। এসব বেচার মধ্যেই কৃষ্ণের দেখা পাওয়া যাবে। মথুরায় যাবার জন্য তার প্রাণ কাঁদে। কৃষ্ণকে দেখবার সাধ জাগে। কৃষ্ণের দেখা পেলে আর তাকে ছাড়বে না। নিজেকে বকুল ফুলের মালা, হীরের ঝালর দেওয়া কুণ্ডল ইত্যাদিতে সাজিয়েছে। যোগীর মতো কৃষ্ণের ধ্যানে মগ্না। বড়াইর সব কথা শুনবে। আগে বুদ্ধি দোষে যা করেছে তার জন্য রাধা অনুতপ্ত।

পদ নং ১১

ভাঠিয়ালী রাগঃ ।। লঘুশেখরঃ।।

(রাধার উক্তি) চক্রপাণি যেদিকে সেদিকে কি বসন্ত অজ্ঞাত? তার মনে বিরহের দাহ। আমের শাখার মুকুলে ভরে গেছে, চারদিকে ভ্রমরের গুঞ্জন, ডালে ডালে কোকিলের কূজন—এসবই বজ্রাঘাত মনে হয়। দেহ-মন দিয়ে কৃষ্ণকে আলিঙ্গানের জন্য রাধা প্রস্তুত। এতেও যদি তাকে না পাওয়া যায় তবে রাধার প্রাণ চলে যাবে। শেষে নিজের বুদ্ধিদোষের কথা বলেছে।

পদ নং ১২

ধানুষীরাগঃ ।। যতি।।

(বড়াইর উক্তি কৃষ্ম অপমানিত হয়েই রাধাকে ত্যাগ করেছে। শুরু হয়েছে বিরহের জ্বালা। চক্রপাণিকে কোথায় সে পাবে? ষোল হাজার গোপীদের নিয়ে কৃষ্ম রসমগ্ন রয়েছে। রাধাকে বৃন্দাবনে যাবার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। সেখানে তার দেখা পাওয়া যাবে এবং কৃষ্মও রাধার সঙ্গে কথা বলবে।

পদ নং ১৩

ললিতরাগঃ ।। একতালী।।

পদটির পূর্বে দু'চরণের সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ হল'—অনঙ্গশরে অভিমন্যু পত্নীর (রাধা) দেহ কৃশ। (সে) তীব্র মনোবেদনাদগ্ধ নিরানন্দ মন নিয়ে দীর্ঘদিন হরিচিন্তা শেষে বৃদ্ধা (বড়াই) কে বললো—

(রাধার উক্তি) কৃষ্ণের পরিবর্তে সে জীবনে আর কিছু চায় না। কাউকে সে মানে না। দুঃসময় জীবন-হ্রদে ঝাঁপ দিয়েছে কিন্তু সে হ্রদের জল শুকিয়ে গেছে। সে বড়ো অভাগিনী। গুপ্ত প্রেমকে সে প্রকাশ করেছে স্বামী, ননদ ও গোপীদের কত না আঘাত। শুধু কৃষ্মপ্রেমের জন্য রাধা সব সহ্য করেছে।

পদ নং ১৪

বঙ্গালরাগঃ ।। রূপকং।।

(রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি) হায়-হায় গোপকন্যা যেন দুঃখ না করে। কৃষ্মকে শীঘ্রই পাবে। রাধার চাঁদের মতো মুখকে ম্লান করতে নিষেধ করেছে। মনে ভরসা রাখতে বলেছে। বৃন্দাবনে যাবার সাথী হতে চেয়েছে। দুজনে

মিলে কুঞ্জে কুঞ্জে কৃষ্ম খুঁজে বেড়াবে। কৃষ্মের জীবনের খুঁটিনাটি সব বড়াই রাধার কাছে জানতে চায়। বৃন্দাবনের জল-স্থল এক কথায় সর্বত্র অনুসন্ধান করা হবে। শ্রীকৃষ্মকে পাওয়া যাবেই।

পদ নং ১৫

ললিতরাগঃ ।। একতালী।।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, সোনার রঙের কেশদাম সজ্জিত, মেঘের ছটার মতো নীল দেহ, কপালে চন্দনের ফোঁটা—কৃষ্মকে দেখে মনে হয় যেন পূর্ণচন্দ্র। দিশেহারা রাধা-দূতীকে কৃষ্ম কোন্ পথে কিভাবে হেসে, নেচে, গেয়ে বাঁশি বাজিয়ে গেছে জিজ্ঞাসা করে। রাধার মনোমন্দিরে শ্রীকৃষ্মের নীলোৎপলের মতো নয়ন, মানিকের মতো দাঁত, পদ্মফুলের মতো মুখ ইত্যাদি ভেসে উঠেছে। ভাব দৃষ্টিতে দেখা শ্রীকৃষ্ম অন্তর্হিত হতেই অভাগিনী রাধার বুক ভাঙা আর্তনাদ। কৃষ্মকে ফিরে পাবার জন্য বড়াইর বুদ্ধির উপরই এখন একমাত্র ভরসা।

পদ নং ১৬

কেদাররাগঃ ।। রূপকং।।

(রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি) প্রাণসম আদরের নাতনী রাধাকে বড়ায়ি সত্য কথা তুলে ধরে বলে—শ্রীকৃষ্ম কদমতলায় আসে, মাঠে গরু চরায়, যমুনার তীরে থাকে। সেখানে গেলে কৃষ্মের দেখা পাওয়া যাবে। রাতদিন কৃষ্ম নানা ফুল চয়ন করে, ফল খায়। গোপীদের নিয়ে নিধুবনে ক্রীড়া করে। সেখানেও তার দেখা পাওয়া যাবে। মন দৃঢ় করে যাত্রা করতে বলে। মনের আনন্দে কদমতলায় যাবার জন্য রাধাকে বড়াই নির্দেশ দেয়।

পদ নং ১৭

ধানুষীরাগঃ ।। একতালী।।

(বড়ুই চণ্ডীদাসের বর্ণনা) বড়াইর নির্দেশে রাধা কদমতলায় গিয়ে নব কিশলয়ে শয্যা পেতে, অগরুচন্দন গায়ে মেখে, দু' চোখে কাজল পরে, ফুলের মালায় কেশপাশ সজ্জিত করে, সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করে, ভৃঙ্গার জলপূর্ণ করে, বাটাভরা কর্পূর পান নিয়ে অপেক্ষমানা। হাওয়ায় গাছ দুলছে। রাধা এই গাছকেই কৃষ্ম মনে করছে। কিন্তু আশাহত হয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বড়াইর কাছে আশ্বাসবাণী শুনতে চায়। সুদীর্ঘ অপেক্ষা করেও কৃষ্মকে দৈব দোষে পেলো না।

পদ নং ১৮

পাহাড়ীআ রাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(পাদ আরম্ভের পূর্বে দু'চরণের সংস্কৃত শ্লোক)

নির্দিষ্ট কদমতলায় দীর্ঘসময় কাটিয়ে
মদন আগুনে অনুতপ্ত রাধার বিলাপ

(রাধার স্বগতোক্তি) দিনের সূর্য তাকে পুড়িয়ে মারছে, রাতের চাঁদ তাকে দুঃখ দিচ্ছে। এ প্রাণ ধারণ অসহ্য। শীতল চন্দন গায়ে মেখেও বিরহ আগুন দূর হয় না। রাধার হৃদয়ভেদী আক্ষেপ—ও বড়াই, পৃথিবী চৌচির হোক, আমি তার ভিতরে গিয়ে লুকোই। বড়াইকে আশাভঙ্গের জন্য অভিসম্পাত করে। সব আশা ছেড়ে রাধা মৃত্যুর

প্রহর গোণে। ক্ষণিকের সুখের জন্য দীর্ঘ বিরহজ্বালা জীবনসাথী হলো। দেহ মন পূর্ণ সঁপে দিতে না পারার অন্তর জ্বালায় রাধার প্রশ্ন—‘আমার যৌবন ও ধনরত্নে কি হবে? গৃহবাসে কি হবে? আশাহীন জীবনে যোগিনী হয়ে রাধা ঘুরে বেড়াতে চায়?

পদ নং ১৯

মল্লাররাগঃ ।। রূপকং।।

(রাধার উক্তি) মেঘান্ধকার ভীষণ রাত্রি। রাধা একাকী কদমতলায় বসে চোখের জলে বুক ভাসায়। কৃষ্ণকে সে দেখতে না পেয়ে বলে—‘হে মেদিনী, বিদীর্ণ হও, আমি প্রবেশ করে লুকোই। তার মন কৃষ্ণের জন্য সব সময় কাঁদছে। ভ্রমর-ভ্রমরীর গুঞ্জন, কোকিলের কূজন রাধার কাছে যমদূতের মতো মনে হচ্ছে। এই দুঃখের দিন কবে শেষ হবে? আশার প্রদীপ জ্বেলে বনে বনে ঘুরেও প্রত্যাশা পূর্ণ হলো না। উন্নত যৌবন দিনে দিনে শেষ হয়ে যাচ্ছে। দিকে দিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য ডালি আকুল কণ্ঠে বড়াইর প্রতি রাধার অনুরোধ, বড়াই গো, শীঘ্র নন্দের নন্দনকে ফিরিয়ে আনো।’

পদ নং ২০

কহুরাগঃ ।। যতিঃ।।

(রাধার উক্তি) বনমালীর উদ্দেশ্যে রাধার খেদোক্তি—‘হে বনমালী, বালিকা বয়সে, তুমি আমার বিরহে ব্যাকুল হয়েছিলে, তোমার ফুলদান গ্রহণ করিনি, দূতীকে মেরেছি, আমার সেই দোষ খণ্ডন করো, হে মদনমূরতি।’ কদমতলার সব দোষকে খণ্ডন করতে বলেছে। অহঙ্কারকে ভুলে যেতে বলেছে। নৌকো পারাপারের সময়, ভারবহনের সময়, জল নিয়ে যাবার সময় যে যে দোষ রাধা করেছে, সেগুলি খণ্ডন করার অনুরোধ জানিয়েছে। অভিমান দূরে রেখে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণকে রাধা প্রাণরক্ষা করতে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানিয়েছে। তার শেষ অনুরোধ —আমাকে উপেক্ষা করো না নন্দের নন্দন।

পদ নং ২১

বেলাবলীরাগঃ ।। যতি।।

(পদের আরম্ভে সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ)

মদনজ্বরে আক্রান্ত হয়ে, বন-বনান্তরে কৃষ্ণকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে রাধা বড়াইকে বলে।)

মূলপদে—(বড়াইর উদ্দেশে রাধার উক্তি।)

প্রভু জগন্নাথ যে কথাগুলি রাধাকে বলেছিল রাধা তা শোনেনি, আজ সব বুঝতে পেরে শতদুঃখ পাচ্ছে। ব্যাকুলভাবে বড়াইকে বলে—‘ওগো বড়াই, কৃষ্ণকে বলো—আমি তার মুরতি প্রার্থনা করি। নাবালিকা আর নেই—রাধা এখন পূর্ণ যুবতী। বারবার তার মানসপটে কৃষ্ণের চাঁদের মতো মূর্তি, পদ্মের মতো চোখের কথা মনে পড়ছে। অন্য যুবতীর সঙ্গে হয়তো কৃষ্ণ বিভোর। এসবই রাধার কপালের দোষ। বালক গোপাল তাকে দয়া করলো না। কৃষ্ণের উদ্দেশে আজ রাধা দিশেহারা।

পদ নং ২২

কহুরাগঃ ।। লঘুশেখরঃ ।।

(পাদের মুখবন্ধে সংস্কৃত ভাষায় লেখা দু'চরণের বঙ্গানুবাদ) আজ আনন্দিত গোবিন্দ আমার সঙ্গে প্রমোদবিহার করেছেন। হে বৃন্ধা, তাকে কিভাবে প্রণাম নিবেদন করবো বলো।)

(রাধার উক্তি বড়াইকে) রাধা স্বপ্ন দেখেছে শ্রীকৃষ্ণ এসেছে। সে বাহুবন্ধনে তাকে বাঁধে। গোবিন্দের বাঁশির সুর তার প্রাণহরণ করেছিল। তার দেহ নীল আকাশের শোভা। কৃষ্ণহারা রাধার প্রাণ আকুল। কৃষ্ণের প্রীতিকথায় সে বিভোর। নানা ফুলের বিছানায় কৃষ্ণের কোলে রাধা শয়ন করলো। ঘুম ভেঙ্গে গেল—গোটা রাত বৃথা গেল। কৃষ্ণের প্রেমেই নারীর জীবন ধন্য।

পদ নং ২৩

মালবরাগঃ ।। প্রকীন্নকং।। চিত্রকঃ।। লগনী।। রূপকং।। দণ্ডকঃ।।

(বড়াই ও রাধার উক্তি প্রত্যুক্তি এবং শেষে কবির বিবৃতি।)

বড়াই আদরের নাতনীকে তার কথা শুনতে বলেছে। সকালে কৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে চলে গেছে। মনে হয় বনের ভেতরে গেছে। সেখানে গিয়ে খুঁজতে হবে। ভয়ের কিছু নেই। প্রতি উত্তরে রাধা বড়াইকে বুদ্ধিহীনা বলে বৃন্দাবনে যাবার জন্য আকুল। সেখানে অবশ্যই কৃষ্ণকে পাবে।

কবির বিবৃতিতে দেখা যায় বড়াই রাধার কথায় বৃন্দাবন যায় এবং রাধাকে এগিয়ে যেতে বলে এবং তাকেই খুঁজতে বলে। কারণ তাহলেই কৃষ্ণ তার সঙ্গে মিলিত হবে।

কবির বিবৃতিতে দেখা যায় আনন্দচিত্তে রাধা বৃন্দাবন যায়। সেখানে মদনরসে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। তার চোখে মুখে জল দিয়ে বড়াই তাকে সুস্থ করে তোলে। চেতনা পেয়ে রাধা বলতে শুরু করে নানা কথা।

পদ নং ২৪

বিভাষরাগঃ ।। দণ্ডক।। একতালী।। রূপকস্বা।।

(কৃষ্ণকে রাধা কথাগুলি বলেছে) কৃষ্ণ রাধাপ্রেমে উদ্বেলিত হয়েছিল। সে সময় রাধা বালিকা। কৃষ্ণের পাঠানো পান-ফুল নেয়নি। তার দূতীকে চড় মেরেছিল।

পূর্বের এসব দোষ ক্ষমা করতে বলেছে। কদমতলায় যে দুঃখ দিয়ে ছিলেন তার অপরাধও মার্জনা করতে বলেছে। অহংকারে না বুঝে অনেক দোষ করেছে। গদাধর তা যেন খণ্ডন করে। নৌকোতে নদী পার হবার সময়, ভার বহাতে গিয়ে, জল আনতে গিয়ে যে সব দোষ করেছে তাও ভুলে গিয়ে খণ্ডন করার জন্য বারবার অনুরোধ জানিয়েছে। শেষে সব অভিমান ভুলে আলিঙ্গন করে প্রাণরক্ষার আবেদন জানিয়েছে।

পদ নং ২৫

ললিতরাগঃ ।। রূপকং।।

(কৃষ্ণের উক্তি) ঃ দই রাধা বিক্রি করতে গেলে কৃষ্ণ তাকে অনেক অনুরোধ করেছে—সেসব কি রাধা ভুলে গেছে? যমুনা পারাপার, দই এর ভারবহন ইত্যাদি করেও রাধাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। যৌবন গর্বে সে আঘাতের পর আঘাত করেছে। যার জন্য রাধার মুখও দেখতে সে চায় না। বড় ঘরের বৌ হয়ে কেন সে কৃষ্ণের ভজনা করতে এসেছে? রাধার বিগত কাজের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। ঘরে গিয়ে স্বামীকে সেবা কর। অনুনয়ের দরকার নেই। কৃষ্ণ বৃন্দাবন যাচ্ছে. রাধার যৌবনকে কৃষ্ণ তুচ্ছ মনে করে। একথা জেনে রাধা যেন ঘরে ফিরে যায়।

পদ নং ২৬

বিভাষকহূরাগঃ ।। একতালী।।

(কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি) কৃষ্ণ ত্রিভুবনের অধিকারী। সে হিরণ্যকসিপুকে হত্যা করেছে। কংসবধের জন্য গোকুলে এসেছে। মধুসূদন যেন তাকে সঙ্গে নেয়। নানা রতি দিয়ে রাধার হৃদয় জয় করতে ব্যাকুল করতে বলেছে। অনেক কষ্টে দেখা পেয়েছে। কৃষ্ণ ছাড়া তার জীবন-যৌবন ব্যর্থ। এসব ভেবে কদমতলায় রাত্রিযাপন করেও আশাহত হয়েছে। অপরিণত বয়সের কর্মের জন্য রাধা অনুতপ্ত। বিরহের আগুন তার অন্তর পুড়ে যাচ্চে। 'হে কৃষ্ণ, জোড় হাতে প্রার্থনা করছি—আমার সব দোষ খণ্ডন করো।'

পদ নং ২৭

ললিতরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(কৃষ্ণের উত্তরদান) লোকে অপবাদ দেবে তাই রাধা যেন কৃষ্ণের কাছে না আসে। ভাগ্নেকে অবৈধপ্রেম নিবেদনে কলিযুগের চিহ্ন আছে। কৃষ্ণ পরনারী হরণ করে না। সামাজিক সম্পর্ক অনুযায়ী রাধার সঙ্গে তার মিলন ঠিক নয়। তার সঙ্গে রঙ্গরস (ধামালী) করতে নিষেধ করেছে। সতীত্বের দোহাই দিয়ে গজমতিহার ফিরিয়ে দিয়েছিল রাধা। সতীত্বের বড়াই করেছিল। তাই কৃষ্ণের ব্যঙ্গোক্তি—'তোমার নূতন যৌবন পুঁটলি বেঁধে রাখো।' নিজের বংশ পরিচয় দিয়ে কৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করার কথা বলেছে।

পদ নং ২৮

গুজ্জরীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি) রাধাকে ত্যাগ করার কারণ সম্পর্কে প্রশ্নবাণে কৃষ্ণকে জর্জরিত করে নিজের কথা বলতে গিয়ে রাধা কিভাবে পঞ্চশরে বিদ্ধ হয়েছে সেকথা বলে। নিষ্ঠুর কৃষ্ণকে দয়া করতে বলেছে। আত্মীয়স্বজন নয়, কৃষ্ণই তার একমাত্র গতি। অতি যত্নে সজ্জিত হয়ে সে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সন্ধানে এসেছে। সে কৃষ্ণের যোগ্যা। রাধা আলিঙ্গন করে। তার যৌবন যেন নিষ্ফল না হয়।

পদ নং ২৯

মল্লাররাগঃ ।। রূপকং।।

(কৃষ্ণের উত্তর) মনকে ঊর্ধে স্থাপন করে কৃষ্ণ দিনরাত যোগধ্যান করে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছে তাই সুন্দরী রাধিকাকে দূরে থাকতে বলেছে। কৃষ্ণ অন্য জগতের অধিবাসী, তাকে পাবার মিথ্যা লোভ যেন না করে। যোগমার্গে পৌঁছে জ্ঞানবাণের দ্বারা সে মদনবাণকে ছিন্ন করেছে। রাধার যৌবনে সে আর ভোলে না। কৃষ্ণের দেহ এখন বিকারশূন্য। সমস্ত সংসার তার কাছে অসার মনে হয়।

কবির বক্তব্য ঃ নাগরশ্রেষ্ঠ দেবচক্রপাণি রাধাকে নিষ্ঠুর বাক্য বলে ধ্যানে মগ্ন হ'ল।

পদ নং ৩০

বঙ্গালবরাড়ী (রাগঃ) রূপকং

(প্রথম দু'চরণ সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ) দীর্ঘক্ষণ মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের অমধুর কথাবার্তা শুনে জগৎ মনোরমা রাধা করুণ সুরে কথাগুলি বলে।)

(রাধার করুণ উক্তি) সে দুঃখিনী বালিকা। মল্লিকা ফুলের মতো কোমল। মদনবাণে বিদ্ধ করে কৃষ্ম যেন তাকে না মারে। পায়ে ধরে নারীবধের পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কৃষ্মকে তার দশা দেখবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। কৃষ্মের ধ্যানই তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। অভাগিনী রাধা সারারাত কৃষ্মের প্রেমের জন্য জেগে কাটিয়েছে। অভাগী অনেক কষ্টে কৃষ্মের দেখা পেয়েছে—এ যেন গত জন্মের পুণ্যের ফল। তার প্রতি কৃষ্ম যেন সদয় হয়। আলিঙ্গন দান করে জীবনরক্ষা করে।

পদ নং ৩১

ভৈরবীরাগঃ ।। রূপকং।। যতির্ব্বা।।

(কৃষ্মের রাধার প্রতি উক্তি) নিজেকে রঘুবংশ প্রধান শ্রীরাম বলে পরিচয় দিয়ে রাবণ বধের কাহিনী কৃষ্ম বলে। বংশগৌরব অনুসারেই পরস্ত্রী সে গ্রহণ করে না। পাপকর্মের নিবারক কর্তা কৃষ্ম, অপর দিকে নির্লজ্জ রাধিকা। তাকে কৃষ্মের আশা ছেড়ে বাড়ি চলে যেতে বলেছে।

পদ নং ৩২

শ্রীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(কৃষ্মের প্রতি রাধার উক্তি) নানা তপস্যার ফলেই রাধা শ্রীকৃষ্মকে পেয়েছে। তাই সে ঘরে ফিরে যাবে না। যোগিনী হয়ে কৃষ্মের সেবায় রত থাকবে। বিরহের আগুনে দগ্ধ রাধা কৃষ্মকে প্রাণে না মারার জন্য অনুরোধ করেছে। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কৃষ্মধ্যানে রাধা মগ্না। সে কৃষ্ম ভক্ত অনাথ নারী। একদিন তার প্রতিই ছিল কৃষ্মের একান্ত অনুরাগ। আজ কোন্ লজ্জায় তাকে ঘরে ফিরে যেতে বলছে।

পদ নং ৩৩

ললিতরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(কৃষ্মের উক্তি) যৌবনে হৃদিচাঞ্চল্যের কথা বলে বর্তমানে মনকে নিবৃত্ত করে কৃষ্ম পাপমুক্ত। কৃষ্ম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি যুগের নিরঞ্জন কায়াধারী। তাকে কামবাণে আকুল হয়ে চাওয়া বৃথা আশা। বিগত দিনের দুর্ব্যবহার কৃষ্ম ভোলেনি। তাই রূঢ়ভাবেই কৃষ্মের কাছ থেকে সে যেন সরে যায়। কৃষ্মের আশা ত্যাগ করে রাধাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেছে।

পদ নং ৩৪

কহূরাগঃ ।। রূপকং।। লগনী।।

(নাট্যরসে ভরা রাধা-কৃষ্মের উক্তি-প্রত্যুক্তি)

রাধা ঃ হে-কৃষ্ম, নাবালিকা অবস্থায় আলিঙ্গন জানতাম না। শরীর জীর্ণ হচ্ছে। দিন-রাত একাকার। তোমাকে ছাড়া গতি নেই। কৃষ্ম আমাকে আদেশ করো।

কৃষ্ম ঃ আমার পিতা বাসুদেব—গোকুলে ঘর। গোপজনেরা আমাকে ভালভাবে জানে। তারা সব শুনলে লজ্জা পাবে। তোমাকে প্রয়োজন নেই। অকারণে আমার কাছে এসেছ।

রাধা ঃ স্ত্রীজাতি নিকৃষ্ট। তাদের নানা দোষ। তাই রাগ করা ঠিক নয়। তোমার বিরহে আমার প্রাণমন আকুল। নিষ্ঠুর হয়ো না।

কৃষ্ণ ঃ সতী সব শুনলাম। পাপ-পুণ্যের কথা শোনো। পুণ্যে স্বর্গলাভ আর পাপে নরকবাস।

রাধা ঃ তুমি দেবকীর পুত্র। কংসের শত্রু। গোপীর কাছে বাল-চন্দ্র। আমি বিরহিনী নারী। তোমাকে ছাড়া আমার গতি নেই।

কৃষ্ণ ঃ চন্দ্রাবলী, আমি দেববনমালী। আমার মা যশোদা, মামা আইহন, তুমি আমার মামী।

রাধা ঃ আমাকে নিরাশার কথা শুনিও না। আমাকে কাছে ডেকে নাও। তুমি আমার পতি শ্রীনিবাস। অনেক পুণ্যফলে তোমার চরণ-ভজনার সুযোগ পেয়েছি।

পদ নং ৩৫

শ্রীরাগঃ ।। রূপকং।।

(রাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি) বিগত দিনের যমুনা পারাপার, দধিভার বহন, দুঃসহ মদনবাণের কথা মনে পড়ে। রাজ্য জুড়ে কলঙ্ক। এতদিনে রাধা-বিরহের কথা জানছে। যৌবনগর্বে সে কৃষ্ণকে চিনতে চায়নি। সে এখন রাধার মুখদর্শন করবে না। রাধার জন্য সে মহাদানী হয়েছে। কিন্তু সে রতির জন্যও কুমতি হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এখন ধর্মবন্ধ। রাধার প্রতি তার কোনো অনুরাগ নেই।

পদ নং ৩৬

রামগিরীরাগঃ ।। আঠতালা।।

(কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি) 'হে কৃষ্ণ, কোন্ অপরাধে আমাকে ত্যাগ করছো?' যৌবন উদ্ভিন্ন লগ্নে তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়। সীতার দুঃখকাহিনী তুলে ধরে স্বপ্নে, জ্ঞানে, মনে দিনরাত বসে রাধা কৃষ্ণধ্যানে মগ্না। কৃষ্ণের জন্য রাধার প্রাণ যায়। সে মদনে ব্যাকুল। তাই আকুলপ্রার্থনা—হে হরি প্রাণ রক্ষা করো। একবার তুমি আমি বৃন্দাবনে যাই।'

পদ নং ৩৭

ধানুষীরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(রাধার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি) অতীতের কথা তুলে ধরে রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেম টুটেছে। তার কাছ থেকে মন সরে গেছে বলে। রাধাকে স্থান পরিত্যাগ করে বাড়ি চলে যেতে বলেছে. নিজের বংশপরিচয় দিয়ে পুরুষের প্রেমের দিক তুলে ধরে যমুনার তীরে ব্যর্থ আশার কথা, লোকের উপহাসের কথা বলে স্পষ্টভাবে বলে—'তোমাতে মন নিবারণ করলাম। আমার আশা ছেড়ে দাও।'

পদ নং ৩৮

ললিত রাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ ।।

(কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি) বসন্তকালের প্রাণ মাতানো পরিবেশে রাধার আক্ষেপ—'এই নবযৌবন কি করে প্রাণ পাবে? কৃষ্ণ মিলনে দেহ আকুল। তাকে ত্যাগ করা কৃষ্ণের উচিত নয়।'

সে নিজেকে মাতুলানী পরিচয় দিতে চায় না। সে কৃষ্ণের প্রেমিকা—সবাই তা জানে। অতীত ভুলে গিয়ে যৌবনে সে বুঝেছে কৃষ্ণ ছাড়া গতি নেই। তাকে ত্যাগ করলে সাগরের জলে দেহত্যাগ করবে। কিংবা বিষ খেয়ে

মরবে। গদাধর যেন তাকে দয়া করে। তা না হলে নারীবধের অপবাদ তাকে বহন করতে হবে। রাধার বিনীত নিবেদন ‘হে কৃষ্ম, আমার সব ধর্ম নষ্ট হলো। এখন প্রতিজ্ঞা করছি, কখনো তোমাকে বঞ্চনা করবো না।’

পদ নং ৩৯

দেশবরাড়ী রাগঃ ।। লঘুশেখরঃ।।

(রাধার প্রতি কৃষ্মের উক্তি) অতীত রাধাকে কৃষ্ম কত মিনতি করেছে অথচ রাধা বাপ-মাকে গালি দিল। রাধার মায়ার ফাঁদে কৃষ্ম পা দেবে না। পাপের দ্বারা কোনো কাজ সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্ম চিন্তা করে কৃষ্ম দেহকে শুদ্ধ করেছে। যোগধ্যানে মগ্ন। সে আর রাধার প্রেমে ভুলবে না। তাই সে যেন তার আশা ত্যাগ করে।

পদ নং ৪০

শ্রীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(কৃষ্মের প্রতি রাধার উক্তি) তিন ভুবন কৃষ্মের অধিকারে। মৃত রাধাকে মেরে তার কি লাভ? দুর্মতি বলে সে কৃষ্মের কথা শোনেনি। তার উচিত ফল পেয়েছে। তবে কৃষ্মের প্রেমে সে গর্বিতা। পূর্বে জানলে যশোদার কাছে সব খুলে বলতেন না। বিরহজ্বালা আর সহ্য হয় না. তাই এর জন্য প্রতিকার প্রার্থনা করে বিরহ জ্বালা ঘোচানোর জন্য রাধিকা করুণ আবেদন করেছে—‘তোমার প্রসাদে বিরহ ঘুচে যাক। কটাক্ষ করেও আমাকে আশা দাও।’

পদ নং ৪১

দেশাগরাগঃ ।। লঘুশেখরঃ।।

(রাধার প্রতি কৃষ্মের উক্তি) ভ্রমরে গুঞ্জন, কোকিলের কুহুতানে বন-প্রান্তর মুখরিত। রাধার প্রাণ মদনবাণে ক্ষত-বিক্ষত নারী বধের ভয় কেন? ‘কৃষ্ম নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করো।’ রাধার কাছে কৃষ্ম প্রাণস্বরূপ জগন্নাথ। কৃষ্মহারা রাধিকার জীবন বৃথা। দয়া করে সে যেন রাধাকে কুঞ্জবনে নিয়ে যায়। সে দয়াভিক্ষা চায়। শেষ নিবেদন—‘হে শ্রীনিবাস, আমাকে মেরো না।’

পদ নং ৪২

ধানুষীরাগঃ ।। ক্রীড়ঃ।।

(রাধার প্রতি কৃষ্মের উক্তি) অতীতের কথা বলে কৃষ্ম রাধাকে ছলনাময়ী, চতুরা, রঙ্গিনী, মায়াবিনী ইত্যাদি বলেছে। প্রিয় বলেও রাধা তাকে দয়া করেনি। তার দেওয়া পান ফুল প্রত্যাখ্যান করেছে। রাধা কথা রাখেনি। বড়াইকে মেরেছে। এখন বড়াইর আদেশ মতো কৃষ্ম রাধার কাছে যাবে, অন্যথার মিলন সম্ভব নয়।

(কবির বিবৃতি) শেষ কথা বলে কৃষ্ম নীরব হয়।

পদ নং ৪৩

কোড়া - (২১২/১) রাগঃ ।। ক্রীড়া

(পদের প্রারম্ভিক সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ)

কৃষ্মের কথা শুনে রাধা বড়াইর কাছে গিয়ে যাতে নিজের প্রাণরক্ষা করতে পারে এমন কথা বললো।

মূল পদে (বড়াইর উদ্দেশে রাধার মনের কথা ব্যক্ত) -

অন্ধকার রাত। রাধার পাশে কৃষ্ম নেই। রাধা বিরহে ব্যাকুল হয়ে কৃষ্মকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাতের স্বপ্ন বৃত্তান্ত তুলে ধরে রাধা বলে— 'কৃষ্মকে কোলে করে শুয়েছি। জেগে দেখলাম বালগোপাল নেই।' তার জীবন-যৌবন ব্যর্থ। রাধা নিরাশ্রয়ের চিত্র একে একে তুলে ধরে কৃষ্মকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গানের কথা বলে। অমূল্যরত্ন নিয়ে 'কৃষ্মকে একবার আমার কাছে এনে দাও'। বড়াইর পা ধরে এই মিনতি করেছে রাধা। তা না হলে তার বেঁচে থাকা দায় হবে।

পদ নং ৪৪

গুজ্জরীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি) অতীতের কথা বলে বড়াই এখন বৃদ্ধ বলহীন, চলতে পারে না তার পক্ষে কৃষ্মকে খুঁজে আনা সম্ভব নয়। রাধাকে সে বলে, 'এখন ঘর ছেড়ে যাও। আমাকে অনুরোধ করো না।' কৃষ্ম রাধার প্রতি রুষ্ট হয়েছে। এজন্মে সে আর তার কাছে আসবে না। কৃষ্মকে ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা কৃষ্ম অন্য নারীর পাশে রঙ্গরসে মেতে আছে, সে কথা বলে।

পদ নং ৪৫

রামগিরীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) অপরিণত বয়সে শ্রীকৃষ্মকে অপমানের কথাগুলি একে একে তুলে ধরে রাধার মন এখন বালগোপালে মজেছে। তাই বড়াইকে শুভযাত্রা করে কৃষ্মের কাছে শীঘ্র যেতে বলেছে। রাত-দিন কৃষ্মের জন্য তার মন উতলা। রাধা নিজেকে হতভাগিনী মনে করে নিজের কাজের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে। চন্দ্র-সূর্যকে সাক্ষী রেখে রাধা তার রূপ যৌবনকে কৃষ্মের জন্য গচ্ছিত রাখলো। কৃষ্মের বাঁশি শুনে, কোকিল কূজন মুহূর্তে দখিনা বাতাস রাধার দেহে আগুন জ্বালে। সে লজ্জাকে এক পাশে রেখে শ্রীনিবাসের আশ্রয় নিল তার শেষ অনুরোধ —'এখন কৃষ্মকে এনে দাও।'

পদ নং ৪৬

ধানুষীরাগঃ ।। একতালী।।

(রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি) অহংকারে রাধা কৃষ্মকে তুচ্ছ করতে পারেনি। সে বুদ্ধিহীনা, ভবিষ্যৎ চিন্তা নেই। রাধার প্রতি কৃষ্মের প্রচণ্ড ক্ষোভ। বড়াই কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কৃষ্ম সবিনয়ে কতবার বড়াইকে পাঠিয়েছে, কিন্তু রাধা তার কোনো সম্মান দেয়নি। ছলে বলে কি করে আর তুষ্ট করা যায়? কৃষ্ম অত্যন্ত চালাক। 'তুমি আমার প্রাণ, নাতনী, তোর দুঃখ সইতে পারি না। কোথায় কৃষ্মকে খুঁজে পাবো?

পদ নং ৪৭

পাহাড়ী আরাগঃ ।। প্রকীণ্ণক।। লগনী।। দণ্ডকঃ।। ক্রীড়া।।

(পদের প্রথম দু'চরণ সংস্কৃতের বাংলায় ভাষান্তর) বৃন্দার কথা শুনে মদনশরকাতরা(রাধা) কৃষ্মকে পাবার আশায় সখীদের কাছে বললো।)

মূল পদের বক্তব্য। (রাধা ও বড়াইর উক্তি-প্রত্যুক্তি ও কবির বিবৃতি)

কৃষ্ম রাধার হৃদয় চন্দন। বড়াইকে তার অনুরোধ—'ও বড়াই, নিজেই তার সন্ধান করো।'

কবির বর্ণনা ঃ রাধার অনুনয়ে বড়াই চিন্তান্বিত।

বড়াই ঃ তুমি আমি দুজনে মিলে বৃন্দাবনে সন্ধান করি। তাহলেই চক্রপাণিকে পাবো।

কবির বর্ণনা ঃ দুজনে মিলে কৃষ্মকে খুঁজলো। না পেয়ে কাঁদতে লাগলো—নারদ মুনির দর্শন। তাঁকে প্রণাম করে জোড়হাতে রাধার প্রার্থনা।

রাধা ঃ হে মুনিবর, জগন্নাথ কোথায়? আমার জীবন-যৌবন-ধন-বেশভূষা কি হবে? কৃষ্মকে না পেলে যোগিনী হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো।

কবির বর্ণনা ঃ নারদ যোগাসনে বসে জানলেন নাগর কদমতলায় বসে আছে।

নারদ ঃ 'চলো সবাই কদমতলায় যাই। কুসুম শয্যায় বসে আছে কৃষ্ম। সেখানে গেলে তাকে পাওয়া যাবে।

কবির বর্ণনা ঃ নারদের কথা মত গিয়ে কৃষ্মকে পায়। দূর থেকে দেখেই রাধার মূর্চ্ছা। বড়াই ভৃঙ্গারের জল চোখে ছিটিয়ে রাধার চেতনা ফেরায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে বড়াইর পা ধরে বলে 'ও বড়াই, আমার কণ্ঠরুদ্ধ, চলতে পারছি না।'

বড়াই ঃ সে রাধাকে আনন্দে পথ চলতে বলে। তার জন্য প্রাণ দিতেও সে প্রস্তুত।

রাধা ঃ বড়াইকে কৃষ্মের চরণে তার দুঃখের কথা নিবেদন করতে বলে।

কবির বর্ণনা ঃ এই কথা শুনে বড়াই কৃষ্মের কাছে গিয়ে সব বললো।

পদ নং ৪৮

দেশাগরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(কৃষ্মের প্রতি বড়াইর উক্তি) রাধার গলার হার এখন ভার হয়েছে। দুর্বলতায় পথ চলতে পারে না। চন্দনাদি তার দেহে জ্বালা ধরায়। চাঁদের আলো যেন আগুন। কৃষ্মের বিরহ আগুনে রাধা দগ্ধ। কৃষ্মের দর্শনেই সে জীবন ফিরে পাবে। সজল নয়নে সে ওদিক এদিক চেয়ে থাকে। সবকিছুই তার কাছে তপ্ত। মানসিক ভারসাম্য নেই। কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে, কখনো রেগে যাচ্ছে। মদনশরে বিদ্ধ হয়ে রাধা আর কৃষ্মের পাশে যেতে পারছে না।

পদ নং ৪৯

বিভাষরাগঃ ।। রূপকং।। যতিৰ্ব্বা।।

(কৃষ্মের উদ্দেশে বড়াইর উক্তি) রাধা চাঁদ ও চন্দনের নিন্দে করে, মলয়পবন বিষসম, কুসুমশয্যা মদনশয্যা তার কাছে। রাধা কৃষ্মের আলিঙ্গান পাবার জন্য ব্রত করছে। বিরহজ্বালায় দগ্ধ হয়ে কৃষ্মের শরণ নিচ্ছে। তার অন্তরে কৃষ্ম সর্বদা বিরাজমান। রাধাকে দেখে মনে হয় সে যেন রাহুগ্রস্ত। সখীগণ তাকে ঘিরে রেখেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় সে নেই। তাই কৃষ্মকে বলে—'দয়া করে তাকে আলিহ্গন দাও।'

পদ নং ৫০

মালবরাগঃ ।। রূপকং।। কাব্যোক্তি প্রকীণ্ণক।। লগনী।।

(সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ)

এখনো কি তুমি অন্য নারীকে হৃদয়ে গ্রহণ করতে চাও। হে শ্রীকৃষ্ম, তোমার বিরহে মদন দেব রাধিকার পীড়া উৎপাদন করছে।

(বড়াই ও কৃষ্ণের কথাবার্তা—কবিতা বিবৃতি)

বড়াই ঃ চন্দ্রাবলী রাধা, তোমার বিরহে মৃতপ্রায়, ননীর মতো তার দেহ রস-সমুদ্রপূর্ণ যৌবনে তার রতি ভোগ কর দামোদর। বিলম্ব করো না, রাধার দুঃখ সহ্য করা যায় না।

কবির বিবৃতি ঃ বড়াই কৃষ্ণের মুখ চুম্বন করে মাথায় হাত বুলিয়ে, হাতে ধরে মিনতি মাখা সুরে আগু-পিছু সব বুঝিয়ে বলে।

বড়াই ঃ হে কৃষ্ণ, কথা শোন। রাধাকে তুষ্ট করো।

কবির বিবৃতি ঃ বড়াইর কথা শুনে মুচকি হাসি হেসে বললো—'মনোহর বেশে সে আমার পাশে বসুক। মধুর কথা বলুক।

কবির বিবৃতি ঃ কৃষ্ণের সব কথা বড়াই রাধাকে বলে। কথা শুনে সেই মুহূর্তে রাধার কাছে এক যুগ মনে হয়েছে।

পদ নং ৫১

ভৈরবীরাগঃ ।। দণ্ডকঃ।। একতালী।।

(সংস্কৃত অংশের বঙ্গানুবাদ) মাধবের কথামত খুশি হয়ে বড়াই রাধার মনোহর বেশ রচনা করলো।

(কবির বিবৃতি) শিবের মতো খোঁপা, খোঁপায় চাপা ফুল, সিঁথিতে সিঁদুর গলায় গজমোতি হার, মাঝে মণি, হারের দুদিক যেন সুমেরু শিকরের দুই স্রোত। যত্ন করে রাধাকে সাজালো. হাতে সোনার চুড়ি, কঙ্কণ, পায়ে নূপুর, পায়ে সোনার মল, নানা অলঙ্কারে পায়ের আঙ্গুল সজ্জিত, মুখরঞ্জন ইত্যাদি নানা সাজে রাধা কৃষ্ণের পাশে গেলো। তাকে দেখে কৃষ্ণ চঞ্চল হয়ে উঠলো।

পদ নং ৫২

কোড়াদেশরাগঃ ।। ক্রীড়া।।

(সংস্কৃতাংশের বঙ্গানুবাদ) মদনজ্বরাতুরা বেশভূষায় সজ্জিতা রাধাকে দেখে হরি ক্রমশ এই রূপে কেলিবিলাসে মগ্ন হলেন।

পাদের মূলবক্তব্য ঃ এই কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের মুরতি-সম্ভোগ চিত্র চিত্রিত। নারী-পুরুষের আদিম মিলন লীলার অনবদ্য বাস্তব চিত্র।

পদ নং ৫৩

শ্রীরামগিরীরাগঃ ।। আঠতালা।।

(রাধার উক্তি ও কবির বিবরণ) রাধা রতিসুখভোগ করে শ্রীকৃষ্ণের পা ধরে বলে যে, তাকে ছাড়া রাধার আর কোনো গতি নেই। কৃষ্ণের ঊরুতে শুয়ে সে সুখনিদ্রা কামনা করে।

(কবির বিবৃতি) রাধার কথামৃত কৃষ্ণ সব করলো নব কিশলয়ে বিছানা পাতা হ'ল। শীতল বাতাস বইলো। চারদিক কলগীতিতে মুখর। রাধা ঘুমে বিভোর। এই অবস্থায় রাধাকে ত্যাগ করে বড়াইকে সম্বোধন করে কৃষ্ণ বললো—

পদ নং ৫৪

কেদাররাগঃ ।। একতালী।।

(কৃষ্ণের বড়াইর প্রতি বক্তব্য) বড়াইর কথা কৃষ্ণ পালন করেছে। এবার বিদায়প্রার্থী। রাধার সঙ্গে বিলাসের কথা বলে—আন্তরিকভাবে—'তোমার হাতে ধরে বলছি। রাধাকে যত্নে রেখো নিজের মনে করে।'

সে মথুরায় চলে যাচ্ছে। ঘুমের ভান করে বড়াইকে রাধার পাশে শুতে বলে।

(কবির কথা) নাগর ধীরে ধীরে উরু থেকে রাধার মাথা নামায়। জেগে রাধা কৃষ্ণকে দেখতে পায় না। বড়াইকে জাগিয়ে বলে—

পদ নং ৫৫

ভায়িঠালীরাগঃ ।। যতি।।

(বড়াইয়ের প্রতি রাধার উক্তি) এখনই কদমতলায় কৃষ্ণ ছিল। তার উরুতে রাধা গুমিয়ে ছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় সে চলে গেছে। রাধার আর্তনাদ—'বড়াইগো, কৃষ্ণের বিরহে আমি জীবন্মৃত। তুমি মধুসূদনকে এনে দাও।'—প্রাণপতি আনবার জন্য বারবার অনুরোধ। কাল ঘুমের প্রতি ক্ষোভ জানিয়ে কৃষ্ণ ছাড়া তার সবই যে ব্যর্থ সেকথাও বলে। রাধা বিষপানে আত্মহত্যা করতে চায়। দূতীকে পায়ে ধরে অনুরোধ—'এই বারের মতো আমার আশা পূর্ণ করো।

পদ নং ৫৬

দেশাগরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ ।।

(বড়াইর রাধিকার প্রতি উক্তি) এইমাত্র কৃষ্ণ কদমতলায় ছিল। সে রাধার সঙ্গে কেলিবিলাসে মগ্ন ছিল। 'রাধা তুমি বুদ্ধিহীনা—নিজেই বনমালীকে ছেড়েছো। বড়াই জানে না কৃষ্ণ কোথায় গেছে। কত কষ্টে মিলন ঘটালেন, আর রাধা অঘোরে ঘুমিয়ে তাকে হারালো। পুরুষ জাতি কপট। নানাভাবে নারীর মন ভোলায়। কৃষ্ণ কুঞ্জে কুঞ্জে রতিভোগ করছে। রাধাকে কদমতলায় থাকতে বলে—নিজে সন্ধানে গিয়ে কৃষ্ণ ধরে আনার কথা বলে।

পদ নং ৫৭

রামগিরীরাগঃ ।। আঠতালা।।

(প্রথম চার চরণ সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ)

রাধাকে বড়াই বলছে—একা একা বনে বনে ঘুরে সে ক্লান্ত। কৃষ্ণকে পেলো না বলে দুঃখ। (রাধা বলে)—বৃদ্ধে, তোমার কথা শুনে আমার মণনপ্রাণ ব্যাকুল। সমস্ত জগৎ আমার কাছে শূন্য মনে হচ্ছে।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) প্রথম প্রহরে আশা ছিল কৃষ্ণ ফিরে আসবে। এজন্য নিজে খোঁজ করেনি। নিজের দোষেই উচিত ফল পেয়েছে। একা একা কি করে কুঞ্জে দিন কাটবে? তাকে ছেড়ে হরি কোথায় গেল? কোন্ নারীকে নিয়ে কৃষ্ণ সুখরতি ভোগ করছে? ঘন ঘন কোকিল ডাকছে। তৃতীয় প্রহরে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে কাঁদছিল। চার প্রহর এমনি করেই কাটলো। কী করে তার জীবন থাকবে?

পদ নং ৫৮

গুজ্জরীরাগঃ ।। কুডুক্ক।।

(রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি) তার শুভদিন যে নারী নিয়ে কৃষ্ম সুখরতি ভোগ করে। সে এখন কদমতলায়, যমুনার তীরে গবাদি নিয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। তার দেখা পেলে কি বলবে? সব শিখিয়ে দিতে বলে।

(কবির বিবৃতি) বড়াইর কথা শুনে রাধা সানন্দে বললো—

পদ নং ৫৯

মল্লার রাগঃ ।। কু (২২১/১) ডুক্ক।।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) 'বড়াই যমুনার দিকে ভালভাবে খোঁজো। বকুলতলায়, নিকুঞ্জবনে, বনের বড় বড় গাছে উপরে সন্ধান করো।' তাকে পেলে যেন বলে গোয়ালিনী একাকী বনে আকুল হয়ে আছে। শিশুদের খেলার জগতেও খোঁজ করতে বলে। নারী পুরুষের অঙ্গীভূত। শিব-গৌরী তার দৃষ্টান্ত. এসব কথা বলে শ্রীকৃষ্মকে রাধার কাছে এনে দিতে অনুরোধ জানায়।

পদ নং ৬০

ধানষীরাগঃ ।। একতালী।।

(কবির বিবৃতি) রাধিকার কথা মতো বড়োই বৃন্দাবন যাত্রা করে একাকী। কৃষ্মকে বনে বনে অনুসন্ধান করে। যমুনার তীরে না পেয়ে বকুলতলায় যায়। সেখানে না পেয়ে গাছের ডালে। কোথাও না পেয়ে সে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বনে একাকী ঘোরার সময় বড়াই ভয় পায়। বহুদিন বাদে রাধার কাছে ফিরে এসে বলে—কৃষ্মের সন্ধান পাওয়া গেল না।

পদ নং ৬১

ভায়িঠালীরাগঃ ।। যতিঃ।।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) ক্লান্ত হয়ে রাধা কৃষ্মের উরুতে শয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল. জেগে দেখে কৃষ্ম নেই। কোথায় গেল প্রাণ যায়। 'বড়াই তার সন্ধান বলো। তোমার সঙ্গে সেখানে যাবো।' রাধা কি অপরাধ করেছে যে, সে তার উপর এতো রুষ্ট। কৃষ্মের কথা মনে পড়তে রাধার দেহ চেতনহীন হয়ে পড়ছে। কৃষ্মপ্রেমের কথা ভেবে ভেবে তার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়েছে। বিধাতা রাধার প্রতি বিরূপ। রাধার আক্ষেপ—'এই বিরহে সে আর কতদিন বেঁচে থাকবে? বড়াইর কাছে উপদেশ চেয়েছে এবং কৃষ্ম কোন্‌দিকে গেছে তা জানতে চায়।

পদ নং ৬২

গুজ্জরী রাগঃ ।। রূপকং।।

(রাধার প্রতি বড়ায়ির উক্তি)

বনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে এসেছে আরো দেরী করতে বড়াইর ভয় হচ্ছে। রাধাকে চঞ্চল হতে বারণ করে মন স্থির করতে বলে। ঘরে ফিরতে চায়। কৃষ্মকে পরে এনে দেবে বলে আশ্বাস দেয়। তার উপদেশ-মনস্থির কর, ঘরে ফিরে চল'। কান্না থামাতে বলেছে। কৃষ্ম আপনা থেকেই ফিরে আসবে বলে আশার বাণী শুনায়। বুঝিয়ে সুঝিয়ে বড়াই রাধাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

পদ নং ৬৩

মালবশ্রীরাগঃ ।। যতিঃ ।।

(সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ) রাধা কৃষ্ণের মিলন তৃষ্ণায় অতিকষ্টে কালযাপন করে ত্রিভুবনের অধীশ্বর সম্বন্ধে বৃন্ধা (বড়াই) কে এই কথা বললো।

(বড়াইকে রাধার মনের কথা ব্যক্ত) কদম ফুলে ডাল নুয়ে পড়েছে। কৃষ্ণ এখনও গোকুলে এলো না। সে বলেও গেল না। শৈশবের প্রেম নষ্ট হলো। বিষ মাখা শরের আঘাতে হরিণী যেমন ছটফট করে রাধারও তেমনি অবস্থা। পুণ্যবতী গোয়ালিনীরা সুখে আছে। যত দুঃখ রাধার। জ্যৈষ্ঠ গিয়ে আষাঢ় এলো। শ্যামল মেঘে আকাশ ঢাকা, তবু কৃষ্ণ এলো না।

পদ নং ৬৪

শ্রীরাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ ।।

(সংস্কৃত দু'চরণের ভাষান্তর) চতুরা রাধা, মেঘাচ্ছন্ন ৪টি মাস কাটাও, কারণ এখন আমার যাবার মতো শক্তি নেই।

(রাধার উক্তি) আষাঢ়ে মেঘ ডাকছে। মদনবাণে রাধা বিধ্বস্ত। যেখানে কৃষ্ণ আছে জানলে সেখানেই সে যেতো। কি করে ৪ মাস কাটাবে? বর্ষণমুখর শ্রাবণে তার চোখে ঘুম আসে না। পুষ্পবাণ আর সহ্য হয় না। তাই আকুলতা— 'বড়াই কৃষ্ণের সঙ্গে আমার মিলন করিয়ে দাও।' প্রাণীজগতে মিলন আনন্দ এখন কৃষ্ণকে না দেখতে পেলে বুক ফেটে যাবে। কাশফুল ভরা আশ্বিনে কৃষ্ণকে না পেলে রাধার জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

পদ নং ৬৫

মালবশ্রীরাগঃ ।। যতিঃ ।।

(সংস্কৃত অংশের বঙ্গানুবাদ)

খেদ করো না কল্যাণী রাধা, মন ধীরস্থির রাখো। কৃষ্ণ এসে তোমাকে স্পর্শ করবে।

(বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি) আকাশের চাঁদ বড়াই হাতে তুলে দেবে এই আশ্বাসে রাধা পাগল হয়েছে। স্বামীকে সে অবজ্ঞা করেছে। লজ্জার মাথা খেয়েছে। কৃষ্ণের জন্য তার হৃদয় ব্যাকুল। বড়াইকে, কৃষ্ণকে রাধা ভালভাবে জেনেছে। বড়াইর কথায় প্রেমের ডালি উপহার দিয়ে এখন হতাশায় ভুগতে হচ্ছে। প্রেম বাড়িয়েছে, তবু কৃষ্ণপ্রেম পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারল না। মরীচিকার মতো সব সুখভোগ মিলিয়ে গেল। দিনে দিনে মদন জ্বালায় জর্জরিত। কৌতুকে প্রণয় বেড়েছিল কিন্তু তা শেষ হবার উপক্রম। বড়াইর কথায় রাধার মন শান্ত হচ্ছে না। কৃষ্ণকে সে কিভাবে পাবে? তাই আবার কৃষ্ণের উদ্দেশে যাবার জন্য বড়াইকে অনুরোধ করেছে।

পদ নং ৬৬

আহের রাগঃ ।। কুড়ুক্কঃ ।। লগনী ।। (২২৪/২) দণ্ডকঃ ।।

[সংস্কৃতাংশের বঙ্গানুবাদ]

হে রাধা, কৃষ্ণের উদ্দেশ জানলেই কি, আর না জানলেই বা কি, কারণ এখন যেতে আমি অসমর্থ। (রাধা ও বড়াইর মধ্যে কথাবার্তা)

রাধা ঃ বড়াই এসো। কথা রাখো, সোনার আংটি হাতে পরে তুমি যাও, মিনতি করি, জগন্নাথকে এনে দাও।

বড়াই ঃ তুমি নির্লজ্জ। চুপ থাকো। কোথায় তাকে পাবো? পাপিষ্ঠা লজ্জা হয় না। তার মন তুষ্ট করতে বলেছিলাম তা করোনি। কৃষ্ম আমার কথা রেখেছে।

রাধা ঃ অতো নিষ্ঠুর কথা বলোনা। বার্ধর্ক্যের জন্যই তোমার এতো রাগ।

বড়াই ঃ কটুকথা বলো না। আদেশ দাও — কোথায় গেলে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে?

রাধা ঃ আজ আমার শুভদিন। যেখানে কৃষ্ণ ঘুরে বেড়ায় সেখানে সেখানে যাও।

বড়াই ঃ আমার হাঁটার শক্তি নেই। তবে অনুমান কৃষ্ণ মথুরায় গেছে।

রাধা ঃ তোমার যুক্তিতেই প্রাণেশ্বর মথুরায় গেছে। তাকে এনে দাও—তা না হলে আমার মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী হবে।

বড়াই ঃ মথুরানগরে যাবো। আমার সামনে সত্য করে বলো—আর কখনও গালমন্দ করবে না?

রাধা ঃ মাথায় হাত দিয়ে সত্যি করছি আর কোনোদিন দুঃখ দেবো না। আমার কপালে যা আছে মেনে নেবো। তুমি একবার তার কাছে যাও।

বড়াই ঃ তোমার কথায় মথুরায় যাচ্ছি। তাকে পেলে আনবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না।

পদ নং ৬৭

পাহাড়ীআরাগঃ ।। ক্রীড়া ।।

(সংস্কৃতাংশের বঙ্গানুবাদ)

বৃদ্ধা মথুরায় গিয়ে মধুসূদনকে বললো বিরহে মগ্না রাধা তোমার শরণার্থী। একথা শুনে নাগর হরি রাধার প্রতি রেগে কথাগুলি বলে।

(বড়াইর প্রতি কৃষ্ণের উক্তি) রাধা চরিত্রহীনা। তাকে দেখলে ভয় হয়। প্রত্যেক গোপীই মন্দ। তাকে কিজন্য যেতে বলা হচ্ছে? রাধার জন্য কৃষ্ণ কি না করেছে। বড়াইর কথা রাধা রাখেনি। তাই কৃষ্ণ তার মুখ দেখতে চায় না। কথা বাড়িয়ে কাজ কি। 'বড়াই—তুমি ঘরে ফিরে যাও।'

পদ নং ৬৮

গুজ্জরী রাগঃ ।। কুড়ুক্ক ।।

(কৃষ্ণের প্রতি বড়াইর উক্তি)

কৃষ্ণের চরিত্র বোঝা ভার। না চাইতে পাওয়া অমৃত গ্রহণ করছে না কেন? রাধা আর কোনো দিন কটুবাক্য বর্ষণ করবে না। সে বিরহে ব্যাকুল। এখন তাকে ত্যাগ করা ভালো নয়। নানা উপমা দিয়ে উত্তম জনের ও অধম জনের প্রেমের ব্যাখ্যা করেছে। রাধা ঘরে বসে আর কৃষ্ণ মথুরা নগরে। মাঝে বড়াই আকুল হয়ে যাওয়া-আসা করছে।

পদ নং ৬৯

বিভাষ রাগঃ ।। কুডুক্ক ।।

(বড়াইর প্রতি কৃষ্ণের উক্তি)

বড়াইকে আর অনুরোধ করতে নিষেধ করে রাধা কত দুঃখ দিয়েছে সে সব তুলে ধরে। তাই রাধার জন্য কোনো অনুরোধ না করে কৃষ্ণ তাকে ফিরে যেতে বলেছে। কৃষ্ণের শেষ কথা এই ধন, রাজ্য সব ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু দুঃসহ বাক্যজ্বালা সহ্য করতে পারি না। গোকুল ছেড়ে মথুরায় এসেছি কংস বধের জন্য।

(এরপর পুঁথি খণ্ডিত)

৪৩.৪.৪ চরিত্র চিত্রণ

(১) রাধা ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকে কবি প্রথমে গ্রাম্য বালিকারূপে চিত্রিত করেছেন। রাধার পিতৃকুল, স্বামীর কুল নিয়ে গর্ব করতে দেখা যায়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রাধার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এই ক্রম বিকাশ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী। রাধা চরিত্রের বিকাশে ও পরিণতিতে বড়ু চণ্ডীদাস চরম দক্ষতা ও চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বারো বছর থেকে চোদ্দ বছর—মোট এই দুই বছরে রাধার মানসিক বিবর্তনের রূপরেখাটি কবি সূক্ষ্মভাবে অঙ্কন করেছেন। কাব্যের প্রথম দিকের খণ্ডগুলিতে সংসারানভিজ্ঞা, রূঢ় সত্যভাষিণী, অল্প বয়স্কা অশিক্ষিতা গোপ বালিকা রূপে রাধাকে পাওয়া যায়। কবি ঘটনাকৌশলের আবর্তে সহজ-সরল-মূঢ় গ্রাম্য বালিকার হৃদয়ে কামনার আগুন জ্বেলে 'বংশী খণ্ড' থেকে যেভাবে প্রেমবন্যায় ভাসিয়ে রাধাকে 'রাধা-বিরহ' খণ্ডে অনন্ত প্রেমের রাজ্যে নিয়ে গেছেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এমনটি দুর্লভ। সর্বশেষ খণ্ডে ৬৯টি পদে বিরহ কাতরাহত রাধা পাঠকের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। বড়াইর কাছে কৃষ্ণকে এনে দেবার জন্য রাধার হৃদয় ক্রন্দন গভীর মর্মস্পর্শী হয়েছে। মদন জ্বালায় জর্জরিত রাধা অপরিণত বয়সের কৃতকর্মের জন্য মানসিক দিক থেকে যেমন লজ্জিত হয়েছে, তেমনি কৃষ্ণের কাছে দেহ-মন সম্পূর্ণ সমর্পণ করে বিগত দিনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতেও প্রস্তুত। রতিসুখ লাভ করে, রাধার যৌবনকে জাগ্রত করে যেভাবে কৃষ্ণ তাকে ছেড়ে গেছে, তার জন্য রাধা নিজেকেই বার বার দোষী সাব্যস্ত করে মিলনসুখী মন নিয়ে বিরহের আর্তিকে প্রকাশ করেছে। কবির রাধা 'তিন ভুবন জনমোহিনী।' গ্রাম্য বালিকার চিত্তে কাম ও প্রেমের উন্মেষ ও জাগরণ ঘটিয়ে কবি রাধা-বিরহ খণ্ডে রাধাকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তার সঠিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে ড. সুকুমার সেনের ভাষায়। তিনি বলেছেন—".......সেই গোপকন্যা কখন যে শাশ্বত রসিকচিত্তবলভীর প্রৌঢ় পারাবতী শ্রীরাধায় পরিণত হয়েছে তাহা জানিতেও পারি না।" মূলতঃ 'রাধা বিরহে'র রাধার মধ্যেই বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীমতী রাধিকার 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়ে প্রীতি ইচ্ছা'র বীজ কবি বপন করেছেন।

কৃষ্ণ ঃ কৃষ্ণ চরিত্রটি অমার্জিত গ্রাম্য গোঁয়ার জাতীয় যুবকের আদলে রচিত। তার সংলাপ সর্বত্র মার্জিত নয়। গ্রন্থের 'রাধা-বিরহ' খণ্ডে হঠাৎ কৃষ্ণের যোগ সাধনার কথাটি কিছুটা খাপছাড়া মনে হয়। 'অহোনিশি যোগ ধেয়াই' (পদ-২৯) এবং 'নানাতপবলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী'। (পাদ-১২)—যোগসাধনা, যোগ-যোগিনীর সাজার কথা আছে। 'রাধা-বিরহ' অংশে কৃষ্ণকে অনেক অমধুর কথা বলতে দেখা যায়। তার ঔদ্ধত্য, বিশ্বাসঘাতকতার রূপের পাশাপাশি বাগাড়ম্বরও লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণ নানাভাবে রাধাকে অপদস্থ করে তার উদ্দেশ্যে অনেক অশালীন শব্দও ব্যবহার করেছে। তবে ৫৪ সংখ্যক পদে বড়ায়ির প্রতি কৃষ্ণের 'আর একটি কথা বড়াই শোনো, তোমার হাতে ধরে বলছি। রাধাকে অত্যন্ত যত্নে রেখো নিজের মনে করে'।—এই উক্তিটির মধ্যে কৃষ্ণের রাধার প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়—যা সমগ্র চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিক্রম।

বড়াই ঃ এই চরিত্রটি 'টাইপ' চরিত্র। জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণ রত্নাকর' এ যে কুট্টনীর বর্ণনা পাওয়া যায় তারই হুবহু প্রতিচ্ছবি যেন বড়াই। তবে কাব্যের প্রথম দিকে কৃষ্ণের দূতীরূপিণী বড়াইয়ের মধ্যে কুট্টনীর যে ছায়া সম্পাত ঘটেছে পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ করে 'রাধা-বিরহ' অংশে বড়াইর হৃদয়-গভীরে রাধার জন্য মাতৃহৃদয়ের কোমল মধুর রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। রাধার হৃদয়জ্বালা নিবারণের জন্য বড়াইর আপ্রাণ চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ড. সুকুমার সেনের ভাষায় "গোড়ায় সে কৃষ্ণের দূতী, কিন্তু পরিণামে সে রাধারই বড়মা, রাধার জন্য আসি যাই করি মোর আকুল পরাণ'—তাহার অন্তরের কথা।"

নারদ ঃ নারদ মুনির চরিত্রটি নিছক হাস্যরস সৃষ্টির উপকরণ হিসাবেই স্থান পেয়েছে। এই চরিত্রের অন্য কোনো গুরুত্ব নেই।

৪৩.৪.৫. প্রকৃতি ও তার ভূমিকা

পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে প্রকৃতিচিত্র ও তার ভূমিকা অনবদ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যদিও তখন আধুনিক যুগের মতো প্রকৃতি কাব্যসাহিত্যে নিজস্ব সত্তায় উদ্ভাসিত হয়নি। কাব্যখানির জন্মলগ্নে, কাব্যের নায়ক কৃষ্ণের জন্মকালেই প্রকৃতি দিয়ে আরম্ভ। এরপর রাধা-কৃষ্ণের দেহ সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রকৃতির নানা রূপ-রসের তুলনা, নানা ফুলের বর্ণনা রয়েছে। তবে এগুলি প্রথাসিদ্ধ বর্ণনা মাত্র। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের গভীর একাত্মতার চিত্রও আছে। বংশী খণ্ডে এবং রাধা-বিরহ অংশে প্রকৃতি ও মানুষ একান্ত হয়ে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। 'আমের শাখে মুকুল ধরেছে, মধুলোভে ভ্রমর গুঞ্জন করছে, ডালে ডালে কোকিলের কুহুতান—বিরহকাতর হৃদয়ে বজ্রের আঘাতের মতই নিদারুণ লাগছে।'—এখানে রোমান্টিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারায়—নায়িকার দুঃখ বিবরণ আমরা 'বারোমাস্যা'য় পাই। বড়ু চণ্ডীদাস 'রাধা-বিরহ' অংশে রাধা 'চৌমাসিয়া' বিরহের গীত গেয়েছেন। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই চারমাসের বাংলার প্রকৃতি চিত্রের সঙ্গে রাধার মদনজ্বালায় জর্জরিত হৃদিবেদনা একাকার হয়ে গেছে। আষাঢ় মাসের নবমেঘের গর্জন, শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা, ভাদ্রের মেঘে ঢাকা অন্ধকার পরিবেশ, আশ্বিনের মেঘোন্মুক্ত নির্মল আকাশ ইত্যাদির সঙ্গে রাধার বিরহ আর্তি একাত্ম হয়েছে। প্রকৃতি চিত্রের প্রেক্ষাপটে রাধার অশ্রুবর্ষণ, নিদ্রাহীনতা, পুষ্পশরের জ্বালা, প্রকৃতির বুকে প্রাণীদের মিলনোৎসব, কাশফুলের সৌন্দর্য—সবের মধ্যে কৃষ্ণবিরহিনী রাধার বেদনা-আর্তি ঘনীভূত রূপ পেয়েছে। 'চৌমাসিয়া' তে প্রকৃতির সঙ্গে রাধার অন্তরের অনুভূতি নিবিড় ঐক্য লাভ করেছে। প্রকৃতির বাহিরের রূপ ও তার অন্তরশক্তির মেলবন্ধন চিত্র প্রকাশে বড়ু চণ্ডীদাস সার্থক। কবি বিরহ ও মিলনকে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছেন। এককথায় 'রাধা-বিরহ' অংশে প্রকৃতি ও মানব একাত্ম হয়ে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।'

৪৩.৪.৬ নাট্যগুণ

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন আগাগোড়া নাট্য-লক্ষণাক্রান্ত আখ্যান কাব্য রূপে সুচিহ্নিত। এই কাব্যে নাট্যগুণ ও কাব্যগুণের সার্থক মিলন ঘটেছে। 'নাট্যগীত পাঞ্চালী' রূপে কাব্যখানি সার্থক। নাটক ঘটনাপ্রধান, চরিত্রপ্রধান গতিময় সাহিত্য শাখা। এই কাব্যের মূলত কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই এই তিনটি চরিত্রকে ঘিরে মূল কাহিনী উক্তি-প্রত্যুক্তি বা একজনের প্রতি অন্যজনের উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 'তামুবুল খণ্ড' থেকে 'যমুনা খণ্ড' পর্যন্ত যে গতিবেগ দেখা যায়—'রাধা-বিরহে'র দু-একটি পদ বাদ দিলে সেই গতি অনেকটা মন্থর। রাধার আর্তি ও হাহাকার ও বড়াইর সান্ত্বনাই এই অংশে প্রাধান্য

পেয়েছে। রাধা ও বড়াইর উক্তি দু-একটি পদে কৃষ্ণের উক্তি এই অংশে আছে। পাত্র-পাত্রীর উক্তি প্রত্যুক্তি আছে বলেই সমালোচকগণ এই কাব্যকে 'নাট্যগীতি কাব্য' বলে চিহ্নিত করেছেন। 'রাধা-বিরহে'র মধ্য দিয়েই কাব্যের ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছে। একদিন না বুঝে গর্বভরে যে রাধা কৃষ্ণকে প্রত্যাখান করেছিল সেই রাধাই চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কৃষ্ণকে পেতে চায় তার কণ্ঠে ধ্বনিত করুণরসন্নাত বাণী। যন্ত্রণাবিদ্ধ রাধার কাতরোক্তি বড়ই মর্মস্পর্শী ও নাট্যরসে ভরা।

৪৩.৪.৭ কাব্য মূল্যায়ন

'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যখানি অবিমিশ্র লোকজীবন তন্ময় কাব্য। লোক জীবন আশ্রিত কাব্য। ভাষাভঙ্গিমা, চরিত্র-চিত্রণ, কাহিনীর সংহত রূপ ও নাটকীয় চমৎকারিত্বের বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এক অনন্য কাব্য। এই কাব্যের ছন্দ অনেকটাই পয়ার জাতীয়। কিন্তু, এই পয়ার ছন্দে ধ্বনি প্রবাহ সংহত নয়, অনেকটা আলগা। ত্রিপদী ও সুষম নয়। তবে পয়ারের চারটি ছত্র নিয়ে সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে 'চউপঈ' জাতীয় স্তবক গঠনের মধ্যে নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। গীতিকবিতা সুলভ সুর মূর্চ্ছনা ও রমণীয়তাও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে 'বংশী খণ্ড' ও 'রাধাবিরহ' খণ্ডে এর পরিচয় আছে। 'রাধা বিরহ' অংশে রাধার নীরব বেদনার হাহাকার অনন্ত বিরহ-বেদনার ব্যাকুল বাণীকেই ফুটিয়ে তুলেছে। গীতিধর্মিতার লক্ষণ 'বংশীখণ্ড' ও 'রাধা-বিরহ' অংশের প্রতিটি পদেই লক্ষ্য করা যায়। রাধার বেদনার্তি অনন্ত বেদনায় সংহত হয়েছে—

"আল হেরি বড়ায়ি
কাহ্নাঞিঁ মোরে আনিআঁদে।
আল পরাণের বড়ায়ি
কাহ্নাঞিঁ মোকে আনিআঁদে।।

রাধার অন্তর্ভেদী বেদনা দুটি চরণের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে সার্থক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতির সার্থক ব্যবহারে, লৌকিক ভাষার যথাযথ প্রয়োগে, নাট্যগুণের ছোঁয়ায় 'রাধা-বিরহ' অংশটি সাহিত্যগুণে মণ্ডিত।

লোকমুখের ভাষা অর্থাৎ মাটির সম্পদকে (Product of the soil) বড়ু চণ্ডীদাস অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাব্য লৌকিক প্রেমের কাব্য—সেই কাব্যের ভাষা ব্যবহারে অত্যন্ত সচেতনভাবে সংস্কৃত ও সংস্কৃতানুগ ভাষাকে এড়িয়ে তিনি লোকমুখের ভাষাকেই তাঁর কাব্যের প্রধান সম্পদরূপে গ্রহণ করেছেন। গ্রামীণ জীবনের কথাবার্তা, নর-নারীর তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-ঝাটি, গালি-গালাজের ভাষা অবিকল ভাবে কবি তুলে ধরেছেন এই ভাষার মাধ্যমে। গ্রামীণ প্রবাদ ভাণ্ডারের অনেক সম্পদ এই কাব্যে ঠাঁই পেয়েছে।

রাধিকার 'মোর'মন যেন পোড়ে যেন কুম্ভারের পণি'র মত বহু উপমাতে লৌকিক জীবনরস দান করেছেন কবি। কয়েকটি সার্থক প্রবাদ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল—

(১) 'পাত পাতি আঁ কেহ্নে নাহি দেহ ভাত।'
(পাত পেতে কৃষ্ণ ভাত দেওনা কেন?)

(২) 'যেখানে সূচী না জা এ। তথা বাটিআবহার্ত্র।।
(ছুঁচ হয়ে ঢোকে ফাল হয়ে বেরোয়।) ইত্যাদি।

এই কাব্যে বহু শব্দ ও বাক্য আছে যেগুলি গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে একাত্ম। যেমন—'সুখান ডালেতে বসি কাক কাঢ়ে রাত্রে' 'মাঙ্গে সুরতি।'—'সুখান', কায়ে রাত্রে, 'মাঙ্গে' ইত্যাদি শব্দগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শৃঙ্গার রসের কাব্য হয়েও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' হাস্যরস উপেক্ষিত হয় নি। 'নারদ' চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। পৌরাণিক নারদকে শ্রোতা ও পাঠকদের মনোরঞ্জন করতেই কবি নারদকে ভাঁড় রূপে চিত্রিত করেছেন। জন্মখণ্ড থেকে শুরু করে 'রাধা-বিরহ' পর্যন্ত হাস্যরস প্রবহমান। 'রাধা-বিরহ' অংশে যখন দেখি কামুক কৃষ্ণ সাধুর মতো কথা বলে—

'এবে-দেহে মোর নাহি বিকার।
আমার দেখীল সব সংসার।।'

কৃষ্ণ চরিত্রের এই অসঙ্গতিপূর্ণ কথার মধ্যেই হাস্যরসের বীজ লুকানো আছে। কবি সচেতনভাবেই গুরুগম্ভীর রসের পাশাপাশি লঘু হাস্যরসকে স্থান দিয়ে কাব্যখানিকে আস্বাদনীয় করে তুলেছেন।

সুতরাং সামগ্রিক বিচারে বলা যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর উৎসমুখ খুলে দিয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধার যেখানে শেষ সেখান থেকেই বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার যাত্রা শুরু।

৪৩.৪.৮ 'রাধাবিরহ' অংশ কি প্রক্ষিপ্ত?

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মোট তেরোটি খণ্ডের মধ্যে এক থেকে বারো অংশ বিভিন্ন নামের সঙ্গে 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত আছে। একমাত্র 'রাধা-বিরহ' অংশে এই শব্দটি নেই। এছাড়াও আরো কিছু কিছু তথ্য থেকে এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত বলে প্রথম সংশয় প্রকাশ করেন—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। তাঁর মতে '.......বড়ু ও বাসলী যে সব ভণিতায় নেই, সেই পদগুলি প্রক্ষিপ্ত।' পরবর্তীকালে বিমানবিহারী মজুমদার 'রাধা-বিরহ' অংশকে সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তিগুলি হ'ল—

(১) শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ১২টি অংশে 'খণ্ড' শব্দ থাকলেও শেষ অংশটিতে 'খণ্ড' শব্দ নেই।

(২) পূর্বের ১২টি খণ্ডে বড়াইর যে ভূমিকা ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য দেখা যায়, 'রাধা-বিরহ' অংশে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আগাগোড়া কৃষ্ণের দূতী হয়ে কাজ করেছে বড়াই। অর্থাৎ কুট্টনীর ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু শেষ খণ্ডে রাধার প্রতি মমতাময়ী রূপে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই অংশ বড়াই যেন কৃষ্ণকে চেনেই না।

(৩) 'রাধা-বিরহে'র পূর্বে অন্তত ৫ বার রাধা-কৃষ্ণের রতিসম্ভোগ ঘটেছে। শেষ অংশে তার বিন্দুমাত্র আভাস নেই।

(৪) ভাষাগত দিক থেকেও পার্থক্য আছে। শেষ অংশের ভাষা পূর্বের অংশগুলির ভাষার চেয়ে আধুনিক।

(৫) পটভূমিকার দিক থেকেও কোনো মিল নেই।

(৬) 'রাধা-বিরহে'র ৮টি ভণিতায় যা আছে তা পূর্ব খণ্ডগুলির ভণিতায় নেই। যেমন 'বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে।'

এই মতের সমালোচনা ঃ লিপিকরের ভুলবশত 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত নাও হতে পারে। কৃষ্ণকে বড়াই মোটেই চেনেনি—এযুক্তি মানা যায় না। কারণ 'রাধা-বিরহ' অংশে বড়াইর নির্দেশেই রাধা-কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছে। কবি হয়তো শ্রোতাদের কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতেই এই কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। বড়াইর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বড়াইর চরিত্রের মূল রূপ শেষ অংশেও বজায় আছে আর তার স্নেহশালিনী রূপের উদ্বোধন ঘটেছে, 'বংশী খণ্ডে'ই। পাঁচবার রাধাকৃষ্ণের

মিলনের ব্যাপারটি বড়াই গোপন রাখতে বলেছিল। তাছাড়া এই অসামাজিক মিলনের গোপনীয়তা মনস্তত্ত্বসম্মত। ভাষাগত বিচারেও অভিযোগ মেনে নেওয়া যায় না। 'রাধা-বিরহ' অংশের ভাব ও সুর, হৃদয়-আর্তির সঙ্গে যুক্ত। যার ফলে এই অংশের ভাষায় ভিন্নমাত্রা যুক্ত হয়েছে। বিষয় ও মানসিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেই ভাষার পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু 'ভণিতা'কে অবলম্বন করে অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলা ঠিক নয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কাব্য গঠনের দিক থেকে, স্থান-কালের পারম্পর্য বিচারে, বয়স অনুসারে রাধার চিন্তা-চেতনার অগ্রগতি লক্ষ্য করে, চরিত্রের ক্রমপরিণতির বিচারে এবং কবির ক্রমবিকশিত প্রতিভার স্তর উপলব্ধি করে আমরা বলতে পারি 'রাধা-বিরহ' অংশটি প্রক্ষিপ্ত নয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি বিচার করলে দেখা যায় কাহিনী, আঙ্গিক, চরিত্র, ভাব-ভাষা সবদিক থেকেই শেষ অংশটির সঙ্গে অন্যান্য খণ্ডের গভীর যোগসূত্র আছে। রাধা চরিত্রের ক্রমপরিণতিদানেও এই অংশের প্রয়োজন ছিল। 'বংশীখণ্ডে' কাব্যের সমাপ্তি ঘটলে কাব্য কাহিনী খণ্ডিত হতো এবং রাধাকেও অসম্পূর্ণভাবে পাঠক পেতো।

৪৩.৪.৯ শব্দার্থ ও ভাষাতাত্ত্বিক টীকা

কাহ্নাঞিঁ—কানাই	পরসরস—স্পর্শরস	ক্ষণে—কখনো
তোহ্মে—তোমাকে	তেকারণে—সেইজন্য	আপণেঞি—নিজেই
এবেঁ—এখন	ঝালিয়ার—মরীচিকার	পুছহ—জিজ্ঞাসা করছো
তেজিতেঁ—ত্যাগ করতে	আয়াসেঁ—আরামে	উপেখিআঁ—উপেক্ষা করে
ভাঁগিল—ভাঙল	তেজিলো—ত্যাগ করলো	মতি ভোলে—মতিভ্রমে
রাহী—রাধা	জিবোঁ—জীবিত	থুইআঁ—রেখে
বিথর—বিস্তৃত	ভৈল—হ'ল	শরণ-ভৈলোঁ—আশ্রয় নিলাম
বুলিআঁ—বলে	লএগাঁ—নিয়ে	তুষিলেঁ—তুষ্ট করলে
নঠী—নষ্ট	পাএগাঁ—পাইব	সিয়ানে—সেয়ানা, চালাক
কৈলোঁ—করিল	তোক্রেঁ—তুমি	ভাণ্ডী—ভোলানো।
ঠাঁঠী—ঠেঁটা, প্রগলভ	আণ—আনো	তভোঁ—তবু
রতনমুদড়ী—সোনার আংটি	এড়িএগাঁ—ছেড়ে, এড়িয়ে	সমানে—সম্মানে
নিকুপেঁ—চুপ করে	চুম্বিআঁ—চুম্বন করে	মতিমোষেঁ—মতিভ্রংশে
লাগ—নাগাল	লুনী—ননী	কথাঁ—কোথায়
কেঁমতে—কেমন করে	মনসিজশর—মদনশর, মদন শয্যা	পরসাঁদে—প্রসাদে
তিলাঞ্জলী—জলাঞ্জলি	তরাসিত—ভীত	তিরীবধ—স্ত্রী-বধ

আবথা—অবস্থা	নিফলে—নিষ্ফলে	কিকে—কিজন্য
দূতর—দুস্তর	বাত্র—বাতাস	সংপুণ—সম্পূর্ণ
ভজিলোঁ—ভজনা করলাম	বিদার—বিদীর্ণ	আমরিষে—রাগ করে
জীএঁ—জীবনরক্ষা কর	মুণ্ডিয়া—মুণ্ডণ করে	লৈলোঁ—নিল
ধেআনে—ধ্যানে	পরতয়—প্রত্যয়, বিশ্বাস	দুঅজ—দ্বিতীয় প্রহর
পুছিএঁ—জিজ্ঞাসা করে	মৌহারী—মনোহর	তিঅজ—তৃতীয় প্রহর
গিআ—গমন করে	সহিলোঁ—সহ্য হলো	চউঠ—চতুর্থ প্রহর
অথবেঁথে—ব্যস্ত-সমস্ত	কুয়িলী—কোকিল	বাসলী—শক্তিদেবী, কালী
মুরুছা—মূর্চ্ছা	ঊতাপঠ—ব্যথিত	বিহাণে—বিহণে, ছাড়া

(ঞ) শব্দার্থসহ ভাষাতাত্ত্বিক টীকা ঃ

অশঙ্কেত (সঙ্কেত)—সঙ্কেত > অশঙ্কেত—'অ'-অর্থহীন, আগম

আওর (আর, অপর) অপর > অবর > আঅর > আওর (তদ্ভব শব্দ)

আইল (এলো) আগত + ইল (অতীত কাল অর্থে)

অছিদরী (ধূর্ত) আ + ছিদর + ঈ (স্ত্রী লিঙ্গে)

আনপাণি—(অন্নপানীয়)—আণ + পাণী

অন্ন > আন, পাণীয় > পাণী

আন্ধারী—(অন্ধকার) আন্ধার + ঈ প্রত্যয়।

অন্ধকার > আন্ধার

আহ্মা—(আমাদিগকে) অস্মাকম্ > অম্হাকম

অমহাঅঁ > আম্হা > আহ্মা।

আল (ওলো—স্ত্রীলোকের নিজ লিঙ্গের প্রতি সম্বোধন)

হলা > হালো > আলো, আল

আশো আস (আশ্বাস)—আশ্বাস > আশোয়াস স্বরভক্তি + 'এ' বিভক্তি।

উপজিব—(উৎপন্ন হবে) উপজ + ইব (ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি)

ঊড়ী (উড়ে)—উড্ড + উড়। উড় + ঈ = ঊড়ী।

এড়িঞাঁ (ত্যাগ করে) এড় + ইঞাঁ = এড়িঞাঁ (অসমাপিকা ক্রিয়া)

কাহ্ন (কৃষ্ণ) কৃষ্ণ > কণহ > কাণহ, কাহ্ন।

কাটিল (অতিবাহিত হলো কিংবা কেটে গেছে)

কর্তিত > কট্টিঅ > কাটি। কাটি + ইল (<ইল্ল)

ঘাঅত (ঘায়ে) ঘাঅ + ত = কাটিল (সপ্তমী বিভক্তি)

চউঠ (চার) চউট্‌ঠ> চউঠ

চাহিআঁ (খোঁজ) —চাহ্ + ইয়াঁ। চক্ষেতে > চখখতে > চাখ > চাহ। (ইয়াঁ—অসমাপিকা অর্থে)

ছারেঁখারেঁ—(অধঃপাতে) ক্ষারখার > ছারখার।

‘ছার’ হচ্ছে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত + এ, ‘খার’ হচ্ছে (শৌরসেনী প্রাকৃত) + এ = ছারেঁ খারেঁ (স্বতোনাসিক্যীভবন) দূতর—(সীমাহীন) দুস্তর > দুত্তর > দূতর।

থল — (স্থল) স্থল > থন (বর্ণলোপ)।

দহ — (হ্রদ) হ্রদ > হদ > দহ (বর্ণ বিপর্যয়)।

ঝি— (কন্যা) দুহিতা > ধিতা > ধিআ > ঝিআ > ঝি।

ততোঁ — (তবুও)—তবু + হোঁ (নিশ্চয়ার্থক)।

বাত (খবর) বার্তা > বাত্তা > বাত।

বালী — (বালিকা) —বালিকা > বালিআ > বালী।

ভকতী — (ভক্তি) ভক্তি > ভকতি, ভকতী (স্বরভক্তি)।

লাগ— (নাগাল) —লগ্ন > লগ্‌গ > লাগ।

শিসতে— (সিঁথিতে) —শিয় + তে (অধিকরণে)।

সুরুজ (সূর্য)—সূর্য > সুরুজ (স্বরভক্তি)।

সোয়াথ (স্বস্তি)—স্বস্থ > সুঅথ > সোয়াথ।

সিঅল, সিয়ল (শীতল) —শীতল > সিঅল, সিয়ল।

৪৩.৫ সারাংশ

এই এককে বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের ‘রাধাবিরহ’ অংশের মূল পদগুলি, তার সহজ সরল ব্যাখ্যা, চরিত্র আলোচনা, প্রকৃতি ও তার প্রভাব, নাট্যগুণ, কাব্য, মূল্যায়ন, প্রক্ষিপ্ত কিনা তার বিচার, শব্দার্থ ও ভাষাগত টীকা বিস্তৃতভাবে আছে। বাঙলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ে সমগ্র কাব্যখানি সম্পর্কে যে মোটামুটি ধারণা ও জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তা আরো নিবিড়ভাবে উপলব্ধির জন্যই কাব্যের শেষ অংশের আলোচনা।

মোট ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শেষ অংশ 'রাধাবিরহ' অংশের মূল কাহিনীতে রাধার বিরহ বেদনা চরম রূপে প্রকাশ পেয়েছে। যদিও এর শুরু 'বংশী খণ্ডে'। রাধার তেরো থেকে পনেরো বছর অর্থাৎ দু'বছরের জীবনবৃত্তান্ত সমগ্র কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই অংশে পূর্ণযৌবনা রাধার অতৃপ্ত যৌন-বাসনা ব্যক্ত হয়েছে। কৃষ্ণ রাধার দেহে মনে রতিসুখের আগুন জ্বেলেই রাধার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। কৃষ্ণকে দীর্ঘদিন দেখতে না পেয়ে রাধা আকুল হয়ে বারবার বড়াইকে অনুরোধ করেছে কৃষ্ণের সঙ্গে তাকে মিলিত করার জন্য। নাবালিকা অবস্থায় কৃষ্ণের প্রেমকে প্রত্যাখান করার অনুশোচনার পাশাপাশি প্রায়শ্চিত্তের জন্যও রাধা প্রস্তুত । বড়াই রাধার তৃষ্ণা মেটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কৃষ্ণ অন্য জগতের অধিবাসী। কদমতলায় কৃষ্ণের শর্ত অনুযায়ী রাধার আগমন। মিলনরাত্রিযাপন। তারপর অজান্তে মথুরায় গমন। রাধা ঘুম থেকে জেগে কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে বড়াইকে বারবার অনুরোধ করে কৃষ্ণকে আনবার জন্য। কিন্তু রাধার বিরহ বেদনার কথা শুনেও রাধার প্রীতিবোধের অভাব, বাক্যজ্বালা ইত্যাদির জন্য কৃষ্ণ রাধার কাছে আর ফিরে যাবে না বলে। প্রসঙ্গক্রমে মথুরায় কংসবিনাশের জন্য এসেছে এ তথ্যও বড়াইকে বলে। এই পর্যন্তই কাহিনী রয়েছে। এর পরই পুঁথি খণ্ডিত। সুতরাং পরে কি ঘটেছিল তা আমাদের অজানা।

'রাধাবিরহ' অংশ ৬৯টি পদের সমষ্টি। প্রত্যেক পদের শিরোনামে রাগাদির উল্লেখ আছে। প্রতিটি পদের শেষেই কবির ভণিতা আছে। অধিকাংশ পদে 'বাসলীভক্ত চণ্ডীদাস' ভণিতায় থাকলেও অন্ততঃ আটটি পদের ভণিতায় 'চণ্ডীদাস' কিংবা অন্তত বড়ু চণ্ডীদাস' ইত্যাদি দেখা যায়। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বিমানবিহারী মজুমদার এই অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করলেও তাঁরা যে সব যুক্তি তুলে ধরেছেন তা সর্বগ্রাহ্য নয়।

'রাধাবিরহে'র রাধার যেখানে শেষ—বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার সেখানে আরম্ভ। রাধার ক্রমবিবর্তিত রূপের সার্থক পরিণতি এই অংশে ঘটেছে।

বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কৃত গ্রন্থখানি তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন আলোর প্রতীক। আদি মধ্যযুগের এই কাব্যে লৌকিক কৃষ্ণ-রাধাকেন্দ্রিক কাহিনীতে অশ্লীলতা থাকলেও 'রাধা-বিরহ' খণ্ডে তার নামমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না। বংশীখণ্ড থেকেই কাহিনী নতুনপথে অগ্রসর হয়েছে। 'রাধা-বিরহ' অংশটি পাঠ করলেই বোঝা যায় কৃষ্ণমিলন পিপাসু রাধার বিরহ আর্তির মধ্যে অনন্ত প্রেমের সুরভি লুকোনো আছে। এই অংশে রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াইর চরিত্রে নতুনমাত্রা যুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন পদে বড়াইর প্রতি রাধার উক্তি, রাধার প্রতি বড়াইর উক্তি, কৃষ্ণের প্রতি বড়াইর, বড়াইর প্রতি কৃষ্ণের নানা উক্তির মধ্য দিয়ে নাট্যসংলাপের মাধুর্য প্রকাশ পেয়েছে। ছোটো-ছোটো সংলাপের মধ্য দিয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানসিক সঙ্কট প্রকাশ পেয়েছে। আষাঢ় শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই চারমাসকে নিয়ে কবি রাধার 'চৌমাসিয়' লিখেছেন। এই চার মাসের প্রকৃতি চিত্রের সঙ্গে রাধার হৃদয় আর্তি একাকার হয়েছে। এই অংশে গীতিধর্মিতা লক্ষণীয়। গীতিকবিতাসুলভ সুরমূর্চ্ছনা ও রমণীয়তাও প্রায় প্রতিপদে আছে। লোকভাষার ব্যবহারে হাস্যরস পরিবেশনে যথার্থ অলঙ্কার সজ্জায় 'রাধা-বিরহ' অংশটি যেমন আকর্ষণীয় তেমনি রাধার অন্তর্ভেদী বিরহ আর্তিতে অংশটি করুণ রসে ভরা। দুরূহ শব্দাদির সহজ অর্থ ও বিভিন্ন শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক টীকা দেওয়া হলো। এর সাহায্যে পদগুলির অর্থ অনুধাবন সহজ হবে।

৪৩.৬ অনুশীলনী

১। নিচের বিবৃতিগুলি ঠিক কিনা ডান পাশের ঘরে টিক চিহ্ন (√) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য প্রাচীন যুগের।	☐	☐
(খ) বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য ১৩টি খণ্ডে রচিত।	☐	☐
(গ) 'রাধা বিরহ' অংশটি কাব্যের প্রথম খণ্ডে আছে।	☐	☐
(ঘ) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে শুধু কৃষ্ণ ও রাধার চরিত্র আছে।	☐	☐
(ঙ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি লৌকিক ভাষায় লিখিত।	☐	☐
(চ) বড়ু চণ্ডীদাস মনসাদেবীর সেবক ছিলেন।	☐	☐
(ছ) 'রাধা-বিরহ' অংশে মোট ৬৯টি পদ আছে।	☐	☐
(জ) রাধা-বিরহ অংশটি সম্পূর্ণ।	☐	☐

২। শূন্যস্থানে যথাযথ শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন।

(ক) রাধা বিরহ অংশ ——— ——— ভরা।

(খ) 'রাধা বিরহ' অংশে বড়াই ——— ——— রূপে চিত্রিত।

(গ) নারদ চরিত্র ——— সৃষ্টি করেছে।

(ঘ) কৃষ্ণের ——— সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

(ঙ) 'রাধা-বিরহ' অংশ ——— ও ——— একাত্ম হয়েছে।

(চ) 'রাধা-বিরহে'র ——— সমাপ্তি, বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার ———।

(ছ) 'রাধা বিরহে' রাধার প্রেম ———।

(জ) বাসলী দেবী হলেন ——— বা ———।

৩। নিচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন।

কুয়িলী, সংপুন, গিআঁ, তোহ্মে, জিবোঁ, ভৈল, পুছহ, লুনী, তিয়জ, আন্ধারী।

৪। ভাষাতাত্ত্বিক রূপরেখাটি তুলে ধরুন।

আঅর, উপজিব, আহ্মা, আনপানি, কাহ্ন।

৫। 'রাধা-বিরহ' অংশের রাধা চরিত্রটি সহজ ভাষায় ছ'টি বাক্যে প্রকাশ করুন।

....

....

....

....

....

....

৬। 'রাধা-বিরহ' অংশটি কেন অন্যান্য খণ্ডের চেয়ে পৃথক? এ সম্পর্কে ৫টি বাক্যে আপনার মতামত জ্ঞাপন করুন।

....

....

....

....

....

৭। 'রাধা-বিরহে'র 'চৌমাসিয়া' অংশটির মর্মার্থ নিজের ভাষায় ৬টি চরণে লিখুন।

....

....

....

....

....

....

EBG (P-3 M 10-13)—9

৪৩.৭ উত্তরমালা

১। (ক) ভুল (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ভুল, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল, (ছ) ঠিক, (জ) ভুল।

২। (ক) বিরহ আর্তিতে (খ) মমতাময়ী জননী (গ) হাস্য, (ঘ) যোগসাধনা, (ঙ) প্রকৃতি, মানুষ, (চ) যেখানে, সেখানে শুরু, (ছ) অনন্ত, (জ) শক্তিদেবী কালী।

৩। কোকিল, সম্পূর্ণ, গমন করে, তোমাকে, জীবিত, হ'ল, জিজ্ঞাসা কর, ননী, তৃতীয় প্রহর, অন্ধকার।

৪। অপর > অবর > আঅর > আঅর > (তদ্ভব শব্দ), উপজ + ইব, (ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি), অস্মাকম্ > অম্হাকম > অম্হাঅঁ > আম্হা > আহ্মা, আন্ + পাণী, অন্ন > আন, পাণীয় > পাণী। কৃষ্ম > কণহ > কাণহ্, কাহ্ন (তদ্ভব)

৫। শ্রীকৃষ্ম কীর্তনের বংশীখণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত রাধা ছিল অশিক্ষিতা গোপকন্যা। কিন্তু রাধা-বিরহ খণ্ডে অনন্তপ্রেমের পূজারিণী হয়েছে। কৃষ্মকে পাবার জন্য বড়াইর কাছে রাধা যে বিরহ বেদনার আর্তি প্রকাশ করেছে তা বড়ই মর্মস্পর্শী। মদনজ্বালায় জর্জরিতা রাধার হৃদয়দ্বন্দ্বটি সার্থকভাবে প্রকাশ পাবার জন্য চরিত্রটি জীবন্ত হয়েছে। নিজেকে দোষী মনে করে মিলনমুখী একাগ্রতায় রাধা তার হৃদয় আর্তিকে প্রকাশ করেছে। বৈষ্মব পদাবলীর রাধার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় 'রাধা বিরহে'র রাধার মধ্য।

৬। 'শ্রীকৃষ্মকীর্তন' কাব্যের ১২টি অংশে 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত আছে, কিন্তু 'রাধা-বিরহ' অংশে 'খণ্ড' শব্দটি নেই। কাব্যের অন্যতম সক্রিয় চরিত্র বড়াই। অন্যান্য খণ্ডে তাকে কুট্টিনী রূপে পাওয়া যায়। কিন্তু এই অংশে সে স্নেহশীলা মাতৃ-রূপিণী। বিভিন্নখণ্ডে কমপক্ষে পাঁচবার রাধা-কৃষ্মের রতি-সম্ভোগের চিত্র আছে, কিন্তু এই অংশে তার কোনো আভাসই পাওয়া যায় না। অন্যান্য খণ্ডে আর্থিক ব্যাপারে 'কড়ি' শব্দটি থাকলেও, এই অংশে 'সোনা'র কথা আছে। ভণিতার ক্ষেত্রেও কয়েকটি পদে ভিন্ন-বিশেষণ বা নামপদ পাওয়া যায়।

৭। বড়ু চণ্ডীদাস প্রকৃতিকে মানুষের জীবনছন্দ থেকে বিচ্ছিন্নরূপে দেখেননি। 'চতুর্মাস্যা' বর্ণনায় প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতার পরিচয় পাওয়া যায়। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই চারমাসের প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে রাধার হৃদয় ভাবনার সুর একাকার হয়ে গেছে। আষাঢ়ের মেঘগর্জন শুনে কৃষ্মবিরহে রাধার দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা, শ্রাবণের বৃষ্টিধারায় চারদিক মুখর, কিন্তু রাধার চোখে ঘুম নেই। ফুলশরের জ্বালায় তার প্রাণ যায় যায়। ভাদ্র মাসে আকাশ মেঘে ঢাকা, প্রকৃতির বুকে মিলনানন্দে বিভোর ময়ূরী, দাদুরী, ডাহুকী। সেই মুহূর্তে কৃষ্মের কথা রাতদিন ভেবে ভেবে রাধার বুক ভেঙে যায়। আশ্বিনে মেঘোন্মুক্ত আকাশ, দিকে দিকে কাশফুলের মেলা অথচ কৃষ্ম ফিরে এলো না—একথা ভেবে রাধার হৃদয় আর্তি দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে।

৪৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। আদি মধ্যযুগের বাংলা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — কৃষ্ণপদ গোস্বামী।

২। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।

৩। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — প্রদ্যোত সেনগুপ্ত।

৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন — বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত — ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা।

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — ড. সুকুমার সেন। (প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ)

৬। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ঃ পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা - সনৎকুমার নস্কর।

৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চর্চা — নরেশ চন্দ্র জানা।

৮। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ—সত্যবতী গিরি।

একক ৪৪ ❑ বৈষ্ণব—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস

গঠন

৪৪.১ উদ্দেশ্য
৪৪.২ প্রস্তাবনা
৪৪.৩ মূলপাঠ
৪৪.৪ মূল পাঠের ভাববস্তু বিশ্লেষণ ও কাব্য মূল্যায়ন।
৪৪.৫ বিভিন্ন পর্যায়ের পদগুলির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও সারাংশ।
৪৪.৬ সংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি ও তাঁদের কবিকৃতি আলোচনা
৪৪.৭ অনুশীলনী
৪৪.৮ উত্তরমালা
৪৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের চিরন্তন রূপরেখাটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বিখ্যাত পদকর্তা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের কবিকৃতির নানা দিক জেনে এই চারজন কবির সৃষ্টি সম্পদের মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়, যথা—গৌরাঙ্গ বিষয়ক, পূর্বরাগ-অনুরাগ, অভিসার, প্রেম বৈচিত্র ও আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাবোল্লাস ও মিলন প্রার্থনা ইত্যাদির মূল তথ্য ও রস ব্যঞ্জনা আস্বাদন করে প্রতিটি পর্যায়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- চৈতন্যপূর্ব, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্য পরবর্তী—এই তিনটি স্তরের কবিদের রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার আস্বাদন সম্পর্কে ধারণা ও তার রূপদানের ক্ষেত্রে যে তারতম্য আছে তা জানতে পারবেন।
- বৈষ্ণব কবিগণ—‘দেবতারে প্রিয় করি—প্রিয়রে দেবতা।’ কিভাবে করেছেন—বিভিন্ন পদের ভাববস্তু জেনে বুঝতে পারবেন।
- ব্রজবুলি ভাষা, অলঙ্করণ মণ্ডণকলা, ছান্দসিক প্রকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিদের মৌলকত্ব কোথায় এবং কোন্ পদে কিভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আপনারা অর্জন করবেন।

- চণ্ডীদাসের সঙ্গো জ্ঞানদাসের এবং বিদ্যাপতির সঙ্গো গোবিন্দদাসের মিল কোথায়? চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তা জানতে পারবেন।
- বৈষ্ণব পদাবলীর রসবিচার ও বিভিন্ন কবির পদ মূল্যায়ন করে আপনারা নিজের ভাষায় বৈষ্ণবতত্ত্ব সাহিত্যরস ও কবিকৃতি সম্পর্কে মনের ভাবকে প্রকাশ করতে পারবেন।

৪৪.২ প্রস্তাবনা

চণ্ডীদাসের 'পূর্বরাগ' ও 'ভাবোল্লাস ও মিলন', বিদ্যাপতির 'মাথুর' ও 'প্রার্থনা', জ্ঞানদাসের 'প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ' ও 'রূপানুরাগ, এবং গোবিন্দদাসের 'অভিসার' ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পর্যায় থেকে মোট ৮টি পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় প্রত্যেক কবির পরিচিতি ও তাঁদের পদগুলির কাব্য মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন পদের বহু শব্দের শব্দার্থও দেওয়া হয়েছে। পদগুলি দু'তিনবার পাঠের পর, আলোচনা ও শব্দার্থ ভালোভাবে শিখে আপনারা প্রতিটি পদের ভাববস্তু ও কবিদের সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন। পদাবলীর বিভিন্ন স্তরের পদগুলির ভাব-ভাবনা, রস-ব্যঞ্জনার দিকগুলিও স্পষ্ট অনুধাবন করে নানা প্রশ্নের উত্তর সঠিক ভাবে দিতে পারবেন।

চণ্ডীদাস - ১

পূর্বরাগ ও অনুরাগ

১

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গোঁ
আকুল করিল মোর প্রাণ।।
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গোঁ
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করলি গোঁ
কেমনে পাইব সই তারে।।
নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গোঁ
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গোঁ
যুবতী-ধরম কৈছে রয়।।
পাসরিতে কবি মনে পাসরা না যায় গোঁ
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়।।

ভাবোল্লাস ও মিলন

২

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল।।
চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার।।
প্রভাত-সময় কাক-কোলাহলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িল বসিল তায়।।
মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ
বিহি ভেল অনুকূল।।

বিদ্যাপতি - ২

১

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া।।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।।
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছেঁ গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।।

২

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে।।
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগ-তারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।।
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- বসরঙ্গে মাতলুঁ,
তোহে ভজব কোন বেলা।।
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা।।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক- নাথ কহায়সি,
অব তারণ-ভার তোহারা।।

জ্ঞানদাস - ৩

১

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়ে গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।
সখি কি মোর করমে লেখি।।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি।।
উচল বলিয়া অচলে চড়িতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে।।
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম-দোষে।।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল।।

২

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।
সই, কি আর বলিব।
যে পণ কর‍্যাছি মনে সেই সে করিব।।
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।

বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে।।
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।।
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার।।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার।।
গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে।।
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার।।
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে, ভেজাই আগুনি।।

গোবিন্দদাস — ৪

অভিসার

১

কন্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।।
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কন-পণ ফণিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে।।
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ।।

গৌরাঙ্গ-বিষয়ক

১

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব।।
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর।।
চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর।।
অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।।

বৈষ্ণব পদাবলীতে 'শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর' — এই পঞ্চরসের প্রকাশ থাকলেও মূলত 'মধুর' রসের ধারায় দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিরহের নানা সুরে ঝঙ্কৃত পদগুলি কেন হৃদয়স্পর্শী তা বুঝতে পেরে প্রতিটি পদের যাতে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন তার জন্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চণ্ডীদাসকে কেন সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি বলা হয়, জ্ঞানদাস কেন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য, বিদ্যাপতি কেন ঐশ্বর্যের ও সুখের কবি, গোবিন্দদাস কেন 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে চিহ্নিত—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরও আপনারা পাবেন। বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহ্য ও চিরন্তনতার ভিত্তি কি? তার সন্ধানও এই এককের বিভিন্ন পদের মধ্য দিয়ে এবং আলোচনার নানা ধারার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। নির্দিষ্ট পদকর্তাদের পদগুলি ভালোভাবে পাঠ করুন এবং তার সঙ্গে কাব্য মূল্যায়ন অংশ অনুধাবন করুন।

৪৪.৩ মূলপাঠ ঃ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের দুটি করে নির্বাচিত পদ

৪৪.৪ মূলপাঠের সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন

— চণ্ডীদাসের পদ —

পূর্বরাগ (১ নং)

"সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম........"

সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের কবি শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের এই পদটি 'শ্রবণজাত' পূর্বরাগের অন্যতম নিদর্শন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সঙ্গীত মূর্চ্ছনাময় নাম শ্রবণ করে আকুল হয়েছেন। তাঁর মর্ম লোকে সঞ্চারিত হয়েছে এমন এক ভাব বিহ্বলতা যা তিনি আগে অনুভব করেন নি। শ্যাম নামে যে এত মধু — তা রাধিকার কাছে ছিল অজ্ঞাত। শ্যাম-নামে বিমুগ্ধা রাধা সারাক্ষণ আপনমনেই উচ্চারণ করে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণের নাম। নাম জপ করতে করতে রাধার দেহ-মন অবশ। কৃষ্ণকে পাবার জন্য তীব্র ব্যাকুল বাসনা রাধাকে করে তুলেছে পাগলিনী। যার নাম শ্রবণেই হৃদয় এমন উদ্বেল, তাঁর অঙ্গের স্পর্শে না-জানি কি অনির্বচনীয় সুধা লুকিয়ে আছে? শ্রীকৃষ্ণের বসতি কোথায়? তাঁর নয়ন-বিমোহন মূর্তি কীরূপ? এসব ভেবে শ্রীরাধিকার মনে প্রশ্ন জেগেছে যে তাঁর যুবতীধর্ম রক্ষা করাই হয়তো কঠিন হবে। শ্রীকৃষ্ণের মধুর নাম কিছুতেই বিস্মৃত হবার নয়। চণ্ডীদাসের মতে কুলগরবিনী ও যৌবন গরবিনী নারীরা নিরুপায় ভাবেই তাঁদের জীবন-যৌবন কুলমান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেন। তাই শ্রীরাধিকার উদ্বেগ ও উপায়ন্তর বিহীনতাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি চণ্ডীদাস এই পদটিতে শ্রীরাধিকার পূর্বরাগের উদ্বেগ দশাটিকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — "চণ্ডীদাস প্রেমকে জগত বলিয়া জানিয়াছেন।"— মন্তব্যটি যথার্থ। চণ্ডীদাসের কাছে জগৎ প্রেমময়। তাঁর সৃষ্ট রাধিকা প্রেম-সর্বস্বা। সখীদের সঙ্গে দিনকাটানোর মুহূর্তে শ্রুতিপথে শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রবেশমাত্রই সেই নামের প্রভাবে তাঁর হৃদয় মন আবিষ্ট হয়। হৃদয়ের গভীরে দেখা দেয় নব-অনুরাগরঞ্জিত পূর্বরাগের ভাবব্যাকুল ঢেউ। কৃষ্ণকে পাবার জন্য তাঁর মন হয় উতলা। নিরলঙ্কৃত ভাষায় ভগবৎ প্রেমের ভাব-ব্যঞ্জনা বাস্তব জীবন আঙ্গিনার ছোঁয়ায় বাণীমূর্তি লাভ করেছে। ভাবের প্রগাঢ়তায় ও রচনা নৈপুণ্যে পদটি নিঃসন্দেহে রস-সমৃদ্ধ হয়েছে।

"নাম-পরতাপে যার ঐছন করলগো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।"

পদ্যাংশে কবি মনস্তত্ত্বের গভীরতায় প্রবেশ করে রাধার উপায়ন্তর বিহীনতার রূপটি সার্থক ভাবে অঙ্কিত করেছেন। ভক্ত তার অহংবোধকে বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পমের জন্য প্রস্তুত। ভগবৎ প্রেম ব্যাকুলতার উজ্জ্বল নিদর্শন এই পদটি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এই পদটি শ্রবণজাত পূর্বরাগের। বাস্তব জীবনে শুধু নাম শুনেই প্রেম উৎপন্ন হয় না। এছাড়া নামে মাধুর্য ভগবৎ প্রেমেরই বিশেষ লক্ষণ। "জপিতে জপিতে নাম'— অর্থাৎ নাম জপের উল্লেখ আছে।

এর মধ্যেও ভগবৎ প্রেমেরই নির্দেশ রয়েছে।

শব্দার্থ ঃ পরতাপে — প্রতাপে, নাম-পরতাপে — নামের প্রতাপে বা শক্তিতে বা প্রভাবে।

ঐছন — এইরূপ, যাচায় — সেধে দান করে,
পাসরিতে — ভুলতে, ধরম — ধর্ম, কৈছে — কেমন করে।

চন্ডীদাসের পদ (২ নং)

ভাবোল্লাস ও মিলন

"সই, জানি, কুদিন সুদিন ভেল।.......,"

সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

দীর্ঘ বিরহ যন্ত্রণার পর ভাব-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্মের প্রত্যাগমনের শুভমুহূর্ত আসন্ন — এই আশায় শ্রীরাধিকার মন প্রাণ পুলকবন্যায় ভেসে গেছে। সখীদের ডেকে রাধিকা বলেছেন যে তাঁর জীবনের অন্ধকার দিন শেষ হয়ে সুদিন ফিরে আসছে। মনোমন্দিরে শ্রীকৃষ্ম যে শীঘ্রই ফিরে আসবে তা তাঁর অদৃষ্টই যেন বারবার বলছে। মিলন আনন্দের স্বপ্নে বিভোর রাধার চুল স্ফূরিত হচ্ছে, বসন উড়ছে, যৌবন পুলকবন্যায় ভাসছে। রাধার বাঁ চোখ নাচছে—আনন্দে গলার হার দুলছে। কাকের মুখে প্রিয়ের আগমন বার্তা শুনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রাধা খাবার দেয়। এতদিন কাকেরা খাবার খেয়ে চলে যেতো। কিন্তু আজ অন্য ছবি। রাধার ডাকে কাকেরা মনের আনন্দে তাঁর কাছে উড়ে এসে বসেছে। মুখের পান আপনা-আপনি খসে পড়ছে। দেবতার মাথা থেকে আশীর্বাদী ফুল পড়ছে। চণ্ডীদাস বলেন—সব দিক থেকেই শুভ, বিধাতা অনুকূল হয়েছেন।

"'ভাবোল্লাস ও মিলন' পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে বিদ্যাপতি চিহ্নিত হলেও এই পদে চণ্ডীদাস সহজ সরল ভাষায় ভাবের জগতে কৃষ্মের সঙ্গে রাধার মিলন প্রত্যাশাটি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। মঙ্গলসূচক লৌকিক বিশ্বাসের এক একটি দৃষ্টান্তের মালা গেঁথে শ্রীরাধিকার ভাব সম্মিলনের মানসিক প্রস্তুতি ও আশার আনন্দ রসঘন রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। রাধার অন্তরে চির প্রশান্তির পূর্ব পর্বটি প্রকাশ পেয়েছে। ভণিতায় চণ্ডীদাস দীর্ঘ বিরহকাতরা শ্রীরাধার প্রত্যাশা বিশ্বাসকে দৃঢ় করবার জন্যই শুভদিনের আগমনবার্তা ও বিধাতার আনুকূল্যের কথা বলেছেন। নিরলঙ্কার সহজ সৌন্দর্যই চণ্ডীদাসের পদগুলির লাবণ্য। এই পদটিতেও তার ব্যতিক্রম নেই। 'মাথুর' পর্যায়ে চণ্ডীদাসের লেখনীতে বিচ্ছেদের বেদনার চেয়ে প্রকাশ পেয়েছে এক গভীরতর প্রেম উপলব্ধি। সেই উপলব্ধিরই ক্রম-পরিণত প্রকাশ ঘটেছে এই পদে। বিরহের দহন জ্বালা সহ্য করে চিরন্তন বাঙালি নারীর মতো সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক রূপিনী রাধা এই পদে আশার প্রদীপ জ্বেলে মিলনোন্মুখ হয়েছেন।

শব্দার্থ ঃ সই — সখি (সম্বোধন)। ভেল — হ'লো। কপাল কহিয়া গেল — অদৃষ্ট যেন বলে গেল। চিকুর ফুরিছে- আনন্দে চুলগুলি স্ফূরিত হচ্ছে। তাম্বুল — পান, বিহি — বিধি, পিয়া — প্রিয়া। তুরিতে ত্বরিতে — তাড়াতাড়ি, শীঘ্র।

— বিদ্যাপতির পদ —

মাথুর - (৩)

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।"

সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

প্রাণাধিক প্রিয় সখীর কাছে বিরহিনী রাধিকা তাঁর বিরহ বেদনার কাহিনী নিবেদন করছেন। কৃষ্ম দীর্ঘদিন ধরে বৃন্দাবন অন্ধকার করে মথুরায় চলে গেছেন। তার ফলে রাধার জীবনে দেখা দিয়েছে সীমাহীন বিরহ আর্তি। পূর্ণ বর্ষাকাল — ভাদ্রমাস। রাধার গৃহ মন্দির শূন্য। আকাশ মেঘে ঢাকা। সর্বদা মেঘের গুরু গরু গর্জন। পৃথিবী বৃষ্টি ধারায় স্নাত। কিন্তু শ্রীরাধিকার প্রিয়তম কাছে নেই, হয়েছেন সুদূর প্রবাসী। কামদেবের বাণে তাঁর দেহ আজ জর্জর। মেঘের ডাকে মিলন পিপাসু ময়ূর ময়ূরী আনন্দে নাচছে, ভেকেরা মত্ত, ডাহুকী, কলরবে মুখর। প্রকৃতি জগতের এই আনন্দরসঘন মুহূর্তে রাধার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। দিক-দিগন্ত-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ঘোর অন্ধকার রাত — আকাশের বুকে ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক-দমক। কবির প্রশ্ন, কৃষ্মবিহীন শ্রীরাধিকার রাত কাটবে কী করে?

এই পদটিতে বিদ্যাপতি শ্রীরাধিকার হৃদয় বেদনাকে এমনভাবে রূপায়িত করেছেন যে পাঠকমাত্রেরই হৃদয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করে। সুরে-ছন্দে, ভাবে বর্ষা প্রকৃতির উন্মাদনাময় পরিবেশে শ্রীরাধার হৃদয় চাঞ্চল্যকে কবি অনুপমভাবে প্রকাশ করেছেন। এখানে হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা নেই, আছে রসাবেশ। হৃদয়ের বেদনাকে কবি ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতেই কবি বর্ষা দিনের মত্ততাকে পটভূমিকায় রেখেছেন। বিদ্যাপতির চরমরূপ দক্ষতার প্রকাশ এই পদে আছে। মদনের বাণে শ্রীরাধিকার হৃদয় জর্জরিত। শেষ চরণে কবি-প্রশ্ন করেছেন—

‘কৈ ছে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া।’

পদটিতে অলৌকিক আবেদনের চেয়ে লৌকিক আবেদনের প্রাধান্যই দেখা যায়। শ্রীরাধার অনির্বচনীয় মানসিক উদাসভাব পদটিতে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। শব্দের ঐশ্বর্যে ও ভাবের মাধুর্যে পদটি সার্থক।

শব্দার্থ ঃ ওর — সীমা। বাদর — বাদল, বর্ষা। মাহ — মাস, ঝম্পি — ঝাঁপিয়া। গরজন্তি — গর্জন করছে। সন্ততি — সতত। বরিখন্তিয়া — বর্ষণ করছে। পাহুণ — প্রবাসী। কুলিশ — বজ্র। দাদুরী — ভেক, ব্যাঙ। অথির — অস্থির। বিজুরিক পাঁতিয়া — বিদ্যুতের পঙ্ক্তি বা সারি। গোঙায়বি — কাটাবি। রাতিয়া — রাত্রি।

বিদ্যাপতির পদ — ২ নং

।। প্রার্থনা।।

“তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম
সুত-মিত-রমনী সমাজে।”

সার-সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

উত্তপ্ত বালুকাময় সমুদ্রতীরে বৃষ্টির ধারা পড়ামাত্র শুকিয়ে যায়, ঠিক তেমনি পুত্র-মিত্র-স্ত্রী পরিবৃত সংসারও ক্ষণস্থায়ী। ঈশ্বরই একমাত্র চিরন্তন। কিন্তু বিদ্যাপতি সেই শাশ্বত ঈশ্বরকে ভুলে ক্ষণকালের সংসারেই নিমগ্ন থেকেছেন। মায়াময় সংসারের মোহে আবদ্ধ থেকেই কবি জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করেছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবির ভাবনা — তিনি আজ কোনো কাজে লাগবেন ঈশ্বরের? তাঁর চোখের সামনে ব্যর্থতার ঘন অন্ধকার। তিনি বুঝতে পেরেছেন দীন দয়াময় ভগবানই একমাত্র মুক্তিদাতা। অগাধ বিশ্বাস নিয়ে ভাবছেন—ঈশ্বরই তাঁকে দেখাবে প্রকৃত মুক্তির পথ।

কবির সমগ্র জীবন কেটে গেছে চেতনাহীন অবস্থায়। অর্দ্ধেক জীবন তিনি ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন, অজ্ঞানতায় শৈশবকাল, যৌবনে নারীসঙ্গ লাভের নেশায়, আর জরা ব্যাধিতে বার্দ্ধক্যকাল কাটানোর ফলে ঈশ্বরের ভজনার সময় কবি পাননি। স্রষ্টা ব্রহ্মারও মৃত্যু লয় আছে। কিন্তু ঈশ্বর অনাদি-অনন্ত। সমুদ্রের বুকে ঢেউ যেমন জাগে এবং সমুদ্রের বুকেই তা বিলীন হয়, ঠিক তেমনি ঈশ্বর থেকে জীব-জগতের সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের মধ্যেই তার বিলয়। সেইজন্য ঈশ্বরের উপাসনা ছাড়া জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন, ভগবানই একমাত্র গতি, মুক্তিদাতা। কবির আত্ম বিশ্লেষণের পর ঈশ্বরের কাছে তাঁর করুণ প্রার্থনা—ভগবান যেন তাঁকে মুক্তি পথের যাত্রী করেন।

'প্রার্থনা' পর্যায়ের পদ রচনায় বিদ্যাপতি তুলনারহিত। এই পদে কবির আত্মসমালোচনা ও আত্ম-বিশ্লেষণের সুর প্রাধান্য পেয়েছে। মায়া মোহে সারা জীবনে যে ভাবে দিন অতিবাহিত করেছেন তার জন্য কবি অনুতপ্ত। মরুময় জীবনে তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে যে সুগভীর বিশ্বাস জন্মেছে তারই ঐকান্তিক নিবেদন—

'তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।"

হতাশার হাহাকারের পাশাপাশি ঈশ্বরের করুণাপ্রার্থী কবি ভক্তি বিনম্রচিত্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছেন ঈশ্বরেরই পদতলে। পরিশুদ্ধ আত্মনিবেদনের সুরে পদটি স্নাত। রূপ, মোহ, তৃষ্ণা, প্রেম সব মিথ্যা। শ্রদ্ধা ও ভক্তিই একমাত্র ঈশ্বরের পূজা উপাচার এই দার্শনিক ভাবনায় উত্তরণে পদটি সুসমৃদ্ধ। পদলালিত্য, উপমা প্রয়োগ ইত্যাদি গুণে পদটি শিল্প-সুষমা মণ্ডিত হয়েছে।

শব্দার্থ ঃ তাতল — উত্তপ্ত, সৈকত — বালু।

সুত-মিত-রমণী সমাজে — পুত্র, মিত্র ও স্ত্রী-সমাবেশে বা সঙ্গে। তোহে — তোমাকে। বিসরি — বিস্মৃত হয়ে। বিশোয়াসে — বিশ্বাস। আধ-জনম — অর্ধেক জন্ম। নিন্দে — নিদ্রায়। জরা — বার্দ্ধক্য। চতুরানন — যাঁর চার মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মা। তুয়া — তোমার। সমাওত — প্রবেশ করে। ভণয়ে — বলে।

জ্ঞানদাসের পদ

।। প্রেম বৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ ।।

"সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।"

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

চণ্ডীদাসের 'ভাবশিষ্য' জ্ঞানদাস এই পদটিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের রহস্য উন্মোচনে ব্যর্থ শ্রীরাধিকার মর্ম ব্যথাকে আক্ষেপানুরাগের হাহাকারের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে সুখে দিন কাটাবার আশায় শ্রীরাধিকা তৈরী করেছিলেন যে স্বপ্নের ঘর তা চরম হতাশার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কৃষ্ণপ্রেমের অমৃতসাগরে ডুব দিতে গিয়ে পেলেন বিষ। শ্রীরাধিকা জানেন না তাঁর কপালে কী আছে? স্নিগ্ধ চাঁদের আলো তার কর্ম দোষে পরিণত হয়েছে সূর্যের প্রখর রৌদ্রে, উঁচু পাহাড়ে উঠতে গিয়ে তিনি পড়েছেন অগাধ জলে। লক্ষ্মীদেবীর করুণা চেয়ে তাঁর ভাগ্যে জুটেছে চরম দারিদ্র্য। অবহেলায় মণি- মাণিক্য সব হারিয়েছেন। নগর পত্তন করেছেন, মাণিক্য লাভের আশায় সমুদ্রবন্ধন করেছেন, কিন্তু কপাল দোষে সমুদ্র শুকিয়ে গেছে, মাণিক্য হারিয়ে গেছে। পিপাসা নিবারণের জন্য মেঘের কাছে জল চেয়ে তাঁর

ভাগ্যে জুটেছে বজ্র। এই বজ্রপতনই যেন তাঁর ভাগ্যলিপি। জ্ঞানদাসের মতে, কৃষ্মপ্রেম-মৃত্যু-যন্ত্রণার মতোই বেদনা কণ্টকিত।

এই পদটির রচয়িতাকে ঘিরে জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস দুই কবির নামই গবেষকগণ চিন্তা ভাবনা করে পদটি যে জ্ঞানদাসেরই রচনা এ সম্পর্কে অধিকাংশ পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন।

"সুখের লাগিয়া   এঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে   সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"

পদের সূচনায় এই চিরন্তন আশাহত জীবনের হৃদয়স্পর্শী বেদনার বাণী উচ্চারিত হয়েছে। বিষম-অলঙ্কারের সুখ—দুঃখ (অনল) অমিয় — গরল এই বৈষম্যই আলঙ্কারির সৌন্দর্য সঞ্চার করেছে। অপূর্ব প্রয়োগে শ্রীরাধার দীর্ঘ শ্বাসভরা হাহাকার ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে। স্বচ্ছ অনাড়ম্বর ভাষার পারিপাট্যের পাশাপাশি বিষম অলঙ্কার সংযোজনায় কবির প্রকাশ ক্ষমতার কৌশল প্রকাশ পেয়েছে।

শব্দার্থ ঃ উচল — উঁচু। আনলে — অনলে, আগুনে। অচল — পর্বত। লছমী — লক্ষ্মী। বেঢ়ল — ঘিরে ধরলো। পিয়াস — তৃষ্মা। বজর — বজ্র। সেবিনু — সেবা করলাম। হেলে — অবহেলায়। জলদ — মেঘ। ভানু — সূর্য। অমিয় — অমৃত। মরণ অধিক শেল — মৃত্যুর চেয়েও বেদনাদায়ক।

জ্ঞানদাসের পদ (২ নং)

পূর্বরাগ-অনুরাগ পর্যায়ের—
প্রকৃতপক্ষে 'রূপানুরাগের' পদ
"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।"

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

রূপানুরাগের এই পদটিতে শ্রীরাধিকা কৃষ্মের রূপে পাগলিনী হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে। কৃষ্মের গুণে তাঁর মন বিভোর। কৃষ্মের প্রতিটি অঙ্গের জন্য রাধার প্রতিটি অঙ্গ কাঁদে। হৃদয়ের স্পর্শের জন্য হৃদয় কেঁদে ওঠে। কৃষ্ম প্রেমের জন্য রাধার প্রাণ-মন অস্থির। মনের বাসনা, পূরণের জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সুধা রূপসুধা পান করে রাধার হৃদয় আকাঙ্খা তৃপ্ত নয়। শ্রীকৃষ্মের দর্শন ও তাঁর শরীরের স্পর্শ লাভের জন্য রাধার দেহ মন উদ্বেলিত। সখীদের নিয়ে এমনকি গুরুজনদের সঙ্গে থাকার সময়েও শ্রীকৃষ্ম প্রসঙ্গ দেহ-মনকে পুলকবন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সকলের সামনে তার জন্য অপদস্থ হতে হয় — এই ভেবে পুলক প্রচ্ছন্ন রাখতে গিয়ে চোখের জল অবিরল ধারায় বয়ে যাবার জন্য সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। রাধার এই অবস্থা দেখে ঘরের লোকজন কানাকানি করে।

কৃষ্মের রূপের প্রতি তীব্র আকর্ষণ এই পদটিতে। যথাযথ ভাষার ব্যবহারে অনন্ত বাসনার তীব্র হাহাকার প্রতি চরণে

ধ্বনিত হয়েছে। ভাব ও ভাষার গাঢ় বদ্ধতায় পদটি সমৃদ্ধ। চণ্ডীদাস গভীর অনুভূতির মর্মস্পর্শী গীতিকার।

কিন্তু তাঁর ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস অন্তরতম প্রাণবেদনার সফল চিত্রকর। এর প্রমাণ পদটিতে আছে। অলংকারের সার্থক ব্যবহারে কবি রাধার ব্যাকুল হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়েছেন। কবির প্রকাশভঙ্গি সহজ ও সুন্দর। প্রাণ তন্ময় হয়েও জ্ঞানদাস-গুরুর মতো আত্মহারা নন। প্রকাশভঙ্গির আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর নজর আছে। হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার'। এখানে রাধার হাসি মধুর ধারার সঙ্গে তুলনা করে সার্থক উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন।

শব্দার্থ ঃ আঁখি ঝুরে — চোখের জল পড়ে। আরতি নাহি টুটে — আকাঙ্খার তৃপ্তি হয় না। দরশ — দর্শন। পরশ — স্পর্শ। পহু — প্রভু। গুরু — গরিবত মাঝে — গুরু ও পূজনীয়দের মধ্যে। পরসঙ্গে — প্রসঙ্গে। লাজ — লজ্জা। পরকার — প্রকার। ভেজাই —জ্বালিয়ে দিলাম।

গোবিন্দদাসের পদ - (১নং)

।। অভিসার ।।

"কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।"

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে সংকেত স্থানে মিলিত হবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অভিসারের পথ, দুঃখময় কণ্টকাকীর্ণ। রাধা ঘরের দরজা বন্ধ করে মেঝেতে জল ঢেলে মেঝে কাদা করে তাতে কাঁটা পুঁতে পায়ের নূপুর দুটিকে কাপড়খণ্ড দিয়ে বেঁধে পায়ের আঙ্গুল চেপে চুপি চুপি চলার অভ্যাস করছেন। রাধার ঈশ্বর সাধনার এ যেন গোপন মহড়া। পথ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দুচোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে অন্ধকার পথ অতিক্রমের অভ্যাস করছেন। বর্ষণসিক্ত অন্ধকার পথে সাপের ভয় আছে। সাপের দংশন থেকে বাঁচবার জন্য হাতের কঙ্কন বন্ধক রেখে সাপুড়ের কাছে সাপের মুখবন্ধনের কৌশল জেনে নিয়েছে। গুরুজনদের কথা তিনি শুনতে পান না। এককথা শুনে উত্তর দেন অন্যকথা। আত্মীয় পরিজনের কথা শুনে মুগ্ধার মতো শুধা হাসেন। রাধিকার এই মানসিক অবস্থার একমাত্র সাক্ষী গোবিন্দদাস কবিরাজ।

'অভিসার' পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন গোবিন্দদাস। বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রজবুলি ভাষায় অলঙ্করণের চাতুর্যে, রসের নিবিড়তায় ও অভিনব পরিবেশ সৃষ্টিতে পদটি অতুলনীয়। এই পদে কবির সখ্যভাবের সঙ্গে সম্ভোগভাবও যুক্ত হয়েছে। চাতুর্যের সঙ্গে মাধুর্যের সমন্বয় ঘটেছে। রাধিকার অভিসারের দুস্তর পথ অতিক্রমের পরিকল্পনা ও প্রয়োগ এর সঙ্গে দুঃখজয়ের সাধনা পদটি সমৃদ্ধ।

শব্দার্থ ঃ কণ্টক — কাঁটা। গাড়ি — প্রোথিত করে। কমলসম— পদ্মের মতো। মঞ্জীর — নূপুর। চীরহি — বস্ত্রে। গাগরি-বারি — কলসীর জল। পীছল — পিচ্ছিল। দূতর — দুস্তর। পন্থ — পথ। যামিনী — রাত্রি। ভামিণী — রমণী। পয়ানক — কাটানোর। আশে — আশায়। কর-কঙ্কন — হাতের কাঁকন। ভূজগ — সাপ, পরমান — প্রমাণ।

গোবিন্দদাসের পদ — (২ নং)

।। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ ।।

"নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।"

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

গোবিন্দদাস রচিত এই পদটিতে শ্রীচৈতন্য দেবের কৃষ্ণ ব্যাকুলিত দেহ-মনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শ্রীরাধিকার মতো চৈতন্যদেবের দু চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে চলেছে। বর্ষার জলে যেমন গাছ সজীব হয়, ফুল ফোটে, তেমনি কৃষ্ণ প্রেমে আকুল চৈতন্যদেবের শরীর যেন কৃষ্ণের স্পর্শ লাভের জন্য রোমাঞ্চিত। কদম ফুলের মতো চৈতন্যদেবের পুলকিত দেহ থেকে যে বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসৃত হচ্ছে, তা যেন 'ভাবকদম্ব।' নটবর গৌর কিশোরের রূপমাধুর্য দৃষ্টি নন্দন। কবির কল্পনায় তা যেন যমুনা তীরের স্বর্ণতরু, যা ভাবাবেগে সঞ্চরণশীল। তাঁর গতিময় শ্রীচরণ পদ্মতলে ভক্ত ভ্রমরগণ প্রেমে ভক্তিতে আকুল হয়ে গুঞ্জরণ করছে। চৈতন্যদেবের শ্রীচরণকমলের সৌরভে বিমুগ্ধ দেব-দানবেরা রাত-দিন তাঁর প্রতি আত্মভোলা হয়ে ধাবিত হচ্ছে। চলমান, 'সোনার কল্পতরু (অর্থাৎ প্রেমামগ্ন শ্রীগৌরাঙ্গদেব সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করে প্রেমরত্ন ফল বিতরণ করছেন। গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর যুগের কবি চৈতন্যদেবকে দর্শন করতে পারেননি বলে কবির অশেষ অনুতাপ।

বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে পরিচিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শ ও বিদ্যাপতির শিল্প-সৌন্দর্য পূর্ণ কবি-কর্মের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গোবিন্দ দাস যে পাদমঞ্জরী উপহার দিয়েছেন তা শিল্পরস ও লালিত্যে অনুপম। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল শ্রীগৌরাঙ্গের অশ্রুস্নাত ভাব-বিহ্বল-নৃত্যরস মূর্তিকে কবি "অভিনব হেম কল্পতরু" রূপে কল্পনা করেছেন। তাঁর ভক্তিনম্র রূপ বিকশিত ভাব কদম্ব রূপে চিহ্নিত। বৈষ্ণব ভক্তদের গুঞ্জনমুখর ভ্রমরের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের চঞ্চলপদ পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রতিটি উপমা সার্থক। পদের ভণিতায় কবির গভীর হৃদিবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। ব্যথাহত প্রাণে কবি দূর থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে ভক্তি-বিনম্র প্রণতি জানিয়েছেন।

শব্দার্থ ঃ নীরদ — মেঘ। স্বেদ-মকরন্দ — ঘামরূপ ফুলমধু। পেখলুঁ — দেখলাম। নটবর — শ্রেষ্ঠ নর্তক। হেমকল্পতরু — কল্পিত সোনার গাছ। তাকর — তাঁর।

৪৪.৫ বিভিন্ন পর্যায়ের পদগুলির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও সারাংশ

গোবিন্দদাসের 'গৌরাঙ্গবিষয়ক' পদটি বাদে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদসমূহে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার বিভিন্নস্তরের চিত্রও ফুটে উঠেছে। এই ভগবৎলীলার নানাস্তর এই এককে সন্নিবেশিত। সংক্ষেপে প্রতিটি স্তরের তত্ত্বগত দিক তুলে ধরা হলো।

চণ্ডীদাসের ১নং পদ 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম'—'পূর্বরাগ-অনুরাগ পর্যায়ের। যে রতি সঙ্গামের পূর্বে স্পর্শ ও শ্রবণাদির দ্বারা উৎপন্ন হয়ে নায়ক-নায়িকা উভয়ের উন্মীলন অর্থাৎ বিভাবাদির সহযোগে চরম আস্বাদ হয়, পণ্ডিতগণ তাকেই পূর্বরাগ বলেছেন। এই দর্শন ও শ্রবণ নানা ভাবে হয়, যেমন—

১। দর্শন—(ক) সাক্ষাৎ দর্শন, (খ) চিত্রপট দর্শন, (গ) স্বপ্নে-দর্শন।

২। শ্রবণ—(ক) বংশীধ্বনি শ্রবণ, (খ) বন্দী বা ভাটমুখে শ্রবণ, (গ) দূতীমুখে শ্রবণ, (গ) সখীমুখে শ্রবণ, (ঙ) গুণিজনের কাছে শ্রবণ।

পূর্বরাগের দশ দশার কথা রূপ গোস্বামী বলেছেন—দশাগুলি হলো—(১) লালসা, (২) উদ্বেগ, (৩) জাগর্যা, (৪) তাণব, (৫) জড়তা, (৬) ব্যগ্রতা, (৭) ব্যাধি, (৮) উন্মাদ, (৯) মোহ এবং (১০) মৃত্যু।

চণ্ডীদাসের পদটি শ্রবণজাত পূর্বরাগের। শ্যামনাম শ্রবণের মধ্য দিয়ে শ্রীরাধার হৃদয়ে পূর্বরাগ (Love at first sight) উৎপন্ন হয়েছে। কবি সহজ সরল ভাষায়-রাধার আকুল প্রাণের বার্তা তুলে ধরেছেন পদটিতে। পূর্বরাগের ধ্যানমগ্ন চিত্রের সঙ্গে রাধার হৃদয়-আর্তি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বরাগের উদ্বেগ দশা তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে।

চণ্ডীদাসের ২ নং পদটি 'ভাবোল্লাস ও মিলন' পর্যায়ের। 'সই, জানি কুদিন-সুদিন ভেল।'—এই পদটিতে মিলনানন্দ ছড়িয়ে পড়েছে। রাধা-কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াতীত ভাবলোকে যে মিলন এবং রাধিকার মনে সেই মিলনজনিত অনির্বচনীয় ভাবের উল্লাস - তাকেই — 'ভাবোল্লাস' রূপে চিহ্নিত করা যায়। দীর্ঘ বিরহের পরে এই মিলনান্দ। তবে এ মিলন বাস্তব মিলন নয়, ভাববৃন্দাবনের মিলন। রাধিকা আশার প্রদীপ জ্বেলে বসে আছেন শীঘ্রই সুদিন ফিরে আসবে। সংস্কারের নান চিত্রের সাহায্যে কবি রাধার প্রত্যাশিত আনন্দ মধুর মিলন মুহূর্তটিকে এঁকেছেন।

মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতির ১ নং পদটি 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।' 'মাথুর' পর্যায়ের। 'মাথুর'কে প্রবাস বলা যায়। পূর্বে মিলিত নায়ক-নায়িকার দেশ-দেশান্তরের দূরত্বকে প্রবাস বলে। ভাবী, ভবন, ভূত—এই তিন ভাগে প্রবাসকে ভাগ করা যায়। সকলের অজ্ঞাতসারে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে যাবার সংবাদ শুনে 'ভাবী' বিরহ স্মরণ করে রাধার হৃদয় গভীরে যে বিরহের কল্পনা তাকে 'ভাবী বিরহ' এবং মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের দীর্ঘ অবস্থানের ফলে রাধা যে বিরহ ভোগ করেন তাকে 'ভবনবিরহ' এবং কথা দিয়েও ফিরে না আসার যন্ত্রণাকে 'ভূতবিরহ' রূপে চিহ্নিত করা যায়। প্রবাসজনিত বিরহের দশ দশা-চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তাণব (কৃশতা), মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু।

বিদ্যাপতির পদটিতে বিরহিণী রাধিকা তাঁর রিবহ আর্তি প্রকাশ করেছেন প্রিয়সখীর কাছে। বর্ষাকালের মিলন-মধুর-মুহূর্তে-রাধিকার জীবনে নেমে এসেছে বিচ্ছেদের হাহাকার। রূপদক্ষ বিদ্যাপতি আনন্দ মধুর প্রকৃতির পটভূমিকায় রাধার অন্ধকারাচ্ছন্ন উদাসভাব সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বিদ্যাপতির ২ নং পদটি 'প্রার্থনা' পর্যায়ের। রাধা-কৃষ্ণ অর্থাৎ ভক্ত-ভগবানের লীলা—এই প্রার্থনা পর্যায়ে কোথাও মুখ্যস্থান গ্রহণ করেনি। অন্যান্য স্তরের পদে কবির হৃদয়ানুভূতি রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করে পল্লবিত হলেও বিদ্যাপতির এই পদে কবির হৃদয় আর্তি ভক্তিরসকে অবলম্বন করে বাধাবন্ধহীন ভাবে শ্রীভগবানের পাদ-পদ্ম স্পর্শ করেছে। প্রার্থনা বিষয়ক-পদের শ্রেষ্ঠ রূপকার বিদ্যাপতি আত্ম সমালোচনার মধ্য দিয়ে আত্মনিবেদনের নৈবেদ্যগুলি সাজিয়েছেন। সারা জীবনের ব্যর্থতা, গ্লানি, বিপথগামিতা সব কিছু তুলে ধরে জীবন সায়াহ্নে ভগবানের চরণ-প্রাপ্তিই যে মুক্তির একমাত্র পথ—এই উপলব্ধির জগতে পৌছেছেন।

জ্ঞানদাসের ১ নং পদটি প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের পদ। এখানে কবি শ্রীরাধিকার হৃদয় আর্তিকে বিষম অলঙ্কারের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। তিনি জীবনকে মধুময় করতে যা যা চেয়েছেন কপালদোষে তার বিপরীত ফল পেয়েছেন। শ্রীরাধিকার মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস পদটির পরতে পরতে আছে।

প্রেমবৈচিত্ত্যের মূল কথা হলো, প্রেমের উৎকর্ষ এবং এই প্রেমের উৎকর্ষের জন্য নিজের ভাগ্যের প্রতি আক্ষেপ। বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে এই মূল তত্ত্বটিই আক্ষেপানুরাগ নামে চিহ্নিত। রূপ গোস্বামীর মতে আট রকমের আক্ষেপ আছে।

(১) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, (২) নিজের প্রতি আক্ষেপ, (৩) সখীর প্রতি আক্ষেপ, (৪) দূতীর প্রতি আক্ষেপ, (৫) মুরলীর প্রতি আক্ষেপ, (৬) বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, (৭) কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ এবং (৮) গুরুজনদের প্রতি আক্ষেপ।

জ্ঞানদাসের এই পদে শ্রীরাধিকা নিজের প্রতি ও বিধাতার প্রতি আক্ষেপকেই প্রকাশ করেছেন।

জ্ঞানদাসের ২নং পদটি 'রূপানুরাগে'র পদ। কৃষ্ণের রূপে পাগলিনী শ্রীরাধিকার মন-প্রাণ অস্থির। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও তাঁর দেহের স্পর্শ পাবার জন্য রাধা তার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থাকে হারিয়ে ফেলেছে। এইজন্য তাকে ঘিরে নানা কানাকানি। ভাব ও ভাষায় পদটি সুসমৃদ্ধ।

গোবিন্দদাসের ১ নং পদটি 'অভিসার' পর্যায়ের। 'পূর্বরাগে' যে প্রেমের সূচনা 'অভিসারে'র ক্ষুরধার পথে সেই প্রেমের অগ্নি পরীক্ষা। প্রিয় মিলনের উদ্দেশ্যে সংকেত কুঞ্জে যাত্রাকেই অভিসার বলা হয়। দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে চান। রূপ গোস্বামীর মতে ছয় প্রকার অভিসারিকার। উল্লেখ আছে। যথা—(১) জ্যোৎস্নাভিসারিকা, (২) তিমিরাভিসারিকা, (৩) লজ্জালীনা অভিসারিকা, (৪) নিঃশব্দাভরণা অভিসারিকা, (৫) কৃতাবগুণ্ঠিতা অভিসারিকা, (৬) স্নিগ্ধৈক সখীযুক্তা অভিসারিকা।' পীতাম্বর দাস অভিসারকে ৮টি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষা, দিবা, কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মতা, সঞ্চরা।

তামসী ও বর্ষা অভিসারের প্রস্তুতি রয়েছে, গোবিন্দদাসের পদে। শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ-সাধনার গোপন মহড়া দেখা যায়। অন্ধকার রাত, বিদ্যুতের চমকদমক, বজ্রপাত, সর্প দংশনের ভয় ইত্যাদির কথা মেনে রেখে সব কিছুকে জয় করে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়া যাবে তার জন্যই রাধিকার দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি। কবি রাধার দুঃখ জয়ের সাধনার চিত্রটিকে শিল্প সৌন্দর্য দান করেছেন।

গোবিন্দদাসের ২নং পদটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক। একই অঙ্গে রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণব সমাজে পূজিত। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর গোবিন্দদাস পদটি রচনা করেছেন। তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাননি বলে পদটিতে আক্ষেপের সুরও ধ্বনিত হয়েছে। কৃষ্ণ প্রেমে পাগল গৌরাঙ্গদেবের ভাববিহ্বল মূর্তিটি কবি সার্থক উপমার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। পদটি শিল্পরস ও লালিত্যে মধুর।

৪৪.৬ সংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি ও কবিকৃতি আলোচনা

১। চণ্ডীদাস ঃ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে 'চণ্ডীদাস' নামযুক্ত বহু কবি পদ রচনা করেছেন। তবে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত বিভিন্ন পদাবলীর মধ্যে রসগত পার্থক্য ও ক্রমভঙ্গজনিত ত্রুটি দেখা যায়। তাছাড়া বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থ আবিষ্কারের পর 'চণ্ডীদাস' সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করে। আজও এ সমস্যার সমাধান হয়নি। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নন। তবে দীন চণ্ডীদাস ও পদকর্তা চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি কিনা—এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক গবেষকগণ আজও একমত হতে পারেননি।

পদাবলীর চণ্ডীদাস প্রাক্ চৈতন্য যুগের কবি। বীরভূমের নান্নুর বা নানুর অথবা বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামের অধিবাসী। বাশুলী পূজারী চণ্ডীদাস গ্রামবাংলার ভোগ-বিলাসহীন অকৃত্রিমভাবে তন্ময় কবি। চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। মিলনেও তাঁর সুখ নেই। তিনি শত দুঃখকে সহ্য করেছেন। কবি সুখের মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যে সুখ অনুভব করেছেন। পূর্বরাগের পদে চণ্ডীদাসের রাধা আত্ম নিবেদিতা—'যোগিনীপারা'। তাঁর কাব্য সম্ভার নিরাবৃত প্রাণের শান্ত-কোমল স্নিগ্ধতায় ভরা। বাঙালির প্রাণের কবিরূপে চণ্ডীদাস চিহ্নিত। বিলাস-ঐশ্বর্যের ধারে কাছেও তিনি যাননি। তিনি বিরহ-বেদনার শান্ত রসের আত্মনিমগ্ন কবি। পূর্বরাগ অনুরাগ থেকে শুরু করে ভাবোল্লাস মিলন পর্যায় পর্যন্ত চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় মনের কথাকে প্রকাশ করেছেন। তিনি যেন কবি সরস্বতীকে ডাক দিয়ে বলেছেন—"যেমন আছ তেমনি আসো আর করো না সাজ।" প্রেমের প্রগাঢ় রূপ চণ্ডীদাস তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখনীতে রাধা ও কৃষ্ণ 'পরাণে পরান বান্ধা আপনি আপনি।' মিলনমুহূর্তেও হারাই হারাই ভাব।

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।"

লৌকিক জীবনে এই প্রেম দুর্লভ।

অভিসারের পদেও চণ্ডীদাসের পদ মর্মস্পর্শী বেদনায় স্পন্দিত। নৈশ-বর্ষাভিসারের

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।"

পদটিতে কবি কৃষ্ণ-ব্যাকুলতা ও প্রেম ব্যাকুলতাকে একাকার করে রাধার হৃদয় বেদনাকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। 'আক্ষেপানুরাগে'র পদগুলিতেও কবির ভাব-নিবিড়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিবেদনের পদে চণ্ডীদাস সুদূর বৈরাগ্যের মোহিনী মায়ায় সংযতবাক্, আত্মসমর্পণী ভাব রসে নিমগ্ন।

'ভাবোল্লাস'-এর পদে—'সহ্য করিবার কবি' রূপে চণ্ডীদাস চিহ্নিত।

পদাবলীর প্রতিটি পর্যায়ের পদেই চণ্ডীদাসের হাতে শ্রীরাধিকা বাঙালি নারীর চিরন্তন সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীকরূপে সু-অঙ্কিত।

২। **বিদ্যাপতি ঃ** বংশগত সূত্রে বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভা কবি রূপে বহু গ্রন্থাদি লিখলেও ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর বৈষ্ণবপদগুলির জন্যই তিনি বাঙালির হৃদয়ে চির আসন লাভ করেছেন। কবি 'অভিনব জয়দেব' 'মৈথিল কোকিল' নামে চির পরিচিত। তাঁর হাতে রাধা ধীরে ধীরে মুকুলিত হয়ে যৌবন লগ্নে পূর্ণ লীলাময়ী রূপ লাভ করেছেন। পূর্বরাগ অনুরাগ পর্যায়ে তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে নবানুরাগের চাপল্য। বিদ্যাপতি ঐশ্বর্য্যের কবি, সুখের কবি। রূপানুরাগের পদে তিনি দেহ-সম্ভোগের কবি হয়েছেন। রূপ ও ভাবে রাধাকে বিদ্যাপতি যেভাবে সাজিয়েছেন—তা তুলনারহিত।

অভিসারের যাত্রায় তাঁর রাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জ্যোতি ও অলঙ্কারের দ্যুতিতে উজ্জ্বল। 'মাথুরে' রাধিকার করুণ আর্তি ধ্বনিত হয়েছে। 'ভাবোল্লাস' ও 'মিলনে' বিদ্যাপতির হাতে রাধার ভাবাকুতি এক আশ্চর্য রসাবেশে ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। অপার্থিব ভাব-সম্মিলনের নিদর্শন।

"আজু রজনী হাম ভাগেপোঁ হায়লুঁ"—পদটি।

ভাবের অতলান্ত গভীরতায়, শব্দ ঝংকারের লালিত্যে, ছন্দের অপরূপ সুষমায় ও অলঙ্কারের মণ্ডনকলায় বিদ্যাপতির মধুর রসাশ্রিত পদগুলি অতুলনীয়। তাঁর মতো রস-নিপুণ স্রষ্টা বিরল।

৩। জ্ঞানদাস ঃ চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজনবৃন্দের মধ্যমণি—কবি জ্ঞানদাস। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পদে কবির জন্ম। তিনি 'খেতুরী' উৎসবেও যোগ দিয়েছিলেন। কবি নিত্যানন্দ শাখার বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি সংযত হৃদয় রূপদক্ষ শিল্পী। তাঁর রূপানুরাগের পদগুলি হৃদয়-স্পন্দিত অনুভূতিতে ও ভাব-ব্যাকুলতায় গাঢ়বন্ধ। 'রূপোল্লাসে'র

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবে সে রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।"

পদটি স্মরণীয়। আক্ষেপানুরাগের পদে শ্রীরাধার হৃদয় বেদনা ও প্রেম তন্ময়তা কবির লেখনীতে আধুনিক কালের সীমাকে স্পর্শ করেছে। রূপমুগ্ধতা ও শ্রীরাধিকার হৃদয়-বেদনা প্রকাশে কবির চিত্র প্রতীক ও আবেগ অপূর্ব সমন্বয় লাভ করেছে।

৪। গোবিন্দদাস ঃ বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য—'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'—গোবিন্দদাস মহাজনরূপে বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করেছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। কবির অতুলনীয় কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীজীব গোস্বামী কবিকে 'কবিরাজ' বা 'কবীন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করেন। কবি বিদ্যাপতির ভাব-ভাষাকে আত্মস্থ করে অভিনব গীতি ধারার সৃষ্টি করেন। তাঁর 'গৌরাঙ্গ বিষয়ক' পদ বাক্‌মূর্তি ও আবেগে অনন্য। তিনি চাতুর্যের সঙ্গে মাধুর্য মিশিয়ে ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছেন। অভিসারে'র পদে গোবিন্দদাস সকলকে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর

'মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিলপাট।।'

পদটি এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। অবিমিশ্র ব্রজবুলি ভাষা, ছন্দের বৈচিত্র্য ও অলংকারের সার্থক প্রয়োগে তাঁর সৃষ্টি সম্ভার চিরকালের সম্পদ হয়েছে। ভাব-মাধুর্য ও হৃদয়াবেগের ঐশ্বর্যে তাঁর পদগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪৪.৭ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর শেষে .... পৃ .... উত্তর সংকেত মিলিয়ে নিন।

১। নীচের শূন্যস্থানগুলিতে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন ঃ

(ক) গোবিন্দদাস —————— নামে পরিচিত।

(খ) বিদ্যাপতি অভিনব —————— রূপে চিহ্নিত।

(গ) জ্ঞানদাস —————— ভাবশিষ্য।

(ঘ) বিদ্যাপতি —————— ভাষায় পদ রচনা করেছেন।

(ঙ) অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন —————।

২। নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির ডানদিকে দেওয়া সম্ভাব্য উত্তরগুলির মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটির পাশে (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

(ক) চণ্ডীদাস —
(১) সুখের কবি
(২) দুঃখের কবি
(৩) নৈরাশ্যবাদী কবি
(৪) আশাবাদী কবি

(খ) 'কবিরাজ' উপাধিধারী হলেন —
(১) চণ্ডীদাস
(২) বিদ্যাপতি
(৩) গোবিন্দদাস
(৪) জ্ঞানদাস

(গ) 'প্রার্থনা' পদের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন —
(১) চণ্ডীদাস
(২) বিদ্যাপতি
(৩) জ্ঞানদাস
(৪) গোবিন্দদাস

৩। 'ব্রজবুলি' ভাষা সম্পর্কে ৪ লাইনে আপনার বক্তব্য লিখুন।

....

....

....

....

৪। 'পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।'

এই পদ্যাংশটি কার লেখা? কোন্ পর্যায়ের? পদ্যাংশটি ৪টি চরণে ব্যাখ্যা করুন।

....

....

....

....

৫। 'তুয়া বিনা গতি নাহি আর'

কে? কোন্ পর্যায়ে? কার কাছে এই আবেদন করেছেন?

....

....

....

৬। "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর।"

এই পদ্যাংশটি কার লেখা? কোন্ পর্যায়ের? পদ্যাংশে কোন্ জীবনরস প্রকাশ পেয়েছে?

....

....

....

৭। নীচের শব্দগুলির শব্দার্থ লিখুন।

ঐছন, পাসরিতে, ভেল, ওর, পাহুন, অথির, তাতল, অমিয়, চীরহি, পরমান।

৪৪.৮ উত্তরমালা

১। (ক) দ্বিতীয় বিদ্যাপতি, (খ) জয়দেব, (গ) চণ্ডীদাসের, (ঘ) ব্রজবুলি, (ঙ) গোবিন্দদাস।

২। (ক) ২, (খ) ৩, (গ) ২

৩। ব্রজবুলি ভাষা মাগধী অপভ্রংশ ভাষা থেকে জাত। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বিদ্যাপতির ব্রজবুলির প্রধান উপাদান মাগধী অপভ্রংশ হলেও, তাতে শৌরসেনী অপভ্রংশের কিঞ্চিৎ মিশ্রণ আছে। সুতরাং উপাদানের দিক থেকে ব্রজবুলি ভাষা মৈথিলী, বাংলা এবং আংশিক হিন্দী তথা শৌরসেনী অপভ্রংশের মিশ্রণে গঠিত।

৪। অংশটি চণ্ডীদাসের লেখা। পদ্যাংশটি 'পূর্বরাগ' পর্যায়ের কৃষ্ণের নাম শ্রবণে রাধা দিশেহারা। কি করবেন—তার ভবিষ্যৎ কী—কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবেন—এই সব চিন্তায় রাধা রমন ব্যাকুল হয়েছে। কৃষ্ণকে ভুলে যেতে চান কিন্তু তা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না।

৫। এই অংশটির রচয়িতা 'মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি। অংশটি 'প্রার্থনা' পর্যায়ের। ভগবানের কাছে কবি এই ঐকান্তিক করেছেন।

৬। পদ্যাংশ বিদ্যাপতির লেখা। পদ্যাংশটি 'মাথুর' পর্যায়ের। বিরহ-বেদনা দগ্ধ রাধার জীবনের করুণরস এই অংশে প্রকাশ পেয়েছে।

৭ এইরূপ, ভুলে যেতে, হলো, শেষ, প্রবাসী, অস্থির, উত্তপ্ত, অমৃত, বস্ত্রখণ্ড, প্রমাণ।

৪৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — সুকুমার সেন,

(২) শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ— শশীভূষণ দাশগুপ্ত,

(৩) মধ্যযুগের কবি ও কাব্য— শঙ্করীপ্রদাস বসু

(৪) বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন)—

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র,

শ্রীসুকুমার সেন,

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী,

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী,

সম্পাদিত ৩ (ষষ্ঠ সংস্করণ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৫) চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি—ড. শঙ্করী
প্রসাদ বসু।

(৬) প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অনুভবে ও বিশ্লেষণে—ড. রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

একক ৪৫ ❑ রামায়ণ — অরণ্যকাণ্ড — কৃত্তিবাস ওঝা

গঠন

৪৫.১ উদ্দেশ্য
৪৫.২ প্রস্তাবনা
৪৫.৩ মূলপাঠ—অরণ্যকাণ্ড—কৃত্তিবাস
৪৫.৪ সারাংশ
৪৫.৫ সার সংক্ষেপ
৪৫.৬ (ক) প্রকৃতি চিত্র, (খ) যুদ্ধ বর্ণনা, (গ) চরিত্র চিত্রণ
৪৫.৭ অরণ্য কাণ্ডের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ
৪৫.৮ কৃত্তিবাসের কবি পরিচিতি ও কবিকৃতি আলোচনা
৪৫.৯ অনুশীলনী
৪৫.১০ উত্তরমালা
৪৫.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৪৫.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করিলে আপনি—

- কৃত্তিবাসের বাঙলা ভাষায় অনূদিত 'শ্রীরাম পাঁচালী'র—সাতটি কাণ্ডের অন্যতম 'অরণ্যকাণ্ড' সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সব কিছু জানতে পারবেন। সেই সঙ্গো অন্যান্য ছ'টি কাণ্ড সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি জানবেন।
- অরণ্যকাণ্ডের ঘটনা বিন্যাস, প্রকৃতি চিত্রণ, চরিত্রাদির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সব কিছু জেনে—এই খণ্ডের যে কোনো প্রশ্ন আলোচনা করতে পারবেন এবং নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।
- অনুবাদক হিসাবে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।
- কৃত্তিবাসের কল্পনাশক্তি, গল্পরসবোধ, বাঙালির হৃদিরসজাড়িত চরিত্র চিত্রণ ক্ষমতা, সহজ সরল ভাষার প্রকাশ-নৈপুণ্য ইত্যাদি দিক থেকে কবির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- কৃত্তিবাসের কাব্যকে আক্ষরিক অনুবাদ না বলে কেন ভাবানুবাদ বলা হয় তারও পরিচয় পাবেন।
- বাল্মীকির রামায়ণের বাঙলা ভাষায় অনূদিত কাব্যগ্রন্থাদির মধ্যে কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের নানা তত্ত্ব ও

তথ্যাদিও জানতে পারবেন।

৪৫.২ প্রস্তাবনা

এই পাঠে কৃত্তিবাসের ‘শ্রীরাম পাঁচালী’র ‘অরণ্যকাণ্ড’ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই কাণ্ডের ঘটনা বিন্যাস নিম্নরূপ—

(১) রাম-লক্ষ্মণ-সীতার দণ্ডকারণ্য প্রবেশ ও ঋষিগণের দ্বারা সংবর্ধনা।

(২) বিরাধের সীতাহরণ।

(৩) বিরাধের রাম-লক্ষ্মণ হরণ।

(৪) বিরাধ সম্পর্কে নানাকথা এবং বিরাধ বধ।

(৫) রাম-লক্ষ্মণ-সীতার শরভঙ্গের আশ্রমে গমন, ইন্দ্রদর্শন ও শরভঙ্গের আগুনে প্রবেশ।

(৬) নিশাচরগণের অত্যাচারের কথা শুনে রামচন্দ্রের আশ্বাসদান এবং সুতীক্ষ্ণের তপোবনে যাত্রা।

(৭) সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে রামচন্দ্রদের অভ্যর্থনা ও বাক্য বিনিময়।

(৮) দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণের আশ্রম দর্শনের জন্য রামের ইচ্ছা।

(৯) দণ্ডকারণ্য ভ্রমণ-সম্বন্ধে সীতাদেবীর কথা।

(১০) দণ্ডকারণ্য ভ্রমণ সম্পর্কে রামের বক্তব্য।

(১১) পঞ্চাপসর সরোবরের কথা, অগস্ত্যমুনির আশ্রমের নানা কথা, ইযমাবাহের আশ্রমও অগস্ত্যমুনির আশ্রমের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের যাত্রা।

(১২) অগস্ত্যের অতিথি ও আপ্যায়ন ও অস্ত্রপ্রদান।

(১৩) পঞ্চবটী বনে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার যাত্রা।

(১৪) জটায়ুর সঙ্গে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ, অর্চনা ও পঞ্চবটী বনে প্রবেশ।

(১৫) লক্ষ্মণের পঞ্চবটীবনে আশ্রম তৈরী ও সেখানে তিনজনের অবস্থান।

(১৬) শীত-ঋতুর বর্ণনা।

(১৭) লক্ষ্মণের কাছে শূর্পনখার আগমন ও তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণের প্রস্তাব।

(১৮) লক্ষ্মণের দ্বারা শূর্পনখার নাক-কান ছেদন।

(১৯) শূর্পনখার অনুরোধে খরের রাক্ষস প্রেরণ।

(২০) রামের রাক্ষস বধ।

(২১) খরের কাছে শূর্পনখার বিলাপ ও ভর্ৎসনা।

(২২) খরের ক্রোধ ও যুদ্ধ যাত্রা।

(২৩) রাক্ষসগণের অত্যাচার, উৎপাত।

(২৪) দলবল সহ খরের আগমন।

(২৫) রামচন্দ্রের সঙ্গে খরের যুদ্ধ বর্ণনা।

(২৬) চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ।

(২৭) রামের ত্রিশিরা বধ।

(২৮) খরের পরাজয়, নিধন এবং দেবতা ও ঋষিগণের দ্বারা রামের সংবর্ধনা।

(২৯) অকম্পনের লঙ্কায় গমন, রামের বীরত্ব কাহিনী, বর্ণনা, রাবণের মারীচ অশ্রমে গমন ও ফিরে আসা।

(৩০) শূর্পনখার লঙ্কায় গমন।

(৩১) রাবণকে শূর্পনখার ভর্ৎসনা।

(৩২) সীতাকে হরণের জন্য শূর্পনখার উৎসাহ দান।

(৩৩) রাবণ-মারীচ সংবাদ।

(৩৪) মারীচের কাছে রাবণের সাহায্য প্রার্থনা।

(৩৫) মারীচ ও রাবণের পারস্পরিক ভর্ৎসনা ও রাবণের আদেশ দান।

(৩৬) সোনার হরিণের রূপ ধরে মারীচের দণ্ডকারণ্যের প্রবেশ।

(৩৬) রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ।

(৩৭) মারীচ বধ।

(৩৮) সীতা-লক্ষ্মণ সংবাদ।

(৩৯) ব্রাহ্মণবেশে রাবণের আগমন রাবণ-সীতার কথোপকথন, সীতাহরণ ও সীতার বিলাপ।

(৪১) রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ—জটায়ুর পরাজয়।

(৪২) সীতাকে নিয়ে রাবণের আকাশপথে গমন।

(৪৩) সীতার ভর্ৎসনা ও বিলাপ।

(৪৪) সীতার মনোরঞ্জনের নানা চেষ্টা শেষে ব্যর্থ হয়ে অশোক কাননে সীতাকে বন্দী করে রাখা।

(৪৫) রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ।

(৪৬) সীতাহারা রামের বিলাপ।

(৪৭) বনমধ্যে সীতার অন্বেষণ ও রামের কাতরতা।

(৪৮) রামের বিলাপ ও লক্ষ্মণের প্রবোধ দান।

(৪৯) জটায়ুর কাছ থেকে সীতাহরণের সংবাদ প্রাপ্তি।

(৫০) জটায়ুর মৃত্যু ও সৎকার।

(৫১) কবন্ধের সঙ্গে দেখা—তার বাহু ছেদন—লক্ষ্মণের পরিচয় দান।

(৫২) কবন্ধ-রাম সংবাদ এবং কবন্ধের দ্বারা সুগ্রীবের সঙ্গে রামের মিত্রতা স্থাপনের উপদেশ ও তার বাসস্থান নির্দেশ করে কবন্ধের স্বর্গারোহণ।

(৫৩) রাম-শবরী সংবাদ ও শবরীর স্বর্গ গমন।

(৫৪) রাম-লক্ষ্মণের পম্পা দর্শনে গমন ও রামের বিলাপ।

অরণ্যকাণ্ডের ঘটনা বিন্যাসের ক্রম-পরম্পরার যেন বৈচিত্র্য তেমনি নিবিড় ঐক্য দেখতে পাবেন। রাম-সীতার দাম্পত্য জীবনের মধুর ও বিরহ রূপটি হৃদয়কে স্পর্শ করে। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, রামচন্দ্রের শৌর্য-বীর্যের পাশাপাশি স্নেহ-ভালোবাসা নিবিড় রূপটি আকর্ষণীয়। প্রকৃতি চিত্রণে খণ্ডটিতে ভিন্নস্বাদ-সৃষ্টি হয়েছে। বাল্মীকির 'শূরধর্মী' কাব্য কৃত্তিবাসের হাতে কিভাবে 'গৃহধর্মী' হয়েছে তার স্পষ্ট প্রমাণ 'অরণ্যখণ্ড'টি। রামের প্রেম-করুণাঘন মূর্তি, লজ্জানম্রবধূরূপী সীতা ও সর্বত্যাগী লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি অতুলনীয়। 'বাঙালির জাতীয় কবি' রূপে চিহ্নিত কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী'র অনন্য খণ্ড হল 'অরণ্যখণ্ড।' এই খণ্ডের ঘটনা ধারার সারাংশ পরের এককে আপনারা পাবেন। সেই সারাংশে প্রস্তাবনায় চিহ্নিত ঘটনাধারার সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলি সম্পর্কে আপনাদের ধারণা আরো স্পষ্ট হবে। কৃত্তিবাসের কল্পনা শক্তি, ঘটনা বিন্যাস, ভাষা ও ছন্দ শৈলী, অলঙ্কার প্রয়োগ ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়েও আপনারা সমৃদ্ধ হতে পারবেন।

৪৫.৩ মূল □ পাঠ অরণ্যকাণ্ড

মূলং ধর্ম্মতরোধিবেকজলধঃ পূর্ণেন্দু মানন্দদং।
বৈরাগ্যম্বুজ ভাস্করং ত্বঘহরং ধান্তাপহং তাপহম্।।
মোহান্তৌধরপুঞ্জপাটর্নববৌ স্বেশস্তবং শঙ্করং।
বন্দে ব্রহ্মকুলং কলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিযম্।।
সান্দ্রানন্দপয়োদসৌ ভগতন্ং পীতাম্বরং সুন্দরং।
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসত্তুণীরভারং বরম্।।
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটাজুটেন সংশোভিতং।
সীতালক্ষ্মণংসংযুতং পথিগতং রামানিরামং ভজে।।

চিত্রকূট পর্বতে শ্রীরাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের স্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাত জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান।

করিলেন অযোধায় ভরত গমন।
চিত্রকূট পর্ব্বতে রহেন তিনজন।
চিত্রকূট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে।
ভালমন্দ যখন যে রামের জিজ্ঞাসে।।
মুনিগণ একদিন করে কাণাকাণি।
জিজ্ঞাসা করেন সবে রাম রঘুমণি।।
কহ কহ মুনিগণ কি কর মন্ত্রণা।
আমারে না কহ কেন বাড়াও যন্ত্রণা।।
আমরা সকলে করি একত্র বসতি।
একের ক্ষতিতে হয় সবাকার ক্ষতি।।
যদি কোনো বিপদ হয়েছে উপস্থিত।
আমারে জানাও আমি করিব বিহিত।।
মুনিরা রামের বাক্যে পড়িলেন লাজে।
বৃদ্ধ মুনি উঠিয়া বলেন তার মাঝে।।

যে মন্ত্রণা করিতে ছিলেন রঘুবর।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর।।
রাবণের দুই ভাই দুষ্ট নিশাচর।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ খর দূষণ অপর।।
তাহার সামন্তগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমে।
কত উপদ্রব করে প্রবেশি আশ্রমে।।
যজ্ঞ আরম্ভণ মাত্র আসিয়া নিকটে।
যজ্ঞ নষ্ট করে দ্বিজ পলায় সঙ্কটে।।
রাক্ষসের ডরে লুকাইয়া ঘরে আসি।
ফল মূল কাড়ি খায় ভাঙ্গায়ে কলসী।।
এই বন ছাড়িয়া যাইব অন্য বন।
কাণাকাণি করিলাম এই সে কারণ।।
মূনিগণ ছাড়ে যদি শূন্য হবে বন।
শূন্যবনে কেমনে রহিবে তিন জন।।
সীতা অতি রূপবতী এই বন মাঝে।
কেমনে রাখিবে রাম রাক্ষস সমাজে।।
বিক্রমে বিশাল তুমি আমি জানি মনে।
কত সম্বরিয়া রাম থাকিবা কাননে।।
আমরা এ বন ছাড়ি অন্য বনে যাই।
তোমার সহিত আর দেখা হবে নাই।।
স্ত্রী-পুরুষে মুনিগণ চলেন সত্বর।
যার যথা ছিল স্থান কুটুম্বাদি ঘর।।
উঠে গেল মুনিগণ শূন্য দেখা যায়।
শ্রীরাম ভাবেন তবে তাহার উপায়।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
গাইল অরণ্যকাণ্ডে প্রথম শিকলি।।

অত্রি মুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও উক্ত
মুনিপত্নির নিকট সীতার জন্মাদি কথন
এবং রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিরাধ বধ।

আমা নিতে ভরত আইল পুনর্ব্বার।
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার।।
চিত্রকূট অযোধ্যা নহেত বহু দূর।
ভরত ভ্রাতার ভক্তি আমাতে প্রচুর।।
রঘুনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে।
চিত্রকূট ছাড়িয়া চলিলেন দক্ষিণে।।
কতদূর যান তারা করি পরিশ্রম।
সম্মুখে দেখেন অত্রি মুনির আশ্রম।।
প্রবেশিয়া তিন জন পুণ্য তপোবন।
বন্দনা করেন অত্রি মুনির চরণ।।
রামে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইলেন আসনে।।
আপনার পত্নী ঠাঁই সমর্পিলা সীতা।
পালন করহ যেন আপন দুহিতা।।
দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্ত্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।।
শুক্ল বস্ত্র পরিধান শুক্ল সর্ব্ব বেশ।
করিতে করিতে তপ পাকিয়াচে কেশ।।
তপস্যা করিয়া মূর্ত্তি ধরেন তপস্যা।
জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা।।
কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা।
আর্শীর্ব্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা।।
মুনিপত্নী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে।
কহেন মধুর বাক্য প্রফুল্ল অন্তরে।।
রাজকুলে জন্মিয়া পড়িলে রাজকুলে।
দুই কুল উজ্জ্বল করিলে গুণে শীলে।
এ সব সম্পদ ছাড়ি পতি সঙ্গে যায়।
হেন স্ত্রী পাইলা রাম বহু তপস্যায়।।
সীতা কহিলেন মা সম্পদে কিবা কাম।
সকল সম্পদ মম দূর্ব্বাদল শ্যাম।।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কার্য্য কিবা ধনে।
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে।।
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব্বগুণে গুণী।
হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি।।
ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতী।

আশীর্ব্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি।।
শুনিয়া সীতার বাক্য তুষ্ট মুনি দারা।
আপনার যেমন সীতার সেই ধারা।।
সমাদরে সীতারে দিলেন আলিঙ্গন।
দিব্য অলঙ্কার আর বহু মূল্য ধন।।
তুষ্ট হ'য়ে সীতারে কহেন ভগবতী।
তব পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহ গো সীতা সতী।।
জানকী বলেন দেবী কর অবধান।
আমার জন্মের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।।
একদিন মেনকা যাইতে বস্ত্র উড়ে।
তাহা দেখি জনক রাজার বীর্য্য পড়ে।।
সেই বীর্য্যে জন্ম মোর হইল ভূমিতে।
উঠিল আমার তনু লাঙ্গল চষিতে।।
অযোনি সম্ভবা মম জন্ম মহীতলে।
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা মোরে নিল কোলে।।
নিজ কন্যা বলি রাজা মনে অনুমানি।
হেনকালে আকাশেতে হৈল দৈববাণী।।
দেবগণ ডাকি বলে জনক ভূপতি।
জন্মিল তোমার বীর্য্যে কন্যা রূপবতী।।
অযোনিসম্ভবা এই তোমার দুহিতা।
লাঙ্গলের মুখে জন্ম নাম রাখ সীতা।।
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
দীন দ্বিজ দুঃখীরে দিলেন বহু ধন।।
প্রধান দেবীর ঠাঞি দিলেন আমারে।
আমারে পালেন দেবী বিবিধ প্রকারে।।
দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে।
আমা দেখি জনক চিন্তেন মনে মনে।।
যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে।
তাঁরে সমর্পিব সীতা পরম কৌতুকে।।
দারুণ প্রতিজ্ঞা এই ভুবনে প্রচার।
তের লক্ষ বর এল রাজার কুমার।।
ধনুক দেখিয়া সবাকার প্রাণ কাঁপে।
না সম্ভাষি পিতারে পলায় মনস্তাপে।।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আগে না পান ভাবিয়া।
কেমনে সম্পন্ন হবে জানকীর বিয়া।।
হেনকালে উপস্থিত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ধনুক দেখিয়া হাস্য করেন তখন।।
ধনুকেতে দিতে গুণ সর্ব্বলোকে বলে।
ধনুখান ধরি রাম বাম হাতে তোলে।।
গুণ যোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙ্গে।
সবে স্তব্ধ তার শব্দ ত্রিভুবনে লাগে।।
ধনুকের শব্দে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা।
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালেতে কাঁপিল সর্ব্বজনা।।
শিরে পঞ্চঝুঁটিরাম বিক্রম বিস্তর।
চূড়া কর্ণবেধ হয় লোকে চমৎকার।।
বিবাহ করিতে পিতা বলিল আমারে।
না করেন স্বীকার পিতার অগোচরে।।
রাজ্যসহ দশরথ আসিয়া সম্বাদে।
রামের বিবাহ দেন পরম আহ্লাদে।।
শ্রীরাম করিলেন আমার পাণিগ্রহ।
লক্ষ্মণের দারকর্ম্ম ঊর্ম্মিলার সহ।।
কুশধ্বজ খুড়ার যে দুই কন্যা ছিল।
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে বিবাহ করিল।।
ভগবতী পূর্ব্বকথা এই কহিলাম।
হেনমতে মিলিলেন মম স্বামীরাম।।
এত যদি সীতাদেবী কহেন কাহিনী।
পরিতুষ্ট হইলেন মুনির গৃহিণী।।
ব্রাহ্মণী সীতার ভালে দিলেন সিন্দুর।
কণ্ঠে মণিময় হার বাহুতে কেয়ুর।।
কর্ণেতে কুণ্ডল করে কাঞ্চন কঙ্কন।
নূপুরে শোভিত হয় কমল চরণ।।
নাসায় বেসর দেন গজমুক্তা তায়।
পট্টবস্ত্র অধিক শোভিত গৌর গায়।।
প্রদোষ হইল গত প্রবেশ রজনী।

রামের নিকটে যান শ্রীরাম রমণী।।
উমা রামা নাহি পান সীতার উপমা।
চরাচরে জনক দুহিতা নিরুপমা।।
দেখিয়া সীতার রূপ হৃষ্ট রঘুমণি।
মুনির আশ্রমে সুখে বঞ্চেন রজনী।।
প্রভাতে করিয়া স্নান আর যে তর্পণ।
তিন জন বন্দিলেক মুনির চরণ।।
আর্শীর্ব্বাদ করিলেন অত্রি মহামুনি।
কহিলেন উপদেশ উপযুক্ত বাণী।।
শুন রাম রাক্ষস প্রধান এই দেশ।
সদা উপদ্রব করে দেয় বহু ক্লেশ।।
অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্যস্থান।
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান।।
মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি।
দণ্ডক কানন মধ্যে করিলেন গতি।।
আগে যান রঘুনাথ পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
জনক তনয়া মধ্যে কি শোভা তখন।।
ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত।
ময়ূরের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত।।
নানা পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর।।
বন মধ্যে অনেক মুনির নিবসতি।
শ্রীরামেরে দেখিয়া হরিষে করে স্তুতি।।
রাজ্যে থাক বনে থাক তোমার সম্মান।
যথা তথা থাক রাম তুমি ভগবান।।
রম্য জল রম্য ফল মধুর সুস্বাদ।
আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ।।
দেখিতে হইল ইচ্ছা দণ্ডক কানন।
তিন জনে মনসুখে করেন ভ্রমণ।।
আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
নানা স্থলে কৌতুকে করেন নিরীক্ষণ।।
হেনকালে দুর্জ্জয় রাক্ষস আচম্বিত।
বিকট আকারেতে সম্মুখে উপস্থিত।।
রাঙ্গা দুই আঁখি তার কঠিন হৃদয়।
বনজন্তু ধ'রে মারে কারে নাহি ভয়।।
দুর্জ্জয় শরীর ধরে পর্ব্বত সমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখ খান।।
শিরে দীর্ঘজটা কাটা দীর্ঘ সর্ব্বকায়।
লম্বোদর অস্থিসার শিরা গণা যায়।।
বান্ধিয়া লইয়া যায় মাংস ভার স্কন্ধে।
পলায় লইয়া প্রাণ সবে তার গন্ধে।।
মেঘের গর্জ্জনে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রাক্ষস বিরাধ।।
সীতায় রাক্ষস গিয়া লইলেক কক্ষে।।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে থাকে অন্তরীক্ষে।।
সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন।
শ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জ্জন।।
তপস্বীর বেশে রাম ভ্রমিস্ কাননে।
দেখাইয়া কামিনী ভুলাস্ মুনিগণে।।
বলিল মনুষ্য আজি করিব ভক্ষণ।
ঝাঁট পরিচয় দেহ তোরা কোনজন।।
শ্রীরাম বলেন আমি ক্ষত্রিয় কুমার।
লক্ষ্মণ অনুজ জায়া জানকী আমার।।
দেখি হে তোমার কেন বিকৃতি বদন।
বনেতে বেড়াও তুমি হও কোন্ জন।।
রাক্ষস বলিল আমি যে হই সে হই।
সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই।।
বিরাধ আমার নাম থাকি যথা তথা।
কাল নামে মম পিতা বিদিত সর্ব্বথা।।
কত মুনি বধিলাম বিধাতার বরে।
অভেদ্য শরীর মম ভয় করি কারে।।
লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম কহেন পেয়ে ভয়।
জানকীরে খায় বুঝি রাক্ষস দুর্জ্জয়।।
আইলাম নিজ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে।

সীতারে খাইবে আজ দারুণ রাক্ষসে।।
লক্ষ্মণ বলেন দাদা না ভাবিও তাপ।
রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ।।
লক্ষ্মণের বাক্যেতে রামের বল বাড়ে।
মারিলেন সাত বাণ রাম তার ঘাড়ে।।
সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে।
হাতে ছিল জাঠাগাছ মারিল লক্ষ্মণে।।
তাহা দেখি শ্রীরাম ছাড়েন এক বাণ।
জাঠাগাছ তখনি হইল খান খান।।
জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের ত্রাস।
অস্ত্র নাহি নিশাচর উঠিল আকাশ।।
ছাড়েন ঐষিক বাণ দশরথ সুত।
পড়িল বিরাধ যেন কৃতান্তের দূত।।
খণ্ড খণ্ড হইয়া শরীর রক্তে ভাসে।
মরি মরি করি যায় শ্রীরামের পাশে।।
আছাড়িয়া ফেলে সীতা ঘায়েতে ব্যগ্রতা।
ভূমেতে পড়েন সীতা হইয়া মূর্চ্ছিতা।।
যোড়হাতে রাক্ষস শ্রীরামে করে স্তুতি।
তব বাণ স্পর্শে রাম পাই অব্যাহতি।।
শাপে মুক্ত করিলা আমার এই শরীর।
লইলাম শরণ চরণে রঘুবীর।।
ধন্য ধন্য সীতাদেবী রাম যার পতি।
তোমা পরশিয়া হয় শাপ অব্যাহতি।।
পূর্ব্বকথা আমার শুনহ রঘুপতি।
কুবেরের শাপেতে এই আমার দুর্গতি।।
কিশোর আমার নাম কুবেরের চর।
আমারে সর্ব্বদা তুষ্ট ধনের ঈশ্বর।।
একদিন কুবের লইয়া নারীগণে।
রণস্থলে কেলি করে মাতিয়া মদনে।।
কর্ম্মদোষে আমি তথা হই উপনীত।
আমারে দেখিয়া তারা হইল লজ্জিত।।
কোপে শাপ আমারে দিলেন ধনেশ্বর।
দণ্ডক কাননে গিয়া হও নিশাচর।।
পশ্চাতে করুণা করি বলেন বচন।
শ্রীরামের শরে হবে শাপে বিমোচন।।
পাইলাম তোমার দর্শনে অব্যাহতি।
মৃতদেহ পোড়ালে পাইব নিষ্কৃতি।।
লক্ষ্মণের উদ্‌যোগে দানব দেহ পুড়ে।
দিব্য দেহ ধরিয়া সে দিব্যরথে চড়ে।।
রাম দরশনে চর গেল স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস।।

শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন ও মুনি কর্ত্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্ব্বাণ দান এবং মুনির স্বর্গে গমন।

শ্রীরাম বলেন চল জানকী লক্ষ্মণ।
গোমতীর পাড়ে শরভঙ্গ নিকেতন।।
হেথা হৈতে সেই স্থান দ্বাদশ যোজন।
অদ্ভুত দেখিবা সে মুনির তপোবন।।
তপের প্রতাপ যেন জ্বলন্ত অনল।
শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই স্থল।।
সেই দিন শ্রীরাম রহেন সেইস্থানে।
প্রভাতে উঠিয়া যান মুনি দরশনে।।
হেনকালে উপনীত তথআ শচীনাথ।
করিবারে শরভঙ্গ মুনির সাক্ষাৎ।।
রথোপরে পুরন্দর আসে শুদ্ধবেশে।
দেবগণ বেষ্টিত তাঁহার চারিপাশে।।
রথ শোভা করে মণি মুকুতার ঝারা।
বায়ুবেগে চলে ঘোড়া সারথের ত্বরা।।
চারিদিকে শোভে নীল পীত পতাকায়।
দূরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তায়।।
অনুজেরে বলেন থাকহ এইক্ষণ।
জানি আগে আশ্রমে প্রবেশে কোন্‌জন।।
ইন্দ্র আসি মুনিরে করিয়া নমস্কার।
নিবেদন করেন যে কার্য্য আপনার।।

শুনি মুনি রামরূপী ত্রিলোকের নাথ।
আসিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ।।
রাক্ষস বধের হেতু তাঁর অবতার।
ত্রিকালজ্ঞ আপনি জানাইব কি আর।।
তবস্থানে রাখিলাম এই ধনুর্ব্বাণ।
আইলে তাঁহারে তুমি করিবা প্রদান।।
এত বলি স্বর্গপুরী যান পুরন্দর।
প্রবেশ করেন রাম যথা মুনিবর।।
প্রণাম করেন শরভঙ্গ মুনিবরে।
আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহেন মুনি তাঁরে।।
অনাথ ছিলাম বলে হইলা হে নাথ।
যোগে যাঁরে দেখা ভার তিনিই সাক্ষাৎ।।
আইলা আপনি বিষ্ণু আমার নিবাস।
তোমা দরশনে মম হবে স্বর্গবাস।।
শত বৎসরের তপ করিলাম দান।
এই লও ইন্দ্রদত্ত দিব্য ধনুর্ব্বাণ।।
শরীর ছাড়িব আমি অতি পুরাতন।
প্রাণ রাখিয়াছি রাম তোমার কারণ।।
ক্ষণেক লক্ষ্মণ সহ বৈস এইখানে।
অগ্নিতে শরীর ত্যজি তব বিদ্যমানে।।
শরভঙ্গ কুণ্ড কাটি জ্বালেন অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগণমণ্ডল।।
কৌতুক দেখেন সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মুনিবর সাহস দেখি বিস্মিত ভুবন।।
রাম রাম উচ্চারিয়া মুনি ঊর্দ্ধতুণ্ডে।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ঝাঁপ দেন কুণ্ডে।।
পুড়িয়া মুনির দেহ হইল অঙ্গার।
অগ্নি হৈতে উঠে এক পুরুষ আকার।।
গোলোকে গেলেন মুনি পুণ্যফলোদয়।
দেখিয়া সবার মনে হইল বিস্ময়।।
রাম দরশনে মুনি যান স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস।।

দশবৎসর কাল শ্রীরামচন্দ্রের নানা বনে ভ্রমণান্তর পঞ্চবাটীবনে তাঁহার অবস্থিতি ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন এবং রামচন্দ্র কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ রাক্ষাস বধ।

সম্ভাষিতে রামেরে আইল বনবাসী।
কেহ কেহ ফল খান কেহ উপবাসী।।
অনাহারে কেহ বা বরিষা চারিমাস।
কেহ কেহ সর্ব্বকাল করে উপবাস।।
গাছের বাকল পরে শিরে জটা ধরে।
মৃগচর্ম্ম ধরে কেহ কমণ্ডলু করে।।
মুনিগণে দেখিয়া উঠিল রঘুনাথ।
করেন প্রণতি স্তুতি করি যোড় হাত।।
মুনিরা করেন স্তুতি রামেরে গোচর।
শ্রীরাম বলেন প্রভু না করিহ ডর।।
তপোবনে না রাখিব রাক্ষস সঞ্চার।
অবিলম্বে হইবে রাক্ষস সংহার।।
মুনিগণ সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তপোবন দরশনে করেন গমন।।
ধনুকে টঙ্কার দিলে রামরঘুবীর।
দেখিয়া সীতার মন হইল অস্থির।।
বনে প্রবেশে রাম হাতে ধনুর্ব্বাণ।
নিষেধ করেন সীতা রাম বিদ্যমান।।
রাক্ষসের সহ কেন করহ বিষাদ।
অকারণ প্রাণীবধে ঘটিবে প্রমাদ।।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক কহি তব স্থান।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম কর অবধান।।
শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃঘরে।
কহিলেন পিতা পূর্ব্ব আখ্যান আমারে।।
দক্ষ নামে এক মুনি ছিল তপোবনে।
তাঁর স্থানে স্থাপ্য খড়গ রাখে একজনে।।
পাপ হয় হরিলে পরের স্থাপ্যধন।
তেঁই যত্নে খড়গ খানি রাখেন ব্রাহ্মণ।।

এক বৃদ্ধপাখী সেই তপোবনে বৈসে।
নড়িতে চড়িতে নারে প্রাচীন বয়সে।।
মুনিরে কুবুদ্ধি পায় দৈবের লিখন।
সে খড়েগর চোটে লয় পক্ষীর জীবন।।
হাতে অস্ত্র করিলে লোকের জ্ঞান নাশে।
হইল মুনির পাপ সে অস্ত্রের দোষে।।
সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন্ প্রয়োজন।।
সরলা জনকবালা কহিল এমতি।
বুঝান প্রবোধ বাক্যে তাঁরে সীতাপতি।।
কনক কমলমুখী জনক কুমারী।
আমার নাহিক ভয় কি ভয় তোমারি।।
মহাতেজা মুনিগণ যাহার সহিতে।
তাহার কিসের ভয় বল দেখি সীতে।।
যাইতে দেখেন তাঁরা দিব্য সরোবর।
শুনেন অপূর্ব্ব গীত তাহার ভিতর।।
বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসেন রঘুমণি।
জলের ভিতর গীত শুনি কেন মুনি।।
মুনি বলিলেন হেথা ছিল এক মুনি।
করিত কঠোর তপ দিবস রজনী।।
তপোভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর।
পাঠায় অপ্সরিগণে যথা মুনিবর।।
আইল অপ্সরিগণ মুনির নিকটে।
দেখিয়া পড়িল মুনি মদন সঙ্কটে।।
সেই স্থান খ্যাত পঞ্চ অপ্সরা বলিয়া।
অদ্যপি আইসে তারা তথা লুকাইয়া।।
নৃত্য-গীত করে তারা নাহি যায় দেখা।
এমন অপূর্ব্ব কথা পুরাণেতে লেখা।।
শুনিয়া মুনির কথা কৌতুকী শ্রীরাম।
তপোবন দেখিয়া গেলেন নিজধাম।।
আতিথ্য করেন মুনি সমাদর করি।
তিন জন বঞ্চিলেন সুখে বিভাবরী।।

কোথা পাঁচ সাত মাস কোথা দশমাস।
কোথাও বৎসর রাম করেন প্রবাস।।
এইরূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ।
অতীত হইল দশ বৎসর তখন।।
একদিন সীতা সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
করপুটে বন্দিলেন মুনির চরণ।।
সুতীক্ষ্ম মুনিরে রাম কহেন সুভাষ।
অগস্ত্যেরে প্রণাম করিতে করি আশ।।
মুনি বলে যাহ রাম অগস্ত্যের ধাম।
তথা গিয়া তাঁহার পুরাও মনস্কাম।।
তাঁহার কনিষ্ঠ আছে পিপ্পলীর বনে।
অদ্য গিয়া কর বাস তাঁর তপোবনে।।
কল্য গিয়া পাইবে অগস্ত্য-তপোবন।
তাহাতে আছেন মুনি দ্বিতীয় তপন।।
বিদায় হইয়া রাম চলেন দক্ষিণে।
উপনীত হইলেন পিপ্পলীর বনে।।
রামেরে পাইয়া মুনি পাইলেন প্রীতি।
তথা সেই রাত্রি রাম করিলেন স্থিতি।।
প্রভাতে উঠিয়া রাম করেন গমন।
লক্ষ্মণে দেখান রাম অগস্ত্যের বন।।
এই বনে ছিল এক দুর্জ্জয় রাক্ষস।
তারে বধি মুনি করিলেন এ নিবাস।।
শুনিয়া লাগিল লক্ষ্মণের চমৎকার।
মুনি হ'য়ে রাক্ষসে মারেন কি প্রকার।।
শ্রীরাম বলেন ভাই শুন তদন্তর।
ইল্বল বাতাপি ছিল দুই সহোদর।।
মায়াবী রাক্ষস তারা নানা মায়া ধরে।
বাতাপি হইয়া মেষ ব্রহ্মবধ করে।।
তার ভাই ইল্বল সে জানিত সঙ্গীত।
লোক মধ্যে ভ্রমে যেন অদ্ভুত পণ্ডিত।।
আদর করিয়া দ্বিজে করে নিমন্ত্রণ।
মেষ মাংস দিয়া তারে করায় ভোজন।।

ব্রাহ্মণের উদরে মেষের মাংস থাকে।
বাতাপি বাহির হয় ইল্বল যবে ডাকে।।
পেট চিরি বাহিরায় বিপ্রগণ মরে।
এইরূপ করি ভ্রমে দুই সহোদরে।।
ব্রহ্মবধ শুনিয়া অগস্ত্য মহামুনি।
ইল্বলের ঠাঁই দান মাগিল আপনি।।
দূর হৈতে আইলাম পথিক ব্রাহ্মণ।
মেষ মাংস মোরে আজি করাও ভোজন।।
মুনির বচন শুনি ইল্বল উল্লাস।
কহিল কতেক মুনি খাবে মেষ মাংস।।
বাতাপি গাড়র হয় মায়ার প্রবন্ধে।
গাড়র কাটিয়া মাংস রান্ধিল আনন্দে।।
বড় আশা করি মুনি ভোজনেতে বৈসে।
হাতে থালা করিলা ইল্বল তার পাশে।।
গঙ্গাদেবী ব'লে মুনি মনে মনে ডাকে।
অলক্ষিতে গঙ্গাদেবী কমণ্ডলু ঢোকে।।
মুনি বলে বহু দিন মম উপবাস।
ভোজন করিব আমি গাড়বের মাস।।
গঙ্গাস্নান করি মুনি ব্রহ্মমন্ত্র জপে।
মুষ্টি মুষ্টি মাংস সে ভোজন করে কোপে।।
মুনির উদরে মাংস প্রায় হয় পাক।
বাহিরে ইল্বল ডাকে ঘন ঘন ডাক।।
মুনি বলে তুমি কোথা দেখ বাতাপিরে।
ইল্বল বলিল এস বাতাপি বাহিরে।।
যেমন গর্জ্জিয়া সিংহ ধরে ভক্ষ হাতী।
ইল্বল মারিতে যুক্তি করে মহামতি।।
পণ্ডিত হইয়া তোর বুদ্ধি নাহি ঘটে।
তোমার বাতাপি এই আছে মম পেটে।।
সেই কথা পাসরিল রাক্ষস আপনা।
মুনি বাতকর্ম্ম করে যেমন ঝঞ্জনা।।
সে অগ্নিতে ইল্বল পুড়িয়া তবে মরে।
এই মত মুনি দুই রাক্ষসের মারে।।
এই মত মারিয়া সে রাক্ষস দুর্জ্জয়।
তপোবন রক্ষা করিলেন মহাশয়।।

রামায়ণ।

আইলাম সেই অগস্ত্যের তপোবনে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয় যাঁর দরশনে।।
যাইতে ছিলেন রম অগস্ত্যের দ্বারে।
হেনকালে শিষ্য এই আইল বাহিরে।।
তাঁহারে দেখিয়া বলিলেন শ্রীলক্ষ্মণ।
আইলেন রাম অদ্য সম্ভাষ কারণ।।
এতেক বচনে শিষ্য গেল অভ্যন্তরে।
কহিল রামের কথা মুনির গোচরে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা দ্বারে তিন জন।
আজ্ঞা বিনা কেমনে করেন আগমন।।
রামের সংবাদে মুনি হ'য়ে আনন্দিত।
আজ্ঞা করিলেন শিষ্যে আনহ ত্বরিত।।
সবাকার পূজ্য রাম আইলেন দ্বারে।
যোগিগণ অনুক্ষণ ধ্যান করে যাঁরে।।
সবারে লইয়া গেল মুনির আজ্ঞায়।
দেখিয়া মুনির মনে ভ্রম দূরে যায়।।
অগস্ত্য বলেন কি অপূর্ব্ব দরশন।
অগস্ত্যের চরণ বন্দেন তিন জন।।
গোলোক ছাড়িয়া হে করিলে বনবাস।
না জানি তোমার আর কিসে অভিলাষ।।
লক্ষ্মণের চরিত্রে আমার চমৎকার।
দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার।।
পথশ্রান্ত আছে রাম করাও ভোজন।
আজ্ঞামতে শিষ্যেরা করিল আয়োজন।।
মুনির আদরে রাম করেন ভোজন।
তিন নিশি তথায় বঞ্চেন তিন জন।।
করিয়া প্রভাত কৃত্য শ্রীনন্দনন্দন।
অগস্ত্যের সহিত করেন আলাপন।।
পিতৃসত্য পালিবারে আসিয়াছি বনে।

আজ্ঞা কর অগস্ত্য থাকিব কোন্ স্থানে।।
অগস্ত্য বলেন শুনি রামের বচন।
যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র ভবন।।
গোদাবরী তীরে রাম দিব্য শোভে বন।
পঞ্চবটী গিয়া তথা থাক তিন জন।।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ দিব্য ধনুর্ব্বাণ।
রামেরে অগস্ত্য মুনি করিলেন দান।।
নানা আভরণ আর সোনার টোপর।
বস্ত্র রত্ন দিয়া মুনি করেন আদর।।
অগস্ত্যের স্থানে রাম হইয়া বিদায়।
চলেন দক্ষিণে সীতা লক্ষ্মণ সহায়।।
জটায়ু নামেতে পক্ষী সে দেশে বসতি।
পাইয়া রামের বার্ত্তা আসে শীঘ্রগতি।।
শ্রীরামের সম্মুখে হইয়া উপস্থিত।
আপনার পরিচয় দেয় যথোচিত।।
জটায়ু আমার নাম গরুড় নন্দন।
তোমার বাপের মিত্র আমি পুরাতন।।
পক্ষীরাজ সম্পাতি আমার ছোট ভাই।
আরো পরিচয় রাম তোমারে জানাই।।
পূর্ব্বে দশরথের করেছি উপকার।
তেঁই সে তাহার সঙ্গে মিত্রতা আমার।।
আইস আইস রাম কীতা ল'য়ে ঘরে।
ইহা কহি বাসা দিল অতি সমাদরে।।
তিন জন অনুব্রজি লৈয়া গেল পাখী।
পঞ্চবটি দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী।।
লক্ষ্মণে বলেন রাম বাঁধ বাসাঘর।
গোদাবরী জলে স্নান করি নিরন্তর।।
লক্ষ্মণ বলেন রাম আপন প্রধান।
কোন স্থানে বান্ধি ঘর কর সন্নিধান।।
দেখেন শ্রীরাম স্থান গোদাবরী তীরে।
সুশোভিত শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তরে।।
নিকটে প্রসর ঘাট তাহে নানা ফুল।
মধুপানে মাতিয়া গুঞ্জরে অলিকুল।।
শ্রীরাম বলেন হেথা বান্ধ বাসঘর।
জানকীর মনোমত করহ সুন্দর।।
শ্রীরামের আজ্ঞাতে বান্ধেন দিব্য ঘর।
একদিনে লক্ষ্মণ সে অতি মনোহর।।
পূর্ণকুম্ভ দ্বারেতে কুসুম রাশি রাশি।
অগ্নি পূজা করি হইলেন গৃহবাসী।।
পাতা লতা নির্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া।
অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া।।
জটায়ু বলেন রাম আসিহে এখন।
যখন করিবে আজ্ঞা আসিব তখন।।
এত বলি পক্ষীরাজ উড়িল আকাশে।
দুই পাখা সারি গেল আপনার দেশে।।
রজনী বঞ্চিয়া রাম উঠি প্রাতঃকালে।
স্নান করিবারে যান গোদাবরী জলে।।
সুগন্ধ সুদৃশ্য নানা কুসুম তুলিয়া।
নিত্য নিত্য করেন শ্রীরাম নিত্যক্রিয়া।।
ফল মূল আহরণ করেন লক্ষ্মণ।
অযত্ন সুলভ গোদাবরীর জীবন।।
ঋষিগণ সহিত সর্ব্বদা সহবাস।
করেন কুরঙ্গাগণ সহ পরিহাস।।
সীতার কখন যদি দুঃখ হয় মনে।
পাসরেন তখনি শ্রীরাম দরশনে।।
রামের যেমন দেশ তেমনি বিদেশ।
আত্মারাম শ্রীরাম নাহি কোন ক্লেশ।।
লক্ষ্মণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি।
শ্রীরামের বনবাসে যিনি বনবাসী।।
রহেন এরূপে পঞ্চবটি তিন জন।
হেনকালে ঘটে এক অপূর্ব ঘটন।।
রাবণের ভগ্নি সেই নাম সূর্পণখা।
অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল রামের সদনে।

শ্রীরামেরে দেখিয়া সে মাতিল মদনে।।
শত কাম জিনিয়া শ্রীরাম রূপবান।
সুখ হয় যদি মিলে সমানে সমান।।
এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী।
নবরূপ ধরে নিজ রূপ পরিহরি।।
জিতেন্দ্রিয় রামচন্দ্র ধার্ম্মিক শিরোমণি।
রামে ভুলাইবে কিসে অধর্ম্মাচারিণী।।
পর্ব্বত নাড়িতে চাহে হইয়া দুর্ব্বলা।
ভুলাইতে রামেরে পাতিল নানা ছলা।।
হাবভাব আবির্ভাব করিয়া কামিনী।
রামেরে জিজ্ঞাসা করে সহাস্য বদনী।।
রাজপুত্র বট কিন্তু তপস্বীর বেশ।
এমন কাননে কেন করিলে প্রবেশ।।
দণ্ডক কাননে আছে দারুণ রাক্ষস।
হেন বনে ভ্রম তুমি এ বড় সাহস।।
বহুদূর নহে তারা আইল নিকটে।
হেন রূপবান তুমি পড়িলে সঙ্কটে।।
সঙ্গে দেখি চন্দ্রমুখী ইনি কে তোমার।
এ পুরুষ কে তোমার সমান আকার।।
সরল হৃদয় রাম দেন পরিচয়।
মম পিতা দশরথ রাজা মহাশয়।।
ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ প্রেয়সী সীতা ইনি।
সত্য হেতু বনে ভ্রমি শুন লো কামিনী।।
শুনিয়া আমারে দেহ নিজ পরিচয়।
কে বট আপনি কোথা তোমার আলয়।।
পরমাসুন্দরী তুমি লোকে নিরূপমা।
মেনকা উর্ব্বশী কি হইবে তিলোত্তমা।।
জিজ্ঞাসা করিল রাম সরল হৃদয়।
সূর্পণখা আপনার দেয় পরিচয়।।
লঙ্কাতে বসতি আমি রাবণ ভগিনী।
নানা দেশে ভ্রমি আমি হ'য়ে একাকিনী।।
দেশে দেশে ভ্রমি আমি কারে নাহি ভয়।
তোমার কামিনী হই মনে বাঞ্ছা হয়।।
লঙ্কাপুরে বৈসে ভাই দশানন রাজা।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহাতেজা।।
অন্য ভ্রাতা সুশীল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
ভাই খর দূষণ এখানে দুই জন।।
অতি আহ্লাদের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী।
তোমার হইলে কৃপা ধন্য করি মানি।।
সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাস মন্দর।
তোমা সহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর।।
তথা যাব যথা নাই মনুষ্য সঞ্চার।
তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার।।
মনসুখে বেড়াইব অন্তরীক্ষ গতি।
এত গুণ না ধরে তোমার সীতা সতী।।
প্রতিবাদী হয় যদি জানকী লক্ষ্মণ।
রাখিয়া নাহিক কার্য্য করিব ভক্ষণ।।
আমার দেখহ রাম কেমন সুবেশ।
সীতার আমার রূপ অনেক বিশেষ।।
কুবেশ তোমার সীতা বড়ই ঘৃণিত।
হেন ভার্য্যা সহ থাক মনে পেয়ে প্রীত।।
যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে তখনি।
বিহার করিব গিয়া দিবস রজনী।।
শ্রীরাম বলেন সীতা না করিহ ত্রাস।
রাক্ষসের সহিত করিব পরিহাস।।
পরিহাস করেন শ্রীরাম সুচতুর।
রাক্ষসীকে বাড়াইতে বলেন মধুর।।
আমার হইলে জায়া পাবে যে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও সে যে বড় গুণী।।
সুচারু লক্ষ্মণ ভাই মনোহর বেশ।
যৌবন সফল কর কহি উপদেশ।।
লক্ষ্মণ কনক বর্ণ পরম সুন্দর।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাই তুমি কর বর।।
সত্য জ্ঞানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলে।

তোমা হেন রূপবান পাব কোন্ স্থলে।।
তুমি যুবা হইয়া একেলা বঞ্চ রাতি।
রসক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি।।
লক্ষ্মণ বলেন আমি শ্রীরামের দাস।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ।।
ভুবনের সার রাম অযোধ্যার রাজা।
তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা।।
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর।
তোমায় সীতায় দেখি অনেক অন্তর।।
শুনহ সুন্দরী তুমি আমার বচন।
শ্রীরামের সন্নিধানে করহ গমন।।
উপহাস না বুঝে বচন মাত্র ধায়।
লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায়।।
পুনর্ব্বার আইলাম রাম তব পাশে।
ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে।।
বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে।
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসের ডরে।।
ক্ষণে বামে ক্ষণেতে দক্ষিণে যায় সীতা।
দেখিলেন রঘুনাথ সীতারে ব্যথিতা।।
যেই দিকে যান সীতা সেদিকে রাক্ষসী।
রাক্ষসীর ডরে কাঁপে জানকী রূপসী।।
শ্রীরাম বলেন ভাই ছাড় উপহাস।
ইঙ্গিতে বলেন কর ইহারে বিনাশ।।
ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।
এক বাণে কাটিল তাহার নাক কান।।
খান্দা নাকে খান্দা কানে রক্ত পড়ে স্রোতে।
ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভিজিল শোণিতে।।
সূর্পণখা যায় খর দূষণের পাশে।
নাকে হাত দিয়া কান্দে গাত্র রক্তে ভাসে।।
কহে খর দূষণ রাক্ষস সেনাপতি।
কোন্ বেটা করিল ভগিনীর দুর্গতি।।
এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোগের বসতি।
মরিবার ঔষধ কে বান্ধিল দুর্ম্মতি।।
দূষণ খরের থানা যমের সমান।
যোদ্ধা চৌদ্দহাজার যার নিরূপণ।।
রাবণেরে নাহি মানে আমারে না জানে।
মরিবার উপায় সৃজিল কোন জনে।।
বসি তবে সূর্পণখা কহে ধীরে ধীরে।
আসিয়াছে দুই নর বনের ভিতরে।।
মুনি তুল্য বেশ ধরে কিন্তু নহে মুনি।
সঙ্গে লয়ে ভ্রমে এক সুন্দরী কামিনী।।
এক কার্য্যে গিয়া ভ্রষ্টা কহে আর কাজ।
মনের বাসনা সে কহিতে বাসে লাজ।।
গেলাম মনুষ্য মাংস খাইবার সাধে।
নাক কাণ কাটে মোর এই অপরাধে।।
ছিল চৌদ্দ জন যে প্রধান সেনাপতি।
যুঝিবারে খর সবে দিল অনুমতি।।
রামেরে মারিয়া আন লক্ষ্মণ সহিত।
গৃধ্র আর কাক্ খাক্ তাহার শোণিত।।
যার ঠাঁই ভগিনী পাইল অপমান।
তার রক্ত মাংস সবে কর গিয়া পান।।
লইয়া ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর।
সেনাপতি ধায় যেন যমের কিঙ্কর।।
মার মার করিয়া ধাইল নিশাচর।
কোলাহলে পূর্ণিত হইল দিগান্তর।।
সকলে আইল যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বাহিরে আসিয়া রাম কহেন তখন।।
ফল মূল খাই মাত্র বাস করি বনে।
বিনা অপরাধে আসি যুদ্ধ কর কেনে।।
এইমত বিনয়ে কহিল রঘুবর।
রামেরে ডাকিয়া বলে দুষ্ট নিশাচর।।
তপস্বীর মত থাক কে করে বারণ।
ভগিনীর নাক কাণ কাট কি কারণ।।
যেই কর্ম্ম করিলি জীবনে নাহি সাধ।

কোন্ মুখে বলিস না করি অপরাধ।।
তোরা দুই মনুষ্য আমরা বহুজন।
আমাদের অস্ত্রাঘাতে মরিবি এখন।।
এইমত কহিয়া সে সকল রাক্ষস।
করে অস্ত্র বরিষণ করিয়া সাহস।।
এক বাণে রামচন্দ্র কাটেন সকল।
খণ্ড খণ্ড হইল সে মুদ্গর মুষল।।
চতুর্দ্দশ বাণ রাম পূরেণ সন্ধান।
চতুর্দ্দশ নিশাচর ত্যজিল পরাণ।।
নেউটিয়া বাণ এল শ্রীরামের তূণে।
রাক্ষস বিনাশ হয় শ্রীরামের গুণে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে।।

খর দুষণের যুদ্ধে আগমন।

চৌদ্দ জন যুদ্ধে পড়ে সূর্পণখা দেখে।
ত্রাস পেয়ে কহে গিয়ে খরের সম্মুখে।।
যুঝিবারে পাঠাইলে ভাই চৌদ্দজন।
অবশ করিল না সাধিল প্রয়োজন।।
যে চৌদ্দ রাক্ষস পাঠাইলে রণ স্থান।
রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ।।
খর বলে দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ।।
লইয়া চলিল নিজ অস্ত্র খরশাণ।
নিশাচর চতুর্দ্দশ হাজার প্রধান।।
প্রবল প্রস্তর ছটা তাহে নানা মণি।
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ রথের সাজনি।।
রথগুলা চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
প্রবাল মুক্তার হার করে ঝলমল।।
কনক রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।।
অস্ত্র শস্ত্র যাবৎ তুলিয়া রথোপর।
রথস্তম্ভ ধরি উঠে মহাবলী খর।।
আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে।
না চলে রথের ঘোড়া চলে মন্দ তেজে।।
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে রাক্ষস দূষণ।
রামেরে মারিব আগে পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।।
রাক্ষস আইল যত পরম কৌতুকে।
কৃত্তিবাস রামায়ণ রচে মনসুখে।।

শ্রীরামের সহ যুদ্ধে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সহ দূষণ ও খরের মৃত্যু।

শ্রীরাম বলেন শুন সৈন্যের কলকলি।
সীতা ল'য়ে লক্ষ্মণ ত্যজহ রণস্থলী।।
থাকিয়া আমার কাছে হইতে দোসর।
কিন্তু হেথা থাকিলে পাবেক সীতা ডর।।
বিলম্ব না কর ভাই চলহ সত্বর।
সীতাকে রাখহ গিয়া গুহার ভিতর।।
এত যদি লক্ষ্মণেরে বলিলেন রাম।
দূরেতে লক্ষ্মণ সীতা গেলেন তখন।।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব আইল সর্ব্বজন।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সকলে দেখে রণ।।
একা রাম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
কেমনে জিনিবে রাম বড়ই সাহস।।
ডাকিয়া রামেরে বলে তখন দূষণ।
মনুষ্য হইয়া তোর মোর সনে রণ।।
দূষণের বচন শুনিয়া রাম হাসে।
রাক্ষস হাজার খর সহিত আইসে।।
ত্রিশিরার সঙ্গে দুই হাজার রাক্ষস।
খর সৈন্য যত তত দূষণের বশ।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস কলকলি।
রামেরে রুষিয়া যায় খর মহাবলী।।
বেষ্টিত রাক্ষসগণ মধ্যে রাম একা।
শৃগাল বেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা।।
সারথি চালায় রথ তাহে অষ্ট ঘোড়া।
রামের উপরে ফেলি মারিল ঝকড়া।।

সন্ধান পুরিয়া রাম ছাড়িলেন বাণ।
তার বাণ কাটিয়া করিল খান খান।।
দুইজনে বাণ বর্ষে দোঁহে ধনুর্দ্ধার।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধি বাণে করিল জর্জ্জর।।
উভয়ের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
উভয় গায়ের রক্তে দুই বীর তিতে।।
জুড়িয়া সহস্র বাণ শ্রীরাম ধনুকে।
অতি ক্রোধে মারিলেন রাক্ষসের বুকে।।
নিশাচরগণের উঠিল কলকলি।
মার মার বলিয়া পলায় কতগুলি।।
সহস্র রাক্ষস পড়ে শ্রীরামের বাণে।
জোড়েন গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ধনুকের গুণে।।
সকল রাক্ষস হৈল যেন রক্ত ময়।
আপনা আপনি লড়ে নাহি পরিচয়।।
আপনা আপনি করে নির্ঘাত প্রহার।
খরের হাজার ছয় রাক্ষস সংহার।।
সকল পড়িল বীর খর মাত্র আছে।
দূষণের সেনাপতি দেখে তার কাছে।।
আপনি নিকট হ'য়ে প্রবেশ সংগ্রামে।
মহাশূল নিক্ষেপ সে করিল শ্রীরামে।।
যে বাণ ছাড়েন রাম শূল কাটিবারে।
শূলে ঠেকি পড়ে কিছু করিতে না পারে।।
পেয়েছে অক্ষয় শূল বিধাতার বরে।
ত্রিভুবনে সেই শূল অন্যথা কে করে।।
বাণেতে পণ্ডিত রাম নানা বুদ্ধি ঘটে।
শূল সহ দূষণের দুই হাত কাটে।।
দূষণের দুই হাত চন্দনে ভূষিত।।
কাটা গেল পড়িল সে হইয়া মূর্চ্ছিত।।
জ্বালায় দূষণ বীর ত্যজিল পরাণ।
দেবগণ শ্রীরামের করিছে বাখান।।
দূষণ পড়িলে খর লাগিল ভাবিতে।
কাতর হইল বীর নেত্র জলে তিতে।।
হাতে অস্ত্র করিয়া ধাইল আগুসরে।
এত সেনাপতি মোর একা রাম মারে।।
রাম আর খর বীর অগ্নির আকার।
দশদিক জলস্থল বাণে অন্ধকার।।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ এড়িয়া সে খর।
ডাক দিয়া খর বীর করিছে উত্তর।।
মানুষ হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
দেবগণ নাহি পারে তুই কোন্ ছার।।
কত বাণ মারিস্ অগ্রেতে যাক দেখা।
আমার হাতেতে তোর মৃত্যু আছে লেখা।।
শ্রীরাম বলেন খর লব তোর প্রাণ।
মুনি স্থানে পেয়েছি অজেয় ধনুর্ব্বাণ।।
শরভঙ্গ দিয়াছেন এ অক্ষয় তূণ।
যত চাই তত পাই নাহি হয় ন্যূন।।
শ্রীরামের বচনেতে লাগে চমৎকার।
ত্রাসে খর চিন্তিল সংশয় আপনার।।
ত্রাস বুঝি খরের এড়েন রাম বাণ।
খান খান করেন খরের ধনুখান।।
কাটা গেল ধনুক চিন্তিত হ'য়ে খর।
লইল ধনুক আর অতি শীঘ্রতর।।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।
চতুর্দ্দিকে জলস্থল ছাইল গগণ।।
নানা অস্ত্র দশদিক করিল প্রকাশ।
জিনিলাম রামেরে বলিয়া মনে আস।।
যে ধনুকে রঘুনাথ করিলেন রণ।
রাক্ষসের বাণে তাহা হইল ছেদন।।
যে ধনুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবর।
সে ধনুকে সন্ধান পুরেন রঘুবর।।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুবীর পুরিল সন্ধান।
কাটিলেন খরের হাতের ধনুর্ব্বাণ।।
রথধ্বজ পতাকা করেন খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতে লোটায় রণে সারথির মুণ্ড।।

অগ্নিবাণ এড়েন ধনুকে দিয়া চাড়া।
কাটিলেন শ্রীরাম রথের অষ্ট ঘোড়া।।
রামের দুর্জ্জয় বাণ তারা যেন ছোটে।
আরবার খরের হাতের ধনু কাটে।।
মন্ত্র পড়ি খরবীর মহা গদা এড়ে।
যত দূর যায় গদা তত দূর পোড়ে।।
গাছের নিকটে গেলে গাছ সব জ্বলে।
আলো করি আসে গদা গগণমণ্ডলে।।
অগ্নি জ্বলে গদাতে না হয় শান্ত বাণে।
ত্রিভুবন একাকার ছাইল আগুনে।।
আর বাণ ছাড়েন শ্রীরাম মন্ত্র পড়ে।
পৃথিবীতে কত ধরে অন্তরীক্ষে যোড়ে।।
অগ্নিসম বাণ জ্বলে পর্ব্বত আকার।
অগ্নিবাণে তার গদা হইল সংহার।
পাইলেন শ্রীরাম তখন অবসর।
খরের শরীর বাণে করেন জর্জ্জর।।
সর্ব্ব কলেবর তার ভিজিল শোণিতে।
রক্তে রাঙ্গা হ'য়ে বীর চাহে চারিভিতে।।
হাতে অস্ত্র নাহি আর উঠি দিল রড়।
রামেরে বুঝিয়া যায় খাইতে কামড়ে।।
রামেরে কামড় দিতে যায় মহারোষে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়িলেন ত্রাসে।।
বজ্রাঘাতে যেমন পর্ব্বত দুইচির।
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খরবীর।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।
শ্রীরামেরে বাখানে আসিয়া দেবগণে।।
বিরিঞ্চি বলেন রাম কর অবধান।
সকল দেবতা করে তোমার কল্যাণ।
আইলেন শঙ্কর তোমায় হয়ে সুখী।
মহেন্দ্র তোমায় তুষ্ট তব রণ দেখি।।
কুবের বরুণ আদি যত দেবগণ।
অষ্টলোক পাল আসি করেন স্তবন।।
তোমার প্রসাদে এবে বেড়াবে স্বচ্ছন্দে।
যথা তথা দেব দেবী রহিবে আনন্দে।।
রামেরে বন্দেন গিয়া জানকী লক্ষ্মণ।
করেন সকলে বসি ইষ্ট সম্ভাষণ।।
অস্ত্রক্ষত দেখিয়া রামের কলেবরে।
জানকীর নেত্রনীর ঝর ঝর ঝরে।।
তাঁহারে কহেন রাম রণ বিবরণ।
দেখি সীতা কৈকেয়ীকে করিল স্মরণ।।
রামের সংগ্রাম যত সূর্পণখা দেখে।
শঙ্কাকুলা লঙ্কায় চলিল মনোদুঃখে।।
রাবণে কহিতে যায় আত্ম সমাচার।
নাক কান কাটা তার বিভৎস আকার।।
যার কাছে যার রাঁড়ী সেই ভয় পায়।
খেয়ে খর দূষণে রাবণে খাইতে যায়।।
সভা করি বসিয়াছে রাবণ ভূপতি।
সুরগণ সহিত যেমন সুরপতি।।
নিজ নিজ স্থানে বসিয়াছে মন্ত্রীগণ।
হেনকালে সুর্পণখা দিল দরশন।।
নাক কাণ কাটা তার মূর্ত্তিখানি কালি।
সভা মধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি।।
শৃঙ্গার কৌতুকে রাজা থাক রাত্র দিনে।
রাক্ষস করিতে নাশ রাম এল বনে।।
স্ত্রী মাত্র তাহার সঙ্গে কেহ নাহি আর।
যত ছিল দণ্ডকেতে করিল সংহার।।
হস্তী ঘোড়া নাহি তার জানকী দোসর।
কতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর।।
শুনি সূর্পণখার মুখেতে বিবরণ।
হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন।।
কতেক কটক তার কি প্রকার বেশ।
ভয়ঙ্কর বনে কেন করিল প্রবেশ।।
কাহার নন্দন রাম কেমন সম্মান।
কেমন বিক্রমী সে কেমন ধনুর্ব্বাণ।।

সূর্পণখা বলে দশরথের নন্দন।
পিতৃসত্য পালিয়া বেড়ায় বনে বন।।
তপস্বীর বেশ ধরে নহে কোন্ মুনি।
সঙ্গে করি ল'য়ে ভ্রমে সুন্দরী রমণী।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বনে ছিল।
একা রাম সকলেরে সংহার করিল।।
রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর।
তার সহ সমরে হইবে কেবা স্থির।।
রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপে পরমা কামিনী।।
সীতার রূপের সম আর নাই নারী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা হারে রূপে তারি।।
যেমন মহৎ তুমি পুরুষ সমাজে।
তার রূপ কেবল তোমাকে মাত্র সাজে।।
রামেরে ভাঁড়াও আর ভাঁড়াও লক্ষ্মণে।
আনহ রমণী-রত্ন যত্নে এইক্ষণে।।
যেমন সন্তাপ দিল সে রাক্ষসকুলে।
তেমনি মরুক সেই সীতা শোকানলে।।
সূর্পণখা যত বলে রাজা সব শুনে।
সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে।।
যুক্তি করে রাবণ আসিয়া সভাস্থানে।
রামে ভাঁড়াইয়া সীতা আনিব কেমনে।।
রাক্ষসের মায়া নর বুঝিতে কে পারে।
সূর্পণখা কান্দিল রাবণ বধিবারে।।
কেহ সূর্পণখার কথায় মন্দ হাসে।
গাইল অরণ্যকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।।

সীতা হরণ করিতে রাবণকে মারীচের নিষেধ।।

আরদিন দশানন আইল বাহিরে।
বুঝিয়া রাজার মন সারথি সত্বরে।।
আনিল পুষ্পক রথ অপূর্ব্ব গঠন।
সে রথের সারথি আপনি সমীরণ।।
হীরা মুক্তা মাণিক্য প্রভৃতি রত্নগণে।
খচিত রচিত কত সঞ্চিত কাঞ্চনে।।
মনোরথে না আইসে রথের সৌন্দর্য্য।
অষ্ট অশ্ব বন্ধ তাহে দেখিতে আশ্চর্য্য।
সেই রথে আরোহণ করে লঙ্কেশ্বর।
বিদ্যুতের প্রায় রথ চলিল সত্বর।।
নানা দেশ নদ নদী ছাড়িয়া রাবণ।
সাগর লঙ্ঘিয়া যায় শতেক যোজন।।
শ্যামবট পাদপ যোজন শত ডাল।
অশীতি যোজন মূল গিয়াছে পাতাল।।
চারি ডাল দেখি যেন পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তর যোজন হয় সে গাছের গোড়া।।
তপ করি বালখিল্য আদি মুনিগণ।
মারীচ উদ্দেশে তথা চলিল রাবণ।।
যথা তপ করে সে মারীচ নিশাচর।
রথে চাপি তথা গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।।
মারীচ আইল ভয়ে রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন ভীত হয় গরুড়ে নিরখি।।
ত্রাস পায় লোক যেন যম দরশনে।
পাইলা মারীচ ত্রাস দেখিয়া রাবণে।।
রাবণ বলিল তুমি মারীচ প্রধান।
লঙ্কায় না দেখি পাত্র তোমার সমান।।
অযুত হস্তীর বল তোমার শরীরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সদা ভীত তব ডরে।।
বড় দুঃখে আইলাম তোমার গোচর।
সাগর লঙ্ঘিয়া আসি বনের ভিতর।।
দণ্ডকারণ্যেতে ছিল যত নিশাচর।
সবাকারে সংহারিলা রাম একেশ্বর।।
ত্রিশিরা দূষণ খর আদি যত ভাই।
সবারে মারিল রাম আর কেহ নাই।।
ধিক্ ধিক্ আমারে তোমায় ধিক্ ধিক্।
তুমি আমি থাকিতে কলঙ্ক কি অধিক।।

সূর্পণখা ভগিনীর কাটে নাক কান।
হইয়া মনুষ্য কীট করে অপমান।।
আপনি রাবণ আমি পুত্র মেঘনাদ।
ঘটাইল ক্ষুদ্র রাম এতেক প্রমাদ।।
না করি ইহার যদি আমি প্রতিকার।
ত্রিলোকের আধিপত্য বিফল আমার।।
আজি লইলাম আমি তোমার শরণ।
পাত্রকার্য্য কর পাত্র শুনহ বচন।।
শুনি তার পরমা সুন্দরী এক নারী।
তার রূপ গুণ কথা কহিতে না পারি।।
তাহারে হরিব করি তোমার সহায়।
শুনিয়া মারীচ কহে করি হায় হায়।।
আবোধ রাবণ একি তোমার যুকতি।
কে দিল এ কুমন্ত্রণা তোমারে সম্প্রতি।।
প্রাণাধিক রামের সে জানকী সুন্দরী।
হরিলে তাঁহারে কী রহিবে লঙ্কাপুরী।.
রাম সহ বিবাদে যাইবে যমপুরী।
শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী।।
কুম্ভকর্ণ বিভীষণ হইবে বিনাশ।
মরিবে কুমারগণ হবে সর্ব্বনাশ।।
লঙ্কাপুরী মনোহর নাহিক উপমা।
সৃষ্টি নষ্ট না করিহ চিত্তে দেহ ক্ষমা।।
পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ করি হে মিনতি।
ক্ষমা কর রক্ষা কর লঙ্কার বসতি।।
আনহ যদ্যপি সীতা করহ বিবাদ।
সবাকার উপরেতে পড়িবে প্রমাদ।।
কুমন্ত্রীর বচনে রাজলক্ষ্মী ত্যজে।
সুমন্ত্রী মন্ত্রণা দিলে লক্ষ্মী তারে ভজে।।
যেমন ছুটিলে হস্তী না রহে অঙ্কুশে।
লঙ্কাপুরী তেমন মজিবে তব দোষে।।
বিদিত রামের গুণ আছে সর্ব্বলোকে।
প্রাণ দিল দশরথ রাম পুত্রশোকে।।

সীতা বিনা রামের অন্যে না যায় মন।
সীতার শ্রীরাম পদে মন সমর্পণ।।
কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে।
জ্ঞাতি পাত্র তোমার থাকুক কুতুহলে।।
বহু ভোগ করিবে হইবে চিরজীবী।
আনিতে না কর মন শ্রীরামের দেবী।।
রাম বিনা সীতাদেবী অন্যে নাহি ভজে।
তবে তারে রাবণ হরিবে কোন্ কাজে।।
পর-স্ত্রী দেখিলে তুমি বড় হও সুখী।
সবংশে মরিবে রাজা কিছু নাহি দেখি।।
রাজা বলে মারীচ হরিণ হও তুমি।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি।।
মারীচ বলেন মৃগবেশে যার তাঁর কাছে।
আগেতে আমার মৃত্যু তব মৃত্যু পাছে।।
কার্য্য সিদ্ধি না হইবে পড়িবে সঙ্কটে।
অপরাধ না করিও রামের নিকটে।।
পরিণাম ভাল মন্দ বিভীষণ জানে।
জিজ্ঞাসা করিও সে ধার্ম্মিক বিভীষণে।।
ধার্ম্মিক ত্রিজটা আছে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা।
যদি বলে আনিতে সে তবে আন সীতা।।
নহেন মনুষ্য রাম স্বয়ং নারায়ণ।
নতুবা অন্যের কার এত পরাক্রম।।
মনে না করিও সূর্পণখার অবস্থা।
মরিল রাক্ষস বহু তাহাতে কি আস্থা।।
দূষণ ত্রিশিরাদির না ভাবিহ দুঃখ।
আপনি বাঁচিলে হে ভুঞ্জিবে কত সুখ।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস যেই মারে।
সবংশে মরিবে রাজা আনিয়া সীতারে।।
তোমার বিক্রম জানি শুন লঙ্কেশ্বর।
শ্রীরাম তোমায় দেখি অনেক অন্তর।।
আপন বিক্রম তুমি বাখান আপনি।
তোমা হেন লক্ষ লক্ষ জিনে রঘুমণি।।

ছাড়িলাম ভার্য্যা পুত্র স্বর্গ লঙ্কাপুরী।
তপস্বী হইয়া তব শ্রীরামেরে ডরি।।
তথাপি তোমার স্থানে নাহিক এড়ান।
পাঠাও রামের কাছে নাশিতে পরাণ।।
আমার বচন তুমি শুন লঙ্কেশর।
সীতা লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর।।
যত বলে মারীচ রাবণ তত রোষে।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাসে।।

রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান।

ঔষধ না খায় যার নিকট মরণ।
যত বলে মারীচ তা না শুনে রাবণ।।
বুষিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি।
কুবুদ্ধি ঘটিল তোর শুনরে দুর্ম্মতি।।
নরের গৌরব রাখ মন্দ বল মোরে।
আমি তোরে মারিব কে রাখিতে পারে।।
আমার প্রতাপে সদা কম্পিতা মেদিনী।
মনুষ্যের কিবা কথা দেব দৈত্য জিনি।।
আইলাম আমি ঘরে কর তিরস্কার।
আমার সম্মুখে মনুষ্যের পুরস্কার।।
বল বুদ্ধি হীন রাম হয় নরজাতি।
নিশাচর কুলে তুমি রাখিলে অখ্যাতি।।
নিষেধ করেন যদি দেব পঞ্চানন।
তথাপি আনিব সীতা না যায় খণ্ডন।।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূর।
হরিয়া আনিব সীতা পেয়ে শূন্য পুর।।
আমার সহিত যাবে তোমার কি ভয়।
যুদ্ধ না করিব আমি দেখহ নিশ্চয়।।
মারীচ শুনিয়া তাহা বলিল বচন।
সীতারে আনিলে হবে সবংশে মরণ।।
হ'রেছ অনেক নারী পেয়েছ নিস্তার।
না দেখি নিস্তার রাজা হরিলে এবার।।
পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিবার।
এইবার সবাকার হইবে সংহার।।
এক স্ত্রী আনিয়া মজাইবে যত নারী।
এই লোভ ছাড়িয়া চলহ লঙ্কাপুরী।।
সাগরের দর্প কর সাগরে কি করে।
সবংশে তোমারে রাম ডুবাবে সাগরে।।
আগেতে মরিব আমি রাম দরশনে।
পশ্চাৎ মরিবে তুমি পরে পুরীজনে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণেরে ভাণ্ডাব কি মায়ায়।
না দেখি উপায় কিছু ঠেকিলাম দায়।।
আমার মায়ায় রাম যদি ছাড়ে ঘর।
একা না রহিবে সীতা থাকিবে দোসর।।
যে ঘরে থাকিবে বীর সুমিত্রানন্দন।
সে ঘরে প্রবেশ করে হেন কোন্ জন।।
যথা তথা যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর।।
হরিতে গেলাম সীতা না হরিলাম তায়।
দেশে গিয়া এই কথা জানাও সবায়।
যদি সীতা আনিতে নিতান্ত কর মন।
পরিণামে মম কথা করিবে স্মরণ।।
রাজা পাত্রে করে যুক্তি হ'য়ে এক মতি।
রথে চাপি উত্তরেতে চলে শীঘ্রগতি।।
ফুলিয়ার কৃত্তিবাস গায় সুধাভাণ্ড।
রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড।।

—০—

মারীচের মৃগরূপ ধারণ।

তিন কাণ্ড পুঁথি গেল শ্রীরাম মাহাত্ম্য।
আর তিন কাণ্ড শুন রাবণ চরিত্র।।
সূর্পণখা বলে ভাই এই পঞ্চবটী।
এই স্থানে কাটা গেল নাক কাণ দুটি।।
রাবণ চড়িয়া রথে চলিল গগনে।
রথ হৈতে ভূমিতে নামিল দুইজনে।।

মারীচের করে ধরি কহে লঙ্কেশ্বর।
মৃগরূপ ধর তুমি দেখিতে সুন্দর।
মৃগরূপ ধরিল মারীচ নিশাচরে।
বিচিত্র সুচিত্র তার সুবর্ণ শরীরে।।
নবনীত সদৃশ কোমল কলেবর।
শ্বেতবর্ণ চারি খর দেখিতে সুন্দর।।
দুই শৃঙ্গে তার যেন প্রবাল প্রস্তর।
সোনার বিম্বকি গলে যেন দিবাকর।।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া স্বর্ণ-মৃগ মনোহর।
দুই ওষ্ঠ শোভে তাহে যেন নিশাকর।।
স্থানে স্থানে রাঙ্গা মধ্যে কজ্জলের রেখা।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন বিজলী ঝলকা।।
লোমাবলি দেখি যেন মুকুতার জ্যোতি।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি।।
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতলী।
রত্নের কিরণ কিম্বা শোভিত বিজলী।।
মৃগরূপ দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে।
গাইল অরণ্য কাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।।

মায়া মৃগরূপধারী মারীচ বধ।

বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল রাবণ।
আলো করি মায়া মৃগ করিল গমন।।
দেখিয়া আপন মূর্ত্তি আপনি উলটে।
চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে।।
রাম সীতা বসিয়া আছেন দুইজন।
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন।।
রাক্ষসের বংশ, ধ্বংস করিবার তরে।
ডুবাইতে জানকীরে বিপদ সাগরে।।
দেবগণে বিপদে করিতে পরিত্রাণ।
বিধাতা করিল হেন মৃগের নির্ম্মাণ।।
রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন।
অনুমতি যদি হয় করি নিবেদন।।
এই মৃগচর্ম্ম যদি দাও ভালবাসি।
কুটীরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি।।
আদরে শুনিয়া রাম সীতার বচন।
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন।
অদ্ভুত হরিণ ভাই দেখি বিদ্যমান।
অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ কাহার নির্ম্মাণ।।
দুই পাশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী।
ধবল কিরণ যেন গায়ে লোমাবলী।।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন অগ্নি হেন দেখি।
আকাশের তারা যেন শোভে দুই আঁখি।
দুই শৃঙ্গ অল্প দেখি প্রবালের বর্ণ।
রূপে আলো করিতেছে রম্য দুই কর্ণ।।
জানকী চাহেন এই হরিণের চর্ম্ম।
বুঝ দেখি লক্ষ্মণ ইহার কিবা কর্ম্ম।
লক্ষ্মণ মৃগের রূপ করি নিরীক্ষণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন।।
মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াছি মুনি মুখে।
পাতিয়া মায়ার ফাঁদ আপনার সুখে।।
রূপে ভুলাইয়া আগে মন সবাকার।
বনে গিয়া রক্ত মাংস করিবে আহার।।
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুত্তলী।
আমা সবা ভাণ্ডিবারে পাতে মায়াজালী।।
অবশ্য রাক্ষস আছে সহিত ইহার।
নতুবা না দেখি হেন মৃগের সঞ্চার।।
ভালমতে ইহা আমি করিব নির্ণয়।
মারীচের মায়া কি স্বরূপ মৃগ হয়।।
লক্ষ্মণ সুবুদ্ধি অতি বুদ্ধি নাহি টুটে।
যত যুক্তি বলেন সকলি সে ঘটে।।
লক্ষ্মণের বচনে কহেন রঘুবীর।
মারীচ আইল কেন কর ভাই স্থির।।
যদ্যপি মারীচ হয় ব্রহ্মবধ পাপী।
মারিব তাহারে যেন অগস্ত্য বাতাপি।।
সাথি থাকে যদ্যপি রাক্ষস অন্যজন।

মারিয়া করিব নিষ্কণ্টক তপোবন।।
রাক্ষস না হয় যদি হয় মৃগজাতি।
রত্ন মৃগ ধরিলে পাইব মনঃপ্রীতি।।
ধরিতে না পারি যদি মারিব পরাণে।
মৃগচর্ম্ম লইয়া আসিব এইখানে।।
যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ সীতারে।।
আমার বচন কভু না করিহ আন।
প্রমাদ না পড়ে যেন হ'য়ো সাবধান।
বৃক্ষ আড়ে থাকিয়া রাবণ সব শুনে।
মনে ভাবে জানকীরে হরিব এক্ষণে।।
যখন যা হবে তাহা বিধির লিখন।
সীতা হেন সতী দুঃখ পান সে কারণ।।
শ্রীরাম করেন সজ্জা হাতে ধনুশর।
যান মৃগ মারিতে লক্ষ্মণে রাখি ঘর।।
শ্রীরামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে।
পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে।।
আমারে মারিবে রাম নতুবা রাবণ।
আমার কপালে আজি অবশ্য মরণ।।
বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল।
রাবণের হাতে মৃত্যু নরক কেবল।।
মারীচ সশঙ্ক হ'য়ে যায় ধীরে ধীরে।
আগে ধায় পিছে ধায় চায় ফিরে ফিরে।।
ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় ক্ষণে বহুদূর।
নানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ার প্রচুর।।
ক্ষণেক নিকটে যায় ক্ষণেক অন্তরে।
শ্রীরাম নিকটে গেলে পলায় অন্তরে।।
প্রাণে মরিবেক মৃগ না মারেন বাণ।
নিকটে পাইলে মৃগ ধরি দুই কান।।
এমন চিন্তিয়া রাম বুঝেন কারণ।
স্বরূপত মৃগ নহে হবে দুষ্ট জন।।
ক্ষণে অদর্শন হয় ক্ষণে মৃগ দেখি।
মায়ারূপ ধরিয়াছে মারীচ পাতকী।।
ঐষিক বিশিখ রাম পুরেন সন্ধান।
মারীচের বুকে বাজ বজ্রের সমান।।
বেদনায় মারীচ সে পড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের মূর্ত্তি ধরি হাহাকার করে।।
তখন মারীচ করে রাবণের হিত।
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত।।
আইস লক্ষ্মণ ঝাট কর পরিত্রাণ।
রাক্ষস মিলিয়া ভাই লয় মোর প্রাণ।।
মারীচ ভাবিল ইহা ডাকিলে এমনি।
রামের বচন মানি আসিবে এখনি।।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে।।
মারীচেরে সংহারিয়া বাণ ল'য়ে হাতে।
সীতার নিকটে রাম চলেন ত্বরিতে।।
মারীচের বুকে বাণ কসে টান দিতে।
কৃত্তিবাস মারীচ বধ গায় অরণ্যেতে।।

রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ।

দূরেতে রাক্ষস করে রামতুল্য ধ্বনি।
রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ শুনি।।
হেথা শুনিলেন সীতা করুণ বচন।
বলিলেন ঝাট যাও দেবর লক্ষ্মণ।।
আর্ত্তস্বরে শ্রীরাম ডাকেন যে তোমারে।
দেখ গিয়া তাহারে কি রাক্ষসেতে মারে।।
লক্ষ্মণ বলেন নাই শ্রীরামের ভয়।
মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময়।
শ্রীরামের মুখে নাই কাতর বচন।
এত ব্যস্ত হও সীতা কিসের কারণ।।
রামেরে মারিতে পারে আছে কোন জন।
তুমি কি জাননা সীতা ধনুক ভঞ্জন।।
রামের বচন সীতা আমি নাহি শুনি।
প্রাণ গেলে রামের কাতর নহে বাণী।।

কারে রাখি তোমার নিকট কেবা রহে।
শূন্য ঘরে থাকা তব উপযুক্ত নহে।।
তাহা না মানেন সীতা হ'য়ে উতরোলী।
শিরে ঘা হানেন সীতা দেন গালাগালি।।
বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার কাছে মন।।
ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ নারী।
ভরতের সনে সড় আছয়ে তোমারি।।
মনের বাসনা কী সাধিবে এই বেলা।
আমার আশাতে কী রামের কর হেলা।।
অপর পুরুষে যদি যায় মম মন।
গলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন।।
লক্ষ্মণ ধার্ম্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ।।
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষ চর।
সবে সাক্ষী হও সীতা বলে দুরক্ষর।।
প্রবোধ না মানে সীতা আরো বলে রোষে।
আজি মজিবেক সীতা আপনার দোষে।।
গণ্ডি দিয়া বেড়িলেক লক্ষ্মণ সে ঘর।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর।।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ তার পত্নী সীতা।
শূন্য ঘরে রাখি ওহে সকল দেবতা।।
আমাকে বিদায় কর সীতা ঠাকুরাণী।
আর কিছু না বলহ দুরক্ষর বাণী।।
শিরে ঘা হানেন সীতা নেত্রজলে তিতে।
সীতা প্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ ত্বরিতে।।
হইল বিমুখ বিধি চলেন লক্ষ্মণ।
থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ।।
এতক্ষণে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ।
তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতা পাশ।।
ভিক্ষা ঝুলি করি কান্ধে করে ধরে ছাতি।
সকল বসন রাঙ্গা ধরে নানা গতি।।

পরমাসুন্দরী সীতা বচন মধুর।
তাঁর রূপ দেখিয়া রাবণ কামাতুর।।
রাবণ মধুর বাক্যে সীতারে সম্ভাষে।
কোন্ জাতি নারী তুমি থাক কোন্ দেশে।।
কাহার ঝিয়ারী তুমি কার প্রিয়তমা।
মনুষ্য নহত তুমি সোনার প্রতিমা।।
সুললিত দুই স্তন শোভা করে হারে।
উত্তম বসন শোভে তোমার শরীরে।।
বিষম দণ্ডক বনে সিংহ ব্যাঘ্র বৈসে।
এমন সুন্দরী থাক কেমন সাহসে।।
পরিচয় দেয় সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
অমৃত সেবিল যেন মধুর বচনে।।
জনকনন্দিনী আমি নাম ধরি সীতা।
দশরথ পুত্রবধূ রামের বনিতা।।
রহ দ্বিজ ফল আনি দিবেন লক্ষ্মণ।
সেই ফল দিব তুমি করিও ভক্ষণ।।
অতিথিরে ভক্তি রাম করেন যতনে।
বড় প্রীতি পাইবেন তোমা দরশনে।।
জিজ্ঞাসি তোমারে মুনি শিরে ধরি শিখা।
কি জাতি কি না ধর কেন কর ভিক্ষা।।
এতেক বলেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
নিজ পরিচয় দেয় রাজা দশাননে।।
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী।
এই বনে বহুকাল আমি তপ করি।।
রাবণ আমার নাম জানে মুনিগণে।
বড় প্রীতি পাইলাম তোমা দরশনে।।
ফল মূল দিয়া করি উদর পূরণ।
গৃহস্থের ঘরে গেলে করায় ভোজন।।
তোমার সহিত আজি অপূর্ব্ব দর্শন।
ভিক্ষা দিলে চলে যাই নিজ নিকেতন।।
হইল অনেক বেলা কর যে বিধান।
তোমার পুণ্যেতে গিয়া করি স্নানদান।।

শ্রীরামের আসিতে বিলম্ব বহু দেখি।
হইল স্নানের বেলা দেখ চন্দ্রমুখী।।
জানকী বলেন দ্বিজ করি নিবেদন।
পঞ্চফল ঘরে আছে করহ ভক্ষণ।।
রাবণ বলিল সীতা ব্রত করি বনে।
আশ্রমে না লই ভিক্ষা জানে মুনিগণে।।
জানকী বলেন দ্বিজ এক কথা কহি।
আজ্ঞা বিনা প্রভুর ঘরের বাহির নহি।।
রাবণ বলেন ভিক্ষা আনহ সত্বর।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর।।
জানকী বলেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হবে প্রভু কী বলিবে।।
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় অন্যথা।
বিধির লিখন মত ঘটিবেক তথা।
ফল হাতে বাহির হইলেন জানকী।
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী।।
ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত।
জানকী বলেন হায় একি বিপরীত।।
দুরাচার দূর হ'রে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
আমা লাগি হবে তোর সবংশে মরণ।।
রাবণ বলিল সীতা শুনহ বচন।
আত্ম পরিচয় কহি আমি দশানন।।
রাক্ষসের রাজা আমি লঙ্কা নিকেতন।
কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশটি বদন।।
তপস্বীর বেশ ধরি আসি তপোবন।
অনুগ্রহ কর মোরে আমি দাস জন।।
ইন্দ্রের অমরাবতী যিনি লঙ্কাপুরী।
জগৎ দুর্লভ ঠাঁই দেখিবে সুন্দরী।।
তোমার রূপেতে আমি বড় ভালবাসি।
অন্য যত মহিষী তোমার হবে দাসী।
সর্ব্বোপরি তোমাকে করিব ঠাকুরাণী।
তুমি অন্ন দিলে পাবে অন্য সব রাণী।।
হইবে তোমার পূজা বাড়িবে সম্মান।
সুবর্ণ মাণিক্যময় রবে তব স্থান।।
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে।
করিলে আমার সেবা রবে নানা সুখে।।
ত্রিভুবন আমার বাণেতে কম্পবান।
মনুষ্য রামেরে আমি করি কীট জ্ঞান।।
অল্প বুদ্ধি যে রামের অত্যল্প জীবন।
যুগ যুগে চিরজীবী আমি দশানন।।
সীতে তুমি সুন্দরী লাবণ্য আর বেশে।
তোমা হেন সুন্দরী আমাকে অভিলাষে।।
কোপান্বিতা সীতাদেবী রাবণ বচনে।
রাবণেরে গালি দেয় আসে যত মনে।।
অধর্ম্মিষ্ঠ অগণ্য অধর্ম্ম দুরাচার।
করিবেন রাম তোমার সবংশে সংহার।।
শ্রীরাম কেশরী তুই শৃগাল যেমন।
কি সাহসে তাঁহারে বলিস কুবচন।।
বিষ্ণু অবতার রাম তুই নিশাচর।
রাম আর তোকে দেখি অনেক অন্তর।।
যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষ্মণ।
করিতিস কেমনে এ দুষ্ট আচরণ।।
একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝ।
হরিলি আমারে দুষ্ট নাহি তোর লাজ।।
করে দুষ্ট কুড়িপাটী দন্ত কড়মড়ি।
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।।
প্রকাশে রাক্ষস মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
অধিক তর্জ্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর।।
কিগুণে রামের প্রতি মজে তোর মন।
বল্কল পরিয়া সে বেড়ায় বনে বন।।
দেখিবে কেমনে করি তোমারে পালন।
তাহা শুনি জানকীর উড়িল জীবন।।
জানকী বলেন আরে পাতকী রাবণ।
আপনি মজিলে বেটা আমার কারণ।।

দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
নতুবা এমন কেন হবে সংঘটন।।
যিনি জনকের কন্যা রামের কামিনী।
যাঁহার শ্বশুর দশরথ নৃপমণি।।
আপনি ত্রিলোকমাতা লক্ষ্মী অবতার।
তাহারে রাক্ষসে হরে অতি চমৎকার।।
ত্রাসেতে কান্দেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেল প্রভু রাম গুণের সাগর।।
সিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষ্মণ।
শূন্যঘর পাইয়া মোরে হরিল রাবণ।।
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান।
ঝাট আইস দেবর কর পরিত্রাণ।।
অত্যন্ত চিন্তিত সীতা করেন রোদন।
এমন সময় রক্ষা করে কোন্ জন।।
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ।
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন।।
বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম।
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দূর্ব্বাদলশ্যাম।।
সীতা লয়ে রাবণ পলায় দিব্যরথে।
রাম আইল বলিয়া দেখে চারিভিতে।।
জানকী বলেন শুন যত দেবগণ।
প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাবণ।
হায় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে।
এমন না দেখি বন্ধু সীতারে যে রাখে।।
বনের ভিতর যত আছ বৃক্ষলতা।
রামেরে কহিও গেল তোমার বনিতা।।
মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ।
শোকেতে জানকী তত করেন রোদন।।
আগে যদি জানিতাম এ রাক্ষস বীর।
তবে কেন হব আমি ঘরের বাহির।।
হায় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায়।
লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিত হেন দায়।।

রাবণ বলিল সীতা ভাব অকারণ।
পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন্‌জন।।
জানকী বলেন শুন দুষ্ট নিশাচর।
অল্পায়ু হইয়া তুই যাবি যমঘর।।
কুপিল রাবণ রাজা সীতার বচনে।
চালাইল রথখান ত্বরিত গমনে।।
জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড় নন্দন।
দূর হৈতে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন।।
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চতুর্দ্দিকে চায়।
দেখিল রাবণ রাজা সীতা ল'য়ে যায়।।
ত্রিভুবনে যত বীর পক্ষীর গোচর।
দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা লঙ্কেশ্বর।।
দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাট।।
ডাক দিয়া বলে পক্ষী শুন নিশাচর।
আপনা না জানিস তুই পাপী দুরাচার।।
কোন্ দোষে হরিলি রামের সুন্দরী।
রঘুনাথ নাহি হিংসে তোর লঙ্কাপুরী।।
সুর্পনখা গিয়াছিল রমণের সাধে।
নাক কাণ কাটে তার সেই অপরাধে।।
দশরথ রাজা বড় ধর্ম্মেতে তৎপর।
হরিলি তাঁহার বধূ নাহি কোনো ডর।।
কি কব হয়েছি বৃদ্ধ ঠোঁট হৈল ভোঁতা।
নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা।।
পাখসাট মারে পক্ষী আর দেয় গালি।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবলী।।
আকাশে উড়িয়া দেখে রাম বহুদূর।
আঁচড় কামড়ে তার রথ কৈল চূর।।
আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছোঁ দিয়া সে পড়ে
রাবণের পৃষ্ঠের মাংস থাকে থাকে ফাড়ে।।
ছিঁড়িল ঠোঁটের ঘায় সারথির মুণ্ড।
রথধ্বজ ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।।

EBG (P-3 M 10-13)—12

অতি ব্যস্ত দশানন জ্বলে ক্রোধানলে।
রথ হৈতে সীতারে রাখিল ভূমিতলে।।
ভূমে রাখি সীতারে সে উঠিল আকাশে।
সম্বরেন বস্ত্র সীতা পলায়ন আশে।।
পলাইতে চান সীতা নাহি পান পথ।
চতুর্দ্দিকে মহাবন বেষ্টিত পর্ব্বত।।
ভয়েতে কান্দেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা।।
যুঝে পক্ষীরাজ কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস।
বৃক্ষডালে বৈসে তার ঘন বহে শ্বাস।
বলহীন পক্ষীরাজে দেখিয়া রাবণ।
মায়া করি রথখান করিল সাজন।।
আরবার রাবণ সীতারে তুলে রথে।
চলিল সে মহাবলী পূর্ণ মনোরথে।।
আরবার জটায়ু সাহসে করি ভর।
মহাযুদ্ধ করে পক্ষী অতি ঘোরতর।।
রাবণ বলিল পক্ষী শুনহ বচন।
পর লাগি প্রাণ কেন দেহ অকারণ।।
অতঃপর পক্ষীরাজ নিজ প্রাণ রক্ষ।
যাবৎ তোমার নাহি কাটি দুই পক্ষ।।
দুইজনে ঘোর রবে হইল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী।।
অঙ্কুশ না মানে মত্ত মাতঙ্গ যেমন।
কেহ কার করিতে নারিল নিবারণ।।
রাবণের মুকুট সে রত্নের নির্ম্মাণ।
ঠোঁট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান।।
পূর্ব্বপুণ্যে রাবণের রহে দশমাথা।
শিবের প্রসাদে তাহা না হয় অন্যথা।
কিন্তু কেশ ছিঁড়িয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
নিষ্কেশ হইল রাবণের দশমুণ্ড।।
পক্ষী যুদ্ধে তাহার হইল অপমান।
ধরিয়াছে সীতারে কেমনে ছাড়ে বাণ।।
আরবার সীতারে রাখিল ভূমিতলে।
রথ শুদ্ধ রাবণ উঠিল নভঃস্থলে।।
বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এড়িল।
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া পক্ষী কাতর হইল।।
দুর্জ্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে।
কি করিতে পারে তাহা পক্ষীর পরাণে।।
রামের অপেক্ষা করি রহে পক্ষীবর।
প্রাণপণে যুঝিল সাহসে করি ভর।।
রাবণ দেখিল পক্ষী বলে নাহি টুটে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার দুইপাখা কাটে।।
ভূমিতা পড়িয়া পক্ষী করে ছট ফট।
আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট।।
আমা লাগি শ্বশুর হারালেন জীবন।
রাবণের হাতে পাছে আমার মরণ।।
আমার হইল জন্ম রাবণ কারণ।
আর না পাইব শ্রীরামের দরশন।।
যাবৎ না দেখা পান শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তাবৎ কহিবে তুমি মম বিবরণ।।
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর।
বলিও তোমার সীতা নিল লঙ্কেশ্বর।।
সাগরের পার ঘর বৈসে লঙ্কাপুরী।
অন্তরীক্ষে ল'য়ে গেল তোমার সুন্দরী।।
জটায়ু বলে সীতা নাহি মোর হাত।
যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে সাক্ষাৎ।।
আমার বচন শুন না কর ক্রন্দন।
তোমারে উদ্ধারিকেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
উভয়ের কথা শুনি দশানন হাসে।
রথ দেখি জানকী কাঁপেন মহাত্রাসে।।
পুনর্ব্বার সীতারে তুলিল রথোপরে।
সীতার বিলাপ শুনি পাষাণ বিদরে।।
অসার ভাবিয়া সীতা নাহি পান কূল।
অতি কৃশা দীনবেশা কান্দিয়া আকুল।।

সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী।
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী।।
সীতা যত গালি দেন রাবণ না শুনে।
রথে চড়ি বায়ুবেগে উঠিল গগনে।।
রাবণ পাখীর যুদ্ধে হৈল লণ্ড ভণ্ড।
কি জানি আসিয়া রাম কাটিবেন মুণ্ড।
এই ভয়ে রাবণ পলায় ঊর্দ্ধশ্বাসে।
তার সহ যাইতে না পারিল বাতাসে।।
রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণ পুষ্পে ছাইল গগণ।।
আভরণ গলার ফেলেন সীতাদেবী।
সে ভূষণে সুশোভিত হইল পৃথিবী।।
ছিঁড়িয়া ফেলেন মণি মুকুতার ঝারা।
হিমালয় শৈল যেন বহে গঙ্গাধারা।।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ।।
জানকী বলেন কোথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অভাগীরে দেহ দেখা আসি এইক্ষণ।।
ঋষ্যমুখ নামে গিরি অতি উচ্চতর।
চারি পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর।।
নল নীল গবাক্ষ পবন নন্দন।
জাম্বুবান সুগ্রীব বসেছে দুইজন।।
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্ব্বতের মাঝ।
ডাকিয়া বলেন সীতা শুন মহারাজ।।
শ্রীরামের নারী আমি সীতা নাম ধরি।
গায়ের ভূষণ ফেলি গলার উত্তরী।।
রামের সহিত যদি হয় দরশন।
তাঁহাকে কহিও সীতা হরিল রাবণ।।
হেনকালে সুগ্রীবেরে বলে হনুমান।
সীতা রাখি রাবণের করি অপমান।।
এই যুক্তি দশানন শুনিল আকাশে।
সীতা ল'য়ে পলাইল শ্রীরামের ত্রাসে।।

সীতা লৈয়া দক্ষিণদিকে চলিল রাবণ।
দৈবে পথে সুপার্শ্বের সহ দরশন।।
সম্পাতির নন্দন সুপার্শ্ব নাম তার।
বিন্ধ্যাচলে থাকি ভক্ষ্য যোগায় পিতার।।
জটায়ুর ভ্রাতষ্পুত্র সম্পাতি-নন্দন।
সে না জানে জটায়ুরে মারিল রাবণ।।
জটায়ুর মরণ সুপার্শ্ব যদি জানে।
রাবণেরে মারিত সে দিন সেইক্ষণে।
শূকর মহিষ হস্তী যত পায় বনে।
সহস্র জন্তু ঠোঁটে করি আনে।।
সাগরের জলজন্তু যখন সে ধরে।
তিন ভাগ জল তার আচ্ছাদন করে।।
এক ভাগ সাগরের জলমাত্র রয়।
এমন বৃহৎ কায় বিহঙ্গ দুর্জ্জয়।।
জটায়ুর ভ্রাতষ্পুত্র গরুড়ের নাতি।
অন্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে শীঘ্রগতি।।
পাকসাট মারে পাখী ঝড় যেন বহে।
ত্রাসেতে রাবণ মাথা তুলি ঊর্দ্ধে চাহে।।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করয়ে ক্রন্দন।
শুনিল সে পক্ষীরাজ উপর গগন।।
পাকসাট মারে পাখী তর্জ্জে গর্জ্জে ডাকে।
দুই পক্ষ দিয়া রাবণের রথ ঢাকে।।
তার প্রতি ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
সীতারে হরিয়া ল'য়ে যায় দশানন।।
দেবতার বাক্য শুনি পক্ষী কোপে জ্বলে।
রথশুদ্ধ গিরিবারে দুই ঠোঁট মেলে।।
রথ মধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী।
ভাবে নারী হত্যা করি হব কি নারকী।।
রথ খান বন্ধ করি রাখে পাখা দিয়া।
রাবণ বলিল তারে বিনয় করিয়া।।
লঙ্কায় বসতি আমার নাম যে রাবণ।
তোমার করিনা কোন্ শত্রু আচরণ।।

করিয়াছে রাঘব আমারে অপমান।
সহোদরা ভগিনীর কাটে নাক কাণ।।
ভাই খর দূষণের রাম মহা অরি।
সেই ক্রোধে হরিলাম রামের সুন্দরী।।
ত্রিভুবনে খ্যাত তুমি বিক্রমে দুর্জ্জয়।
তব ঠাঁই পক্ষীরাজ মানি পরাজয়।।
সুপার্শ্ব করিয়া ক্ষমা ছাড়িল তখন।
সেইক্ষণে রথ ল'য়ে চলিল রাবণ।।
এই সব কথা কিছু না জানেন সীতা।
সমুদ্র দেখিয়া হন ভয়েতে মূর্চ্ছিতা।।
দেখিয়া সমুদ্র তীর রাবণ উল্লাস।
জলনিধি উত্তরিল করিয়া প্রয়াস।।
ভাবেন জানকী দেখি সাগর অপার।
কৃপার আধার রাম করিবেন পার।।
অধোমুখী জানকী কান্দেন আশঙ্কায়।
উত্তরিল দশানন তখন লঙ্কায়।।
রথ হৈতে সীতারে নামায় লঙ্কেশ্বর।
কোথায় রাখিব বলি চিন্তিল অন্তর।।
শত্রুতা হইল রাম লক্ষ্মণের সনে।
নিদ্রা নাহি যাবৎ না মারি দুই জনে।।
রাজার নিকটে বলে চৌদ্দ নিশাচর।
এতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর।।
এতেক যুঝির রাম লক্ষ্মণের সনে।
কি করিতে পারি মোরা আছি যত জনে।।
রাজা বলে শুন বলি চৌদ্দ নিশাচর।
সাগরের পার থাক সতর্ক অন্তর।।
রাক্ষস হইয়া এত ভয় হয় নরে।
ধিক্ ধিক্ তোসবারে যারে স্থানান্তরে।।
রাবণের কোপ দেখি পলায় তরাসে।
লঙ্কা ছাড়ি বীরগণ গেল অন্য দেশে।।
রাবণের নাহি নিদ্রা নাহিক ভোজন।
সীতারে রাখিব কোথা ভাবে সর্ব্বক্ষণ।।

সীতারে প্রবোধ বাক্য কহে দশানন।
লঙ্কাপুরী দেখ সীতা তুলিয়া বদন।।
চন্দ্র সূর্য্য দুয়ারে আসিয়া সদা খাটে।
মোর আজ্ঞা বিনা কেহ না আসে নিকটে।।
চারিদিকে সাগর তার মধ্যে লঙ্কা গড়।
দেব দৈত্য না আইসে লঙ্কার নিয়ড়।।
দেব দানবের কন্যা আছে মোর ঘরে।
দাসী করে রাখিব তোমার সে সবারে।।
নানা ধনে পূর্ণ দেখ আমার ভাণ্ডার।
আজ্ঞা কর সীতাদেবী সকলি তোমার।।
তোমার সেবক আমি তুমি ত ঈশ্বরী।
আজ্ঞা কর সীতা ল'য়ে যাই অন্তপুরী।।
সীতার চরণে পড়ে করিয়া ব্যগ্রতা।
কোপ না করিও মোরে চন্দ্রমুখী সীতা।।
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিত অন্তরে।
বিমুখী হইয়া বলিলেন ধীরে ধীরে।।
রাম ধ্যান রাম প্রাণ শ্রীরাম দেবতা।
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা।।
শুনিয়া সীতার বাক্য নিরস্ত রাবণ।
তাঁর কাছে নিযুক্ত করিল চেড়িগণ।।
সীতারে রাখিল ল'য়ে অশোক কাননে।
সীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়িগণে।।
সূর্পণখা আসি বলে নিষ্ঠুর বচন।
গলে নখ দিয়া বেটীর বধিব জীবন।।
খান্দা মুখে গর্জ্জে খান্দী সভয় অন্তরে।
রাবণের ডরে কিছু বলিতে না পারে।।
সশোকা থাকেন সীতা অশোক কাননে।
হৃদয়ে সর্ব্বদা রাম সলিল নয়নে।।
জানকীর দুঃখে দুঃখী সদা দেবগণ।
ইন্দ্রেরে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন।।
লঙ্কামধ্যে থাকিবেন সীতা দশ মাস।
এতদিন কেমনে করেন উপবাস।।

জানকী মরিলে সিদ্ধ না হইবে কাজ।
এই পরমান্ন লৈয়া যাহ দেবরাজ।।
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র গেলেন তখন।
জানকী আছেন যথা অশোক কানন।।
বাসব বলেন সীতা না ভাবিহ চিতে।
আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমা সম্ভাষিতে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেল মৃগ মারিবারে।
হরিল তোমাকে সে রাবণ শূন্য ঘরে।।
সাগর বান্ধিয়া রাম সৈন্য করি পার।
রাবণে মারিয়া তোমা করিবে উদ্ধার।।
শোক পরিহর সীতে স্থির কর মন।
পরমান্ন আনিয়াছি তোমার কারণ।।
জানকী বলেন লঙ্কা নিশাচরময়।
ইন্দ্র যদি হও তবে দেহ পরিচয়।।
সীতার বচনে ইন্দ্র ভাবিলেন মনে।
সহস্র লোচন হইলেন সেইক্ষণে।।
ইন্দ্রকে দেখেন সীতা সহস্রলোচন।
তাঁহার প্রতীতি মনে জন্মিল তখন।।
দিলেন সীতাকে ইন্দ্র পরমান্ন সুধা।
যাহা ভক্ষণেতে যায় তৃষ্ণা আর ক্ষুধা।।
আগে পরমান্ন দেন রামের উদ্দেশে।
আপনি ভক্ষণ সীতা করিলেন শেষে।।
পায়স ভক্ষণে তৃপ্তি কী হইবে তাঁহার।
রামের বিরহানল জ্বলে অনিবার।।
মহেন্দ্র বলেন সীতা না হও বিকল।
প্রতিদিন আমি যোগাইব সুধা ফল।।
সীতারে আশ্বাস করি যান পুরন্দর।
অন্তরে জানকী দুঃখ পান নিরন্তর।।
লঙ্কাতে রহেন সীতা অশোক কাননে।
বনে রাম আইলেন শূন্য নিকেতনে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বড় অভিমান।
অরণ্যেতে গান রামশোকের নিদান।।
স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ।

—০—

শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ।

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইলেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল কত দেখেন গোচরে।।
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে।
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে।।
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর।
লক্ষ্মণ আসেন পাছে শূন্য রাখি ঘর।।
মারীচের আহ্বানে কী লক্ষ্মণ ভুলিবে।
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে।।
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা।
যা ছিল কপালে তাহা দিলেন বিমাতা।।
বলেন শ্রীরাম শুন সকল দেবতা।
আজিকার দিনে মোর রক্ষা কর সীতা।।
যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ।।
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি।।
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী।
শূন্যঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি।।
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।
জ্ঞান হয় যে ভাই হারালাম জানকী।।
আইলাম তোমায় করিয়া সমর্পণ।
রাখিয়া আইলে কোথা মম স্থাপ্য ধন।।
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ পাব নাই।।
কি হইল লক্ষ্মণ কি হইল আমারে।
যে দুঃখে দুঃখিত আমি কহিব কাহারে।।
শুন রে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতলি।
শূন্যঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি।।

দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহাভয়ঙ্কর।
হিংস্রজন্তু কতমত কত নিশাচর।।
কোন্ দণ্ডে কোন্ দুষ্ট পাড়িবে প্রমাদ।
কি জানি রাক্ষসগণে সাধিবেক বাদ।।
এই বনে দুষ্টগণ রাক্ষসের থানা।
মুনিগণ সকলে করেন সদা মানা।।
পূর্ব্বাপর লক্ষ্মণ তোমাকে আছে জানা।
তথাপি লক্ষ্মণ না করিলে বিবেচনা।।
তোমারে কি দিব দোষ মম কর্ম্মফল।
যেমন বিধির লিপি ঘটিবে সকল।।
আমার অধিক ভাই তব বুদ্ধি বল।
কর্ম্মযোগে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল।।
মায়ামৃগ ছলে আমা লইল কাননে।
হের সেই রাক্ষস পড়েছে মম বাণে।।
ভয়ঙ্কর বিকট মুষল ডানি হাতে।
দেখ ভাই মারীচ পড়িয়া আছে পথে।।
এইমত কহিতে কহিতে দুই ভাই।
বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই।।
উপনীত হইলেন কুটিরের দ্বারে।
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে।।
শূন্য ঘর দেখেন না দেখেন জানকী।
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী।।
শ্রীরাম বলেন ভাই একি চমৎকার।
সীতা না দেখিলে প্রাণ রাখিব না আর।।
তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে।
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল।।
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুইবীর।
উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর।।
গিরিগুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ।।
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ।
এইরূপে একস্থানে যান শতবার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার।।
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্যপশু পাখী।।
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ।
রামেরে কহেন যত প্রবোধ বচন।।
উপদেশ বাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম।
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম।।
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে।
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে।।
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে।
হাহাকার বারে বারে করে দেবলোকে।।
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।।
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছে কি লক্ষ্মণ দেখ দেখি।।
বুঝি কোনো মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়।
গোদাবরী তীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ।।
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া।।
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল গরাস।।
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কী আপন দুহিতা।।
রাজ্যহীন যদ্যপি হ'য়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।।

আমার সে রাজ লক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকেয়ীর মনোভিষ্ট সিদ্ধ এত দিনে।।
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে।।
কনকলতার প্রায় জনক দুহিতা।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা।।
দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তম নিবারণ।।
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার।।
দশদিক শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে।
সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে।।
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী।।
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।।
আমি জানি পঞ্চবটী তুমি পুণ্যস্থান।
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান।।
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে।
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাহি ঘরে।।
শুন পশু মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা।।
কান্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমেণ কানন।
দেখিলেন পথমধ্যে সীতার ভূষণ।।
দেখিল যে পড়ে আছে ভগ্নরথ চাকা।
কনক রচিত আছে পতিত পতাকা।।
রথচূড়া পড়িয়াছে আর তার জাঠি।
মণি মুক্তা পড়িয়াছে আর তার কাঁঠি।।
শ্রীরাম বলেন দেখ ভাইরে লক্ষ্মণ।
এখানে সীতারে করহ অন্বেষণ।।
সম্মুখে পর্ব্বত বড় অতি উচ্চ দেখি।
লুকাইয়া রাখিল পর্ব্বত চন্দ্রমুখী।।

যমদণ্ড সম আমি ধরি ধনুর্ব্বাণ
পর্ব্বত কাটিয়া আজি করি খান খান।।
মহাযুদ্ধ হইয়াছে করি অনুমান।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ তার দেখ বিদ্যমান।।
লক্ষ্মণ বলেন ইহা নহে কোনোমতে।
সীতা কেন রহিবেন এ ঘোর পর্ব্বতে।।
পর্ব্বত কাটিতে প্রভু চাহ অকারণ।
সীতা লয়ে অন্তরীক্ষে গেল কোনো জন।।
নানামতে শ্রীরামেরে বুঝান লক্ষ্মণ।
শোকাকুল শ্রীরাম না মানেন বচন।।
ধনুক দিলেন গুণ সর্প যেন গর্জ্জে।
বলেন দহিব বিশ্ব আছে কোন্ কার্য্যে।।
বিশ্ব পুড়াইতে রাম পুরেন সন্ধান।
দক্ষযজ্ঞ বিনাশে যেমন মহেশান।।
লক্ষ্মণ চরণ ধরি করেন মিনতি।
এক কথা অবধান কর রঘুপতি।।
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করিলেন চরাচর।
কেন সৃষ্টি নষ্ট কর দেব রঘুবর।।
সবংশে মরিবে যে হইবে অপরাধী।
অপরাধে একের অন্যেরে নাহি বধি।।
তোমার বাণেতে কারো নাহিক নিস্তার।
অকারণে কেন প্রভু পোড়াও সংসার।।
কোথায় আছেন সীতা করহ বিচার।
দুই ভাই অন্বেষণ করিব সীতার।।
গ্রাম আর তপোবন পর্ব্বত শিখর।
নদনদী দেখি আর গিয়া সরোবর।।
তবে যদি সীতার না পাই দরশন।
পশ্চাৎ করিহ চেষ্টা যেবা লয় মন।।
শুনি অস্ত্র সম্বরিয়া রাখিলেন তূণে।
সীতার উদ্দেশে চলিলেন দুইজনে।।
ক্ষণেক উঠেন রাম বৈসেন ক্ষণেক।
যেমন উন্মত্ত রাম বলেন অনেক।।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করেন উদ্দেশ।
বনে বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্লেশ।।
যেখানে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে।।
ওহে গিরি এ সময়ে কর উপকার।
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার।।
হে অরণ্য তুমি ধন্য বন্য-বৃক্ষগণ।
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন।।
এইরূপে শ্রীরাম ভ্রমে চারিদিকে।
রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে।।
পক্ষীকে কহেন রাম করি অনুমান।
খাইলি সীতারে তুই বধি তার প্রাণ।।
পক্ষীরূপে আছিলি রে তুই নিশাচর।
পাঠাইব একবাণে তোরে যমঘর।।
সন্ধান পুরেন রাম তাকে মারিবারে।
মুখে রক্ত উঠে বীর বলে ধীরে ধীরে।।
অন্বেষিয়া সীতারে পাইলে বহু ক্লেশ।
এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ।।
সীতার লাগিয়া রাম আমার মরণ।
সীতাকে লইয়া লঙ্কা গেল সে রাবণ।।
দু ভাই তোমরা যবে নাহি ছিলে ঘরে।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বরে।।
আমি বৃদ্ধ যুদ্ধ করি রুদ্ধ করি তায়।
রাখিয়াছিলাম রাম তোমার আশায়।।
দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ।
মুখে রক্ত উঠে রাম যায় এ জীবন।।
ইতঃস্তত ভ্রমণে নাহিক প্রয়োজন।
চিন্তা কর রাম যাতে মরিবে রাবণ।।
তোমার পিতার মিত্র তোমা লাগি মরি।
আপনি মারিলে রাম কি করিতে পারি।।
প্রাণ আছে তোমারে করিতে দরশন।
সম্মুখে দাঁড়াও রাম দেখি এইক্ষণ।।
আপনা নিন্দেন রাম জানি পরিচয়।
দুই ভাই রোদন করেন অতিশয়।।
জটায়ু বলেন যত লিখিব তা কত।
রামের নয়নে বহে বারি অবিরত।।
শ্রীরাম বলেন পক্ষী তুমি মম বাপ।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা দূর কর তাপ।।
রাবণের সঙ্গে মম নাহিক বৈরিতা।
বিনা দোষে হরিলেক আমার বনিতা।।
কোন্ বংশে জন্ম তার বৈসে কোন্ পুরে।
কোন্ দোষে হরিলেক বল জানকীরে।।
অনেক শক্তিতে পক্ষী তুলিলেক মাথা।
কহিতে লাগিল শ্রীরামেরে সর্ব্ব কথা।।
সংহারিলা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
লক্ষ্মণ করেন সূর্পণখার অযশ।।
এই কোপে রাবণ হরিল জানকীর।
রাখিল লঙ্কায় ল'য়ে সমুদ্রের তীরে।।
বিশ্বশ্রবা পুত্র সে রাবণ বড় রাজা।
বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা।।
কোনো চিন্তা না করিহ সম্বর ক্রন্দন।
জানকীরে উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ।।
তব পাদদোক রাম দেহ মোর মুখে।
সকল কলুষ নাশি যাই পরলোকে।।
এত বলি পক্ষীর মুখেতে রক্ত ভাঙ্গে।
কহিল সীতার বার্ত্তা শ্রীরামের সঙ্গে।।
মৃত্যু কালে বন্দে পক্ষী শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দিব্য রথে চাপি স্বর্গে করিল গমন।।
জটায়ুর মরণ শ্রবণে ধর্ম্মজ্ঞান।
কৃত্তিবাস গান ইহা শুনিয়া পুরাণ।।

—০—

জটায়ু উদ্ধার

শ্রীরাম বলেন পক্ষী পিতার সমান।
সীতার কারণে পক্ষী হারাইল প্রাণ।।
বনজন্তু খাইলে অধর্ম্ম অপযশ।
অগ্নিকার্য্য করি রাখ লক্ষ্মণ পৌরুষ।।
তবেত লক্ষ্মণ দিব্য অগ্নিকুণ্ড কাটি।
জ্বালিলেন কুণ্ড বীর করি পরিপাটি।।

তুলিলেন চিতায় জটায়ু পক্ষীরাজ।
দুই ভাই তাহার করেন অগ্নিকাজ।।
সৎকার করেন তার ব্যবস্থা যেমন।
গোদাবরী জলে তার করেন তর্পণ।।
রাম দরশনে পক্ষী গেল স্বর্গবাস।
অরণ্যেতে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

কবন্ধ এবং শবরীর স্বর্গে গমন।

রজনী আইল স্থান থাকিবার নাই।
শূন্যঘরে পুনঃ আইলেন দুই ভাই।।
বাহিরেতে ছিলেন রাম বরঞ্চ সুস্থ।
শূন্যঘর দেখি হইলেন আরো ব্যস্ত।।
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।
গোদাবরী তীরেতে ত্যজিব এ জীবন।।
এতেক বলিয়া লক্ষ্মণেরে করি কোলে।
গাঁথিল মুক্তার হার নয়নের জলে।।
রজনীতে নিদ্রা নাহি ঘন বহে শ্বাস।
সে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস।।
সীতার বিচ্ছেদে রাম পাইলেন ক্লেশ।
বিশেষ লিখিতে গেলে হয় সে অশেষ।।
রজনী প্রভাত হ'ল উদিত অরুণ।
সীতার উদ্দেশে রাম চলেন দক্ষিণ।।
ঘর ছাড়ি যান রাম দুই ক্রোশ পথে।
প্রবেশেন দুই ভাই কুশের বনেতে।।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি চরে পালে পালে।
দুই ভাই বসিলেন এক বৃক্ষতলে।।
বুদ্ধিতে বিক্রম বড় চতুর লক্ষ্মণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন।।
কেন রাম হয় হস্ত লোচন স্পন্দন।
বামদিকে করিতেছে খঞ্জন গমন।।
বিষম কুশের বন দেখি করি ভয়।
নানা অমঙ্গল দেখি না জানি কি হয়।।
দুই ভাই পাশাপাশি বনে প্রবেশয়।
পথ আগুলিয়া রাখে অতি ভীমকায়।।
পেটের ভিতর নাক কাণ চক্ষু মাথা।
শতেক যোজন দীর্ঘ অপূর্ব্ব সে কথা।।
রাম লক্ষ্মণেরে দেখি করিয়া তর্জ্জন।
দুই হাত প্রসারিয়া রাখে দুইজন।।
কবন্ধ বলিল তোরা আমার আহার।
মোর হাতে পড়িলে কি পাইবে নিস্তার।।
এ বিষম বনে তোরা এলি কি কারণ।
পরিচয় দেহ শুনি তোরা কোন্ জন।।
শ্রীরাম বলেন ভাই হইল সংশয়।
প্রাণরক্ষা কর ভাই দেহ পরিচয়।।
লক্ষ্মণ বলেন ভাই বুদ্ধি কেন্ ঘাটি।
রাক্ষসের দুই হাত দুই ভাই কাটি।।
কবন্ধের ডান হাত কাটেন শ্রীরাম।
খড়গাঘাতে লক্ষ্মণ কাটেন হস্ত বাম।।
দুই ভাই কাটিলেন তার হস্ত দুটি।
পড়িয়া কবন্ধ বীর করে ছটফটি।।
ডাক দিয়া রামেরে সে করে সম্ভাষণ।
কোন দেশে বৈস তুমি হও কোন্ জন।।
লক্ষ্মণ বলেন রাম জগতের রাজা।
রাজা দশরথের পুত্র সবে করে পূজা।।
শ্রীরামের ভাই আমি নামেতে লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালিতে বেড়াই বনে বন।।
তুমি কোন্ নিশাচর বিকৃতি আকৃতি।
বনের ভিতরে থাক হও কোন জাতি।।
এত যদি লক্ষ্মণ করেন সম্ভাষণ।
পূর্ব্ব কথা কবন্ধের হইল স্মরণ।
কুবের নামেতে দৈত্য ছিলাম সুন্দর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ যেন নিশাকর।
সকল দেবতা নিন্দা করি নিজ রূপে।
ক্রোধে মুনিবর মোরে শাপ দিল কোপে।।
যেমন রূপের তেজে কর উপহাস।
বিরূপ হউক সব রূপ যাক নাশ।।
যখন হবেন বিষ্ণু রাম অবতার।
তাঁর বাণস্পর্শে তোর হইবে নিস্তার।।

আমার উপরে ক্রুদ্ধ দেব শচীনাথ।
করিলেন আমার শরীরে বজ্রাঘাত।।
বজ্রাঘাত প্রবেশিল আমার উদরে।
চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ পদ না রহে বাহিরে।।
গতিশক্তি নাহি কিসে মিলিবেক ভক্ষ।
তেঁই মম দুই হস্ত দীর্ঘে দুই লক্ষ।।
দুই হস্ত মোর যেন দুইটা পর্ব্বত।
দুই হস্তে যুড়ি আমি বহুদূর পথ।।
দুই প্রহরের পথে যত বনচর।
দুই হাতে সাপটিয়া ভরি হে উদর।।
কুৎসিত আকার মোর কুৎসিত ভোজন।
তোমা দরশনে মোর শাপ বিমোচন।।
তব কিছু হিত করি যাই ইন্দ্রবাস।
কেন রাম বনে ভ্রম কোন্ অভিলাষ।।
শ্রীরাম বলেন সীতা হরিল রাবণ।
যুক্তি বল কেমনে পাইব দরশন।।
কবন্ধ বলিল রাম কহি উপদেশ।
যাহা হৈতে পাবে তুমি সীতার উদ্দেশ।।
যাবৎ আমার তনু না হয় সৎকার।
তাবৎ না দেখি কিছু সব অন্ধকার।।
রাক্ষস শরীর গেলে পাব অব্যাহতি।
তবেত বলিতে পারি ইহার যুকতি।।
তখন লক্ষ্মণ বীর অগ্নিকুণ্ড কাটি।
কবন্ধেরে দহিলেন করি পরিপাটী।।
শরীর পুড়িয়া তার হইল অঙ্গার।
অগ্নি হৈতে উঠে বীর অদ্ভুত আকার।।
আকাশে উঠিয়া করে রামে সম্ভাষণ।
দেবমূর্ত্তি সে পুরুষ দ্বিতীয় তপন।।
পুরুষ বলেন শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সাবধান হয়ে শুন আমার বচন।।
সুগ্রীবের উদ্দেশ করিও ঋষ্যমুকে।
আজ্ঞা কর রামচন্দ্র যাই স্বর্গলোকে।।
রাম দরশনে কবন্ধের স্বর্গবাস।
কুশের বনেতে রাম করেন প্রবেশ।।
প্রভাত হইল নিশা উদয় মিহির।
চলিলেন দুই ভাই পম্পানদী তীর।।
কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিনী সহিত।
দেখিলেন মৃগ মৃগী বিচ্ছেদ বঞ্চিত।।
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে।
দেখিয়া রামের শোক সাগর উথলে।।
জিজ্ঞাসা করেন রাম ওহে মৃগ পাখী।
দেখিয়াছ তোমরা আমার চন্দ্রমুখী।।
পম্পাতে করিয়া স্নান করিয়া তর্পণ।
সুগ্রীব উদ্দেশে রাম করেন গমন।।
প্রবেশ করেন রাম মাতঙ্গ আশ্রমে।
তথায় শবরী ছিল দেখিল শ্রীরামে।।
শবরী আনন্দ ভরি ধরিতে না পারে।
শ্রীরামের প্রতি বলে আজ্ঞা অনুসারে।।
মাতঙ্গ মুনির সেবা করি বহুকাল।
বৈকুণ্ঠে গেলেন মুনি হ'য়ে প্রাপ্তকাল।।
কহিলেন আমার আশ্রমে কর স্থিতি।
আসিবেন এখানে অবশ্য রঘুপতি।।
শবরী যখন পাবে রাম দরশন।
তখনি হইবে তব শাপ বিমোচন।।
রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুপতি।
হইয়া প্রসন্ন এ দাসীরে দেহ গতি।।
শবরী রামের আগে অগ্নিকুণ্ড কাটে।
আনিয়া জ্বালিল অগ্নি নানা শুষ্ক কাষ্ঠে।।
করে অগ্নি প্রবেশ স্মরিয়া নারায়ণ।
তাহার চরিত্রে রাম চমকিত মন।।
অগ্নিতে পুড়িয়া তনু হইল অঙ্গার।
তাহার ভাগ্যের কথা কহিতে বিস্তার।।
যাঁহার স্মরণমাত্র মুক্তি সঙ্গে ধায়।
তাঁহারে সম্মুখে দেখি ত্যজিল সে কায়।।
শ্রীরাম প্রসাদে তার পাপ নাশ।
অনায়াসে শবরী করিল স্বর্গবাস।।
শ্রীরাম চরিত্র কথা অমৃতের ভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল অরণ্যকাণ্ড।।

৪৫.৪ সারাংশ

কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড রামায়ণের তৃতীয় খণ্ডের নাম 'অরণ্যকাণ্ড'। 'বালকাণ্ড' ও 'অযোধ্যাকাণ্ডে'র পর এই কাণ্ডটি বিন্যস্ত। দেবর্ষি নারদের নিকট বাল্মীকির রামচরিত শ্রবণ দিয়ে বালখণ্ডের শুরু। দশরথের অযোধ্যায় আগমন ও মঙ্গলাচারণ, ভরতের মাতুলালয়ে গমন এবং রাম-লক্ষ্মণের পৌর কাজকর্মে মগ্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে এই কাণ্ডের সমাপ্তি। 'অযোধ্যাকাণ্ডে'র শুরু রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবার জন্য দশরথের সঙ্কল্প এবং শেষ রামের পাদুকা নিয়ে ভরতের প্রস্থান, রামচন্দ্রের চিত্রকূট পরিত্যাগ ও রাত্রিশেষে গহন কাননে প্রবেশ। 'অরণ্যকাণ্ডে' এই গভীর বনে প্রতিকূল অনুকূল পরিবেশে রামচন্দ্রের কর্মকাণ্ড, প্রকৃতি বর্ণনা ও মিলন-বিরহের নানা চিত্রাদিতে পরিপূর্ণ। চিত্রকূট পর্বতে রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের স্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাতের জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান।

'অরণ্যকাণ্ডে'র প্রারম্ভের এই অংশে রামচন্দ্রের পাদুকা নিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন এবং চিত্রকূট পর্বতে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার অবস্থানের কথা আছে। এই পর্বতে বহু মুনির বাস। তাদের কানাকানি শুনে রামচন্দ্র এর কারণাদি জানতে চায়। বৃদ্ধমুনি সবিস্তারে সব কিছু খুলে বলেন। রাবণের খর ও দূষণ নামে দুই দুষ্ট নিশাচর তাঁদের সাঙ্গা-পাঙ্গা নিয়ে এই আশ্রমে প্রায়ই উপদ্রব করে। তারা যজ্ঞ নষ্ট করে, ফল-মূল কেড়ে খায়। তাদের এই অত্যাচারের জন্যই এ বন ত্যাগ করে অন্য বনে চলে যাবার পরামর্শ করছে। সীতাদেবী রূপবতী। রাক্ষসবেষ্টিত এই বনে তাকে রামচন্দ্র কী করে রাখবে? বৃদ্ধমুনি রামচন্দ্রের বিপুল শক্তির কথা জানেন, তবু বন ছেড়ে যাবার আগে এই বনে রামচন্দ্রকে সাবধানে থাকবার কথা বলে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মুনিগণ তাঁদের আত্মীয়স্বজনের বাড়ির দিকে রওনা হন। মুনিগণ চলে যাবার পর নির্জন বনে কী করে তিনজন বাস করবেন তার চিন্তায় মগ্ন হন।

"অত্রিমুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও উক্ত মুনিপত্নীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক বিরাধ বধ।" এই অংশে অযোধ্যা থেকে চিত্রকূটের দূরত্ব বেশি নয়। ভরতের ভ্রাতৃভক্তিও অসীম, যে-কোনো সময় সে আবার এসে যেতে পারে, হৃদয় দুর্বল হতে পারে—ইত্যাদি ভেবে চিত্রকূট ত্যাগ করে রামচন্দ্র দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। অনেক পথ হেঁটে তারা উপস্থিত হন অত্রিমুনির আশ্রমে। মুনির চরণ বন্দনা করে তাঁর কাছে সীতাকে সমর্পণ করেন এবং বলেন—'পালন করহ যেন আপন দুহিতা'। মুনিপত্নীকে দেখে সীতার মনে হলো তিনি যেন 'মূর্তিমতী-করুণা'। সীতা তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করলে মুনিপত্নী তাঁকে দু'হাতে আশীর্বাদ করেন। রাজ ঐশ্বর্য ও রাজকুলের মর্যাদা সব কিছু ত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে বনবাসে আসার কথা বললে পতি ভক্তিই যে তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, পার্থিব জগতের অন্য কিছুই কাম্য নয়। আজীবন পতিভক্তি যাতে অটুট থাকে সে কথা বলেন। সীতার কথায় তুষ্ট হয়ে মুনিপত্নী সীতাকে অলঙ্কারাদিতে সাজিয়ে সমাদরে কাছে বসিয়ে তার জন্ম বৃত্তান্ত শুনতে চান। মেনকাকে দেখে জনক রাজার বীর্য মাটিতে পড়ে। মাটির অভ্যন্তরে তার জন্ম। জমি চাষের সময় লাঙলের ফলায় সে দিবালোকে আসে। রাজা নিজের কন্যা মনে করে আমাকে সাদরে ঘরে নিয়ে যায়। এই সময় দৈববাণীতে রাজা সব কিছু জেনে এবং ঐ বাণী অনুসারে তার নাম রাখেন সীতা। প্রধান দেবীর স্নেহ-মায়ায় সীতা বড় হন। যে হরধনুতে গুণ পরাতে পারবে তার গলায় বরমাল্য অপর্ণ করবে সীতা—এই বার্তা সর্বত্র প্রচারিত হয়। রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করে। পিতার আদেশে রামচন্দ্রের গলায় বরমাল্য অর্পণ করেন সীতা। আর ঊর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের বিয়ে হয়। কুশধ্বজের দুই কন্যার সঙ্গে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ সম্পন্ন হয়। মুনি গৃহিণী সব শুনে আনন্দিত হয়ে সীতার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন। বিচিত্র অলঙ্কারে তাঁকে সজ্জিত করেন। মুনির আশ্রমে পরমানন্দে রাত কাটে। পরের দিন সকালে স্নান করে তিনজন মুনির চরণ বন্দনা করেন। সেই সময় অত্রিমুনি সেই স্থানে রাক্ষসদের ভয়ানক উৎপাতের কথা বলে

তাঁদেরকে দণ্ডকারণ্যে থাকতে বলেন। মুনিকে প্রণাম করে তিনজন দণ্ডকারণ্যের উদ্দেশ্যে পা বাড়ান। এই বনের প্রাকৃতিক শোভায় তিনজন বিমোহিত। ফল-পুষ্প-গন্ধে ভরা ময়ূরের কেকাধ্বনি, ভ্রমরের গুঞ্জনে চারদিক মুখর। নানারঙ-বেরঙের পাখীর কলকাকলি চারদিকে। সরোবরে পদ্মফুলের মেলা। এই বনে অনেক মুনির বাস। শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে তাদের আনন্দ আর ধরে না। ফলমূল আহার করে পুনরায় তিনজন বন দেখতে বেরোয়। হঠাৎ সামনে এক দুর্জয় রাক্ষসকে দেখতে পায়। তার রক্তচোখ, রাঙা মুখ, মাথায় দীর্ঘ জটা, গোটা শরীরে কাটার দাগ, দীর্ঘ অস্থিসার দেহ, কাঁধে পচা মাংসের বোঝা—তার দুর্গন্ধে সবাই পালিয়ে যায়। মাঝে মাঝে মেঘের মতো গর্জন করে। এই বিকট রাক্ষসের নাম 'বিরাধ'। এই রাক্ষস সীতাকে কোলে তুলে নেয় এবং তর্জন-গর্জন শুরু করে। শুধু সীতা নয় দুই ভাইকে আজ সে ভক্ষণ করবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করে। শ্রীরামচন্দ্র নিজের পরিচয় দিয়ে রাক্ষসকে তার পরিচয় দিতে বলেন। সে বলে তার পিতার নাম 'কাল'। সে বহুমুনিকে ভক্ষণ করেছে, আজ তাদের পালা। রামচন্দ্র দিশাহারা। রাক্ষসকে বধ করার জন্য লক্ষ্মণ তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। এরপর রাক্ষসের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সবশেষে 'ঐষিকবাণ' নিক্ষেপ করে 'বিরাধে'র দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন রামচন্দ্র। তাঁর পায়ের কাছে পড়ে থাকে রক্তাক্ত খণ্ডিত রাক্ষসের দেহ। মাটিতে পতিত সীতা মূর্চ্ছা যান। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বিরাধ রামের বাণের স্পর্শে শাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে—এজন্য রাম-সীতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তার পূর্ব জীবন-কথা বলেন। কুবের শাপেই তার এই অবস্থা। তার নাম কিশোর। সে কুবেরের চর ছিল। একদিন নারীদের মাঝে কুবের তাকে নিয়ে যায়। তাকে দেখে নারীগণ লজ্জিত হয়। ধনেশ্বর কুবের সেই মুহূর্তে তাকে অভিশাপ দেয় 'দণ্ডক কাননে গিয়া হও নিশাচর'। পরে বহু অনুনয়-বিনয়ের পর কুবের বলেন যে শ্রীরামের শরেই তার শাপমুক্তি ঘটবে। রামচন্দ্রকে দর্শন করে তার শরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বিরাধ তার দেহকে অগ্নিতে দাহ করতে বলে। লক্ষ্মণের উদ্‌যোগের দানবের দেহ পুড়ে ছাই হল এবং বিরাধ দিব্য দেহ ধারণ করে দিব্যরথে চড়ে স্বর্গারোহণ করে।

খর দূষণের যুদ্ধে আগমন ঃ চৌদ্দজন বীর রাক্ষসকে শ্রীরামের তীরে নিহত হতে দেখে ভয়ে সূর্পণখা খরের কাছে গিয়ে সব জানায়। খর উত্তেজিত হয়ে বলে, 'ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ" চৌদ্দ হাজার নিশাচরকে অস্ত্রে সজ্জিত করে স্বর্ণরথে চড়ে খর-দূষণ রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করে। সীতাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে এক গুহায় রেখে আসার জন্য লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিয়ে রাম একাই বিশাল রাক্ষস দলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন। অন্তরীক্ষ থেকে দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব সকলে এই যুদ্ধ দেখে। রামচন্দ্রকে ঘিরে ফেলে রাক্ষসগণ। খরের সঙ্গে রামচন্দ্রের তুমুল যুদ্ধ হয়। উভয়ের দেহ রক্তাক্ত। সহস্রবাণ, গন্ধর্ব অস্ত্র ইত্যাদির দ্বারা শত শত রাক্ষস সৈন্য নিহত হয়। বাকী শুধু খর ও দূষণ। শূলের দ্বারা রাম দূষণের দুই হাত কেটে ফেলে। তারপর দূষণের মৃত্যু হয়। দূষণের ও অন্যান্য বীর রাক্ষস সৈন্যদের মৃত্যু দেখে খর সশস্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে রামচন্দ্রের উপর। নানা অস্ত্র ও তীরের দ্বারা রাম একে একে খরের হাতে ধনুর্বাণ ও তার রণধ্বজ পতাকাকে ছিন্ন ভিন্ন করে এবং রথের আটটি ঘোড়াকে নিহত ও সারথীর মুণ্ডকে ছেদন করে। এরপর খর গদাযুদ্ধ শুরু করে, ত্রিভুবনে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। অগ্নিবাণের দ্বারা খরের গদা ধ্বংস হয়। শেষ অস্ত্রহীন খর তীক্ষ্ন দাঁত দিয়ে রামচন্দ্রকে কামড় দিতে গেলে ঐষিক বাণের দ্বারা খর ধরাশায়ী হয়। চোদ্দ হাজার রাক্ষস সহ খর-দূষণের ভবলীলা সাঙ্গ করার জন্য দেবগণ তুষ্ট হন। রামচন্দ্রের রক্তাক্ত দেহ দেখে সীতার দু চোখ বেয়ে অশ্রুধারা বয়ে যায়। রামচন্দ্রের বীরত্ব দেখে সূর্পণখা ভয়ে ও দুঃখে লঙ্কায় পালিয়ে গিয়ে রাবণকে সব কিছু খুলে বলে। সেই সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ ও সীতার কথাও বলে। সীতার রূপ সৌন্দর্য, সে রাবণের কাছে তুলে ধরে। রাবণই তার উপযুক্ত বলে রাবণকে উত্তেজিত করে। সূর্পণখা রাম-লক্ষ্মণকে ধোঁকা দিয়ে সীতাকে হরণ করে আনবার জন্য পরামর্শ দেয়। সুন্দরী সীতার কথা রাবণ মনে মনে ভাবতে থাকে এবং কিভাবে তাকে হরণ করা যায় তার চিন্তায় মগ্ন হয়।

'সীতাহরণ করিতে রাবণকে মারীচের নিষেধ'— অংশে দেখা যায় পুষ্পক রথে চড়ে রাবণ মারীচের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। রাবণকে দেখে মারীচ ভয় পায়। দণ্ডকারণ্যে নিশাচর রাক্ষসদের রামচন্দ্র কি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে সে সব খুলে বলে। ভাই-দূষণ-খরও বেঁচে নেই। বলশালী মারীচ থাকতে এ কলঙ্ক রাবণ সহ্য করতে পারছে না। সূর্পণখার নাক-কান কেটে দেবার জ্বালাও প্রকাশ করে। চরম বিপদে পড়েই রাবণ মারীচের শরণাপন্ন হয়েছে। তাই প্রতিশোধের জন্য সীতা হরণের কথা তুলে ধরে। মারীচ এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারে না, বরং সীতাকে হরণ করলে লঙ্কাপুরী ছারখার হবে রাবণের বংশ ধ্বংস হবে—এই ভবিষ্যৎবাণীও করে। রাবণ তাতে কর্ণপাত না করে মারীচকে সোনার হরিণের বেশ ধারণ করতে বলে। কিন্তু মারীচ এর ভয়ংকর ফলাফলের কথা তুলে ধরে সীতার প্রতি লোভ পরিত্যাগের জন্য রাবণকে অনুরোধ করে। কিন্তু তার পরামর্শে কর্ণপাত না করে রাবণ ক্রোধে উন্মত্ত হয়।

'রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান'—অংশে বারংবার মারীচ সীতাহরণ থেকে রাবণকে নিবৃত্ত থাকার জন্য সৎ পরামর্শ দিলে রাবণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করবে বলে গর্জন করে। শুধু তাই নয় 'দেব পঞ্চানন'ও যদি নিষেধ করেন রাবণ তাও গ্রাহ্য করবে না বলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং মারীচকে মায়ামৃগ সেজে রামকে কুটীর থেকে বনের গভীরে আনতে পরামর্শ দেয় এবং রামহীন শূন্য কুটীর থেকে সে সীতাকে হরণ করবে বলে জানায়। সীতাহরণ অত সহজ নয়। রামচন্দ্রকে মায়ায় বুলিয়ে আনলেও লক্ষ্মণ সীতাকে পাহারা দেবে। লক্ষ্মণ থাকা অবস্থায় সীতা হরণ অসম্ভব। এই সব প্রতিকূল অবস্থার কথা জেনে শুনেও সীতাহরণ করলে লঙ্কাপুরী ছারখার হবে বলে মারীচ এই কুকর্ম থেকে রাবণকে নিরস্ত করার জন্য সুমন্ত্রণা দেয়।

'মারীচের মৃগরূপধারণ'—অংশে দেখা যায় সূর্পণখা রাবণকে নিয়ে পঞ্চবটী বনে যায় মারীচ সহ। সেখানে মারীচকে মৃগরূপ ধারণের নির্দেশ দিলে নিরূপায় মারীচ বিচিত্ররূপে স্বর্ণছটায় দেহকে সজ্জিত করে। তার নয়ন লোভন স্বর্ণরূপ দেখে রাবণ আনন্দিত হয়।

'মায়া মৃগরূপধারী মারীচ বধ'—অংশে দেখা যায় রাবণ অরণ্য মধ্যে লুকিয়ে আছে আর বনভূমি আলোকিত করে স্বর্ণ মৃগরূপী মারীচ রাম-সীতার সামনে হাজির। রাক্ষসবংশ ধ্বংস ও দেবতাদের বিপদ থেকে রক্ষার জন্যই যেন বিধাতার নির্দেশেই এই স্বর্ণ মৃগের নির্মাণ। সীতা এই হরিণকে চায়। তার সোনার চর্মে উপবেশনের আকাঙ্খা প্রকাশ করে। মায়াবী রাক্ষসদের কথা লক্ষ্মণ তুলে ধরে। মায়ার জাল বিস্তার করে তাদের সর্বনাশের জন্য এই মায়ামৃগের আগমন ঘটেছে বলে লক্ষ্মণ সংশয় প্রকাশ করে। সব কিছু শুনেও রামচন্দ্র সীতার মনবাঞ্ছা পূরণের জন্য মৃগ হত্যার জন্য বের হন। যাবার সময় লক্ষ্মণকে সীতা রক্ষার দায়িত্ব দেন। মারীচের উভয়সংকট। তার মৃত্যু হয় রাম নয় রাবণের হাতে। তবে রামের হাতে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে সে। রামচন্দ্রের সঙ্গে বনের মধ্যে লুকোচুরি খেলতে শুরু করে। মারীচের মায়ারূপ ধরতে পেরে রাম 'ঐষিক বিশিষ্ট' বাণ নিক্ষেপ করে। আহত মারীচ মৃত্যুর আগে রামের কণ্ঠস্বর নকল করে লক্ষ্মণকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য আর্তনাদ ক'রে মৃত্যু বরণ করে। রামচন্দ্র সমগ্র ছলনা বুঝতে পেরে কুটীরের দিকে দ্রুত গমন করেন।

'রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ'— অংশে রামের কণ্ঠস্বর শুনে সীতা দেবর লক্ষ্মণকে রামের অনুসন্ধানে যাত্রার জন্য করুণ মিনতি করে। লক্ষ্মণ সীতাকে একা রেখে যাওয়া ঠিক হবে না, রামচন্দ্রকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না ইত্যাদি নানা কথা বলাতে দিশেহারা সীতা কটু বাক্য প্রয়োগ করে।

"বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন।

আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার আছে মন।” —লক্ষ্মণ ভাই এর উদ্দেশ্যে না গেলে সীতা আত্মহত্যা করবে বলে প্রস্তুত হয়। মন না মানলেও সীতার দুঃখ-বেদনা বুঝতে পেরে গণ্ডী কেটে তার বাইরে যাতে সীতা না যায় তার নির্দেশ দিয়ে লক্ষ্মণ রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

এই সুযোগের তপস্বীর বেশ ধরে রাবণ কুটীর দ্বারে হাজির। সীতার রূপ মাধুর্যে রাবণ মুগ্ধ। রাম-লক্ষ্মণ ফিরে এলে ফলমূল দিয়ে অতিথি সৎকারের কথা সীতা বলে। সেই সঙ্গে নিজের পরিচয়ও দেয়। ভণ্ড তপস্বীরূপী রাবণ সীতাকে কুটীরের বাইরে এসে ভিক্ষা দিতে বলে। প্রভুর আদেশ ছাড়া সীতা বাইরে আসতে অস্বীকার করলে ধর্ম-কর্মের কথা বলে সীতাকে প্রলুব্ধ করে। সহজ সরল মনে সীতা লক্ষ্মণের গণ্ডীর বাইরে ফল তপস্বীকে দিতে গেলে রাবণ তার হাত ধরে ফেলে এবং স্বমূর্তি ধারণ করে। সীতা রাবণকে অভিসম্পাত দিতে থাকে। রাবণ তার মনোবাসনার কথা বললে সীতা তাকে ভর্ৎসনা করতে থাকে। এদিকে ভীষণ রাক্ষস মূর্তি ধারণ করে জোর করে সীতাকে রথে ওঠায় অসহায় সীতা রামচন্দ্রকে স্মরণ করে, বনের গাছ-পালার উদ্দেশ্যে তার করুণ আবেদন—তার এই অসহায় অবস্থার কথা যেন রামকে তারা জানায়। দুচোখে অশ্রুবন্যা। দ্রুতগতিতে রথ ধাবিত। আকাশ পথে জটায়ু পাখী পথ রোধ করে। জটায়ুর সঙ্গে রাবণের মহাযুদ্ধ শুরু। বত্রি হাজার বাণে ক্ষতবিক্ষত জটায়ু তবু প্রাণপণে যুদ্ধ করে। ‘অর্দ্ধচন্দ্র’ বাণে তার দুটি পাখা বিচ্ছিন্ন হয়। সীতা তাকে রাবণের এই কুকর্ম বার্তা পৌঁছে দিতে বলে। জটায়ু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—

‘তোমারে উদ্ধারিবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।’

আকাশ পথে যাবার সময় সীতা তার দেহের অলংকারদি মাটিতে ছড়িয়ে দেন। পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীর উদ্দেশ্যে সীতার কাতর বাণী ধ্বনিত।

পথিমধ্যে জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র ‘সম্পাতিনন্দনে’র সঙ্গে দেখা। দুই পাখা দিয়ে সে রাবণের রথকে ঢেকে দেয়। সে জানতে পারেনি জটায়ুর অন্তিম দশার কথা। রাবণ তাকে সূর্পণখার কথা, খর-দূষণের হত্যার কথা বলে। সীতা হরণের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করে সুপার্শ্বের হাত থেকে রক্ষা পায়। অসীম সমুদ্র পেরিয়ে লঙ্কাপুরীতে এসে রাবণ সীতাকে অশোক কাননে বন্দিনী করে রাখে। সীতার দুঃখে দেবগণ দুঃখিত। ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র অশোক কাননে গিয়ে সীতাকে সান্ত্বনা দেয়—

‘সাগর বান্ধিয়া রাম সৈন্য করি পার।
রাবণে মারিয়া তোমা করিবে উদ্ধার।।’

সীতাকে পরমান্ন দিয়ে এবং প্রতিদিন সুধা ফল দিয়ে যাবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেন ইন্দ্র। অশোক কাননে একাকী বন্দিনী সীতা—আর পঞ্চবটী বনে সীতাশূন্য কুটীরের উদ্দেশ্যে উৎকণ্ঠায় রামচন্দ্রের যাত্রা।

‘শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ’-

হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে পথে অমঙ্গালের নানা চিহ্ন দেখে রামচন্দ্রের মনে জেগেছে নানা চিন্তা। মারীচের কপট আহ্বানে লক্ষণ কি সীতাকে একলা রেখে রামের খোঁজে বের হয়েছে? সীতাকে দেবতাগণ যেন রক্ষা করেন। বিধাতা কি দুঃখের উপর দুঃখ দিবে? ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে রাম যখন দিশেহারা ঠিক সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণের সঙ্গে তাঁর দেখা। সীতাকে ভয়ংকর দণ্ডকারণ্যে একা রেখে লক্ষ্মণের আগমনে সীতার জীবনে নেমে এসেছে

দুর্যোগ। একথা নিশ্চিতভাবে ঝুঁকি দেওয়ামাত্র একদিকে কর্মফল অন্যদিকে লক্ষ্মণকে বুদ্ধিনাশের অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন রাম। মারীচের মৃতদেহ দেখিয়ে দুইভাই অতিদ্রুত কুটীর দ্বারে উপস্থি হলেন। 'সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে।' কোনো উত্তর না পেয়ে রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত প্রায়। পাগলের মতো দুই ভাই তন্ন তন্ন করে বনে, গোদাবরী তীরে সীতাকে খুঁজে বেড়ান। সীতাকে না পেয়ে কেঁদে কেঁদে শ্রীরামচন্দ্র চারদিক অন্ধকার দেখেন। বনের পশু-পাখি, বনের মুনি-ঋষিগণ এসে তাঁকে প্রবোধ দেন। তাঁর মুখে শুধু 'সীতা, সীতা'। সীতার শোকে অস্থির রামচন্দ্রকে ভাই লক্ষ্মণ ভূমি থেকে তুলে কোলে নেন। ভাই-এর উদ্দেশ্যে তাঁর কাতর আর্তনাদ—

"কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।।"

রামচন্দ্রের মনে হয়—হয়তো সীতা মুনিপত্নীদের কাছে গেছেন, হয়তো গোদাবরী তীরের কমল কাননে লুকিয়ে আছেন, হয়তো বা রাহু তাকে গ্রাস করেছে। অথবা মা বসুন্ধরা রাজ্যহারা রামচন্দ্রের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সীতাকে নিজ কোলে আশ্রয় দিয়েছেন। সীতাকে হারিয়ে রামচন্দ্র চারদিক অন্ধকার দেখছেন। তাঁর জীবনে সীতাই একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান। সীতা ছাড়া রামচন্দ্র 'মনীহারা ফণী।' ভাই লক্ষ্মণের কাছে তার কাতর আবেদন—যে করেই হোক সে যেন সীতাকে খুঁজে বের করে এবং তাঁর জীবন বাঁচায়। সীতাহীন তপোবন শূন্যময়। পশু-পাখি-বৃক্ষ সবাইকে ডেকে ডেকে সীতার অনুসন্ধান করার সময় সীতার ভূষণ ও অলংকারাদি, রথের চূড়া, চাকা ইত্যাদি দেখে সেই স্থান ভালভাবে দেখবার জন্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলে। সামনে সুউচ্চ পর্বতের আড়ালে সীতা থাকতে পারে ভেবে রামচন্দ্র ধনুর্বাণে পর্বতকে ধূলিসাৎ করতে চাইলে লক্ষ্মণ তা বারণ করে। সীতাহারা পাগল প্রায় রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ নানাভাবে প্রবোধ দিতে গেলেও শোকাকুল রামচন্দ্র তার কথা শুনতে চান না। সীতার জন্য সৃষ্টি ধ্বংসের উদ্যোগ নিলে লক্ষ্মণ তাঁকে নিরস্ত করে। একের অপরাধে অন্যে কেন ধ্বংস হবে? অনেক বোঝানোর পর দুই ভাই মিলে সীতার অনুসন্ধানে পথ চলতে শুরু করেন। পথে নদী-গিরিকে সীতার খোঁজ দেবার জন্য রামচন্দ্র কেঁদে কেঁদে অনুরোধ জানায়। চারদিক ঘুরতে ঘুরতে রক্তাক্ত জটায়ুকে দেখে রামচন্দ্রের মনে হয়েছে নিশাচর রাক্ষস পাখীর বেশ ধরে সীতাকে ভক্ষণ করেছে। তাই তাকে হত্যা করার মুহূর্তে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের বৃত্তান্ত জটায়ু রামচন্দ্রকে বলে। শূন্য কুটীর পেয়ে রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় চলে গেছে। জটায়ু রামচন্দ্রের আশায় বহুক্ষণ তার রথের গতিপথ আটকে যুদ্ধ করেছে কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি। দশরথ জটায়ু মিত্র নিজের পরিচয় দিলে রামচন্দ্র অনুতপ্ত হন এবং রাবণ কেন সীতাকে হরণ করলো সেকথা শুনতে চান। চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ, সূর্পণখার নাক-কান কাটার প্রতিশোধ নেবার জন্যই সমুদ্রতীরে লঙ্কায় মহাতেজস্বী লঙ্কেশ্বর রাবণ সীতাকে নিয়ে গেছে। তবে জটায়ু রামকে চোখের জল মুছে চিন্তা দূর করতে বলে। স্পষ্টভাবে আশার বাণী শুনায়—

"কোন চিন্তা না করিহ সম্বর ক্রন্দন।
জানকীরে উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ।।"

তারপর শ্রীরামচন্দ্রের চরণামৃত মুখে নিয়ে সব দোষকে নাস করে জটায়ু পরলোকগমন করে। রাম-লক্ষ্মণ তার বন্দনা করেন। দিব্যরথে জটায়ু স্বর্গারোহণ করে।

জটায়ু উদ্ধার'—অংশে পিতৃতুল্য জটায়ুর শবদেহের সৎকার এবং গোদাবরীর জলে রাম-লক্ষ্মণ তর্পণ করেন। রামচন্দ্রের দর্শনেই জাটায়ুর স্বর্গবাস হলো।

'কবন্ধ ও শবরীর স্বর্গে গমন'— রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে রাম-লক্ষ্মণ ফিরে আসেন শূন্য কুটীরে। রামচন্দ্র শূন্য ঘরে কেঁদে কেঁদে সারা—চোখে তার ঘুম নেই. ভোর হতেই দু-ভাই সীতার খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। কুশ বনে ভয়ংকর নানা অমঙ্গালের চিহ্ন দেখা দেয়। এক বিদ্ঘুটে বিশালদেহধারী কবন্ধ তাঁদের পথ আটকায় এবং দুজনকে ভক্ষণ করবে বলে জানায়। কবন্ধ তাঁদের পরিচয় জানতে এবং কেন এই বনে প্রবেশ করেছে তা জানতে চায়। এ সবের কোনো উত্তর না দিয়ে দু-ভাই কবন্ধের দুই হাত কেটে ফেলে। যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করতে করতে তাদের পরিচয় আবার জানতে চায়। লক্ষ্মণ নিজেদের বংশ পরিচয় ও বনে আসার কারণ বলার পর কবন্ধের পূর্বের স্মৃতি জেগে ওঠে। তার নাম ছিল কুবের। রূপের অহংকার তার ছিল। মুনির শাপে তার রূপ নষ্ট হয়। তবে বিষ্ণুর অবতার রামের বাণস্পর্শে আমার মুক্তি ঘটবে। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বজ্রাঘাত করলে তার হাত ছাড়া অন্য অঙ্গাগুলি উদরের মধ্যে ঢুকে গেছে। তার গতিশক্তি নেই। দুইহাতই একমাত্র সম্বল। তবে রামচন্দ্রকে দেখতে পেয়ে সে আজ ধন্য। রামচন্দ্র তার কাছে সীতার সংবাদ জানতে চাইলে তার দেহের সৎকার আগে করতে বলে। দুই ভাই মিলে সযত্নে কবন্ধের দেহ সৎকার করলে আগুনের ভিতর থেকে অদ্ভুত আকারের জীব আকাশে উঠতে উঠতে দেবমূর্তি ধারণ করে রামের উদ্দেশ্যে বলে তাঁরা যেন ঋষ্যমুকে সুগ্রীবের কাছে যায়। রামচন্দ্রকে দর্শনের ফলে কবন্ধের স্বর্গবাস হয়। কুশবনে রাত কাটিয়ে দু-ভাই ভোরবেলা পম্পা নদীতীরে যান। সেখানে পক্ষী-পক্ষিণী, মৃগ-মৃগী, রাজহংস-রাজহংসী মিলনান্দে বিভোর। এদের মিলন মধুর জীবন দেখে রামচন্দ্রের বিচ্ছেদ বেদনা তীব্র রূপ নেয়। তিনি মৃগ পাখীদের ডেকে ডেকে সীতা কোথায় জানতে চান। দুঃখ-দহন জর্জরিত মন ও দেহ নিয়ে পম্পাতে স্নান ও তর্পণাদি করে সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র যাত্রা করেন। মাতঙ্গ আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্র শবর-শবরীর আনন্দ আর ধরে না। এতদিন ধরে তারা মাতঙ্গ মুনির সেবা করেছে। মুনি বৈকুণ্ঠধামে চলে যাবার আগে শ্রীরামচন্দ্র এই আশ্রমে আসবেনই বলে গেছেন। শ্রীরামের দর্শনের পর শবরীর শাপমোচন হবে। সে নিজেই অগ্নিকুণ্ড রচনা করে সে তাতে প্রবেশ করে। শ্রীরামের প্রসাদে শবরীর স্বর্গধামে যাত্রা। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই কৃত্তিবাস অরণ্যখণ্ডের সমাপ্তিতে লিকেছেন—

"শ্রীরাম চরিত্র কথা অমৃতের ভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল অরণ্যকাণ্ড।।'

৪৫.৫ সার সংক্ষেপ

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ৭টি কান্ডে সমাপ্ত। কাণ্ডগুলি হলো—আদি কাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ড। অরণ্যকাণ্ডে 'চিত্রকূট পর্বতে' শ্রীরাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের স্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাত জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান'—দিয়ে শুরু এবং 'অত্রিমুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও উক্ত মুনিপত্নীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক বিরাধ বধ', শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন ও মুনি কর্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্বাণ দান এবং মুনির স্বর্গে গমন, ' 'দশবৎসর কাল শ্রীরামচন্দ্রের নানা বনে ভ্রমনান্তর, পঞ্চবটী বনে তাঁহার অবস্থিতি ও লক্ষ্মণ কর্তৃক সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক চতুর্দশ রাক্ষস বধ', 'খর-দূষণের যুদ্ধে আগমন,' শ্রীরামের সহ যুদ্ধে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসহ দূষণ ও খরের মৃত্যু,' 'রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান,' মারীচের মৃগরূপ ধারণ,' 'শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ'—এই কয়েকটি ঘটনা চিত্রের সন্নিবেশ দেখা যায়। এই খণ্ডের সার সংক্ষেপ হল—চিত্রকূট পর্বতে রাম-সীতা লক্ষ্মণের অবস্থান। মুনিদের কাছে রাক্ষসদের উৎপাত সম্পর্কে নানাকথা শ্রবণ। রাম-সীতা লক্ষ্মণেব প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে এবং সাবধানে থাকবার পরামর্শ দিয়ে মুনিদের বনত্যাগ। রামচন্দ্র গভীর ভাবনায় ভাবিত। এরপর অত্রিমুনির আশ্রমে শ্রীরামের

গমন। সেখানে মুনিপত্নী সমাদরে সীতাকে গ্রহণ করেন। সীতার কাছ থেকে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত শুনে সীতাকে সস্নেহে কোলে তুলে নেন। অভিশপ্ত বিরাধের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের প্রচণ্ড যুদ্ধ। বিরাধের রামের হাতে মৃত্যুতে অভিশাপ মোচন ও তার স্বর্গারোহণ। শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন। তাঁকে দেখে মুনি খুবই তুষ্ট। রামচন্দ্রের হাতে ইন্দ্রের ধনুর্বাণ দিয়ে মুনির স্বর্গারোহণ। দীর্ঘ দশবছর বিভিন্ন অরণ্যে ঘুরে ঘুরে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের পঞ্চবটী বনে আগমন। বনে ভ্রমণকালে অগস্ত্য মুনির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ। ইল্বল-বাতাপি এই দুই মায়াবী রাক্ষসের জীবনবৃত্তান্ত ও মৃত্যুকাহিনী রামচন্দ্র শোনেন। অগস্ত্যমুনি তাঁকে গোদাবরী নদীতীরে সুশোভিত পঞ্চবটী বনে বাস করতে বলেন। অগস্ত্যমুনির আশ্রম ত্যাগ করে চলে যাবার পথে জটায়ুর সঙ্গে তাঁদের দেখা। এই জটায়ু তাঁদের পঞ্চবটী বনে নিয়ে যায়। এই বনের সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ। লতা-পাতা দিয়ে কুটীর নির্মাণ। পঞ্চবটীবনে তিনজনে সুখে দিনযাপন করছিলেন। হঠাৎ রাবণের ভগ্নী সূর্পণখার আবির্ভাব। প্রথমে রামকে পতিরূপে পাবার জন্য তার অনুনয় বিনয়। পরে লক্ষ্মণকে পতিরূপে পাবার জন্য শত চেষ্টা। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে রাক্ষসী সীতাকে গিলে খেতে যায়। তখন লক্ষ্মণ তীর নিক্ষেপ করে তার নাক কান কেটে দেয়। ক্রোধে দিকহারা হয়ে সূর্পণখা খর ও দূষণের কাছে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে বলে। সুর্পণখার অবস্থা দেখে তার কান্নাকাটি শুনে দুই রাক্ষস সেনাপতি রাম-লক্ষ্মণকে হত্যার জন্য ছুটে যায়। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। চোদ্দশ রাক্ষস সৈন্য ও খর-দূষণ প্রচণ্ড যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়। হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে সূর্পণখার রাবণের কাছে গমন। প্রেম প্রত্যাখ্যান ও নাক-কান কেটে দেওয়ার প্রতিশোধ নেবার জন্য সূর্পণখা সীতার রূপ-মাধুর্য তুলে ধরে রাবণকে কামনা বাণে বিদ্ধ করে সীতাদেবীকে হরণের পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয় রামচন্দ্রের হাতে চোদ্দহাজার রাক্ষস ও খর-দূষণের মৃত্যুরও প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। রাবণ-সূর্পণখার প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ে সীতাহরণের ব্যাপারে মারীচের কাছে যায়। মারীচ তাকে এই কু-পথে যেতে শত বারণ করে, অনেক সুমন্ত্রণা দেয়। কিন্তু রাবণ সব যুক্তি নস্যাৎ করে সীতাহরণের ব্যাপারে অটল থাকে এবং এই কাজে মারীচ সম্মত না হলে তাকে হত্যার হুমকিও দেয়। মারীচ বাধ্য হয়ে মৃগরূপ ধারণ করে। সোনার হরিণ দেখে সীতা প্রলুব্ধ হয় এবং রামচন্দ্রকে এই মৃগ ধরে আনতে বলে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রামচন্দ্র তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যাবার সময় সীতা ও লক্ষ্মণকে সাবধান করে। মায়াবী মারীচের রামের মতো কণ্ঠস্বরের আর্তনাদ শুনে সীতা-লক্ষ্মণকে রামের অনুসন্ধানে পাঠায়। লক্ষ্মণের সীতাকে একাকী রেখে যাবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। কিন্তু সীতার নানা কটূক্তি শুনে গণ্ডী এঁকে তার বাইরে যেতে সীতাকে বারণ করে। লক্ষ্মণ চলে যাবার পর, তপস্বীর ছদ্মবেশে রাবণের আগমন ও অভিনয়। তার অভিনয়ে ভুলে এবং গার্হস্থ্য ধর্মরক্ষা করার জন্য গণ্ডী পেরিয়ে ভিক্ষা দান। মূহুর্তে সীতাকে অপহরণ করে রাবণের আকাশপথে গমন। সীতার বক্ষভেদী আর্তনাদ ও নদ-নদী পাহাড়-পর্বত গাছপালা পশু-পাখী সকলের উদ্দেশ্যে তার আকুল আবেদন—তারা যেন এই দুঃসংবাদ রামচন্দ্রকে দেয়। পথে জটায়ুর সঙ্গে তুমল যুদ্ধ। রক্তাক্ত জটায়ু পাখীর অবরোধ চূর্ণ। রক্তাক্ত জটায়ুর কাছ থেকেই রামচন্দ্র সীতাহরণের ঘটনা জানতে পারে। সীতাহীন শূন্য কুটীরে এসে রামচন্দ্রের বিলাপ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস-বনানী-বেদনা-বিধুর। পাতি-পাতি করে পর্বতের গুহাদি, গোদাবরীর তীরভূমি, বনভূমি খুঁজে খুঁজে রামচন্দ্র দিশেহারা। হঠাৎ কবন্ধের সঙ্গে দেখা। তার অভিশপ্ত জীবনের অবসান ঘটান রামচন্দ্র। আগুনে তার দেহদাহের পর আগুনের শিখা থেকে আকাশে এই অভিশপ্ত মুক্ত রাক্ষস চলে যাবার সময় রামচন্দ্রকে ঋষ্যমূকে সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে বলে। তার সাহায্যেই সীতা উদ্ধার হবে। এই ইঙ্গিত দিয়ে যায়। এরপর রাম-লক্ষ্মণ কুশের বনে প্রবেশ করে। পম্পা নদীতে স্নান করে দুই ভাই মাতঙ্গ আশ্রমে যান। সেখানে রামদর্শনে শবরীর শাপমুক্তি ঘটে। আর দুই ভাই সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শবরীর মুক্তি ও শ্রীরামচরিত্রের গুণ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে অরণ্যকাণ্ডের সমাপ্তি।

৪৫.৬ (ক) প্রকৃতি চিত্র, (খ) যুদ্ধ বর্ণনা, (গ) চরিত্র চিত্রণ

(ক) প্রকৃতি চিত্র ঃ কোমল পেলব শস্য-শ্যামল বাংলার প্রকৃতি চিত্র বাংলা সাহিত্যে যুগে নানারূপ যুগে বৈচিত্র্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীনযুগে চর্যাপদে, আদি মধ্যযুগে কৃষ্ম কীর্তনে এবং অন্ত্য মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্য শাখায়, বৈষ্মব পদাবলীতে ও মঙ্গলকাব্য ধারায় আমরা প্রত্যক্ষ করি। আপনারা কৃত্তিবাসের 'অরণ্যখণ্ডে' এই প্রকৃতি চিত্রের মনোরম রূপ দেখতে পাবেন। আদি কবি মহামুনি বাল্মীকির রামায়ণে প্রকৃতি বর্ণনায় বিস্তৃতি দেখা যায়। অনুবাদক কৃত্তিবাস মূল মহাকাব্যের মতো প্রকৃতির ব্যাপক বৈচিত্র্য বৈভব রূপ তুলে না ধরলেও এই খণ্ডের কয়েকটি অংশে প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শকে সার্থকভাবেই প্রকাশ করেছেন। এই অংশের কয়েকটি স্থানের প্রকৃতি চিত্রণের রূপরেখা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হল। এর মধ্য দিয়েই প্রকৃতি প্রেমিক কৃত্তিবাসকে আপনারা চিনতে ও জানতে পারবেন।

দণ্ডকারণ্যের বর্ণনা ঃ অত্রিমুনির কণ্ঠে শোনা যায়—

"অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্যস্থান.
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান।।"

এই অতিরম্য স্থান' অংশটির মধ্য দিয়েই কৃত্তিবাস আমাদের হৃদয় গভীরে দণ্ডকারণ্য বনভূমির সৌন্দর্যের প্রতি ঔৎসুক্য বোধ জাগ্রত করেছেন।

অত্রিমুনির চরণধূলি নিয়ে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ দণ্ডক কাননে প্রবেশ করেন। আগে রাম, মধ্যে সীতা ও পশ্চাতে লক্ষ্মণ। অরণ্য ভূমি ফল ও ফুলে পরিপূর্ণ। এ সবের গন্ধে বনভূমি আমোদিত। অবাধ উন্মুক্ত বনে ময়ূর-ময়ূরী প্রাণের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কেকাধ্বনিতে চারদিক মুখর। ফুলের মধু আহরণের জন্য ভ্রমরের দল গুঞ্জনে বনভূমি ভরিয়ে দিয়েছে। রঙ-বেরঙের নানাপাখী গাছের ডালে ডালে বসে, এদিক-ওদিক উড়ে বনভূমিকে মধুর কলরবে মুখর করে তুলেছে। বনের সরোবরে অগণিত পদ্মফুল যেন হাসিরাশির খেলা বসিয়েছে। এই বনের জল স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো, ফলগুলি রমণীয় শুধু নয়—উভয়ই সুস্বাদু।

বাল্মীকির রামায়ণে দণ্ডকারণ্যের তাপসগণের আশ্রমের পরিবেশ-পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে মহাকবি প্রকৃতির স্পর্শ এনেছেন। এছাড়া বনমধ্যে প্রবেশের পর বনানীর দৃশ্য সজ্জায় হরিণ, বাঘ, ভালুকের অবাধ বিচরণ ছিন্ন তরুগুল্ম, ঝিল্লিরব এনে শঙ্কার ভাব জাগিয়েছেন। এই সব বর্ণনা অবশ্য কৃত্তিবাসের রামায়ণে নেই।

পঞ্চবটী বন ঃ 'পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী।' রামচন্দ্রের এই সুখের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে পঞ্চবটী বনের প্রকৃতি চিত্র। এই অংশে গোদাবরী নদী ও তার তীর বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। প্রকৃতির কোলে নদীতীরে কুটীর নির্মাণ করে সেখানে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ থাকবার জন্য মনস্থ করেন।

গোদাবরী নদীর দুই তীর 'শ্বেত-পীত-লোহিত' ইত্যাদি নানারঙের পাথরে ভরা। সূর্যের আলোয় এইসব পাথর থেকে নানারঙ ঠিকরে বের হয়। কুটীরের খুব কাছে বিস্তৃত ঘাট। ঘাটটি নানা ফুলে সুসজ্জিত। ফুলের মধু পানের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ছুটে আসে। তাদের গুঞ্জন ধ্বনিতে পরিবেশ মুখর। কুটীরের দ্বার প্রান্তেও নানাফুলের ডালি। সবুজ লতাপাতা ঘেরা কুটীরটি মনোহর।

আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণে পঞ্চবটী বনের বিস্তৃত রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে. হেমন্তকালের পূর্ণিমার জ্যোৎস্না

স্নাত বন হিমে ম্লান হয়েছে। এরূপ প্রকৃতির বিপরীত-চিত্র সীতার মধ্যে মহাকবি দেখেছেন। বাষ্পাচ্ছন্ন অরণ্য, সোনার ধান কিছুই কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। শীতকালীন প্রকৃতি দৃশ্য অনুপম। এমনটি কৃত্তিবাসের লেখায় নেই।

পম্পা নদী ঃ কুশবনে রাম-লক্ষ্মণ প্রবেশ করে ভোর হতেই দু-ভাই পম্পা নদীতীরে উপস্থিত। সেখানে—

'কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিণী সহিত।
দেখিলেন মৃগ-মৃগী বিচ্ছেদ বঞ্চিত।।
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে।
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে।।'

এই অংশে কৃত্তিবাস পম্পানদীতে অনাবিল প্রকৃতির বুকে অনাবিল মিলন আনন্দের চিত্রের পাশাপাশি সীতা-হারা রামচন্দ্রের বিরহ বেদনাকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বৈসাদৃশ্য চিত্রকল্প এখানে যে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করেছে তা কাব্যগুণে ভরা।

বাল্মীকির বর্ণনায় পম্পা সরোবর স্বচ্ছ স্ফটিকের রূপ পেয়েছে। নদীটিতে শত শত পদ্মফুল বিকশিত, দুই তীরে কোমল বালুকারাশি, মাছ ও কচ্ছপ মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নদীর বুকে নানারঙের জলজ ফুল। নদীর দুই তীর তিলক, অশোক, বকুল প্রভৃতি গাছে ভরা। সখীর মতো লতা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। মালতী, কুন্দ, অশোক, কেতকী ইত্যাদি নানা ফুলের গাছ। আমগাছগুলি মুকুলে ভরে গেছে। প্রকৃতি জগত মধুর মিলনের কেন্দ্রস্থল।

(খ) যুদ্ধ বর্ণনা ঃ কৃত্তিবাসের 'অরণ্যখণ্ডে' বহু যুদ্ধের বর্ণনা আছে। তার মধ্যে 'বিরাধ বধ', 'খর-দূষণের যুদ্ধ' রাবণের সঙ্গে জটায়ুর যুদ্ধ'—বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আপনারা লক্ষ্য করবেন প্রতিটি যুদ্ধে কৃত্তিবাস ভিন্ন স্বাদে বীর রসকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাণ্ডটিতে যুদ্ধের ঘনঘটা থাকলেও বৈচিত্র্যের জন্য একঘেয়েমি হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও পটভূমিকায় যুদ্ধগুলি আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়েছে।

বিরাধ বধ ঃ দণ্ডকারণ্যের অত্রিমুনির আশ্রমে আহারাদি শেষে মুনির আশীর্বাদ নিয়ে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ মনের আনন্দে দণ্ডাকারণ্যে ভ্রমণকালে বিকট আকৃতির দুর্জয় রাক্ষস বিরাধের উপস্থিতি। কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন—

"রাঙ্গা দুই আঁখি তার কঠিন হৃদয়।
বনজন্তু ধ'রে মারে কারে নাহি ভয়।।
দুর্জয় শরীর ধরে পর্ব্বত সমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখ খান।।"

এখানেই শেষ নয়, মাথায় লম্বা জটা, অস্থিসার দেহে দুর্গন্ধ, কণ্ঠে মেঘের গর্জন ইত্যাদি। এই বর্ণনায় প্রতিপক্ষ বিরাধের ভয়ংকরতাকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। এই রাক্ষস হুঙ্কার ছাড়ে—

"..........আমি যে হই সে হই।
সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই।।"

বহু মুনিকে বধের কথা বলে সে বীভৎস রস সৃষ্টি করেছে। সীতাকে বগলদাবা করে নেয়। দুই ভাইকে আক্রমণের জন্য ছুটে আসে। শ্রীরামচন্দ্র বিরাধের মূর্তি ও হুঙ্কার শুনে ভয় পান। লক্ষ্মণ তাঁকে সাহস জোগায়। রামচন্দ্র প্রথম সাত বাণ নিক্ষেপ করে। কিন্তু তাতে রাক্ষসের কিছুই হয় না। বিরাধ বিশাল জাঠা গাছ লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে

ছুঁড়ে দেয়, তা দেখে রাম একটি তীর নিক্ষেপ করে। তাতে জাঠা গাছ খান খান হয়। নিশাচরের হাতে আর কোনো অস্ত্র নেই। সে আকাশে উঠে যায়। রামচন্দ্র 'ঐষিক বাণ' নিক্ষেপ করেন। সেই বাণে রাক্ষস ভূমিতে পতিত হয়। তার দেহ খণ্ডবিখণ্ডিত। গোটা দেহ রক্তাপ্লুত। এখানেই যুদ্ধ শেষ। পরবর্তী কাহিনী শাপমুক্তির কাহিনী।

শিহরণ জাগানো যুদ্ধ বর্ণনা সর্বাংশে সার্থক হয়েছে। রাক্ষসের ভীষণ রূপ বর্ণনায় শব্দ চয়নের যথার্থতা লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধের প্রাক্কালে রামচন্দ্রের ভীত হওয়ার কার্য-কারণও রয়েছে সীতাদেবীর কবলে পড়ার মধ্যে। লক্ষ্মণের সাহসিকতা, দাদাকে উদ্বুদ্ধ করার বর্ণনায় লক্ষ্মণের চারিত্রিক মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে।

খর-দূষণের যুদ্ধ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণে খর-দূষণের যুদ্ধ বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে আছে। সূর্পণখার কাছে রামকর্তৃক চোদ্দজন রাক্ষসের মৃত্যুর কথা শুনে খরের গর্জন—

"...........দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ।।"

এরপর খর ও দূষণ চোদ্দ হাজার নিশাচর রাক্ষস সহ রাম-লক্ষ্মণকে শায়েস্তা করে সূর্পণখার মনের জ্বালা জুড়াতে যাত্রা করে। আটঘোড়ার রথে চড়ে খরের যুদ্ধ যাত্রা। দূষণের গর্জন—'রামেরে মারিব আগে পশ্চাৎ লক্ষ্মণ' রাক্ষস সৈন্যের কোলাহল শুনে রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সীতাদেবীকে সরিয়ে নেবার কথা লক্ষ্মণকে বলেন। লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ সে আদেশ পালন করে। এবার যুদ্ধ শুরু। একদিকে রামচন্দ্র একাকী অন্যদিকে চোদ্দহাজার রাক্ষস। অন্তরীক্ষ থেকে দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব সকলেই এই যুদ্ধ দেখতে আসে। দূষণের হুংকার, অন্যদিকে রামচন্দ্রের মৃদু হাসি। হাজার হাজার রাক্ষস রামচন্দ্রকে ঘিরে ফেলেছে। কবির দৃষ্টিতে এ দৃশ্য বর্ণিত—

''বেষ্টিত রাক্ষসগণ মধ্যে রাম একা।
শৃগালবেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা।"

খর ও তার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু। খর ও রামচন্দ্র উভয়েই একের পর এক বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। দু'জনেই বাণে বিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত। 'সহস্রবাণে'র আঘাতে ছয় হাজার রাক্ষস মারা যায়। একমাত্র জীবিত খর। দূষণ এই দৃশ্য দেখে শ্রীরামের প্রতি মহাশূল নিক্ষেপ করে। রামচন্দ্রের বাণে শূলসহ দূষণের দুহাত ছিন্ন হয়। রক্তাক্ত দূষণ মাটিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে এবং "জ্বালায় দূষণ ত্যজিল পরাণ।"

দূষণের মৃত্যুর পর খর ভেঙে পড়ে। তার দুচোখ জলে ভরা। প্রতিশোধের জন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হয়। খর ও রামচন্দ্রের যুদ্ধ কৃত্তিবাসের ভাষায়—

"রাম আর খর বীর অগ্নির আকার।
দশদিক জলস্থল বাণে অন্ধকার।।"

উভয়ে উভয়ের প্রাণ হরণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শরভঙ্গের কাছ থেকে, ধনুর্বাণ রামচন্দ্র পেয়েছিলেন। বাণ নিক্ষেপ করে খরের ধনুককে রামচন্দ্র টুকরো টুকরো করে ফেলেন। অন্য আর একটি ধনুক নিয়ে খর একের পর এক বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। নানা অস্ত্রে দশ দিক ঝলসিত। অগস্ত্যমুনি প্রদত্ত ধনুকের সাহায্যে রাম পুনরায় খরের ধনুর্বাণ কাটেন। তার রণধ্বজ পতাকা ছিন্ন-ভিন্ন করেন। একে একে খরের রথের সারথি ও রথের আটটি ঘোড়া মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। খর মন্ত্রপূতঃ গদা নিয়ে ধেয়ে যায়। গদার আগুন নেভানোর জন্য রামচন্দ্রের

বাণ নিক্ষেপ। তবু

"অগ্নি জ্বলে গদাতে না হয় শান্ত বাণে।
ত্রিভুবন একাকার ছাইল আগুনে।।"

শেষে অগ্নিবাণের দ্বারা এই আগুন নেভে। এরপর বাণে বাণে খরের শরীর হয় জর্জরিত। তার হাতে আর কোনো অস্ত্র না থাকাতে শেষে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে খর রামচন্দ্রকে কামড়াতে যায়। রামচন্দ্র 'ঐষিক বাণে'র দ্বারা খরকে দ্বিখণ্ডিত করে। খরের মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনায় দেখা যায়—

"বজ্রাঘাতে যেমন পর্বত দুই চির।
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খরবীর।।

বজ্রাঘাতে পর্বত যেমন দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভেঙে পড়ে ঐষিকবাণের আঘাতেও পর্বতসম বিপুল খরের দেহ খণ্ডিত হয়ে ভূতলে লুটায়।

খরের সঙ্গে রামচন্দ্রের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও রোমাঞ্চকর করে কৃত্তিবাস রামের বীর্য মহিমাকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা, উৎকণ্ঠা, গতি অক্ষুণ্ণ রেখে রামচন্দ্রের চারিত্রিক দৃঢ়তাকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছেন।

জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ ঃ আকাশপথে সীতাকে হরণ করে রাবণ যখন রথেই লঙ্কাপুরীর দিকে ধাবিত তখন সীতার বক্ষভেদী আর্তিতে আকাশ বাতাস বেদনায় ম্লান। রাবণের রথ যখন দ্রুতগতিতে ধাবিত ঠিক সেই সময় 'গরুড় নন্দন' জটায়ু সীতার বুক ভাঙা কান্না শুনে আকাশে উড়ে চারদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে। তারপর রাবণের রথকে চিনতে পেরে জটায়ু—

"দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণের গালি দিয়া মারে পাখসাট।।"

তার পাখার ঝাপটানিতে রাবণ দিশেহারা। জটায়ু পাখী সীতা হরণের অপরাধের জন্য রাবণকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালি দেয় এবং তীব্র ঘৃণায় বলে—

"কি কব হয়েছি বৃদ্ধ ঠোঁট হৈল ভোঁতা।
নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা।।"

একদিকে পাখার আঘাত অন্যদিকে গালা-গালি দিয়ে রাবণকে জর্জরিত করে। তুমুল যুদ্ধ চলে। জটায়ু ছোঁ মেরে রাবণের পিঠের মাংস খুবলে নেয়। নখের আঁচড়ে ও ঠোঁটের কামড়ে রাবণের রথ ভেঙে যায়। তীক্ষ্ণ ঠোঁট দ্বারা সে সারথির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও রণধ্বজা টুকরো টুকরো হয়। ক্রোধে উন্মত্ত রাবণ নিরুপায় হয়ে সীতাকে ভূমিতে রেখে আকাশে উঠে। জটায়ু শ্রান্ত-ক্লান্ত গভীর চিন্তায় মগ্ন। সেই দেখে রাবণ ভগ্ন রথকে আবার নূতন করে সাজায় এবং সীতাকে পুনরায় রথে তুলে নেয়। তা দেখে জটায়ু দ্বিতীয়বার রাবণের সঙ্গে 'মহাযুদ্ধে' লিপ্ত হয়। সে যুদ্ধ ভয়ংকর। পরের জন্য জটায়ু কেন প্রাণ দিচ্ছে—একথা বলে তার প্রাণনাশের চেষ্টা করলে ঘোর যুদ্ধ বেধে যায়। জটায়ু ঠোঁট দিয়ে রাবণের রাজমুকুট খান খান করে, তার মাথার চুল উপড়ে নেয়। এতে—

'নিক্কেশ হইল রাবণের দশমুণ্ড'।

রাবণ জটায়ুর উদ্দেশ্যে বত্রিশ হাজার বাণ নিক্ষেপ করে তার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তবু সে প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে যায়। রামচন্দ্রের জন্য সাহসে ভর করে জটায়ুর লড়াই স্মরণীয়। রাবণ 'অর্দ্ধচন্দ্রবাণে' তার দু'পাখা

কেটে ফেলে। জটায়ু মাটিতে পড়ে ছট্ ফট্ করতে থাকে। তার ব্যথায় সীতা ব্যথিত আর রামচন্দ্রের ভয়ে যুদ্ধ ক্লান্ত রাবণ তড়িঘড়ি রথ নিয়ে লঙ্কার দিকে যাত্রা করে।

পাখীর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধকে কৃত্তিবাস ভিন্ন রসে বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রচনা করেছেন। অন্যান্য যুদ্ধে-শূল, গদা ও নানা বাণের ব্যবহার দেখেছি কিন্তু প্রতিপক্ষ ভিন্ন জাতীয় বলে কবি জটায়ুর তীক্ষ্ম ঠোঁট, বিশাল পাখা, নখ ইত্যাদিকে যুদ্ধাস্ত্র রূপে ব্যবহার করে এই যুদ্ধে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছেন। একের পর এক যুদ্ধ বর্ণনায় ঘটনা ধারা যাতে শিথিল না হয়, পাঠক-পাঠিকা ক্লান্ত না হয়, একঘেয়েমি দেখা না দেয়, এইজন্যই যুদ্ধটি এতো আকর্ষণীয়। জটায়ুর বলিষ্ঠ দৃপ্ত ভূমিকাও দৃষ্টান্তস্বরূপ।

(গ) চরিত্র চিত্রণ ঃ কবি কৃত্তিবাস সহজ সরল বাংলা পয়ার ত্রিপদী ছন্দে মহামুনি বাল্মীকির মূল রামায়ণের কাহিনীকে অতি-সংক্ষেপে লিখেছেন। বাঙালি জনগণের উপযোগী করে, পাঁচালীর ঢঙে এই গ্রন্থ রচিত। যার ফলে তাঁর হাতে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বাঙালির আপনজন হয়ে উঠেছে। মূল রামায়ণের চরিত্র বাঙলার কোমল-পেলব মাটির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। অরণ্যখণ্ডে'র বিভিন্ন মূল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো। আপনারা 'মূলপাঠ' পড়ে এবং এই অংশটি চর্চা করে যে-কোনো চরিত্র সম্পর্কেই অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং নিজের ভাষায় তাদের জীবনচিত্র তুলে ধরতে পারবেন। নিম্নে বিশেষ বিশেষ চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

শ্রীরামচন্দ্র ঃ মূল রামায়ণে বাল্মীকিমুনি রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র রামচন্দ্রকে বীররসে মণ্ডিত করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের হাতে চরিত্রটি ভক্তের ভগবানে পরিণত হয়েছে। অরণ্যখণ্ডে রামের ভক্তের ভগবানরূপের পাশাপাশি বীরত্বের মহিমাতেও উজ্জ্বল হয়েছে। পিতৃভক্ত রামচন্দ্র এই খণ্ডে ভ্রাতৃভক্তরূপে যেমন সুচিহ্নিত, তেমনি পত্নীর প্রতি প্রেমে-আদর্শ পতিরূপে চিত্রিত। ভক্তি নম্র রামচন্দ্র প্রয়োজনে যে রুদ্রমূর্তিও ধারণ করতে পারেন তার পরিচয় আছে। 'সীতাহারা' রামচন্দ্রের আকুল বিলাপ পাঠকের চোখে জল আনে।

অরণ্যখণ্ডের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র নানা ঘটনার সঙ্গে জড়িত। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় ও বিরহ যন্ত্রণায় চরিত্রটি বাস্তবধর্মী হয়েছে। চিত্রকূট পর্বতে অবস্থানকালে ভীতত্রস্ত মুনিদের কানাকানিতে বুদ্ধিদীপ্ত রামচন্দ্র তাঁদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেই দৃঢ় চিত্তে বলেন—

> "যদি কোন বিপদ হয়েছে উপস্থিত।
> আমারে জানাও আমি করিব বিহিত।।"

এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে রামচন্দ্রের মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যের বিপদে প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ার মহান আদর্শ লক্ষণীয়। মুনিগণের চিত্রকূট ছেড়ে চলে যাওয়া, নির্জন বনভূমিতে রূপবতী সীতাকে নিয়ে কীভাবে দিন কাটাবেন—সে গভীর চিন্তায় রামচন্দ্র মগ্ন হন। এই চিন্তার মধ্য দিয়ে রামচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে অনুধ্যানী রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

অযোধ্যা থেকে চিত্রকূট বেশী দূর নয়। যে-কোনো সময় ভ্রাতৃভক্ত ভরত এসে রামচন্দ্রের পিতৃসত্য রক্ষার আদর্শভূমিকা টলাতে পারে একথা ভেবে তিনি চিত্রকূট ত্যাগ করে সুদূর দক্ষিণে যাত্রা করেন। এই সিদ্ধান্ত নেবার মধ্যে আমরা রামচন্দ্রের আদর্শের প্রতি অটল নিষ্ঠা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাই। অত্রিমুনির আশ্রমে তাঁর ভক্তি বিনম্র রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। এরপর দণ্ডকারণ্যে প্রকৃতি প্রেমিক রামচন্দ্রকে আমরা পাই। বিরাধ, খর-দূষণের সঙ্গে যুদ্ধে রামচন্দ্রের বীরত্বের পাশাপাশি, সীতার বিপদ আশঙ্কিত ভাবনা রামচন্দ্রের চরিত্রটিকে বীর্যবত্তা ও প্রেম

আলিম্পনে শৌর্য ও মাধুর্যে ভরিয়ে তুলেছে। বিশেষ বিশেষ মূহূর্তে লক্ষ্মণকে উপদেশ দেবার মধ্যে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্রের আগমন মূহুর্তে লক্ষ্মণকে দূরে থাকতে এবং পঞ্চবটী বনে স্বর্ণমৃগ ধরে আনার সময় লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর নির্দেশ—

'যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ সীতারে।।"

এছাড়া সীতার আশাপূর্ণ করার জন্য ধনুর্বাণ হাতে বনে গমন ইত্যাদির মধ্যেও পত্নীর প্রতি অনন্ত ভালোবাসার রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

সূর্পণখার রামচন্দ্রের প্রতি প্রেম নিবেদন কালে রামচন্দ্রের চরিত্রে রস রসিকতা ফুটে উঠেছে। রামের জীবন সঙ্গিনী হবার জন্য যখন সূর্পণখা নাছোড়বান্দা তখন পরিহাস ছলে রামচন্দ্র বলেন—

"আমার হইলে জায়া পাবে যে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও সে বড় গুণী।।"

তিনি আরো বলেন—

"লক্ষ্মণ কনকবর্ণ পরমসুন্দর।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাই তুমি কর বর।।"

এইরূপ টুকরো টুকরো কথার ফাঁকে রামচন্দ্রের পরিহাসপ্রিয় মধুর চারিত্রিক ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়েছে।

'শ্রীরামচন্দ্রের বিপাল ও সীতার অন্বেষণ' পর্বে আশঙ্কাকুল রামচন্দ্রের রূপের পাশাপাশি লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর আকুল প্রশ্ন—

"শুনরে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতুলি।
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি।।"

কর্মযোগী রামচন্দ্র হয়েছেন অদৃষ্টবাদী। পত্নী প্রেমের অনন্তরূপ রামচন্দ্রের আদর্শ পতিসত্তাকে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়েছে। তন্ন তন্ন করে সব জায়গায় খুঁজেও সীতাকে না পেয়ে 'সীতা-সীতা' করে পাগল পারা হন। তাঁর বুক ভাঙা কান্নায় বনের পশু-পাখীও কাঁদতে থাকে। মুনিগণ ছুটে আসেন। কিন্তু তাঁর মুখে শুধু 'সীতা'। ভাইকে বলেন—

"কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।"

বিচ্ছেদ যন্ত্রণা কাতর রামচন্দ্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় গভীর পত্মী প্রেম। স্ত্রীর প্রতি রামচন্দ্রের অনন্ত প্রেম কবি প্রস্ফুটিত করতে লিখেছেন—

"সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণি হারা ফণী।।"

অরণ্যখণ্ডের এই অংশটিতে প্রেম ভীরু কোমল মধুর রূপটি কৃত্তিবাস করুণ রসের ধারায় স্নাত করে বীর

রামচন্দ্রকে সার্থক প্রেমিকরূপে সৃষ্টি করেছেন। তবে তিনি শুধু চোখের জলের বুক ভাসিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি। সীতা উদ্ধারের জন্য মন প্রাণ দৃঢ় করে এগিয়ে গেছেন। শবরীকে শাপমুক্ত করে ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে সুগ্রীবের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

সার্বিক বিচারে চরিত্রটি কোমলে কঠোরে আকর্ষক হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের শৌর্য ও মাধুর্য একাকার হয়ে গেছে। বীরত্ব, প্রেম, পরিহাসরসিকতা, দৃঢ়তা ইত্যাদি সর্বগুণে গুণান্বিত চরিত্রটি নিঃসন্দেহে 'অমৃতের ভাণ্ড'।

সীতা ঃ কৃত্তিবাসের হাতে সীতা চরিত্রটি সর্বংসহা বাঙালি কুলবধূর রূপ লাভ করেছে। স্বামীর বনবাসী জীবনের সঙ্গিনী হয়ে সুখে-দুঃখে স্বামীর সম ভাগী হয়েছেন। বাঙলার কোমল-পেলব মাটির গন্ধ চরিত্রটিকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়েছে। পতিভক্তির আদর্শ সীতার জীবনের পরতে পরতে লক্ষ্য করা যায়। রূপে-গুণে তিনি অতুলনীয়া।

'অরণ্যকাণ্ডে' সীতা ছায়ার মতো রামের সঙ্গে বনে বনে ঘুরেছে। অত্রিমুনি আশ্রমে মুনিপত্নীর স্নেহ ভালোবাসায় উদ্বেল সীতার জন্মবৃত্তান্ত পরিবেশন স্নিগ্ধ মধুর। দশবছর নানা বনে ঘুরে পঞ্চবটী বনে এসে সীতা স্বামীকে অনুনয়ের সুরে বলেন—

"সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন্ প্রয়োজন।।"

স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা করেই সীতা কথাটি বলেছেন। স্বামী ভক্তির পবিত্রতা এতে প্রকাশ পেয়েছে। খর-দূষণের যুদ্ধে রামচন্দ্রের রক্তাক্ত দেহ দেখে—

"জানকীর নেত্রনীর ঝর ঝর ঝরে।।"

স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

স্বর্ণমৃগ দেখে মধুর বচনে সীতা রামকে অনুরোধ করেন—

"এই মৃগ চর্ম যদি দাও ভালবাসি।
কুটীরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি।"

পত্নীর আশা পূরণে রামচন্দ্রের হরিণ শিকারে যাত্রা এবং মারীচের নকল আর্ত কণ্ঠস্বরে ভীত চকিত সীতার লক্ষ্মণের প্রতি করুণ আবেদনের মধ্যে শুচীশুভ্র প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু শূন্য ঘরে সীতাকে একাকী ফেলে সে যেতে অস্বীকার করলে সীতা জ্ঞান শূন্যা হয়ে লক্ষ্মণকে বলেন—

"বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার আছে মন।।
ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ নারী।
ভরতের মনে সড় আছয়ে তোমারি।"

এই বক্তব্যের মধ্যে সীতার হীনমন্নতার পরিচয় থাকলেও গভীর ভাবে যদি ঘটনার পরিবেশ ও পটভূমিকা বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে স্বামীকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চিন্তাই সীতাকে পেয়ে বসেছিল। ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণকে চরম আঘাত না দিলে সে ভ্রাতৃ আদেশে অটল থাকবে এতে রামচন্দ্রের চরম বিপদ ঘটতে পারে—এই আশঙ্কাতেই সীতা কথাগুলি বলেছেন। এসব তাঁর মুখের কথা মনের কথা নয়।

অতিথি পরায়ণ সীতা আতিথ্য নিষ্ঠার জন্যই লক্ষ্মণের আদেশ অমান্য করে গণ্ডীর বাইরে এসে রাবণের হাতে বন্দিনী হন। অনেকে একে হঠকারী বলে চিহ্নিত করতে পারেন কিন্তু আমার মনে হয় বাঙালির চিরন্তন আতিথেয়তার আদর্শেই সীতা এমনটি করেছেন। রাবণ সীতাকে আকাশ পথে নিয়ে যাবার দৃশ্যে হীনমন্ন রাবণের প্রতি সীতার তীব্র ঘৃণা ও স্বামীর প্রতি অনন্ত প্রেমাশ্রু ঝরে পড়েছে। গাছ-পালা, পশু-পাখী, নদ-নদী পাহাড়-পর্বত সকলের উদ্দেশ্যে তাঁর কাতর আবেদনে আমার স্বামীর বিচ্ছেদ বেদনাতুরা সতি-সাধ্বী-মহিয়সী নারীর রূপটিই প্রত্যক্ষ করি। পথ রেখা ধরে রামচন্দ্র যাতে অনুসন্ধানী হতে পারেন তার জন্য সীতা তাঁর গায়ের গহনাদি পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে দেন। এর মধ্য দিয়ে চরিত্রটির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণের শত প্রলোভন সীতা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর কণ্ঠে এক বাণী—

"রাম ধ্যান রাম প্রাণ শ্রীরাম দেবতা।
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা।"

এই অংশেই সীতার পতিব্রত্যের নৈষ্ঠিক রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। অশোককাননে বন্দিনী সীতা নীরব নিথর।

"সশোকা থাকেন সীতা অশোক কাননে।
হৃদয়ে সর্বদা রাম মলিন নয়নে।।"

বিরহ অনলে সীতা চরিত্রটি প্রেম পবিত্ররূপ ধারণ করেছে।

লক্ষ্মণ ঃ শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনের জন্য চোদ্দ বছর বনবাসী জীবনে ছায়াসঙ্গী ছিল লক্ষ্মণ। কৃত্তিবাসের হাতে 'অরণ্যখণ্ডে' লক্ষ্মণ শুধু রামচন্দ্রের ছায়া নয় কায়ারূপও ধারণ করেছে। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে দুর্বল অসহায় রামের মনে শক্তি ও আশা স্বপ্ন জাগাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে, ভ্রাতৃভক্তির অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সীতার কটূক্তির প্রত্যুত্তর না দিয়ে নিজেকে সংযমের শাসনে বেঁধে সীতার নিরাপত্তা বিধানে কার্পণ্য করেনি। ধীর-স্থির অটল-স্বল্পভাষী লক্ষ্মণের চরিত্রটিকে কৃত্তিবাস দু-একটি তুলির টানে জীবন্ত করে এঁকেছেন।

দণ্ডকারণ্যের পথে আগে রাম মধ্যে সীতা ও পিছনে লক্ষ্মণ পথ চলছে। তিনজনে প্রকৃতির কোলে আনন্দে আত্মহারা। এমন সময় ভীষণ রাক্ষণ বিরাধের আগমন। সীতাকে কোলে তুলে নিয়ে সে ভক্ষণ করতে চায়। শুধু সীতা নয় দুই ভাইকেও সে হত্যা করতে উদ্যত। এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে রাম ভীত হয়ে পড়েন। তাঁদের সামনে সীতাকে রাক্ষস গিলে খাবে অথচ নিরুপায়ভাবে তা দেখতে হবে এই ভাবনায় রাম যখন দিশেহারা, তখন লক্ষ্মণ দাদার মনোবল ফেরাতে—

"লক্ষ্মণ বলেন দাদা না ভাবিও তাপ।
রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ।।"

লক্ষ্মণের এই উদ্দীপন মন্ত্রেই রামের শৌর্য-বীর্যের জাগরণ ঘটে। সুতরাং চরম সঙ্কট মুহূর্তে লক্ষ্মণকে আমরা দৃঢ়চেতা যুবকরূপে দেখতে পাই। অগস্ত্য মুনির লক্ষ্মণ সম্পর্কে মন্তব্য—

"দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার।"

লক্ষ্মণ চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ন। রাম-সীতার সুখ-দুঃখের সমঅংশভাগী সে। আত্মসর্বস্বতার কোনো মলিনতা চরিত্রটিকে স্পর্শ করতে পারেনি। লক্ষ্মণের পরামর্শেই গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বনে রামচন্দ্র কুটীর নির্মাণ করেন।

দাদার স্বপ্নকে সে একদিনে সুন্দর কুটীর তৈরী করে সার্থক করে। তার ছিল গভীর সৌন্দর্যবোধ। কুটীর সম্পর্কে কবির ‘মনোহর’ শব্দটি এবং ‘পূর্ণকুম্ভ দ্বারেতে কুসুম রাশি রাশি’—এই বর্ণনা তার সাক্ষ্য বহন করে।

খর-দূষণের সঙ্গে যুদ্ধে রামচন্দ্রের সহযোগী যোদ্ধার উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে লক্ষ্মণ। ‘ভয়’ শব্দটি তার চরিত্র অভিধানে লেখা নেই। পরিহাস করে রামচন্দ্র সূর্পণখাকে লক্ষ্মণের কাছে যেতে বল্লে সূর্পণখা তার দিকে ধাবিত হয়ে শৃঙ্গার রস ঢেলে দেয়।

লক্ষ্মণ নিজেকে ‘শ্রীরামের দাস’ বলে তাকে এড়িয়ে যায়। কিন্তু সূর্পনণখা বাড়াবাড়ি করে সীতাকে গিলে খেতে গেলে রামের ইঙ্গিতমাত্র বাণ দিয়ে তার নাক কান কেটে দেয়। একদিকে ভ্রাতৃভক্তি অন্যদিকে দুষ্টকে শায়েস্তা করা —দুটি কাজ লক্ষ্মণ করে তার চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছে।

মারীচের ছলনায় ভুল বুঝে সীতা লক্ষ্মণকে অশালীন ভাষায় গালাগালি ও রুচিহীন ইঙ্গিত করলেও—

“লক্ষ্মণ ধার্ম্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ।।”

কৃত্তিবাস লক্ষ্মণের নিষ্পাপ চরিত্রকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েও কর্তব্য কর্মে তার অবহেলা নাই। তাই সীতাকে সাবধান করে গণ্ডী একে দিয়ে যায়। এর মধ্যে তার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্মণের মানসিক অবস্থা না বুঝে পরিস্থিতি অজ্ঞাত থাকার জন্য রামচন্দ্র সীতাকে একাকিনী ফেলে আসার জন্য অপ্রত্যক্ষভাবে দোষারোপ করলেও সে নিরুত্তর থাকে। বুক ভরা জ্বালা নিয়েও তার কর্তব্য জ্ঞান ও সংযমের জন্য চরিত্রটি আদর্শস্থানীয় হয়েছে। কবন্ধের দুই-হাত ছিন্ন করার ব্যাপারে লক্ষ্মণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা আছে। তার আহ্বানেই কবন্ধ মুক্তি পাবার পর সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের কাছে তাদের যাবার নির্দেশ দেয়।

সুতরাং লক্ষ্মণ চরিত্রটিকে কৃত্তিবাস স্বল্প স্থানের মধ্যে রেখেও অসামান্য করে তুলেছেন। ভ্রাতৃভক্তি, বৌদির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা, চরম বিপদে স্থির থেকে বুদ্ধি দান, সাহসীও সংযমী ভূমিকা পালন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে লক্ষ্মণ নিঃসন্দেহে দৃষ্টি আকর্ষণকারী চরিত্র হয়েছে।

রাবণ ঃ কৃত্তিবাসের অরণ্যকাণ্ডের শেষের দিকে আমরা লঙ্কেশ্বর রাবণকে দেখতে পাই। সূর্পণখা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের প্রতি দৈহিক কামনা-বাসনা-সঘন প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে সীতাকে আক্রমণ করলে রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ তার নাক, কান কেটে দিলে খর-দূষণকে উত্তেজিত করে চোদ্দ হাজার রাক্ষস সৈন্য নিয়ে তারা রামচন্দ্রকে আক্রমণ করে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। আতঙ্কে দিশেহারা প্রতিশোধের শেষ অস্ত্র হিসাবে সূর্পণখা রাবণকে বেছে নেয়।

রাবণ-রাজ সভায় আসীন। বিভৎস মুখ নিয়ে সূর্পণখা রাবণকে প্রথমে গালাগালি দেয় তারপর রামের বন গমন ও রাক্ষসদের হত্যার বিবরণ দিয়ে সীতার রূপ বর্ণনা করে—

“রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্য মোহিনী রূপে পরমা কামিনী।”

এখানেই শেষ নয়। সীতার সৌন্দর্য্যের কাছে স্বর্গের অপ্সরী উর্বশী, মেনকা, রম্ভাও হার মানে। শেষে রাবণের কামনা আগুন জ্বালতে বলে—

“তার রূপ কেবল তোমাকে মাত্র সাজে।”

সূর্পণখার দুরবস্থায় রাবণ বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। সে 'সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে'। এই একটি চরণেই কৃত্তিবাস কামুক রাবণের স্বরূপটি তুলে ধরেছেন। রূপবতী সীতাকে তার চাই। মনে মনে পরিকল্পনা গ্রহণ করে মারীচের কাছে সূর্পণখার নাক কান কাটার কথা বলে সীতাহরণের জন্য মারীচকে হরিণ সেজে রামকে মায়াজালে জড়িয়ে ফেলতে বলে। মারীচ তাকে অনেক সুমন্ত্রণা দেয়, এমনকি এই কু-কর্মের জন্য লঙ্কাপুরী ধ্বংস হবে এমন কথাও বলে। কিন্তু রাবণ সব মন্ত্রণা নস্যাৎ করে মারীচকে তার আজ্ঞা পালন করতে বলে নতুবা তার মৃত্যু অনিবার্য একথাও বলে।

নিরুপায় মারীচ রাবণের নির্দেশে সোনার হরিণ সাজে, সীতাকে প্রলুব্ধ করে, রামকে কুটীর থেকে অরণ্যে আনে রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে সীতাকে প্রতারিত করে লক্ষ্মণকেও কুটীর ছাড়তে বাধ্য করে। রাম-লক্ষ্মণ শূন্য কুটীরে একা সীতা। তপস্বীর বেশ ধরে রাবণ মিষ্টি মধুর কথায় সীতার মন ভেজায়। নিজের কথা বলে ভিক্ষা চায়। সীতা ইতস্ততঃ করতে থাকলে তার বজ্র নির্ঘোষ—

"................... ভিক্ষা আনহ সত্বর।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর।।"

আতিথেয়তার ধর্ম নষ্ট হবে বলে লক্ষ্মণের কথা উপেক্ষা করে গণ্ডী পেরোতেই ছদ্মবেশী রাবণের আসল চেহারাটা প্রকাশ পায়। কৃত্তিবাসের ভাষায় 'রাবণ পাতকী'। সীতার মনহরণের জন্য স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্যের জগতকে তার সামনে তুলে ধরে নির্লজ্জের মতো বলে—

"সীতে তুমি সুন্দরী লাবণ্য আর বেশে।
তোমা হেন সুন্দরী আমাকে অভিলাষে।।"

সূর্পণখা দাদার কামুক চরিত্রের যে আভাস দিয়েছিল তা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় রাবণের এই নগ্ন ইচ্ছার মধ্যে। জটায়ু পাখী সীতা হরণের জন্য রাবণের উদ্দেশে কটু বাক্য প্রয়োগ করেছিল তা সম্পূর্ণ সঠিক। জটায়ুর সঙ্গে রাবণের তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু সুচতুর রাবণ নিজের কামাগুণের কথা চেপে সূর্পণখার প্রতি রাম-লক্ষ্মণের নৃশংস ব্যবহার, খর-দূষণের নিষ্ঠুর মৃত্যু ইত্যাদির কথা অনুনয়ের সুরে বলে, পক্ষীরাজের কাছে পরাজয় মেনে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে কোনোক্রমে ভাঙ্গা রথ নিয়ে লঙ্কায় আসে। সীতার সঙ্গে, জটায়ুর সঙ্গে রাবণ যে অভিনয় করেছে তাতে তার চাণক্যীয় কূট-কৌশল লক্ষ্য করা যায়। চতুর কামুক রাবণ অশোক কাননে সীতাকে বন্দিনী রেখে তার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। কৃত্তিবাসের হাতে রাবণ পাপিষ্ঠ, ছল-চাতুরী পূর্ণ কামুক রূপেই চিহ্নিত।

সূর্পণখা ঃ পঞ্চবটী বনে সূর্পণখার আবির্ভাব। 'মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী'—রামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হয়ে রূপজ মোহে তাকে জীবনসঙ্গী করে ভোগসুখে মগ্ন হতে চায়। সীতা লক্ষ্মণের পরিচয় দিয়ে এবং বনবাসী হওয়ার কারণ জানিয়ে রামচন্দ্র সূর্পণখাকে এড়াতে চায়। খর-দূষণ দুই ভাই এর কথা বলে সে নগ্নভাবে রামচন্দ্রকে প্রস্তাব দেয়—

"সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাস মন্দর।
তোমাসহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর।।"

শুধু তাই নয় সীতাকে ভক্ষণ করে একা রামের সঙ্গিনী হবে বলে। রামচন্দ্র কৌতুক বলে লক্ষ্মণকে দেখিয়ে দিলে সে নির্লজ্জের মতো তাকে বলে—

"তুমি যুবা হইয়া একেলা বঞ্চ রাতি।
রসক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি।।"

কৃত্তিবাস দেহ সম্ভোগী সূর্পণখার চরিত্রটিকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। কামনা-বাসনার স্বপ্ন ব্যর্থ হলে—নাক, কান কাটা গেলে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে সে খর-দূষণকে যুদ্ধে পাঠায়। তাদের মৃত্যুর পর রাবণকে নরমে-গরমে, চোখের জলে নানা অভিনয় করে সীতা হরণের পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয় নিজের কামাগ্নিকেই সে ছড়িয়ে দেয় রাবণের চিন্তায় ভাবনায়।

সুতরাং দেখা যায় সূর্পণখা চরিত্রটি অরণ্যকাণ্ডে সম্পূর্ণ মসীলিপ্ত। স্বাধীন প্রেম শ্রদ্ধার অর্ঘস্বরূপ। কিন্তু সূর্পণখার নগ্ন প্রেম নিবেদন ঘৃণার্হ। লক্ষ্মণ তার নাক-কান কেটে উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছে। লঙ্কাপুরী যে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে তার মর্ম মূলে সূর্পণখার কামনার অনল অন্যতম। সে এই অনলই প্রজ্জ্বলিত করেছে রাবণের হৃদয়ে।

মারীচ ঃ 'অরণ্যখণ্ডে' মারীচের জন্য আমাদের সহানুভূতি ও দুঃখ দুই-ই জাগে। সুবিবেচক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নিরুপায় মারীচ করুণার পাত্র। সীতাহরণের কামনা পূর্ণ করতে রাবণ মারীচের গুণগানে মুখর হলেও সে তার প্রস্তাবকে মনে প্রাণে সমর্থন করেনি। ন্যায়-অন্যায় বোধে চরিত্রটি উদ্দীপিত। সে স্পষ্ট ভাষায় রাবণকে সুমন্ত্রণা দিয়ে বলে—

"যথা তথা যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর।।"

কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী'—রাবণ নাছোড়বান্দা। সে মারীচকে কু-কর্মে সহযোগী হতে বলে, না হলে তার মৃত্যু অনিবার্য বলে ভয় দেখায়। কিন্তু মারীচ মৃত্যু ভয়ে ভীত নয়। তবে এই মৃত্যু রাবণের হাতে নয় রামচন্দ্রের হাতেই তার কাম্য। তাই আমরা শুনতে পাই মারীচের মর্ম কথা।

"বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল।
রাবণের হাতে মৃত্যু নরক কেবল।

পাপ-পুণ্য বোধ চরিত্রটিকে অসামান্য মর্যাদা দান করেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বে তাকে রাবণের নির্দেশ মেনে ছলা-কলা নিতে হয়েছিল, যার পরিণামে সীতাহরণ, লঙ্কাযুদ্ধ ও লঙ্কাপুরী ধ্বংস। মারীচের আত্মত্যাগ যেন লোভ ও পাপের উচিত ফল প্রাপ্তির নির্দেশক। মারীচের শত ছলা-কলা, সীতার অপহরণ ইত্যাদির জন্য সাধারণ দৃষ্টিতে মারীচকে দায়ী বলে মনে হলেও কৃত্তিবাস মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মারীচকে উচ্চস্থানে বসিয়েছেন।

৪৫.৭ অরণ্যকাণ্ডের বিশেষ-বিশেষ ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ

(ক) অত্রিমুনি পত্নীর সঙ্গে সীতার কথোপকথন, (খ) অগস্ত্য মুনির উপদেশ, (গ) রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা, (ঘ) শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ।

এই অংশে কৃত্তিবাসের রামায়ণ গ্রন্থের 'অরণ্যখণ্ডে'র বিশেষ বিশেষ অংশ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এই অংশগুলি পাঠ করলে অন্যান্য প্রধান বা অপ্রধান অংশগুলি ও মূল-পাঠ দু-তিনবার পাঠ করে আপনারা নিজের ভাষায়

ব্যাখ্যা করতে পারবেন। নিজের ভাবনা ও প্রকাশ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ আলোচ্য অংশগুলি বিশ্লেষণ করা হল।

(ক) অত্রিমুনির আশ্রমে মুনিপত্নীর সঙ্গে সীতার কথোপকথন ঃ

চিত্রকূট ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে রামচন্দ্র অত্রিমুনির আশ্রমে সমাদরে স্থান পাবার পর মুনি, সীতাদেবীকে তাঁর পত্নী গৌতমীর হাতে সমর্পণ করেন। মুনি-পত্নীকে দেখে সীতার মনে হয় 'মূর্ত্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।'

সীতাকে প্রাণ ঢালা আশীর্বাদ করে মুনিপত্নী তাকে মুখোমুখী বসিয়ে সস্নেহে মধুর কথা বলতে শুরু করেন।

সীতাদেবীর ভাগ্যপ্রসন্ন। পিতৃকুল ও পতিকুল উভয়ই রাজকুল। দুই বংশকেই সীতা উজ্জ্বল করেছেন। রামচন্দ্র বহু তপস্যা করে এমন স্ত্রী লাভ করেছেন। রাজ সম্পদের মোহত্যাগ করে সীতা স্বামী সঙ্গিনী হয়ে বনবাসিনী হয়েছেন। সীতার গুণগান মুনিপত্নী পঞ্চমুখে করলে, সীতা বিনয়ের সঙ্গে বলেন—

'ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতী।
আশীর্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি।।"

স্বামী ভক্তির পরম নিষ্ঠার কথা শ্রবণ করে মুনিপত্নী আনন্দে আত্মহারা। তিনি সযত্নে তাঁকে নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে আদরে আলিঙ্গন করে সীতাকে তাঁর পূর্ব জীবনের ঘটনা বলতে বলেন। সীতা তাঁর জন্মবৃত্তান্ত তুলে ধরেন।

স্বর্গের অপ্সরা মেনকা আকাশপথে যাবার সময় তার বস্ত্র উড়ে যায়। তার দৈহিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে জনক রাজার কামনাবহ্নি জ্বলে ওঠে এবং তার বীর্যের স্খলন হয়। সেই বীর্য মাটিতে পড়ে এবং তা থেকেই সীতার জন্ম। জমি চাষের সময় লাঙ্গলের ফলায় সীতার দেহ সূর্য্যের আলোতে আসে। নিজের কন্যা অনুমান করে জনক রাজা তাকে কোলে স্থান দেন। এমন সময় আকাশে দৈববাণী হয়। এই দৈববাণীতে সীতার জন্ম কাহিনী পিতা জানতে পারেন। লাঙ্গলের মুখে জন্ম বলে নাম রাখলেন সীতা। আনন্দে আত্মহারা রাজা দীন-দুঃখীদের অকাতরে ধন দান করেন। রাজমাতার স্নেহে সীতা বড় হন। যে শিবের ধনুকে গুণ পরাতে পারবে তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবেন বলে মনে মনে স্থির করেন। রাজার বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তেরো লক্ষ রাজকুমার এসে উপস্থিত। কিন্তু সবাই ধনুক দেখে ভয় পায় এবং মনের দুঃখে স্থান ত্যাগ করে। জনকরাজা দুঃশ্চিন্তায় পড়েন। এমন সময় রাম-লক্ষ্মণের উপস্থিতি। শ্রীরামচন্দ্র বাম হাতে ধনুক তুলে তাতে গুণ পরাতে গেলে শিবধনুক ভেঙ্গে যায়। ধনুক ভাঙ্গার শব্দে ত্রিভুবন স্তব্ধ হয়ে যায়। এর পরই মহা ধূমধামের মধ্য দিয়ে রাম-সীতা ও কুশধ্বজের দুই মেয়ের সঙ্গে লক্ষ্মণ ও ভরতের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এইভাবে পূর্বকথা শেষ করে বিনয় নম্রভাবে সীতা বলেন—

"ভগবতী পূর্বকথা এই কহিলাম।
হেনমতে মিলিলেন মম স্বামী রাম।।"

সীতার কথায় পরিতৃপ্ত হয়ে মুনিপত্নী সীতার সিঁথিতে সিঁদুর দেন আর তার সর্বাঙ্গে মূল্যবান অলঙ্কারাদি পরিয়ে নববেশে নবরূপে সাজিয়ে দেন।

সীতা ও মুনি পত্নীর কথোপকথনে আমরা অত্যন্ত আপনজনের হৃদি বিনিময় দেখি। রাজদুহিতা রাজপত্নীর বনবাসিনী মূর্তি গুরু পত্নীকে ব্যথা দেয়—এজন্যই তিনি তাকে অলঙ্কারাদি দিয়ে সাজিয়েছেন। প্রথম দর্শনেই মুনি পত্নীকে

সীতার করুণারূপিনী মনে হওয়ায় প্রাণখুলে তিনি তাঁর পূর্ব জীবনের ইতিবৃত্ত বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। সীতার বনবাসিনী রূপ দেখে মুনিপত্নীর কথায় বেদনা প্রকাশ পেলে সীতা তার পতিভক্তির প্লাবনধারায় সে বেদনা দূর করে দেন। উভয়ের কথোপকথন যেমন আন্তরিক তেমনি হৃদিরসে জারিত।

(খ) অগস্ত্য মুনির উপদেশ ঃ পঞ্চবটী বনে দীর্ঘদিন বাস করে সুতীক্ষ্ণ মুনির কাছে অগস্ত্যমুনির নিকট যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মুনি পিপ্পলী বনে গিয়ে অগস্ত্যের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। অগস্তোর তপোবনে গিয়ে বাতাপি ও ইল্বল রাক্ষসকে অগস্ত্য মুনি কিভাবে বধ করেছিল সে কাহিনী শুনায়। তারপর মুনির দ্বারা তাঁরা তিনজন উপস্থিত হন। রামের কথা শুনে মুনি শিষ্যকে শীঘ্র তাঁদের ডেকে আনতে বলে। তিনজন অগস্ত্যের চরণ বন্দনা করে। গোলোক ছেড়ে রামচন্দ্র বনবাসী হয়েছেন। তাঁর আর কি ইচ্ছা তা মুনি জানতে চান। শ্রান্ত বনবাসীদের ভোজনে তৃপ্ত করে। তিনদিন সেখানে তাঁর থাকার পর চতুর্থদিন ভোরে রামচন্দ্র অগস্ত্যের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বললে, অগস্ত্য মুনি তাঁকে গোদাবরী তীরে থাকতে বলেন। তিনি রামচন্দ্রকে বিশ্বকর্মা নির্মিত ‘দিব্য ধনুর্ব্বান’ প্রদান করেন। রামচন্দ্রকে ‘সোনার টোপর’ ও ‘বস্ত্র রত্ন’ দিয়ে আদর করে কাছে টেনে নেন। অগস্ত্য মুনির আশীর্বাদ নিয়ে তাঁর নির্দ্দেশেই রাম-লক্ষ্মণ সীতা অগস্ত্যমুনির তপোবন ত্যাগ করে। দক্ষিণ দিকে গোদাবরী নদীর তীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এই অংশে রামচন্দ্রের ভগবৎরূপ অগস্ত্যমুনি জানতে পারেন। পিতৃসত্যের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি যাতে নির্ভাবনায় আনন্দে থাকতে পারেন তার জন্যই মুনির ‘দিব্য-ধনুর্ব্বান’ দান এবং গোদাবরী নদীর রমণীয় তীরে কুটীর নির্মাণ করে বসবাসের নির্দেশ দান।

(গ) রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা দান ঃ

সূর্পণখার কাছে সীতার রূপ ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে রাবণ কামনার আগুনে জ্বলে সীতাহরণের জন্য মারীচের সাহায্য চায়। কিন্তু মারীচ স্পষ্টভাবে বলে—

‘সীতা লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর’

রাবণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় রাবণ ভীষণ রেগে যায় এবং তাকে বলে—

‘আমি তোরে মারিব কে রাখিতে পারে।’

রাবণ নিজের প্রতাপের কথা সদম্ভে ঘোষণা করে এবং রামচন্দ্রকে হীন মনুষ্যজাতিরূপে তাচ্ছিল্য করে। মারীচের কাছে রাবণ জোরের সঙ্গে বলে—

“ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূর।
হরিয়া আনিব সীতা পেয়ে শূন্য পূর।”

বারণের কু-প্রস্তাব ও তাকে হত্যা করার হুমকী অগ্রাহ্য করে মারীচ বলিষ্ঠভাবে পরিণাম সম্পর্কে বলে—

‘সীতারে আনিলে হবে সবংশে মরণ।’ রাবণ জীবনে অনেক নারীকে হরণ করেছে, কিন্তু সীতাকে হরণ করলে তার আর নিস্তার নেই। শুধু রাবণ নয়, লঙ্কাপুরীর সকলের জীবনও হবে সংশয়। একজনের স্ত্রীকে এনে সকল নারীর মর্যাদা নষ্ট হবে। তাই মারীচ রাবণকে সীতার লোভ ত্যাগ করার কথা বলে লঙ্কাপুরীতে ফিরে যেতে বলে। রামচন্দ্রের মুখোমুখি হয়ে আগে মারীচের মৃত্যু হবে কিন্তু সীতা হরণের পর রাবণ ও লঙ্কাপুরীর সকলের মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। মারীচ মায়ামৃগরূপ ধারণ করে রামচন্দ্রকে ভুলিয়ে বনে আনতে পারবে, কিন্তু সীতাকে রক্ষার জন্য দেবর লক্ষ্মণ কুটীরে থাকবে। লক্ষ্মণের উপস্থিতিতে কারো সাধ্য নেই সীতাকে হরণ করে। সুতরাং মারীচের সুমন্ত্রণা দান—

"যথা তথা যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর।"

শুধু তাই নয় মারীচ শেষবারের জন্য বলে যে তার মন্ত্রণা উপেক্ষা করে রাবণ যদি সীতাকে হরণ করে তবে মারীচের ভবিষ্যৎবাণী তাকে স্মরণ করতেই হবে। অর্থাৎ তার ও দেশবাসীর মহা সর্বনাশ ঘটবে।

মারীচ যুক্তিসহ মানবিক সুমন্ত্রণাই দিয়েছে রাবণকে। মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে রাবণের কু-পরামর্শে ভীরু কাপুরুষের মতো তৎক্ষণাৎ রাজি হয়নি। বরং সীতার লোভ ত্যাগ করে, ভবিষ্যৎ এর সর্বনাশের কথা ভেবে যাচ্ছে রাবণ কু-ইচ্ছা দমন করে তার জন্যই তাকে এই সৎ পরামর্শ দান। এর মধ্য দিয়ে মারীচের নির্ভীক আদর্শবাদী চারিত্রিক মাধুর্যই প্রকাশ পেয়েছে।

(ঘ) শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ঃ কৃত্তিবাসের 'অরণ্যখণ্ডে'র শেষ অংশটি 'শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ' রূপে চিহ্নিত।

ধনুর্বাণ হাতে রামচন্দ্র কুটীরে যাত্রা করেন। পথে অমঙ্গলের বহু চিহ্ন তাঁর চোখে পড়ে। মারীচের রামকণ্ঠের আহ্বানে লক্ষ্মণ কি সীতাকে একাকিনী রেখে বনে আসবে? যদি আসে তবে সীতার কি হবে?—এইসব চিন্তায় মগ্ন অবস্থাতেই পথে লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা। তাকে দেখেই রামচন্দ্রের প্রাণ কেঁপে ওঠে। তাঁর কণ্ঠে মহা বিপদের সংকেত—

"মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ পাব নাই।।"

ভাই লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের বক্ষভেদী বিলাপ—

"শুনরে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতুলি।
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি।।"

দুরন্ত রাক্ষস পরিবৃত্ত এই গভীর বনে মুনি ঋষিগণ সর্বদা শঙ্কাতুর। লক্ষ্মণ সব জেনে শুনেও যে কাজ করেছে তার ভবিতব্য ভেবে রামচন্দ্র নিজের অদৃষ্টকেই বার বার দোষারোপ করতে থাকেন। মারীচ বধের দৃশ্য দেখিয়ে ভাইকে নিয়ে রামচন্দ্র দ্রুত কুটীরের দিকে গমন করেন। কুটীর দ্বারে পৌঁছে তার বুক ফাটা "সীতা-সীতা" ডাক। কোনো উত্তর নেই। কুটীর সীতা শূন্য দেখে তিনি মুর্চ্ছিতপ্রায় হন। সীতা ছাড়া রামচন্দ্র কিভাবে বাঁচবে—সীতাকে না পেলে প্রাণত্যাগ করবে ইত্যাদি বিলাপ করতে থাকেন। বন-গুহা, তরুমূল তন্ন তন্ন করে খুঁজে সীতাকে না পেয়ে রামচন্দ্র চোখের জলে বুক ভাসান। তাঁর কান্নায় বনের পশু-পাখীও কাঁদে। সীতার শোকে রাম অস্থির। তবু আশায় বুক বেঁধে লক্ষ্মণকে মুনি-পত্নীর কাছে, গোদাবরী তীরে খুঁজতে বলে।

"সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতাবিনা আমি যেন মণি হারা ফণী।।"

ফণী ছাড়া সাপের জীবন যেমন ব্যর্থ, তেমনি সীতাহারা রামচন্দ্রের জীবনও অন্ধকার। লক্ষ্মণ ভাই-এর প্রতি তাঁর করুণ আবেদন—

"দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।।"

পথে সীতার অলঙ্কারাদি, রাবণের রথচূড়ার অংশাদি দেখে ঐ স্থানকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে বলেন রামচন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপে বন-বনানী বেদনায় দীর্ণ। হঠাৎ সামনে আহত জটায়ু পাখীর সঙ্গে দেখা, রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং তার নির্দেশে রাম-লক্ষ্মণের সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে যাত্রা। মূল লক্ষ্য সীতা উদ্ধার।

এই অংশে পত্নী প্রেমের অনন্তরূপ শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সীতাহারা রামচন্দ্রের বিলাপ করুণ রস ধারায় স্নাত।

৪৫.৮ কৃত্তিবাসের কবি পরিচিতি ও কবিকৃতি আলোচনা

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চর্যাপদের আলোয় বাংলা সাহিত্য আলোকিত। কিন্তু তার পরেই বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জগতের ওপর নেমে আসে চরম অন্ধকার। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত কোনো সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই দুশো বছরের অধিককাল সাহিত্য অঙ্গানে কোনো প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত না হবার কারণ তুর্কী আক্রমণ, মোহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ এবং তার অনুচর বক্তিয়ার খিলজীর বাংলাদেশ আক্রমণ। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ না করেই পশ্চিমবঙ্গাকে তুর্কি শাসনের কবলে তুলে দেন। শুরু হয় নিষ্ঠুর অত্যাচার, বয়ে যায় রক্তের প্লাবনধারা। যার ফলে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাও হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তুর্কি শাসকদের দীর্ঘদিন এই দেশ শাসনের মধ্য দিয়ে ইতিবাচক একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হয়। বিদেশে টিকে থাকতে হলে এদেশের মাটিকে ও মানুষকে ভালোবাসতে হবে, এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতে হবে—এই বোধ ও চেতনার দূরদৃষ্টি থেকেই বিদেশি শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষের মন জয় করার জন্য ও অন্তর্শায়ী বিদ্যোৎসাহিতার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের অনুবাদের জন্য একদিকে পৃষ্ঠপোষকতা, অন্যদিকে প্রেরণা দান করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৬৯ খ্রিঃ — ১৪৭৩ খ্রিঃ) হুসেন শাহ (১৪৯৩ খ্রিঃ — ১৫০০ খ্রিঃ) এবং তার পুত্র নসরৎ খাঁ (১৫১৮ খ্রিঃ — ১৫৩২ খ্রীঃ)। বাংলার এই সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আদি কবি বাল্মীকির কাহিনী অবলম্বনে যিনি সর্বপ্রথম 'রামায়ণ' মহাকাব্যের সার্থক বঙ্গানুবাদ করেন তিনি হলেন "এ বঙ্গের অলঙ্কার" কৃত্তিবাস ওঝা।

কবি পরিচিতি ঃ কবি পরিচিতি প্রদানের আগে সংক্ষেপে কৃত্তিবাসের বংশলতিকার একটি রেখাচিত্র তুলে ধরা হল।

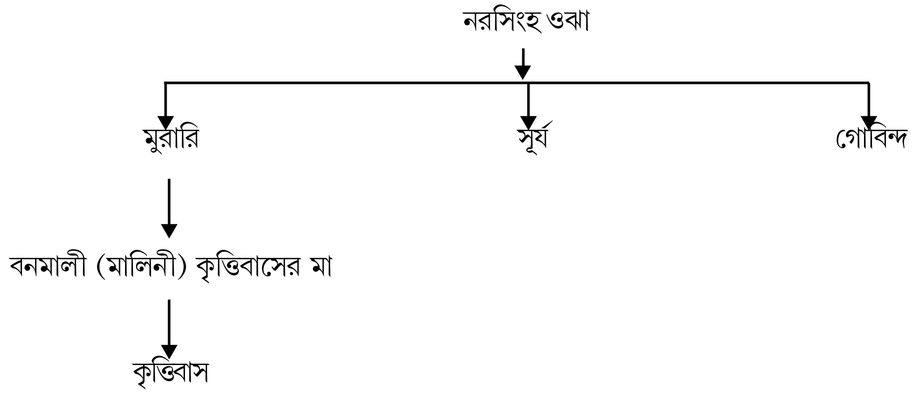

কবি প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তাঁর পিতৃপুরুষেরা পূর্ববঙ্গে বাস করতেন। পরে কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা অরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার 'ফুলিয়া' (ফুলমালঞ্চ) গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবির ভাষায়,

"গ্রামরত্ন ফুলিয়া বাখানি

দক্ষিণে পশ্চিমে বাহে গঙ্গা তরঙ্গিনী।।"

কবির পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী, মাতা মালিনী। কবিরা ছিলেন ছয় ভাই, এক বোন। কবি তাঁর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে লিখেছেন,

"আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।"

এই শ্লোকে সঠিক সাল তারিখের উল্লেখ নেই। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি শ্লোকটির অর্থ জ্যোতিষশাস্ত্র মতে ব্যাখ্যা করে দেখালেন তেরশ কুড়ি শকে অর্থাৎ ১৩৯৮ খ্রিঃ — ১৩৯৯ খ্রিঃ -এর ১৬ ই মাঘ শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার কবি ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ও সময় নির্ধারণ ইতিহাস সম্মত না হওয়ায় বিদ্যানিধি মহাশয় আবার 'পুণ্য' শব্দটিকে 'পূর্ণ' ধরে হিসাব করে দেখালেন ১৪৩২ - ১৪৩৩ খ্রিঃ কবির জন্ম। তবে এই তারিখও কতদূর ইতিহাস সম্মত তা বিচার্য। কৃত্তিবাসের জীবনী আলোচনা ক রলে দেখা যায় বারো বছর বয়সেই তিনি বড় গঙ্গা পার হয়ে উত্তরবঙ্গে বিদ্যা অর্জনের জন্য যাত্রা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি গৌড়েশ্বরের কাছে দর্শনার্থী হিসাবে পাঁচটি শ্লোক লিখে পাঠান। রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে সাতটি শ্লোকের মধ্য দিয়ে তিনি রাজমহিমা ব্যাখ্যা করেন। এতে গৌড়েশ্বর মুগ্ধ হয়ে তাঁকে চন্দন জলে অভিষিক্ত করেন। মাল্যভূষিত করেন, পট্টবস্ত্র দান করেন এবং রামায়ণ রচনার ভার দেন কিন্তু অবাক কাণ্ড লেখক তাঁর গ্রন্থে গৌড়েশ্বরের নামটি কোথায় উল্লেখ করেন নি। কোনো কোনো গবেষক বলেন ইনি হচ্ছেন রাজ গণেশ, কিন্তু তার শাসনকাল ১৪১৪ থেকে ১৪১৮ খ্রিঃ। যদি কবির জন্ম ১৩৯৮ খ্রিঃ — ১৩৯৯ খ্রিঃ হয়, তবে রাজা গণেশের বয়স তখন মাত্র বিশ বছর। এইজন্য গণেশের নামটি বাতিল হয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার কৃত্তিবাসকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এনে ফেলেছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের কুলপঞ্জী ও চৈতন্যমঙ্গাল বিবৃত কৃত্তিবাস সম্পর্কিত অংশ বিশেষ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রুকনুদ্দিন বারবক শাহের দরবারে উপস্থিত হয়ে অভিনন্দিত হয়েছিলেন এবং ইতি রামায়ণ রচনার যথার্থ পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং কৃত্তিবাসের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং রামায়ণ অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক নির্ধারণের ক্ষেত্রে মত রয়েছে। এ ব্যাপারে ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় 'আত্মপরিচয়' শ্লোক ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "কৃত্তিবাস, মুসলমান সুলতানের সভায় হাজির হন, সুতরাং তিনি নূতন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত রাজা গণেশের সভাতে কৃত্তিবাসের উপস্থিতি যুক্তিযুক্ত মনে করেন।"

কাব্য পরিচিতি ঃ পিতামাতার আশীর্বাদ আর গুরুর কল্যাণকে সাধনার পাথেয় করে বাল্মীকি প্রসাদে কৃত্তিবাস শ্রীরাম পাঁচালী রচনা করেন।

"সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।"

কৃত্তিবাস সরল বাংলা পয়ার ত্রিপদী ছন্দে মূল সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনীটিকে অতি-সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। সুতরাং তাঁর রামায়ণকে মূলের আক্ষরিক অনুবাদ না বলে বরং ভাবানুবাদ বলা চলে। তিনি অন্যান্য রামায়ণ ও সংস্কৃত কাব্য থেকে কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের কাঠামোটিকে বজায় রেখে কবি নিজের মতো করে রামায়ণ কথা রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যের সাতটি কাণ্ড হল—'আদি', 'অযোধ্যা', 'অরণ্য', 'কিষ্কিন্ধ্যা', 'লঙ্কা' ও 'উত্তরা'। বিশ্বামিত্রের কথা, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ প্রভৃতি মূল রামায়ণের অনেক প্রসঙ্গ তিনি বাদ দিয়েছেন। গল্পরসের প্রতি প্রবণতা থাকায় এতে অনেক নূতন সরল উপাখ্যান সংযোজিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে পরিণতি, তরণীসেন কাহিনী, রামচন্দ্রের অকালবোধন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ ইত্যাদি। কৃত্তিবাস যে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর গ্রন্থখানি বাঙালি জনসাধারণের উপযোগী করে পাঁচালীর ঢঙে রচিত। বাল্মীকি প্রদত্ত প্রথম ও ষষ্ঠ খণ্ডের নাম পরিবর্তন করে তিনি দিয়েছেন 'আদি' ও 'লঙ্কাকাণ্ড'। গল্পরসের প্রয়োজনে তিনি নানা কাহিনীতে যথেষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাল্মীকির হাতে যে চরিত্রগুলি মহাকাব্যিক গরিষ্ঠতা লাভ করেছিল কৃত্তিবাসের হতে সেইসব চরিত্র যেন কোমল পেলব মাখানো বাঙালি চরিত্রের মতো হয়েছে। শ্রীরামের প্রেম-করুণাঘন 'মূর্তি' কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তেজস্বিনী সীতা কবির হাতে লাজনম্রা বঙ্গবধূ, আর দশরথ যেন বাঙালি ঘরের স্ত্রৈণ বৃদ্ধ স্বামী। কৈকেয়ীর মধ্যে দিয়ে অভিমানক্ষুব্ধা মাতৃহৃদয়ের অবারিত প্রকাশ ঘটেছে। এমনকি রাবণ, বিভীষণ, সরমা প্রভৃতি চরিত্রও বাঙালির ভাবরসে পরিপুষ্ট। ভক্তিরসে ভরপুর তরণীসেন কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এককথায় আদি কবির 'শূরধর্মী' কাব্য হয়ে উঠেছে 'গৃহধর্মী' কৃত্তিবাসের হাতে। বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে কাব্যখানি কেমল উজ্জ্বল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলার ও বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য। কারণ বাঙালির সমগ্র জীবনকথা এই কাব্যে ধ্বনিত। এইজন্যই সমালোচক বলেছেন, "কৃত্তিবাস বাঙালির জাতীয় কবি এবং তাঁর রামায়ণ বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য।"

কৃত্তিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধির মূলে রয়েছে নানা কারণ। তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—বিভিন্ন চরিত্রে বাঙালিয়ানা স্বভাব যেমন আছে তেমনি বাঙালির ভোজন রসিকতা, আলস্য পরায়ণতা, ভোগবিলাসিতা, কলহপ্রবণতা ইত্যাদিও আছে। তবে এসবের সঙ্গে ভক্তিপ্রেমের উদ্বেলতাও লক্ষ্যণীয়। বাঙালির আহার-বিহার, বেশভূষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সবকিছুই সুন্দরভাবে রূপ পেয়েছে। ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর আশ্রমে রামচন্দ্রের বানরবাহিনীকে খেতে দিয়েছিল—মতিচুর, মণ্ডা, সরুচাকলী, গুড়পিঠে, তালবড়া, ছানাবড়া, খাজা, জিলিপি, পাপড় ইত্যাদি। এইসব খাবারের সঙ্গে বাঙালির রসনা একাকার। সীতাদেবী লক্ষ্মণকে আমাদের ঘরের বধুর মতই রান্নাবান্না করে খাইয়েছেন।

উদাহরণ :

"প্রথমেতে শাক দিয়ে ভোজন আরম্ভ।
তাহার পরে সূপআদি দিলেন সানন্দ।।
ভাজা ঝোলাদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকার কৈল বিতরণ।।"

বাংলাদেশের সামাজিক আচার-বিচারের রূপরেখাও রয়েছে। রামচন্দ্রের জন্মের পর পাঁচদিনে 'পাঁচুটি', ছয়দিনে 'ষষ্ঠী পূজা', তোরোদিনে 'জননী সৌচান্ত', ছয়মাসে 'অন্নপ্রাশন' ইত্যাদির বর্ণনা আছে।

বাঙালি স্পর্শকাতর, করুণরস তাদের কাছে সমাদৃত। এই কাব্যে দশরথের অন্ধমুনির পুত্র বধ, সীতাহরণ ও রামচন্দ্রের বিলাপ, লক্ষ্মণের 'শক্তিশেল' ইত্যাদি বাঙালিকে গভীর বেদনার রসে আপ্লুত করেছে। সীতা নির্বাসন, তাঁর পাতালপ্রবেশ, রামচন্দ্রের সরযূর জলে দেহত্যাগ ইত্যাদি বাঙালিকে কাঁদিয়েছে। ভক্তিরসের উচ্ছ্বাসে কাব্যখানি ভরা। তবে গার্হস্থ্য জীবনরসই এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পারিবারিক জীবনের আদর্শ ও জীবনরস ভরায় গ্রন্থখানি তাই যুগাতীত হয়েছে। এইজন্যই কবি মধুসূদন দত্ত এ কাব্য সম্পর্কে বলেছেন যে, কৃত্তিবাসের কাব্য বাংলার জনজীবন অমৃতরসের মতো চিরকাল আস্বাদন করবেন।

কৃত্তিবাসের নামে এমন যত্রতত্র থেকে বহু রামায়ণ কাব্য প্রকাশ পাচ্ছে। কালক্রমে মূল ভাষারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণকে খুঁজে পাওয়া ভার। শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়ম কেরীর উদ্যোগে ১৮০২ খ্রিঃ — ১৮০৩ খ্রিঃ -এর মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ কয়েকটি খণ্ডে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। পরে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যত সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে তার সবই শ্রীরামপুরী সংস্করণের উপর ভিত্তি করেই সম্পাদিত। ১৮৩০ খ্রিঃ — ১৮৩৪ খ্রিঃ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পুরাতন ভাষাকে মেজে ঘষে রামায়ণের এক নূতন সংস্করণ বের করেন। সকল দিক বিচার করে বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের সার্থক প্রতিভূ হিসাবে কৃত্তিবাসের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

৪৫.৯ অনুশীলনী

১। নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (×) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) কৃত্তিবাসের রামায়ণ ৫টি খণ্ডে লিখিত।	☐	☐
(খ) রামচন্দ্র পম্পা নদীতীরে কুটীর নির্মাণ করেন।	☐	☐
(গ) রামচন্দ্রকে দিব্য ধনুর্বান প্রদান করেন অগস্ত্যমুনি।	☐	☐
(ঘ) যুদ্ধে খর-দূষণের হাতে রামচন্দ্র পরাজিত হন।	☐	☐
(ঙ) মারীচ রাবণকে সুমন্ত্রণা দেয়।	☐	☐
(চ) রামচন্দ্র সূর্পণখার নাক-কান কাটে।	☐	☐
(ছ) রামচন্দ্র আগে পঞ্চবটী বনে পরে চিত্রকূটে যান।	☐	☐
(জ) রামচন্দ্রের হাতে বিরাধ রাক্ষসের মৃত্যু ঘটে।	☐	☐

২। শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন।

(ক) কৃত্তিবাসের কাব্য ——— গ্রন্থ।

(খ) অরণ্যকাণ্ডের প্রকৃতি চিত্র ———।

(গ) রামচন্দ্রের বিলাপ অংশে ——— রস প্রকাশ পেয়েছে।

(ঘ) রাবণ চরিত্রটি ———।

(ঙ) সীতা ——— বাঙালি বধূ হয়েছেন।

(চ) জটায়ু ——— যুদ্ধ করে।

(ছ) খর ও দূষণ রাবণের ———।

(জ) সীতা ——— রাজের কন্যা।

(ঝ) রামচন্দ্র ——— ভেঙে সীতাদেবীকে বিবাহ করেন।

৩। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর লিখুন।

(ক) 'শূন্য বনে কেমনে রহিব তিন জন'।
কে, কোন, বনের কথা বলেছেন? 'তিনজন' কে কে?

(খ) 'মূর্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।'
কে, কোথায়, কাকে দেখে একথা ভেবেছিলেন?

(গ) "নানা পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর।।"
এই প্রকৃতি চিত্র কোথাকার?

(ঘ) 'মেঘের গর্জন যেন ছাড়ে সিংহনাদ।'
এখানে কার গর্জনের কথা বলা হয়েছে?

(ঙ) অগস্ত্যমুনি কোন্ দুই রাক্ষসকে নিঃশেষ করে?

(চ) কোন মুনির আশ্রমে রামচন্দ্র ইন্দ্রের ধনুর্বাণ পান?

(ছ) 'সবংশে তোমারে রাম ডুবাবে সাগরে।'
কথাটি কে, কাকে, কখন বলেছে?

(জ) 'রণধ্বজ ভাঙিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।'
কেস কার রণধ্বজ ভাঙে এবং কেন?

(ঝ) 'সীতা বিনা আমি যেন মণি হারা ফণী।'
কে, কখন, কার কাছে একথা বলেছেন?

৪। নীচের কাব্যাংশগুলির ব্যাখ্যা নিজের ভাষায় লিখুন।

(ক) 'দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।"

(খ) 'দুর্জয় শরীর ধরে পর্বত সমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখখান।।"

(গ) "পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটিপালটি যত গোদাবরী তীর।।"

৫। ৩.৬ একক পাঠ করে নীচের চরিত্রাদির মৌলিক বৈশিষ্ট্য ১০ টি বাক্যে প্রকাশ করুন।

শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, রাবণ।

৬। অনুবাদক কৃত্তিবাসের কবি পরিচিত ও অনূদিত রামায়ণ কাব্যে কবির মৌলিক প্রতিভার দিকটি নিজের ভাষায় আলোচনা করুন ১০ টি বাক্যের মধ্যে।

৭। জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের বর্ণনা সংক্ষেপে লিখুন।

৪৫.১০ উত্তরমালা

১। (ক) ভুল, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ভুল, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল, (ছ) ভুল, (জ) ঠিক।

২। (ক) অনুবাদ, (খ) মনোহর, (গ) করুণ, (ঘ) দেহভোগী, (ঙ) সর্বংসহা, (চ) বীরের মতো, (ছ) দুই ভাই, (জ) জনক, (ঝ) হরধনু।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর সূত্র ঃ (ক) রামচন্দ্র, চিত্রকূট পর্বত, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। (খ) সীতা দেবী, অত্রিমুনির আশ্রম, মুনিপত্নী। (গ) দণ্ডাকারণ্যের, (ঘ) বিরাধ, (ঙ) বাতাপি ও ইল্বল। (চ) শরভঙ্গমুনির আশ্রম, (ছ) মারীচ, রাবণ, সীতাহরণ ষড়যন্ত্র মুহূর্ত, (জ) জটায়ু, রাবণ, সীতাহরণের জন্য, (ঝ) রামচন্দ্র, শূন্য কুটীর, লক্ষ্মণের কাছে।

৪। ব্যাখ্যার সংকেত সূত্র ঃ

(ক) অত্রিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে সীতাদেবী মুনিপত্নীকে দেখে অভিভূত হন। তাঁর সৌম্য-স্নিগ্ধ মধুর করুণা নিষিক্ত চেহারা ও মাতৃসম ব্যবহার দুর্লভ। আলোচ্য গুণাবলীর দ্বারা মুনিপত্নী যেন করুণামূর্তি লাভ করেছেন। প্রীতি প্রেম করুণা রূপিনী মুনিপত্নী সীতার কাছে সর্ব শ্রদ্ধেয় রূপে দেখা দিয়েছেন।

(খ) আলোচ্য কাব্যাংশটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্যের 'অরণ্যকাণ্ডে'র বিরাধ বধ অংশ থেকে উদ্ধৃত। এখানে কবি বিরাধের ভয়ংকর মূর্তির চিত্র তুলে ধরেছেন। অত্রিমুনির আশ্রমে যাবার পর মুনির নির্দেশ রামচন্দ্র দণ্ডক কাননে গমন করেন। সেই বনে বিরাধ রাক্ষসের বাস। এই রাক্ষসের আকৃতি বিরাট। বিশাল শক্তিধর। কবি তার উচ্চতা ও দৈহিক শক্তিকে পর্বতের তুল্য বলে বর্ণনা করেছেন। তার রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল যেন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনের মতো। শক্তির মদমত্ততা ও চেহারার ভয়ংকরতা আলোচ্য অংশে সার্থক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

(গ) কুটীরে সীতা দেবীকে না দেখে রামচন্দ্র দিশেহারা হন। ভআই লক্ষ্মণকে নিয়ে রামচন্দ্র পঞ্চবটী বনের প্রতিটি স্থান, প্রতিটি গাছের তলা তন্ন তন্ন করে পাগলের মতো খুঁজে বেড়ান। গোদাবরী তীরের স্মৃতিমধুর স্থানগুলি ব্যাকুল হয়ে সীতার অনুসন্ধান করেন। অজানিত আশঙ্কায় রামচন্দ্রের ব্যাকুল হৃদয়ের করুণ রূপটি আলোচ্য অংশে প্রকাশ পেয়েছে।

৫। রামচন্দ্র ঃ বাল্মীকি মুনি রামচন্দ্রকে বীরচরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস তাঁকে ভক্তের ভগবানরূপে চিত্রিত করলেও অরণ্যখণ্ডে আমরা তাঁকে বীর ও প্রেমিকরূপে পাই। ভ্রাতার প্রতি অসীম স্নেহ, সীতার প্রতি অনন্ত প্রেম উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মুনিদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা বিরাধ, খর-দূষণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব তুলনাহীন। সূর্পণখার সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর রস-রসিক মনের পরিচয় পাই।

রামচন্দ্রের পত্নী-প্রেম রোমান্টিক মাধুর্যে ভরা। গোদাবরী তীরের কুটীরে সীতাকে না দেখতে পেয়ে রামচন্দ্রের আকুল-ব্যাকুল আর্তি করুণ-সুন্দর। চরিত্রটি কোমলে-কঠোরে, শৌর্য ও মাধুর্যে পূর্ণ। রামচন্দ্রের চরিত্রে বাঙালি জীবনছন্দ প্রকাশ পেয়েছে। সর্বগুণে ভরা চরিত্রটি সত্যই 'অমৃতের ভান্ড।'

(ঘ) **সীতা ঃ** কৃত্তিবাস সীতাদেবীকে সর্বংসহা বাঙালি গৃহবধূরূপে অঙ্কিত করেছেন। বিনয়নম্রা, ভক্তিস্নাতা সীতা অনন্যা। পতিভক্তির আদর্শ সীতাকে অনন্ত প্রেমের পূজারিণী করেছে। পতির জীবন আশঙ্কায় আকুল সীতা লক্ষ্মণকে অনেক কটুকথা বললেও পতিব্রত্যের উজ্জ্বল আলোতেই তা ভাস্বর হয়েছে। ঐতিহ্যপূর্ণ আতিথেয়তায় উদ্দীপ্ত হয়েই তাঁকে বিচ্ছেদের দহন জ্বালা সইতে হয়েছে। রাবণের দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে চরম বিপদ মুহূর্তেও তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। একদিকে রাবণের প্রতি ধিক্কার অন্যদিকে পতিমিলনের জন্য উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগ। পথে প্রান্তরে গায়ের অলংকারাদি ছড়িয়ে ফেলার মধ্যে তা দেখা যায়। অশোক কাননে শোকানলে দগ্ধ হয়ে সীতার প্রেম পবিত্র রূপটি আরো উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

রাবণ ঃ লঙ্কেশ্বর রাবণের চরিত্রটি কৃত্তিবাস রূপমোহগ্রস্ত বিবেকশূন্য, ভোগবাদীরূপে অঙ্কন করেছেন। ভগিনীর নাক-কান কেটে ফেলার জন্য সে মোটেই দৃষ্টি দেয় নি। সীতার রূপ ঐশ্বর্য্যের কথা শুনেই তার ভোগলিপ্সা জেগে ওঠে। সীতা হরণের কথা শুনে মারীচ রাবণকে অনেক সুপরামর্শ দেয়, এমন কি এই অপকর্মের জন্য লঙ্কাপুরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু পাপী দেহলোভী রাবণ তাতে কর্ণপাত করে নি। বরং তাকে হত্যা করার ভয় দেখায়। এতেই প্রমাণিত যে চরিত্রটি অত্যন্ত নীচুস্তরের। ছল-চাতুরীতেও সে ওস্তাদ। মারীচকে সোনার হরিণের ছদ্মবেশ ধারণের পরামর্শ, তপস্বীর ছদ্মবেশ ধারণ, অতিথি সৎকারের ঐতিহ্য ইত্যাদি কূট-কৌশল অবলম্বনেও সে পারদর্শী। জটায়ু পাখীর কাছে সূর্পণখার প্রসঙ্গ এনে ক্ষমাপ্রার্থীর অভিনয় করে। চতুর, কামুক রাবণ চরিত্রটি কৃত্তিবাস সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

৬। কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষগণ পূর্ববঙ্গে বাস করতেন। তাঁর পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা অরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে বাড়ী করেন। কবির পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী ও মাতা মালিনী। কবির দেওয়া জন্মবৃত্তান্তের নানা ব্যাখ্যা দেখা যায়। ১৪৩২ — ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কবির জন্ম হয়েছে বলে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তার ঐতিহাসিক সত্যতাও সর্ববাদী সম্মত নয়। নানামুনির নানামত থাকা সত্ত্বেও কবি রাজা গণেশের সভাতে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। পিতামাতার আশীর্বাদ আর গুরুর আদেশকে পাথেয় করে বাল্মীকির প্রসাদে তিনি 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনা করেন। যা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলে সুপ্রচারিত।

সহজ সরল ভাষায় পয়ার ত্রিপদী ছন্দে কৃত্তিবাস বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণ মহাকাব্যের কাহিনী অতি-সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। সুতরাং তাঁর সৃষ্টিকে আক্ষরিক অনুবাদ না বলে ভাবানুবাদ বলাই সংগত। তাঁর রচিত গ্রন্থের ৭টি কাণ্ড হলো—আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তরা। মূল রামায়ণের অনেক প্রসঙ্গ কবি যেমন বাদ দিয়েছেন, তেমনি পুরানো উপাখ্যান থেকে অনেক সরস কাহিনী যোগ করেছেন। তাঁর কাব্যখানি গল্পরসে জম-জমাট। কৃত্তিবাসের হাতে রামায়ণের বলিষ্ঠ মহাকাব্যিক চরিত্র কোমল-মধুর-বাঙালি চরিত্র হয়েছে। অরণ্যখণ্ডের রাম-লক্ষ্মণ-সীতার চরিত্রে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর হাতে বীরধর্মী কাব্য হয়েছে 'গৃহধর্মী।' কৃত্তিবাসের রামায়ণ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল বাঙালির হৃদয়ের কাব্য হয়েছে। এইজন্যই সমালোচকের ভাষায় তাঁর কাব্য হয়েছে "বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য।"

৭। 'অরণ্যখণ্ডে' বিরাধ বধ, খর-দূষণের যুদ্ধ ইত্যাদি থাকলেও জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধটি প্রাণস্পর্শী হয়েছে। রাবণ সীতাকে চুরি করে আকাশ পথে যখন লঙ্কার উদ্দেশ্যে রথে চড়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় জটায়ু পাখী তার দীর্ঘ দুই পাখা দিয়ে রথের গতিতে বাধা দেয়। সীতার করুণ কান্না শুনে 'গরুড়নন্দন' আকাশে পাখা মেলে চারদিক দেখতে থাকে। রাবণকে চিনতে পেরে তার পথ আটকে দেয়। কবির ভাষায়—'দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।' সীতাকে হরণ করার জন্য জটায়ু ভীষণ ক্ষুব্ধ। বৃন্ধ না হলে বোঁটা থেকে ফলকে যেমন ছিঁড়ে ফেলে তেমনি সে রাবণের মাথা তীক্ষ্ম ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতো। এরপর জটায়ুর সঙ্গে রাবণের তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। 'পাখসাট' মেরে 'আঁচড়ে কামড়ে' সে রাবণের রথকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে। তারপর তীব্র বেগে ছোঁ মেরে রাবণের পীঠের মাংস খাবলে নেয়। রথের সারথীর মুণ্ড ঠোঁট দিয়ে ছিন্ন করে। রথের ধ্বজাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে জটায়ু গাছের ডালে বসে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে থাকে।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ শুরু। রাবণ ও জটায়ুর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধের বর্ণনায় কবি লিখেছেন—

"অঙ্কুশ না মানে মত্ত মাতঙ্গ যেমন।
কেহ কারে করিতে নারিল নিবারণ।"

মত্ত হাতী যেমন মাহুতের অঙ্কুশকে অগ্রাহ্য করে, উন্মত্ত হয়ে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে—ঠিক তেমনি দুই জনে ক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধ করে। রাবণের সোনার মুকুটটিকে জটায়ু খান খান করে দেয়। শিবের দয়ার জন্য রাবণের দশমাথা ছিন্ন করতে না পারলেও জটায়ু তার মাথার চুল মুঠো মুঠো ছিঁড়ে ফেলে। দুই দুই বার যুদ্ধে নাস্তানাবুদ হয়ে রাবণ সীতাকে ভূমিতে রেখে ভাঙা রথ নিয়েই খুব উঁচুতে উঠে বত্রিশ হাজার বাণ জটায়ুর দিকে নিক্ষেপ করে তার দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে। তারপর 'অর্দ্ধচন্দ্রবাণ' দিয়ে জটায়ুর দুটি পাখা কেটে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে থাকে।

বৃন্ধ জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা কবি যেভাবে দিয়েছেন তাতে গা শিউরে উঠে। রাবণের অন্যায় কাজের প্রতিবাদে ও সীতা উদ্ধারের জন্য বিনা অস্ত্রে শুধু পাখা, নখ ও ঠোঁট দিয়ে জটায়ু যেভাবে রাবণকে পর্যুদস্তু করেছে, তার কাছে রাবণের বত্রিশ হাজার বাণ ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা প্রতি আক্রমণ ও প্রতিরোধের রূপটি অত্যন্ত ম্লান মনে হয়। কবির রাবণের প্রতি ঘৃণা ও জটায়ু পাখীর প্রতি মমত্ববোধে—এই যুদ্ধে জটায়ুর সাহসিকতা—বীরের মতে প্রাণত্যাগ বীররসে মণ্ডিত হয়েছে।

৪৫.১১ গ্রন্থপঞ্জি

নির্বাচিত পুস্তক তালিকা ও লেখক—

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম পর্যায়) — সুকুমার সেন।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — ক্ষুদিরাম দাস।

একক ৪৬ ❑ চৈতন্যভাগবত — বৃন্দাবনদাস — আদিখণ্ড — দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়।

গঠন

৪৬.১ উদ্দেশ্য

৪৬.২ প্রস্তাবনা

৪৬.৩ মূলপাঠ—চৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড — বৃন্দাবনদাস। (২য় থেকে ৪র্থ অধ্যায়)

৪৬.৪ সারাংশ

৪৬.৫ সারসংক্ষেপ

৪৬.৬ বৃন্দাবনদাসের পরিচিতি ও কবিকৃতি

৪৬.৭ নবদ্বীপ চিত্র

৪৬.৭.১ সমাজ চিত্র

৪৬.৮ চৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী

৪৬.৮.১ বাল্যলীলা (৪র্থ অধ্যায়)

৪৬.৯ ব্যাখ্যা-টীকা-শব্দার্থ

৪৬.১০ অনুশীলনী

৪৬.১১ উত্তরমালা

৪৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৪৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- বাংলা ভাষায় অনূদিত বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'—এর আদিখণ্ডের মোট ১২ টি অধ্যায়ের মধ্যে যে কটি অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা বর্ণিত হয়েছে সে কটি অধ্যায় সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যাদি জানতে পারবেন। তাছাড়া কাব্যখানির আদি-মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা আপনাদের জন্মাবে।

- অনুবাদক হিসাবে বৃন্দাবনদাসের কৃতিত্ব ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও যথার্থ জ্ঞান অর্জন করবেন।
- বৃন্দাবনদাসের স্বচ্ছ লৌকিক দৃষ্টি, ঈশ্বরের অবতার শ্রীচৈতন্যদেবকে তিনি এই দৃষ্টি দিয়ে কিভাবে সাধারণ মানুষরূপে এঁকেছেন তার পরিচয় পাবেন।
- সমসাময়িক—সামাজিক পরিবেশের চিত্র এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বিশেষ করে হোসেন শাহের প্রথম বিশ বছরের রাজত্বকালে পশ্চিমবঙ্গের অ-রাষ্ট্রনীতিক ইতিহাসের দুর্লভ উপাদানও পাবেন।
- ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্রের পরিচয় পাবেন।
- ভক্তির আতিশয্য এবং অলৌকিকতায় গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও বৃন্দাবন দাস পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে যে সজাগ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তারও প্রমাণ পাবেন।
- চৈতন্য ভাগবত শুধু চৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনাবলীর তালিকা না হয়ে কেন জীবনাচরণের সঙ্গে দিব্য ভাব জীবনের অধিকারী, নর দেবতার জীবনকাহিনী হয়েছে, সে সম্পর্কে নানা তথ্যাদি পাবেন। যার সাহায্যে নিজেদের ভাষায় নানা প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবেন।
- আদিখণ্ডের চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা সংক্রান্ত তিনটি অধ্যায়ের বিস্তৃত বিবরণের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাঙলার ধর্ম, সমাজ-সংস্কৃতির নানা দিগন্ত আপনাদের চোখের সামনে তুলে ধরা হলো। তা থেকে শ্রীচৈতন্যের লীলাবিষয়ক নানাদিক যেমন পাবেন তেমনি নবদ্বীপের চাল-চিত্রও জানতে পারবেন।
- বাঙলা ভাষায় জীবনী-সাহিত্য রচনার প্রথম দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে রচিত চৈতন্য কাব্যগুলি। অবতার রূপে পূজিত চৈতন্যদেবের জীবনীকে কেন্দ্র করে কয়েকখানি সংস্কৃত জীবনীগ্রন্থ ও নাটক, স্তোত্রকাব্য রচিত হয়। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ 'গৌরাঙ্গবিষয়ক' পদাবলীও রচনা করেছেন। এসব বাদে চৈতন্য জীবনী অবলম্বনে বাঙলা সাহিত্যের সুপরিচিত গ্রন্থাদি হলো—বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দদাসের কড়চা, চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গ বিজয়। তবে আলোচ্য পাঠে সুপরিচিত, জনপ্রিয় ও চৈতন্য জীবনী গ্রন্থাদির প্রেরণাদাতা বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করে নিয়ে তাঁর সৃষ্টির নির্দিষ্ট কাব্যাংশের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪৬.২ প্রস্তাবনা

এই পাঠে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর 'আদিখণ্ডে'র নবদ্বীপলীলা অংশগুলির বিস্তৃত বিবরণ আছে। আদিখণ্ডের ঘটনাবিন্যাস নিম্নরূপ—

১। প্রথম অধ্যায় — মঙ্গলাচরণ ও লীলাসূত্র বর্ণন।

২। দ্বিতীয় অধ্যায় — শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র জন্মবর্ণন।

৩। তৃতীয় অধ্যায় — নামকরণ ও চাপল্যবিলাসাদি বর্ণন।

৪। চতুর্থ অধ্যায় — শৈশব ক্রীড়া বর্ণন।

৫। পঞ্চম অধ্যায় — শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস বর্ণন।

৬। ষষ্ঠ অধ্যায় — প্রভুর উপনয়ন ও পাঠাভ্যাসাদি বর্ণন এবং শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থযাত্রাদি কথন।

৭। সপ্তম অধ্যায় — ঈশ্বর পুরী মিলন।

৮। অষ্টম অধ্যায় — শ্রীগৌরাঙ্গের নগর ভ্রমণ বর্ণন।

৯। নবম অধ্যায় — দিগ্‌বিজয়ী বিমোচন।

১০। দশম অধ্যায় — বিষ্ণুপ্রিয়ার পরিচয় বর্ণন।

১১। একাদশ অধ্যায় — শ্রী হরিদাস মহিমাবর্ণন।

১২। দ্বাদশ অধ্যায় — গয়াভূমি গমন বর্ণন।

বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ তিনখণ্ডে রচিত— ১। আদিখণ্ড, ২। মধ্যখণ্ড, ৩। অন্ত্যখণ্ড।

আদিখণ্ড — শ্রীচৈতন্যদেবের গয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত, মধ্যখণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণে পরিসমাপ্তি, অন্ত্যখণ্ডে গৌড়ীয় ভক্তদের মিলন ও গুণ্ডিচাযাত্রা মহোৎসব পর্যন্ত বর্ণিত। আদি ও মধ্যখণ্ডটি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হলেও অন্ত্যখণ্ডটি যেন হঠাৎ থেমে গেছে। কাব্যখানির এটি একটি ত্রুটি।

তবে আদিখণ্ডের নবদ্বীপে গৌরাঙ্গলীলার বর্ণনা সহজ সরল পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয়। শ্রীচৈতন্যের বাল্য ও কৈশোরলীলার বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস বাস্তবতা ও লোকচরিত্রজ্ঞানের যে পরিচয় দিয়েছেন তেমনটি অন্য কোনো চৈতন্যজীবনীকার দিতে পারেননি।

চৈতন্যদেবের জীবনের অধিকাংশ উপাদান গুরুনিত্যানন্দ দাসের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেও আলোচ্য পাঠের চৈতন্যের বাল্য-কিশোরলীলার নানা তথ্যাদি গদাধর ও অদ্বৈত প্রভুর কাছ থেকে হয়তো বৃন্দাবনদাস শুনেছিলেন বলে অনেক গবেষকের ধারণা। তাছাড়া মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত কাব্য—‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্’ যা ‘মুরারি গুপ্তের কড়চা’ নামে পরিচিত কাব্যগ্রন্থের ভাগবতলীলার প্রভাবও নবদ্বীপ লীলা অংশে দেখা যায়। তাছাড়া এই অংশের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভাগবত থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম থেকে শৈশবের ক্রীড়াদি বর্ণিত আছে। এই বর্ণনার মধ্যে চৈতন্যের লীলার পাশাপাশি নবদ্বীপের সমাজ চিত্র, ঐতিহাসিক নানা তথ্যাদির সঙ্গে অলৌকিকতার সমন্বয়ও দেখতে পাবেন। মধ্যযুগের দলিলরূপে চৈতন্য ভাগবত চিহ্নিত। তিনটি অধ্যায় পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা ও তৎকালীন সমাজ জীবনের চালচিত্র নিয়ে ভাবতে পারবেন এবং নিজের ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারবেন।

৪৬.৩ মূলপাঠ ঃ চৈতন্যভাগবত — আদিখণ্ড — বৃন্দাবনদাস (২য় থেকে ৪র্থ অধ্যায়)

দ্বিতীয় অধ্যায়

জয় জয় জয় প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জগন্নাথ-পুত্র মহামহেশ্বর।। ১
জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের শরণ।। ২
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়।। ৩
পুনঃ ভক্ত সঙ্গে প্রভুপদে নমস্কার।
স্ফুরুক জিহ্বায়ে গৌরচন্দ্র-অবতার।। ৪
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দ।। ৫
অভিজ্ঞতাতত্ত্ব দুই প্রভু আর ভক্ত।
তথাপি কৃপায়ে তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত।। ৬
ব্রহ্মাদির স্ফূর্তি হয়ে কৃষ্ণের কৃপায়ে।
সর্বশাস্ত্র বেদে ভাগবতে এই গায়ে।। ৭
পূর্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে।
তথাপিহ শক্তি নাহি কিছুই দেখিতে।। ৮
তবে যবে সর্বভাবে লইল শরণ।
তবে প্রভু কৃপায়ে দিলেন দরশন।। ৯
তবে কৃষ্ণকৃপায়ে স্ফুরিলা সরস্বতী।
তবে সে জানিল সর্ব অবতার স্থিতি।। ১০
হেন কৃষ্ণচন্দ্রের দূর্জ্ঞেয় অবতার।
তান কৃপা বিনে কার শক্তি জানবার।। ১১
অচিন্ত্য অগম্য কৃষ্ণ অবতার-লীলা।
সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনি বুলিলা।। ১২
কোন হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার।। ১৩
তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কহে।
তাহি লেখি যে নিমিত্তে অবতার হয়ে।। ১৪
ধর্ম পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে।। ১৫
সাধুজন-রক্ষা দুষ্ট-বিনাশ কারণে।
ব্রহ্মাদি প্রভুর পায়ে করে বিজ্ঞাপনে।। ১৬
তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীতে।। ১৭
কলিযুগে ধর্ম হয় হরিসঙ্কীর্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।। ১৮
এই কহে ভাগবতে সর্ব তত্ত্বসার।
কীর্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার।। ১৯
কলিযুগে সর্ব যজ্ঞ হরিসঙ্কীর্তন।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্যনারায়ণ।। ২০
কলিযুগে সংকীর্তনধর্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব পরিকরে।। ২১
প্রভুর আজ্ঞায়ে আগে সর্ব পরিকরে।
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ ভিতরে।। ২২
কি অনন্ত কি শিব কি বিরিঞ্চি ঋষিগণ।
যত অবতারে পার্ষদ-আত্মগণ।। ২৩
ভাগবতরূপে জন্ম হইল সবার।
কৃষ্ণ সে জানেন যার অংশে জন্ম যার।। ২৪
কার জন্ম নবদ্বীপ কার চাটিগ্রামে।
কেহ রাঢ় ওড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে।। ২৫

নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন।। ২৬
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার।। ২৭
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুনে নাই।
যহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি।। ২৮
সর্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে।
কোন মহাপ্রিয় বসে জন্মঃঅন্যস্থানে।। ২৯
শ্রীবাস পন্ডিত আর শ্রীরাম পন্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেবে ত্রৈলোক্যপূজিত।। ৩০
ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার।। ৩১
পুন্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণবপ্রধান।
চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম।। ৩২
চাটিগ্রামে হইল তা সবার পরকাশ।
বুঢ়নে হইল অবতীর্ণ হরিদাস।। ৩৩
রাঢ়মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যহি অবতীর্ণ নিত্যনন্দ ভগবান।। ৩৪
হাড়াই পন্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্বপিতা তানে করি পিতা ব্যাজ।। ৩৪
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম।। ৩৫
মহাজয়ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণে কৈলেন তখন।। ৩৬
সেইদিন হৈতে রাঢ়মন্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গাল।। ৩৭
ত্রিহোতে পরমানন্দ-পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যার সঙ্গে একত্র বিলাস।। ৩৮
গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন অশোচ্য দেশেতে।। ৩৯
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেন জন্মায়েন দূরে।। ৪০
যে যে দেশে গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জিত
যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেরা কদাচিত।। ৪১
যে সব জীবের কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া।। ৪২
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন স্বীকার।। ৪৩
শোচ্যদেশে শোচ্যকুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবার করে ত্রাণ।। ৪৪
যে দেশে যে কুলে ভাগবত অবতারে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তারে।। ৪৫
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়।। ৪৬
অতএব সর্ব দেশে নিজ ভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য নারায়ণ।। ৪৭
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সবে হইলা মিলন।। ৪৮
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার।। ৪৯
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যদি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি।। ৫০
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সংপূর্ণ করি থুইলেন তথা।। ৫১
নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।। ৫২

ত্রিবিধ বসয়ে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ।। ৫৩
সবে মহাঅধ্যাপক কবি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে।। ৫৪
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়।। ৫৫
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়।। ৫৬
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্বলোকে সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহাররসে।। ৫৭
কৃষ্ণনামভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার।। ৫৮
ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচন্ডীর গীত করে জাগরণে।। ৫৯
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।। ৬০
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়।। ৬১
যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব।
তাহাণাও না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব।। ৬২
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে বন্ধি মবে।। ৬৩
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বিনা গুণ করি না করে কথন।। ৬৪
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী-অভিমানী
তা সবার মুখেও নাহিক হরিধ্বনি।। ৬৫
অতিবড় সুকৃতী সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুন্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়।। ৬৬
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়।। ৬৭

এই মত বিষ্ণুমায়ামোহিত সংসার।
দেখি ভক্তসব দুঃখ ভাবেন অপার।। ৬৮
কেমতে এ জীব সব হইবে উদ্ধার।
বিষয়সুখেতে সব মজিল সংসার।। ৬৯
বুলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান।। ৭০
স্বকার্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন।। ৭১
সবে মেলি জগতেরে করে আশীর্বাদ।
শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সবারে প্রসাদ।। ৭২
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রণ্য।
অদ্বৈত আচার্য নাম সর্বলোকে ধন্য।। ৭৩
জ্ঞানভক্তিবৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর।। ৭৪
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র পরচার।
সর্বত্র বাখানে কৃষ্ণপদভক্তি সার।। ৭৫
তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মরাতুকুলে।। ৭৬
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মান্ডভেদী বৈকুণ্ঠেতে বাজে।। ৭৭
যে প্রমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবশে আপনেই হইলা সাক্ষাৎ।। ৭৮
অতএব অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
অভিযোগশূন্য লোক দেখি দুখঃ পায়।। ৭৯
সকল সংসার মত্ত ব্যবহাররসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে।। ৮০
বাসলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে।
মদ্যমাংস দিঞা কেহ যক্ষপূজা করে।। ৮১
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরমমঙ্গল।। ৮২

কৃষ্ণশূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষত অদ্বৈত মনে পায়ে বড় দুঃখ।। ৮৩
স্বভাবেই অদ্বৈতের কারুণ্যহৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়।। ৮৪
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার।। ৮৫
তবে শ্রীঅদ্বৈতসিংহ আমার বড়াঞিঃ।
বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখাও এথাই।। ৮৬
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সর্ব জীব উদ্ধারিয়া।। ৮৭
নিরবধি এইমত সংকল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একচিত্ত হঞা।। ৮৮
অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সেই প্রভু কহিয়া আছেন বার বার।। ৮৯
সেই নবদ্বীপে বৈসে পন্ডিত শ্রীবাস।
যাহার মন্দিরে হৈল চৈতন্যবিলাস।। ৯০
সর্বকাল চারি ভাই গায়ে কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান।। ৯১
নিগূঢ়ে অনেক তারা বৈসে নদীয়ায়।
পূর্বেই জন্মিলা সবে চৈতন্য-আজ্ঞায়।। ৯২
শ্রীচন্দ্রশেখর জগদীশ গোপীনাথ।
শ্রীমান্ মুরারি শ্রীগরুড় গঙ্গাদাস।। ৯৩
একত্রে বুলিতে হয় পুস্তক বিস্তার।
কথার প্রস্তাবে নাম লৈব জানি যার।। ৯৪
সবেই স্বধর্মপর সবেই উদার।
কেহ কার না জানেন নিজ-অবতার।। ৯৫
বিষ্ণুভক্তিশূন্য দেখি সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকার।। ৯৬
কৃষ্ণকথা শুনিবেক হেন নাহি জন।
আপনা আপনি সবে করেন কীর্তন।। ৯৭
দুই চারি দন্ড থাকি অদ্বৈত-সভায়।
কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে সবার দুঃখ যায়।। ৯৮
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণে।
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দনে।। ৯৯
সকল বৈষ্ণব মেলি আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণীমাত্র কারে কেহ নারে বুঝাইতে।। ১০০
দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণ ছাড় দীর্ঘশ্বাস।। ১০১
কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য কেন নবা ক্রন্দন।
কারে বা বৈষ্ণব বুলি কিবা সংকীর্তন।। ১০২
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র আশে।
সকল পাষন্ড মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে।। ১০৩
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে।। ১০৪
শুনিয়া পাষন্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উচ্ছাদ।। ১০৫
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার।। ১০৬
কেহ বলে এ বামন এই গ্রাম হইতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই বেলাই নিঞা স্রোতে।। ১০৭
এ বামন ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবেক বল।। ১০৮
এই মত বোলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি কৃষ্ণ বুলি কান্দে ভাগবতগণ।। ১০৯
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব বৈষ্ণবেরে বোলে।। ১১০
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্বনয়নগোচর।। ১১১
সবে উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সবা লঞা।। ১১২

যবে নাহি পারোঁ তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে।। ১১৩
পাষন্ডী কাটিয়া কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর মুঞি তাঁর দাস।। ১১৪
এইমত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ।
সংকল্প করিয়া পূজে শ্রীকৃষ্ণচরণ।। ১১৫
ভক্ত সব নিরবধি একচিত্ত হঞা।
পূজে কৃষ্ণপাদ পদ্ম ক্রন্দন করিয়া।। ১১৬
সর্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ।
কোথাও না শুনে ভক্তিযোগের কথন।। ১১৭
কেহ দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে।
কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে।। ১১৮
অন্ন ভালোমতে কারো না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুখে।। ১১৯
ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ।
অবতরিবারে প্রভু হইলা উদ্যোগ।। ১২০
ঈশ্বর-আজ্ঞায়ে আগে শ্রীঅনন্তধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম।। ১২১
মাঘমাসে শুক্ল ত্রয়োদশী শুভদিনে।
পদ্মাবতীগর্ভে একচাকা নাম গ্রামে।। ১২২
হাড়াই পন্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব-পিতা তানে করি পিতাব্যাজ।। ১২৩
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা ত্রাণ বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম।। ১২৪
মহাজয়ধ্বনি পুষ্প-বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিল তখন।। ১২৫
সেই দিন হৈতে রাঢ়মন্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল।। ১২৬
যে প্রভু পতিত জন নিস্তার করিতে।
অবধুতবেশ হই ভ্রমিলা জগতে।। ১২৭
অনন্তের প্রকাশ হইল হেনমতে।
ইবে শুন কৃষ্ণ অবতীর্ণ যেনমতে।। ১২৮
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ-মিশ্রবর।
বুদ্ধদেব প্রায় যেই ধর্মেতে তৎপর।। ১২৯
উদারচরিত্র ব্রাহ্মণ্যের সেই সীমা।
হেন নাহি যথা দিয়া করিব উপমা।। ১৩০
কি কশ্যপ দশরথ বসুদেব নন্দ।
সর্বময় তত্ত্ব জগন্নাথ-মিশ্রচন্দ্র।। ১৩১
তান পত্নী শচী নাম মহাপতিব্রতা।
মূর্তিবতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা।। ১৩২
বহু কন্যা পুত্রের হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ।। ১৩৩
বিষ্ণুরূপ-মূর্তি যেন অভিন্ন মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণীব্রাহ্মণ।। ১৩৪
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপে হইলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হৈল স্ফূর্তি।। ১৩৫
বিভক্তিশূন্য হইল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার।। ১৩৬
ধর্ম-তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে।
ভক্ত সব দুঃখ পায় জানিয়া অন্তরে।। ১৩৭
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান।
শচীজগন্নাথ-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান।। ১৩৮
জয় জয় ধ্বনি হৈলে অনন্ত-বদনে।
স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথ-মিশ্র শচী শুনে।। ১৩৯
মহাতেজ-মূর্তি হইলেন দুই জনে।
তথাপিহ লক্ষিতে না পারে অন্যগণে।। ১৪০
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্মা শিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া।। ১৪১
অতি-মহাবেদগোপ্য এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহি সর্বথা।। ১৪২

ভক্তি করি ব্রহ্মাদি দেবের শুন স্তুতি।
যে গোপ্য স্মরণে হয় কৃষ্ণে রতিমতি।। ১৪৩
জয় জয় মহাপ্রভু জনক সবার।
জয় জয় সংকীর্তনহেতু অবতার।। ১৪৪
জয় জয় বেদ-ধর্ম-সাধু-বিপ্রপাল।
জয় জয় অভক্তদমন মহাকাল।। ১৪৫
জয় জয় সর্ব সত্যময় কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহামহেশ্বর।। ১৪৬
যে তুমি অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচী গর্ভে করিলা প্রকাশ।। ১৪৭
তোমার যে ইচ্ছা কে বুঝিতে তার পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র।। ১৪৮
সকল সংসার যার ইচ্ছায় সংহারে।
সে কি কংস-রাবণ বধিতে বাক্যে নারে।। ১৪৯
তথাপিও দশরথ-বসুদেব ঘরে।
অবতীর্ণ হইয়া সে বধে তা সবারে।। ১৫০
এতেকে কে বুঝে প্রভু তোমার করণ।
আপনে সে জান তুমি আপনার মন।। ১৫১
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মান্ড পারে করিতে উদ্ধার।। ১৫২
তথাপিও তুমি সে আপনে অবতরি।
সর্ব ধর্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি।। ১৫৩
সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি।
তপধর্ম বুঝাও আপনে তপ করি।। ১৫৪
কৃষ্ণাজিন দন্ড কমন্ডলু জটাধারী।
ধর্মস্থাপ ব্রহ্মচারী রূপে অবতরী।। ১৫৫
ত্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হই যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞধর্ম।। ১৫৬
স্রুক্ স্রুব-হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সবারে লওয়াও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া।। ১৫৭
দিব্যমেঘ শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজাধর্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে।। ১৫৮
পীতবাস শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি।
পূজা কর মহারাজরূপে অবতীর।। ১৫৯
কলযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদগোপ্য সংকীর্তন ধর্ম।। ১৬০
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার।। ১৬১
মৎস্য-রূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহার।
কূর্মরূপে তুমি সব জীবের আধার।। ১৬২
হয়গ্রীবরূপরূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি দৈত্য দুই মধু কৈটভ সংহার।। ১৬৩
শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহরূপে কর হিরণ্য-বিদর।। ১৬৪
বলি ছল অপূর্ব বামনরূপ হই।
পরশুরামরূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী।। ১৬৫
রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ-সংহার।
হলধররূপে কর অনন্ত বিহার।। ১৬৬
বৌদ্ধরূপে দয়া-ধর্ম করহ প্রকাশ।
কল্কী রূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ।। ১৬৭
ধন্বন্তরী রূপে কর অমৃত পান।
হংসরূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বগান।। ১৬৮
শ্রীনারদরূপে বাণী ধরি কর গান।
ব্যাসরূপে কর নিজ তত্ত্বের আখ্যান।। ১৬৯
পূর্ব লীলালাবণ্য বৈকুণ্ঠ করি সঙ্গে।
কৃষ্ণরূপে গোকুলে করিলা বহুরঙ্গে।। ১৭০
এই অবতারে ভাগবত রূপ ধরি।
কীর্তন করিবা সর্বশক্তি পরচারি।। ১৭১
সংকীর্তন-পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেমভক্তির প্রচার।। ১৭২

কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সর্ব দাস।। ১৭৩
যে তোমার পাদপদ্মধ্যানে নৃত্য করে।
তা সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে।। ১৭৪
পদতালে খন্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্রে দশদিগ হয় সুনির্মল।। ১৭৫
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ননাশ।
হেন যশ হেন নৃত্য হেন তোর দাস।। ১৭৬
যে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাৎ হইয়া।
করিবা কীর্তন প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লঞা।। ১৭৭
এ মহিমা প্রভু বলিবারে কার শক্তি।
তুমি বিলাইবা বেদগোপ্য বিষ্ণুভক্তি।। ১৭৮
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি।
আমি সব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি।। ১৭৯
জগতের প্রভু তুমি দিবা হেন ধন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ।। ১৮০
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব যজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ।। ১৮১
এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়।
যেন আমা সবারে দেখিতে ভাগ্য হয়।। ১৮২
এত দিনে গঙ্গার পূরিল মনোরথ।
তুমি ক্রীড়া করিবে দেবীর অভিমত।। ১৮৩
যে তোমা যোগেশ্বর সবে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈবা নবদ্বীপ গ্রামে।। ১৮৪
নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচীজগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার।। ১৮৫
এই মত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে।। ১৮৬
শচী-গর্ভবাসে সর্ব ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ।। ১৮৭
অনন্ত ব্রহ্মান্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায়ে আসি মিলিলা সকল।। ১৮৮
সঙ্কীর্তন সহিতে প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার।। ১৮৯
ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শক্তি কায়।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায়।। ১৯০
সর্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরিকীর্তন।। ১৯১
অনন্ত অর্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
হরিবোল হরিবোল বুলি সবে ধায়।। ১৯২
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব নদীয়ায়ে।
ব্রহ্মান্ড পুরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়ে।। ১৯৩
অপূর্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ।
সবে বোলে নিরন্তর হউক গ্রহণ।। ১৯৪
সবে বোলে আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস।
না বুঝিয়ে কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ।। ১৯৫
গঙ্গাস্নানে চলিলেন সব ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দিগে হরিসঙ্কীর্তন।। ১৯৬
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জন।
সবে হরি হরি বোলে দেখিয়া গ্রহণ।। ১৯৭
হরিবোল হরিবোল সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মান্ড ব্যাপিলেক হরিধ্বনি।। ১৯৮
চতুর্দিগে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
জয়শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ।। ১৯৯
হেনই সময়ে সর্ব জগৎ-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন।। ২০০

।। ধ্যানশ্রী।।

রাহু-কবল ইন্দু প্রকাশ নাম সিন্ধু
কালিমর্দন বান্ধে বানা।। ২০১
পহুঁ ভেল পরকাশ ভুবন চতুর্দশ
জয় জয় পড়িল ঘোষণা।। ২০২
হো মাই দেখত গৌরচন্দ্র।
নদীয়ার লোক শোক সব নাশন
দিনে দিনে বাঢ়য়ে আনন্দ।। ধ্রু।। ২০৩
দুন্দুভি বাজে শত শঙ্খ গাজে
বাজে বেণু বিষাণ।। ২০৪
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মোর প্রভু রসানন্দ
বৃন্দাবনদাস গান।। ২০৫
জিনিয়া রবিকর শ্রীঅঙ্গ সুন্দর
নয়নে হেরই না পারি।। ২০৬
আয়ত লোচন ঈষৎ বঙ্কিম
উপমা নাহিক বিচারি।। ২০৭
আজু বিজয়ে গৌরাঙ্গ অবনিমন্ডলে
চৌদিগে শুনিয়া উল্লাস।। ২০৮
এক হরিধ্বনি আব্রহ্ম ভরি শুনি
গৌরাঙ্গ-চাঁদের পরকাশ।। ২০৯
চন্দনে উজ্জ্বল শ্রীবক্ষ-পরিসর
দোলনি তৈছে বনমাল।। ২১০
চাঁদ সুশীতল শ্রীমুখ-মন্ডল
আজানু বাহু বিশাল।। ২১১
দেখিয়া চৈতন্য ভুবনে ধন্য ধন্য
জয় জয় উঠয়ে নাদ।। ২১২
কোই নাচত কোই গায়ত
কলি হইলা হরিষবিষাদ।। ২১৩
চারি বেদ শির মুকুট চৈতন্য
পরম মূঢ় নাহি জানে।। ২১৪
শ্রীচৈতন্য-নিতাই ঠাকুর পদযুগে
বৃন্দাবনদাস রস গানে।। ২১৫

।। পঠমঞ্জরী রাগ।।

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ দিগে উঠিল আনন্দ।। ২১৬
রূপে কোট মদন জিনিয়া।
হাসে নিজ কীর্তন শুনিঞা।। ২১৭
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজচিহ্ন সব দেখি।। ২১৮
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে।
সব অঙ্গে জগমন লোভে।। ২১৯
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ।। ২২০
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস রস গান।। ২২১

।। মঙ্গলনট রাগ।।

চৈতন্য অবতার শুনিঞা দেবগণে রে।
উঠিল পরম মঙ্গল রে।। ২২২
সকল তাপহর শ্রীমুখচন্দ্র দেখি।
আনন্দে হইল বিহ্বল।। ধ্রু।। ২২৩

অনন্ত ব্রহ্মা শিব- আদি যত দেব
সবেই নবরূপ ধরি রে আ।। ২২৪
গায়েন হরি হরি গ্রহণ ছল করি
লক্ষিতে কেহ নাহি পারি রে।। ২২৫

দশ দিগে ধায়ে লোক নদীয়ায়ে
বুলিলা উচ্চ হরি হরি রে আ।। ২২৬
মানুষে দেবে মেলি এক ঠাই করে কেলি
আনন্দে নবদ্বীপ পুরি রে।। ২২৭
শচীর অঙ্গনে সকল দেবগণে
প্রণাম হইয়া পড়িল রে আ।। ২২৮
গ্রহণ-অন্ধকারে লক্ষিতে কেহ নারে
দূর্জ্ঞেয় চৈতন্যখেলা রে।। ২২৯
কেহ পঠে স্তুতি কার হাতে ছাতি
কেহ চামর ঢুলায় রে।। ২৩০
পরম হরিষে কেহ পুষ্প বরিষে
কেহ নাচে গায়ে বায়ে রে।। ২৩১
সকল ভক্ত সঙ্গে করি আইলা গৌরহরি
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।। ২৩২
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ মোর প্রভু আনন্দকন্দ
বৃন্দাবনদাস গানে রে।। ২৩৩
দুন্দুভি ডিণ্ডিম হরি জয়ধ্বনি
গায়ে মধুর রসাল রে।। ২৩৪
বেদের অগোচরে আজি ভৈটব
বিলম্বে নাহি আর কাল রে।।ধ্রু।। ২৩৫
আনন্দে ইন্দ্রপুরে মঙ্গল কোলাহল
সাজ সাজ বলি সাজ রে।। ২৩৬
বহু পুণ্যভোগ্যে চৈতন্য আওল
নবদ্বীপ মাঝ রে।। ২৩৭
অন্যোন্য আলিঙ্গান চুম্বন ঘন ঘন
লাজ কেহ না মানে রে।। ২৩৮
নদীয়া-পুরন্দর জনম উল্লাসে
আপন-পর নাহি জান রে।। ২৩৯
দেখিল শচীগৃহে গৌরাঙ্গসুন্দর
একত্র যৈছে কোটি চান্দ রে।। ২৪০
মানুষরূপ ধরি গ্রহণ ছল করি
বোলায়ে উচ্চ হরিনাম রে।। ২৪১
সকল শক্তি সঙ্গে আইলা গৌরচন্দ্র
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।। ২৪২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ
ভালে বৃন্দাবনদাস গানে রে।। ২৪৩

তৃতীয় অধ্যায়

হেনমতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরিসঙ্কীর্তন করিয়া প্রচার।। ১
চতুর্দিগে ধায়ে লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে হরিবোলে যায়েন ডাকিয়া।। ২
যার মুখে জন্মেও না বোলে হরি নাম।
সেই হরি বুলি যায়ে করি গঙ্গাস্নান।। ৩
দশ দিগ পূর্ণ হই শুনি হাসে দ্বিজমণি।
শচী জগন্নাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ।। ৪
দুই জন হইলেন আনন্দস্বরূপ।
কি বিধি করিব ইহা কিছুই না স্ফুরে।। ৫
আথে ব্যথে নারীগণ জয় জয় পূরে।
ধাইয়া আইলা সবে যত আপ্তগণ।। ৬
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন।
শচীর জনক চক্রবর্তী নীলাম্বর।। ৭
প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর।
মহারাজলক্ষণ সকল লগ্নে কহে।। ৮
রূপ দেখি চক্রবর্তী হইল বিস্ময়ে।
বিপ্ররাজ গৌড়ে হইবেক হেন আছে।। ৯

বিপ্র বোলে সেই বা জানিব তাহা পাছে।
মহাজ্যোতির্ব্বিদ বিপ্র সবার অগ্রেতে।। ১০
লগ্ন-অনুরূপ কথা লাগিল কহিতে।
লগ্নে যত দেখিল বালকের মহিমা।। ১১
রাজা হেন বাক্যে তারে দিতে নারে সীমা।
বৃহস্পতি জিনিয়া হইব বিদ্যাবান।। ১২
অল্পেই হইব সর্ব গুণের নিধান।
সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।। ১৩
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম কহয়ে কথন।
বিপ্র বোলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।। ১৪
ইহা হৈতে সর্ব ধর্ম হইবে স্থাপন।
ইহা হৈতে হইবেক অপূর্ব প্রচার।। ১৫
এ শিশু করিবে সর্ব জগৎ উদ্ধার।
ব্রহ্মা শুক যাহা বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ।। ১৬
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্বজন।
সর্বভূত-দয়ালু নির্বেদ দরশনে।। ১৭
সর্ব জগতে প্রীত হইব ইহানে।
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।। ১৮
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ।
অনন্ত ব্রহ্মান্ড কীর্তি গাইব ইহান।। ১৯
বৃদ্ধ আদি এ শিশুরে করিবে প্রণাম।
ভাগবতধর্ম্মময় ইহান শরীর।। ২০
দেব-দ্বিজ-গুরু পিতৃমাতৃভক্ত ধীর।
বিষ্ণু যেন অবতরী লওয়ায়েন ধর্ম।। ২১
সেই মত এ শিশু, করিবে সর্ব কর্ম।
লগ্নে যত কহে শুভমঙ্গল ইহান।। ২২
কার শক্তি আছে তাহা করিতে আখ্যান।
ধন্য তুমি মিশ্র পুরন্দর ভাগ্যবান।। ২৩
এ নন্দন যারে তারে রহুক প্রণাম।
হেন কোষ্ঠী গণিয়াও আমি ভাগ্যবান।। ২৪
শ্রীবিশ্বম্ভর নাম হইব ইহান।
ইহানে বুলিব লোক নবদ্বীপচন্দ্র।। ২৫
এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ।
হেন রসে পাছে হয়ে দুঃখের প্রকাশ।। ২৬
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস।
শুনি জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রের আখ্যান।। ২৩
আনন্দে বিহ্বল বিপ্র দিতে চাহে দান।
কিছু নাহি সুদরিদ্র তথাপি আনন্দে।। ২৪
বিপ্রের চরণ ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে।
সেও বিপ্র কান্দে জগন্নাথ-পায়ে ধরি।। ২৫
আনন্দে সকলগণ বোলে হরি হরি।
দিব্য কোষ্ঠী শুনি যত বান্ধব সকল।। ২৬
জয় জয় দিয়া সবে করেন মঙ্গল।
ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকর।। ২৭
মৃদঙ্গ সানাই বংশী বাজয়ে অপার।
দেবস্ত্রীয়ে নরস্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।। ২৮
দেব নরে একত্রে হইল ভালমতে।
দেবমাতা সব হাতে ধান্যদূর্বা লঞা।। ২৯
হাসি দেন প্রভু শিরে চিরায়ু বুলিয়া।
চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ।। ৩০
অতএব চিরায়ু বুঁলিয়া হৈল হাস।
অপূর্বসুন্দরী সব শচী দেবী দেখে।। ৩১
বার্তা জিজ্ঞাসিতে কারো না আইসে মুখে।
শচীর চরণধূলি লয়ে দেবীগণ।। ৩২
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন।
কি আনন্দ হইল সে জগন্নাথ-ঘরে।। ৩৩

বেদে অনন্ত তাহা নারে বর্ণিবারে।
লোকে বোলে শচীগৃহে সর্ব নদীয়ায়ে।। ৩৪
যে আনন্দ হইল তাহা কহন যা যায়ে।
কি নগরে কি চত্বরে কি গঙ্গার তীরে।। ৩৫
নিরবধি লোকে হরি হরিধ্বনি করে।
জন্মযাত্রা-মহোৎসব নিশায়ে গ্রহণে।। ৩৬
আনন্দ করেন কেহ মর্ম নাহি জানে।
চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।। ৩৭
ব্রহ্মাদিও এ তিথি করেন আরাধনা।
পরম পবিত্র তিথি ভক্তিস্বরূপিণী।। ৩৮
যহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি।
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘ শুক্লত্রয়োদশী।। ৩৯
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।
সর্ব যাত্রামঙ্গল এ দুই পুণ্যতিথি।। ৪০
সর্ব শুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি।
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।। ৪১
কৃষ্ণভক্তি হয় খন্ডে অবিদ্যাবন্ধন।
ঈশ্বরের জন্মতিথি যেহেন পবিত্র।। ৪২
বৈষ্ণবের সেই জন্মতিথির চরিত্র।
গৌরচন্দ্র আবির্ভাব শুনে যেই জনে।। ৪৩
কভু দুঃখ নহে তার জন্মে বা মরণে।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তিফল ধরে।। ৪৪
জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে।
আদিখন্ড কথা বড় শুনিতে সুন্দর।। ৪৫
যঁহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর।
এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।। ৪৬
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ।
চৈতন্যকথার আদি অন্ত নাহি দেখি।। ৪৭
তাহান কৃপায়ে যে বোলায়ে তাহা লেখি।
ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্দ্রপদে নমস্কার।। ৪৮
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।। ৪৯
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান।
।। ইতি আদি খন্ডে তৃতীয় অধ্যায়।।

চতুর্থ অধ্যায়

জয় জয় কমলনয়ন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ।। ১
হেন শুভদৃষ্টি প্রভু কর অমায়ায়ে।
অহর্নিশি চিত্ত যেন বসয়ে তোমায়ে।। ২
হেনমতে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
শচীগৃহে দিনে দিনে বাড়য়ে আনন্দ।। ৩
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
আনন্দসাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ।। ৪
ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম।। ৫
যত আপ্তবর্গ আছে সর্বে পরিকরে।
অহর্নিশি সবে থাকি বালক আবরে।। ৬
কেহ বিষ্ণুরক্ষা কেহ দেবীরক্ষা পড়ে।
মন্ত্র পড়ি ঘরে কেহ চারি দিগ বেড়ে।। ৭
তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণে।। ৮
পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন।। ৯
সর্বলোকে আবরিয়া থাকে সর্বক্ষণ।
কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ।। ১০

কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সম্ভায়ে।
ছায়া দেখি সবে বোলে এই চোরা যায়ে।। ১১
নরসিংহ নরসিংহ কেহ করে ধ্বনি।
অপরাজিতার স্তোত্র কারো মুখে শুনি।। ১২
নানা মন্ত্রে কেহ দশ দিগ বন্ধ করে।
উঠিলা পরম কলরব শচী-ঘরে।। ১৩
প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায়।
সবে বোলে এইমতে আসিয়া পলায়।। ১৪
কেহ বলে ধর ধর এই চোরা যায়ে।
নৃসিংহ নৃসিংহ কেহ ডাকয়ে সদায়ে।। ১৫
কোন ওঝা বোলে আজি এড়াইলি ভাল।
না জানিস নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল।। ১৬
সেইখানে থাকি দেবগণ অলক্ষিতে।
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে।। ১৭
বালক-উত্থান পর্বে যত নারীগণ।
শচী সঙ্গে গঙ্গাস্নানে করিলা গমন।। ১৮
বাদ্য গীত কোলাহলে করি গঙ্গাস্নান।
আগে গঙ্গা পূজি তবে গেলা ষষ্ঠী-স্থান।। ১৯
যথাবিধি পূজি সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ।। ২০
খই কলা তৈল সিন্দূর গুয়া পান।
সবারে দিলেন আনি করিয়া সম্মান।। ২১
বালকেরে আশীষিয়া সর্ব নারীগণ।
চলিলেন গৃহে বন্দি আইর চরণ।। ২৩
হেনমতে বৈসে প্রভু আপন লীলায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়।। ২৪
করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্তন।
এতদর্থে করে প্রভু শয়নে রোদন।। ২৫
যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃ পুনঃ করি করয়ে ক্রন্দন।। ২৬
হরি হরি বলি যদি ডাকে সর্ব জনে।
তবে প্রভু হাসি চায় শ্রীচন্দ্রবদনে।। ২৭
জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্বগণ মেলি।
সদাই বলেন হরি দিয়া করতালি।। ২৮
আনন্দে করয়ে সবে হরিসঙ্কীর্তন।
হরিনামে পূর্ণ হইল শচীর ভবন।। ২৯
এইমতে প্রভু বৈসে জগন্নাথ-ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিথারে।। ৩০
বিথারিয়া সকল পেলায় চারি ভিতে।
সর্ব ঘর ভরে তৈল দুগ্ধ ঘোল ঘৃতে।। ৩১
জননী আইসে হেন জানিয়া আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে।। ৩২
হরি হরি বলিয়া সান্ত্বনা করে মায়।
ঘরে দেখি সর্ব দ্রব্য গড়াগড়ি যায়।। ৩৩
কে পেলিল সর্ব গৃহে ধান্য চালু মুদ্‌গ।
ভান্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ।। ৩৪
সবে চারি মাসের বালক আছে ঘরে।
কে পেলিল হেন কেহ লখিতে না পারে।। ৩৫
সর্ব পরিজন আসি মিলিল তথায়।
মনুষ্যের চিহ্ন মাত্র কেহ নাহি পায়।। ৩৬
কেহ বলে দানব আসিয়াছিল ঘরে।
রক্ষা লাগি শিশুরে নারিল লংঘিবারে।। ৩৭
শিশু লংঘিবারে না পাঞা ক্রোধমনে।
অপচয় করি পলাইল কোন খানে।। ৩৮
মিশ্র জগন্নাথ দেখি চিত্তে বড় ধন্ধ।
দৈবে অপচয় দেখি না বলিল মন্দ।। ৩৯

বালক দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে।
এইমত প্রতিদিন করেন কৌতুক।। ৪০
নামকরণের কাল হইল সমুখ।
নীলাম্বর চক্রবর্তী আদি বিদ্যামান।। ৪১
সর্ব বন্ধুগণের হইল উপস্থাপন।
মিলিলা বিস্তর আসি প্রতিব্রতাগণ।। ৪২
লক্ষ্মী প্রায় দীপ্ত সবে সিন্দূরে ভূষণ।
নাম থুইবার সবে করেন বিচার।। ৪৩
স্ত্রীগণ বোলয়ে এক অন্যে বোলে আর।
ইহার অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাঞি।। ৪৪
শেষে যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাঞি।
বোলেন বিদ্বান সব করিয়া বিচার।। ৪৫
এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার।
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব দেশে দেশে।। ৪৬
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে।
জগৎ হইল সুস্থ ইহার জনমে।। ৪৭
পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিল নারায়ণে।
অতএব ইহার নাম শ্রীবিশ্বম্ভর।। ৪৮
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহার।
নিমাঞি যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।। ৪৯
সেই নাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্বজন।
সর্ব শুভক্ষণ নামকরণ সময়।। ৫০
গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণে পড়ায়।
দেবগণে নরগণে একত্র মঙ্গল।। ৫১
হরিধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা বাজায় সকল।
ধান্য পুথি খড়ি স্বর্ণ রজতাদি যত।। ৫২
ধরিয়া আনিয়া সবে কৈলা উপনীত।
জগন্নাথ বোলে শুন বাপ বিশ্বম্ভর।। ৫৩
যাহা চিত্তে লয় তাহা ধরহ সত্ত্বর।
সকল ছাড়িয়া প্রভু শচীর নন্দন।। ৫৪
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গান।
পতিব্রতাগণে জয় দেয় চারিভিত।। ৫৫
সবাই বলেন বড় হইবে পণ্ডিত।
সবে বলে শিশু বড় হইবে বৈষ্ণব।। ৫৬
অল্পে সকল শাস্ত্রের জানিবে অনুভব।
যে দিগে হাসিয়া প্রভু চান বিশ্বম্ভর।। ৫৭
আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর।
যে করয়ে কোলে সে এড়িতে নাহি জানে।। ৫৮
দেবের দুর্লভ কোলে করে নারীগণে।
প্রভু যেন কান্দে সেই ক্ষণে নারীগণ।। ৫৯
হাতে তালি দিয়া করে হরি সঙ্কীর্তন।
শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে।। ৬০
বিশেষে সকল নারী হরিধ্বনি করে।
নিরবিধ সবার বদনে হরিনাম।। ৬১
ছলে বোলায়েন প্রভু হেন ইচ্ছা তান।
তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম সিদ্ধ নহে।। ৬২
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে।
এইমতে করাইয়া নিজ সংকীর্তন।। ৬৩
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জানুগতি চলে প্রভু পরমসুন্দর।। ৬৪
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর।
পরম নির্ভয়ে সর্ব অঙ্গানে বিহরে।। ৬৫
কিবা অগ্নি সর্প যাহা দেখে তাহা ধরে।
একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।। ৬৬
ধরিলেন সর্প প্রভু বালকলীলায়।
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেঢ়িয়া।। ৬৭
ঠাকুর থাকিল সর্প উপরে শুয়িয়া।
আস্তেব্যস্তে সবে দেখি হায় হায় করে।। ৬৮

শূয়িয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে।
গরুড় গরুড় করি ডাকে সর্বজন।। ৬৯
পিতামাতা আদি ভয়ে করেন ক্রন্দন।
চলিলা অনন্ত শুনি সবার ক্রন্দন।। ৭০
পুনঃ ধরিবারে যান শ্রীশচীনন্দন।
ধরিয়া আনিয়া সবে করিলেন কোলে।। ৭১
চিরজীবী হও করি নারীগণ বোলে।
কেহ রক্ষা বান্ধে কেহ পড়ে স্তুতিবাণী।। ৭২
কেহ বিষ্ণুপাদোদক অঙ্গে দেয় আনি।
কেহ বলে বালকের পুনঃ জন্ম হৈল।। ৭৩
কেহ বলে জাতিসর্প তেঞিঃ না লঙ্ঘিল।
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সবারে চাহিয়া।। ৭৪
পুনঃ বলে যাউ সবে আনিল ধরিয়া।
ভক্তি করি এ সকল বেদগোপ্য শুনে।। ৭৫
সংসারভুজঙ্গ তারে না করে লংঘনে।
এইমত দিনে দিনে শ্রীশচন্দন।। ৭৬
হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনভ্রমণ।
জিনিয়া কন্দর্প কোটি সর্বাঙ্গের রূপ।। ৭৭
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ।
সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।। ৭৮
কমলনয়ন যেন গোপালের বেশ।
আজানুলম্বিত ভুজ অরুণ অধর।। ৭৯
সকল লক্ষণযুক্ত বক্ষ পরিসর।
সহজে অরুণ-গৌর দেহ মনোহর।। ৮০
বিশেষে অঙ্গুলি কর চরণ সুন্দর।
বালক স্বভাবে প্রভু যদি চলি যায়।। ৮১
রক্ত পড়ে হেন দেখি মায়ে ত্রাস পায়।
দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।। ৮২
নির্ধন তথাপি দোঁহে মহা আনন্দিত।
কানাকানি করে দোঁহে নির্জনে বসিয়া।। ৮৩
কোন মহাপুরুষ বা জন্মিল আসিয়া।
হেন বুঝি সংসারদুঃখের হইল অন্ত।। ৮৪
জন্মিল আমার ঘরে হেন গুণবন্ত।
এমত শিশুর রীতি কোথাও না শুনি।। ৮৫
নিরবধি নাচে হাসে শুনি হরিধ্বনি।
তাবৎ ক্রন্দন করে প্রবোধ না মানে।। ৮৬
বড় হরি হরি ধ্বনি যাবৎ না শুনে।
ঊষাকাল হইতে সকল নারীগণ।। ৮৭
বালক বেড়িয়া সবে করেন কীর্তন।
হরি বলি নারীগণ দেয় করতালি।। ৮৮
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ধূসর।। ৮৯
হাসি উঠে জননীর কোলের উপর।
হেন অঙ্গভঙ্গী করে নাচে গৌরচন্দ্র।। ৯০
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ।
হেনমতে শিশুভাবে হরিসংকীর্তন।। ৯১
করায়েন প্রভু নাহি বুঝে অন্য জন।
নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘর বাহিরে।। ৯২
পরম চঞ্চল কেহ ধরিতে না পারে।
একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।। ৯৩
খই কলা সন্দেশ যাহা দেখে তাহা চায়।
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম মোহন।। ৯৪
যে জন না চিনে সে দেয় ততক্ষণ।
সবেই সন্দেশ কলা দেয়েন প্রভুরে।। ৯৫
পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে।
যে সকল স্ত্রীগণেতে গায় হরিনাম।। ৯৬
তা সবারে আনি প্রভু করেন প্রদান।
বালকের বুদ্ধি দেখি হাসে সর্বজন।। ৯৭
হাতে তালি দিয়া হরি বোলে অনুক্ষণ।
কি বিহানে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রি সন্ধ্যায়।। ৯৮

নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে।। ৯৯
প্রতি দিনে আপনে কৌতুকে চুরি করে।
কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে কারো ভাত খায়।। ১০০
হাড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়।
যার ঘরে শিশু থাকে তাহারে কান্দায়।। ১০১
কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়।
দৈবযোগে যদি কেহ পারে ধরিবারে।। ১০২
তবে তার পায়ে ধরি করে পরিহারে।
এবার ছাড়হ মোরে না আসিব আর।। ১০৩
আর যবে চুরি করোঁ দোহাই তোমার।
দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি সবাই বিস্মিত।। ১০৪
রুষ্ট নহে কেহ সবে করেন পিরিত।
নিজ পুত্র হইতেও সবে স্নেহ করে।। ১০৫
দরশনমাত্রে সর্ব চিত্তবিত্ত হরে।
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।। ১০৬
স্থির নহে এক ঠাঞি বুলয়ে সদায়।
এক দিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।। ১০৭
যুক্তি করে কার শিশু বেড়ায় নগরে।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখে দিব্য অলঙ্কার।। ১০৮
দুই চোরে হরিবারে চিন্তে পরকার।
বাপ বাপ বলি এক চোরে কৈল কোলে।। ১০৯
এতক্ষণ কোথা ছিলা আর চোর বলে।
ঝাট ঘরে আইস বাপ বলে দুই চোরে।। ১১০
হাসি কহে প্রভু চল চল যাই ঘরে।
আস্তেব্যস্তে দুই চোর কোলে করি ধায়।। ১১১
লোকে বলে যার শিশু সেই লঞা যায়।
অর্বুদ অর্বুদ লোক কে কারারে চিনে।। ১১২
মহাতুষ্ট চোর অলঙ্কার দরশনে।
কেহ ভাবে মনে মুঞি নিমু তাড়-বালা।। ১১৩
এইমত দুই চোর খায় মনকলা।
দুই চোর চলি যায় নিজ মর্মস্থানে।। ১১৪
স্কন্ধের উপরে হাসি যা নারায়ণে।
এক চোর বলে এই আইলাম ঘরে।। ১১৫
এই মত ভাণ্ডিয়া অনেক দূর যায়।
এথা যত জন সব চাহিয়া বেড়ায়।। ১১৬
কেহ বলে আইস আইস বাপ বিশ্বম্ভর
কেহ ডাকে নিমাঞি করিয়া উচ্চৈঃস্বর।। ১১৭
পরম আকুল হইলেন সর্ব জন।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন।। ১১৮
সবে সর্বভাবে গেলা কৃষ্ণের শরণ।
প্রভু লঞা যায় চোর আপন ভবন।। ১১৯
বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথের ঘরে আইল নিজঘর জ্ঞানে।। ১২০
চোর দেখে আইলাম নিজ মর্মস্থানে।
অলংকার হরিতে হইলা সাবধানে।। ১২১
চোর বলে নামো বাপ আইলাম ঘর।
প্রভু বোলে হয় হয় নামাও সত্বরে।। ১২২
যেখানে সকল গণে মিশ্র জগন্নাথ।
বিষাদ ভাবেন সবে শিরে দিয়া হাত।। ১২৩
মায়ামুগ্ধ চোর ঠাকুরের সেই স্থানে।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ ঘর জ্ঞানে।। ১২৪
নাম্বিলেই মাত্র প্রভু গেলা পিতৃকোলে।
মহানন্দ করি সবে হরি হরি বোলে।। ১২৫
সবার হইল অনির্বচনীয় রঙ্গ।
প্রাণ আসি দেহের হইল যেন সঙ্গ।। ১২৬

আপনার ঘর নহে দেখে দুই চোরে।
কোথা আসিয়াছি কিছু চিনিতে না পারে।। ১২৭
গন্ডগোলে কে কাহারে অবধান করে।
চারদিগে চাহি চোর পলাইল ডরে।। ১২৮
পরম অদ্ভুত দুই চোর মনে গণে।
চোর বলে ভেল্কী বা দিলেক কোন জনে।। ১২৯
চন্ডী রাখিলেন আজি দুই চোর বোলে।
সুস্থ হৈয়া দুই চোর কোলাকোলি করে।। ১৩০
পরমার্থে দুই চোর মহাভাগ্যবান।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান।। ১৩১
এথা সর্বগণ শেষে করিল বিচার।
কে আনিল দেখি বস্ত্র শিরে বান্ধি তার।। ১৩২
কেহ বোলে দেখিলাম লোক দুই জন।
শিশু রাখি কোন দিগে করিল গমন।। ১৩৩
আমি আনিয়াছি কোন জন নাকি বোলে।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে পড়িলেন ভোলে।। ১৩৪
সবে জিজ্ঞাসেন বাপ কহত নিমাঞি।
কো তোমারে আনিল পাইয়া কোন ঠাঞি।। ১৩৫
প্রভু বোলে আমি গিয়াছিলাম গঙ্গাতীরে।
পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে।। ১৩৬
তবে দুইজন আমা কোলেতে করিয়া।
কোন পথে এইখানে থুইল আনিয়া।। ১৩৭
সবে বলে মিথ্যা কভু নহে শিশুবাণী।
দৈবে রাখে শিশুবুদ্ধি অনাথ আপনি।। ১৩৮
এইমত বিচার করেন সর্বজনে।
বিষ্ণুমায়া-মোহে কেহ তত্ত্ব নাহি জানে।। ১৩৯
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি জানায়।। ১৪০
বেদগোপ্য এসব আখ্যান যেবা শুনে।
তার দৃঢ় ভক্তি হয় চৈতন্যচরণে।। ১৪১

হেনমতে আছে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
অলক্ষিতে বহুবিধ স্বপ্রকাশ করে।। ১৪২
একদিন ডাকি বোলে মিশ্র পুরন্দর।
আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর।। ১৪৩
বাপের বচন শুনি ধাঞা ঘরে যায়।
রুণুঝুণু করিতে নূপুর বাজে পায়।। ১৪৪
মিশ্র বলে কোথা শুনি নুপুরের ধ্বনি।
চতুর্দিগে চাহে দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।। ১৪৫
আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় হইল বাদ্য নূপুর মধুর।। ১৪৬
কি অদ্ভুত দুই জনে মনে মনে গণে।
বচন পা স্ফুরে দুই জনের বদনে।। ১৪৭
পুথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।
আর অদ্ভুত দেখে গৃহের মাঝেতে।। ১৪৮
সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন।। ১৪৯
আনন্দিত দোহে দেখি অপূর্ব চরণ।
দোহে হৈলা পুলকিত সজলনয়ন।। ১৫০
পাদপদ্ম দেখি দোহে করে নমস্কার।
দোহে বলে নিস্তারিনু জন্ম নাহি আর।। ১৫১
মিশ্র বলে শুন বিশ্বরূপের জননী।
ঘৃতপরমায় গিয়া রান্ধহ আপনি।। ১৫২
ঘরে যে আছেন দামোদর শালগ্রাম।
পঞ্চগব্যে সকালে করাব তানে স্নান।। ১৫৩
বুঝিলাম তিঁহো ঘরে বুলেন আপনি।
অতএব শুনিলাম নুপুরের ধ্বনি।। ১৫৪
এই মতে দুইজন পরম হরিষে।
শালগ্রাম পূজা করে প্রভু মনে মাসে।। ১৫৫
আর এক কথা শুন পরম অদ্ভুত।
যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথসুত।। ১৫৬

পরম সুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে করে তীর্থ পর্যটন।। ১৫৭
ষড়ক্ষর গোপালমন্ত্রের উপাসন।
গোপালের নৈবেদ্য বিনে না না করে ভোজন।। ১৫৮
দৈবভাগ্যযোগে তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাড়ীতে।। ১৫৯
কণ্ঠে বালগোপাল-ভূষণ শালগ্রাম।
পরমব্রহ্মণ্য তেজ অতি অনুপাম।। ১৬০
নিরবধি মুখে বিপ্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে।
অন্তরে গোবিন্দরস দুই চক্ষু ঢুলে।। ১৬১
দেখি জগন্নাথমিশ্র তেজ সে তাহার।
সম্ভ্রমে উঠিয়া করিলেন নমস্কার।। ১৬২
অতিথিব্যবহার ধর্ম্ম যেনমত হয়।
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয়।। ১৬৩
আপনে করিলা তার পাদপ্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন।। ১৬৪
সুস্থ হই যদি বসিলেন বিপ্রবর।
তবে তানে মিশ্র জিজ্ঞাসিল কোথা ঘর।। ১৬৫
বিপ্র বলে আমি উদাসীন দেশান্তরী।
চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্যটন করি।। ১৬৬
প্রণতি করিয়া মিশ্র বলেন বচন।
জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্যটন।। ১৬৭
বিশেষে আমার আজি পরম সৌভাগ্য।
আজ্ঞা দেহ রন্ধনের করি গিয়া কার্য।। ১৬৮
বিপ্র বলে কর মিশ্র যে ইচ্ছা তোমার।
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার।। ১৬৯
রন্ধনের স্থান উপস্করি ভালমতে।
দিলেন সকল সজ্জ রন্ধন করিতে।। ১৭০
সন্তোষে ব্রাহ্মণবর করিয়া রন্ধন।
বসিলেন কৃষ্ণেরে করিতে নিবেদন।। ১৭১
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দ।
মনে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন।। ১৭২
ধ্যানমাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর।
সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।। ১৭৩
ধূলায় ধূসর সর্ব অঙ্গ দিগম্বর।
অরুণনয়ন কর চরণ সুন্দর।। ১৭৪
হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইলেন করে।
এক গ্রাস খাইলেন দেখে বিপ্রবরে।। ১৭৫
হায় হায় করি ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে।
অন্নাশুচি করিলেক অবোধ বালকে।। ১৭৬
আসিয়া দেখেন জগন্নাথ মিশ্রবর।
ভাত খাই হাসে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।। ১৭৭
ক্রোধে মিশ্র ধাইয়া যায়েন মারিবারে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে।। ১৭৮
বিপ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্য।
কোন জ্ঞান বালকে মারিয়া কিবা কার্য।। ১৭৯
ফলমূল আদি গৃহে যে থাকে তোমার।
আনি দেহ আজি তাহা করিব আহার।। ১৮০
মিশ্র বলে মোরে যদি থাকে ভৃত্যজ্ঞান।
আরবার পাক কর করি দেঙ স্থান।। ১৮১
গৃহে আছে রন্ধনের সকল সম্ভার।
পুনঃ পাক কর তবে সন্তোষ আমার।। ১৮২
বলিতে লাগিলা সব বন্ধুবর্গ গণ।
আমা সব চাই তবে করহ রন্ধন।। ১৮৩
বিপ্র বলে যেই ইচ্ছা তোমা সবাকার।
করিব রন্ধন সর্বথায় পুনর্বার।। ১৮৪
হরিষ হইলা সবে বিপ্রের বচনে।
স্থান উপস্করিলেন সবে ততক্ষণে।। ১৮৫

রন্ধনের সজ্জ আনি দিলেন তুরিতে।
চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে।। ১৮৬
সবেই বলেন শিশু পরম চঞ্চল।
আরবার পাছে নষ্ট করয়ে সকল।। ১৮৭
রন্ধন ভোজন বিপ্র করেন যাবত।
আবারণ করি শিশু রাখহ তাবত।। ১৮৮
তবে শচীদেবী পুত্র কোলেতে করিয়া।
চলিলেন আর বাড়ী প্রভুরে লইয়া।। ১৮৯
সব নারীগণ বলে কেনেরে নিমাঞি।
এমন করিয়া কি বিপ্রের অন্ন খাই।। ১৯০
হাসিয়া বলেন প্রভু শ্রীচন্দ্রবদনে।
আমার কি দোষ বিপ্র ডাকিল আপনে।। ১৯১
সবেই বলেন অহে নিমাঞি ঢাঙ্গাতি।
কি করিব এবে সে তোমার গেল জাতি।। ১৯২
কোথাকার বিপ্র কোন কুলে কেবা চিনে।
তার ভাত খাইলে জাতি রহিল কেমনে।। ১৯৩
হাসিয়া কহেন প্রভু আমি সে গোয়াল।
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই চিরকাল।। ১৯৪
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়।
এত বলি হাসিয়া সবারে প্রভু চায়।। ১৯৫
ছলে নিজতত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
তথাপি না বুঝে কেহ হেন মায়া তান।। ১৯৬
সবেই হাসেন শুনি প্রভুর বচন।
বৃক্ষ হৈতে এড়িতে কাহার নাহি মন।। ১৯৭
হাসিয়া যায়েন প্রভু যে জনার কোলে।
সেই জন আনন্দসাগর মাঝে ভোলে।। ১৯৮
সেই বিপ্র পুনর্বার করিয়া রন্ধন।
লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন।। ১৯৯

ধ্যানে বসি গোপাল ভাবেন বিপ্রবর।
জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর।। ২০০
মোহিয়া সকল জনে অতি অলক্ষিতে।
আইলেন বিপ্রস্থানে হাসিতে হাসিতে।। ২০১
অলক্ষিতে এক মুষ্টি অন্ন লঞা করে।
খাইয়া চলিলা প্রভু দেখে বিপ্রবরে।। ২০২
হায় হায় করিয়া উঠিল বিপ্রবর।
ঠাকুর খাইয়া ভাত দিল এক রড়।। ২০৩
সম্ভ্রমে আসিল মিশ্র হাতে বাড়ি লঞা।
ক্রোধে ঠাকুরের লৈয়া যায় খেদাড়িয়া।। ২০৪
মহাভয়ে প্রভু পলাইল এক রড়ে।
ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি তর্জ গর্জ করে।। ২০৫
মিশ্র বলে আজি দেখ করোঁ তোর কার্য।
তোর মতে পরম অবোধ আমি আর্য।। ২০৬
হেন মহাচোর শিশু কার ঘরে আছে।
এত বলি ক্রোধে মিশ্র যায় প্রভু পাছে।। ২০৭
সবে ধরিলেন যত্ন করিয়া মিশ্রেরে।
মিশ্র বলে ছাড় আজি মারিব উহারে।। ২০৮
সবাই বলেন মিশ্র তুমি তো উদার।
ইহারে মারিয়া কোন সাধুত্ব তোমার।। ২০৯
ভাল মন্দ জ্ঞান নাহি উহার শরীরে।
পরম অবোধ সে এমন শিশু মারে।। ২১০
মারিলেই কোন বা শিখিব হেন নয়।
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয়।। ২১১
অস্তে ব্যস্তে আসি সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে ধরয়িা হাতে বলেন বচন।। ২১২
বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্ররায়।
যে দিনে যা হবে তাহা হইবারে চায়।। ২১৩
আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি লিখিল আমারে।
সবে এই মর্মকথা কহিনু তোমারে।। ২১৪

দুঃখে জগন্নাথমিশ্র নাহি তোলে মুখ।
মাথা হেট করিয়া ভাবেন মহা দুঃখ।। ২১৫
হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান।
সেই স্থানে আইলেন জ্যোতির্ময়ধাম।। ২১৬
সর্ব অঙ্গ নিরূপম লাবণ্যের সীমা।
চতুর্দশ ভুবনেতে নাহিক উপমা।। ২১৭
স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র ব্রহ্মতেজ মূর্তিমন্ত।
মূর্তিভেদে আপনে জানিলা নিত্যানন্দ।। ২১৮
সর্বশাস্ত্র অর্থসহে স্ফুরয়ে জিহ্বায়।
কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা মাত্রা করেন সদায়।। ২১৯
দেখিয়া অপূর্ব মূর্তি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মুগ্ধ হইয়া একদৃষ্ট্যে চাহে ঘনে ঘন।। ২২০
বিপ্রবলে কার পুত্র এই মহাশয়।
সবাই বলেন এই মিশ্রের তনয়।। ২২১
শুনিয়া সন্তোষে বিপ্র কৈল আলিঙ্গান।
ধন্য পিতা মাতা যার এহেন নন্দন।। ২২২
বিপ্রেরে করিলা বিশ্বরূপ নমস্কার।
বসিয়া কহেন কথা অমৃতের ধার।। ২২৩
শুভদিন তার মহাভাগ্যের উদয়।
তুমি হেন অতিথি যাহার গৃহে হয়।। ২২৪
জগত শোধিতে সে তোমার পর্যটন।
আত্মানন্দে পূর্ণ হই করহ ভ্রমণ।। ২২৫
বড়ভাগ্য হেন তুমি অতিথি আমার।
অভাগ্য বা কি কহিব উপাস তোমার।। ২২৬
তুমি উপবাস করি থাক যার ঘরে।
সর্বথা তাহার অমঙ্গল ফল ধরে।। ২২৭
হরিষ পাইনু বড় তোমার দর্শনে।
বিষাদ হইনু এবে এসব শ্রবণে।। ২২৮

বিপ্র বলে কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
ফল মূল কিছু আজি করিব ভক্ষণে।। ২২৯
বনবাসী আমি অন্ন কোথায়ে বা পাই।
প্রায় আমি বনে মাত্র ফল মূল খাই।। ২৩০
কদাচিৎ কোন দিন সেবা পাই অন্ন।
সেই যদি অনাসক্তো হয় উপসন্ন।। ২৩১
যে সন্তোষ পাইলাম তোমার দর্শনে।
তাহাতেই কোটি কোটি করিল ভোজনে।। ২৩২
ফল মূল নৈবেদ্য যে কিছু থাকে ঘরে।
তাহা আন গিয়া আজি করিব আহারে।। ২৩৩
উত্তর না করে কিছু মিশ্র জগন্নাথ।
দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাত।। ২৩৪
বিশ্বরূপ বলেন কহিতে বাসি ভয়।
সহজে করুণাসিন্ধু তুমি দয়াময়।। ২৩৫
পর দুঃখে কাতর স্বভাবে সাধুজন।
পরের আনন্দ সে বাড়ায় অনুক্ষণ।। ২৩৬
এতেক আপনে যদি নিরালস্য হৈয়া।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া।। ২৩৭
তবে আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুঃখ।
সকল ঘুচয়ে পাই মহানন্দ সুখ।। ২৩৮
বিপ্র বলে রন্ধন করিনু দুই বার।
তথাপিও কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার।। ২৩৯
তেঞিঃ বুঝিলাম আজি নাহিক লিখন।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা নাহি কেন করহ যতন।। ২৪০
কোটি ভক্ষ্যদ্রব্য যদি থাকে নিজঘরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা বিনা তাহা খাইতে না পারে।। ২৪১
যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করহ তথাপি সিদ্ধ নয়।। ২৪২

নিশা ও প্রহর দেঢ় দুই ও বা যায়।
ইহাতে কি আর পাক করিতে জুয়ায়।। ২৪৩
অতএব আজি যত্ন না করিহ আর।
ফল মূল কিছুমাত্র করিব আহার।। ২৪৪
বিশ্বরূপ বলেন নাহিক কিছু দোষ।
তুমি পাক করিলে সে সবার সন্তোষ।। ২৪৫
এত বলি বিশ্বরূপ ধরিলা চরণ।
সাধিতে লাগিলা সবে করিতে রন্ধন।। ২৪৬
বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর।
করিব রন্ধন বিপ্র করিল উত্তর।। ২৪৭
সন্তোষে সবেই হরি বলিতে লাগিলা।
স্থান উপস্কার পুনঃ করি শীঘ্র দিলা।। ২৪৮
অস্তেব্যস্তে স্থান উপস্করি সর্বজন।
রন্ধনের সামগ্রী আনি দিলা সেই ক্ষণ।। ২৪৯
চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধন।
শিশু আবরিয়া সে রহিল সর্বজন।। ২৫০
পলাইয়া ঠাকুর আছিলা সেই ঘরে।
মিশ্র বসিলেন তার মাঝার দুয়ারে।। ২৫১
সবেই বলেন বান্ধ বাহির দুয়ার।
বাহির হইতে যেন নাহি পায় আর।। ২৫২
মিশ্র বলে ভাল ভাল এই যুক্তি হয়।
বান্ধিয়া দুয়ার সবে বাহিরে আছয়।। ২৫৩
ঘরে থাকি স্ত্রীগণ বলেন চিন্তা নাঞি।
নিদ্রা গেল কিছু আর না জানে নিমাঞি।। ২৫৪
এই মতে শিশু আবরিয়া সর্বজন।
বিপ্রেরে হইল কতক্ষণেতে রন্ধন।। ২৫৫
অন্ন উপস্কার করি সুকৃতী ব্রাহ্মণ।
ধ্যানে বসি কৃষ্ণেরে করিলা নিবেদন।। ২৫৬
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
চিত্তে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন।। ২৫৭
নিদ্রা গেল সর্বজন ঈশ্বর ইচ্ছায়।
মোহিলেন সবেই অচেষ্ট নিদ্রা যায়।। ২৫৮
যে স্থানে করয়ে বিপ্র অন্ন নিবেদন।
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচীনন্দন।। ২৫৯
বালক দেখিয়া বিপ্র করে হায় হায়।
সবে নিদ্রা যায় কেহ শুনিতে না পায়।। ২৬০
প্রভু বলে ওহে বিপ্র তুমি তো উদার।
তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার।। ২৬১
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি আসি তোম স্থান।। ২৬২
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি।
অতএব তোমারে দিলাম দেখ্ আমি।। ২৬৩
সেই ক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ রূপ।। ২৬৪
এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়।। ২৬৫
শ্রীবৎস কৌস্তভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার।। ২৬৬
নবগুঞ্জা বেড়ি শিখিপিচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে।। ২৬৭
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন কমল।
বৈজয়ন্তী মালা দোলে মকরকুন্ডল।। ২৬৮
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ননূপুর।
নখমণিকিরণে তিমির গেল দূর।। ২৬৯
অপূর্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেইক্ষণে।
বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পিকগণে।। ২৭০

গোপ গোপী গাভীগণ চতুর্দ্দিকে দেখে।
যত ধ্যান করে তত দেখে পরতেকে।। ২৭১
অপূর্ব ঐশ্বর্য দেখি সুকৃতী ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল তখন।। ২৭২
করুণাসমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
শ্রীহস্ত দিলেন তার অঙ্গের উপর।। ২৭৩
শ্রীহস্তপরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
আনন্দে হৈলা জড় না স্ফুরে বচন।। ২৭৪
পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে মহাকুতূহলে।। ২৭৫
কম্প স্বেদ পুলকে শরীর স্থির নহে।
নয়নের জল যেন গঙ্গাধারা বহে।। ২৭৬
ক্ষণেকে ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।
করিতে লাগিলা উচ্চ করিয়া ক্রন্দন।। ২৭৭
দেখিয়া বিপ্রের আর্তি শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিলা উত্তর।। ২৭৮
প্রভু কহে শুন শুন ওহে বিপ্রবর।
অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর।। ২৭৯
নিরবধি ভাব তুমি আমারে দেখিতে।
অতএব আমি দেখা দিলাম তোমাতে।। ২৮০
আর জন্মে নন্দগৃহে এইরূপে আমি।
দেখা দিলাম তোমারে না স্মর তাহা তুমি।। ২৮১
যবে আমি অবতীর্ণ হৈলাম গোকুলে।
সেই জন্মে কর তুমি তীর্থ কুতূহলে।। ২৮২
দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দঘরে।
এইমত অন্ন তুমি নিবেদ আমারে।। ২৮৩
তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক।
খাই তোর অন্ন দেখাইল এই রূপ।। ২৮৪
এতেকে আমার তুমি জন্মে জন্মে দাস।
দাস বিনে অন্যে মম না দেখে প্রকাশ।। ২৮৫
কহিলাম তোমারে সকল গোপ্য কথা।
কার স্থানে ইহা না কহিবা যথাতথা।। ২৮৬
যাবত থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবত কহিলে কারে করিমু সংহার।। ২৮৭
করাইমু সর্ব দেশ কীর্তন প্রচার।
ঘরে ঘরে হৈবে মোর যশের প্রচার।। ২৮৮
ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তিযোগ বাঞ্ছা করে।
তাহা বিলাইব সব প্রতি ঘরে ঘরে।। ২৮৯
কত দিন থাকি তুমি অনেক দেখিবা।
এ সব আখ্যান তুমি কারো না কহিবা।। ২৯০
হেনকতে ব্রাহ্মণেরে শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা করি আশ্বাসিয়া গেলা নিজ ঘর।। ২৯১
পূর্ব্ববৎ হইয়া রহিলা শিশুভাবে।
যোগনিদ্রা প্রভাবে সে কেহ নাহি জাগে।। ২৯২
অপূর্ব প্রকাশ দেখি সেই বিপ্রবর।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল সব কলেবর।। ২৯৩
সর্ব অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করিল ভোজন।। ২৯৪
নাচে গায় হাসে বিপ্র করয়ে হুঙ্কার।
জয় বালগোপাল বোলয়ে বার বার।। ২৯৫
বিপ্রের হুঙ্কারে সবে পাইলা চেতন।
আপনা সম্বরি বিপ্র করে আচমন।। ২৯৬
নির্ব্বিঘ্নেতে ভোজন করিলা বিপ্রবর।
দেখি সবে সন্তোষ পাইল বহুতর।। ২৯৭
সবারে কহিতে মনে চিন্তেন ব্রাহ্মণ।
ঈশ্বর চিনিয়া সবে পাউক মোচন।। ২৯৮

ব্রহ্মা শিব যাহার নিমিত্ত কাম্য করে।
হেন প্রভু অবতরী আছে বিপ্রঘরে।। ২৯৯
সে প্রভুরে লোক সব করে শিশুজ্ঞান।
কথা কহোঁ সবাই পাউক পরিত্রাণ।। ৩০০
প্রভু করিয়াছে নিবারণ সেই ভয়।
আজ্ঞাভঙ্গ হয় বিপ্র কাহারে না কয়।। ৩০১
চিনিয়া ঈশ্বর বিপ্র সেই নবদ্বীপে।
রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর সমীপে।। ৩০২
ভিক্ষা করি বিপ্রবর প্রতি স্থানে স্থানে।
ঈশ্বরের আসিয়া দেখেন প্রতিদিনে।। ৩০৩
বেদগোপ্য এ সকল মহা-চিত্রকথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্বথা।। ৩০৪
আদিখণ্ড কথা যেন অমৃতশ্রবণ।
যহি শিশু রূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ।। ৩০৫
সর্বলোকচূড়ামণি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লক্ষ্মীকান্ত সীতাকান্ত শ্রীগৌরসুন্দর।। ৩০৬
ত্রেতাযুগে হইয়া যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নানামত করিলেন ভুভারখন্ডন।। ৩০৭
অনন্ত মুকুন্দ যারে সর্ব বেদে কয়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সেই সুনিশ্চয়।। ৩০৮
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ পহুঁ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান।। ৩০৯

॥ ইতি আদিখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় ॥

৪৬.৪ সারাংশ

বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’-এর প্রথম অধ্যায়ে ‘মঙ্গলাচরণ ও লীলাসূত্র’ বর্ণনা আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের জন্ম বর্ণনা আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ‘নামকরণ ও চাপল্য বিলাসাদি বর্ণন’ বিবৃত হয়েছে। এই অধ্যায় থেকেই জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর পুত্র চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে নবদ্বীপধামে জন-জীবনে যে প্রেম-ভক্তি-রসধারার প্লাবন বয়ে যায়, তার চিত্র উদ্ভাসিত।

শচীদেবীর গৃহ হয়ে ওঠে “আনন্দের ধাম”। শিশু গৌরাঙ্গ কাঁদলেই সবাই মিলে হরিনাম কীর্তন করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নবদ্বীপধামের মাহাত্মা কীর্তিত হয়েছে। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যনারায়ণের আবির্ভাব ঘটেছে। নানাস্থান থেকে ভক্তগণ ছুটে আসেন সেখানে। নবদ্বীপ হল সবার মিলনস্থল। বৃন্দাবনদাসের ভাষায়—

“নবদ্বীপ হেনগ্রাম ত্রিভুনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্যগোসাঞি।।’

নবদ্বীপের আন্তঃসম্পদ তুলনাহীন। পবিত্র গঙ্গা বয়ে গেছে এর পাশ দিয়ে। তার একঘাটেই লক্ষ লক্ষ লোক-জাতিধর্ম নির্বিশেষে স্নান করে পবিত্র হন। মহা পন্ডিতদের সমাবেশ ও বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান রূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশ-দেশান্তর থেকে শিক্ষার্থীগণ সেখানে উপস্থিত হন। ভক্তিশূন্য, জ্ঞানমার্গীয় এবং লৌকিক আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই অদ্বৈত আচার্য থেকে নিত্যানন্দ পর্যন্ত ভক্তিরস প্রচারের ধারা বয়ে চলে। ধীরে ধীরে ভক্তির প্লাবনে নবদ্বীপ প্লাবিত হয়।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপ সংকীর্তনে মুখর। ঠিক সেই পুণ্যলগ্নেই শচীদেবীর গর্ভে শ্রীচৈতন্যের জন্ম। জন্মমুহূর্তে শচীদেবীর ঘরে আনন্দ-কলরবে মুখর। নানাদ্রব্য দিয়ে নবজাত শিশুকে নারীগণ আশীর্বাদ করেন। চৈতন্যের কান্নার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সকলে হরিধ্বনি দেয়। হরিসংকীর্তনের শচীদেবীর গৃহ মুখর। শ্রীকৃষ্ণের মতোই নবজাত শিশুর আচার-আচরণ। ঘরের জিনিস সব ওলোট-পালোট। ‘ভাতের সহিত দেখে ভাঙা দধি দুগ্ধ।’ চৈতন্য তখন ৪ মাসের শিশু। ঘরের এই অবিন্যস্ত অবস্থা দেখে নানা জনে নানা কথা বলে। পন্ডিতগণ বিশ্বম্ভর আর পতিব্রতাগণ নিমাই নামে চৈতন্যদেবের বাল্য নাম ঠিক করেন। নামকরণের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তি শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলেন। শিশুর কান্নার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হরিসংকীর্তন শুরু।

দিনে দিনে শচীনন্দন বেড়ে ওঠেন। তার ভয় ডর নেই। সাপ দেখলেই তাকে ধরে। কুণ্ডলী পাকানো সাপের উপর নির্ভয়ে শিশু শুয়ে থাকে। তার রূপ সৌন্দর্য্য চাঁদের সঙ্গে তুলনীয়। গৌরবর্ণ, কমল রূপ নয়ন, অরুণ-অধর-সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পিতামাতা বলাবলি করে—“কোন্ মহাপুরুষ বা জন্মিলা আসিয়া।” হরিধ্বনি শুনলেই শিশু হাসে আর নাচে। ভোরবেলা থেকেই নারীগণ শিশুকে ঘিরে সংকীর্তন করে। ঘরের বাইরে গিয়ে যে যা দেয় তাই সে আনন্দে খায়। সবাই বালকের বুদ্ধি দেখে হতবাক্। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ও রাতের বেলায় বালক ঘরের বাইরে ঘুরে বেড়ায় এবং চুরি করে নানা জিনিষ খায় এবং কারো ঘরে কিছু না পেলে হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙে ফেলে। একদিন রাতে দুই চোরের চৈতন্যকে অপহরণের বৃত্তান্তে দেখা যায়—তাদের কাঁধের উপর বসে চৈতন্য হাসছে—মানুষজন তাকে ‘বিশ্বম্ভর’ ‘নিমাই’ বলে ডাকাডাকি শুরু করে। চোরেরা নিজেদের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে যাবার বদলে নিয়ে আসে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে। বাবার কোলে গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হরিধ্বনি ওঠে। দুই চোর এই ঘটনায় অবাক হয়ে সবকিছু ভেল্কি মনে করে পালিয়ে যায়। সকলে সমবেত হয়ে ঘটনার

কথা জানতে চায় আর শ্রীচৈতন্য সব বৃত্তান্ত জানায়। সকলে দৈবের মায়া ভাবে। পিতা জগন্নাথ একদিন পুত্রকে তাঁর বই আনতে বলেন। চারদিকে রুনুঝুনু বাজনা অথচ চৈতন্যের পায়ে নূপুর নেই। পুত্র বই পিতাকে দিয়ে খেলতে যায়। ঘরের মধ্যে 'অপরূপ পাদচিহ্ন'। সেই সব পাদপদ্ম দেখে পিতা-মাতা বিস্মিত।

এক কৃষ্ণভক্ত তীর্থ পর্যটনে বের হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকে নৈবেদ্য দান না করে তিনি কিছু গ্রহণ করেন না। দেশভ্রমণ করতে করতে তিনি জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে উপস্থিত। তাঁর কণ্ঠে শুধু 'কৃষ্ণ' নাম। পরম আতিথেয়তায় তাঁকে বরণ করেন জগন্নাথ। কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ নিজ হাতে রান্না বান্না করে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সব কিছু নিবেদন করে ধ্যানমগ্ন হন। ঠিক সেইসময় তাঁর সামনে উপস্থিত 'শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর'। সে তাঁর নিবেদিত অন্ন থেকে হাসিমুখে একগ্রাস অন্ন মুখে তুলে নেয়। এ দেখে জগন্নাথ মিশ্র রেগে চৈতন্যকে মারতে যান। চিত্রবর তাঁকে নিরস্ত করেন। জগন্নাথ মিশ্র পুনরায় রান্নার আয়োজন করেন। শচীদেবী পুত্রকে নিয়ে অন্য বাড়ী চলে যান। কোথাকার ব্রাহ্মণ তাঁর কুলশীল জানা নেই। তার অন্ন গ্রহণে চৈতন্যের জাত গিয়েছে বলে অভিযোগ করলে হেসে চৈতন্য বলে— 'আমি যে গোয়ালা'। তার মর্মকথা কেউ বুঝতে পারে না—সে সকলের কোলে কোলে আছে আর হাসছে। ব্রাহ্মণ রান্না শেষে পুনরায় ভগবানের উদ্দেশ্যে অন্ন নিবেদনে মগ্ন ঠিক সেইসময় চৈতন্য কোল থেকে নেমে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে একমুঠো অন্ন তুলে মুখে দেয়। ব্রাহ্মণ 'হায়-হায়' করতে থাকে, আর জগন্নাথ মিশ্র লাঠি হাতে পুত্রকে তাড়া করে উত্তম মধ্যম দেবার জন্য। সকলে তাঁকে জড়িয়ে ধরে অবোধ শিশুকে মেরে কি হবে বলে নিরস্ত করতে চায়। তখন অতিথি ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে বলেন—

"বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র রায়।
যেদিনে যে হৈব তাহা হইবার চায়।।"

এরপর বিশ্বরূপ ভগবানের জ্যোতিতে চারদিক উজ্জ্বল হয়। অতিথি ব্রাহ্মণ নিজেকে ধন্য মনে করেন। জগন্নাথ মিশ্র তাঁকে আবার রান্না করতে বলেন। দু'বার রান্না করে আর তিনি অন্নপাক করতে চান না—ফলমূল খেয়ে দিন কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বিশ্বম্ভরের চরণ ধরে অনুরোধকে উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি পুনরায় রান্না শুরু করেন। শিশু গৌরাঙ্গকে ঘরে বন্দী করে রাখা হলো। এবারও ব্রাহ্মণ অন্ন নিবেদন মুহূর্তে দেখেন শচীনন্দন সামনে। শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব রূপ তার মধ্যে দেখে—

"পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে মহাকুতূহলে।"

গৌরাঙ্গের পা ধরে ব্রাহ্মণ কাঁদতে থাকেন আর জন্ম-জন্মান্তরের একান্ত ভক্তের প্রতি ভগবানের করুণা আশীর্বাদের কথা বলে গৌরাঙ্গ তাঁর পরিচয় দান করে। সকলে 'জয় বালগোপাল' ধ্বনি তোলে।

চতুর্থ অধ্যায় 'শৈশব ক্রীড়াবর্ণন' নামে চিহ্নিত। এই অংশে 'হাতে খড়ি থেকে শুরু করে পিতার কাছে ছলপড়া পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলার নানা মধুর চিত্র দেখা যায়। 'হাতে খড়ি' কে শ্রীচৈতন্য অন্যান্য খেলার মতই একরূপ খেলা মনে করে। বর্ণমালা পড়তে পড়তে পাখির পাখা, আকাশের চন্দ্র-তারা পাবার জন্য বায়না ধরে। হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে শুরু করে কিছুতেই শান্ত হয় না। কিন্তু অবাক 'হরিনাম' শুনলেই শিশু আর কাঁদে না। তাই সবাই মিলে হরিনাম কীর্তন শুরু করে। কিন্তু একদিন এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। সেদিন হরিনাম শুনেই বালক নিমাই কাঁদতে থাকে। সবাই কান্না থামানোর জন্য এটা ওটা দিতে চায় কিন্তু কান্না কিছুতেই থামে না। নিমাই বলে—

"............. যদি মোর প্রাণরক্ষা চাহ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ।।"

তাই করা হলো। পণ্ডিত জগদীশ ও পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত একাদশীর উপবাস করে আছেন। তাঁদের নৈবেদ্য যদি সবাই গ্রহণ করে তবেই নিমাই শান্ত হবে। সকলে সেই নৈবেদ্য এনে দেবে বললে নিমাই-এর কান্না থামে। শিশুর কথা শুনে দুই পবিত্র ব্রাহ্মণ অবাক হয় এবং বলেন—

'এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন।।"

দুই পণ্ডিতের নৈবেদ্য গ্রহণ করে গৌরাঙ্গের আনন্দের আর সীমা নেই। গঙ্গাতে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে স্নান করতে গিয়ে তাঁর কত না কাণ্ড কারখানা। জলের বুকে লুকোচুরি খেলা, জল ছিটিয়ে সন্ন্যাসীদের ধ্যান ভঙ্গ করা, পূজার আগেই বিষ্ণু পূজার প্রসাদ হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খাওয়া, স্নানার্থীদের বস্ত্রাদি এদিক ওদিক সরিয়ে রাখা ইত্যাদি দস্যিপনায় সবাই অস্থির। আবালবৃদ্ধ-বণিতা শচীমাতার কাছে পুত্রের বিরুদ্ধে নানা নালিশ জানায়। মা নিমাইকে বেঁধে রাখবে বলেন আর পিতা রাগে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু নিমাই-এর কোনো দেখা নেই। বাল্য-লীলায় চৈতন্যের চঞ্চল ও অশান্ত রূপ ব্যাখ্যায় বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

" নানা ক্রীড়া করে কেহোনা পারে বুঝিতে।"

হাতে মুখে কালি মেখে হাতে বই নিয়ে নিমাই বাড়ি ফেরে। সকলের অভিযোগের কথা পিতা বললে শান্ত সুরে সে বলে—

"আজ আমি নাহি যাই স্নানে।" তার উপস্থিত বুদ্ধি, বন্ধু বাৎসল্যে ভরা এই অধ্যায়টি নিমাই এর বিস্ময়কর চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখে পিতা-মাতা দিশেহারা। তাঁরা মনে মনে ভাবেন—

এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রী বিশ্বম্ভর।
মায়ারূপে কৃষ্ণ জন্মিলা মোর ঘর।।"

এই উপলব্ধির মধ্য দিয়েই চতুর্থ অধ্যায়ের সমাপ্তি।

৪৬.৫ সার-সংক্ষেপ

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়টির সারাংশে বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই অংশে তিনটি অধ্যায়ের সার-সংক্ষেপের মধ্য দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মবর্ণনা থেকে শৈশবক্রীড়া বর্ণনা পর্যন্ত নানা কথা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। এই অংশ পাঠের মধ্য দিয়ে আপনারা গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার পরিচয় পাবেন।

নবদ্বীপ ধামের কীর্তি গাথার মধ্য দিয়ে অদ্বৈত আচার্যের প্রেম ভক্তির ধারাস্নাত রূপ তার বিরোধিতার নানা কথা তুলে ধরা হয়েছে। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শচীমাতার গর্ভে গৌরাঙ্গদেবের জন্ম। নবদ্বীপধাম হরিধ্বনিতে মুখর।

নবজাত শিশুর নামকরণ সকলের আশীর্বাদ দান, জগন্নাথ মিশ্রের 'আনন্দধাম' কে ঘিরে ভক্তির প্লাবনধারা বয়ে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের নামকরণ ও চাপল্যাবিলাসাদি বর্ণিত হয়েছে। নবজাত শিশুকে পণ্ডিতগণ 'বিশ্বম্ভর' আর পতিব্রতাগণ 'নিমাই' নাম রাখেন। ৪ মাসের শিশুকালেই নিমাই-এর আচার আচরণে কৃষ্ণসুলভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। সকলেই শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেন। শিশুর বিন্দুমাত্র ভয় নেই। সাপের সঙ্গে অবহেলাভরে খেলা করে। তার কুণ্ডলীর উপর নিশ্চিন্তে ঘুমায়। ঘরের জিনিষ চুরি করে খায়। কারো বাড়ীতে খাবার কিছু না পেলে ঘরের জিনিষপত্র ভেঙে চুরে ফেলে। রাত-দিনে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তার বুদ্ধি দেখে সবাই অবাক। এই অধ্যায়ে অলৌকিক দুটি ঘটনার কথা আছে। একটি হলো দুই চোরের নিমাইকে নিয়ে পলায়নের কথা। অপরটি তীর্থ পর্যটনকারী কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণের কথা। দুটি ঘটনাতেই নিমাই-এর রহস্যময় লীলার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বাল গোপাল' রূপী নিমাই-এর শৈশবচিত্র রোমাঞ্চকর ও রহস্যময়। চতুর্থ অধ্যায়ে "শৈশব ক্রীড়াবর্ণন' অংশে গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার নানা মধুর চিত্র আছে। 'হাতেখড়ি' অংশে চৈতন্যের ছেলেমানুষির সঙ্গে 'হরিনামে'র প্রতি গভীর আসক্তি বিস্ময়কর। এই অংশে পণ্ডিত জগদীশ ও পণ্ডিত ভাগবতের একাদশী উপবাসের নৈবেদ্যকে ঘিরে শিশু নিমাই-এর কর্ম-কাণ্ড-অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার। গঙ্গার বুকে স্নানাদির বর্ণনায় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিমাই-এর জল ক্রীড়া, নিমাই-এর নানা কৌতুককর কর্মকাণ্ড, দস্যিপনা ইত্যাদির চিত্র আকর্ষণীয়। চঞ্চল, অশান্ত, উপস্থিতবুদ্ধি সম্পন্ন হরিনামে বিভোর-সন্তানকে ঘিরে পিতা-মাতার ভাবনা এই যে তাদের পুত্র হয়তো শ্রীকৃষ্ণের মায়ারূপ ধারণ করে তাঁদের ঘরে এসেছেন।

৪৬.৬ বৃন্দাবনদাসের পরিচিত ও কবি কৃতিত্ব

১৪৮৬ খ্রিঃ ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা সন্ধ্যায় জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে শচীদেবীর গর্ভে চৈতন্যদেবের জন্ম। পণ্ডিতগণ 'বিশ্বম্ভর', আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীগণ 'গোরা' গৌরাঙ্গ এবং অদ্বৈত আচার্য্যের স্ত্রী সীতাদেবী 'নিমাই' নামে চৈতন্যদেব চিহ্নিত হন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তার নাম হয়েছিল—'কৃষ্ণচৈতন্য' সংক্ষেপে 'চৈতন্য'। ঈশ্বরের অবতাররূপী চৈতন্য পূর্ব ভারতের অধিকাংশ স্থানের ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে স্মরণীয়। পায়ে হেঁটে ভারতভ্রমণ, নীলাচলে শেষ জীবন দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটানো ইত্যাদি ভাবতন্ময় জীবনকে ঘিরে একই অঙ্গে রাধা কৃষ্ণের মিলন রূপ ভক্তবৃন্দের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়। মাত্র আট চল্লিশ বছর বয়সে ১৪৫৫ খ্রিঃ তাঁর তিরোভাব ঘটে। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ও বাঙলা ধর্ম,সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে আপনারা 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' অংশে অনেক তথ্য জেনেছেন। এই অংশে অবতারকল্প শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাররূপে বৃন্দাবনদাসের পরিচিতি ও তাঁর কবিকৃতিই আলোচনার বিষয়। তবে তা আলোচনার পূর্বে চৈতন্যদেবের জীবনীকে ঘিরে সংস্কৃতে ও বাঙলা ভাষায় অন্যান্য যে সমস্ত জীবনচরিত লেখা হয়েছে তার তথ্যাদি প্রদত্ত হলো।

চৈতন্যদেবের জীবিতকালেই তাঁর জীবনকে নিয়ে পদ, গান, কবিতা ও নাট্যরচনা শুরু হয়। অদ্বৈত আচার্য এর পথ প্রদর্শক। তবে চৈতন্যের জীবনকাহিনী শ্লোকসূত্রে প্রথম গেয়েছিলেন মুরারি গুপ্ত তারপর স্বরূপ দামোদর। মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলাই সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত রচনা করেছিলেন। পরমানন্দ দাস রচনা করেন—'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক। তবে বাঙলা ভাষায় প্রথম চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ হলো বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' যা পরে চৈতন্য ভাগবত' নামে খ্যাত।

কবি পরিচিতি ঃ চৈতন্য জীবনীধর্মী কাব্যগুলির মধ্যে বৃন্দাবনদাসের কাব্যই সুপরিচিত, জনপ্রিয় ও কাব্যগুণান্বিত। বাঙলা দেশে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী ও তথ্য প্রচারিত হয়েছে, তার অধিকাংশই 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে গৃহীত।

বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্য গ্রন্থে নিজের কথা বিশেষ কিছু বলেননি। চৈতন্যের এক আদি ও মুখ্য ভক্ত ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত। তাঁরা ছিলেন চার ভাই। শ্রীবাস জ্যেষ্ঠ। তাঁর এক ছোট ভাইয়ের কন্যা 'নারায়ণী' বৃন্দাবনদাসের মা। মাতৃ পরিচয় ছাড়া আর কোনো জীবনী তথ্য কবি দেননি। পিতার নামও নেই। শ্রীচৈতন্যের আশীর্বাদে কবির জন্ম হয়েছিল, এ ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' তাঁর পূর্বসূরী সম্বন্ধে শুধু বলেছেন—

"বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।"

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ অনুচর ছিলেন। নিজেকে তিনি নিত্যানন্দের 'সর্বশেষ ভৃত্য' বলে বারবার উল্লেখ করেছেন। নিত্যানন্দের অনুমতি পেয়েই তিনি চৈতন্যজীবনী কাব্যরচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন।

"আন্তর্যামী নিত্যানন্দ বুলিলা কৌতুকে
চৈতন্য চরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে।
অন্তর্যামীরূপ বলরাম ভগবান
আজ্ঞা কৈল চৈতন্যের গাইতে আখ্যান।"

চৈতন্যের জীবনী কাহিনী বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য্যের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। অন্যান্য ভক্তদের কাছ থেকেও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

পণ্ডিতগণের অনুমান ১৫১৯ খ্রিঃ কাছাকাছি সময়ে নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবনদাসের জন্ম। কবি অল্প বয়সেই নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দেনুর গ্রামে কবির শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। কবি তাঁর কাব্যের জন্য বৈষ্ণব সমাজে 'চৈতন্যলীলায়ব্যাস' বলে সম্মানিত হয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজই প্রথম কবিকে আলোচ্য সম্মানে ভূষিত করেন। বৃন্দাবনদাস প্রথমে 'চৈতন্যমঙ্গাল' নামে কাব্যখানি ভূষিত করেন। কিন্তু প্রায় একই সময়ে কবি লোচনদাস (ত্রিলোচন দাস) চৈতন্যমঙ্গাল' নামে একখানি কাব্য লেখেন। দুটি কাব্যের নাম এক হলে ভবিষ্যতে গোলমাল হবার সম্ভাবনা দেখে মা নারায়ণী বোধ হয় পুত্রকে কাব্যের নাম বদল করার নির্দেশ দেন। বৃন্দাবনদাসও মায়ের কথামত গ্রন্থের নাম বদলিয়ে 'চৈতন্যভাগবত' রাখেন। কিন্তু গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে অন্যমত হলো 'চৈতন্য-ভাগবতে' শ্রীমদ্ভাগবতের লীলাবিন্যাস অনুসৃত হয়েছে বলে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ কাব্যখানির নামকরণ করেন 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'। এই অনুমানটি অধিকতর যুক্তিসংগত মনে হয়।

'চৈতন্যভাগবতের'র রচনাকাল নির্দেশ করা সহজ নয়। ১৫৩৩ খ্রিঃ, ১৫৪৮ খ্রিঃ, ১৫৭৪ খ্রিঃ ইত্যাদি নানা গবেষক বিভিন্ন খ্রিস্টাব্দের কথা উল্লেখ করেছেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদার এ বিষয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের তিরোধানের অল্প কিছুদিনের মধ্যে কাব্যখানি রচিত হয়েছে। ১৫৪২ খ্রিঃ পরে কাব্যখানির রচনা সমাপ্ত হয়। এরচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য কোনো যুক্তিসংগত সন-তারিখ পাওয়া যায় না।

কাব্য পরিচিত ও কবিকৃতি ঃ বৃন্দাবনদাস তিনখণ্ডে কাব্যখানিকে বিন্যস্ত করেছেন। আদিখণ্ড (পনেরো), মধ্যখণ্ড (ছাব্বিশ), অন্ত্যখণ্ড (দশ) মোট একান্নটি অধ্যায়ে এই সুবৃহৎ জীবনীকাব্য সমাপ্ত। তবে চৈতন্যদেবের শেষ জীবনের বৃত্তান্ত অন্ত্য খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। কবি যেন হঠাৎ কাব্যের সমাপ্তি রেখে টেনেছেন। কাব্যটির এটি একটি বিশেষ ত্রুটি বলেই চিহ্নিত।

শ্রীচৈতন্যের বাল্য-কৈশোর লীলা এই এককে আলোচিত। এই পর্যায়ের চৈতন্যলীলা সম্পর্কে নানা তথ্যাদি কবি বোধ হয় গদাধর ও অদ্বৈত প্রভুর কাছ থেকে শুনে থাকবেন। তবে কাব্য পরিকল্পনায় তিনি মুরারি গুপ্তের কড়চা (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার লীলা প্রসঙ্গাদিও কবিকে প্রভাবিত করেছিল।

সহজ, পরিচ্ছন্ন, সর্বজন চিত্তাকর্ষী জীবনীকাব্যরূপে এর মূল অপরিসীম। অবশ্য কবি অধিকাংশ স্থানে অলৌকিক বাতাবরণের অন্তরালে চৈতন্যলীলা অনুসরণ করেছেন বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাহিনী ও চরিত্রের ঐতিহাসিকতা ও বাস্তবতা কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছে। উপরন্তু অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের রচনা বলে কবি কোনো কোনো জায়গায় চৈতন্যবিরোধীদের প্রতি কটূক্তি করেছেন। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও। এই জীবনী কাব্যে জীবনকথা, চৈতন্য ধর্মসম্প্রদায় ও চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তির কথা কবি যে রকম সরলভাবে বর্ণনা করেছেন, তা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। চৈতন্যের বাল্য ও কৈশোর লীলার বর্ণনায় কবি যে ধরনের বাস্তবতা, সরলতা ও লোকচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, অন্য কোনো চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। শ্রীচৈতন্যের মানবমূর্তি ও ভাবমূর্তির ভারসাম্য রক্ষায় কবির কৃতিত্বকে স্বীকার করতেই হয়। বৃন্দাবনদাসের কবিত্ব তারিফযোগ্য। বর্ণনার পরিচ্ছন্নতা, করুন বেদনার আবেশ ব্যাকুলতা, চৈতন্যের শৈশবকালের চাপল্যের চিত্র প্রকাশে তিনি প্রথম শ্রেণীর কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা শ্রীচৈতন্যভাগবত মহাপুরুষের ভাগবত জীবনালেখ্য হয়নি। কবির বর্ণনায় সমসাময়িক গৌড়ের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই দিক থেকে বৃন্দাবনদাসের কাব্যখানির মূল্য স্বীকার করতেই হবে।

সুরে, তালে আবৃত্তি ও গান করবার উদ্দেশ্যেই কাব্যখানি লেখা হয়েছিল। এজন্য মাঝে মাঝে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি পদে ব্রজবুলি শব্দের ব্যবহার কবি করেছেন।

সে যুগের প্রচলিত ধুয়া-গানও কাব্যে ঠাঁই পেয়েছে। ছেলে-ভুলানো ছড়া জাতীয় পদও পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাসের সংস্কৃত জ্ঞান অগাধ ছিল। তিনি ভাগবতগ্রন্থ ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থও গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। এর প্রমাণ গ্রন্থের বহু শ্লোকে পাওয়া যায়। চৈতন্য নিত্যানন্দকে কবি কৃষ্ণ-বলরামের অবতার রূপে গণ্য করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় ভালোবাসা ও বিশ্বাস যে ছিল তার পরিচয় কাব্যগ্রন্থে আছে। এই ভক্তি ও বিশ্বাস এবং ভালোবাসার একনিষ্ঠ কাব্যখানি কোমল মধুর ও রসাপ্লুত হয়েছে। চৈতন্যের নবদ্বীপলীলা কবি প্রত্যক্ষ না করলেও তিনি চৈতন্যদেবের যে চিত্র এঁকেছেন তা জীবন্ত ও সত্যরূপ পেয়েছে। তাঁর হাতে চৈতন্যদেব রক্তমাংসে গড়া অত্যন্ত স্বাভাবিক মানুষ হয়েও প্রকৃতিগত দিক থেকে 'অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ, অতন্ত হৃদয় গ্রাহী মানুষ' হয়েছেন। ড. সুকুমার সেনের এই মন্তব্যটি যথার্থ। সূক্ষ্ম তুলির টানে বৃন্দাবনদাসের শিশু চৈতন্যের মনোরম বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

বাঙলা জীবনী সাহিত্য রচনার পথ প্রদর্শক হিসাবে বৃন্দাবনদাস চিরস্মরণীয় কবিরূপে স্বীকৃত।

৪৬.৭ নবদ্বীপ চিত্র

'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র আদিখণ্ডে নবদ্বীপধামের সামাজিক অবস্থা জীবন্তরূপে বৃন্দাবনদাস অঙ্কন করেছেন। আদিখণ্ডের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় আপনারা পাঠ করলেই চৈতন্যের বাল্য লীলার পাশাপাশি নবদ্বীপের সমাজ চিত্রের নানারূপরেখা করতে পার। এই অংশে তথ্যসহ সমাজচিত্রের তথ্যাদি দেওয়া হলো।

কলিযুগে এই জ্ঞানপীঠরূপিনী নবদ্বীপধামে চৈতন্যের আবির্ভাব। বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যেমন চট্টগ্রামের, রাঢ় অঞ্চলের, শ্রীহট্টের, উড়িষ্যার এমনকি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকেও বহু ভক্তজন এই নবদ্বীপধামে মিলিত হতেন। নবদ্বীপের উজ্জ্বল চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি বলেছেন—"নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।' এখানেই কবি থামেননি। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন—'সর্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে। শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম, পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর'দেব প্রমুখ জ্ঞানী গুণীর অবস্থানের পাশাপাশি প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ 'ভবরোগবৈদ্য, 'শ্রীমুরারীও এখানে বাস করতেন। চট্টগ্রাম থেকে চৈতন্যবল্লভ দত্ত যেমন আসেন, তেমনি বুড়ন থেকে হাজির হন ভক্ত হরিদাস। রাঢ় অঞ্চলের এক চাকা গ্রাম থেকে আসেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। গঙ্গাতীরে ভক্তিপ্রাণা ভক্তবৃন্দের সমাবেশ ঘটত। সেখানে পবিত্রতার আলো বিকিরণ হত, নবদ্বীপে অবতাররূপ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটবে—এই ধ্যান ধারণাকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপে জড়ো হয়েছিলেন প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ।

নবদ্বীপে পাশ দিয়ে পবিত্র গঙ্গানদী বয়ে চলেছে। তাতে বহু ঘাট। এক এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করে। কিশোর, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব সামাজিক, ধর্মীয় বাধা ব্যবধান দূর করে গঙ্গার পূণ্য সলিলে অবগাহন করে দেহ মনকে পবিত্র করে। বিদ্যার দৈবী সরস্বতীর সস্নেহ দৃষ্টিপাত ঘটেছে নবদ্বীপে। যার ফলে এখানে মহা পণ্ডিতদের সমাবেশ যেমন ঘটেছে, তেমনি বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান রূপেও নবদ্বীপ সকলের দৃষ্টির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধ্যাপকের যেমন সীমা-সংখ্যা নেই, তেমনি পাঠার্থীরাও সীমাহীনতা নবদ্বীপকে করেছে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। জ্ঞান অর্জনের কেন্দ্রস্থল হলেও ভক্তি রসের ধারা তখনও প্রবাহিত হয়নি। আমরা জানি জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম এ তিনের যোগফলেই মানুষ পূর্ণ হয়। প্রাক্ চৈতন্য যুগে নবদ্বীপে 'ধর্মকর্ম' ছিল, কিন্তু ভক্তি ছিল না। মঙ্গলচণ্ডীর গীত নবদ্বীপকে মুখর করে তুলত। কেউ কেউ 'বিষহরি'র পূজাও করত। এইসব পূজা পার্বনে দেব-দেবীর নানা প্রতিমা বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মিত হতো। পুত্র কন্যার বিবাহে আড়ম্বরের ঘাটতি ছিল না। বিষয়-বাসনাযুক্ত মানুষেরা ভক্তিহীনভাবে দিন যাপন করতো। শাস্ত্র অধ্যয়নই একমাত্র কর্ম ছিল কিন্তু যুগধর্ম ব্যাখ্যান বা শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন তখন নবদ্বীপে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। গঙ্গাস্নানের সময় শুধু কেউ কেউ 'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারণ করত। গীতা-ভাগবত যে সব পণ্ডিত জানতেন বা পড়তেন, তারা শুধু রসশূন্য তত্ত্বকথাই শোনাতেন। তাঁদের ব্যাখ্যায় বিন্দুমাত্র ভক্তিরস ছিল না। এককথায় তৎকালীন নবদ্বীপের সংসার ছিল ভক্তিহীন। তবে ভক্তিরস পিপাসু যারা ছিলেন তারা মনে মনে দুঃখ পেতেন।

নবদ্বীপবাসী যখন বিষয়-বাসনা সুখে মগ্ন ঠিক সেই মুহূর্তেই বৈষ্ণব সমাজের অগ্রগণ্য অদ্বৈত আচার্যের আবির্ভাব নবদ্বীপে। তিনিই প্রথম জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিকে যুক্ত করে 'কৃষ্ণপদ ভক্তিসার'—তত্ত্বটি প্রচার করেন। গঙ্গাজল ও তুলসীর মঞ্জুরী দিয়ে রাতদিন কৃষ্ণের সেবা করেন। অদ্বৈত মহাপ্রভু ভক্তিযোগশূন্য নবদ্বীপের জন্য মনে দুঃখ পান। তৎকালীন যুগে মদ-মাংস যজ্ঞ পুজাও হতো, কেউ বা নানা উপাচারে বাশুলী দেবীর পূজাও করত। রাতদিন চলতো নাচ, গান ও বাজনার মত্ততা। কেউই কৃষ্ণনাম শুনতে চাইতো না। এই বিষয় বাসনাযুক্ত, অধঃপতিত নবদ্বীপবাসীর উদ্ধার চিন্তায় অদ্বৈত মহাপ্রভু গভীর ভাবনায় মগ্ন হন। তিনি প্রথমে সংকীর্তনের মাধ্যমে মৃত জীবনে আনতে চাইলেন নূতন ভক্তির প্রাণবন্যা। শ্রীকৃষ্ণের পূজা পার্বন একাগ্রচিত্তে করে তিনিই নবদ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে চৈতন্যদেবকে প্রতিষ্ঠা করেন। নবদ্বীপে এরপর পণ্ডিত শ্রীবাসের মন্দিরে 'চৈতন্য বিলাস' স্থাপিত হয়। অদ্বৈত মহাপ্রভু ভাইদের নিয়ে কৃষ্ণনাম শুরু করেন। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন চন্দ্রশেখর, গোপীনাথ, মুরারি গুপ্ত প্রমুখ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ। একদিকে শুরু হয় সংকীর্তন অন্যদিকে পাষণ্ডের দল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শুরু করে। শ্রীবাস নিজের ঘরে বসে কৃষ্ণনাম করেন। ব্রাহ্মণের দল আশঙ্কায় ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে।

অদ্বৈত মহাপ্রভুর সংকটে আবর্তিত হয়েও জোরালো কণ্ঠে বলেন—

"শোনো শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ম সর্ব নয়ন গোচর।।"

শুধু কথা হয় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাজ শুরু। নিজের মন্দিরেই কৃষ্মের পাদপদ্মে ভক্তগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন, আর ভক্তিযোগের কথা শোনেন। ভাগবতের এইসব পরম ভক্তগণ নবদ্বীপ ধাম ঘুরে ঘুরে ভক্তির প্রচার করেন। ভক্তিযোগের কথা শুনে কেউ কেউ আবেশে বিহ্বলিত হন, আবার কেউ কেউ বহমান স্রোতের বিরোধিতার জন্য দুঃখ পান। নানাদিক থেকে বাধা আসে। তবু ভক্তিবাদীরা নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় থাকেন। এরপরই নিত্যানন্দের আবির্ভাব। ধীরে ধীরে ভক্তির প্লাবনে নবদ্বীপধাম প্লাবিত হয়। এই প্লাবন ধারার মধ্য দিয়েই মাতা শচীদেবীর গর্ভে শ্রীচৈতন্যের জন্ম।

ভক্তিশূন্য, জ্ঞানমার্গীয় এবং লৌকিক আচার-আচরণে মত্ত বিষয় বাসনাযুক্ত নবদ্বীপের সামাজিক অবিন্যস্ত অবস্থার মধ্যেই কীভাবে অদ্বৈত আচার্য থেকে নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পর্যন্ত ভক্তিরস প্রচারের ধারা বয়ে চলেছিল, তার স্পষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করলেই আপনারা জানতে পারবেন। নবদ্বীপের সমাজচিত্রটি যেমন জীবন্ত হয়েছে, তেমনি ঐতিহাসিক ধারাতেও স্নাত। সাহিত্য-সমাজের প্রকৃত দর্পণ। বৃন্দাবন দাসের কাব্যে তারই সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাসের কবিত্ব শক্তি, সংগীতশাস্ত্রে পারদর্শিতা ও জনচিত্ত মুগ্ধ করার শক্তি যেমন ছিল, তেমনি তৎকালীন সামাজিক প্রথা, সমাজের উপর ধর্মের প্রভাব—ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর অনুপুঙ্খ বাস্তব পরিচয় দানের সুনিপুণ দৃষ্টি ও দক্ষতা ছিল। এসবের জন্যই চৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠকের কাছে, বিশেষ করে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছে মূল্যবান গ্রন্থ বলে সমাদৃত। তাঁর আদিখণ্ডটি সম্পূর্ণ নবদ্বীপকে ঘিরেই রচিত।

৪৬.৭.১ সমাজচিত্র

রাসলীলাকে ঘিরে গোপীসমাজে অনন্ত প্রেমের বন্যা বয়ে যেত। প্রথমদিকে জগতের উৎপত্তি স্থিতিলয়ের তত্ত্ব রয়েছে। আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে কবি তিনখণ্ডের মূল বিষয়বস্তুকে সূত্রাকারে তুলে ধরে মুখবন্ধের সূচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই কৃষ্মের অবতাররূপী শ্রীচৈতন্যের কলিযুগে আবির্ভাব এবং হরি সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে গৌরচন্দ্রের অবতার রূপটি তুলে ধরেছেন। নবদ্বীপ চিত্রের মধ্যে এর আলোচনা কিছুটা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। চৈতন্যের জন্ম মুহূর্ত থেকে সমাজ জীবনের চিত্রও খুবই আকর্ষক।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপধাম সংকীর্তনের মুখর। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেই হরধ্বনিতে মেতে পুষ্পবৃষ্টি করছে— সেই আনন্দ-রস-ঘন মুহূর্তে শ্রীচৈতন্যের জন্ম। তৎকালীন যুগে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি মানুষের খুব অনুরাগ ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহা জ্যোতির্বিদদের গণনায়—

"লগ্নে যত দেখি বালক মহিমা।
রাজা হেন বাক্যে তারে দিতে নাহি সীমা।।
বৃহস্পতি জিনিঞা হইবে বিদ্যা
অল্পেই হইব সর্বগুণের নিধান।।"

চৈতন্যের জন্ম লগ্নে ভক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। এছাড়া তৎকালীন সমাজে জাত-পাত, শৈব-বৈষ্ণব, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতির সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো সম্প্রীতি ছিল না। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য সমাজ শাসিত হিন্দুধর্মের অবহেলিত নিম্ন শ্রেণীর প্রতি চলত ধর্মের নামে নানা অত্যাচার। এর ফলে অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে আত্মসম্মানের পথ বেছে নেয়। মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে হিন্দুদের প্রায়ই বিরোধ লাগতো। এই ধর্মীয় নগ্ন দ্বন্দ্ব অভিঘাতের মধ্যে নিবিড় ঐক্য স্থাপনের জন্যই চৈতন্যের আবির্ভাব। চৈতন্যের জন্মলগ্নেই নিবিড় ঐক্যের সুর সমাজ জীবনে ছড়িয়ে পড়ে। হিংসা দ্বেষ পূর্ণ সমাজে মুসলমানগণ 'যবন' নামে ঘৃণার পাত্র ছিল।

শুভদিনে মৃদঙ্গ, সানাই, বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো। ধানদূর্বা দিয়ে নবজাত শিশুর 'চিরায়ু' কামনা করা হতো। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। চৈতন্যদেবের জন্মকে ঘিরে সমগ্র নদীয়া জেলাই আনন্দে মাতোয়ারা হয়। সংস্কার বলে নিত্যানন্দের জন্মলগ্ন 'মাঘশুক্লা ত্রয়োদশী' আর গৌরচন্দ্রের জন্ম লগ্ন 'ফাল্গুনী পৌর্ণ-মাসী'। এই দুই তিথিকে সবাই পুণ্য বলে মনে করত। এই দুই তিথিকে ঘিরেই শুভকর্ম সম্পাদন হত।

চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে 'হাতে খড়ি' দেবার চিত্র। শিক্ষা আরম্ভের মুহূর্তে হাতে খড়ি দেবার কথা তৎকালীন সমাজে ছিল—সেই ধারা আজও বহমান। নৃত্যচর্চা, একাদশীর উপবাস পালনের কথাও আছে। গঙ্গায় স্নান নবদ্বীপের এক বিশেষ আকর্ষ। বিশেষ করে হিন্দুধর্মের পূজারীরা শিবলিঙ্গ, গীতা, বিষ্ণু ইত্যাদির পূজা গঙ্গার তীরেই করত। শিশু বিশেষ করে কিশোরদের গঙ্গা বক্ষ ছিল জল কেলির পরম আকর্ষণ স্থল। যজ্ঞাদির ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে পিতা-মাতা-সন্তানের কল্যাণ কামনায় আগ্রহী ছিলেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গৌরাঙ্গের 'যজ্ঞ স্বপ্নে'র চিত্রটি তার সাক্ষ্য বহন করে। ব্রাহ্মণকে বলা হতো 'দ্বিজ'। পৈতা ধারণ উপলক্ষে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করার রীতি ছিল। নবদ্বীপ তখন অধ্যাপক মণ্ডলীর জ্ঞানতীর্থ ছিল। ব্যাকরণ, শাস্ত্রাদি এককথায় জ্ঞানচর্চায় সমৃদ্ধ। গঙ্গা স্নান শেষে পবিত্রচিত্তে পঠন-পাঠন চলতো। গুরুগৃহে পঠন-পাঠন—এককথায় নবদ্বীপে তখন যে টোল ছিল সেই টোলেই বিদ্যাচর্চা চলত।

মধ্যযুগীয় ট্র্যাডিশনে দৈবস্বপ্ন দেখা, বর মাগা ইত্যাদি দেখা যায়। বৃন্দাবনদাসের কাব্যেও এই ধারা বহমান। জগন্নাথ মিশ্রের স্বপ্ন দেখা ও বরমাগা এর দৃষ্টান্ত। বিশেষ করে নিমাই-এর সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের চিন্তা স্বপ্নে দেখে জগন্নাথ মিশ্রের মানসিক অবস্থা এবং সহধর্মিণী শচীর কাছে তা বর্ণনার মধ্যে আমরা বিস্তৃতভাবে পাই। সন্তান-সন্ততিকে ঘিরে তৎকালীন পারিবারিক জীবন মধুময় ছিল। কিন্তু সেই পুত্রের সন্ন্যাসী হয়ে যাবার স্বপ্ন দেখে। পিতা-মাতার মানসিক অবস্থা তৎকালীন পিতৃ-মাতৃ-সর্বস্ব স্নেহ ভীরু সংসার জীবনের চিত্রটি বৃন্দাবনদাস সযত্নে তুলে ধরেছেন। ফুলের মালা, চন্দন ইত্যাদি ছিল তৎকালীন যুগে পবিত্রতার প্রতীক।

"দিব্যমালা সুগন্ধি চন্দন দেহ মোরে।
গঙ্গা স্নান করি চাঞ পূজিবারে।।"

গৃহ বধুরা মাটির কলসী ভরে জল নিয়ে ঘরে যেত তার প্রমাণও আছে। গৌরাঙ্গদেবের কলস ভেঙে ফেলার দৃষ্টান্ত তার সাক্ষ্য বহন করে। ঘরে শিকা টাঙানো থাকতো, তার উপরে তণ্ডুল, কার্পাস, ধান্য ইত্যাদি রাখা হত। গৌরাঙ্গদেবের ঘরে 'লঙ্কাকাণ্ড' দৃশ্যে তা বর্ণিত হয়েছে।

লক্ষ্মীপূজা, বেদপাঠ ঘরে ঘরে হতো। তৎকালীন সমাজে অলৌকত্বের ছাপ ছিল। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলায় নূপুরের শব্দ, পায়ের ছাপ, গঙ্গা পূজার শেষে গৌরাঙ্গের দুইতাল সোনা মাকে এনে দেওয়া ইত্যাদির মধ্যে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ সন্তানগণ মাথা মুণ্ডণ করে পৈতা ধারণ করে প্রকৃত 'দ্বিজ' হতো। শাস্ত্র পাঠ ঘরে ঘরে হত। তৎকালীন

সমাজ জীবনে পুত্রকন্যাদির অন্নপ্রাশন, পৈতে, বিয়ে ইত্যাদি নিয়ে সবাই মত্ত থাকত। কেউ কৃষ্ম নাম করতো। না। মাঠে মাঠে গোরু চরাত, শিশুরা ধনুকের বাণ মেরে তার পেড়ে তা মনের আনন্দে খেতো। তীর্থযাত্রা তখন আকর্ষণীয় ছিল। বক্রেশ্বর, বৈদ্যনাথ, কাশী ইত্যাদি স্থানে তীর্থযাত্রায় সবাই যেতো। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর তীর্থযাত্রা এই প্রসঙ্গো উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন সমাজে পরনিন্দা পরচর্চাও ছিল। গৌরাঙ্গোর বাল্যলীলা, নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে তৎকালীন সমাজ জীবনের অনেক খণ্ড খণ্ড চিত্র আমরা পাই। তবে প্রতিটি চিত্রই বাস্তব জীবনের সঙ্গো যুক্ত, যার ফলে চৈতন্যের ভাবলীলা স্ফূরণে এই জীবন্ত সমাজচিত্র নানাভাবে সাহায্য করেছে। ভাববাদী ভক্তিবাদী কবি বৃন্দাবনদাসের বাস্তববাদী দৃষ্টি ভঙ্গির প্রমাণ আমরা আদিখণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে পাই। আপনারা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় পাঠ করে তৎকালীন সমাজ জীবনের নানা তথ্য জানতে পারবেন। এখানে সেই তথ্যগুলিই সন্নিবেশিত হল। এই অংশটি পাঠ করে নবদ্বীপ ও এই শহরকে কেন্দ্র করে নদীয়া জেলার সমাজ জীবনের কথা জেনে নিজের ভাষাতেই সবকিছু লিখতে পারবেন।

৪৬.৮ শ্রীচৈতন্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ "মিশ্র পুরন্দর" বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে আসেন। মাতার নাম শচীদেবী। জগন্নাথ-শচীদেবীর সংসার মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। বড় ছেলে বিশ্বরূপ। তারপর কয়েকটি সন্তানের জন্ম মুহূর্তে মৃত্যু। শেষে বারো বছর পরে ১৪০৭ শকাব্দের (১৪৮৬ খ্রিঃ) ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যের জন্ম। জন্ম মুহূর্তে চাঁদে গ্রহণ লেগেছে, গঙ্গাতীরে স্নানার্থীরা ভিড় জমিয়েছেন। নবদ্বীপের পথ ঘাট শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিতেও হরি সংকীর্তনের মুখর। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় চৈতন্যের জন্ম বর্ণনা আপনারা পাবেন। চৈতন্যের জন্ম লগ্নের বার্তার বর্ণনায় দেখা যায়—

"গৌরচন্দ্র আর্বিভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নাহি তার জন্মে বা মরণে।"

শ্রীচৈতন্যের গায়ের রঙ ছিল খুব ফর্সা। তাঁর দেহকান্তির জন্য আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী তার নাম রাখে "গোরা"- "গৌরাঙ্গ", আর অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতাদেবী নবজাতকের নাম দেন "নিমাই"। পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'বিশ্বরূপে'র সঙ্গো মিল রেখে চৈতন্যের ভালো নাম রাখা হয় "বিশ্বম্ভর'।

শৈশব ঃ মাতার প্রবল স্নেহ, পিতার কিছুটা শাসনের মধ্য দিয়ে সাধারণ ছেলের মতোই চৈতন্যের শৈশব অতিবাহিত হয়। জ্যৈষ্ঠপুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের পর শচীদেবীর চোখের মণি হয়ে দাঁড়ায় চৈতন্য। অজানিত আশঙ্কায় পিতা-মাতা চৈতন্যকে টোলে পাঠাতে চাননি। কিন্তু ছেলের জেদের কাছে হার মানতে হয়। মেধাবী চৈতন্য অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাকরণ ও অলংকার বিদ্যায় পারদর্শী হন। তার জ্ঞান-যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পিতার মৃত্যু চৈতন্যের সংসারের দিকে মন দিয়ে যোল-সতেরো বছর বয়সেই নিজেই লক্ষ্মীপ্রিয়াকে সহধর্মিণীরূপে নির্বাচন করে ঘরে আনেন। টোল খুলে ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াতেন। সুদর্শন, চরিত্রবাণ, পণ্ডিত চৈতন্য নবদ্বীপবাসীর হৃদয় জয় করে নেয়। অদ্বৈত আচার্যের মতো বহু প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ চৈতন্যকে স্নেহাদৃত ভক্তির দৃষ্টিতে দেখতেন। চৈতন্যের সাথী-সঙ্গীরা তার আনুগত্য স্বীকার করতো। চৈতন্য ভাগবতের দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ অধ্যায়ে তার পরিচয় আছে। চৈতন্যদেব কিছুদিনের জন্য পূর্ববঙ্গো (অধুনা বাঙলাদেশে) যান। প্রথম ভক্ত তপন মিশ্রের সঙ্গো তার সেখানেই মিলন ঘটে। পিতৃ সম্পত্তি দেখাশুনা করে অর্থাদি সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে লক্ষ্মীদেবীর সর্পদংশনে মৃত্যুর ঘটনা শুনে তিনি প্রচণ্ড আঘাত

পান। এরপর থেকেই শ্রীবাস পন্ডিতের গৃহে চৈতন্যের যাতায়াত এবং কীর্তন গানে তন্ময়তার খবর পেয়ে শচী মাতা চিন্তিত হয়ে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তার বিবাহ দেন। এদিকে হরিদাস নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমন। তাঁদের সঙ্গ পেয়ে চৈতন্য মেতে উঠলেন। কাজীর আদেশ অমান্য করে পথে পথে সংকীর্তন। চৈতন্যের জয়ধ্বনিতে নবদ্বীপ আন্দোলিত।

এরপর চৈতন্য শিষ্যদের নিয়ে গয়াতে পিতার পিণ্ডদান করতে গিয়ে ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎ পান। তাঁর কাছে তিনি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ভক্তিভাবে তন্ময় হয়ে চৈতন্য বৃন্দাবন মথুরায় ছুটে যান। সঙ্গী-সাথীরা অনেক চেষ্টায় তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু ঘরে আর মন নেই। কিছুদিন শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে থেকে চৈতন্য পুরী চলে যান স্থায়ী বসবাসের জন্য। পুরীতে পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও কাশী মিশ্রকে ভক্তরূপে পান। কাশী মিশ্রের বাগানবাড়ীতে চৈতন্য বসবাস শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই উড়িষ্যার রাজা ও রাজপরিজন চৈতন্যের ভক্ত হন। ধীরে ধীরে বাঙলা ও উড়িষ্যার জনগণ চৈতন্যকে দেবতারূপে মেনে ভক্তি-শ্রদ্ধার আসনে বসান।

এরপর চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ। এক বছরের উপর পদব্রজে প্রায় সবস্থান ঘুরে রামানন্দ রায়, পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে মিলিত হন। এরপর পুরীতে ফিরে তিনি পুনরায় বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের অরণ্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে মহানন্দে তিনি কাশীধামে পৌঁছান। সঙ্গে ছিলেন ভক্ত তপনমিশ্র, বৈদ্য চন্দ্রশেখর ও কীর্তনীয়া পরমানন্দ। কাশী থেকে প্রয়াগ, মথুরা বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের ব্রজমণ্ডলে অবস্থানের সময় চৈতন্য ভাবাবেগে মগ্ন হন। সেখান থেকে প্রয়াগে আসেন। তাঁর সঙ্গে মিলিত হন রূপ, রূপের ভাই বল্লভ ও সনাতনের সঙ্গে। রূপ সনাতনকে শিক্ষা দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে লীলাচলে ফিরে আসেন।

জীবনের শেষ আঠারো বছর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মহাভাবে আবিষ্ট হয়ে নীলাচলেই তিনি জীবন কাটান। ১৪৫৫ শকাব্দে (১৫৩৪ খ্রিঃ) রথযাত্রার পরই মাত্র ৪৮ বছর বয়সে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব ঘটে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের কার্য-কারণ সম্পর্কে নানা অভিমত আছে। জগন্নাথদেবের দেহে বিলীন, সমুদ্রের বুকে বিলীন, পায়ে কাঁটা ফুটে তা থেকে বিষাক্ত ব্যাধি, গুপ্ত হত্যা—ইত্যাদি নানা মতামত আছে। আজও শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সঠিক রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়নি।

৪৬.৮.১ বাল্যলীলা (চতুর্থ অধ্যায়)

শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা বৃন্দাবনদাসের তৃতীয় অধ্যায় থেকেই শুরু। এই অধ্যায়ে আমরা নবদ্বীপে তার ষষ্ঠীপূজা, নামকরণ, প্রভুর জানুগতি, সর্পের বৃত্তান্ত, চোরদ্বয়ের বৃত্তান্ত, শচী-জগন্নাথের নূপুর ধ্বনি শ্রবণ, তৈথিক ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রকাশ—ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ পাই। আমাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত চতুর্থ অধ্যায়েই মূলতঃ শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলার অনুপুঙ্খ বিবরণ আছে। 'হাতে খড়ি' থেকে শুরু করে পিতার কাছে 'ছলপড়া' পর্যন্ত এই অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলার নানামধুর চিত্র বৃন্দাবনদাস তুলে ধরেছেন।

'হাতে খড়ি'র মধ্য দিয়েই আমাদের সমাজজীবনে শিশুর বিদ্যার জগতে প্রবেশের সুনা। শুভদিনে শুভলগ্নে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ নিয়ে হাতে খড়ি দেওয়ার প্রথা আজও বিদ্যমান। শিশু-সন্তান এর গুরুত্ব বুঝতে পারে না। অন্যান্য খেলার মতো শিশু 'হাতেখড়ি'কেও একরকম খেলা মনে করে। অবুঝ ক্রিয়া কৌতুকে মত্ত চৈতন্যের হাতে খড়ি দেন জগন্নাথ মিশ্র। এরপরই 'দেবী কর্ণবেদ প্রসঙ্গ'। অন্যান্য শিশু যেমন এই শুভদিনে লিখতে বসে কৌতুকবোধ করে, একটি অক্ষর লিখতেই হিমসিম খায়, শ্রীচৈতন্য তার ঠিক বিপরীত। চোখে দেখেই সে সববর্ণ একের পর এক লিখে যায়। কবির ভাষায়—

"দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হই সর্ব্বমনে চায়।।"

চৈতন্য যে সাধারণ শিশু নয়, বাল্যলীলার এই 'হাতে খড়ি' অংশেই তার প্রমাণ কবি তুলে ধরেছেন। এরপরই কৃষ্ণের শতনাম লেখা শিক্ষা এবং রাতদিন পঠন পাঠনে মগ্ন চৈতন্য। তার প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণে যেন মধু ঝরতো। সকলেই তার সুরেলা কণ্ঠ শুনে বিমুগ্ধ। অন্যান্য শিশুর মতই চৈতন্যও পাখা মেলে আকাশে উড়তে চায় এবং পাখা না পেয়ে অঝোরে কাঁদে এবং ধুলায় গড়াগড়ি যায়। কখনও বা আকাশের তারা, চন্দ্রকে হাতের মুঠোয় পেতে চায়। আত্মীয় স্বজনেরা নানা কথার ছলে তাকে ভোলাতে চায়, তবু সেই অসম্ভব বায়না থামে না। কিন্তু অবাক হতে হয় শত অনুরোধ উপরোধ, স্নেহ-ভালোবাসায় যার জেদ যায় না সেই বালক গৌরাঙ্গ হরিনাম শুনেই চুপ করত। তার হরেক বায়নাও কোথায় যেন হারিয়ে যেত। চৈতন্যের সব চাঞ্চল্যের অবসান ঘটত হরিনামের পীঠস্থানে।

একদিন হরিসংকীর্তনে নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস যখন মুখর, তখন চৈতন্য কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়। সবাই তার কান্না থামার জন্য শত চেষ্টা করে কিন্তু কারো কথায় কর্ণপাত না করে শুধু অঝোর ঝরে কাঁদতেই থাকে। এটা ওটা দিতে গেলে নিমাই শুধু বলে—

"যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাই।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাই।"

সেখানে পণ্ডিত জগদীশ ও পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত একাদশীর উপবাস করে আছেন। তাঁদের শুদ্ধ চিত্তের নৈবেদ্য সবাই যদি খায় তবেই তার অশান্ত হৃদয় হবে শান্ত। সবাই একাদশীর নৈবেদ্য এনে দেবার কথা বলেন। এরপর দুই পবিত্র ব্রাহ্মণ-শিশুর কথা শুনে অবাক হয়ে যান। তাঁর এই শিশুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন এই অভিমত প্রকাশ করে বলেন—

"এই শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন।।"

তাঁদের প্রদত্ত নৈবেদ্য গৌরাঙ্গ গ্রহণ করে এবং হরিধ্বনি দিয়ে "নাচে প্রভু আপনা কীর্তনে।" ভাবে তন্ময় হয়ে কখনো মাটিতে, কখনো কারো গায়ে, কখনো বা শচী দেবীর কোলে লুটিয়ে পড়ে। তার সর্বাঙ্গ ধুলায় ধূসর। তারপর সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে দুপুরবেলায় গৌরাঙ্গ গঙ্গার জলে স্নান করতে যায়। নদীবক্ষে বন্ধুদের সঙ্গে জলকেলিতে মত্ত হয়। নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে স্নানরত লোকজন দেখে নিমাই সঙ্গী সাথীসহ সাঁতার কাটছে, কখনো ডুবছে, কখনো ভাসছে। কিন্তু কেউই তাকে ধরতে পারছে না। বয়স্ক লোকেরা গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে জগন্নাথের কাছে নালিশ করে। অভিযোগ গৌরাঙ্গ জল ছিটিয়ে সাধুদের ধ্যান ভঙ্গ করে কারো উত্তরীয় নিয়ে পালায়, পূজার পূর্বেই প্রসাদ খেয়ে পালায়, কারো ধুতি, কারো গীতা নিয়ে পালিয়ে যায়, কারো কানের ভিতর জল দেয়, কারো পিঠে চড়ে বসে, পূজার আসনে বসে, বালি ছিটিয়ে দেয়, স্ত্রীলোকের কাপড় পুরুষের ঘাটে, আর পুরুষের কাপড় স্ত্রীলোকের ঘাটে রেখে দেয়। এককথায় গৌরাঙ্গের দস্যিপনায় ঘাটের সবলোকই অস্থির। নিমাই-এর এসব দুষ্টুমির মধ্যে চিরন্তন শিশুর সহজাত স্বভাবই প্রকাশিত। সমস্ত বালিকার দল শচী দেবীর কাছে নালিশ জানায়—গৌরাঙ্গ তাদের কাপড় চুরি করেছে, শুকনো কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে, ব্রতের ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে, চুলে ওকড়ার ফল দিয়েছে ইত্যাদি। তাদের শুধু এসব অভিযোগ নয়, সঙ্গে সঙ্গে মাকে বলে যে শচীমাতা যদি পুত্রের এই দামালপনা বন্ধ

না করেন তবে প্রচণ্ড ঝগড়া হবে বলে শাসায়। সকলের রাগ দুর করার জন্য মা প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি সন্তানকে বেঁধে রাখবেন। পিতাও পুত্রের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শুনে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে গৌরাঙ্গের দেখা নেই। পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করায় শিশুগণ বলে—"আজি স্নানে না আইলা।" ঘাটে পিতার তর্জন গর্জন শুনে নিমাই অন্য পথে পালিয়ে যায়। বাল্যলীলায় চৈতন্যের অশান্ত ব্যবহার সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

"নানা ক্রীড়া করে কেহ না পারে বুঝিতে।" হাতে বই নিয়ে বিশ্বম্ভর অন্যপথে বাড়ী ফিরছে। তার সর্বাঙ্গ কালিমাখা। অপূর্ব উপমার সাহায্যে কবি তা বর্ণনা করেছেন—

"লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে।।"

পিতা ঘরে গিয়ে নিমাইকে দেখে সস্নেহে তার বিরুদ্ধে নগরবাসীর অভিযোগের কথা বললে, নিমাই শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে—

"আজ আমি নাহি যাই স্নানে।" অন্য কেউ হয়তো খারাপ ব্যবহার করেছে। তা সত্ত্বেও পিতা অভিযোগের কথা তুললে দৃঢ় কণ্ঠে নিমাই বলে যে কিছু না করেও তাকে দুর্নামের ভাগী হতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিমাই তাদের আলিঙ্গন করে, তারাও নিমাই-এর উপস্থিত বুদ্ধির পঞ্চমুখে প্রশংসা করে। নিমাই-এর কথাবার্তা শুনে পিতা-মাতা কিছুই বুঝতে পারেন না। তবে মনে মনে তাঁরা ভাবেন—

"এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়ারূপে কৃষ্ণ জন্মিলা মোর ঘর।।"

বেলা দুইপ্রহরে নিমাই টোলে পড়াশুনার জন্য যায়। তার পঠন-পাঠনে আগ্রহের ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির নানা চিত্র ও পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে চৈতন্যের বাল্যলীলার বর্ণনার মধ্যে একদিকে যেমন আছে চিরন্তন বাস্তববাদী শিশুর মনস্তত্ত্বের নানা উপাচার, তেমনি মাঝে মাঝে রয়েছে অলৌকিক-বিস্ময়কর জগতের সন্ধান। বিশেষ করে 'হাতে খড়ি'র মুহূর্তে যা দেখে তাই লেখে, হরিনাম শুনে নাচতে থাকে ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে অলৌকিত্বের প্রকাশ আছে। বাস্তববোধ, ভাবাবোধ ও ভক্তিবাদের মিশ্রণে বাল্যলীলার এই অধ্যায়টি সমৃদ্ধ। এই বাল্যলীলার মধ্যেই তৎকালীন পারিবারিক জীবনের ছায়া সম্পাতও ঘটেছে। সহজ, সরল ভাষায়, মাঝে মাঝে অলংকারের দ্যুতিতে অধ্যায়টি মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

৪৬.৯ ব্যাখ্যা, টীকা, শব্দার্থ

শ্রীচৈতন্যভাগবতের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের প্রতিটি পদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও টীকা পড়ে আপনারা পাঠ্য বিষয়বস্তু সহজে বুঝতে পারবেন।

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

পদ ১।। গৌরসুন্দর — শচীমাতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান চৈতন্যদেব নামেই খ্যাত। গৌরকান্তি রূপের জন্য আত্মীয়-স্বজন তাঁকে ডাকতেন গৌর-গৌরাঙ্গ বা গৌরসুন্দর বলে। সুতরাং এটি চৈতন্যের অন্য ডাক নাম।

পদ ২।। নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন — চৈতন্যদেব ছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও গদাধরের জীবন স্বরূপ। নিত্যানন্দ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বীরভূম জেলার একচাকা-খলপপুর গ্রামে তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছোটবেলা থেকেই দেবলীলা-নাটগানে অনুরাগী ছিলেন। ড. সুকুমার সেনের ভাষায়—"নিত্যানন্দ ছিলেন বেশে অবধূত, আকারে মহামল্ল, ভোজনপানে নির্বিকার।" কৃষ্ণলীলা শুনতে ও হরিনাম গানে তার একাগ্র অনুরাগ ছিল। শচীদেবী তাঁকে সন্তানরূপে স্নেহাঞ্চলে বাঁধেন। নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড় ছিলেন। চৈতন্যের সঙ্গে তিনি নীলাচলে আসেন। কিন্তু পরে চৈতন্যদেব তাঁকে বাঙলাদেশে পাঠিয়ে দেন। বৈষ্ণবভক্তগণ নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার মনে করতেন। চৈতন্যের তিরোভাবের আগেই বাঙলাদেশে কৃষ্ণ-বলরামের অবতার রূপে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের যুগলমূর্তির পূজা আরম্ভ করেন। চৈতন্যের তিরোভাবের আটবছর পরে নিত্যানন্দ স্বর্গারোহণ করেন।

গদাধর ছিলেন নবদ্বীপধামে চৈতন্যের প্রাণের বন্ধু। গদাধরের পিতার নাম মাধব মিশ্র। গদাধর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্য ছিলেন। 'দ্বিতীয়-চৈতন্য কলেবর' (দ্বিতীয় কায়ম্) রূপে নবদ্বীপ ধামে তাঁর পরিচিতি ছিল। নিত্যানন্দ ও গদাধর শ্রীচৈতন্যের উপাসনায় সর্বদা মগ্ন থাকতেন।

পদ ৫।। শ্রী সেবাবিগ্রহ — নিত্যানন্দ বলরামের অবতার রূপে নবদ্বীপে শ্রদ্ধার আসন লাভ করে। বলরামের মতই নিত্যানন্দ দাস্যভাবে মগ্ন হয়ে চৈতন্যের সেবায় তন্ময় থাকতেন। এই একাগ্রমগ্ন সেবা যেন নিত্যানন্দের মধ্যেই মূর্তি (বিগ্রহ) ধারণ করেছিল। 'শ্রী' শব্দটি কবি শ্রদ্ধাবাচক অর্থে ব্যবহার করেছেন।

পদ ৬।। অবিজ্ঞাত তত্ত্ব — অজ্ঞাত তত্ত্ব। চৈতন্য-নিত্যানন্দ এবং ভক্ত বা পরিকরদের গূঢ় তত্ত্বকথা কেউ জানে না। এই তত্ত্বকেই চৈতন্য-নিত্যানন্দ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ১।। ভাগবতে শুকদেবের উক্তি—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার (অজ) অন্তর গভীরে সৃষ্টির স্মৃতি প্রকাশ করতে করতে যাঁর অনুপ্রেরণায় স্বলক্ষণা সরস্বতী (ব্রহ্মা) মুখ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (ঋষভ) তিনি আমার প্রতি সদয় হোন।

পদ ৮।। নাভিপদ্ম হৈতে — নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম।

পদ ১২।। অচিন্ত্য অগম্য — যা চিন্তার অতীত।

শ্লোক ২।। হে ভূমা — সকলের অন্তর্যামী সর্বব্যাপী পুরুষ-ভগবান।

শ্লোক ৩ ও ৪।। অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—জগতে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হলে, অধর্ম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন আমি (শ্রীকৃষ্ণ) নিজেকে সৃষ্টি করি। ধর্ম স্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

পদ ১৭।। যুগধর্ম—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি ইত্যাদি প্রতিটি যুগের ধর্ম স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র ধর্ম-স্থাপনের জন্যই ভগবান নানা অবতাররূপে আবির্ভূত হন।

পদ ১৯।। সর্ব তত্ত্বসার—শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। চৈতন্যের কৃষ্ণের অবতার বলে প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব। এই তত্ত্বই সর্ব তত্ত্বের সার বলে চিহ্নিত।

পদ ২৩।। বিরিঞ্চি — ব্রহ্মা।

পদ ২৫।। চাটিগ্রামে — চট্টগ্রামে।

পদ ৩৫।। করি পিতা ব্যাজ—বলরাম সকলের পিতা বলে সুচিহ্নিত। তাঁর কোনো পিতা নেই। তবু নিত্যানন্দ রূপে বলরামের আবির্ভাবের ধারণা অনুযায়ী হাড়াই পণ্ডিতকে পিতা অঙ্গীকার (পিতা ব্যাজ) করেছেন।

পদ ৩৯।। তিরোতে—পরমানন্দপুরীর জন্মস্থান তিরোতে অর্থাৎ ত্রিহুতে।

পদ ৪৮।। পবিত্র গঙ্গানদী তীরবর্তী দেশে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পার্ষদদের অবতীর্ণ না করিয়ে কেন এর বাইরে পাপপূর্ণ অপবিত্র দেশে এঁদের অবতীর্ণ করালেন তার কার্য কারণ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পদ ৫৩।। নবদ্বীপ ধামের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের চিত্র বর্ণিত। এর বিস্তৃত বর্ণনা আপনারা ৪৫.৭ (ক) অংশে পাবেন।

পদ ৫৪।। ত্রিবিধ বয়সে—জীবনের তিনটি মূলস্তর — বালক, যুবক ও বৃদ্ধ।

পদ ৫৭।। নাহি সমুচ্চয়—সীমা সংখ্যা নেই অর্থাৎ অসংখ্য।

পদ ৬০-৬১।। মঙ্গলচণ্ডী—চণ্ডীদেবীর কথা এবং ৭ দিন ধরে মঙ্গলচণ্ডী গীত গাওয়া হত। 'জাগরণ পালা'তে রাত জাগতে হত। বিষহরি — যে বিষ হরণ করে অর্থাৎ দেবী মনসা।

পদ ৬৫।। না বাখানে — ব্যাখ্যা করে না।

পদ ৭৪-৮১।। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য—নবদ্বীপের হাতে গোনা যে ক'জন কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্ব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। তাঁর পূর্ব নিবাস ছিল শ্রীহট্টের লাউড়ে। পিতার সঙ্গে তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসেন। শান্তিপুরে স্থায়ী বাসস্থান থাকলেও তিনি নবদ্বীপে বসবাসের স্থান রেখেছিলেন এবং টোলও খুলেছেন। অদ্বৈত মহাপণ্ডিত ছিলেন। বৌদ্ধ, শৈব ও যোগী-তান্ত্রিকদের 'চর্যা গান ছড়াও তিনি জানতেন। মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য বলে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল। বৈষ্ণবগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ অদ্বৈত সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পরিবারে অভিভাবকত্বের মর্যাদা পেয়েছেন। তিনি ছিলেন 'জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু।' নবদ্বীপে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করেই তিনি ভক্তি সাধনার ধারা নবদ্বীপের বুকে ছড়িয়ে দেন। অদ্বৈতের আহ্বানেই চৈতন্যদেব সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে নাম প্রচার করে সকল জীবের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন।

পদ ৯২।। চৈতন্যবিলাস—নবদ্বীপে পাষণ্ডীদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে শ্রীবাসের গৃহে বৈষ্ণব গোষ্ঠী মিলিত হয়ে রুদ্ধ দ্বারে সংকীর্তন করতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের আগে চৈতন্যদেব প্রায় ১ বছর শ্রীবাসের গৃহে রাত্রে ভক্তগণের সঙ্গে কীর্তন করেছেন এবং বিভিন্ন লীলা (বিলাস) প্রকাশ করেছেন।

ত্রিকাল করয়ে-প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়াহ্নে বৈষ্ণব ভক্তগণ গঙ্গা স্নান করে কৃষ্ণ পূজা সম্পন্ন করতেন।

পদ ১০৯।। মহাতীব্র নরপতি যবন—মহাপ্রতাপান্বিত মুসলমান রাজা।

পদ ১১৭।। স্কন্ধনাশ—স্কন্ধ-অর্থ গাছের গুঁড়ি। কবি এই গুঁড়ির সঙ্গে বৈষ্ণব বিরোধী পাষণ্ডীদের তুলনা করেছেন। গুঁড়ি থেকে যেমন ডালপালা বের হয় ঠিক তেমনি পাষণ্ডীদের মুখে বৈষ্ণব বিরোধী নিন্দাবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাষণ্ডীদের বিনাশ করলেই-নবদ্বীপে বৈষ্ণব বিরোধী কর্ম-কাণ্ড বন্ধ হবে।

পদ ১৩০।। অবধূতবেশ—অবধূত নানারূপ বেশ ধারণ করেন। চৈতন্যভাগবতে অবধূতের বেশ বর্ণনা করতে গিয়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

'বেত্রবান্ধা এক কাণা কুম্ভ বামহাতে।
নীল বস্ত্র পরিধান নীলবস্ত্র সাথে।।"

এছাড়াও আছে—"বামশ্রুতি মূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।"

পদ ১৩৪।। কশ্যপ—সকল দেবতার পিতা।

পদ ১৪৬।। অতিমহাবেদ গোপ্য—এসব তত্ত্ব কথা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ বেদেও গুপ্ত আছে।

পদ ১৫৭-১৬০।। সত্যযুগে অবতারের বর্ণনা আছে।

পদ ১৬৫-১৭৫।। এই পদগুলিতে বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা আছে। কয়েকটির দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো।

হয়গ্রীবরূপে বিষ্ণু পাতালে মধু ও কৈটভ নামে দুই ভয়ংকর দৈত্যকে নিহত করে পবিত্র বেদ উদ্ধার করেন।

হিরণ্য-বিদার — নৃসিংহ অবতারে বিষ্ণু প্রহ্লাদের পিতা হরিণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করে তাকে বধ করেছিলেন।

সর্বলীলা লাবণ্য বৈদগ্ধী — দ্বাপরে কৃষ্ণের অবতারে সমস্ত লীলার প্রকাশ।

কলিযুগে চৈতন্য অবতার। চৈতন্য অবতারে কৃষ্ণ হয়েছেন ভক্তির বিষয়।

সর্বশক্তি পরচারি — চৈতন্য অবতারে কৃষ্ণ সকল শক্তিকে নিয়োগ করেন সংকীর্তন প্রচারের মধ্যে।

পদ ১৮৬।। গঙ্গার পুরিল মনোরথ—দ্বাপরে কৃষ্ণ যমুনার তীরে লীলা করেছিলেন কিন্তু চৈতন্য অবতারে তিনি গঙ্গার তীরে লীলা করবেন। গঙ্গার এইরূপ বাসনাই ছিল—সেই মনোবাসনা পূর্ণ হলো।

পদ ২০৪।। রাহু কবল ইন্দু — চন্দ্ররাহু গ্রাসিত। অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ।

পদ ২০৪-২০৬।। পঁহু — প্রভু শব্দটি ব্রজবুলি গাজে — গর্জন করে। বেণু-বিষাণা — বাঁশি ও শিঙ্গা।

পদ ২২৫-২৩০।। ডিন্ডিম — ঢোল জাতীয় বাদ্য।

পদ ২৩৯-২৪৪।। চক্রবর্তী লীলাম্বর — ইনি চৈতন্যদেবের মাতা শচীদেবীর পিতা।

পদ ২৪৫-২৫৮।। বিপ্ররূপে এক মহাজন—চৈতন্যের জন্মলগ্নে উপস্থিত ব্রাহ্মণবেশী এক মহাত্মা। যিনি নবজাতকের ভবিষ্যৎ বর্ণনা করেন।

।। তৃতীয় অধ্যায়।।

পদ ২।। অমায়ায় — দ্বিধাহীন চিত্তে, অকপটে।

পদ ৬।। আপ্তবর্গ — আত্মীয়-স্বজন।

পদ ১৮-২২।। সমাজ সংস্কারের নানা কথা আছে।

পদ ২৯-৩৫।। গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় নিজের রূপ গোপন করে তিনি বালক শ্রীকৃষ্ণের মতো লীলা করেন।

পদ ৪৫-৫০।। শ্রীচৈতন্যের নানা নামকরণ। বিশ্বম্ভর — বিশ্বকে যিনি ধারণ ও পোষণ করেন।

পদ ৬৫।। জানুগতি চলে — হামাগুড়ি দিয়ে চলে।

পদ ৭০-৭৪।। গরুড় — বিষ্ণুর বাহন। সর্পকুলের শত্রু।

পদ ৯৯।। বিহাণে — প্রভাতে।

পদ ১৩৩।। বস্ত্র শিরে রান্ধি তার — মধ্যুযুগে মাথায় নূতন বস্ত্র বেঁধে দেওয়া সম্মানসূচক শিরোপা রূপে চিহ্নিত ছিল।

পদ ১৫৮-১৬২।। তৈর্থিকব্রাহ্মণ — যে ব্রাহ্মণ তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান।

পদ ১৯৭।। অয়ে নিমাই ঢাঙ্গাতি — 'ঢাঙ্গাতি' শব্দের প্রাচীন অর্থ — প্রবঞ্চক, প্রতারক। কিন্তু কবি এখানে শিশু চৈতন্যের উদ্দেশ্যে 'দুষ্টু' - 'দস্যি' অর্থে ব্যবহার করেছেন।

পদ ২০৮-২১১।। একরড় — একদৌড়ে বা এক ছুটে।

পদ ২৯৭।। সুতিয়া থাকিল — শুয়ে রইলেন। যোগনিদ্রা প্রভাবে — যোগমায়ার নিদ্রার প্রভাবে।

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

পদ ২-৩।। শ্রীচূড়াকরণ — হাতে খড়ির পর গৌরাঙ্গের কর্ণভেদ চূড়াকরণ সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে শিশুর মাথায় নাপিত প্রথম ক্ষুর ছোঁয়ায় এবং কানের লতি ছিদ্র করে।

পদ ২১-৩৩।। অভেদ জীবন — জগদীশ পণ্ডিত ও জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন খুবই অন্তরঙ্গ।

শ্রীহরিবাসর — একদশী ব্রত।

পদ ৫৪-৫৬।। কুল্লোল প্রদান — কুলকুচির জল ছিটিয়ে দেওয়া।

পদ ৮৪।। এড়িমু বান্ধিয়া — নিমাই-এর বিরুদ্ধে নারীদের অভিযোগের পর মাতা শচীদেবী বলেন—পুত্রকে 'বেঁধে আটকে রাখবো।'

পদ ৯৮।। কতিগেলা — কোথায় গেল?

পদ ১২৩-১২৪।। অব্যভার — অব্যবহার, খারাপ ব্যবহার।

বিশেষ বিশেষ পদ্যাংশের ব্যাখ্যা করা হলো। এই ব্যাখ্যাদি পাঠ করে টীকা-শব্দার্থ জেনে আপনারা যে-কোনো পদাংশের ব্যাখ্যা লিখতে পারবেন।

(ক) (১) "পদতলে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গাল।
দৃষ্টিমাত্র দশদিক হয় সুনির্মল।। ১৭৮
বাহুতুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন নাশ।
হেন যশঃ, হেন নিত্য হেন তোর দাস।। ১৭৯

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

আলোচ্য পঙ্‌ক্তিগুলি বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম জীবনী সাহিত্য রচয়িতা বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্য-ভাগবত" কাব্য গ্রন্থের আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় তথা 'শ্রীগৌরাঙ্গাচন্দ্র জন্মবর্ণন' থেকে গৃহীত হয়েছে।

হরিনাম সংকীর্তনের মাঙ্গলিক দিকটি কবি তুলে ধরেছেন। যে-কোনো কৃষ্ণভক্ত নাম সংকীর্তনের সময় নৃত্যকালে তাঁর পদযুগলের তালে তালে পৃথিবীর দৃষ্টিতে পূর্ব পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ ইত্যাদি দশ দিকের এবং

ঊর্দ্ধবাহুতে স্বর্গের সকল অমঙ্গাল দূরীভূত হয়। নাম সংকীর্তনের সীমাহীন মাহাত্ম কবি এই পদ্যাংশে দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়ে ব্যক্ত করেছেন।

(২) 'বৃহস্পতি জিনিঞা হইব বিদ্যাবান্।
অল্পেই হইব সর্ব গুণের নিধান।।" ২৪৪ (ঐ)

(আরম্ভ পূর্বের ব্যাখ্যা অনুসারী হবে)

শচীমাতার ঘর আলো করে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গৌরাঙ্গের জন্মের পর নবজাত শিশুকে ঘিরে আনন্দ ধারা বয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে এক মহা জ্যোতির্বিদের আবির্ভাব। তিনি জন্ম লগ্নাদি বিচার করে ভবিষ্যদবাণী করেন যে—শচীমাতার নবজাত পুত্র বৃহস্পতিকে জয় করে জগৎখ্যাত বিদ্যাবান বলে পরিচিতি লাভ করবে। শুধু তাই নয়—অল্প বয়সেই সকল মানবিক উজ্জ্বল গুণাদির অধিকারী হয়ে খ্যাতি অর্জন করবেন। তৎকালীন যুগে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের পরিচয় এই অংশে পাওয়া যায়।

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

(৩) "সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমল নয়ান যেন গোপালের বেশ।।" ৭৯

আলোচ্য পদটি বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় থেকে সংকলিত। 'নামকরণ ও চাপল্য বিলাসাদি বর্ণনে'-র মধ্যেই শ্রীচৈতন্যের শিশুবয়সের সৌন্দর্য্যের দিকটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। শিশু চৈতন্যের সুন্দর মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল, চোখ দুটি পদ্মফুলের মতো। লেখকের ভাবনায় শিশু গোপালের রূপ-বেশ যেন চৈতন্যের মধ্যে প্রতিভাত।

(৪) " বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র রায়।
যেদিনে যে হৈব তা হইবারে চায়।।" ২১৮

(আরম্ভ পূর্বের মতই, তবে প্রসঙ্গা ভিন্ন)

চৈতন্যের চাপল্যের সীমা নেই। এক তীর্থ ভ্রমণকারী ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথিরূপে আসেন। এই পবিত্র ব্রাহ্মণ দু'বার নিজ হস্তে রান্না-বান্না করে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন মুহূর্তে গৌরচন্দ্র ছুটে এসে সেই অন্ন মুখে তুলে নেয়। ব্রাহ্মণ তা দেখে 'হায়-হায়' করে উঠলে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে যখন শাস্তি দেবার জন্য লাঠি নিয়ে তাড়া করেছেন, তখন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের হাত ধরে কথাগুলি বলেন। বালকের মন পবিত্র নিষ্পাপ। তারা খেয়াল খুশির স্রোতে ভেসে বেড়ায়। তাই তাঁর নিবেদিত অন্ন গ্রহণের মধ্যে শিশুর কোনো দোষ নেই। তাছাড়া যেদিনে যা ঘটবে তা ঘটবেই। শত চেষ্টা করেও তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ আজ তাঁর অন্ন গ্রহণ করবেন না বলেই হয়তো এমনটি হয়েছে। শিশু গৌরাঙ্গের প্রতি চরম মমতা ও ভবিতব্যকে মেনে নিয়েই ব্রাহ্মণ কথাগুলি বলেছেন।

।। চতুর্থ অধ্যায়।।

"সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ।।" ২৩

(আরম্ভ পূর্ববৎ শেষাংশ নিম্নরূপ)

শৈশবে গৌরাঙ্গ গোপাল কান্দাকাটি শুরু করলে হরিনাম শুনেই শান্ত হতো। কিন্তু আজ ভিন্ন রূপ। গৌরাঙ্গ অঝোরঝরে কাঁদছে—শত প্রলোভনে এমনকি হরিনামের কথাতেও তারা কান্না থামে না। সে শুধু জগদীশ পণ্ডিত হিরণ ভাগবতের ঘর থেকে একাদশী উপবাসের বৈষ্ণু-নৈবেদ্য আনতে বলে। একাদশীর নৈবেদ্য খেতে পেলেই সে কান্না থামিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে।

(৬) "ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান।
কেহ বোলে জল দিয়া ভাঙে মোর ধ্যান।।" ৬৭

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতের চতুর্থ অধ্যায়ে 'শৈশব ক্রীড়াবর্ণন' অংশের এই পদটিতে গঙ্গার ঘাটের সাধুদের দস্যি নিমাই সম্পর্কে নানা অভিযোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। নিমাই-এর চাপল্য ও দুষ্টুমি বুদ্ধিতে গঙ্গা ঘাটের সব স্নানার্থীই অতিষ্ঠ। তাদের কেউ কেউ জগন্নাথ মিশ্রের কাছে শিশু গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে তাঁর পুত্রের জ্বালায় কেউই প্রাণমন ঢেলে স্নানাদি কাজ সম্পন্ন করতে পারেন না। গঙ্গাতীরের ধ্যান তন্ময় সাধুদের অভিযোগ এই যে গৌরাঙ্গ জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে তাঁদের ধ্যান ভঙ্গ করে। শিশু গৌরাঙ্গের চাপল্যের দৃষ্টান্তে অংশটি ভরা।

৪৬.১০ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলি একে একে উত্তর করুন। উত্তরদান শেষে .... পাতার উত্তরসংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১। নিচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
(ক) চৈতন্যদেব জগন্নাথ মিশ্রের জ্যৈষ্ঠ পুত্র।	☐	☐
(খ) চৈতন্যভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবনদাস।	☐	☐
(গ) চৈতন্যের 'নিমাই' নাম রাখেন সীতাদেবী।	☐	☐
(ঘ) নবদ্বীপধাম চৈতন্য যুগে অবহেলিত ছিল।	☐	☐
(ঙ) অদ্বৈত আচার্য শ্রীচৈতন্যের বয়োকনিষ্ঠ।	☐	☐
(চ) শ্রীচৈতন্য ছোটবেলায় শান্তশিষ্ট ছিল।	☐	☐
(ছ) চৈতন্য হরিনাম শুনে শান্ত হতেন।	☐	☐
(জ) নবদ্বীপ গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য লোক স্নান করতো।	☐	☐

		ঠিক	ভুল
(ঝ)	চৈতন্য জন্মলগ্ন মুহূর্তে নবদ্বীপে জনগণের মধ্যে নিবিড় ঐক্য ছিল।	☐	☐
(ঞ)	চৈতন্যের মুখ চাঁদের মতো ছিল।	☐	☐

২। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

(ক) স্বভাবেহ ——————— কারুণ্য হৃদয়।

(খ) রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা ———————— রাম।

(গ) ————— ————— বলিয়া সান্ত্বনা করে মায়।

(ঘ) দিনে দিনে বাড়ে প্রভু ——————।

(ঙ) ——————— সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।

(চ) প্রভু বলে আজি ————————— নাহি যাই স্নানে।

৩) নীচে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হলো। সঠিক উত্তরটি ডানদিকে দেওয়া তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে বেছে টিক (√) চিহ্ন দিন এবং .... পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

(ক) চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন—
(১) ১৪৮০ খ্রিঃ
(২) ১৫১০ খ্রিঃ
(৩) ১৪৮৬ খ্রিঃ

(খ) চৈতন্যের আত্মীয়-স্বজন তার নাম রাখেন—
(১) বিশ্বম্ভর
(২) গৌরাঙ্গ
(৩) নিমাই

(গ) নিত্যানন্দ পরিচিতি ছিলেন—
(১) কৃষ্ণরূপে
(২) বিষ্ণুরূপে
(৩) বলরামরূপে

(ঘ) চৈতন্য বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে জলকেলি করতেন—
(১) গঙ্গা বক্ষে
(২) যমুনা নদীতে
(৩) পদ্মা নদীতে

(ঙ) দুই চোর চৈতন্যকে কাঁধে করে নিয়ে পালানোর সময় চৈতন্য—

(১) কেঁদেছে
(২) হেসেছে
(৩) ছট্‌ফট্ করেছে

(চ) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত সমাপ্ত হয়েছে—

(১) পাঁচ খণ্ডে
(২) তিন খণ্ডে
(৩) চার খণ্ডে

(ছ) বৃন্দাবনদাসের কাব্যগ্রন্থের প্রথম নাম ছিল—

(১) চৈতন্যমঙ্গল
(২) চৈতন্য চরিতামৃত
(৩) চৈতন্যভাগবত

৪। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থখানির নামকরণের তথ্যাদি ১৫টি বাক্যে নিজের ভাষায় প্রকাশ করুন।

৫। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬। চৈতন্য ভাগবতের ২য় অধ্যায় থেকে ৪র্থ অধ্যায় পর্যন্ত ৩টি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করো। সেগুলি থেকে যে-কোনো একটি অলৌকিক ঘটনা সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

৭। চৈতন্যদেবের জীবনীর বিভিন্ন স্তরের বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করুন।

৮। নবদ্বীপের জীবন চিত্র নিজের ভাষায় দশটি বাক্যে প্রকাশ করুন।

৯। চৈতন্যদেবের সমকালীন সমাজচিত্রের বাস্তব রূপ রেখাটি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন।

১০। নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাখ্যা করুন।

(ক) "কলিযুগে সর্ব ধর্ম হরি সংকীর্তন।
সব প্রকাশিলেন শ্রী চৈতন্য নারায়ণ।" ২০

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

(খ) "সর্ব নবদ্বীপে দেখ হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরি কীর্তন।।" ১৯৪

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

(গ) "সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গান।।" ৫৫

(তৃতীয় অধ্যায়)

(ঘ) "পরম ব্যাকুল হইলেন সর্বজনে।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবনে।।" ১১৯

(তৃতীয় অধ্যায়)

(ঙ) "ডুবিলা চাঞ্চল্যরসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত বিপ্র অনুচর।।" ৪২

(চতুর্থ অধ্যায়)

(চ) "এই মত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহ তাহান মায়ায়।।" ১৩৮

(তৃতীয় অধ্যায়)

১১। তিন চারটি বাক্যে নিম্নের এক একটি টীকা নিজের ভাষায় লিখুন।
(ক) অদ্বৈত আচার্য, (খ) তৈর্থিক ব্রাহ্মণ, (গ) নিত্যানন্দ।
(ঘ) জগন্নাথ মিশ্র (ঙ) চৈতন্য বিলাস, (চ) বিশ্বম্ভর।

১২। নীচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন।
(ক) পঁহু, (খ) ডিন্ডিম, (গ) আপ্ত বর্গ, (ঘ) বিহানে, (ঙ) একরড়,
(চ) কতিগেলা, (ছ) অব্যভার, (জ) না বাখানে, (ঝ) তিরোতে, (ঞ) বিরিঞ্চি।

১৩। বৃন্দাবনের চৈতন্য ভাগবত ছাড়া আর কয়েকজন কবিও তাঁদের গ্রন্থের নামকরণ যাঁরা চৈতন্য জীবনী বাঙলা ভাষায় লিখেছেন।

৪৬.১১ উত্তরমালা

১। (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ঠিক, (ঘ) ভুল, (ঙ) ভুল, (চ) ভুল, (ছ) ঠিক, (জ) ঠিক, (ঝ) ভুল, (ঞ) ঠিক।

২। (ক) অদ্বৈত, (খ) নিত্যানন্দ, (গ) হরি-হরি, (ঘ) শ্রী শচীনন্দন, (ঙ) নদীয়ার, (চ) আমি।

৩। (ক) ৩, (খ) ২, (গ) ৩, (ঘ) ১, (ঙ) ২, (চ) ২, (ছ) ১।

৪। বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’-এর নামকরণ নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক আছে। ‘অপ্রামানিক প্রেমবিলাস’ গ্রন্থে বলা হয়েছে “শ্রীচৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল” ছিল। বৃন্দাবন মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল।” শ্রীখণ্ডের ‘প্রাচীন বৈষ্ণব’ নামে গ্রন্থেও বৃন্দাবনদাস ও লোচনদাসের গ্রন্থের নাম ‘চৈতন্যমঙ্গল রূপে চিহ্নিত। একই নামে একাধিক লেখকের গ্রন্থ পাঠক, সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে ভেবে এবং মাত্রা নারায়ণী দেবীর নির্দেশে বৃন্দাবনদাস নিজেই তাঁর গ্রন্থের নাম ‘ভাগবত’ রাখার নির্দেশ দেন বলে ‘প্রাচীন বৈষ্ণব’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে। কিন্তু কবির ভাবশিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর ‘শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতে’ সর্বত্রই বৃন্দাবনদাসের কাব্যকে ‘চৈতন্যমঙ্গাল’ রূপে চিহ্নিত করেছেন। কারো কারো মতে ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থ রচনার পর বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে ‘ভাগবত’ শব্দটি যুক্ত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

“কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য চরিতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।।”

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের লীলার অভেদত্বের জন্যই গ্রন্থটির নাম ‘ভাগবত’ এবং গ্রন্থকারের নাম ‘ব্যাস বা বেদ ব্যাস’ আরোপিত হয়েছে। তবে এই মতটি সর্বসম্মত নয়। গবেষকগণ বৈষ্ণব গ্রন্থাদির মধ্যে সবচেয়ে যে পুঁথি বেশী সংখ্যায় পেয়েছেন তা ‘চৈতন্যভাগবতে’র। আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির মধ্যে একটিতেও ‘চৈতন্যমঙ্গাল’ নামটি নেই। লোচনদাস ও তাঁর গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ নামটির কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

“শ্রী বৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে।
জগৎমোহিত যার ভাগবত গীতে।।”

জয়ানন্দ ও বৃন্দাবনদাসের কাব্যকে ‘চৈতন্যভাগবত’ই বলেছেন। ‘ব্যাস’ নামটিও চৈতন্য চরিতামৃতের আগে কর্ণপুরের গৌর গনোদ্দেশ দীপিকাতে ও বৃন্দাবনদাসকে ‘বেদব্যাস’ আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে।

সুতরাং বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম প্রথম থেকেই যে ‘চৈতন্যভাগবত’ ছিল এবং এই নামকরণের ব্যাপারে বৃন্দাবনদাসই যে মূল হোতা এ ব্যাপারে দ্বিমত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

৫। **ঐতিহাসিক গুরত্ব ঃ** মধ্যযুগে নবদ্বীপ ধামে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম বাল্যলীলার নানা ঘটনা, তারপর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ, পদব্রজে ভারতভ্রমণ এবং জীবনের শেষ দিনগুলি নীলাচলে অবস্থান করে রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিত অবতাররূপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সেই ঐতিহাসিক ঘটনা সর্বজনস্বীকৃত। মানবতাবাদে পূজারী ভক্তিরসস্নাত মিলন মঞ্চের স্রষ্টা বাঙলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ। ভক্তবৃন্দের কাছে ছিলেন ভগবানের অবতার। বহিরঙ্গে রাধা অন্তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ—এই দ্বৈতরূপের সমন্বায়িত অবতার রূপেই তিনি অনুগামীদের দ্বারা পূজিত। চৈতন্য জীবনীকারগণ চৈতন্যদেবের খুঁটিনাটি, তাঁর জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে যে সব জীবনী কাব্য রচনা করেছেন তাতে নানা অলৌকিকতার পাশাপাশি, চৈতন্যদেবের লৌকিক জীবনের ইতিহাসও বাস্তব রসে প্রকাশ পেয়েছে। এই জন্যই চৈতন্যজীবনী সাহিত্য ঐতিহাসিকদের কাছ এক মূল্যবান দলিল। বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ — চৈতন্যদেবের ইতিহাস সমৃদ্ধ জীবনের প্রথম সার্থক সম্পদ।

ভক্তির অতিশয্য ও অলৌকিকতায় প্রগাঢ় বিশ্বাস সত্ত্বেও নবদ্বীপকেন্দ্রিক ধর্ম আন্দোলনের প্রতিটি স্তর বৃন্দাবন

দাস নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা তত্ত্ব ও তথ্য ও গ্রন্থে আছে। নবদ্বীপ ছিল বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। নানা ধর্ম-কর্ম হত।

"মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষ হরি পুজে কোন্ জনে।।"

এছাড়া 'মদ্য মাংস দিয়া কেহ যজ্ঞ পূজা করে।' বড়লোকেরা জলের মতো বিনা কারণে অর্থ ব্যয় করত। 'সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।' বৈষ্ণবদের প্রতি পাষণ্ডদের অত্যাচার, উপহাস কবির লেখনীতে ধরা পড়েছে—

"সকল পাষণ্ড মিলি বৈষ্ণবেরে হাসে।"

কিছু কিছু সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র গোষ্ঠীবন্ধ ভক্তিপন্থী বৈষ্ণবের কথাও আছে। অবক্ষয়ী সমাজের চিত্র অঙ্কণে কবির ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে বাঙলার শাসন-ব্যবস্থা মুসলমান কাজীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। অত্যাচার-উৎপীড়ন চলত, জাত-পাতের ভেদবুদ্ধিতে সমাজ কলুষিত ছিল, জগাই-মাধাইরূপী গুণ্ডাদের তাণ্ডব চলত। হোসেন শাহের শাসনব্যবস্থাকে কবি 'পরম দুর্বার' বলে চিহ্নিত করেছেন। উড়িষ্যার যুদ্ধকালে সুলতানের ধ্বংস লীলা, ভক্ত হরিদাসের বিরুদ্ধে শরিয়তি আইনানুসারে অন্যায়-অবিচার, চৈতন্যের কীর্তনকে নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি ইতিহাস সম্মত।

ভগবানের অবতার লীলার কাহিনী বর্ণনা করেও বৃন্দাবনদাস ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

৬। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায়ে নানা অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা আছে। তার মধ্যে ক্রন্দনরত শ্রীচৈতন্যের হরিনাম শ্রবণে শান্ত হওয়া, দুই চোরের কাঁধের উপর চৈতন্যের হাসি, জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্যভাগবতের একাদশী ব্রতের নৈবেদ্যের জন্য চৈতন্যের কান্নাকাটি উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত ঘটনাগুলির মধ্যে যে ঘটনাটি আপনাদের ভাল লাগে তা মূল পাঠ ও সারাংশের সাহায্যে নিজের ভাষায় লিখুন।

৭। ৪৫.৮ অংশে শ্রীচৈতন্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী অংশ পাঠ করে জন্ম লগ্ন, শৈশব, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ, ভারত ভ্রমণ, নীলাচলে দিব্যোন্মাদ অবস্থা ইত্যাদি অবলম্বনে নিজের ভাষায় প্রশ্নটির উত্তর দিন।

৮। ৪৫.৭ (ক) 'নবদ্বীপ চিত্র' অংশটি পাঠ করে সংক্ষেপে নিজের ভাষায় উত্তর দিন। তবে নবদ্বীপের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগৎটির তত্ত্ব তথ্যাদি সহ উত্তরটি যাতে সমৃদ্ধ হয় সেদিকে নজর রাখবেন।

৯। ৪৫.৭ এর 'ঘ' সমাজচিত্র' অংশটি যথাযথ পাঠ করে রাজনৈতিক, সামাজিক ধর্মীয় আচার-আচরণের দৃষ্টান্ত সহ উত্তরটিকে সমৃদ্ধ করবার জন্য সচেষ্ট হবেন।

১০। ৪৫.৯ অংশে কয়েকটি পদের ব্যাখ্যা করা আছে। সেগুলি পাঠ করে এই ব্যাখ্যাগুলি নিজের ভাষায় লিখুন। তবে অনুশীলনীর ব্যাখ্যাগুলি লেখার জন্য সংক্ষিপ্ত সূত্র প্রদত্ত।

(ক) চৈতন্যের আবির্ভাবকালে নবদ্বীপধামে নানা ধর্মের লোকজনের মধ্যে বিরোধ বিবাদ ছিল, জাত-পাতের বৈষম্যও প্রকট ছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবকে ঘিরে সর্ব-জাতির সমন্বয় ঘটে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হরিসংকীর্তনের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে নিবিড় ঐক্য গড়ে ওঠে।

(খ) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ মুহূর্তে শচীমাতার গর্ভে চৈতন্যের জন্ম। শিশুর জন্ম মুহূর্তে নবদ্বীপের আকাশ বাতাস শঙ্খধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে শ্রীহরিকীর্তনও দিকে দিকে মহানন্দের ঢেউ জাগায়।

(গ) 'হাতে খড়ি' অনুষ্ঠানে নানা দ্রব্যাদি ছড়ানো ছিল। কিন্তু চৈতন্য অন্য কিছুতে হাত না দিয়ে পবিত্র ভাগবত গ্রন্থকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সবাই অবাক বিস্ময়ে তা দেখে।

(ঘ) দুই চোর যখন চৈতন্যকে চুরি করে নিয়ে যায় তখন চৈতন্যকে দেখতে না পেয়ে সবাই উদ্বিগ্ন হয়। আত্মীয়-স্বজন দিশেহারা। কবি বাস্তব-উপমা দিয়ে তাদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচতে পারে না, তেমনি নিমাই হারা আত্মীয় পরিজনও মৃতপ্রায়।

(ঙ) বিশ্বম্ভর অর্থাৎ চৈতন্য শৈশবে দূরন্ত ছিল। কিন্তু হরিসংকীর্তন শুনলেই তিনি শান্ত হয়ে যেতেন। কীর্তনের সময় শিশু বিশ্বম্ভরও তন্ময় হয়ে যায়। শচীদেবীর অঙ্গানে চাঞ্চল্য রসে মগ্ন নিমাই-এর বন্ধু হয়েছে বহু শিশু। তাদের সঙ্গে তার বিচিত্র খেলায় সময় কাটাত।

(চ) চঞ্চল দস্যি ছেলে চৈতন্য তার বিরুদ্ধে কত না নালিশ? কিন্তু তার বিস্ময়কর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কেউই ধরতে পারে না, ভগবানের অবতার রূপে চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ নবদ্বীপবাসী বুঝতে পারছে না।

১১। ৪৫.৯ অংশের টীকা অংশ পড়ে অনুশীলনীর টীকাগুলির উত্তর দিন।

১২। (ক) প্রভু, (খ) ঢোল জাতীয় বাজনা, (গ) আত্মীয়-স্বজন, (ঘ) সকালে, (ঙ) একদৌড়ে, (চ) কোথায় গেল? (ছ) খারাপ ব্যবহার, (জ) ব্যাখ্যা করে না, (ঝ) ত্রিহুতে, (ঞ) ব্রহ্মা।

		কবির নাম		গ্রন্থের নাম
১৩।	(ক)	কৃষ্ণদাস করিবাজ	—	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
	(খ)	লোচন দাস	—	চৈতন্যমঙ্গল
	(গ)	জয়ানন্দ	—	চৈতন্যমঙ্গল
	(ঘ)	গোবিন্দদাস	—	গোবিন্দদাসের কড়চা
	(ঙ)	চূড়মণি দাস	—	গৌরাঙ্গ বিজয়

৪৬.১২ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

নির্বাচিত পুস্তক তালিকা ও লেখক ঃ

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম পর্যায়)— ড. সুকুমার সেন।

২। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস— ড. ভূদেব চৌধুরী।

৩। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। বৃন্দাবন দাস - চৈতন্যভাগবত (আদি খণ্ড)— ড. অবন্তীকুমার স্যানাল।

৫। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম—সুখময় মুখোপাধ্যায়।

৬। বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা (১ম খণ্ড)—গোপাল হালদার।

৭। বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত—সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত।

৮। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ঃ পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা—সনৎকুমার নস্কর।

৯। বৃন্দাবন দাস—বিরচিত চৈতন্যভাগবত (আদি খণ্ড)—রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১০। চৈতন্যাবদান—সুকুমার সেন।

১১। চৈতন্যচর্চার পাঁচশো বছর—দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় পত্র

পর্যায় —12- 13

Íôô 47 ❐ ôìûÖ øìíÒë Ûèâôì

ùÒæ

47¿1 Åí!ÐÖ

47¿2 «ꞏtꞏìûæì

47¿3 âÜøìÒ_1 ôìûÖ ¥ «ì÷Ö ß øìfìçÖ

47¿4 âÜøìÒ_2 ôìíûÖë vxèËèûÛìù

47¿5 âÜøìÒ_1 ôìíûÖë Ìììèàô

47¿6 ¼èìÞ

47¿7 Å+ëâìÜì

47¿8 †pøèJ

47¿1 Åí!ÐÖ

ÍÈ Íôôèå øìÒ ôíë Ììøèæ ôìûÖ ûì ôèûçì ôé ß v¼èå øìÒ ôíë ëí¼ìøÜèB ôëíç vùíÜ vö vö èû»íú ÓìëËì Çìôì óëôìë v¼ ¼@øíô äìæíç ß ûÄíç Íû¤ «íúìäíæ «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì ôëíç øìëíûæ¯ ÍÈ Íôôèå âíæìíöìù èóíú øìÒ ôëíÜ Ììøèæ_

- øóÖ ß øíóÖë øìÇôÖ èæÓìëË•
- ôìíûÖë èû»ú ß ùÒæèÛè+ô vxèËèûÛìù ¼@øíô ÓìëËì•
- ôìíûÖë Ìììèàô èæíú èû÷ìë ôëíç øìëíûæ•

47¿2 «ꞏtꞏìûæì

Ììøèæ ÜáÖ ôíë Çìôíûæ ûçâìæ Íôôèåíô èçæÛìíù èûÛk ôëì ðíúí×¯ «Çâ Ì¤íÐ ùóÖ øíóÖë øìÇôÖ ß ôìûÖ ¼@øíô «ì÷Ö ß øìfìçÖ ÌèÛâç ¼¤íáíø ÌìíÜì÷æì ôíë Íôèå ¼ìÓìëË ÓìëËì èóíú èPçéú Ì¤íÐ ôìíûÖë èû»ú èÛè+ô ß ùÒæùç èûÛìäæ ôíë ¼¤íáíø çìë ¾ûèÐ,ìÖ ÌìíÜì÷æì ôëì ðíúí×¯ Í øöìíú ùéèçôìûÖ ß âðìôìûÖ ¼@øíô ÌìíÜì÷æì Íôå èûíÐ» Ië&¼ð èûꞏtꞏç ôëì ðíúí×¯ øëûçé ÍôôIèÜë «èç ÜáÖ véíÔ¯ ççéú Ì¤íÐ ôìíûÖë Ìììèàô ûì Åøòìøæìë «Óìæ èçæèå ꞏtꞏ@ꞏ Ðj• ×`ó ß ÌÜWìë ¼@øíô ÌìíÜì÷æì ôëì ðíúí×¯ ûꞏtꞏç ÍÈ Íôôèå øìÒ ôíë Ììøèæ ôìíûÖë èûèÛˆ ÓìëìIèÜ ¼@øíô Íôèå «ìÇèâô ÓìëËì øìíûæ¯ øëûçé ÍôôIèÜ øìíÒë ¼âú ôìíûÖë ùÒæùç ß Ìììèàô èû÷ìíë Ìíæôåì ¼ðìúô ðíû¯

ÍÈ Íôôèåíç ùóÖ ß øíóÖë âíÓÖ øìÇôÖ vö ™Ó øÒæùç æú• Ûìû «ôìíÐß v¼èå ÌìíÜì÷æì ôëì ðíúí×¯ ôìÜ¹íâ ùóÖß vö ¹âÐ ×`óꞏtøí`óë åìíæ ôìíûÖë ¼éâìæìú ûì øóÖ ¼âìä ûìꞏtꞏûçìë «íúìäíæ

ùíóÔë ôì×ìôìë× vøî×ìíË× çì vóÔìíæì ðíúí×¯ Ìøëèóíô Íôèóíô èû»úèæÛë• ûËæìâÜô• û·tèæV ûì ç˜ßú ôèûçì• ÌæÕèóíô ûÕèkèæV• ¼âú ß ûÕJæì¼âº ôèûçì ÌÇûì ´óúìíûùèæÛë ùèëç-ôèûçì• «÷èÜç ûì ôèGç vôìæ vëìâìë`åô ôìèðæé ûì ÌìÔÕìæ ÌûÜ@íæ ëè÷ç ÌìÔÕìæôìûÕ Íû¤ âðìôìûÕ_¼û èô×ë ôÇìÈ Ììâëì äìæû¯ âðìôìíûÕ ¼â† äìèçë äéûíæë è÷QìÛìûæì• çìë ÌìÐì Ììôì)áì èûäè§ç ¼¤ðç ëø ÜìÛ ôíë¯ vö ôìíûÕ èû»ú ß Ûìûæìú èûëìå& ß èû·t·çíûìíÓë ¼íà èût‡úíûìíÓë ¼˜ìë ôíë• çìíôÈ ¼ìÓìëËÛìíû âðìôìûÕ ûÜì ðú¯ ÍÈ Íôíôë èPçéú øöìíú çìë øèë÷ú vóßúì ðíúí×¯ ççéú Ì¤íÐ ôìíûÕë Ììèàíôë «Óìæ èçæèå ·t·@· Ðj ûì Ûì»ì• ôìíûÕë ÛìûìæÛèçë çëà ûì ×`ó• ôìûÕ vóíðë ÌÜ¤ôìë ûì Ðj ûÕûðìíëë «çÕá ûì ûÕJæìùç ÷âÁôìèë& ¼@øíô ÌìíÜì÷æì ôëì ðíúí×¯

Ììøèæ Íôôèå «Çíâ øûìøë øìÒ ôíë øíë «èçèå øöìú t·çQÛìíû øìÒ ôëíÜ Åøôç ðíûæ¯ «èçèå Ì¤Ð èæèû,¦ øìíÒë øë ÌæÐéÜæéIèÜë ¼èÒô Å+ë èóíç øìëíûæ¯ øíë Å+ë ¼¤íôíçë ¼íà èâèÜíú èæíç øìíëæ¯

47¿3 âÜøìÒ_1 ôìûÕ ¥ «ì÷Õ ß øìfìçÕ

ûìùöíQë ¼ìðìíöÕ Å÷ìèëç ÌÇûð Ó[èæIË× ðÜ Ûì»ì¯ âìæí»ë öèk• ûèº ß âææ öÔæ ôèûçìú ×`ó ×ì§ìÈ vôìæ û·t·ûÕíô ûìùöíQë ¼ìðìíöÕ «ôìÐ ôíë çÔæ vö ÌÇûð Ó[èæë ¼è,¦ ðú çìÈ ðÜ ùóÕ¯ ¾óæè`óæ âíÔë ôÇì vöíðç ×í`ó ¼ìäìíæì æú• çìß ùóÕ¯ çíû ¼ìÓìëËÛìíû ×`ó ß èâÜðéæ èÜèÔç Ûì»ìÈ ùóÕ æìíâ ÌèÓô øèëè÷ç¯

ùóÕ âìæí»ë âæé»ìë çìë öèk-ûèº âæíææë ûìðæ¯ âìæí»ë è÷Qì ß öèkë Ûì»ì• èû÷ìíë Ûì»ì¯ ôìûÕ ðÜ Ììíûù-ÌæÛèç Ììë ôGæìë ûìðæ¯ ÌæÛû Ììíûíùë çì§æìú Ûì»ìú çëà tø`óæ ¼è,¦ ðú¯ Ììë Ûìíûë çëèàç «ôìÐ ¼írÈ ×í`óë t]èç¯ ôìûÕâìírÈ Ììíûù ß ëíøë t·ç¥«ôìÐ¯ âìæí»ë âíæ vöâæ Ûìíûë Ìät·çì Ììí× ôìíûÕß vçâèæ Ììí× ëíøë çÇì ×í`óë ¾ûè÷rÕ¯ ™Ó ×`ó æú• ·t·ûô øó ÈçÕìèóë ¼yìß ôìíûÕë Ðëéíë ¾ûè÷rÕ Ììíæ¯

ÍÈ ôìíûÕë t·ëø èæíú âç-âçìQíëë ¼éâì øèë¼éâì vèÈ_ÍíóíÐ_ßíóíÐ¯ «ì÷Õ Ûìëçûí»• øìfìíçÕ ÈÅíëìíø_†éí¼• È¤Üí„ ¼ìèðçÕ çìè+ôëì æìæì óè,¦íôìË vÇíô ôìûÕíô èû÷ìë èûíx»Ë ôíëí×æ¯ çìëÈ èô× øèë÷ú çíÜ Óëì ðíË×¯

«ì÷Õ ¼¤t·ç ÌìÜWìèëôëì èææäèææä óè,¦íôìË vÇíô ôìíûÕë ¼¤Úì èóíúí×æ¯ vöíðç ôìíûÕë èÐGôíâë âìÓÕíâ Ðj-ôìûÕ ÐjìÇâú• çìÈ Ðj ß ÌíÇë èâÜíæÈ ôìûÕ ÍôÇì äËæô ÌìÜWìèëô ûíÜí×æ¯ Ìøë Íôäæ ûíÜí×æ "ÌÛé,¦ 'ÈË×ìæöìúé' ÌÇ-¼¤ûèÜç øóìûèÜÈ ôìûÕ¯ Í âçûìíóë ûkì ÌíÇë ßøë ¼èûíÐ» Ië& èóíúí×æ¯ ÌæÕäíæë âíç âìÖö ÈçÕìèó IËâk øó ë÷æìÈ ôìûÕ¯ âðìôèû ôìèÜóì¼ ûìô ß ÌíÇë ¼¤íöìùíô Ië& èóíúí×æ¯[1] èô·Q ™Ó ÍåôÈ öíÇ,¦ æú¯

ôìûÕÐìt·ôìë Ììæ`ó ûÕíæë âíç• öèó vôìæ ÐjìÇâú ë÷æì ¼´óíúë ´óíú Ììæ`óâú ÌæÛçâ ¼˜ìë ôíë• v¼èå ðÜ ôìíûÕë ÜáË¯ ôìíûÕë ÌìKì ûÜíç èçèæ Ðíjë «Óìæ ÌÇ ûì ûì÷Õíô Ìèç¹â ôíë èûíÐ»

1¿ ""ûìùíÇì Èû ¼@øíkì ûìùÇ «èçø+íë""_ëÜû¤Ð¯

ûíËë vö ûôJæì øìÒô ´óíú ¼è,| ôíë çìíôÈ èæíóÐ ôíëí×æ¯ øëûçé ÌìÜWìèëô èûxæìÇ-Íë âíç Ìæ`óóìúô ûì ë¼ìKô ûìôÈ ðÜ ôìûô¯ ÅøèëÅk âçûìóIèÜë âíÓô Ó[èæûìóéíóë âçûìó èûèÛ^ âçûìíóë âíÓô Ìíæôåì ¼â^ú ÌìæíÜß Ííôûìíë rèåâk æú¯

øìfìçô ôìûô¼¤Úìë «Çâ «ûkì v«íåìë âíç "èÐG ¼è,| ðÜ ÌæôëË¯" ôèûëì ÌøèëûçæéúÛìû¼çôíô æú• «çéúâìæ û·t·íô ÌæôëË ôíëæ¯ èçèæ èÐíGë ¼íà æéèçë ÌìèKô ¼@øíô èûxì¼é è×íÜæ¯ ÌôìèéíŠìåÜ-Íë âíç ôèû öì Ùåíç øìíë çìÈ ûíÜæ¯ èçèæ èûíÐ»íô ÌûÜ@æ ôíë èæèûíÐí»ë ôÇì ûíÜæ¯ èô·Q Èíúìíëìíøë vëíæ¼ìí¼ë ûì æûâìùëíËë ôìíÜ ôìûôíô ôGæìûè+ë è¹úìëíø vóÔì ðÜ¯ âæ·t·í&ë ÌìíÜìíô ¼ìèðçô èû÷ìë «ûËçì ÍÜ¯ ÈæÜôìí„ë vëìâìèåô öíùë «Çâ ôèû ßúìõ¼ßúìíÇë âíç ôìûô ðÜ ùÛéë ÌæÛèçë t·ç¥t]ç ÅE×Üæ (Spontaneous overflow of powerful feelings) ÌÇìÁ ôìûô «ûÜ Ìíûíùë ÅE×èÜç t·ìÛìèûô «ôìÐ¯ èô·Q Ìë Íô vëìâìèåô ôèû vôìÜèëä Ìíûíùë v÷íú ôGæìë Ië& t·éôìë ôíëí×æ¯ Øëìè¼ èû«íûë «èçè¹úìú Íôóܼìèðèçôô èæ×ô ë¼ ¼è,| ¼ìèðíçôë ôìä ûíÜ âìæíÜæ¯ Ìë ÍôóÜ ¼ìèðíçô èæ×ô ûì·t·ûíô ß ¼íçôë ÌÜ¤ôìëðéæ âèçíô çíÜ Óëíç «úì¼é ðíÜæ¯ èPçéú âçèå vÇíô û·t·ç·Qûìíóë ä^Š ðíúí×¯ Ììûìë v¹ìí÷ë âíç ôìûô ûì èÐG ðÜ û·t·ë ÌQèæèðç v¼ì`óíöë «ôìÐ¯ âôìÇ Ìæ<-Íë âíç ôìûô vðìÜ äéûíæë ¼âìíÜì÷æì (Criticism of life)¯

ôìûô ¼ìèðçô ¼@øíô «ì÷ô ß øìfìçô çìè+ôíóë ÌìíÜì÷æì vÇíô Ðj• ÌÇ «ôìÐ ôèû «èçÛì• ôGæì «Ûèçë ¼@øô vö ùÛéë ß Ìíæôåì ßçí«ìç çì vûìÄì öìú¯ Åø¼¤ðìíë ûÜì öìú¯ ôèûçì ûì ôìûô ðÜ «èçÛìë tøíÐ èæûìè÷ç Ðj IíE×ë âìÓôíâ ùí§ ßÔì ùÛéë Ììíûù ûì ÌæÛíûë ûôJæìâú ×í`óìûº «ôìÐ¯ vôìíæì vóÔì ÌèÛÚçìë «èçè¹úìú• èô¤ûì t‡èçë äìùëíË• ôèû öôæ çìë ôGæìíô Ìûìíó âk ôíëæ• çôæ çìë ´óíú vö ÌæëËæ ¼è,| ðú• çìë «ôìÐ ðú ¼ë¼ìô Ðjëía• ×`ó èâíÜë †pæìú¯ ÍÛìíû ôèû çìë Ìøû èæâìËáâ «èçÛìë 'vö «èçÛì öì è×Ü æì çì ¾çèë ôíë' ¼ìðìíöô ¼´óú øìÒíôë ÌQíë ôèû vö ÌíÜìèôô Ììæí`óë äùÁ ¼è,| ôíëæ ôèûçì çìë ÌûÜ@æ¯

ÌæÐéÜæé_1

Ììøæìë øìíÒë Ì†ùèç vûìÄìë vëæô æéí÷ë «xIèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 11 øVìú Å+ëâìÜìë ¼íà èâèÜíú vóÔæ¯

1¯ èçæ ÷ìèëèå ûìíôô ùóô ß øíóôë âíÓô øìÇôô èæíóÐ ôëæ¯

¿¿

¿¿

¿¿

¿¿

2¯ Ðæôòìæ øëË ôëæ¯

'ô' _________ ¼ìðìíöô ÅE÷ìèëç _________ Ó[èæIE× vðìÜ _________ ¯

‘Ô’ ùó â ìæí»ë âæé»ìë çìë ________ ûìðæ• ôìû ðÜ ________ ûìðæ¯

‘ù’ ÌìÜWìèëô èûxæìíÇë âíç ________ ûì ________ ðÜ ôìû¯

‘Ù’ Ììèëíšìå Ü-Íë âíç ôèû ________ ûíÜæ¯ èçèæ èûíÐ»íô ________ ôíë ________ ôÇì ûíÜæ¯

‘Â’ ßúìõ¼ßúìíÇ âíç ôìû ðÜ ________ ________¯

‘÷’ v¹ìí÷ë âíç ôìû ûì èÐG vðìÜ ________ ________ «ôìÐ¯

3¯ ôìíûë ÐjÇûìóé âçûìóIèÜ ¼@øíô Íôèå Ìæí×ó ë÷æì ôëæ¯

4¯ ôìíûë ¼¤Úìú v«íåìë âçìóÐ 3-4èå ûìíô èÜÔæ¯

5¯ øìfìç çìè+ôíóë “ôìû” ¼@øíô ûkû ÌûÜ@íæ Íôèå Ìæí×ó ë÷æì ôëæ¯

6¯ ôìíûë ¼¤Úì Íôèå ûìíô Åøèòç ôëæ¯

47¿3 âÜøìÒ_2 ôìíûë vxèËèûÛìù

èû»úèÛè+ô ûËæìâÜô ç^ú **(objective)** **ôèûçì** _ ÍÈ vxèËë ôèûçìú äéûíæë vôìæ ùÛéë ÌæÛû æú• û tèûíxë ûËæìÈ «Óìæ «èçøìó¯ èûx«ôèçë û tèæV ûËæì• ûèðäùíçë vôìæ Ùåæì• èû»ú èæíú ûì vôìæ ÚìæùÛ æéèç ÌìóÐ ûà èû°ø vôìæ ûèkë âçíç vÐìô ÚìøæìíÇ vö ¼ât ôèûçì vÜÔì ðú v¼IèÜ ÍÈ vxèËÛk¯

æéèç ôèûçì **(Didactic poem)** _ vö ôèûçìú ¼Ûì»íËë âìÓíâ æéèçôÇì «÷ìë ôíë øìÒíôë Úìíæìóú ûì ¾÷çæ ¼˜ìíëë v÷,ì ôëì ðú• çìíô æéèç ôèûçì ûíÜ¯ ÍÈ Óëíæë ôèûçìú ôèû ÚìæùÛ ç+ ß æéèç «÷ìíëë «íúìäíæ ÜÙ ûì Iëù@éëÛìíû ôèûçìíô ÌçQ ¼¤èá: øèë¼íë Åøòìèøç ôíëæ¯ «¼àç• ôÃ÷\ âäâóìíë “¼IìûÐçô”• “æéèç¼Óì” ß ëûé\æìíÇë “ôèËôì” ÅíGÔíöìù ôìû†p¯ ûà ôèûçì• ÜÙ ¾ûÒèô ôèûçì ß ÜìèÜôì (Parody-øìíëèõ’ ûì¤Üì ûàôìíûë ÅÁøè+ ûìÂìèÜë ëàé«úçìú_æìâôëË vÇíôÈ Íèå tø,¯ «Çâ óèåíç âìæí»ë Ìì÷ìë-Ìì÷ëË ÷èër-¼âìä ëéèçæéèçíô èçöô Ìì¹âËìKô Ûèàíç ûËæì ôëì ðú¯ ûèkùç ß ¼ìâìèäô tèûíëìÓ ß âÜíûìíÓë Ìûáíúë è÷r çíÜ Óëì ûàìKô ôèûçìë «Óìæ Åøäéû¯ «¼àç vðâ÷\ ûí`óìøìÓìíúë “ûìäéâìÁ”• È\æìÇ ûí`óìøìÓìíúë “Ûìëç-Åºìë” «Ûèç ôìû Íû¤ ëûé\æìíÇë “óìâ ß ÷ìâ”• “èð¤èå¤ ×å”• èPíä\ÜìÜ ëìíúë “æ`óÜìÜ”• vâìèðçÜìÜ âäâóìíëë ¼ëúâçé «Ûèç ôèûçì ÅíGÔíöìù¯ Í¼û ôìû ß ôèûçìë Üá ûèkùç ûì ¼ìâìèäô rèå ¼¤íÐìÓæ¯ «Çíâìkèåíç èô× Ìì¹âËìKô ÅøìóìæÇìôíÜß• èPçéúèå ÜÙ ¾ûÒèô vâäìíä Åøòìèøç ðú¯ èPçéúèåë ¼íà Parody ûì ÜìèÜôìë Ìíæôåì ¼ìóÐ Ìí×¯ “ÜìèÜô” vôìæ «èçèVç ë÷æìë ôìèúô ÌæôëË¯ Íèå ûàìKô Ìæôèç ðíÜß v¼Ôìíæ ðì¼ëí¼ë Íôåì t×`ó vâì§ô Çìíô/ ë÷æìèåë âìÓö çìë vôîçôâú Åøòìøæìú¯ “ÜìèÜôì” ¼ôÜ øìÒíôë ôìí×È Ììæ`óóìúô¯

Elegy ‘ÍèÜèä’ ûì vÐìôôìûö_âíçë Åí ! íÐö ëè÷ç vÐìôùìÇìú âç ûöèkë ôéèç ß çìë ¼@øíô ôèû ´óíúë vûóæìë Ììèç Úìøô vÐìíôìÈ×ì¼È Í ôèûçìë «Óìæ èû»ú¯ téë âçöíç vÜÔì ëûé\æìíÇë “t‡ëË” ôèûçìlÈ×• ¼íçö\æìÇô óí+ë âçöíç “¼íçö\æìÇ ó+”• öçé\æìÇ v¼æ l í : ë vÜÔì ““22íÐ xìûË• 1348”” Ðèk ÷íªìøìÓöìíúë• âìèæô ûí`óöìøìÓöìú «Ûèç vöíôìæ ÅÁô,ì “ÍèÜèä”ë ¼í à çÜæéú¯ vÐìôìç ôèûë vÐìô Úìøô v×ìå ôèûçìíô È¤ëìèäíç õìä (Dirge) ûÜì ðú¯ Í øöQ ÌìíÜìè÷ç ¼ûôèå ôèûôâÈ èû»ú èæÛë ß ûËæìâÜô ðíÜß ôèûë èæät ÅøÜèB vÇíô Åøäìç¯ èôQ ûËæìâÜô Ìøë Íôèå Óìèì öì èô¤ûóèQ• vÜìô «÷èÜç ûì Èèçðì¼ øèìË Ììxúé ôìèðæé âÜô ôìûö_öÇì ùìÇì ôìûö (Ballad), ÌìÔöìæ ôìûö (Narrative poem), âðìôìûö (Epic) æìíâ øèëè÷ç¯ Íë «íçöôèåë Ììôèç ß «ôèçùç tìçQö Ììí×¯ ùìÇì ß ÌìÔöìæôìûö ÅÛúÈ ÌìÔöìæ vôè\ô¯ «Çâèå âÓöíùë vÐí» ¼ : óÐ Ðçô øöQ vëìâìè`åô vÜìôùìÇì èðí¼íû äæäéûæ vÇíô ÅÁ¼ìèëç ðíúè×Ü¯ Íç v«â• ûéë&• vóÐí«â• âð+ ÌìKçöìù Èçöìèóë øèë÷ú Çìíô¯ ùìÇìë ë÷èúçì «ìúÈ ÌÚìçæìâì¯ Íç èÜèëô ÌæÛèç ß ¼âè,ì-v÷çæìë øèë÷ú Øíå ßíÒ¯ ùìÇìú øèëíûÐ ûËæìë øìÐìøìèÐ Ùåæìú æìåôéú °ççìë øèë÷ú øìßúì öìú¯ âÓöíùë ÍÈ èÐGôÜìèåë ÌæôëíË ÌìÓèæô ôìíÜß ûT ùìÇì äìçéú ôìûö-ôèûçì ë÷æì ôëì ðíúí×¯ “âúâæè¼¤ð ùéèçôì”ë v«â ß ÌìKçöìíùë øìÐìøìèÐ• tíóÐéöíù ëè÷ç ëûé\æìíÇë “ôÇì ß ôìèðæé”ë Ìíæô ë÷æìÈ âð&• ûéë& ß tíóÐí«íâëô äÜQ ó,ìQ òìøæ ôíëí×¯

ÌìÔöìæôìûö ùìÇì vÇíô Íôå tçQ¯ ÍÔìíæß «÷èÜç èô¤ûóQé ûì Èèçðì¼-Íë ÌûÜ@æ¯ ë÷æìëèèç ûËæìKô¯ ë à ÜìÜ ûí`óöìøìÓöìíúë “ôì˜éôìíûëé”• “ë à âçé”• ÉÐìæ÷\ ûí`óöìøìÓöìíúë “vöìíùÐ” ôìèðæé ôìíûöë øìÐìøìèÐ ëûé\æìíÇë “vóûçìë †ì¼”• “øëìçæ Ûçö” ÅíGÔíöìùö¯

âðìôìíûöë tëø ¼@øíô «ì÷ö øì f ìçö Ìíæô ÌìíÜì÷æì ðíúí×¯ «ì÷ö ôìûöÐìt «íËçìíóë âíç ÌÇìèÓô ¼ùûaök øóöâú ôìûö èûíÐ» vðìÜ âðìôìûö¯ Íë æìúô Óéíëìóì+ lË¼@ø^ ûéë Íû¤ ¼P¤Ðäìç¯ ôìíûöë «Óìæ ë¼ Ð à ìë• ûéë ß ÐìQëí¼ë Íôèå¯ Ííç tù-âçö-øìçìÜ «Ûìç-¼aöì «Ûèç æìæì èû»íúë ûËæì ÇìôíûÙ ôìûöèå øìÒ ôëíÜ øìÒíôë âíæ Íôèå èûÐìÜçìë ÓìëËì ä^šìíû• öìë øèë¹âì ØÜ èût‡úíûìÓ¯ âðìôìíûöë ôìèðæé Èèçðì¼ vÇíô ùðéç ðíû¯ Åøòìøæìú æìåíôë âç ¼÷æì• âÔ• «èçâÔ• ùÛ¼èa ß Åø¼¤ðìë Çìôíû¯

øì f ìçö ôìûö Ðìtéíóë Ìæöçâ Ìöìèëíšìåܸ-Íë âíç âðìôìíûö ¼â†ç Íôèå âì r Ùåæì ß Íôäæ æìúô Çìôíû• çìë èû»úût ðíû Ûìûùì@éöøË• Ìë ÍôìèÓô Åøôìèðæé âÜ ôìèðæéë Ì¤Ð tëø ûöû´ç ðíç øìíë¯ âðìôìûö ûËæìâÜô ôìû¯ ÍÔìíæ ÌíÜìèôô Ùåæìë ÅíGÔ Ùíå• ØíÜ Íë Ùåæìë øèèÓß ðú tù-âçö-øìçìÜ äí§ Ìíæôåì èût ç¯

«ì÷ö øì f ìçö âðìôìíûöë ™Ó ÌìÜ¤ôìèëô ûöìÔöì æú• âðìôìíûöë ë¼ìtìó ôíë ëûé\æìÇ Íë vö øèë÷ú èóíúí×æ çì ÅíGÔíöìùö¯ ëûé\æìíÇë âíç âðìôìûö ðÜ “ûðÁ ¼@eóìíúë ôÇ”• Í v¼È ôèûë ë÷æì öìë ë÷æìë èÛçë èóíú Íôèå ¼â† vóÐ• Íôèå ¼â† öù èæä ´óíúë ÌèÛÚçìíô ûök óíë âìæûäéûíæë è÷ëQæ ¼ìâ†é ôíë vçìíÜ¯ âðìôìûö ût ç ¼âìä äéûíæë âðæéúçìë ûöJæìú ¼âº¯ âìæû ¼Ûöçìë Íôèå âðçé øöìíúë øèë÷ú ÍÈ ôìíûö çíÜ Óëì ðú¯

Íûìíë ôìíûö̈ë Ìøë Óìëì ûö̈kèæV ûì â˜šú ûö̈Jæì¼â° ´óúìíûù èæÛë ôèûçì_ùëèçôèûçì «¼à ÌìíÜì÷æì ôëì öìô¯ È¤ëìèä Lyric Ðjèåë «èçÐj èðí¼íû Íèå ûö̈û´ç ðú¯ Íô ¼âú lyre 'Üìúìë' ûì ûéËìö·Q ûìèäíú ´óíúë ÍôìQ Ììíûíùë ôÇì øGé ôèû ¼ë èóíú ùìÈíçæ¯ v¼È ùìíæë ôÇì èÜèëô ôèûçì èðí¼íû øèëè÷ç ðú¯ Lyre vÇíô æìéâ ðú èÜèëô¯ ôèûë ûö̈èkùç v÷çæìÈ ÍÔìíæ âÔö̈¯ ÍôìQ ÌìKùç ÌìíûùìæÛèç Íë Åøäéûö̈¯ æìæì ÌèÛÚçì ÌìÙìíç ÅíÒ Ìì¼ì ôèûäéûíæë ¼Ô ó¥Ô ÌìÐì Ììôì)áì Ìæíˋóë ôÇìÈ ùëèçôèûçìú èû»ú¯ ùëèçôèûçì çìÈ ôèûë âíæë Ìûö̈kÛìíû ÌèÛûö̈èk èûíÐ»¯ vö ôèûçì ôèû ´óíúë ÌæÛû øìÒôè÷í+ ¼˜ìèëç ðíú• çìë ´óíú vóìÜì vóú Ììë Ìæíˋóë èðíGìÜ vçìíÜ çìÈ ðÜ ùëèçôèûçì¯

"ßõ" (Ode)_èÜèëô ôèûçìëÈ ëôâíØë¯ âðÁ Ûìíûë Pìëì Åóû° ðíú vôìæ ûö̈èk ûì û·t·ë Åí!íÐö̈ çìë ÍË†ìâ vÙì»Ëì ôëíç ×íˋóìëèçíç ¼ûè÷rö̈ Ííæ Íë Óëíæë "ßõ" vÜÔì ðç¯ Í ôèûçìë «Óìæ ÍËÛìíûë t·E×çì Íû¤ Ûì»ì ß ×íˋóë èû™°çì¯

"¼íæå" (Sonnet) ÌÇ âóÓ[èæ¯ v÷î!èå øÂèkë ¼ìðìíöö̈ ¼ë çíÜ Ììíûíùë Íôèå Ðé»íô tøÐ ôëì Í ôèûçìë ¼ûèÐ,ö̈¯ ¼íæíåë Ììèàô ß øÂèkë ×ˋó èûæö̈ì¼ Ìíæôåì ¼èæèó,ì¯ ¼íæå ¼@øËç ùëèçôìûö̈Ôâé ðíÜß ëèèçâíçì Ûìûù@éë¯ ùÒíæ èô×åì Óëì ûìÓì ûö̈ìøìë ÇìôíÜß v«íâë âíçì Ûìûìíûù«Óìæ èû»úû·t·ë åìíæ ¼íæå ÌìíûíùìE×Ü èÜèëô ôèûçìú øöûè¼ç ðíúí×¯

ÌæÐéÜæé_2

ûçâìæ øöìúèå ÍôìèÓôûìë øí§ èæ¯ Íëøë èæíäë «xÍèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 11 øVìë Å+ëâìÜìë ¼íà èâèÜíú vóÔæ¯

1¯ Ðæö̈òìæ øëË ôëæ¯

'ô' ùëèçôèûçì øìÒíôë _________ ûì _________ v÷,ì ôíë¯

'Ô' "ÜìèÜôì" vôìæ _________ ë÷æìë _________ _________¯

'ù' vÐìôìç ôèûë _________ v×ìå ôèûçìíô È¤íëèäíç _________ ûÜì ðú¯

'Ü' ùìÇì âÓö̈öíùë vÐí» _________ Ðçô øöQ _________ _________ èðí¼íû _________ vÇíô ÅÁ¼ìèëç ðíúè×Ü¯

'Â' âðìôìíûö̈ë æìúô _________ ÍË¼@øˆ _________ Íû¤ _________¯

2¯ ¼èÒô Å+íë èåô '✓' è÷ÿ èóæ¯

'ô' æèèç ôèûçìë ôèû _

1¯ ÅøíóÐ«ûË

2¯ Ìì¹âËìKô

3¯ Ìæˋóóìúô¯

‘Ô’ ëûé\æìíÇë “vóûçìë †ì¼” _ 1¯ ùìÇìôìûö
2¯ Ì ìÔöìæ ôìûö
3¯ ùéèç ôìûö¯

‘ù’ âðìôìíûöë Ìæöçâ «Óìæ ë¼ _ 1¯ vôîçô
2¯ èût‡ú
3¯ ûéë¯

‘Ù’ ¼íæå _ 1¯ ùéèçôìûö Óâé
2¯ ûËæìâÜô ôèûçì
3¯ ßõ äìçéú ôèûçì¯

3¯ 3-4èå ûìíôö “ÜÙ ¾ûÒèô ôèûçì” ¼@øíô Ì ìíÜì÷æì ôëæ¯

4¯ âðìôìûö ôìíô ûíÜÀ âðìôìûö ¼@øíô «ì÷ö ß øì f ìçö Ì ìÜWìèëôíóë ûkûö Íôèå ÌæíE×íó «ôìÐ ôëæ¯

47¿5 âÜøìÒ _ 3 ôìíûöë Ìèàô

Ûì»ì ¥ ôèû öÔæ vôìæ Ùåæì• èû»ú ûì ÌæÛíûë Pìëì çìè§ç ðæ• çÔæ çìë âíæ vö Ûìíûë ûì ÌæÛèçë ¼˜ìë ôíë• çìÈ ôèûçìë ÅÁ¼¯ ôèûçì ûì ôìíûöë ôìúì ùÒíæ Ûì»ìë Íôèå èûíÐ» Ûèâôì Ì ìí×¯ Ì ìë ôìûöÛì»ì Ðjèæ Ûë¯ Ðj l íE×ë çìÁøöâú èûæöì¼ ôìíûöë ôìúì ùÒæ ôíë¯ Ðj ûì Ðj l íE×ë èûæöì¼ öÔæ vôìæ ÌÛìèûç Èè àç ß Ìæ»à èûíÐ» ûöJæìú ¼âº ðíú ôèûâíæë Ûìíûë «ôìÐ Ùåìú• çÔæÈ çì ôìûö ðíú ßíÒ¯ ôèûë ÍôìQ èæät ´óúìíûù öÔæ ôèû«èçÛìë tøíÐ ôìûöíóíðë Ðjùèöç ûì÷öìÇíô Ìèç¹â ôíë ûöJæìú æçæçë ÌèÛûöèk øìú• çÔæ Ìâëì çìíôÈ ôìûö ûèÜ¯ ÍÈ ôìûö vóíðë Ðj ôÔæß ôÔæß ÌÇëèx vÛó ôíë ûËâú óèè: øìú• æçæ æçæ ûìô «èçâì ë÷æì ôíë èæíú Ìì í¼ æçæçë ÌæÛ èç¯ ôèûçìë Ûì»ì ÌÜWç ûì ÌÜ¤ôç öìÈ vðìô çì èæÛë ôíë «ôìÐ âðíç ôèûë Ìíûùâú ÌèÛûöèkë ßøë¯ vôìíæì vôìíæì ôìûöÐìté çìÈ ôìûöíô ÐjìÇâú ûíÜí×æ¯ ôìíûöë âìÓöíâ vöíðç Ðj çìÈ ôìûö Ðjôìú¯ çìÈ èûè÷r ûìËé ûa vôîÐÜíô vôÅ vôÅ ôìûö ûÜíç v÷íúí×æ¯ èôQ øèëíÐí» Ðíjë Ðíà ÌíÇë øìûçé-øëíâxë ¼@øíôë Åøâì èóíú çìëì ûèÄíúí×æ• Ûìíûë ¼í à Ðjâú ôìûöíóð ßçí«ìç ¼@øíô äè§ç¯ çìÈ vôìíæì ôìûö øìÒ ôíë çìë Ûì»ì èÐGèåíôß èû÷ìë ôëíç ðú¯ ôìûö èû÷ìíë Ûìû«ôìíÐë «ì¼è àôçì èûíÐ»Ûìíû vûìÄìíç ÍôÈ Ðíjë øæëìûè+ë øèëûíç ¼âìÇô Ðj ûöûðìë• ûöìôëË ó,¦ Ðj• ÌÇðéæ ß Ì«ì¼è àô Ðj èûæöì¼• ×`ó-øçæ• øæëèk• ÌxéÜ Ðj ß ÌÇ «íúìù• vóÐ-ôìÜ• ôÜìÐìt• vÜìô ûöûðìë èûíëìÓé ûËæì Èçöìèó øèëðìë• çìë øèëûíç ôìíûöë âìÓö• v¼îôâìö «¼ìó l Ë ôìèQ ßä¥ «Ûèçë Ìûçìë Ëì ôìûöÛì»ìú Ìì íÜì÷æìë ÌQÛk¯ Ì ìÜ¤ôìèëô Ìæ`ó ûÓíæë âíç öì ë¼¼è,¦íç ûìÓì vóú çìÈ vóì»¯ ¼ìèðçö óøíËë èûxæìíÇë âíç ôìíûö vóì» Çìôìåì Ìì f ö æú• vóì» «ìÓìæö ôìíûöë ë¼íûìíÓë ÌQëìú¯

**×`ó ¥** ôèûçìë ûì ôìíûôë ¼ûí÷íú Ië&øË èû»ú çìë ×`ó¯ ×`óÈ ôèûçìíô ¼ìÓìëËç¥ Ìæô ¼â·t· ë÷æì vÇíô ÌìÜìóì ôíë øèë÷ú vóú¯ ÜÙ ß IëóÜ ûì è¼íÜûíÜë ¼èæúèâç èûæôì¼ vö Ó[èæçë à ûì ëéóâ ¼è,| ôíë çìÈ ×`ó¯ ×`ó• ×`ó¥tø`ó ôèûçìë «ìË¯ ôèûë ÌQíëë Ûìû Ðj Ó[èæ tø`óíæ Ûë ôíëÈ ôìûô øìÒíôë âíæ ÌæÛíû «èçØÜæ ¾çèë ôíë¯ çìÈ «çéôûìóéëì ×`ótø`óíôÈ ôèûçìë ÌìKì ûíÜí×æ• Íû¤ ×`ótøí`óë Pìëì ÷ìèÜç ðíú Ðj øë@øëì ôèûçìë ûìËèèÐG ¾çèë ôíë¯ Í ûìËèèÐG û·t·ç ôèû âíæ ¼˜ìèëç Ûìíûëȅ ûéä ûðæ ôíë• v½È ûéäíô ×`ótøí`ó èûæô·t· ôíë ùí§ ßíÒ ôèûçì¯ ×`ótø`ó Ðjíô Ììxú ôíë «ôìèÐç ðú¯ Ó[èæë Å(ìæ øçíæë âÓô èóíú Íôèå ¼ëtøè`óç ¼è,| ðú¯ Íë ØíÜ ôèûçì øìÒíôë âíæ «çôìÐì• øèëçè:• Ììæ`ó ûì èût‡íúë ¼è,| ðíú Çíô• ÍèåÈ ðÜ ×`ó¯ ×í`óë ¼í à ¼÷ëì÷ë èâÜ (rhythm) ûì èârìáë ök ðíú ×í`óë Ììíûóæ Ììëß ¼âº ôíë¯ çìÈ ôìûô èû÷ìíë ôèû ÍÈ ×í`óë ûôûðìë ôçåì ¼ìÇôÛìíû «íúìù ôíëí×æ• ×`ó-tø`óíæë ¼ìðìíöô• ÌèÛæû vôìæ ¼¨ èÐG ôâ ùí§ ÅÒÜ èô æì• ûkûô ß çìë «ôìÐ ôçåì ¼àèçøË ðíúí× ûì âìrì• Ó[èæ• øó• øû èûæôìí¼ë v¼íôö «Ûèç ôìíûôë ×`ó èû÷ìíë Ìøèëðìö Ìà¯

ôìûô ×í`óë ÌìíÜì÷æìú t·ÛìûçÈ ×í`óë «ôèç øèë÷ú çÇì ëèèç Íû¤ Ììôèç èûæôì¼_öÇì øû ¼âìíûÐ• èâíÜë ¾ûèÐ,|ô «Ûèç «¼íàë ÅíGÔ ôëíç ðú¯ «ì÷éæ ûì¤Üì ×`ó ÌìíÜì÷æìú ×í`ó ûôû´ç Ðíjë ÅÁ¼¼r èû÷ìë ôíë çÁ¼â ‘ÌÓçÁ¼â’• çIû ß vóèÐ èûÛìäæ ôíëè×íÜæ¯ øëûçéôìíÜ ëûé\æìÇ ×í`óë «ôèç èû»íú ¼í÷çæçìë øèë÷ú èóíú èûÚìæ ¼@‡ç Åøìíú èû÷ìíëë øÇ «Ð·t· ôíëæ¯ èçèæ ×í`óë èçæèå äìèçíô è÷èÿç ôëíç øìëíÜß æìâôëíË èPÓì ôìèåíú Åôíç øìíëæèæ¯

ûì¤Üì ×í`óë èrèûÓ äìèç ûì ëèèçë øèëú èæíú âçÊPÓ æì ÇìôíÜß ×ì`óè¼ôíóë âíÓô æìâôëíËë ûôìøìíë èÛ^çì Ììí×¯ «íûìÓ÷\ v¼æ «Çíâ èçæ äìçéú ×í`óë_Ìáëû+• âìrìû+ Íû¤ t·ëû+-Íë ôÇì ûÜíÜß øíë ÍíóëÈ èçèæ èâxû+• ôÜìû+ ß óÜû+ ûíÜí×æ¯ øëûçé ×ì`óè¼ôëì ÍÈ èçæèå ëèèçíôÈ öÇì¹íâ çìæ«Óìæ Ìáë âìèrô• Ó[èæ «Óìæ t·ëâìèrô• ×ì¼ìÙìç ûì ûÜ «Óìæ óÜâìèrô ûíÜí×æ¯ ×í`óë «ôèç èû÷ìíë ÍÈ èûÛìäæ ×ì§ìß ùÒæùçÛìíû ×`ó• èûíÐ»ç çìë øóûíaë èóô vÇíô øúìë âðìøúìë• èrøóé óéÙèrøóé• v÷íóøé• Ìèârìáë ×`ó ûì «ûìðâìæ øúìë• «Ûèçíç èûæô·t· ôëì öìú¯ çíû ÍIèÜ ×í`óë "äìèç"• æú• ×í`óë æìæì "ëø" âìr¯ Í ¼@øíô Ìæôr èû·t·ç ÌìíÜì÷æì ôëì ðíúí×¯

ÌÜ¤ôìë ¥ ôìíûôë ë¼-vÜìíô vøí×ûìë Ìæôçâ Åøìú ÌÜWìë¯ ÌÜWìë ôìûôíô ¼`óë ôíë• ÌÜWìíëë ¼èæøË èûæôì¼ ôìûôíô ëâËéú ôíë¯ Íôäæ ÌìÜWìèëíôë âíç ÌÜWìíëë äæôÈ ôìûô †ìðô¯ Ìøëäæ ûÜíÜæ• vóì»ðéæ èôQ IËök ÌÜWç Ðjìíçë æìâ ôìûô¯ ÌÜWìë ÌÜWìíë ôìûô èæíú vóÔì öìíE× âçíÛó Ììí×¯ èôQ öèó ûèÜ• Ðíjë ¼ìðìíöô ¼ìÓìëË ÌíÇë Ìèçèëk vôìíæì ÷âÁôìèë& öÔæ ¼è,| ðú• çìíôÈ ûíÜ ÌÜWìë¯ ÌÜWìë û·t·ç• Ðíjë ÌQíëë èäèæ¼¯ ôèûë ôìûô Ììë ôìíûôë ÌÜWìë• ôìûô-Ûì»ì ß ×í`óë âíçì• ÍôÈ ¼è,|ë «ûìí¼ t·ç¥ÅÁ¼ìèëç¯ ¼ìÓìëË âìæ»ß «èçèæúç ûôìôëË-Ðìt· ûì æ`óæ çí+ë vôìíæì Úìæ æì ÇìôíÜß• ÌÜWç ûìôô ûôûðìë ôíë¯ Ðíjë ÅE÷ìèëç Ó[èæ ‘Ðj’ ß ÐjIíE×ë ÌíÇë èÛè+íç ÌÜWìíëë óèå vxèË ÐjìÜ¤ôìë ß ÌÇìÜ¤ôìë¯ ÌìÓèæô ôèûëì ùçìæùèçô ÍôíÙíú ÌÜWìë ûôûðìíë Ìíæôåì ûéçëìù ðíú Íû¤ ¼¨ vÇíô ¼¨çë ûôìJæìë çìèùíó äùÁ vÇíô

Ìì´ç èæçÖ æçæ ÌèÛÚçì ¼ír æçæ æçæ ûÖJæìùÛ Ðj• è÷r ë÷æì ôëí×æ¯ ØíÜ ôìíûÖß æû æû ûÖJæìë óéè: «ôìèÐç ðíË×¯ ôìíûÖë ¼ìÇôçì èû÷ìíë ÌÜ¤ôìíëë «íúìù ôçåì ¼ØÜ ß v¼ì`óö ¼è,ìë ¼ðìúô_ÌÜ¤ôìë «íúìíùë âÜÖìúæ ôíë ôìíûÖë v¼ì`óö ¼è,ìë ¼íà çìë ôçåì vöìù çì èæëøË ôëì ðú¯ «ì÷éæ ÌÜ¤ôìíëë øæëìûè+ ûì ÌæôëË æú¯ ôìíûÖ ûÖû´ç ÌÜ¤ôìíëë ÷âÁôìèëí&È ôèûë ¼ìØíÜÖë öÇìöÇ âÜÖìúæ ôëì ¼@û¯ ôèû ôèûçì ë÷æì ôíëæ «ôìíÐë çìèùíó/ ôèûçìß ÌÜ¤ôç ðú çìÈ ¼@øË4 tìÛìèûô ß tç¥t]ËçÛìíû¯ ÍÈ tç¥t]ççì ß çìë «íúìíùë v¼ì`óö ¼aìæ ôìûÖìíÜì÷æìë ÌæÖçâ «Óìæ èû»ú¯

ôìíûÖ ÌÜWìë ÐjèåëûÖûðìë ûT ÌÇ Úìæø_ë¼• ëèèç• Ó[èæ ×ì§ìß Ìæ«ì¼• Åøâì «Ûèç ôìûÖ- v¼ì`óö ûè°ë ¼ðìúô ÅøìóìæIèÜíôß vûìÄìú¯ ÍÔìíæ èûèÐ,ì ÌíÇ ÌÜWìë ûÜíç ÐjìÜWìë ‘Ìæ«ì¼• vx»• öâô’ Íû¤ ÌÇìÜWìë ‘Åøâì• ÅÁí«áì• ëøô’ «ÛèçíôÈ vûìÄìæ ðíúí×¯ Ðj ÅË÷ìëíË vö Ó[èæ ¼è,ì ðú çìë ßøë èÛè+ ôíë ÐjìÜWìë¯ Ììë Ðjìíçë ßøë èÛè+ ôíë vö ÌÜWìë ¼è,ì ðú çìíôÈ ÌÇìÜWìë ûÜì ðú¯ ÌÇìÜWìíë Ðíjë Ó[èæ v¼ìôö «Óìæ æú Ììë ÌÇùç çìÁøöÈ âÔÖ¯ Í èû»íú èûtç ÌìíÜì÷æì èÛ^ Íôíô ôëì ðíúí×¯ ÍÔìíæ ÍÈ ÌìíÜì÷æì «Óìæ èû»ú æú¯

ÌæÐéÜæé_3

æéí÷ë «xIèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 12 øVìë Å+ë ¼¤íôç vóÔæ¯ «íúìäíæ ¼¤èá: «íxë Å+ë ÍôÔèåë «ì¼èàô Ì¤Ð øËëìú øìÒ ôíë ¾çèë ôëæ¯

1¯ ÐæÖòìæ øëË ôëæ ¥

‘ô’ ôèûë ÍôìQ èæät __________ ôèû «èçÛìë tøíÐ __________ __________ __________ Ìèç¹â ôíë __________ æçæçë __________ øìú¯

‘Ô’ ÜÙ ß Ië óÜ ûì è¼íÜûíÜë __________ èûæÖì¼ vö Ó[èæ çëà ûì __________ ¼è,ì ôíë çìÈ __________¯

‘ù’ ôèûë ôìûÖ Ììë ôìíûÖë __________• ôìûÖ-Ûì»ìß __________ âíçì ÍôÈ ¼è,ìë «úìí¼ __________¯

‘Ù’ ûì¤Üì ×í`óë __________ äìèç ûì ëèèçë øèë÷ú èæíú __________ æì ÇìôíÜß __________ âíÓÖ __________ ûÖìøìíë __________ Ììí×¯

2¯ ¼èÒô Å+íë èåô ‘✓’ è÷ÿ èóæ ¥

‘ô’ ôìûÖ vóíðë ¼íà ßçí«ìçÛìíû äè§ç _ 1¯ ×`ó 2¯ Ðj 3¯ ÌÜWìë

‘Ô’ ÌÜWìë ûtç Ðíjë _ 1¯ ÌQíëë èäèæ¼ 2¯ ûìðÖ «¼ìÓæ 3¯ Ì«íúìäæéú Ì¤Ð

‘ù’ ÌÇìÜWìë ûÜíç vûìÄìæ ðíúí× _ 1¯ vx»
2¯ ëøô
3¯ öâô

3¯ ×`ó ß ÌÜWìíëë øìÇôÖ ûèÄíú èóæ¯

4¯ ""ôìíûÖë ôìúìôG ùÒíæ Ûì»ìë Íôèå èûíÐ» Ûèâôì Ììí×¯""_Åøíëìk ûkûÖ ¼@øíô Ììøæìë âçìâç øì÷èå ûìíôÖ ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

5¯ ôìûÖ èû÷ìíë vö ¼â·t· èû»íúë «èç ¼´óú øìÒôíô èû÷ìë ôëíç ðú v¼ ¼@øíô Íôèå ÌæíÈ×ó ë÷æì ôëæ¯

6¯ ""ôìíûÖë ¼ûí÷íú Ìë&øË èû»ú çìë ×`ó¯"" âQûÖèå èô Ììøèæ ¼âÇæ ôíëæÀ Ììøæìë ûkûÖ èçæ ÷ìëèå ø¤èkíç èÜèøû° ôëæ¯

7¯ Ðj• ×`ó ß ÌÜWìíëë âíÓÖ vôìæèåíô Ììøèæ ôìíûÖë ¼ûí÷íú Ìë&øË Ì¤Ð ûíÜ âíæ ôíëæ Íû¤ vôæ• v¼ ¼@øíô 100èå Ðíj ÌèÛâç èóæ¯

47¿6 ¼ëì¤Ð

ùóÖ ß ôìûÖ «ôìíÐë èóô vÇíô èÛ^¯ Íôèå öèk-ûè° âæíæë• Ìøëèå Ììíûù ÌæÛèçë ûìðæ¯ ôìíûÖë ¼¤Úì «ôèç èæíú «ì÷Ö Ûìëíç ß øìfìçÖ ÈÅíëìíø Ìèç «ì÷èæôìÜ vÇíô æìæì âç «ôìÐ ôëì ðíúí×¯ çìè+íôëì vôÅ ûì ôìíûÖ «ôìÐ ûì ÛìûìèÛûÖèkë Åøòìøæì ÌÇûì èû»íúë ûÖJæìë ßøë Ìë& èóíúí×æ¯ Í óèå âçûìó øëtøë èûíëìÓè æú• óíúë ¼â^íúÈ ôìíûÖë ôìûÖ&¯ çìÈ «ì÷Ö Ó[èæûìóèëì «ôìÐûìó ß Ûìûûìó_Í óíúë âíÓÖ Íôåì ¼â^ú ôëíç v÷íúè×íÜæ û·tÓ[èæ ß ÌÜWìë-Ó[èæíô vâíæ èæíú¯

øìfìçÖ øè„íçëì vôÅ vôÅ ÌæôëË• ÌæÛèç• ë¼ìæÛèçë Ìë& èóíúí×æ¯ ÈÅíëìíøë èÐG èû«íûë øë Ìøë çìè+íôëì æ† ûì·t·û ß ¼íçÖë ÅÜàâèçíô çíÜ ÓëìíôÈ ôìíûÖë «Óìæ ôìä âíæ ôíëí×æ¯ v¹ìí÷ ß Ììæí<ë âíç ôìûÖ ðÜ ÌQèæèðç v¼í`óíöë ÌèÛûÖèk Íû¤ äèûíæë ¼âìíÜì÷æì¯

ôìíûÖë vxèËèûÛìù èû»úèÛè+ô ûì Ììèàôùç èóæ vÇíô ôëì öìú¯ ôìûÖ ë÷æìë váír ôèû âíæë vö èóôÌèÜ «Óìæ ðíú ßíÒ çìëÈ Åøë èÛè+ ôíë Ììèàô ùí§ ßíÒ¯ æèç ôèûçì• vÐìôôìûÖ• ùìÇì ß ÌìÔÖìæôìûÖ• âðìôìûÖ• ùèçôìûÖ «Ûèç Åøòìøæìú vöâæ tìçQÖ Ììí×• vçâèæ Íióë èû»úû·t· ß âæíæë ùÛèëçì ß ûÖìè:ëß çìëçâÖ Ììí×¯ ùìÇìë v«â• ûèë&• âð&• ÌìKçÖìù ÌÚìçæìâô vÜìôìúç ôèûíóë ë÷æìú Øíå ÅíÒí×¯ vëìâìè`åô ÌìÔÖìæ ôìíûÖë ÌûÜ@æ èô¤ûóèQ ûì Èèçðì¼¯ «ì÷Ö-øìfìçÖ ÅøÜèBíç âðìôìíûÖë váír Ìíæôåì ÑôÖ Ììí×¯ èû»úû·t· Ìëù@èë æìúô ûèë ß ¼P¤Ðäìç• ÍôìèÓô ÅøìÔÖìæ ôìíûÖ èûÐìÜçìë ÓìëÈì ¼è,l ôíë¯ Íë âíÓÖ èóíú Íôèå ¼â† vóÐ• ¼â† öù• âìæû¼ÛÖçìë Íôèå âðçè øöìíúë øèë÷ú Øíå ßíÒ¯ ùèçôèûçìú ôèûë ûÖèkí÷çæìÈ âÔÖ¯ ÍôìQ ÌìKùç Ûìûìæ Ûèç È Íë Åøäèû¯

ôìûôÛì»ì Ðj èæÛë¯ ôèûë âíæë vôìíæì v¼î`óöâú Ììíûù öÔæ Ðj ß ×í`óë âÓö èóíú ûöJæìâú ðíú «ôìèÐç ðú• çÔæÈ çì ðíú ßíÒ ôìûö¯ çìÈ ôìûö ÌìíÜì÷æìú Ûì»ì èÐíGëß èû÷ìë ôëíç ðú¯

**×`ó ¥** ôèûçìë Ië&øË èû»ú¯ Ó[èæèæèâç ÜÙ ß Ië óíÜë '輼íÜûíÜë' ¼èæúèQç èûæöì¼ vö Ó[èæ çëà ûì èëóâ (rhythm) ¼è,ì ôíë çìÈ ×`ó¯ ÍÈ ×`ó ôèûçìë Ìæö ¼â·t· ë÷æì vÇíô ÌìÜìóì ôíë¯ çìÈ ôìûöèû÷ìíë ôèû ×í`óë ûöûðìë ôçåì ¼ìÇôÛìíû ôíëíׯ v¼èå èû÷ìö¯ ôìûö ×`ó èû÷ìíë ×í`óìèèç ß ×`óûíaë ùÒæ èæíú ÌìíÜì÷æì ôëì ðíúíׯ ×í`óë vxèË èæíú• ùÒæ èæíú âçíÛó æì ÇìôíÜß æìâôëíË çìè+ôíóë âíÓö âçíÛó Ììíׯ çíû «íûìÓ÷\ v¼íæë èâxû+• ôÜìû+ ß óÜû+ æìâIèÜÈ ÍÔæ †ðË ôëì vöíç øìíë¯

ÌÜWìë ¥ ÌÜWìë ôìûöíô ¼`óë ôíë¯ ÌÜWìë Ðj Ó[èæ ß Ðj ûöJæì èÛè+íç ÐjìÜWìë Íû¤ ÌÇìÜWìë ó-Ûìíù èûÛk¯ ÐjìÜWìë Ó[èæ v¼î`óö ß ¾ûè÷rÖèæÛë/ ÌÇìÜWìë ÌÇèæÛë ÛìûöJæìú ¼âº¯ ôìíûö ÌÜWìíëë «íúìù ôçåì ¼ØÜ ß v¼î`óö ¼è,ìë ¼ðìúô çìë âÜöìúíæ ôèûôèç èû÷ìë ôëì ðú¯

47¿7 Å+ëâìÜì

ÌæÐéÜæé_1

1¯ ¼¤íôç èæ,eíúìäæ¯ âÜøìÒ-1-Íë «Çâ óèå ÌæíË×ó ÛìÜ ôíë ø§íÜÈ Å+ëèå èóíç øìëíûæ¯

2¯ 'ô' ûìùöíQë• ÌÇûð• Ûì»ì¯

'Ô' öèk• ûèº• âæíæë• Ììíûù• ÌæÛèç• ôGæìë¯

'ù' Ììæ`óóìúô• ë¼ìKô• ûìôöȯ

'Ù' öì Ùåíç øìíë çìÈ• ÌûÜ@æ• èæèûíÐí»ë¯

'Â' ùÛéë• ÌæÛèçë• t·ç¥t]ç• ÅË×Üæ¯

'÷' û·t·ë• ÌQèæèðç• v¼î`óíöë¯

3-6 æ¤ «íxë Å+íëë äæö âÜøìíÒë «èçèå ÌæíË×ó Ûìù ôíë Ììëß ûìë ôíúô ø§æ¯ çì ðíÜÈ Å+ë èÜÔíç øìëíûæ¯

ÌæÐéÜæé_2

1¯ 'ô' Úìíæìóíúë• ¾÷çæö ¼˜ìíëë¯

'Ô' «èçèVç• ôìèúô• ÌæôëȯÈ

'ù' vÐìôÚìøô• õìä¯

'Ù' ¼:óÐ• vëìâìè`åô• vÜìôùìÇì• äæäéûæ¯

'Â' Óéíëìóìß• ûéë• ¼P¤Ðäìç¯

2¯ ‘ô’ çìè+ô• ‘Ô’ ÌìÔöìæ ôìûö• ‘ù’ ûéë• ‘Ù’ ùëèçôìûö Óâé¯

3-4 æ¤ «íxë äæö âÜøìÒ_2-Íë ûöà ôèûçì ¼ûÒèô ôèûçì Íû¤ âðìôìûö ÌæíE×óIèÜ ûìë ûìë øí§ Å+ë èóíç ¼í÷,¦ ðæ¯

ÌæÐéÜæé_3

1¯ ‘ô’ ´óúìíûù• ôìûöíóíðë• Ðj• ûì÷öìÇíô• ûöJæìú• ÌèÛûöèk¯

‘Ô’ ¼èæúèâç• ×ô• ëéóâ• ×`ó¯

‘ù’ ÌÜWìë• ×í`óë t·ç¥ÅÁ¼ìèëç¯

‘Ù’ èrèûÓ• âçÊPÓ• ×ì`óè¼ôíóë• æìâôëíËë• èÛˆçì¯

2¯ ‘ô’ Ðj• ‘Ô’ ÌQíëë èäèæ¼• ‘ù’ ëøô¯

3-7 æ¤ «íxë Å+ë «ì¼èàô ÌæíE×óIèÜ íôìèÓôûìë øìÒ ôëíÜÈ Ììøèæ èÜÔíç øìëíûæ¯

47¿5 †pøèJ

íôíô ÌìíÜìè÷ç èû»ú ¼@øíô Ììëß èû·t·çÛìíû äìæíç Ììøèæ èæ@èÜèÔç ûÈIèÜ ø§íç øìíëæ ¥

‘1’ õ¿ óùìÐWë âíÔìøìÓöìú _ ôìûöç+ èû÷ìë ‘1â Ô„’

‘2’ õ¿ ™º¼+ û¼ _ ¼ìèðíçöë æìæìëø• ÌÜWìë èäÚì¼ì¯

‘3’ õ¿ «íûìÓ÷\ v¼æ _ ×`ó-v¼ìøìæ¯

‘4’ õ¿ çìëìøó Ûªì÷ìö _ ×`óç+ ß ×`ó âéâì¤¼ì¯

(৫) সাহিত্যের রূপরীতি ও তত্ত্ব—তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়।

Íôô 48 □ Ì ìÓèæô ûì¤Üì ôìûÖ

ùÒæ

48¿1 Åí ! ÐÖ

48¿2 «ˑtˑìûæì

48¿3 âÜøìÒ_1 Ì ìÓèæô ôèûçìë ¼¤Úì èû÷ìë• ÜáË-èæíóÐ ß ÅèæÐ Ðçô

48¿4 ¼ëì¤Ð_1

48¿5 âÜøìÒ_2 ¥ Ì ìÓèæô ôèûçì_èûÐ Ðçô

48¿6 ¼ëì¤Ð_2

48¿7 Å+ëâìÜì

48¿8 †pøèJ

48¿1 Åí ! ÐÖ

øíûìk Íôôèåíç Ì ìøèæ ôìûÖ ôìíûÖë vxèËèûÛìù ß çìë Ì ìèàô ûì ùÒæùç èû»úIèÜ ¼@øíô väíæí×æ¯ ûçâìæ Íôíô Ì ìøèæ vóíÐ vóíÐ ôìíÜë èûûçíæ ¼ÛÖçìëß vöâæ èûûçæ ðú• âìæí»ë è÷Qì-v÷çæìëß øèëûçæ Ùíå¯ ÍÈ øèëûçæ Íôèå èûíÐ» ôìÜ¼éâìë øë èûëìå ûíÜ âíæ ðú¯ âíæ ðú vöæ äéûæíûìíÓë Íôèå øû vÇíô Ì ìíëôèå øíû èùíú vøîí×è×¯ ÍÈ vö øû vÇíô øûìQíë öìßúì ÍíôÈ ûíÜ öùìQôìëé øèëûçæ¯ ÍèåíôÈ ÑèçðìèÜíôëì öùè÷èÿç ôíëí×æ¯

Íôôèåíç Ì ìÓèæô ôèûçì ¼@øíô vö Ì ìíÜì÷æì ôëì ðíúí× çì vÇíô Ì ìøèæ_

- Ì ìÓèæô ôèûçìë ÜáË I èÜ ûÖìÔÖì ôëíç øìëíûæ¯
- Ì ìÓèæô ûì¤Üì ôèûçìú Ðçì j éôìíÜë ûÖûÓìíæ vö ¾ûè÷rÖ ¼è,I ðíúí× çì ûÄíç øìëíûæ¯
- ôèûíóë Ûì»ì ×`ó Ì ÜWìë ûÖûðìíë vö ¾ûè÷rÖ Íí¼í× çì ûÖìÔÖì ôëíç øìëíûæ¯

48¿2 «ˑtˑìûæì

ÍÈ Íôôèå øí§ Ì ìÓèæô ôèûçì ¼@øíô vöâæ äìæíç øìëíûæ• vçâèæ ÅèæÐ-èûÐ óÈ Ðçì j é ûÖûÓìíæ çìë øèëûçíæë ÓìëìèåßûÄíç øìëíûæ¯ ÍÈ øèëûçæ vöíðç Íôèå vóÐ ôìíÜë âíÓÖ çìë Èèçðì¼• ¼âìä øèëûçíæë Åøë èÛè+ ôíë ùí§ ÅíÒí×• çìÈ• ¼âìíäë «èçØÜæ ôèûíóë è÷Qì-Ûìûæìú ß ôèûçìú «ôìÐ vøíúí×¯ vöíðç ÅèæÐ Ðçíôë Ûìûæì Ìë èûÐ Ðçíôë Ûìûæì Íô äìúùìú óìè§íú Çìíôèæ¯ ÍÈ øèëûçæ ¼@øíô óèå øöìíú ÍÔìíæ Ì ìíÜì÷æì ôëì ðíúí×¯

Ì ìøèæ ÍÈ Íôôèå øöìú Óíë øí§ óèå Ðçíôë ¾ûèÐ,IÖ ¼@øíô Ì ìíÜì÷æì ôëíç øìëíûæ¯ Ì ìâëì ûÜû «èçèå øöìú ÛìÜ ôíë øí§ óèå Ì æÐèÜæéë ¼âˑtˑ Å+ë ôëæ¯ èû»úûˑtˑ ¼ðä ôíë Ì ìíÜì÷æì ôëì ðíúí×• çìÈ Ì ¼èûÓì ðíû æì¯ ¼ûíÐí» Å+ë ¼¤íôç vóÒæ¯

48¿3 âÜøìÒ_1 ¥ ÌìÓèæô ôèûçìë ¼¤Úì èû÷ìë• èæíóÐ ß ÅèæÐ Ðçô

âìæ» Íô¼âú øèÇûéë «Ûìç-¼aÖì• èóæ-ëìèr• †é,‡-û»ì• ÐëÁ-û¼Q• ÷\-¼íöë âíÓÖ Ìøìë ëðí¼Öë ¼aìæ vøíú èût‡ú èûáB óè,íç ÌíÜîèôô• ÌèçíÜîèôô Èè\úìçéç vôìæ ¼+ìú_vóûí& èûxì¼ òìøæ ôíëí×¯ øëûçéôìíÜ âìæí»ë óè, âçÖ øèÇûéë èóíô ø§íÜ vóíÔ âìæí»ë èûè÷r äéûæÜéÜì_v¼Ôìíæ ûÖè,ìë øèëûíç ¼âè,ìë øèë÷úÈ «Óìæ¯ ÍÈ ¼âè,ìë âíÓÖß ôìÜ¹íâ ¼`óë øèÇûéë «èç ÌíâìÙ Ììô»Ë äèæç ôìëíË äìèçíç-äìèçíç• ¼ÛÖçìú-¼ÛÖçìú èæëQë ¼¤Ù» ¼¤†ìâß ¼â^ú ÷Üí×¯ Í öíù âìæ» vóûìèxç ðíÜß âìæû÷èëírë Ì¼ìâìæÖ âèðâìú_çìë ûéëí&• âðí+ çìë v«íâ òìæ ôíë væú¯ ¼ìèðíçÖß çìë «èçØÜæ Ùíå• Ì-¼ìÓìëË âìæ»íô vóíûìøâ ûì Ìèç«ìôç ôíë væûìë v÷,ì Øíå ÅíÒí×¯ ÍëÈ øìÐìøìèÐ Ììûìë âìæí»ë ÌìóíÐ• vóûçìíô âìæèûô ôëìë Ììôì)áìú çìíô âìæí»ë Ôû ôì×ìôìè× èæíú Íí¼ ôìÜ¹íâ Ùíëë âìæí» ëøìQèëç ôíëí×¯ ôìíÜë ¼íà è÷Qì èûûçíæ ÍÈ Óìëì Ìæ¼ëË ôíëÈ ûì¤Üì ôìíûÖ 19Ð Ðçíô âìæûíôè\ô æçæ ÛìûíûìíÓë ¼˜ìë Ùíåí×¯ ¼ìèðíçÖë èû»úût ðíú ÅíÒí× äéûíæë Ôèåæìèå çE× á° èû»úlèÜ¯ v¼È ¼íà èæ¼ù v÷çæìë Íôèå tçQ vûìÓ• öÇì• èæ¼íù vö Íôèå èæät ëø-âìÓëé Ììí× Íû¤ v¼ ÌìøæìíçÈ tçQ_û»ìú• Ðëíç• Ðéíç• û¼íQ çìë vö èûè÷r âìÓëé Øíå ßíÒ çì ÌæÛç ðíúí×¯ ÍÈ ¼âúÈ âìæûçìë äúÓ[èæë ¼íà øèÇûéë ÓÜì-âìèå• ¼Ô-ó¥Ô• ðìè¼-ôì^ì• v«â-Ìí«â• ÐìèQ-¼¤†ìâ Ûëì äéûíæë ¼`óë ôÁè¼ç ¼ûèô× ùÛéë ß ÌçÜtøÐ âèðâì èæíú ÌìK«ôìÐ ôíëí×¯ âíæ väíùí× ¼âìä ß tíóíÐë v÷çæì• ¼âìíäë âíÓÖ vö Ìì÷ìë-Ìæì÷ìë• ¼ûÖûòì-ôûÖûòì èûëìäâìæ ôèûë âíæ çì æçæ v«ëÈì väìùìÜ¯ ôìíûÖ çìë «èçØÜæ Ììâëì vóíÔè×¯ ¼âìíäë ¼íà tíóíÐë «èç ÌìçÖèQô ââçì vÇíô vóíÐë ¼íà èæíäë âàÜìâàíÜë ÓìëËì ßçí«ìç ðíúí×¯ Ììë tíóÐ«éèç vÇíô äìçéúçìíûìÓ• øëìÓéæçìë †ìèæ çìíô èô, ôíëí×¯ ÍÛìíû èûx«ôèç çìë ûíô ÜìèÜç âìæ» Íû¤ âìæí»ë ¼Ôó¥Ô vûóæì• ÌìÐì-Ììôì)áì vö ôèûçìú «ôìèÐç ðÜ çìÈ ÌìÓèæô ôèûçì¯ ÌìÓèæô ôèûçìë âìæû «ìÓìíæÖë ôìëíË âìæí»ë äéûæ• ÛìùÖ ß ÷èër• çìë ¼¨ ÌæÛèç• Ûìûæì ôìíûÖë «Óìæ èû»ú ðíúí×¯ øëìË• Óâ «Ûèçë «¼à ôìíûÖ öì Íí¼í×• çì âìæèûô óè,Ûàé vÇíô¯ Í öíùë «ôèç vûìíÓß èûx«ôèçë æìæì ëø-¾ûè÷rÖ ß v¼í`óö æìæìÛìíû ëíø «ôìÐ vøíúí×¯ öÇìÇ ÌíÇ èæ¼ù v÷çæìë ôèûçì ë÷æì vöâæ ðíúí×• ôìë ¼íà âìæ» Ììë «ôèçë ÌQëà vöìùèåíô çíÜ Óëì ðíúí×¯ ôìûÖ¼ìèðíçÖ ùçìæùèçô Óâìèxç ôìíûÖë øèëûíç Í öíùë ôìûÖ æû æû ëíø ¾ûè÷írÖ ß ÌèÛæûí& «ôìÐ vøíúí×¯ úíëìøéú• èûíÐ»ç È¤íëèä ¼ìèðíçÖë ÌQí«ëËìú 19 Ðçíôë ûì¤Üì ôìíûÖ ÌìÓèæôçìë «ôìÐ Ùíå¯

ôìûÖëíøë èóô vÇíô Éxë÷\ I: çìë ôèûçìú âÓÖöùéú ¼¤tìë Ìèç¹â ôíë ÌìÓèæô ÓÖìæÓìëËìë ¼÷æì ôíëè×íÜæ¯ èûðìëéÜìÜ ÷¹ûçé ùééçôèûçì• ëàÜìÜ ûí`óÖìøìÓÖìú vëìâìè`åô ÌìÔÖìæôìûÖ• âÓ¼óæ âðìôìûÖ• ørôìûÖ• ¼íæå ë÷æì ôíë ÍÈ øíûÈ ôìûÖ èÐG ôíâë Ì¼ìâìæÖçì çíÜ Óíëí×æ¯ vóÐôìíÜë «Ûìíû ÍÈ ÌìÓèæô âìæè¼ôçìÈ «ìí÷Öë ¼¤tç çìèâÜ «çéè÷û è†ô Üìèåæ È¤íëèä ¼ìèðçÖ vÇíô æìæì ÅøôëË Åøìóìæ èæíú ûì¤Üì ôìûÖíô ¼âº ôíëí×æ¯ Í ¼âú Ììëâì vóíÔè× äéûíæë Ôèåæìèå çE×-á° èû»úlèÜß ¼ìèðíçÖë èû»úût ðíú ÅíÒí×¯ Ûì»ìÊÐÜéíç tÛìûçÈ ÌèÓôì¤Ð váír ûÖûðìë ðíúí× ûì¤Üìë †ìâùJ• âìÒ-Ùìå ß ÌQë¼íëë ¼ðä Ûì»ì ß «ôìÐÛèà¯ ¼û èâèÜíú Í ¼âíúë ¼ìèðíçÖ ûÖèk•

øèëûìë• ¼âìä• ëì,• Óâ• vóÐ äìèçë Å(ìæ øçæ ¼ûèô×ë øèë÷ú Ûì»ìë t]å-Ìt]å ûËE×åìú Øíå ÅÍÒí×¯ «ì÷éæ• âÓÖ ß ÌìÓèæô ûì¤Üì ôììûÖ ÍëÈ Óìëìûìèðô øèë÷ú Ììí×¯ ÍÈ øèëûçíæë ôìÜ«ûìíðë tìÛìèûô èæúíâÈ Ùíå Çìôíû¯ èôQ ¼íà ¼íà âíæ ëìÔíç ðíû• øèfíâë ÌèÛÙìç ÍÈ ûìtû Ìûòìèåíô ¼@ûç Ìíæôåì &ëìè^ç ôíëè×Ü¯ Ì,ìóÐ Ðçíô âæé»é vôìÁ (Comte) vö óìÐèæô ûkûÖ çíÜ Óíë è×íÜæ• çì è×Ü ¼@øË ÌèÛæû¯ èçèæ tíùë vÇíô âíçÖë èóíô óè,ì vØëìûìë ôÇì ûíÜí×æ¯ tù Íû¤ tùûì¼éíóë Ìèt& ¼@ía Ììâëì vöíðç äìèæèæì• çìíóë èæíú âìÇì Ùìâìûìë «íúìäæ væÈ¯ vöíðç Ììâëì èæèfç ôíë äìèæ øèÇûéíô• v¼Ôìæôìë ¼Ô ó¥Ôâú âìæ»íô• çìÈ Ììâìíóë óè,ì èæûº ëìÔì Åè÷ç ÍÈ âìæí»ë èóíô• ÍÈ «çÖíáë ëìíáÖ¯ ÍÈ ûkûÖ ÌèÛæû¯ ÅèæÐ Ðçíôë èPçéúìíÓë èÐèáç ûìÂìÜéë âæ ß çìë ¼äæÐéÜ âæé»ìë è÷QìÓìëì Íë Pìëì «Ûìèûç ðíúí×¯ Í ¼âíúë ôìûÖôÜìë çìÈ• èûxäéûæ• âìæ» ß ôÇìÈ «ìÓìæÖ vøíúí×¯

48¿4 ¼ìëì¤Ð_1

¼ÛÖçìë Ììèóöíù âìæ» èûxíô vóíÔí× Ìøìë èût‡úÛëì óè,íç• v¼Ôìíæ Ôíä vøíúí× ÌæQ ëð¼Ö• ÌíÜìèôô Ðèkë ÜéÜìÜ¯ ôGæì ôíë væøÇÖ÷ìëé vóûçìë¯ Íöù Óíâë öù¯ ôììûÖ vóûçìë «ìÓìæÖ¯ Íëøë vóûçììô v×í§ öÔæ óè,ì ø§Ü âìæí»ë «èç• çÔæ âìæ» âìíæ ûí§ì âìæ»• ëìäì-ûìóÐì• Ììèâë-ßâëìð ¹íâ äèâóìë çìÜôóìë ÌèÛäìçíóë ôÇì ¼ìÓìëËÛììû âìæí»ë ôÇì Íí¼í×¯ ùÛééÛììú âìæûäéûæ ß èûxíûììÓ è÷Qì äùÁ Ìì¹ìQ ðíúí×¯ Ûì»ìú «ôìÐÛèàíçß øèëûçæ Íí¼í×¯ øèfíâë óìÐèæô vôìÁ Íîô &ëìè^ç ôëíç ¼ìðìöÖ ôíëí×¯

ÌæÐéÜæì_1

æéí÷ë «xlèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» Å+ë ¼¤íôíçë ¼íà èâèÜíú vóÔæ¯

1’ ‘ô’ âìæí»ë vóûí& èûxì¼ ôéÛììû ä^ÎìÜ èÜÔæ¯

‘Ô’ âìæ» ôéÛììû vóûçìë øìíÐ òìæ ôíë èæíú× ûèÄíú èóæ¯

2’ ûì¤Üì ôììûÖ âìæûíôè\ô Ûìûæìë ¼~ìë ôéÛììû Ùíåí× ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

3’ âæé»é vôìÁ-Íë ûkûÖ ¼¤íáíø ûÜæ¯

4’ ÐæÖòìæ øëË ôëæ ¥

‘ô’ ÌìÓèæô ôèûçìë ______ ______ ôìëíË âìæí»ë äéûæ ______ ß ÷èër çìë ______• Ûìûæì• ôììûÖë «Óìæ èû»ú ðíúí×¯

‘Ô’ ‘19 Ðçíô’ ¼ìèðíçÖë ______ ______ ðíú Åíôí× ______ Ôèåæìèå ______ ______ èû»úlèÜ¯

‘ù’ tíóíÐ «èèç vÇíôÈ ______ ______ †ìèæ çììô ______ ôíëí×¯

‘Ù’ ÌìÒèæô âìæè¼ôçì vÇíôÈ «ìí÷Òë ______ ______ «çé÷éë ______ ______
Èí¤ëèä ¼ìèðçÒ vÇíô æìæì ______ ______ èæíú ûì¤Üì ôìûÒíô ¼âº ôíëí×æ¯

5’ ¼èÒô Å+íë èåô ‘√’ è÷ÿ èóæ ¥

ô’ èûðìëéÜìÜ ë÷æì ôíëí×æ_
1¯ ÌìÔÒìæ ôìûÒ
2¯ ùééçôèûçì
3¯ æééç ôèûçì

Ô’ vöíðç Ìiâëì èæè f ç ôíë äìèæ øèÇûéíô•
v¼ôìæôìë ¼ôó¥ôâú âìæ»íô• çìÈ Ììâìíóë
óè,ì èæûº ëìÔì Åè÷ç ÍÈ «çÒíáë ëìíäÒ¯
ûíÜí×æ_
1¯ v¹ìí÷
2¯ âÓ¼óæ
3¯ vôìÁ

48¿8 âÜøìÒ_2 ÌìÒèæô ôèûçì_èûÐ Ðçô

ÌìÒèæô Ðjèå vóÐôìÜ èæëíøá æú¯ vóÐ ß ôìíÜë ûÒûÓìíæ ÌìÒèæôçìë ¼¤Úì ûóÜìú¯ ûì¤Üì ¼ìèðíçÒë Èèçðìí¼ 19 Ðçíô vö ÌìÒèæôçìë ¼÷æì ðíúè×Ü v¼ôìíæ úíëìøéú èûíÐ»ç È¤íëèä ¼ìèðçÒ vÇíô ÌQí«ëËì èæíú ûì¤Üì ôìûÒ æûÛìíû ß ëíø ÌìK«ôìÐ ôíëè×Ü¯ âÓÒöùéú ¼¤tìë ûää ôíë æûäìùèçë Ñèçðìè¼ô èæúèçíôÈ ûëË ôíë èæíúè×Ü¯ Í öíù âìæèûâèðâì• öèkûìó• øëìçæ Ñèçíðôë øæâÜÒìúæ• tìóÐí÷çæìë ¼˜ìë ðíúí×¯ ôèûâæ è÷Qìë ¼æéÜ ÌìôìíÐ âèk øìßúìú ôìûÒ ôèûçìú çìë «èçØÜæ Ùíåí× vëìâìè`åô Ûìûèûæìí¼¯

èô·Q èûÐ Ðçíô øë øë óèå âðìöº_«Çâ öíºì+ë ôìíÜ v¼ìèÛíúå ëìèÐúìë èû«û• ¼âìäçìèQô Ðì¼æûÒûòì ôìíúâ Íû¤ æìæì vóíÐë ëìäÊæèçô ÌÇÊæèçô váír èûøÜ ÌìíÜì§æ vçìÜìú ûì¤Üìë ¼âìä äéûíæß çìë ¼óë«¼ìëé «Ûìû øí§¯ Íë¼ìá Ì¼ðíöìù• ¼çÒì†ð Ììí'óìÜæ• ø˜ìíÐë âˆQë• vóÐ èûÛìù ß tìÒéæçì ÅPì·t· æëæìëéë ó¥¼ð äéûæ ¼¤†ìâ «Ûèçë ¼íà ÅèæÐ Ðçíôë ¾ûÚìèæô ÌìèÛ,ìíëë Ìûóìæß Í¼âú âìæèûô v÷çæìú æçæ âìrì vöìù ôíëí×¯ ÌìÈæŠìÈíæë Ììíøèáôçìûìó• Øíúõ• âìR• ¼ìr «âÔ âæé»éë è÷Qì âìæèûô v÷çæìë ùÛéíë ÌìíÜì§æ vçìíÜ¯ vÜèÜíæë ôèç ëìèÐúìë ôÇì t‡ëíË vëíÔ çëË ôèûíóë ÍôìíÐ ¼âìä-øèëûçíæë âçìóÐ æçæ Ûìûçëà ¼è,ì ôíë¯ ÍÛìíû ÌìÒèæô ûì¤Üì ôèûçìú Íô æçæ øåÛèâ ¾çèë ðíúí×¯ ôèû ß ôèûçì vöíðç ¼âìíäë âìæû-è¹úìë «çÒá «Ûìíû ùí§ ßíÒ çìÈ ôèûçìú ÍÈ Èèçðì¼ ¼Jìç v÷çæìíûìÓ æçæ ûìô væú¯ ÍÈ ôìÜè÷èÿç ôèûçìÈ ðÜ ÌìÒèæô ôèûçì¯

ôìíûÒ èûÐ Ðçíôë ÍÈ ôìÜ«Ûìûíô ÌìÒèæô ôèûçìë èPçéú øöìíúë Åìíûë ôìëË ûíÜ âíæ ôëì ðú¯ vôÅ vôÅ Ììûìë ëûé\«Ûìû Å+ëË vÇíô ÌìÒèæôçìë ¼÷æì âíæ ôíëæ¯ «Çâ öíºì+ëôìíÜ ôíGìíÜë çëË ôèûôÜ âÔÒç ëûé\ Ñèçíðô ø,ì ðíÜß ëûé\ ôèû-âèðâì Íëì ¼ûíçìÛìíû ÌæÛû

ôíëæèæ ÌÇûì téôìë ôëíç ÷ìæèæ¯ û·t·ç ëûé\æìÇ Ûìëçéú Ñèçðôíô Ìàéôìë ôíëÈ æìæìëíø èûôèÐç ðíúí×æ¯ Íèå çëËçë ôèûíóë ÅøÜèBíç è×Ü æì¯ Ìøëèóíô çìëì çÁôìÜéæ È¤íëèä• Øëìè¼ «Ûèç èûíóèÐ ôìíûö ÍçåìÈ «Ûìèûç è×íÜæ vö èæíáíóë ¼@øíô ôçôIèÜ ûºâÜ ÓìëËì ¾çèë ôíë ôìûö ë÷æì ß çìë «÷ìíë ÌìKèæíúìù ôíëè×íÜæ¯ çìëì âíæ ôíëè×íÜæ ëûé\âD ûìÂìèÜ øìÒôôÜÈ çìíóë ë÷æìë äæ¼âÇíæë «Óìæ ûìÓì¯ ¼çëì¤ øìÒíôë ëûé\ Ìæëìù-Íë «èçôÜçì çÇì ëûé\ èûíëìèÓçìíôÈ çìíóë ôìûöÐèk «èçVìë «Óìæ Åøìú ûíÜ Óíë vææ¯ ÌìKÐèkíç ÌìòìûìæÌè÷Qöôâìë v¼æI: çìë "Ìèû,·ìë" ôèûçìú èÜÔíÜæ_

""øfìíç Ðrëì Ðë Ìùææ ðìæô Óìëìíܸì

¼@‡íÔ Çìôæ ûí¼ øÇ ëèÓ ëûé\ Òìôë•

Ìøæ ÷íáë vÇíô äìèÜû vö çéû çéá ÌìíÜì

öù ¼ö @ìæ çìë ôìí×¯ vâìë øÇ Ìíëì óë¯""

ÍÈ ôèû-Ûì»Ë çëË ôèûíóë èûíºìð «ôìÐ ôëíÜß Íëì «íçöíôÈ ÌQíë è×íÜæ ëûé\ Ìæ«ìèËç¯ ôìëË Ííóë «íçöíôëÈ âíæë ÜìÜæ-Ûèâ ëûé\-Ðìè¼ç ûì¤Üì ôìûö ¼¤¼ìë¯ çìÈ Ííóë ûkíûö• «ôìíÐ æçæí&ë Ìàéôìë ÇìôíÜß Ìèàíôë øèëûçæÈ ôèûçìë ÌìÓèæôçìë Íôâìr Ðç æú¯ «èçÛìë tøíÐ Ûìû ß Ìèàíôë öt¦ ¼è@‡ÜíæÈ ôèûçìú ÌìÓèæôçìë «ôìÐ¯ çìÈ ÌìÓèæô ôèûçì èû÷ìíë ôìíÜë øèë÷ú èæíúß ôìûö èû÷ìíëë ¼âú çìë ÷èërùç ¾ûèÐ,¦ö èû÷ìë ôëíç ðíû¯ ôìíÜë èû÷ìíë ÌìÓèæô ôèûçì ÍôìíÜë ¼è,¦ ðíÜß• çìë âíÓö Íâæ èô× ¾ûèÐ,¦ö Çìíô öì ÷èërÓíâß æçæçë¯ ÍÈ èûíÐ» ÷èër-ÓâÈ ë÷æìíô ÌæÔìæö ¼âôìÜéæ ë÷æì vÇíô tìçQö-è÷èÿç ôíë¯

ôíGìíÜë ûìÂìèÜ âÓöèû+ èÐèáç çëË ôèû-vùìVé æçæ ß t·çQ ÓöìæÓìëËìú èæèû,¦ ðíç v÷íúè×íÜæ¯ Í ¼âú ¼âìä è÷QìíçßÍôåì æçæ øíûë ¼÷æì ðíúè×Ü¯ v¼ìèÛíúç ¼âìäèû«íûë ¼ìØíÜöë øë âìæ» ß âìæû¼âìä ¼@øíô æçæ v÷çæì ¼˜ìèëç ðíúè×Ü¯ ÍÈ øíûÈ öíºì+ë úíëìøéú vÜÔôíóë ë÷æìûèÜ çëË vÜÔôíóë æçæÛìíû ÅPº ôíë¯ t‡ëË ôëì vöíç øìíë "ôíGìÜ" øûûçé ¼ûäør ß Øëìè¼ Ûì»ì ÌèÛÚ çìë ¼@øìóô v¼ ¼âíú ÌìÓèæô è÷QìÓìëì ß âææ¼ìÓæìíô ÜìÜæ ôíëè×íÜæ¯ ßÈ øèrôìíçÈ ¼ìèðçö-¼âìä-óÐæ-¼âìäôÜöìË-èÐâì «Ûèç èû»íúë ÌìíÜì÷æì æçæ èóùíQë ¼aìæ èóíúí×¯ "¼ûäør" ÌûÐöÈ âæ ß âkûèºë ÷÷ìë Åøë väìë èóíúè×Ü¯ çû ôíGìíÜë ôèûôíÜë çìë ¼íà øèëè÷èçë ¼ír çìíóë tGòìúé Ììí·òìÜæèå ¼ì§ì äìùìíç vøíëè×Ü¯ çìíóë ôèûçìë èû»ú ß «ôìÐÛèàë tìçQö óé,¦ Ììô»Ë ôíëè×Ü¯ Ííóë Ðj«íúìù• è÷rôG• ×`ó vôìíæìèåÈ ÑèçðöèûíëìÓé ûì Ñèçðöèû÷öç è×Ü æì¯ "Äëì øìÜô" "«Çâì" ß "û`óéë û`óæìú" v¼ øèë÷ú Ììí×¯ èôQ ûkûö ðúíçì è×Ü èô×åì ûöèkèûíºìíðë ¼÷ô_öì vëìâìèåôçìë Ìà¯ ûkûö• Åøìóìæ• Åøòìøæì ôìûö èææèâèç ß ûöJæìú ÌûöûèðçÂ¼âôìíÜë ôèû Ìèâú ÷¹ûçé• ¼Óé\æìÇ ó+ ß èûÃ vóë âíÓöß Ìæëø ÌìÓèæô ÷èër-ÜáË èÛ^çë Óìëìú «ôìèÐç ðíúí×¯ Ííóë ¼ìâè†ô ôèûÛìûæì ß ôìûö÷÷ìú ÌìÓèæô ûì¤Üì ôèûçì èûx ôìûö ¼ìèðíçöë ¼âéøûçé ðíúí×¯

ôèû ¼âìíÜì÷ô ûºíóû û¼ ÌìÓèæô ûì¤Üì ôèûçìë Ûèâôìú ÌìÓèæô ôèûçìë vâîÜ ÜáË èæíóÐ ôëíç èùíú ûíÜí×æ• ""Íîô ûÜì vöíç øìíë èûíºìíðë• «èçûìíóë ôèûçì• ¼¤Ðíúë• ôìèQë• ¼aìíæë• Ìíûìë ÍëÈ âíÓö «ôìÐ vøíúí× èût‡íúë äìùëË• äéûíæë Ììæ`ó• èûxèûÓìíæ Ììòìûìæ è÷+ûè+¯ ÌìÐì Ììë ¾æëìÐö• ÌQâèÔçì ûì ûèðâèÔçì• ¼ìâìèäô äéûíæë ¼¤†ìâ• ÌìèKô äéûíæë çÃì ÍÈ ¼ûIíÜì ÓìëìÈ Ôíä øìßúì öìíû""_Í ôèûçìú¯ Ìøë Íôèå ÌìÓèæô ûì¤Üì ôèûçì ¼WÜíæë Ûèâôìú Ììû ¼úéó ÌìÈúû Ììëß ¼¤èá:çë Íû¤ Ì¼@øË ¼¤Úì ûöûðìë ôíëí×æ_""ôìíÜë èóô vÇíô âðìöº øëûçé Íû¤ Ûìíûë èóô vÇíô ëûé\«Ûìûâk• ÌQç âèk«úì¼é¯""

Åø¼¤ðìíë ÌìÓèæô ôèûçìë Ûìû ß ëíøë ¾ûèÐ,ìöIèÜ ¼rìôìíë ûÜì öìú_

1’ Í ôèûçì «Óìæç æùëíôè\ô• öìèQô ¼Ûöçìë «Ûì¬çäìç¯ øèëËìíâ ôèûçìú äéûíæë ôìèQ ß ¾æëìÐöíûìÓ-Íë øèë÷ú Øíåí×¯

2’ vóèÐ èûíóèÐ ¼ìèðíçöë «Ûìíû èûx ¼¤tèç ß Ñèçðö âætçì Í öíùë ôèûçìë Ìæöçâ ÜáË¯

3’ Øíúõéú âíæìèûÚìæ• âìRéú óÐæ• ÌìÓèæô ôèûçìú Ìíæôåì òìæ ôíë èæíúí×¯

4’ äùÁ äéûæ ¼@øíô Íôèå Ìèæíôç ÓìëËì vÇíô v«â• ¼`óë• ôÜöìË «Ûèç «èçèVç âÜöíûìÓ ¼¤Ðú/ØÜç vóðä ôìâæì ûì¼æì Íû¤ v«íâë Ðìëéëé ëíøë ûËæìú Ìì¼èk¯

5’ ôèûçìú âæíæë «ìÓìíæöë ôìëíË vóÐ èûíóíÐë Èèçðì¼• óÐæ ëì,ì ß ¼âìä• ôìûöÛì»ì ß è÷rôíG¬ ûTûöûðìíë ß ôìíûö óëðçì Íí¼í×¯

6’ ôìûöíóíð ûìôëéèç ß ôìûöëéèçë èâxË Ùåìú ùóö ß ôìíûöë ûöûÓìæ ôíâí×¯ ùóö×í`óë ÷Üèç ß †ìâö vóèÐ Ðíjë ¼íà èûíóèÐ Ðíjë ûTÜ ûöûðìë Ùíåí×¯

7’ «÷èÜç ôìûöÛì»ì ß Åøâì-è÷rôíGë øèëûíç èûíóèÐ Íû¤ æçæ æçæ Åøâì-è÷rôG ë÷æì ôíë èûíÐ» ûöJæì ß ÷âÁôìèë& ¼è,ì ôëì ðíúí×¯ Í øíûë Ììæíôë ôèûçìú Ðj «íúìù ðÜ ¼èâç ß ÌÇÙæ¯

8’ èû»ú ¾ûè÷írö ÌèÛæû& ¼è,ì ôëì ðíúí×¯

ÍôìíÜë ôèûëì ÅøèëÅk ÜáËIèÜ øË ûì ÌìèÐôÛìíû ôìûö÷÷ìú «íúìù ôíë ëìûéè\ô Ûìû ß óè,ìÛèà ÌìÓèæô ¾ÐÜéíç ëøìèúç ôíë Íû¤ ÌìÓèæô è÷Qì ß óÐæíô ëìûéè\ô «ôìÐÛèà•Ðj• ×`ó ß è÷r ë÷æì ôíë ëûé\ ÎíËë ¼Pöûðìë ôíëí×æ¯ ëûé\ôìûö Óìëì Í ôìíÜë ôèûíóë «ìË «èçVì ôëíÜß ºç øèëûçæÐéÜ Ñèçðì¼ô ¼èaáíË 20 Ðçíôë ôèûíóë Ììûòìæ vðç çìíóë ë÷æìú Í ¼âíúë èû»úûtë æû& ß ûkíûöë tøèÔç ß ¼ëÜ Åøòìøæì• ¼¤ðç ôìûöôÜìú «ôìèÐç ðíúí×¯ ÌìÓèæô ôèûçì ûÜíç Ììâëì Í ôìíÜë ÍÈ ôèûçìIèÜíô ûèÄ¯

ûçâìæ Íôíô âÜøìÒ_1 ß âÜøìÒ_2øöìíú 19Ð ß 20Ð Ðçíô ÌìÓèæô ôèûçìë ôìÜùç øèëûçíæë ÓìëìèÞë ¼¤èá: øèë÷ú vóßúì ðíúí×¯ øëûçé ÷ìëèå Íôíô öÇì¹íâ âÓ¼óæ• ëûé\æìÇ• æäëÜ ß äéûæìæí`óë âíÓö çìë ûöûðìèëô «íúìù ôé Ûìíû Ùíåí×• ß çìë tëø ôìûö ÌìíÜì÷æìë âìÓöíâ çíÜ Óëìë v÷,ìì ôëì ðíúí×¯

48¿6 ¼ìëì¤Ð_2

È¤íëä ÌèÓôìíëëøëÍíóíÐ NøèæíûèÐô ÌÇûôûòìëø+æÙíåè×Ü¯ ¼ìâQûìóé ÌÇûôûòìÌìíù vÇíôÈ è×Ü¯ ØíÜ vóíÐëæçæÌÇûôûòìðíúÅòÜ NøèæíûèÐô-¼ìâQûìóé Íôèâx ëø¯ È¤íëä ¼¤tøíÐ ß ëìäô Ðì¼íæë «íúìäíæÅèæÐ Ðçíô È¤íëèä èÐáìë èû·t·ìë ÙåÜ• Ìë ÌìÓèæôøèÇûèë Ûìûæìè÷QìóÐæèûÚìíæë¼íà øèë÷íúëØíÜÅIç ðÜ ûì¤Üìë æûäìùèç• âìæûçìûìó• öèkûìó• t·íóÐí÷çæì Íû¤ Ðçìjéë èPçéúìíÔ ûì¤Üì¼ìèðíçô æçæ «ìËÐèk¯ âÓ¼óíæë ðìíç ûì¤Üì ôìûô ¼ìèðíçôë æûä^ Ùå Ü¯ æçæ ÓìëìÌìÔôìæôìûô-âðìôìûô ëè÷ç ðÜ¯

èû¤Ð Ðçíô ÍôèóíôëûéÑèçðô ÌøèóíôëìÌ-vóÐ-¼âìíäæìæìèûøöú¯ ÌìÈæšìÈíæëÌìíøèáôçìûìó• Øíúíõë ¼í÷çæ-Ìûí÷çæ-v÷çæâíæëëð¼ô ¼aìæ• óèå èûxö°• âìëéâ^Që• v¼ìèÛíúíç ¼ìâäçìèQô èû«íûë èût‡ú_âìRéú ¼ìâôè÷Qìë èûôìÐ• vóÐÛìù• t·ìÓéæçì• vóíÐëÌÇÊæèçô ¼¤ôå ùÛéë vÇíô ùÛéëçë ðßúìú ¼âìíä äéûíæ ùÛéëÌìíÜì§æ ¼è,¦ ðÜ¯ ôìûô Ûìûæìë ëøìQë ÙåÜ¯ ëûé\«Ûìûâk ðûìë Ììôì)áìÍôóÜ ôèûë ÓôìæÚìæðÜ¯ Ìæô ôèûëì èûx ôìûô ¼ìèðíçô ¼íà Ìèkô ¼@øô òìøæôíë Ûìûæì ß ûìùÛèà ß ûôûðìë ôëíÜæ¯ ôìûô Ûì»ìëß øèëûçæÍÜ_ùóôôèûçìë ä^ ðÜ• Ììûìë ùóô-øóô ûìùëéèç ß ôìûôëéèçë èâxË ÙåÜ¯ 20Ð Ðçíôë ÌìÓèæôùçì 19Ðçô vÇíô èÛ^çë æùëíôè\ô öìèQô ¼ÛôçìëÂ«Ûìûäìç Íû¤ Ìíøáìôç äèåÜ¯

ÌæÐéÜæé_2

æéí÷ë «xIèÜë Å+ë ôëæÍû¤ Å+ë vÐí» ______ øVìú Å+ë ¼¤íôç vóÔæ¯

1’ Ðæôòìæ øëË ôëæ¯

ô’ øìÒôíóë ëûé\ Ìæëìíùë ________ çÇì ëûé\ ________ çìíóë ________ «èçVìë «Óìæ ________ ûíÜ Óíë væ¯

Ô’ øfìíç ________ ________ Ìùææ ðìæô Óìëìíì Üì

¼@‡íÔ Çìôæ ûí¼ øÇ ëèÓ ________ ________

Ììøæ ÷íáë vÇíô ________ vö çéû çéá ÌìíÜì

________ @ìæ çìë ôìí×¯

ù’ ÌìÓèæôôèûçìëÛìûß ëíøë ¾ûèÐ,¦ô ¥

äùÁ ß äéûæ ¼@øíô Íôèå ________ ÓìëËì vÇíô ________ ¼`óë ________ ôÜôìËÂ«Ûèç «èçèVç ________ ¼¤Ðú¯

2’ èû¤Ð Ðçìjéë ÌìÓèæôôèûçìëëøùç¾ûèÐ,¦ôIèÜ ¼¤íáíøûËæìôëæ¯

3’ ÌìÓèæôôèûíóë èô× ë÷æìúëûé\ èûíëìèÓçìë¼ë tø,¦¯ ÍÈ èûíëìèÓçìëôìëË ¼@øíô Ììøæìë ûkûô ¼¤íáíøèÜÔæ¯

EBG (P-3 M 10-13)—19

48¿7 Å+ëâìÜì

Ì æÐéÜæé_1

1-3 æ@ë «íxë Å+íëë äæ0 âÜøìÒ_1-Íë «ì¼è àô Ì æíЕ×óÌèÜ ÛìíÜì ôíë ø§æ¯ çìðíÜÈ Å+ë ôëíç øìëíûæ¯

4¯ ô’ âìæû• «ìÒìíæ0ë• Ûìùô• ¼¨ Ì æÛèç¯

Ô’ èû»ú• û·t• äéûíæë• çЕ×• á°¯

ù’ äìçéúçìíûìÓ• øëìÓéæçìë• èô,Í¯

Ù’ ¼¤t◦ç• çìèâÜ• è†ô• Üìèçæ• ÅøôëË• Åøìóìæ¯

Ì æÐéÜæé_2

1¯ ô’ «èçôÜçì• èûíëìèÓçìíôÈ• ôìû0-Ðèk• Åøìú¯

Ô’ Ðrëì• Ðë• ëûé\• Òìôë• äìèÜû• öù¼ö¯

ù’ Ì èæíôç• v«â• ôÜ0ìË• âÜ0íûìíÓ• ¼¤Ðú¯

2æ¤ «íxë Å+íëë äæ0 Ì ìÓèæô ôèûçìë ¼rìôìíë Åøòìèøç ¼ûèÐ,0ÌèÜ 6-8 Ì ¤Ðèå ÛìíÜì ôíë ø§æ¯

3 æ@ë «íxë Å+ë ûçâìæ øìÒ0 Ì ¤Ðèå ø§íÜÈ Ì ìøèæ èÜÔíç øìëíûæ¯

48¿8 †pøèJ

1’ ÌìíÜìôëJæ óìÐÌ : ß vóûé«¼ìó ûí`ó0ìøìÓ0ìú ‘¼@øìèóç’_Ì ìÓèæô ôèûçìë Èèçðì¼¯

2’ óéè : èrøìÓé_Ì ìÓèæô ûì¤Üì ôìû0øèë÷ú¯

৩) আধুনিক কাব্যের পটভূমি—হুমায়ুন কবীর (বাংলা একাডেমী, ঢাকা।)

৪) বাংলা কবিতা : মেজাজ ও মনোবীজ-জহর সেনমজুমদার।

Íôô 49 ❒ âÓ¼óæ ó+ ¥ vâÙæìóûÓকাব্য_»V ¼ù

ùÒæ

49¿1 Åí!ÐÖ

49¿2 «tìûæì

49¿3 âÓ¼óæ ó+ ¥ ¼¤èá: äéûæé ß ë÷æìûÜé

49¿4 âÜøìÒ

49¿5 ¼ìëì¤Ð_1

49¿6 vâÙæìóûÓôìûÖ '6V ¼ù'• Ðjìç åéôì• ûÖìÔÖì èûíx»Ë

49¿7 âðìôìûì ¥ tëø• ¾ûè÷rÖ

49¿8 vâÙæìóûÓôìûÖ_ôìèðæé èûæÖì¼ '6V ¼ù'

49¿9 vâÙæìóûÓôìûÖ_vóÐé-èûíóÐé «Ûìû• ë¼èû÷ìë• åÖìíäèõ ß èæúèçûìó

49¿10 vâÙæìóûÓôìíûÖë ÷èër èû÷ìë

49¿11 vâÙæìóûÓôìíûÖë '6V ¼ù' Ûì»ì• ×`ó• ÌÜWìë

49¿12 ¼ìëì¤Ð

49¿13 Å+ëâìÜì

49¿14 †pøèJ

49¿1 Åí!ÐÖ

öèó Ììøèæ ÍÈ Íôô ¼öí- øìÒ ôíëæ Íû¤ ÌæÐéÜæIèÜë öÇìöÇ Å+ë èóíç øìíëæ çìðíÜ Ììøèæ_

- 19 Ðçíôë ÌìÓèæô ûì¤Üì ôìûÖÓìëìë ÌæÖçâ âðìôìûÖ ß ÌìÔÖìæôìíûÖë âíÓÖ øìÇôÖ èæíóÐ ôëíç øìëíûæ¯
- âðìôìûÖ-¾ÐÜéë ÌæÖìæÖ ôèûôèç ¼@øíô äìæíç øìëíûæ¯
- âðìôìûÖøìÒ ß èûíx»Ë-Íë ¼r IèÜë ÓìëËì ôëíç øìëíûæ¯

49¿2 «tìûæì

Ììøæìëì ÍÈ Íôôèå øí§ ÅèæÐ Ðçíôë æûäìùèçë èûèÐ,| ÅøìóìæIèÜíô öùaë âÓ¼óæ çìë vâÙæìóûÓ âðìôìíûÖ ôéÛìíû ¼â¼ìâèúô äìçéú äéûíæë Íôèå ¼ìâè†ô «E×ˆ è÷írë øåÛèâôìú çíÜ Óíëí×æ v¼èå ûÄíç øìëíûæ¯ vâÙæìóûíÓë ôìèðæé-ÅøôëË vôìíæì Íôèå èûíÐ» ëìâìúË æú• ûÜì vöíç

øìíë ûìÂìèÜë ëìâìúË-¼¤tìë vÇíô Ììðëë ôëì ðíúí×¯ çìë ¼íà ök ðíúí× âÓ¼óíæë âì°ìä ¼ír çìèâÜ-ô@æ ëìâìúíËë «Ûìû¯ ô@æ ëìâìúíË ëìûË ôÁè¼ç ûì Ìçôì÷ìëé Ðì¼ô æú¯ âÓ¼óæ ëìûË-÷èër øèëôGæìú ûìGèéô ôè+ûìí¼ë óè,ì ¼WéËçìë Ìû¼ìæ Ùèåíú Ììöäìèç¼ÜÛ Å^ç^Šæö âÆçì vÛíÂ èóíúí×æ¯ ÍÛíû èçèæ øëìËíô vö æçæçë ÌíÇ ûöèJç ôíëí×æ çìë vø×íæ v¼ ¼âíúë âìæ¼øåÛèâèå ôìä ôíëí×¯

»V ¼íù ûèËç ôìèðæéë âíÓö ëìâ• Ü¨Ë• È\èäÁ• èûÛé»Ë• âìúìíóûé ß Ü¨é «Ûèç ÷èër Ièü ôìíûöë ÷èër èûæöìí¼ë ¾ûèÐí,öë ¼íà ¼ìâJ¼öøË¯ ÍÔìíæ ëìâ Ü¨íËë «èç ôèûë ââçì ß ¼ðìæÛèç «ôìèÐç ðíÜß ëìûË-È\èäíçë «èç çìë ùÛéëçë øáøìç Øíå ÅíÔí×¯ Íèå ôèûë ûöèkùç/ èôQ ¼âôìíÜë óè,Ûèàë âíÓö «ì÷éæ ÓìëËì ß ¼¤tìíëë øæèû÷ìë ôëìë Ììôì)áì väíù ÅíÔè×Ü¯ âÓ¼óíæë ÍÈ ôìíûö Ìèârìáë ×`ó «íúìù ôíëí×æ¯ ÍÈ ×í`óë «Óìæ ¾ûèÐ,ö ×ríÐí» èâíÜë èûíÜìø Íû¤ öèç òìøíæë tìÓéæçì¯ èçèæ èû»úèåë öÇìöÇ Åøòìøæìë «íúìáíæ ×í`óìûaæíô Ûìíûë ¼íà ¼àèç véíÔ ÈE×ìâç ¼ìèäíúí×æ¯ ØíÜ vóÔì èóíúí× ×r-ÅG)Ùæôìëé «ûðâìæçì (enjambment)¯

»V ¼ùèå Ûìíܓ ôíë øí§ ôìûöùç ¾ûèÐ,ö èûíx»Ë ôëíÜ æìæì æçæ èû»ú Ììøæìë æäíë ø§íû öìë èô× ÅíGÔ ôëì ðíúí×¯ âëèâ ë¼†ìðé øìÒô ™Ó ôìûö øìÒ ôíëæ æì• èçèæ ôéÛìíû Íû¤ vôìæ èûíÐ» ëééçë âìÓöâ ûöûðìë ôíë ôèû çìë ûkûö Åøèòç ôíëí×æ• çìë ôìëË ¼aìæ ôíë ôèûë èÐGôèçëß èû÷ìë ôíëæ¯ Í ¼@øíô èô× ÓìëËì Íôíôë 49¿9• 49¿11• 8ಽ¿12• 49¿14 ÅøèûÛìíù vóßúì ðíúí×¯ ¼ùèå èûíx»Ë ôíë ø§ûìë ¼âú èô× ÌìèÛÓìèæô Ðj ß Ië&øË ôìûö-ûìôöì¤íÐë ûöìÔöì èûíx»Ë «íúìäæ ðíû âíæ ôíë 49¿6 ÅøèûÛìùèå «tç ôëì ðíúí×• Ííç Ììøæìíóë ¼èûÓì ðíû¯ Í×ì§ìß Ììøæìëì èô× èûíÐ» øÂèk èæûì÷æ ôíë ùÛéë ß ¼öí- øìÒ ôëíç øìíëæ¯

Ììøìçç »V ¼ù øí§ ôìûöèå ûÄíç v÷,ì ôëì öìô¯ ¼íà èô× ÌæÐéÜæé vóßúì Ììí×• v¼IèÜ Íû¤ vÜÔô ß ë÷æì ¼@øíô vö ¼ìÓìëË ÌìíÜì÷æì Ììí× çì øìÒût ûÄíç ¼ìðìöö ôëíû ûíÜ âíæ ôèë¯

49¿3 âÓ¼óæ ó+ ¥ ¼¤èá: äéûæé ß ë÷æìûÜé

ó+ôíÜìIû ôèû xé âÓ¼óæ tëè÷ç ¼âìèÓ èÜèøíç ÌìKøèë÷ú èóíúí×æ ¥

“öíÐìíë ¼ìùëóìè§ ôûçá çéíë
ä^ŠÛèâ• ä^Šóìçì• ó+ âðìâèç
ëìäæìúìëË• æìíâ• äææé äìÿûé¯”

ôèûë ä^Š 25vÐ äìæúìèé 1824/ âçö 29vÐ äæ 1873¯ ä^Šòìæ ¼ìùëóìè§• Ììâ-äìâ-õìÒìÜ ùìí×ë ÐöìâÜçìètD Íôèå ¼ìÓìëË †ìâ¯ ÍÈ †ìíâ äí^Šë øë Ììëß ¼ìç û×ë ôìèåíúí×æ¯ Íë t‡èç çìë âìæ¼íÜìíô òìúé ðíú è×Ü¯ èøç¼ír èçèæ âÓöèû+ øèëûìíëë ¼Qìæ• âìç¼ír çìë äèâóìèë ëíkë ¼íà vöìù è×Ü¯ âì è×íÜæ äèâóìë vùîéé÷ëË vÙìí»ë ôæöì¯ âÓ¼óæ ÷ìë-øì÷ û×ë ûúí¼ †ìíâë øìÒÐìÜìú Ûè+ ðæ¯ v¼ ¼âú ÌìËæ-ÌìóìÜçç Øìëè¼ë ÷Üæ è×Ü¯ çìÈ v¼È ×ú-¼ìç û×ë ûúí¼È âÓ¼óæ èÛ^ †ìíâë Íô vâîÜèûë ôìí× Øìëè¼ ø§íçæ¯ ûìè§íç âíúë ôìí× ¼ì†íð ëìâìúË• âðìÛìëç âàÜôìíûöë øìÒ èæíúí×æ¯ ûìíëì û×ë ûúí¼ ôÜôìçìú Ììí¼æ¯ ëìäæìëìúË çÔæ ôÜôìçìë ¼óë

vóßúìèæ Ììóìܯç ßôìÜèç ôëíçæ¯ øíë èÔèóëøíë Íôèå ûìè§ èôíæ ‘1832’ òìúé ðæ¯ âÓ¼óíæë èøçì çìíô ôÜôìçìú Ííæ èð`ó ôíÜíä Ûèç ôíëæ¯ ×ìrìûòìíçÈ çìë èô× ôèûçì Ôôìçæìâì øèrôìú «ôìèÐç ðú¯ èûÜìç öìßúìë Ììtð ß ûìûì-âìë èÒô ôëì èûûìð vÇíô øèërìíËë Åí!íÐô 1843 èÔšìíjë 9È vØûúìëé èÔšìÔâ †ðË ôíëæ¯ ÓâìQèëç âÓ¼óíæë èð`ó ôíÜíä ø§ì ðÜ æì• çìÈ èçèæ èûÐø¼ ôíÜíä ‘èÐûøë’ Ûèç ðíÜæ¯ èøçìÈ çìë èÐáìë ûôú Ûìë ûðæ ôëíçæ¯ ÍÔìíæÈ èçèæ è†ô• Üìèçæ ß ¼¤t›ç Ûì»ì èÐáì ôíëæ¯ øíë Ì¼Q,¦ ëìäæìëìúË ÌìèÇô ¼ìðìöô ûa ôëìú èçèæ Ûìùôìí²»íË âì°ìä ÷íÜ öìæ ‘1848’¯ èÐáôçì ß ¼ì¤ûìèóôçì äèèûôì èð¼ìíû †ðË ôíëæ¯ ÍÔìíæÈ vëíûôì âôì=ìèÛí¼ë ¼íà çìë øèë÷ú ß èÔšéú âíç èûûìð¯ âì°ìä «ûìí¼ èçèæ çìèâÜ• vçÜl• è†ô ß èðû Ûì»ì èæúèâç ÷÷ì ôëíçæ¯

âÓ¼óíæë «Çâ èûûìð óéÙòìúé ðúèæ¯ ÍèâèÜúì vðæèëíúåì v¼ìèØúì æìâô Ììë Íô È¤íëä âèðÜìíô èçèæ èPçéúûìë èûûìð ôíëæ¯ ûôèk& ¼@ø^ vëíûôì øëìèäç ðíÜæ¯ ÌìKèæíûóæ øëìúËì vðæèëíúåì vÐ» øöQ äúé ðíÜæ¯ 1856 vç âÓ¼óæ ôÜôìçìú èØíë Íí¼ ôÜôìçìë øèÜÐ vôìíå ÷ìôèë væ毯 v¼ ¼âúÈ çìë ûì¤Üì vÜÔæé ÷÷ì ™ë¯ ÐèâVì ‘1859’ æìåô• 1859 ¼ìíÜ óèå «ð¼æ_“ÍíôÈ èô ûíÜ ¼Ûôçì” ß “ûí§ì ÐìèÜíôë Ùìí§ vëì” Íû¤ 1860-Í øËìà æìåô “ø,ìûçé” ë÷æì ôíëæ¯ ÍÔìíæÈ «Çâ Ìèârìáë èæíú øëéáì ôíëæ¯ 1860 Ìèârìáíë “èçíÜì+âì¼@û ôìûô” Ììë 1861 “vâÙæìóûÓôìûô”* ß “ûäìàæì” Íû¤ “ôÃôâìëé” æìåô «ôìèÐç ðú¯ çìëøë “ûéëìàæì” ‘1862’¯ Í ¼âú èøç¼@øè+ Å°ìíëë øë èûèÜ ûôûòì ôíë• 1862-ë 9 äæ èûÜìç öìrì ôíëæ¯ ûôìèë,¦ìèë ø§ûìë äæô “v†ä Èíæ” Ûèç ðæ¯ øìÐ ôíë 1867 èÔšìíj èØíë Ììí¼æ¯ âÓ¼óæ èûíóíÐ ûì¼ôìíÜÈ ë÷æì ôíëæ “÷çóÐøóé ôèûçìûÜé”¯ äéûæ ¼ìúìíÿ “vð=ë ûÓ” ‘1871’ ùóôôìûô ß “âìúìôìææ” æìåô ‘1874’ ë÷æì ôíëè×íÜæ¯

âðìôèûë vÐ»äéûæ ó¥Ô ß óìèëí°ô äâèëç¯ Ì¼ò ôèû ÌìèÜøë väæìíëÜ ðì¼øìçìíÜ Ûèç ðæ¯ v¼ÔìíæÈ çìë âçô 29vÐ äæ 1873-Í¯ çìë èçæèóæ øíû 26vÐ äæ vðæèëíúåìë âçô ðú¯

ûçâìæ Íôíôë øìÒôût› vâÙæìóûÓôìûô-Íë 6V ¼ù¯ âðìôìíûôë ëéèç Ìæöìúé Í ¼ùèåë æìâôëË ôëì ðíúí×-“ûÓ”_““Èèç xéíâÙæìóûÓôìíûô ûíÓì æìâ »V ¥ ¼ù¯”

»V ¼íùë Ùåæìôìíܑ ¼÷æì ëìâëìûíËë öí°ë èPçéú èóæ ¼ôìíܯ òìæ_èæôè@Üì öÚìùìë• èû»úût› Ü¨Ë ôçô vâÙæìóûÓ¯ “ûíÓ”_Íë âÜ Ùåæìèå ëìâìúË vÇíô væßúì ðíúí×¯ èô·Q ÷èëír• Ùåæì Åøòìøæì ß øèëÈèçíç ëìâìúË Ìæ¼ëË ôëì ðúèæ¯ ëìâ÷í\ë ÌìÐWì• èûÛé»íËë t« û+ìQ ûËæì• ëìíâë ¾óûôìËé vÐìæì ß Ììôìíð ¼ìø-âúíëë ö° vóÔì• âìúì-Üáé ¼¤Üì৭• èûÛé»Ëíô ¼íà èæíú Ü¨íËë âìúìûíÜ ÜWì «íûÐ• èæët› vâÙæìóíô Ìì¹âË• vâÙæìóôçô vôì»ì èóíú Üক্ষíô Ìì¹âË ß Øíܑ çìë âË×ì• vâÙæìó-èûÛé»Ë ¼¤ûìó• âìúìë öí- Ü¨íËë v÷çæì ÜìÛ ß ¾óûìítë ¼ìðìíöô vâÙæìóíô çé¨Ðíë èû° ôëì• ëkìk vâÙæìíóë Åèk_“ó¥Ô vö• Íôèå ôìøëí»ë ðìíç çìë âçô ðíË×¯”

* 1â Ô„ - 1â ¼ù - 5â ¼ù• 1267 ¼æ•
2ú Ô„ - 6V ¼ù - 9â ¼ù 1268 ¼æ
Ííô Ôí„ 1861 Ô¥

49¿4 âÜøìÒ ¥ vâÙæìóûÓ ôìû̈Ó ¥ »V ¼ù

çÒèä v¼ ÅóÓ̈ìæ• ûÜé v¼îèâèr vôÐëé ÷èÜÜì/ èÐèûíë öÇì èûëìíäæ «Û ëÙ-ëìä/ Ìèç °íç ÷èÜÜì ¼âèç• vðèë âùëìíä ûíæ• Óìú ûÒìÓ öÇì Ìt·ìÜíú•_ûìè× ûìè× ÜÈíç ¼&íë çéáçë «ðëË æxë[1] ¼¤†ìâ¯

ôçáíË âðìöÐì¥ ÅçèëÜ öÇì ëÙëÇé¯ øóöíù æèâ• æât·ìèë èârûë èûÛé»íË• ôèðÜì ¼âèç•_ “"ôçôìö Ìèä• vóû• çû ÌìÐéûìíó 10 è÷ëóì¼¢ t‡èë øó• «íûèÐ• ôìæíæ• øèäæ ÷ìâí„[2]• «Û• ¼ûË-vóÅíÜ¯ ×èÜíç óìí¼íë ¼çé ôç vö øìèçÜì âìúìäìÜ• vôâíæ çì èæíûèó ÷ëíË• âÆ ÌèâÀ ÷\÷í§ vóèÔæ óúìíë ëáô/ ×ìè§Üì øÇ èûæì ëíË èçèæ çû øËÒûíÜ• vóû/ âíðìëù[3] öÇì öìú ÷èÜ ðçûÜ âíðî»ÓÌíË¢ øèÐÜ ôìæíæ óì¼/ ÌìÈÜ ùèäúì è¼¤ð/ èûâèÔæ çìíð/ ¾Ûëû TWìíë 20 ûèðÜ çâÜ Ä§/ ôìÜìè† ¼óÐ óìûìè† vûè§Ü vóÐ/ øè§Ü v÷îèóíô ûæëìäé/ ôçáíË èæèûÜì Ììøèæ ûìú¼Ôì• ûìúíóû vùÜì ÷èÜ óíë¯

¼ëûìÙìóíÜ Ííë vóèÔæ ¼@‡íÔ ôJûæèûðìèëËé/ ôçìJèÜ-øíå øèä• ûë âìèù vóû• èûóìÈæ ¼íû Ìóíë vÐìèÛÜ ûíæ vóÅÜ• ÅäèÜ ¼íóÐ¯ ¼ëí¼ øèÐ• Ìûùìèð vóð• æéíÜìÁøÜìJèÜ èóúì øèäæ âìíúíë 30 ÛèkÛìíû¯ ÌìèûÛìèû ûë èóÜì âìúì¯ ôèðíÜæ óúìâúé•_“¼«¼ˆ Ìèä• vë ¼çé¼èârì¼ç• vóû vóûé öç vçìë «èç¯ vóû-Ìt· v«èëúìí× vçìíë ûì¼û/ Ììøèæ Ìèâ Ìè¼úìè× vðÇì ¼ìèÓíç Í ôìö vçìë èÐíûë ÌìíóíÐ¯ Óèë vóû-Ìt• ûèÜ• èûÛé»íË Üíú• öì ÷èÜ æùë âìíÄ• öÇìú ëìûèË• èæôè@Üì[4] öÚìùìíë• øíä ¾ûxìæíë¯ ¼ð¼ì• ÐìóÜì¹íâ Ìì¹èâ ëìáí¼• 40 æìÐ çìíë¢ vâìë ûíë øèÐèû óäíæ ÌóÐÖ/ èøÓìíæ[5] öÇì Ìè¼• Ììûèëû âìúìäìíÜ Ìèâ vóìíð¯ èæÛú ´óíú• öì ÷èÜ• vë öÐèt·¢"_èô ÈE×ì çû• ôð• æâèËÀ vøìðìú ëìèç/ èûÜ@· æì ¼íð¯ âìèë ëìûèËíë• vóû• vóð ÌìÚì óìí¼¢""

Å+èëÜì ëÙæìÇ• “"ðìú vë• vôâíæ_ vö ôçìQóíç óíë vðèë• ÏÓ[xìí¼

1¿ æxë _ æìÐÐèÜ• ÍÔìíæ “èûæìÐô" ÌíÇ ûÒûðìë ôëì ðíúí×¯
2¿ ÷ìâí„ _ ûìÜèë æìâ¯ Èèæ ÛúWèë ëø ÓìëË ôíë ÷„ ß â„íô ûÓ ôíëè×íÜæ ûíÜ ÷ìâ„ì æìâôëË ðíúí×¯
3¿ âíðìëù _ âðì¼ø¯
4¿ èæôè@Üì_ÜWìë øè f âèóíôë Ìðì èûíÐ»• v¼Ôìíæ Ìûèòçì vóûé¯
5¿ èøÓìíæ_vôìí»• Ôìíø¯

ÛúìôÜ äéûôÜ Óìú ûìúíûíù
«ìË Üíú/ vóû æë Ût‡ öìë èûí»/
vôâíæ øìÒìÈ vçìíë v¼ ¼øèûûíë•
«ìËìèÓôÀ æìèð ôìä ¼éçìú Åºìèë¯
ûÇì• vð äÜèÓ• Ììèâ ûìèÓæ vçìâìíë/
Ì¼¤Ôö ëìá¼†ìâ ûèÓæ ¼¤†ìíâ/
Ììèææ ëìíä\óíÜ Í ôæôøíë
¼Ê¼íæö/ vÐìèæçít·ìç¥ ðìú• ÌôìëíË•
ûèë»ìë äÜ¼â• Ììè°Ü[6] âðéíë¢
ëìäö• Óæ• èøçì• âìçì• t·ûaûìaíû-
ðìëìÈæ Ûìùöíóìí»/ vôûÜ Ììè×Ü
Ìaôìë Ùíë óéø ¾âèÇÜé/ çìðìíë
'vð èûèÓ/ èô vóìí» óì¼ vóì»é çû øíóÀ'
èæûìÈÜ óëó,¦¢ vô Ììë Ììí× vëÀ
Ììâìë ¼¤¼ìíë• ÛìÈ• öìë âÔ vóèÔ
ëìèÔ Í øëìË ÌìèâÀ Çìèô Í ¼¤¼ìíëÀ
÷Ü èØèë• øæ¥ vâìëì öìÈ ûæûìí¼•
Ü¨Ë¢ ôáíË ÛèÜ ÌìÐìë ×Üíæ•
Í ëìá¼øíë• ÛìÈ• ÌìÈæ Ììâëì¢""
Å+èëÜì ûéëóíø v¼îèâèr vôÐëé/
""èô ôìëíË• ëÙæìÇ• ¼Ûú Ììøèæ
ÍçÀ ¾óûûíÜ ûÜé vö äæ• ôìðìíë
õëìú v¼ èrÛûíæ¢ vóû-ôÜøèç
¼ðt·ìáé[7] øá çû/ ¾ôÜì¼-èæûì¼é
èûëøìá[8]/ ¾ÐÜûìÜì Óâ-¼ðìèúæé¢
vóÔ v÷íú ÜWì øìíæ/ ôìÜ vâÙ ¼â
vóûí¹ìÓ Ììûèëí× t·Ëâúé ÌìÛì
÷ìèë èóíô¢ vóûðì¼ö ÅäèÜí×• vóÔ•
Í çû èÐèûë• «Û¢ ÌìíóÐ óìí¼íë
Óèë vóû-Ìt· Ììèâ øèÐ ëíáìùíð/
Ìûöö æìèÐû ëíá ß øó«¼ìíó¯
èûÚçâ çèâ• æìÇ¢ vôæ Ììûíðü
vóû-ÌìÚìÀ Óâøíç ¼óì ùèç çû•
Í ÌÓâ ôìö• Ììö• vôæ ôë ÌìèäÀ
vô vôìÇì â à ÜÙå ÛìíÂ øóìÙìíçÀ""
ôèðÜì âÓëÛìí» èûÛé»Ë ûÜé
èâr• _""öì ôèðÜì ¼çö ëìÙíû\ ëÇé¯
óëQ ôçìQ-óç ¼â øëì¹íâ
ëìûèË• ûì¼ûrì¼•[9] Ìíäú äùíç¯
èô·Q ûÇì Ûú Ììèä ôèë vâìëì çìíë¯
t·øíæ vóèÔæ Ììèâ• ëÙôÜâèË•
ëá¥ôÜ-ëìäÜ¨é/ èÐíëìíóíÐ ûè¼•
ÅäèÜ èÐèûë• vóû• èûâÜ èôëíË•
ôèðÜì ÌÓéíæ ¼ìÓ[é/_"ðìú¢ â+ âíó
ÛìÈ vçìë• èûÛé»Ë¢ Í øìø-¼¤¼ìíë
èô ¼ìíÓ ôèë vë ûì¼• ôÜ»íPè»Ëé
ÌìèâÀ ôâèÜæé ôÛ vØìíå èô ¼èÜíÜ
øèWÜÀ äéâçìûç[10] ùùíæ vô ôíû
vðíë çìëìÀ èô·Q vçìë øû ôâØíÜ
¼«¼ˆ vçìë «èç Ìâë/ øìÈèû
Ðæö ëìä-è¼¤ðì¼æ• ×ró„ ¼ð•
çÈ¢ ëá¥ôÜæìÇ-øíó Ììèâ vçìíë
ôèë ÌèÛí»ô Ììèä èûèÓë èûÓìíæ•
öÐèt·¢ âìèëíû ôìèÜ v¼îèâèr vôÐëé
qìçør vâÙæìíó/ ¼ðìú ðÈèû
çÈ çìë¢ vóû-ÌìÚì øìèÜ¼ öçíæ•
vë Ûìûé ôûëëìä[11]¢ ÅèÒæ äìèùúì/_
t·ùéú v¼îëíÛ øË èÐèûë vóèÙæ/
t·ùéú ûìèór[12]• óíë ™èææ ùùíæ
âó¢ èÐèûíëë Pìíë vðèëæ èût‡íú

6¿ Ììè°Ü_Ììr• è¼k ôëÜ ûì vÛäìÜ¯ 7¿ ¼ðt·ìá_È\¯ 8¿ èûëøìá_èÐû¯ 9¿ ûì¼ûrì¼_ûì¼û ûì Èí\ë Ûíúë ôìëË¯ 10¿ äéâçìûç_vâÙìE×ˆ¯ 11¿ ôûëëìä_'ôûë_ëìá¼'• ëìá¼ëìä¯ 12¿ ûìèór_ûìóöö·Q¯

âóæíâìðíæ vâìíð vö ëøâìÓëé¢
†éûìíóÐ ÌìE×ìèóí× ôìóè@æéëøé
ôûëé/ Ûìèçí× vôíÐ ë-ëìèÐ/_âèë¢
èô ×ìë çìðìë ôìí× èûäÜéë ×åì
vâÙâìíÜ¢ Ììì÷è@íç ÌóÐö ðÈÜì
äùó@ì¯ ûTáË ëèðæ ÷ìèðúì
¼çÃ-æúíæ Ììèâ• èô·Q æì ØèÜÜ
âíæìëÇ/ Ììë âìçì æìèð èóÜì vóÔì¯
™æ óìÐëèÇ ëèÇ• Í ¼ôÜ ôÇì
âæ èóúì¯ vóð ÌìÚì• ¼íà öìÈ Ììèâ•
öÇì öÚìùìíë øíä vóû ¾ûxìæíë
ëìûèË¯ vð æëøìÜ• øìÜ ¼öçíæ
vóûìíóÐ¢ È,ìè¼è º ÌûÐö ðÈíû
vçìâìë• ëìÙû-vxV• ôèðæ vçìâìíë¢""
Å+èëÜì ¼éçìæìÇ ¼äÜ-æúíæ/_
""t‡èëíÜ øíûë ôÇì• ëá¥ôíÜì+â•
ÌìôÜ øëìË ôìíó¢ vôâíæ vØèÜû
Í qìç-ëçíæ Ììèâ Í ÌçÜ äíÜÀ
ðìú• ¼íÔ• âpëìú ôøpìú öíû
÷èÜÜì ¾ôíôúé âìçì• ââ Ûìùöíóìí»
èæóú/ çöèäæ öíû ëìäöíÛìù Ììèâ
èøç¼çöëáì vðç/ vtE×ìú çöèäÜ
ëìäöíÛìù è«úçâ qìç-v«â-ûíÐ¢
ôìèóÜì ¼èârì âìçì¢ ÅíE÷ ÌûíëìíÓ
ôìèóÜì ÅèâÜì ûÓ/ vøîëäæ öç_
ôç vö ¼ìèÓÜ ¼íû• èô Ììë ôèðûÀ
æì âìèæÜ Ìæíëìó/ Ììâìë ø f ìíç
‘×ìúì öÇì’ ûíæ ÛìÈ øèÐÜ ðëí»•
äÜìJèÜ èóúì ¼íÔ çëË vöîûíæ¯
ôèðÜì ¼èârì âìçì/ _ “æúíæë âèË

Ììâìë• ðèëèÜ• çÈ ëìÙû¢ vô äìíæ•
èô ôðôûíÜ çÈ ÛÜìèÜ ûì×ìíë¢
¼èøæ Í Óæ vçìíë¢ ëìèÔ¼ öçíæ
Í vâìë ëçíæ çÈ• ÍÈ èÛáì âìèù¯"
""æìèð ôìä• èârûë• ¼éçìú Åºìèë¯
èØèë öìÈ ûæûìí¼¢ óûìë ¼âíë•
vóû-¾óçö-æë-rì¼• ëÇé\ ëìûèË¢
¼†éû ûìTûíÜ\/ èûÐìëó ëíË
Ììàó• ¼öûëìä/ ûìúør ðæ•
Ûéâøëì¹â èøçì «ÛJæ öÇì/
Ó@ìá• ¼âë-váír Óâíôç ¼â
Ìè†ëìèÐ/ æÜ• æéÜ/ vôÐëé_vôÐëé
èûøíáë øíá Ðë/ Ììë vöìÓ öç•
vóûìôèç• vóûûéö/ çèâ âðìëÇé/_
Í ¼ûìë ¼ðôìíë æìèë èæûìèëíç
vö ëíá• vôâíæ• ôð• Ü¨Ë Íôìôé
öèÄíû çìðìë ¼íàÀ ðìú• âìúìèûæé
ÌìÐì• vçÈ• ôèð• ¼íÔ• Í ëìá¼-øíë•
ÌÜ)Ùö ¼ìùë Üè)Ù• ÌìÈæ Ììâëì¯""
¼ð¼ì ÌìôìÐ-vóíÐ• ÌìôìÐ-¼@ûì
¼ët·çé èææìèóÜì âÓë èææìíó/
""Åè÷ç èô çû• ôð• vð ¾ûíóðéøèç•
¼¤Ðèúíç vóûûìôö• vóûôÜè«ú
çèâÀ vóûìíóÐ• ûèÜ• vôæ ÌûíðÜÀ
vóÔ v÷íú Ðæö øìíæ¯"" vóèÔÜì èût‡íú
ëÙëìä• Ììð ¼ð öèÄí× Ì@íë
èÐÓé¯ vôôìëû èâèÐ ØËéë tæíæ[13]
¾Ûëû Ììëíû[14] vóÐ øèëí× v÷îèóíô¢
øáE×ìúì Ììûèëí×• Ùæóܠ vöæ•
ùùæ/ äèÜí× âìíÄ• ôìÜìæÜ-vçíä•

13¿ ØËéë tæíæ_¼ø ùäæ Ðíj¯
14¿ Ììëíû_Ðíj¯ ëû > Ììëû• Ììëìû¯

ðÜìðÜ¢ vÙìë ëíË ëèËí× ÅÛíú¯
âTâT¥ Ûíú âðé ôìèøÜì/ vÙìè»Ü
ÅÇèÜúì äÜóÜ¯ ôçáË øíë•
ùç«ìË èÐèÔûë øè§Üì ÛçíÜ/
ùëèäÜì Ìäìùë[15]_èûäúé ¼¤†ìíâ¯
ôèðÜì ëìûËìæä/ _""t÷íá vóèÔÜì
Ìlç ûÔìøìë Ìièä/ èæëÇ Í æíð•
ôèðæ ¾ûíóðéæìÇ• ûÄ Ûìèû âíæ¢
æíð ×ìúìûìèä[16] Èðì/ Ìì™ öì Ùèåíû•
Í «ø˜ëíø vóû vóÔìíÜ vçìâìíë/_
èæûééëíû ÜWì Ìièä v¼îèâèr vôÐëé¢""
«íûèÐ èÐèûíë çíû ëÙôÜâèË
¼ìäìÈÜì è«úìæíä vóû-Ìít¯ Ìiðì•
vÐìèÛÜì ¼`óë ûéë t`ó çìëôìèë_
¼óÐ¢ øèëÜì ûíá ôû÷ ¼âèç
çìëìâú/ ¼ìë¼íæ ÄÜ ÄÜ ÄíÜ
ÄèÜÜ Ûìtë Ìè¼ âè„ç ëçíæ¯
ëèûë øèëèÓ ¼â Pèíø øVíóíÐ
ØÜô/ èPëó-ëó-èæèâç• ôì˜íæ
äè§ç• çìðìë ¼íà èæ»à[17] óèÜÜ
ÐëøË¯ ûìâ ðít ÓèëÜì ¼ìøèå
vóûÓæ¥ ÓæÓë/ ÛìèçÜ âtíô
'v¼îëôíë ù§ì vöæ' âôå• ÅäèÜ
v÷îèóô/ âôíåìøèë Üè§Ü ¼Ùíæ
¼÷§ì• vôÐèëøíV Ü§íú vöâèç
vôÐë¢ ëìÙûìæä ¼ìèäÜì ðëí»•
vçätè-âÔìíÿ öÇì vóû Ì¤ÐâìÜé¢
èÐèûë ðËíç ûÜé ûìèðèëÜì vûíù
ûÔ†• çëàâ öÇì ÐWôÜæìíó•
¼âëçëà öìíû ÅÇíÜ èæíÙìí»¢
ûìèðèëÜì ûéëûë• ûìèðèëÜì ¼ìíÇ
ûéëíûíÐ èûÛé»Ë• èûÛé»Ë ëíË¢
ûèë»Üì ø,ø vóû/ ûìèäÜ ÌìôìíÐ
ââÜûìäæì/ Ðíæõ æìè÷Ü Ìœëì•
tù• âçõ• øìçìÜ øèëÜ äúëíû¢
ÌìôìíÐë øìíæ ÷ìèð• ôçìJèÜøíå•
ÌìëìèÓÜì ëÙûë/ ""çû øóõ@íá•
÷ìú vùì Ììxú Ìièä ëìÙû èÛÔìëé•
Ìè@íô¢ ÛÜ æì• vóèë• Í çû èôWíë¢
Óâëáì vðç• âìç¥• ôç vö øìÈæ
Ììúì¼• ß ëìàì øíó Ìèûèóç æíð¯
ÛJìß Óíâë ØÜ• âçõJú-è«íú•[18]
ÌÛìäíæ/ ëá• ¼èç• Í ëá¥¼âíë•
«ìËìèÓô ÛìÈ ÍÈ èôíÐìë Ü¨íË¢
óóìQ óìæíû óèÜ• èætìèëÜì çèâ•
vóûûíÜ• èætìèëèË¢ èætìë ÌÓéíæ•
âèð»âèóèæ• âèó óâó ëìáí¼¢""
ÍÈëíø ëíáìèëø tèçÜì ¼çéíë¯
öÇì ¼âéëË ûíð øèëâÜ-Óíæ
ëìäìÙíú• Ðjìûð ÌìôìÐ ûèðÜì
ëìÙíûë ÌìëìÓæì ¾ôÜì¼¼óíæ¯
ðìè¼Üì èóèû\ èóíû[19]/ øûæ Ìâèæ¯
÷ìÜìÈÜì Ìì™çíë v¼ Ðjûìðíô¯
™èæ v¼ ¼-ÌìëìÓæì• æíù\æè`óæé•
Ììæí`ó• çÇìt• ûèÜ ÌìÐéè»Üì âìçì¯
ðìè¼ vóÔì èóÜì Å»ì Åóú-Ì÷íÜ•
ÌìÐì öÇì Ììðì âèë• ÌìÓìë ´óíú•
ó¥Ôçíâìèûæìè Ðæé¢ ôäèæÜ øìÔé
èæôíJ• lJèë ÌèÜ• ÓìÈÜ v÷îèóíô
âÔäéûé/ âóùèç ÷èÜÜì Ðûëé•

15¿ Ìäìùë - Ìäùë - ûí§ì ¼ìø èûíÐ»¯ 16¿ ×ìúìûìèä_ÌÜé âìúìäìÜ¯ 17¿ èæ»à_ÐëìÓìë• çËéë¯
18¿ âçõJú-è«íú_èÐûìè«íú¯ 19¿ èóèû\ èóíû_vóûëìä È\-tíù¯

çìëìóíÜ Üíú ¼íà/ Ï»ìë ÜÜìíå
vÐìèÛÜ Íôèå çìëì• Ðç-çìëì-vçíä¢
ØèåÜ ôQíÜ ØÜ• æû çìëìûÜé¢
Üáô ôèë ëíáìûíë ëìÙû ôèðÜì/
""¼ìûÓìíæ öìß• èâr¯ ÌâÜ ëçíæ
ëìíâû• èÛÔìëé ëìâ Ìèøí× vçìâìíë
ëèÇûë¢ æìèð ôìä ûÇì ûìôôûôíú-
äéûæ• âëË ââ Ìièä çû ðìíç¢""
Ììxìè¼Üì âíð,ìí¼[20] èûÛé»Ë ûÜé¯
""vóûôÜè«ú çèâ• ëÙôÜâèË/
ôìðìíë õëìß• «ÛÀ ÌûÐô æìèÐíû
¼âíë v¼îèâèr Ðë vâÙæìó Ðíë¯""
ûè`ó ëìÙíû\ øó• ÷èÜÜì v¼îèâèr
¼ð èâr èûÛé»Ë¯ Ùæ ÙæìûÜé
vûè§Ü vóìðìíë• öÇì vûí§ èðâìæéíç
ôêèåôì èùèëÐíà• vøìðìÈíÜ ëìèç¯
÷èÜÜì ÌóÐôÛìíû ÜWìâíÔ vôìíð¢
öÇìú ôâÜì¼íæ ûí¼æ ôâÜì-
ëá¥ôíÜ-ëìäÜ¨é-ëíáìûÓ-vûíÐ•
«íûèÐÜì âìúìíóûé v¼ tË vóÅíÜ¯
ðìè¼úì ¼èÓÜì ëâì• vôÐûûì¼æì/_
""èô ôìëíË• âðìíóûé• ùèç Ííû çû
Í øíëÀ ôð• èô ÈExì vçìâìë• ëèàèËÀ""
Å+èëÜì âó ðìè¼ âìúì Ðkéxëé/_
""¼@ë• æéÜì@¼íç•[21] vçä¥ çû Ììèä/
øèÐíû Í tËøíë vóûìôèç ëÇé
v¼îèâèr/ æìèÐíû Ðë• èÐíûë ÌìíóíÐ•
èæôè@Üì öÚìùìíë ó@é vâÙæìíó¯_
ôìÜìæÜ¼â vçä¥ çû• vçäètèæ/
ôìë ¼ìÓô ¾ûèëÛìíû øíÐ Í æùíëÀ
¼«¼ˆ ðß• vóèû• ôèë Í èâæèç•
ëìÙíûë «èç çèâ¢ çìë• ûëóìíæ
ÓâøÇ-ùìâé ëìíâ• âìÓûëâèË¢""
èû»ìíó èæxì¼ ×ìè§• ôèðÜì Èè`óëì/_
""ôìë ¼ìÓô• èûxíÓôúì•[22] Ìûíðíü çû
ÌìÚìÀ èôQ «ìË ââ ôìíó vùì t‡èëíÜ
Í ¼ôÜ ôÇì¢ ðìú• ôç vö Ììóíë
øíä vâìíë ëá¥íxV• ëìËé âí`óìóëé•
èô Ììë ôèðû çìëÀ èôQ èæäíóìí»
âíä ëá¥ôÜèæèÓ¢ ¼@èëû• vóèû•
vçä¥ «ìkíæë ùèç ôìë ¼ìÓô vëìíÓÀ
ôð v¼îèâírë çèâ øèÐíç æùíë
èæÛíú¯ ¼Q,ì ðíú ûë èóæ Ììèâ•
¼¤ðìèëíû Í ¼¤†ìíâ ¼èârìæ`óæ
ûÜé _ Ììè`óâ âí`óìóëéë æ`óíæ¢""
÷èÜÜì øèfâ Pìíë vôÐûûì¼æì_
¼ëâì• «ØG ØÜ «çôí» vöâèç
èÐèÐë-Ììì¼ìíë vÓîç¢ ÷èÜÜì ëèàËé
¼íà âìúì¯ ™ÔìÈÜ ë@ìçëëìèä/
ÛìèÂÜ ââÜÙå/ ™è»Üì vâèóæé
ûìèë ëìÂì øìíú Ììè¼ èâèÐÜ ¼&íë
vçíäìëìèÐ• öÇì øíÐ• èâÐì-Ìû¼ìíæ•
¼Óìôë-ôë-äìÜ ëèû-ôû-äìíÜ¢
xéq,ì ðÈÜ ÜWì/ ðìëìÈíÜ• âèë¢
ôQÜíÐìÛæ âèË ØèËæé vöâèæ¢
ù@éë èæíÙìí» óíë vÙìè»Üì ¼ð¼ì
ÙæóÜ/ ûè,ì×íÜ ùùæ ôìèóÜì/
ôíGìèÜÜì äÜøèç/ ôìèøÜì û¼Óì•
Ììíáíø• vë ëáøèë• vçìë Í èûøíó•
äùíçë ÌÜWìë çÈ• tËâèú¢
«ì÷éíë ÅèÓúì vóìíð vðèëÜì Ìóíë
vóûìôèç v¼îèâèríë• ôêèåôìûç

20¿ âíð,ìí¼_âðìÓæÓë ‘ëìâ÷\’¯ 21¿ æéÜì@¼íç_¼âí° ôæôì_Ü¨é¯ 22¿ èûxíÓôúì_èûxûì¼éë Ììëìóôì ‘âìúìíóûé¯’¯

vöæ vóû è&»ìtøèç•[23] èô@ì èûÛìû¼
ÓâøíJ¯ ¼ìíÇ ¼ìíÇ èûÛé»Ë ëÇé-
ûìú¼Ôì ¼ð ûìú_óûìë ¼âíë¯
vô Ììèä ëèáíû• ðìú• ëìá¼Ûë¼ì
ëìûèËíë¢ Ùæ ûíæ• vðèë óíë öÇì
âùûíë• ÷íÜ ûÔìÙ IGĞ-ÌìûëíË•
¼íòìù«úì¼é• èô@ì æóéùíÛ öÇì
Ìûùìðíôíë óíë èæëèÔúì• vûíù
öâ÷¹ëøé æ¹[24] Óìú çìë øìíæ
ÌóíÐÔ• Ü¨Ë Ðë• ûèÓíç ëìáí¼•
¼ð èâr èûÛé»Ë• ÷èÜÜì ¼&íë¯
èû»ìíó èæxì¼ ×ìè§• èûóìèú âìúìíë•
tâè`óíë vùÜì ÷èÜ Èè`óëì ¼`óëé¯
ôìèóÜì âìÓûè«úì¢ ÅGìí¼ ™è»Üì
Ìxèû`ó û¼aëì_™í» ™èk öÇì
öçíæ• vð ôìóè@èæ• æúæì@ çû•
ÌâÜÖ âôçìØÜ ØíÜ öìë IíË
Ûìíç öíû tìçé ¼çé ùùæâ„íÜ¯
«ûÜ âìúìë ûíÜ øèÐÜì æùíë
ûéëPú¯ v¼îèâèrë øëíÐ ÔèÜÜ
óúìë ÌÐèæ-æìíó/ èôQ ôìë ôìíæ
øèÐÜ ÌëìûÀ ðìú¢ ëíáìëÇé öç
âìúìë ×Üíæ Ìa• vôð æì vóèÔÜì
óëQ ôçìQóç¼â èëøPíú•
ô¼â-ëìèÐíç Ìèð øèÐÜ vôîÐíÜ¢
¼èût‡íú ëìâìæä vóèÔÜì v÷îèóíô
÷çëà ûÜ Pìíë/_âìçíà èæ»ìóé•
çëàíâ ¼ìóéû`ó• âðìëÇé ëíÇ•
ÛçíÜ Ðâæóç øóìèçô öç-
Ûéâìôèç Ûéâûéö/ Ìíáú ¼¤†ìíâ¯

ôìÜìæÜ-¼â èûÛì ÅèÔí× ÌìôìíÐ¢
vðèëÜì ¼Ûíú ûÜé ¼ûÛôëøé
èûëøìá âðìëá¥• «íáû§æÓìëé•[25]
¼ûË ¼Ô`óæìëÆ/[26] çìÜûáìôèç
óéÙ çìÜäbì Ðë_ùóìÔë öÇì
âë-Ìèë/ ùäøíV ôìÜíæèâ• ûíÜ
èëøôÜôìÜ ûÜé/ èûÐìëó ëíË•
ëËè«ú• ûéëâíó «â+ ¼çç
«â+/ è÷áë ëá¥ öáøèç-¼â/_
Ììë Ììë âðìûÜé• vóûÊóçÔæë-
è÷ërì¼¢ Óéíë Óéíë• ÷èÜÜì óäíæ/
æéëíû ÅÛú øìíx vðèëÜì v¼îèâèr
Ðç Ðç vðâ-ðâÔ• vóÅÜ[27]• èûøèË•
ÅóÔìæ• ¼ë¼é• ÅÁ¼/ Ìx ÌxìÜíú•
ùäìÜíú ùäû`ó/ ¼Ô`óæ ÌùËÖ
Ìè†ûË/ ÌtÐìÜì ÷ìë æìåÔÐìÜì•
âè„ç ëçíæ• âèë¢ öÇì ¼ëøíë¢_
ÜWìë èûÛû öç vô øìíë ûèËíç-
vóûíÜìíÛ• ¾óçÖôíÜ-âìÁ¼öÀ vô øìíë
ùèËíç ¼ìùíë ë-• æár ÌìôìíÐÀ
æùë âìÄìíë Ðë vðèëÜì vôîçíô
ëíáìëìäëìäùð¯ Ûìíç ¼ìèë ¼ìèë
ôì˜æðéëôtâ@/ ùùæ øëíÐ
ùð÷§/ vðâôåÐàìûÜé öÇì
èûÛìâúé¯ ðètóQ tËôìèQ ¼ð
vÐìèÛí× ùûìíá• Pìíë• ÷á¥ èûíæìèóúì•
ç»ìëëìèÐíç vÐìíÛ «Ûìíç vöâèç
v¼îëôë¢ ¼èût‡íú ÷ìèð âðìöÐì¥
v¼îèâèr• Ðíë\ èâr èûÛé»Ë øìíæ•
ôèðÜì•_""Ì†ä çû Óæ0 ëìäôíÜ•

23¿ è&»ì@øèç_¼ö¯ 24¿ æ¹_ôâéë¯ 25¿ «íá§æ_vÜîðâú ûìË• æìëì÷¯ 26¿ ¼Ô`óæ_ëÇ¯ 27¿ vóÅÜ_< vóûôÜ _vóûìÜú• âè`óë¯

ëíáìûë• âèðâìë Ìëû äùíç¯
ß vðæ èûÛû• Ììðì• ôìë ÛûçíÜÀ""
èû»ìíó èæxì¼ ×ìè§ Å+èëÜì ûÜé
èûÛé»Ë•_""öì ôèðíÜ ¼çÔ• ÐëâèË¢
Í vðæ èûÛû• ðìú• ôìë ÛûçíÜÀ
èô·Q è÷ëòìúé èô× æíð Í ¼¤¼ìíë¯
Íô öìú Ììë Ììí¼• äùíçë ëéèç•
¼ìùëçëà öÇì¢ ÷Ü &ëì ôèë•
ëèÇûë• ¼ìÓ ôìä ûèÓ vâÙæìíó/
Ìâëçì ÜÛ• vóû• öÐ¥¼Óì-øìíæ¢""
¼&íë ÷èÜÜì vóìíð• âìúìë «¼ìíó
ÌóÐÔ¢ ëìá¼ûÓ• âùìáéùèJæé•
vóèÔÜì Ü¨Ë ûÜé ¼íëìûëôíÜ•
¼ûË-ôÜ¼é ôìíÔ• âÓë Ìóíë
¼ðìè¼¢ ôâÜ ØÜ vØìíå äÜìÐíú
«Ûìíç¢ vôìÇìß ëÇé ûìèðèëí× vûíù
Ûéâòìú/ øóìèçô• Ììú¼é-Ììûç•
çÔìèä ØÜÐöÔì/ vôð Ðà èææìèóí×
¾Ûëíû èæûìèë èæ°ì/ ¼ìäìÈí× ûìäé
ûìèäøìÜ/ ùèä ùä ¼ìøíå «âíó[28]
âóùë/ vÐìèÛí× øª-Ììûëˆ èøíÒ•
ÄìÜíë âôçìøìèç/ çèÜí× öçíæ
¼ìëèÇ èûèûÓ Ìt· tËÓ[ä ëíÇ¯
ûìèáí× âè`óëûí`ó «Ûìçé ûìäæì•
ðìú vë• ¼âíæìðë• ûàùíð öÇì
vóûíóìíÜìÁ¼û ûìóÔ• vóûóÜ öíû•
Ììèûûìèû ÛûçíÜ• øíäæ ëíáíÐ¢
Ìû÷èú ØÜ÷ú• ÷èÜí× âìèÜæé
vôìÇìß• Ììíâìèó øÇ ØÜ-øèëâíÜ•
ÅäèÜ v÷îèóô ëíø• ØÜôÜ¼Ôé
Ï»ì öÇì¢ vôìÇìß ûì óèÓ óD Ûìíë

ÜÈúì ÓìÈí× Ûìëé/ _ ¹âÐ¥ ûìè§í×
ôíGìÜ• äìèùí× øíë øëûì¼é öç¯
vôð ôíð• _ ""÷Ü• ßíð ÅèÒí† «ì÷éíë¯
æì øìÈû òìæ öèó æì öìÈ ¼ôìíÜ
vðèëíç Ììç öº¯ ä§ìÈû Ììèô
vóèô Ììä öûëìíä ¼âë-¼ìáíæ•
Ììë ûéëíxV ¼íû¯"" vôð Å+èëí×
«ùÜíÛ•_""èô ôìä• ôð• «ì÷éë Åøíë
âðíç æìèÐíû ëìíâ Ìæä Ü¨íË
öûëìä• çìë Ðíë vô èòë äùíçÀ
óèðíû èûøáóíÜ ™,· çíË öÇì
óíð ûèÿ• èëøóâé¢ «÷„ ÌìÙìíç
óè„ çìç èûÛé»íË• ûìèÓíû ÌÓíâ¯
ëìä«¼ìíóë vðç ÌûÐÔ Ììè¼íû
ëËäúé ¼ÛìçíÜ• ÷Ü ¼ÛìçíÜ¯""
ôç vö ™èæÜì ûÜé• ôç vö vóèÔÜì•
èô Ììë ôèðíû ôèûÀ ðìè¼ âíæ âíæ•
vóûìôèç• vóûûéö• vóû-Ìt·Óìëé
÷èÜÜì öÐté• ¼íà èûÛé»Ë ëÇé/ _
èæôè@Üì öÚìùìë vÐìèÛÜ Ìóíë¯
ôÐì¼íæ È\èäÁ øíä È,ìóíû
èæÛíç/ vôîè»ô ût• vôîè»ô Å+ëé•
÷`óíæë vØìâì ÛìíÜ• ØÜâìÜì ùíÜ¯
øí§ Óøóìæ Óø/ äèÜí× v÷îèóíô
øç ÙçëíÐ óéø/ ø,ø ëìèÐ ëìèÐ•
ù„ìíëë Ðíà ù§ì vôì»ì vôì»é• Ûëì
vð äìÿèû• çû äíÜ• ôÜ»æìèÐæé
çèâ¢ øìíÐ vðâ-Ù`âì• Åøðìë æìæì•
vðâ-øìír/ ëº Pìë/ ûí¼í×• Íôìôé
ëÇé\• èæâ† çíø ÷\÷§ vöæ_
vöìùé\• _¾ôÜì¼ èùèë¯ çû ÅÆ÷ ÷í§¯

28¿ «âíó_«â+ ðíú¯

öÇì áÔìçë ûÔìÙ øíÐ vùìVùíð
öâóç• ÛéâûìT Ü¨Ë øèÐÜì
âìúìûíÜ vóûìÜíú¯ ÄæÄèæÜ Ìè¼
èøÔìíæ Ô[èæÜ ûìèä çËéë-ØÜíô•
ôìèøÜ âè`óë Ùë ûéëøóÛíë¯
÷âèô âèóç ÌìèÔ èâèÜÜì ëìûèË¯
vóèÔÜì ¼@‡íÔ ûÜé vóûìôèç ëÇé_
vçätè âÔÔìíÿ öÇì vóû Ì¤ÐâìÜé¢
¼ì,ìíà «Ëèâ Ðë• ôçìJèÜøíå•
ôèðÜì• ""vð èûÛìû¼• ™Û áíË Ìèä
øèäÜ vçìâìíë óì¼• vçÈ• «Û• çèâ
øèûèrÜì ÜWìøëé ß øó ÌøíË¢
èô·Q èô ôìëíË• ôð• vçäèt• ÌìÈÜì
ëá¥ôÜèëø æë Ü¨íËë ëíø
«¼ìèóíç Í ÌÔéíæÀ Í èô ÜéÜì çû•
«ÛìâúÀ"" øæ¥ ûÜé æèâÜì ÛçíÜ¯
Å+èëÜì ûéëóíø vëî° óìÐëèÇ/_
""æèð èûÛìû¼ Ìèâ• vóÔ èæëèÔûì•
ëìûèË¢ Ü¨Ë æìâ• ä^ëÙôíÜ¢
¼¤ðìèëíç• ûéëè¼¤ð• vçìâìú ¼¤†ìíâ
Ììùâæ vðÇì ââ/ vóð ëË vâìíë
ÌèûÜí@¯"" öÇì øíÇ ¼ð¼ì vðèëíÜ
ÅÔ[ØËì ØËéxíë• rìí¼ ðéæùèç
øèÇô• ÷ìèðÜì ûÜé Ü¨íËë øìíæ¯
¼Ûú ðÈÜ Ìèä ÛúÐæÔ èðúì¢
«÷„ Å+ìíø èø„• ðìú vë• ùèÜÜ¢
†ìè¼Ü èâèðíë ëìT• ¼ð¼ì ÌìÓìèë
vçä¥øJ¢ Ì@æìíÇ èæóìÙ ™è»Ü¢
øèÐÜ vôîÐíÜ ôèÜ æíÜë Ðëéíë¢
èût‡íú ôèðÜì Ðë• ""¼çÔ öèó çèâ
ëìâìæä• ôð• ëèÇ• èô ×íÜ øèÐÜì

ëíáìëìäøíë ÌìèäÀ ëá¥ Ðç Ðç•
öáøèçrì¼ ûíÜ• Ûéâ Ìt·øìèË•
ëèáí× æùë-Pìë/ ÐàÓë¼â
Í øë-«ì÷éë ÅÆ÷/ «ì÷éë Åøíë
qèâí× Ìöç vöìÓ ÷¹ìûÜéëíø/_
vôìæ âìúìûíÜ• ûèÜ• ÛÜìíÜ Í ¼íûÀ
âìæûôÜ¼@û• vóûôíÜìÌíû
vô Ììí× ëÇé Í èûíx• èûâÔíú ëíË
ÍôìÔé Í ëíáìûí`óÀ Í «øí˜[29] çíû
vôæ û˜ìÈ× óìí¼• ôð çì óìí¼íë•
¼ûÛôÀ èô vôîçô Í çû vôîçèôÀ
æíð èæëìôìë vóû• v¼îèâèr/ vôâíæ
Í âè`óíë øèÐíû v¼À ÍÔæß vóÔ
ëº Pìë¢ ûë• «Û• vóð Í èôWíë¢
èæ¥ÐW ôèëû ÜWì ûèÓúì ëìÙíû
Ììèä• vÔóìÈû óíë èôè,·aÔì-ÌèÓíø•
ûìèÓ ÌìÈæ ëìäøíó èóû èûÛé»íË
ëìáí°ìðé¯ ßÈ ™æ• æìèóí× v÷îèóíô
Ðà Ðàæìèó†ìâ¢ èûÜè@íÜ Ìèâ•
Ûí†ìóÔâ ëá¥-÷â• èûóìß Ììâìíë¢""
Å+èëÜì vóûìôèç v¼îèâèr vôÐëé•_
""ôçìQ Ììèâ vë vçìë• óëQ ëìûèË¢
âìèå ôìèå ó¤íÐ ¼ø Ììúðéæ äíæ¢
âíó â+ ¼óì çÈ/ vóû-ûíÜ ûÜé•
çû ÌûíðÜì âÆ• ôèë¼ ¼çç
vóûôíÜ¢ Íç èóíæ âèäèÜ óâèç/
vóûìíóíÐ ëíË Ììèâ Ììðìèæ vë vçìíë¢""
Ííçô ôèðúì ûÜé ÅÜèàÜì Ìè¼
½Ûëíû¢ ÄÜè¼ ÌìèÔ ôìÜæÜ-vçíä•
ÛìèçÜ ôøìËûë• Ðrôíë öÇì
Èë@‡óâú ûO¢ ôèðÜì ëìûèË•-

29¿ «øí˜_âìúìú• ×Üæìú¯

""¼çÕ öèó ëìâìæä çèâ• ÛéâûìT
Ü¨Ë ¼¤†ìâ-¼ìÓ ÌûÐÕ èâåìû
âðìðíû Ìièâ çû• èûëç èô ôÛ
ëËëíà È\èäÁÀ Ìièçíçú v¼ûì•
èçèV• Üð• ÐëíxV• «Çíâ Í Óìíâ_
ûíáìèëø çèâ• çû ÌèçèÇ vð Ííû¯
¼ìèä ûéë¼ìíä Ìièâ¯ èæët vö Ìèë•
æíð ëèÇôÜ«Çì ÌìÙìèçíç çìíë¯
Í èûèÓ• vð ûéëûë• ÌèûèÓç æíð•
ár çèâ• çû ôìíx/_ èô Ìië ôèðûÀ""
äÜó-«èçât·íæ ôèðÜì v¼îèâèr•_
""Ìiæìú âìÄìíë[30] ûìíÙ øìÈíÜ èô ôÛ
×ìí§ vë èôëìç çìíëÀ ûèÓû ÍÔèæ•
ÌíûìÓ• vçâèç vçìíë¢ ä^Š ëá¥ôíÜ
vçìë• árÓâ• øìèø• èô vðç øìèÜû
vçìë ¼íàÀ âìèë Ìèë vö vôîÐíÜ¢""
ôèðÜì ûì¼ûíáçì• 'ÌèÛâæÕ öÇì
vðèë ¼: Ðíë Ðë ç:íÜîðìôèç
vëìí»¢' ""árôÜ†ìèæ• Ðç èÓô vçìíë•
Ü¨Ë¢ èæÜy çÈ¢ áèrú ¼âìíä
vëìèÓíû xûËøÇ ÙËìú• ™èæíÜ
æìâ vçìë ëèÇû`ó¢ çt·ë vöâèç•
øèÐèÜ Í ùíð çÈ/ çt·ë-¼óÐ
Ðìèt·úì èæët vçìíë ôèëû ÍÔèæ¢
øíÐ öèó ôìíôìóë ùëí§ë æéí§•
èØèë èô v¼ öìú ôÛ Ìiøæ èûûíë•
øìâë¢ vô vçìíë vðÇì ÌièæÜ óâèçÀ""
÷íáë èæèâí» vôì»ì çèÜ ÛéâûìT
èæíáèøÜì vÙìë æìíó Ü¨íËë èÐíë¯
øè§Üì ÛçíÜ ûÜé Ûéâ «ðëíË•
øí§ çëëìä öÇì «ÛJæûíÜ
â§âí§¢ vóû-Ìt ûìèäÜ ÄæÄèæ•
ôìèøÜ vóÅÜ vöæ vÙìë Ûô@øíæ¯
ûèðÜ ëèÓë-Óìëì¢ ÓèëÜì ¼&íë
vóû-Ìè¼ È\èäÁ/_æìèëÜì çèÜíç
çìðìú¢ ôìâô[31] Óèë ôè»Üì/ ëèðÜ
v¼îèâèrë ðìíç Óæ¥¢ ¼ìøèåÜì vôìíø
ØÜô/ èûØÜ ûÜ v¼ ôìä ¼ìÓíæ¢
öÇì ™„Óë[32] åìíæ ™í„ ä§ìÈúì
ÐàÓë-Ðíà ûÇì• åìèæÜì çËéíë
Ðíë\¢ âìúìë âìúì vô ûíÄ äùíç¢
÷ìèðÜì óúìë øìíæ ÌèÛâìíæ âìæé¯
¼÷èôíç ûéëûë vóèÔÜì ¼@‡íÔ
ÛéâçÜ ÐÜ ðít• Óâíôç¼â[33]
ÔGçìç èûÛé»íË_èûÛé»íË ëíË¢
""ÍçáíË""_Ìèë`óâ ôèðÜì èû»ìíó•
""äìèææ vôâíæ Ìè¼ Ü¨Ë øèÐÜ
ëá¥øíë¢ ðìú• çìç• Åè÷ç èô çû
Í ôìäÀ èæô»ì• ¼çé vçìâìë äææé¢
¼íðìóë ëá¥íxV¢ ÐÜéÐ@èæÛ
ô@ôËÀ qìçør ûì¼ûèûäúé¢
èæäùðøÇ• çìç• vóÔìß çt·íëÀ
÷„ìíÜ û¼ìß Ìièæ ëìäìë ÌìÜíúÀ
èô·Q æìèð ùèJ vçìâì• Iëäæ çèâ
èøççÜÕ¯ ×ì§ Pìë• öìû Ìt·ùìíë•
øìÒìÈû ëìâìæíä Ðâæ-Ûûíæ•
ÜWìë ôÜW Ìièä ÛèJû Ììðíû[34]¯""
Å+èëÜì èûÛé»Ë• ""ûÇì Í ¼ìÓæì•
Óéâìæ¯ ëìÙûóì¼ Ìièâ/ èô «ôìíë
çìðìë èûøá ôìä ôèëû• ëèáíç

30¿ Ìiæìú âìÄìíë_Øìíó ûì äìíÜë âíÓÕ¯ 31¿ ôìâô_Óæô¯ 32¿ ™„Óë_ðìèç¯ 33¿ Óâíôç¼â_Óâíôçë âíçì Ìâ àÜ ¼÷ô¯ 34¿ Ììðíû_öí°¯

Ìæíëìóà"" Å+èëÜì ôìçíë• ëìûèË/_
""vð èøçûô• çû ûìíôô ÈèÈ× âèëûìíë¢
ëìÙíûë óì¼ çèâÀ vôâíæ ß âíÔ
Ììèæíܠ́Í ôÇì• çìç• ôð çì óìí¼íë¢
òìèøÜì èûÓíë èûèÓ òìËë ÜÜìíå/
øè§ èô ÛçíÜ ÐÐé öìæ ù§ìù è§
ÓÜìúÀ vð ëíáìëèÇ• ÛèÜíÜ vôâíæ
vô çèâÀ äæâ çû vôìæ âðìôíÜÀ
vô ûì v¼ ÌÓâ ëìâÀ tÈ× ¼íëìûíë
ôíë vôèÜ ëìäð¤¼ øWä-ôìæíæ/
öìú èô v¼ ôÛ• «Û• øèWÜ ¼èÜíÜ•
¾ÐûìÜóíÜë ÓìâÀ âíù\ vôÐëé•
ôíû• vð ûéëíôÐèë• ¼@ìí»• Ðùìíܠ
èârÛìíûÀ ÌÚ óì¼• èûÚçâ çèâ•
Ìèûèóç æíð èô× vçìâìë ÷ëíË¯
á°âèç æë• Ðë• Ü¨Ë/ æèðíÜ
Ìtðéæ vöìíÓ èô v¼ ¼í@ìíÓ ¼¤†ìíâÀ
ôð• âðìëèÇ• Í èô âðìëèÇ«ÇìÀ
æìèð èÐ™ ÜWìøíë• ™èæ æì ðìè¼íû
Í ôÇìÀ ×ì§ð øÇ/ Ììè¼û èØèëúì
ÍÔèæ¢ vóèÔû Ììèä• vôìæ vóûûíÜ•
èûâíÔ ¼âíë vâìíë v¼íèâèr ôâèç¢
vóû-¾óçô-æë-ëíË• t÷íá vóíÔ×•
ëá¥íxV• øëì¹â óìí¼ë¢ èô vóèÔ
õèëíû Í óì¼ vðæ óûÜ âìæíûÀ
èæôè@Üì öÚìùìíë «ùÜíÛ øèÐÜ
ó@é/ ÌìÚì ôë óìí¼• Ðìèt· æëìÓíâ¯
çû ä˜ìøíë• çìç• øóìøË ôíë
ûæûì¼é¢ vð èûÓìç¥• æ`óæ-ôìæíæ
qíâ óëì÷ìë ¾óçôÀ «ØG ôâíÜ
ôéåûì¼À ôð çìç• ¼èðû vôâíæ
vðæ Ìøâìæ Ììèâ•_qìç-ør çûÀ
çèâß• vð ëíáìâèË• ¼èð× vôâíæÀ""
âðìâ·Q ûíÜ öÇì æ@èÐë¥ ØËé•
âèÜæûóæ Üìíä• Å+èëÜì ëÇé
ëìûË-Ìæä• Üèá ëìûË-ÌìKíä/
""æèð vóì»é Ììèâ• ûÁ¼/ ûÇì ÛÁ¼ vâìíë
çèâ¢ èæä ôâ-vóìí»• ðìú• âäìÈÜì
Í ôæô-ÜWì ëìäì• âèäÜì Ììøèæ¢
èûëç ¼çç øìíø vóûôÜ/ Íîû
øìøøË ÜWìøëé/ «Üíú vöâèç
û¼Óì• õèûí× ÜWì Í ôìÜ¼èÜíÜ¢
ëìÙíûë øóìxíú ëáìíÇ Ììxúé
vçÈ Ììèâ¯ øëíóìí» vô ÷ìíð âèäíçÀ""
ëè»Üì ûì¼ûrì¼¢ ù@éíë vöâèç
èæÐéíÇ Ì@íë âí\ äéâíç\ vôìèø•
ôèðÜì ûéíë\ ûÜé•_""ÓâøÇùìâé•
vð ëìá¼ëìäìæä• èûÔôìç äùíç
çèâ/ vôìæ Óâ âíç• ôð óìí¼• ™èæ•
Úìèç&• qìç&• äìèç•_Í ¼ôíÜ èóÜì
äÜìJèÜÀ Ðìít· ûíÜ• lËûìæ öèó
øëäæ• lËðéæ t·äæ• çÇìèø
èælË t·äæ vxú¥• øë¥ øë¥ ¼óì¢
Í èÐáì• vð ëíáìûë• vôìÇìú èÐèÔíÜÀ
èô·Q ûÇì ùèJ vçìâì¢ vðæ ¼ðûìí¼•
vð èøçûô• ûûëçì vôæ æì èÐèÔíûÀ
ùèç öìë æé÷ ¼ð• æé÷ v¼ óâèç¯""
vðÇìú v÷çæ øìÈ âìúìë öçíæ
v¼íèâèr• TWìíë Óæ¥ åWìèëÜì ûÜé¯
¼aìèæ èûèaÜ Ðë Ôëçë Ðíë
Ìèë`óâ È\èäíç• çìëôìèë öÇì
âíð,ì¼-ÐëäìíÜ èûíÓæ çìëíô¯
ðìú vë• ëèÓë-Óìëì 'ÛÓë-Ðëéíë
ûíð ûèë»ìë ôìíÜ äÜít·ìç¥ öÇì•'

ûèðÜ• èçèçúì ût• èçèçúì vâèóæé¢
ÌÓéë ûÔÇìú ëÇé• ¼ìøèå ¼&íë
Ðb Ù`åì• Åøðìëøìr è×Ü öç
öÚìùìíë• Ííô Ííô èæíáèøÜì vôìíø/
öÇì ÌèÛâæÔ ëÇé• èæët ¼âíë•
¼:ëèÇ-Ìt·ûíÜ• ôÛ ûì ðìèæÜì
ëÇ÷§• ëÇ÷¹/ ôÛ Ût Ìè¼•
è×ˆ ÷â• èÛˆ ûâ• öì øìÈÜì ðìíç¢
èô·Q âìúìâúé âìúì• ûìT-«¼ëíË•
vØÜìÈÜì óíë ¼íû• äææé vöâèç
vÔóìæ âÐôûí`ó ¼: ¼ç ðíç
ôëø,-¼˜ìÜíæ¢ ¼íëìí» ëìûèË
ÓìÈÜì Ü¨Ë øìíæ ùèä Ûéâ æìíó•
«ðìëíô vðèë öÇì ¼@‡íÔ vôÐëé¢
âìúìë âìúìú ûÜé vðèëÜì v÷îèóíô
Ûé»Ë âèð»ìëÆ Ûéâ ó„Óíë/
ÐÜ ðít· ÐÜøìèË/ Ðb• ÷¹• ùóì
÷çÛíä ÷çÛä/ vðèëÜì ¼Ûíú
vóûôÜëèÇûí`ó ¼èóûÔ èûâìíæ¯
èû»ìíó èæxì¼ ×ìè§ óì§ìÈÜì ûÜé
èæ,·Ü• ðìú vë âèë• ôÜìÓë öÇì
ëìT†ìí¼/ èô@ì è¼¤ð Ìæìú âìÄìíë¢
çÔìèä Óæ¥ èæí,·ìè»Üì Ìè¼ âðìíçäì¥
ëìâìæä/ ÄÜè¼Üì ØÜô-ÌìíÜìíô
æúæ¢ ðìú vë• Ìa Ìèë`óâ ûÜé
È\èäÁ• Ô©ìÙìíç øè§Üì ÛçíÜ
vÐìèËçì°¯ ÇëÇèë ôìèøÜì û¼Óì/
ùèäÜì ÅÇèÜ è¼a¢ ¾Ûëû Ììëíû
¼ð¼ì øèëÜ èûx¢ èrèóíû• øìçìíÜ•
âíçÔ• âëìâë äéû «âìó ùèËÜì
ÌìçíW¢ öÇìú ûè¼ ¾ðâ è¼¤ðì¼íæ
¼Ûìú ôûëøèç• ¼ð¼ì øè§Ü

ôæô-âôå Ôè¼• ëÇ÷§ öÇì
èëøëÇé ôìèå öíû øìí§ ëÇçíÜ¯
¼ÐW ÜíWÐ Ðë t‡èëÜì ÐWíë¢
«âéÜìë ûìíâçë æúæ æìè÷Ü¢
ÌìKèût‡èçíç• ðìú• Ìôt‡ìÁ ¼çé
âè×Üì è¼`óëèû`ó ¼`óë ÜÜìíå¯
âè×Üì ëìáí¼\ìËé âí`óìóëé vóûé
Ìì÷è@·íç¢ âìçíôìíÜ èæ°ìú ôìèóÜ
èÐ™ôÜ Ììçæìíó• ôìèóÜ vöâèç
ûíä ûäôÜèÐ™• öíû ÐÔìâäèË•
ÌìÓìèë v¼ ûäøë• vùÜì âÓøíë¢
ÌæÔìú ¼âíë øè§• Ì¼ëìèë-èëø•
ëìá¼ôÜ-Ûë¼ì• øë» û÷íæ
ôèðÜì Ü¨Ë Ðíë•_""ûéëôÜ†ìèæ•
¼èârìæ`óæ• çÈ¢ Ðç èÓô vçìíë¢
ëìûËæ`óæ• Ììèâ• æì õèë Ðâíæ¢
èô·Q vçìë Ìt·ìÙìíç âèëæ vö Ììèä•
øìâë• Í è÷ëó¥Ô ëèðÜ vë âíæ¢
¾óçÔôÜóÜ Èí\ óèâæ ¼¤†ìíâ
âèëíç èô vçìë ðìíçÀ èô øìíø èûÓìçì
èóíÜæ Í çìø óìí¼• ûèÄû vôâíæÀ
Ììë èô ôèðû vçìíëÀ Í ûìëçì öíû
øìÈíûæ ëíáìæìÇ• vô ëèáíû vçìíë•
æëìÓâÀ äÜèÓë ÌçÜ ¼èÜíÜ
õèû¼ öèóß çÈ• øèÐíû v¼ vóíÐ
ëìáíëì»_ûì§ûìè†ëìèÐ¼â vçíá¢
óìûìè†¼óÐ vçìíë óèDíû ôìæíæ
v¼ vëì» ôìæíæ öèó øèÐ¼• ôâèç¢
æìèëíû ëäæé• âÆ• Ììûèëíç vçìíë¯
óìæû• âìæû• vóû• ôìë ¼ìÓÔ vðæ
rìèËíû• v¼îèâèr vçìíë• ëìûË ëè»íÜÀ
vô ûì Í ôÜW vçìë ÛèJíû äùíç•

ôÜêWÀ"" Ííçô ôèð• èû»ìíó ¼âèç
âìçèøçøìóø, t‡èëÜì ÌèQíâ¯
ÌÓéë ðÈÜì Óéë Ûìèû «âéÜìíë
è÷ëìæ`óÀ vÜìð ¼ð èâèÐ ÌxÓìëì•
ÌæùÜ ûèð• ðìú• Ìè°Ü âðéíë¯
ÜWìë øWä ëèû vùÜì Ì·tì÷íÜ¯
èæûìË øìûô öÇì• èô@ì è&»ì@øèç
ÐìQëèxš• âðìûÜ ëèðÜì ÛçíÜ¯

ôèðÜì ëìûËìæä ¼äÜ æúíæ•_
""¼øª-ÐúæÐìúé çèâ ÛéâûìT•
¼óì• èô èûëìíù Ííû øè§ vð ÛçíÜÀ
èô ôèðíû ëíáìëìä vðèëíÜ vçìâìíë
Í ÐöÖìúÀ âí`óìóëé• ëá¥ôíÜ\ìËéÀ
Ðëèó`óèæÛìææì «âéÜì ¼`óëéÀ
¼ëûìÜì-†ìèæ ëíø èóèç¼çì öç
èôWëéÀ èæô»ì ¼çé_ûºì èøçìâðéÀ
èô ôèðíû ëá¥ôÜ• ÷§ìâèË çèâ
v¼ ôíÜÀ ÅÓ• ûÁ¼¢ ÔGçìç Ìèâ
õìèô vçìâì_èûÛé»Ë/ vôæ æì ™èæ×•
«ìËìèÓôÀ ÅÓ• ûÁ¼• ÔèÜû ÍÔèæ
çû ÌæíëìíÓ Pìë¢ öìß ÌtìÜíú•
ÜWìë ôÜW Ìèä Ù÷ìß Ìïðíû¢
vð ôûëôÜùû• âÓÖìíÿ èô ôÛ
öìæ ÷èÜ Ì·tì÷íÜ vóû Ì¤™âìÜé•
äùÁæúæìæ`óÀ çíû vôæ çèâ
Í vûíÐ• öÐèt• Ìèä øè§ vð ÛçíÜÀ
æìíó Ðàæìóé• ™æ• Ìïðìèæ vçìâìíë/
ùíä ùäëìä• Ìx vðè»í× ¾Ûëíû/
¼ìíä ëá¥-Ìæéèôæé[35]• Å†÷„ì ëíË¯
æùë-óúìíë Ìèë• ÅÓ• Ìéë`óâ¢

Í èûøÜ ôÜâìæ ëìÔ Í ¼âíë¢""
ÍÈëíø èûÜìèøÜì èûÛé»Ë ûÜé
vÐìíô¯ èâríÐìíô vÐìôé v¼ìèâèr vôÐëé
ôèðÜì•_""¼@ë vÔó• ëá¥÷§ìâèË¢
èô ØÜ Í ûÇì vÔíóÀ èûèÓë èûÓìíæ
ûèÓæ Í vöìíÓ Ìèâ ÌøëìÓ æíð
vçìâìë¢ öìÈû ÷Ü öÇìú èÐèûíë
è÷QìôÜ è÷QìâèË óìí¼ë èûðíæ¯
ûìèäí× âàÜûìóÖ ™æ ôìæ èóúì
èróÐ-ÌìÜíú• Ðë¯"" ™èæÜì ¼ëÇé
èrèóû-ûìèór Ó[èæ_tøíæ vöâèæ
âíæìðë¢ ûìèðèëÜì Ìì™ùèç vóìíð•
ÐìóÜé Ìûçâìíæ• æìèÐ èÐ™ öÇì
èæ»ìó• øûæíûíù Óìú ÅÓ[xìí¼
«ìË Üíú• øìí× Ûéâì Ìì¹íâ ¼ð¼ì•
vðèë ùçäéû èÐ™• èûûÐì èû»ìíó¢
èô@ì öÇì v°ìËør Ìx(ìâì ëÇé•
âìèë ¼: ø˜ èÐ™ øì„ûèÐèûíë
èæÐéíÇ• ûìèðèë• vùÜì âíæìëÇùèç•
ðëí¼ çëìí¼ ûÖ†• óíöìÓæ öÇì
Û†-Åë ôëëìä ôëíárëíË¢
âìúìë «¼ìíó vóìíð ÌóÐÖ• ÷èÜÜì
öÇìú èÐèûíë Ðë ¾âèÇÜéèûÜì¼é¯

«Ëèâ ÷ëËì@íä• v¼ìèâèr vôÐëé
èæíûèóÜì ôëøíå•_""ß øó-«¼ìíó•
ëÙû¤Ð-Ìûç¤¼•[36] äúé ëíáìëíË
Í èôWë¢ ùçäéû vâÙæìó ûÜé
ÐrèâÁ¢"" ÷è@ èÐë¥• ÌèÜèà Ìóíë
Ìæíá• ôèðÜì «Û ¼äÜ æúíæ•_
""ÜèÛæ ¼éçìú Ìèä çû ûìTûíÜ•

35¿ ëá¥Ìæéèôæé_ëìá¼ v¼æìóÜ¯ "Ìæéèôæé" Ìíáîèðæéë øûûçé ¾¼æÓ¼¤ÔÖì Úìøô¯ ûì¤Üìú Ðjèå ¾¼æÔóÜ ÌíÇÈ ûÖûðìë ðú¯ 36 ëÙû¤Ð_Ìûç¤¼-ëÙôíÜë èÐíëìÛ»Ë 'ëìâ'¯

vð ûìTûíÜ\¢ Óæ0 ûéëôíÜ çèâ¢
¼èârì äææé Óæ0¢ ëÙôÜèæèÓ
Óæ0 èøçì óÐëÇ• ä˜ìóìçì çû¢
Óæ0 Ìièâ çûìtä¢ Óæ0 ä˜ìÛèâ
Ìíöìó0¢ Í öÐ¥ çû vÙìè»íû äùíç
è÷ëôìÜ¢ øä èôQ ûÜóìçì vóíû•
è«úçâ¢ èæäûíÜ óûÜ ¼çç
âìæû/ ¼ØÜ ØíÜ vóíûë «¼ìíó¢"" 730
âðìèâr èûÛé»íË ¼@ìè» ¼t·íë
ôèðÜì ¾ûíóðéæìÇ•_""™ÛáíË• ¼íÔ•

øìÈæ vçìâìú Ìièâ Í ëìá¼øíë¯
ëìÙûôÜâàÜ çèâ ëíáìíûíÐ¯
èôèæíÜ ëìÙûôíÜ Ìièâ èæäIíË•
IËâèË¢ †ðëìä èóææìÇ öÇì•
èârôÜëìä çèâ• ôèðæ vçìâìíë¢
÷Ü ¼íû• øèä çìíë• ™ÛWëé èöèæ
ÐWëé¢"" ô¼âì¼ìë ûè,ìÜì Ììôìíг
âðìæí´ó vóûû´ó/ ÅGìí¼ æìèóÜ• 740
""äú ¼éçìøèç äú¢"" ôåô v÷ìèóíô•-
Ììçíà ôæô-ÜWì äìèùÜì v¼ ëíû¢

Èèç xéíâÙæìóûíÓ ôìíû0 ûíÓì æìâ
»V¥ ¼ù¥¯

49¿5 ¼ìëì¤Ð_1

»V ¼íùë âÜ Ùåæì Ü¨Ë ôçô vâÙæìóûÓ¯ ¾óûìt· ÜìÛ ôëûìë øë Ü¨Ë ëìâ÷í\ë ôìí× v¼èå ôéÛìíû vøíÜæ çì ûËæì ôíë¯ èçèæ äìæìæ ÜWìë ÌèÓVìré vóûé ÷„é ûíÜí×æ vóûçìëì ¼ôíÜ çìë «èç «¼˜¯ È\ ¾óûìt· øìèÔíúí×æ• v¼IèÜ èçèæ Ü¨Ëíô èóíú ûíÜæ v¼ vöæ èûÛé»íËë ¼íà èæôè@Üì öÚìùìíë «íûÐ ôíë vâÙæìóíô ûÓ ôíë¯ vóûé Ììëß ûííÜ×æ• çìë ôøìú çìëì ÌóÐ0Ûìíû öÚÐìÜìú «íûÐ ôëíç øìëíûæ¯
ëìâ÷\ ûíÜæ• vö Ûé»Ë Ðrë Ûíú vóû-æë ¼ôíÜÈ Ûéç• v¼Ôìíæ Ü¨Ëíô èçèæ vôâæ ôíë øìÒìíûæÀ ¼éçì Åºìíëë äæ0 ûÇì v÷,ìì ôíë Ììë ÜìÛ væÈ¯ èçèæ ëìä0 ¼@øó• ûìûì-âì• ûaûìaû ¼û ðìèëíúí×æ_ûìèô è×íÜæ ¼éçì• v¼ß ëìûË ôçô Ìø´ç• Íôæ Íôâìr Ü¨Ë Ììí×æ• çìíôß öèó öíº ðìëìíç ðú• ÍÈ ÌìÐWìú ûíÜæ Ììë öíº ôìä væÈ¯
ëìíâë ÍÈ vÔíóìèkíç Ü¨Ë ûíÜæ• vóûçì vöÔìíæ ¼ðìú vöÔìíæ ÍÈ vÔó Ìæè÷ç¯ èçèæ öèó ëìâ÷í\ë ÌìíóÐ øìæ çìðíÜ ÜWìú «íûÐ ôíë vâÙæìóíô ûÓ ôëíç ¼âÇ ðíûæ¯ ¼çëì¤ vóûçìíóë ÈE×ìë èûíëìèÓçì ôëì èÒô ðíû æì¯ èûÛé»Ëß Ìæëíø vûìÄìíÜæ Íû¤ ûÜíÜæ t·í« vóûé çìíô ÌìíóÐ èóíúí×æ vâÙæìóûÓ-Í Ü¨Ëíô ¼ìðìöì ôëíç¯ çûß ëìâ÷\ Ììx·t·íûìÓ ôíëææèæ¯ ëìâ÷í\ë äæ0 vö Ü¨Ë ëìíä0• âì ß t·íô ç0ìù ôíë Íí¼í×æ v¼È ÜáíËë äéûæ èûø˜ ôíë èçèæ vôâæ ôíë ¼éçì Åºìíë øìÒìíûæÀ çìÈ Í v÷,ìú «íúìäæ væÈ¯ Íâæ ¼âú èçèæ ¾óûûìIËé ™æíÜæ• vóûìíóÐ ÌûíðÜì ôëì Ìæè÷ç¯ ÌìôìíÐë èóíô çìèôíú ðìíÁ vóíÔæ ¼ìø Ììë âúíëë Íô öº vûíÓí×¯ öíº âúíëë âç0 ðíÜ ¼ìø ùäæ ôëíç ÜìùÜ¯ èûÛé»Ë û0ìÔ0ì ôíë ûÜíÜæ ¼ìíøë ôìí× ¼øÛáô âúíëë øëìäú Ùíåí×• çìë ÌÇÈ ðÜ Ü˜ìíËë ðìíç vâÙæìíóë âçì ðíû¯

ëìâ÷\ Ììx·t· ðíú Ü¨Ëíô ¾óûìít· ¼ìèäíú èóíÜæ¯ Ü¨Ë èûÛé»íËë ¼íà °ç ÌóÐðÛìíû öìrì ôëíÜæ¯ âìúìíóûé ëìá¼ôÜ-ëìäÜáéë âè`óíë «íûÐ ôíë çìë vçä ¼@ëË ôëíç Ìæíëìó ôëíÜæ¯ ëìäøëÜáé âìúìíóûéë ¼íà âè`óë çðìù ôíë ÜWìë øèfâPìíëë èóíô vùíÜæ¯ ÜWìú Ííôë øë Íô ÌÙåæ Ùåíç ÜìùÜ¯

âìúìûíÜ ÜáíËë tøÐâìír ÜWìë è¼¤ðPìë ÔíÜ vùÜ• vôÅ Ðj ™æíç vøÜ æì• Íû¤ çìíóë vôÅ vóÔíç vøÜ æì¯ ÜWìë Ìøëø Ñxö vóÔíç vóÔíç çìëì èæôè@Üì öÚìùìíë vøî×íÜæ_v¼Ôìíæ èæäíæ èûèûÓ Åøì÷ìë vûè,ìç ðíú vâÙæìóíô Óðìíæ ëç vóÔíç vøíÜæ¯ ÜáíËë Ìít·ë Ðíj vâÙæìóë Óðìæ Ûà ðÜ¯ ÜáíËë ëø Óíë Ìè†íóûçìë ÌèûÛìû Ùíåí× âíæ ôíë¯ ÍÛìíû çìë ÌèûÛìíûë ôìëË èäÚì¼ì ôëíÜæ¯ Å+íë Ü¨Ë ÌìKøèë÷ú èóíÜæ Íû¤ vóû Ìè¼ vôì»âk ôíë vâÙæìóíô Ìì¹âË ôëíç Åóðç ðíÜ• vâÙæìó ûÜíÜæ• öèó ¼çðË çìë öíº ¼ìÓ äìíù çì øË ôëíûæ¯ èô·Q èæët·íô Ìì¹âË ôëì ûéëÓâ æú• çìÈ çìíô Ìt·-¼èyç ðûìë ¼íöìù vóßúì èûíÓú¯ Ü¨Ë ûÜíÜæ ëìáí¼ë ¼íà áìrÓâ øìÜæ ÌÇðéæ_Ðríô vö vôìíæì Åøìíú ûÓ ôëìÈ çìë Åí!Ðð¯ ÜáíËë Í ôÇìú vâÙæìó çìë çéû èæ`óì ôíëæ¯ Íû¤ ÌûíÐí» øäìë vôì»ì çíÜ çìíô «÷„ Ðèkíç ÌìÙìç ôíëæ¯ Ü¨Ë âè×ç ðíú ø§íÜ çìë ¾óûìt· vôí§ èæíç èùíú øìëíÜæ æì• ûÄíÜæ Í vðìÜ vóûçìíóë »§öQ¯ óëäìë èóíô çìôìíçÈ vóÔíç vøíÜæ ÐÜÓìëé èûÛé»Ëíô¯ èû»#ÛìíûvâÙæìó ûÜíÜæ• ÍçáíË èçèæ ûÄíç øìëí×æ vö ôéÛìíû Ü¨Ë ÍÔìíæ «íûÐ ôíëí×æ¯ èûÛé»íËë Í vðæ ôìíäë äæð vâÙæìó çìë èæ`óì ôëíÜæ¯ èøçûðíô Ìæíëìó ôëíÜæ øÇ v×í§ èóíç• çìðíÜ èçèæ Ìt·ìùìíë èùíú Ìt· èæíç øìíëæ¯ èûÛé»Ë èæíáíô ëìâ÷í\ë óì¼ ûÜìú vâÙæìó çìíô èÓ}ìë èóíÜæ¯ èûÛé»Ë Üyìûæç âíô ûÜíÜæ• çìíô ÛÁ¼æì ûÇì• ëìûíËë øìíøë äæðË ¼û¤íÐ Ó[¤¼ ðíç ÷íÜí×æ¯ vâÙæìó çôæ ûÜíÜæ ðéæ ¼¤¼íù Çìôìë äæðË Ììä èûÛé»Ë ÍçÈ ÌÓ¥øèçç ðíúí×æ vö• Úìèç&• qìç&• äìèç øöQ èû¼äæ èóíúí×æ¯

Íèóíô âìúìë öí- Ü¨Ë v÷çæì vøíú vâÙæìóíô çéá Ðíë èû° ôëíç ÜìùíÜæ¯ vâÙæìíóë vóð vÇíô Ìèçèëk ëk áëíË âìèå ÜìÜ ðíú vùÜ¯ vûóæìú Ìèòë vâÙæìó Ííôë øë Íô øäìøìr ÜáíËë èóíô èæíáø ôëíÜæ• èô·Q âìúìë «Ûìíû çì çìë ùìíú ÜìùÜ æì¯ ùäæ ôíë ÜáíËë èóíô Óìèûç ðíÜ âìúìë ûíÜ vóÔíÜæ vóûçìëì Ü¨Ëíô Ìì§ìÜ ôíë óìè§íú Ììí×æ• vóíÔ ðçìÐ ðíÜæ¯ ÈçðÛ¼íë Ü¨Ë ¾óû-Ìè¼ èóíú vâÙæìóíô ÌìÙìç ôëíÜ èçèæ âìèåíç øí§ vùíÜæ¯ øèÇûé vôíø ÅÓÜ• ¼â° ÅóíûÜ ðÜ• ¾Ûëû ëíû èûx øË ðÜ¯ ëìä¼Ûìú ëìûíËë âìÇìë v¼ìæìë âôå Óí¼ ø§Ü¯ «âèÜì ÛíÜ Ìôt‡ìÁ ôøìíÜë è¼óë âí× vØÜíÜæ• âí`óìóëé èûæì ôìëíË âè×ç ðíÜæ• ëìá¼ èÐ™ëì vôíó ÅÓÜ¯

âçðøÇöìré vâÙæìó ûÜíÜæ èçèæ âçðíô Ûú øìæ æì• èôQ Íôèå ôìøëí»ë ðìíç çìë âçð ðíE×• Íèåè çìë ó¥Ô¯ Ü¨Ëíô vóûÊóçð âìæû vôÅÈ vÐ»øöQ ëáì ôëíç øìëíûæ æì• çìë ÌøöÐ vôìíæì ôìíÜ Ù÷íû æì¯

vâÙæìíóë âçðíç èûÛé»Ëß vÐìôìç ðíú èûÜìø ôëíç ÜìùíÜæ¯ Ü¨Ë èûÛé»Ëíô ¼ìQæì èóíú ûÜíÜæ• vâÙæìíóë âçðíç èûÛé»íËë vôìíæì ðìç væÈ• èûèÓë èûÓìíæÈ ¼û Ùíåí×¯ ÍÔæ ÌæèçèûÜí@· èØíë èùíú ëìâ÷í\ë ÅÁô.ì óë ôëì ôçûð¯ ÌûíÐí» çìëì ëìâ÷í\ë ôìí× èØíë èùíú vâÙæìó èæÓíæë ¼¤ûìó èóíÜ• ëìâ÷\ çìíóë ¼ìÓûìó ß èûÛé»íËë «èç ôçÚçì Úìøæ ôíë ÐWëéë øäì ôëíç

ûÜíÜæ¯ ÌìôìíÐ vóûçìëì ø,øûè,ÿ ôëíÜæ• "äú ¼éçìøèçë äú" Ó[èæíç ÜWìë ÌèÓûì¼éëì ¼÷èôç ðÜ¯

49¿6 vâÙæìóûÓôìûÖ '»V ¼ù' ¥ Ðjìǅ• åéôì ûÖìÔÖì-èûíx»Ë

çèä v¼ ÅóÖìæ _ ÜWìë vö ÅóÖìíæ "÷„éë vóÅÜ" Ììíx• v¼Ôìíæ vóûéë ôìx vÇíô ûë ÜìÛ ôíë ¼èârì ør Ü¨Ë v¼È ÅóÖìæ çÖìù ôíë ëÙ-ëìä ëìâ÷í\ë èÐèûíëë èóíô vùíÜæ¯

æéíÜìÁøÜìJèÜ _ æéÜø, èóíú ÜáíËë vóûéë Ì÷æìë èû»úèå ôè+ûì¼é ëìâìúíË ëìâ÷í\ë ÌôìÜ vûìÓíæë Ùåæì vÇíô øèëôèGç¯

æìèð ôìä ¼éçìú Åºìèë _ ¼éçì Åºìíëë äæÖ vâÙæìó ß ëìûË ûÓ «íúìäæ¯ èôQ vâÙæìó vö ëôâ øëì¹âÐìÜé ÛìÈ Ü¨Ëíô øìÒìíÜæ• çìë äéûæÐWì Ììíx¯ çìÈ ÜáíËë «èç ÛìíÜìûì¼ìë ôìëíË çìíô èûæìíÐë âíÔ vÒíÜ vóßúìë v÷íú ¼éçì Åºìíëë v÷,ÿì æì ôëìë ôÇì ûíÜíxæ¯ vóûìæ†ð ß ¾óûìt· øìßúì ¼í+ß• ÛìÈíúë «èç ââ& ß vâÙæìíóë óûìë Ðèkë øèë÷ú çíÜ Óëûìë äæÖ Í Ì¤Ð øèëôèGç ðíúíx âíæ ôëì öìú¯ èôQ Íë ØíÜ vâÙæìíóë ûéöû+ìë øèë÷ú vøíÜß ëìâ÷í\ë ÷èërâèðâì á# ðíúíx¯

ôáíË ÛèÜ ÌìÐìë ×Üíæ _ ëìíâë ÍÈ ðçìÐì ß èûÜìíøë ¼ìðìíöÖ øíëìíá vâÙæìó-Íë vùîëû ûèº ôëì ðíúíx¯

ÌèxÜ• õëìú øìèÜ¼ «Ûèç vÜìôìúç Ðj âÓ¼óæ Ìæìúìí¼ âðìôìíûÖß «íúìù ôíëíxæ¯

Å+èëÜì ûéëóíø v¼îèâèr vôÐëé _ Ü¨Ëíô ÍÔìíæ ëìâ÷í\ë v÷íú vøîë»-¼@øˆ ôíë Ììôì ðíúíx¯

ôìÜíâÙ¼â vóûí¹ìó _ vóûçìíóë èûëøçìë ôìëíË tËÜWìë óéè: vâÙxìúìûç ðíúíx_ÌÇìÁ ÜWìë t·ÛìèûÔ vÐìÛì ÌQèðç ðíúíx¯

vóûðì¼Ö ÅäèÜíx _ vóûçìëì vö ëìâ÷í\ë «èç ¼«¼ˆ• çì vûìÄì öìú ëìâ÷í\ë èÐèûíëë ÅyÜçìú¯

vô vôìÇì âàÜÙå ÛìíÂ øóìÙìç _ øèûr ß ™Ûôíâë «çéô âàÜ Ùå¯ çìíô vôÅ øóìÙìíç ÛìíÂ æì¯ vóûìæ†ð vøíúß âíÆë âíçì vôÅ çìíô Ûèéçûíз «çÖìÔÖìæ ôíë æì¯

t‡ìèëíÜ øíûë ôÇì _ Èíçìøíû óûìë vâÙæìíóë vö ûéëí&ë øèë÷ú vøíúíxæ• çì âíæ ðíÜ¯

æìèð ôìä• èârûë• ¼éçìú Åºìèë _ èûÛé»Ëíô ¼í@ìÓæ ôíë ëìâ÷\ ¼éçì Åºìíëë Ììë «íúìäæ væÈ ûíÜíxæ• «ÓìæçÂ âðìèû¹âÐìÜé È\èáíçë ôìíx ÜáíËë øëìÛìíûë ¼@ìûæìë ôìÇ vÛíû¯ ÍÈ ¼íùë «Çâèóíôß Í Óëíæë Åèk Ììíx¯

vóûìôèç• vóûûéö _ ëìâ÷í\ë ûìæë ¾¼æÖëìÈ Í ¼¤ôíå Íôâìr ¼ðìú¯ çìÈ ûìæëíóë 'rabble' ûÜíÜß ÍÔìíæ èçèæ çìíóë Ì¼ìâìæÖ âèðâìíô t‡ëË ôíëíxæ_ûíÜíxæ• çìëì vóûçìíóëÈ âíçì ÐèkÓë¯

ÌìôìÐ-¼@ûì ¼ét·çé _ ÌìôìÐ vÇíô ¼,ÿ ûìËé/ ¾óûûìËé¯

Ìèð¼ð öèÄí× Ì@íë èÐÔé _ ÌìôìíÐ ¼ìíøë ¼íà âúíëë öº ðíE×¯ ÍÈ è÷rôGèå ÈèÜúìõ ôìíûÖë Ìæ¼ëíË ¼è,ï ôëì ðíúí×¯

äèÜí× âìíÄ ôìÜìæÜíçíä ðÜìðÜ _ öíº ëç ¼ìíøë âÔ vÇíô çéû èû» «Üú¤ôë ÌìIíæë âíçì ÌìôìíÐ vóÔì öìíE×¯

èPëó-ëó-èæèâç _ ðìèçë óìíç ¾çèë¯

ôìÜìæÜ ¼â vçä¥ çû¿¿¿¿ Í æùíëÀ _ Ðèkâúé vçìâìë ÅyÜ óèè: öçáË ÇìôíÛ• ççáË Ðr âíæìÛìû èæíú vô ÜWìú «íûÐ ôëíç øìëíû¯ ÌÇìÁ ÜWìë ëìäÜ¨é öçáË «¼ˆ çÔæ ôìëß øíá ëìûË çÇì ÜWìë áèç ôëíç øìëíû æì¯

«ìkíæë ùèç _ øûôç ôâØÜ _ Ìó,ï¯

ûè,ï×íÜ ùùæ ôìèóÜì _ Ü¨éíóûéë vçä ¼¤ûëíËë ØíÜ vö ûè,ïøìç ðíúè×Ü• çì Ìì¼íÜ ûè,ï æú_ ÜWìë Ìì¼ˆ èûøíó ÌìôìíÐë Ìx û»Ë¯

èûëøìá / çìÜä)Üì• ôìÜíæèâ• «â+• è÷áë _ Íëì ¼ôíÜÈ ëìá¼ v¼æìøèç¯

¾óçÖôÜ-âìÁ¼ö _ ¾óçÔíóë É»ìë û·t¯

âùìÐé½èJæé _ âùæúæì ¼`óëéíóë ùûðìèëËé¯

Ììú¼ì-Ììûç _ vÜîðèæèâç ûâ èóíú ÌìE×ìèóç¯

¼ì,ïìíà «ËèâÐë_ÈçÖìèó _ ¼ëèáç ÜWìë ¼ëèáççë öÚùíð «èçøá ÜáíËë «íûÐ ôGæìçéç¯ vóðôìèQ-vÐìèÛç Ü¨Ëíô vóíÔ vóûçì Ü¨íËë ëøÓìëË ôíë çìíô ûë èóíç Íí¼í×æ âíæ ôíë È\èäÁ ¼ì,ïìíà «Ëìâ ôëíÜæ¯ ¼ì,ïà '¼-Ì,ï + Ìà'_äìæPú• øóPú• ôëPú• ûá• èÐë• ûèº• ûìôÖ ß óè,ï ÌÇûì óÈ äìæ• óÈ øì• óÈ ðìç• ´óú ß ÜÜìå _ ÍÈ Ììåèå Ìà¯

vëîº óìÐëèÇ _ ëí°ë âç ÛúWë Ü¨Ë¯

øèÐÜ vôîÐíÜ ôèÜ æíÜë Ðëéíë _ Óìèâô æÜëìäìë «èç èûíP»ûÐç¥ ôèÜ çìë Ðëéíë «íûÐ ôíë áèç ôëíç v÷,ïì ôíëß Ìíæôèóæ vôìíæì ¼íöìù øìúèæ¯ æÜ Íôèóæ ÛíÜ Ì™è÷ Ìûòìú ¼aÖì ôëìú ôèÜ çìíô Ììxú ôíë çìíô ëìä÷Öç Íû¤ té óâúQé vÇíô èûE×ˆ ôíë¯ Ìæëíø vâÙæìíóë ðíÜß «èçèóæ vôìíæì Ûú òìæ øìúèæ¯ Ììä öÚÐìÜìú Ü¨Ëíô vóíÔ çìë âíæ Ûú ðÜ¯ Í vÇíôÈ vâÙæìíóë èûæìÐ ¼@ìûæì ðÜ¯

Ðr ôíë öÇì Èë@‡óæú ûO _ Èí\ë ðìíç ûíOë Ðèkíç øË vö ûO ðìíç çìëÈ âíçì v÷ìÔ ÄÜ¼ìíæì èûóÖÁ óèè: âú ÛúWë çíëìúìÜ çíÜ ÓëÜ¯

árÓâ• øìèø• èô vðç øìèÜ ÈçÖìèó _ ÜáíËë Í vðæ Åèk çìë ÷èëríô ôìèÜâìèÜ: ôíëí×¯ øáìQíë vâÙæìíóë ûéë&øË ÐìQ ¼¤öç ß èÐ,ï Ìì÷ëË çìë ÷èërâèðâìíô ûìè§íúí×¯ "âìèë Ìèë øìèë vö vôîÐíÜ"_ûéíëë ôÇì æú¯ ÍÈ Åèk Ü¨Ë ÷èëríô ôíëí×• v¼È ¼íà vâÙæìóíô ÅyÜ ôíëí×¯

èæÐéíÇ Ì@íë âíQ äéâíç\ vôìèø _ ëìèrë èætBçìú ÌìôìíÐë vâíÙë ¹B ùäæ vöâæ ù@éë vÐìæìú¯ v¼È ëôâ ù@éë ôí.¯

òìèøÜì èûÓíë èûèÓ ¿¿¿¿ ÓÜìúÀ _ âðìíóíûë ÜÜìíåë ÷ìíóë ¼íà çÜæìë èû»ú ëìá¼û¤íÐë âöìóì¯ èûÛé»Ë ôçô ëìâ÷í\ë óì¼& téôìë ôëìú ëìá¼û¤íÐë âöìóì¯ èûÛé»Ë ôçô ëìâ÷í\ë óì¼& téôìë ôëìú ëìá¼û¤íÐë âöìóì ÓÜìú Üèåíú vóßúì ðíúí× _ vâÙæìíóë Íèå ûkûÔ¯ "öìæ ù§ìùè§" Ðjöùܠûkûèåíô øìÒíôë èæçÒèóíæë ÌèÛÚçìë ¼íà èâèÜíú èóíúí×æ¯ âÓ¼óæ vÜìôìúç Ðjíô ÍÛìíû Ìæìúìí¼ «íúìù ôíë• «Çìè¼º Ðj èûæÒìí¼ tìÛìèûôçì Ííæí×æ¯

èô·Q ûÇì ùèJ vçìâì¢ _ èûÛé»íËë ëìá¼ëìä-øá øèëçÒìíùë âíçì èæ`óæéú ôìíäë äæÒ ùJæì ôëíç èùíú vâÙæìíóë âíæ øí§• ðéæâèç ëìíâë ¼¤¼íùÈ Íëôâèå Ùíåí×¯ ¼¤¼ùäèæç ðéæçì ÛÁ¼æìú óë ðíû æì¯ çìÈ èûÛé»Ëíô èÓ}ìë vóßúì ûÇì¯ æé÷ ûÒèkë ¼¤tøíÐ ÷èëírë Ìûæèç Ùíå¯ ÍÈ ¼ìÓìëË ¼çÒèåë ÅíGÔ ôíë• ëìíâë ¼¤¼íùÈ èûÛé»íËë Íâæèå Ùíåí×¯ vâÙæìó vûìÄìíç v÷íúí×æ¯

ûìíâçë æúæ _ ûìâèÛ^ ÌæÒçë æúæ ÌÇìÁ óèáË vær¯ vÜìô«÷èÜç èûxì¼ téíÜìíôë óèáË ß øëí»ë ûì v÷ìÔ ôìøì Ìâàíܫ ¼÷ô¯

**âè×Üì ëìáí¼QìËé âí`óìóëé vóûé Ìì÷è@íç** _ ¼Qìæ vö öç óíëÈ ûì vöÔìíæÈ Çìôô çìë vôìíæì èûøó ÙåíÜ• âì ÌQíë çìë ÌìÛì¼ øìæ¯ öÚÐìÜìú vâÙæìíóë øçíæ äææé âí`óìóëé ÌQ¥øíë èæíäë Ùíë Ìôt‡ìÁ âè×ç ðíú ø§íÜæ¯

ûìèäí× âàÜûìóÒ ÈçÒìèó _ vâÙæìóûÓ vö vóûçìë ÈE×ìú Ùíåí× Íû¤ v¼È ôìëíËÈ èóûÒ ûìóÒÓ[èæ vóûçìíóë Ìæ`ó Úìøæ ôëí×¯ ÍôÇì ûíÜ• èçèæ ÓâøëìúË èûÛé»íËë óè,ì Ììô»Ë ôíë Ü¨Ëíô ¼ìQæì èóíç v÷íúí×æ¯

èô@ì öÇì v°ìËør ÈçÒìèó _ øì„ûùË ôçô v°ìËûíÓë «èçíÐìÓ væûìë äæÒ• ør Ìx(ìâì ëìír vùìøíæ øì„û èÐèûíë «íûÐ ôíë ø˜øì„û qíâ v°ìøóéë ÙâQ øì÷èå v×íÜíô ûÓ ôíë vö Ìæ`ó ß Ûíú ¾Pøìúæ ðíó Ììxú èæíúè×íÜ• v¼ÈÛìíû¯

Ìçíà ôæôÜWì äìèùÜ vö ëíû _ vâÙæìóíô ûÓ ôíë Ü¨Ë èÐèûíë èØëíÜ ëìâ÷í\ë ¾¼æÒëì "äú ¼éçìøèç äú" vÙì»Ëì ôëíÜ ÜWìë ÌèÓûì¼éíóë v¼È Ó[èæ ¼Qt ôíë vçìíÜ¯

ÍÈ ¼ùèåíç ôèû çìë ôGæìë Ñxíö vâÙæìó ÷èërèåíô ¼èûíÐ» âèðâìé^ç ôíëí×æ¯ ëìâ ß Ü¨Ë ÷èër øèëôGæìú ôèû ÍÔìíæ çíçìèÓô Ìæóìë_çìë âèðâì æìæìÛìíû Ôû ôíëí×æ¯ vâÙæìó ÍÔìíæ vÐîíö-ûéíö ß vøîëí» vöâæ ÅyÜ• Ü¨Ë vçâèæ ðéæ• Ìâìæ»¯ ¾óûûíÜ ûÜéûìæ Ü¨ íËë vâÙæìó ûÓ Íô Ììúîëíûë ôìä¯ ¼íùë âÜ Ùåæì ëìâìúË ûèðÛç æì ðíÜß ôìèðæé †pæì øûìøë ëìâìúË Ìæ¼ìëé æú¯ Ü¨Ë ÷èëírë ôìøë»çì óûÛçì ëìâìúË èûíëìÓé¯ ¼ù-ûèËç ëìâ÷í\ë ¼ìø-âúíëë öº óÐæ ÈèÜúìõ ôìíûÒ vð=íëë ÌìôìíÐ ÉùÜ øìèÔë ¼íà ¼ìíøë öº óÐíæë «Ûìíû ëè÷ç¯

ÌæÐéÜæé _ 1

æéí÷ë «xlèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 60 øVìú Å+ë ¼¤íôç vóÔæ¯ vöIèÜ ÛÜ ðíû• Íôíôë Åøíëë Ì¤ÐIèÜ Ììëß ÛìíÜì ôíë ø§íÜÈ ¼¤íÐìÓæ ôëíç øìëíûæ¯

1’ Ðæ0òìæ øëË ôëæ¯

ô’ ________ ¼óÐ

________ vûè§Ü vóÐ• øè§Ü v÷îèóíô

________/ ôçáíË èæèûÜì Ììøèæ

________/ ûìúíóû vùÜ ÷èÜ óíë¯

Ô’ ûìèðèëÜì ûéëûë/ ûìèðèëÜì ¼ìíÇ

ûéëíûíÐ ________• ________ ëíË¯

ûëè»Üì ________ vóû/ ûìèäÜ ÌìôìíÐ

________/ ÐíË0 æìè÷Üì ________•

tù• âç0 øìçìÜ øèëÜ ________¯

ù’ âÓ¼óíæë äˆ§ ________ vÐ ________ 1824/ âç0 29vÐ ________ ________¯

Ù’ ________ øëìèäç ðíÜæ¯ ________ øëìúËì ________ vÐ» øöQ äúé ðíÜæ¯

Â’ âÓ¼óæ ________ ¼ìíÜ óèå «ð¼æ ________ ß ________ Íû¤ øËìà æìåô

________ ë÷æì ôíëæ¯

2’ ¼èÒô Å+íë èåô ‘✔’ è÷ÿ èóæ¯

ô’ âÓ¼óæ èÔš Óâ †ðË ôíëæ _ 1¯ 1848

2¯ 1843

3¯ 1856

Ô’ âÓ¼óæ “ûéëìàæì” ôìû0 ë÷æì ôìÜ _ 1¯ 1860 èÔšìj

2¯ 1861 èÔšìj

3¯ 1862 èÔšìj

ù’ âÓ¼óæ Üìèçæ vÐíÔæ _ 1¯ âì°ìíä
2¯ èð`ó ôíÜíä
3¯ èûÐø¼ ôíÜíä
Ù’ âÓ¼óíæë âçÓë øë «ôìèÐç †p _ 1¯ vð=ë ûÓ
2¯ âìúìÔìææ
3¯ èû» æì ÓæIË

3’ æéí÷ë ÐjIèÜë ÌÇ èÜÔæ¯

âíðìëù• èøÓìíæ• Ììè°Ü• äéâçìûç• èûÛìû¼• ûìú¼Ôì• Ìèû÷èú• ôìíôìóë• øë»• Ìæéèôæé• Ìûç¤¼• ôìâô¯

4’ æéí÷ ôíúôèå Ðj ß ÌÇ óèå ¼ìèëíç èûæÓt· Ììí×¯ Ðíjë ¼èÒô ÌÇèå è÷èÿç ôëæ¯

ûìèóÍ	_	ôìè+íôú
ôìóè@æé	_	ûè,ì
t·`ó	_	ôâéë
èóèû\	_	vâÙëìä
æ¹	_	ÌìôìÐ
Ììæìú	_	vâÙâìÜì
Ììðíû	_	¼¤†ìíâ• öí°
äéâíç\	_	äìÜ
Ìì¼ìë	_	È\
Ðjûìðô	_	ûìäæì

5’ æéí÷ë «xIèÜë «ì¼èàô Å+ë èóæ¯

ô’ “æìèð ôìä ¼éçìú Å°ìèë”_ôÇìèå vô ûíÜí×æÀ vôæ ûíÜí×æÀ ûkì ¼@øíô Ììøæìë ÓìëËì ¼¤íáíø èÜÔæ¯

Ô’ âÜøìÒ ÌûÜ@íæ ëìûíËë øì÷äæ v¼æìøèçë æìâ ÅíGÔ ôëæ¯

ù’ “¼ì,ìíà «Ëèâ Ðë”_vô• ôìíô ¼ì,ìíà «Ëì ôíëí×æ Íû¤ vôæ ôíëí×æÀ ûèÄíú èÜÔæ¯

Ù’ “áìrÔâ• øìèø• èô vðç øìèÜû”_ûkì vôÀ ûkì ÍôÇì vôæ ûíÜí×æÀ ûkì ¼@øíô Ììøæìë ÌèÛâç èÜèøû° ôëæ¯

Â’ “ÌìçíW ôæô ÜWì äìèùÜ v¼ ëíû”_ôæôÜWì ÌìçíW väíù ÅÒÜ vôæÀ ûèÄíú èóæ¯

49¿7 âðìôìûö ¥ t·ëø ß ¾ûè÷rö

âÓ¼óæ óí+ë Ìæöçâ Ìèût‡ëËéú ¼è,ˆ "vâÙæìóûÓôìûö"¯ "vâÙæìóûÓ" ûì¤Üì ¼ìèðíçö «Çâ ß Í øöQ ëè÷ç ¼ØÜçâ ôìûöôèç¯ ÍÈ ôìíûöë Ìæ¼ëíË øëûçéôìíÜ Ììëß ôíúôèå âðìôìûö vÜÔì ðíÜß âÓ¼óíæë âðìôìûö Ìäæôìëé ôèû«èçÛìíô Ìië vôÅ Ìèç¹â ôëíç øìíëæèæ¯

âÓöôíù ëìäì ûìóÐìðíóë øVíøì»Ëìú ¼¤t·ç ëè÷ç ëìâìúË âðìÛìëç ôìíûöë Ì¤Ðç ûì ¼â†ç Ìæûìó ðíúí×¯ v¼ÌèÜ è×Ü ÛèkâÜô ûì ûéë&Úìøô ôìèðæéë ûàéú ¼¤t·ëË¯ û·t·ç¥ ÍÌèÜ ¼ìèðíçöë Íôèå t·çQ èÐG ëø ûì vâîèÜô ¼è,ˆ æú¯ âÓ¼óíæë "vâÙæìóûÓôìûö" ¼ìèðèçöô âðìôìíûöë (Literary epic) ÌìóíÐ ¼,ˆ¯ Íèå vÇíôÈ ÌìÓèæô ûì¤Üì ¼ìèðíçö âðìôìûö ë÷æìë «ûçæì Ùíåí×¯

âðìôìûöÈ vûìÓ ðú ¼ìèðíçöë «ì÷éæçâ Óìëì¯ ÈèÜúìõ-ßèõè¼• ëìâìúË-âðìÛìëç• èûÅÜô «Ûèç âðìôìûöÌèÜ äìçéú äéûíæë ¼ðt·ëøíô çíÜ Óíëí×¯ Íë È¤íëèä «èçÐj "Íèøô (Epic) è†ô "Íø¼" (Epos) Ðj vÇíô Íí¼í×¯ ÍÔìíæ ûéë&ûöJô ôìèðæé Çìíô• vö Ûì»ìíçÈ vÜÔì vðìô• çì èû»ú ß Ûì»ìú âðí&ë ûöJæìú ¼âº¯ Í vxèËë ë÷æìú Íôåì èûÐìÜçì• èû·t·èç• Nóìö ß ¼ûäææéçì Çìíô¯ ÍÈ èûëìå& ß èû·t·èç øìÒô ´óíú Íô âèðâìè^ç Ûìíûë ¼~ìë ôíë¯ âðìôìíûö ôèûë ûökùç «ôìíÐë øèëûíç ûöìøôçë ¼âìä• vùìVé• äìèçë Ñèçðö ß è÷QìÛìûæì øèë÷ú øìßúì öìú¯

"vøìíúèåô¼" ë÷èúçì Ìöìèëíšìåܠåöìíäèõë øìÐìøìèÐ âðìôìíûöëß ÜáË èæíóÐ ôíëí×æ¯ ÍÔìíæß ôìèðæéë Ìèó-âÓö-ÌQ Çìíô Íû¤ âÜ ôìèðæéë ¼íà æìæì ÅøìÔöìæ ök ðíç øìíë¯ Í vxèËë ôìíûöë ×`ó ß Ûì»ìëééç ßíäìÌË ¼@ø^¯ ÍÔìíæ Åøâìè Ñxö ôÔæß ôìèðæéë ùèç Ìûëº ôëíÜß Ììíûíùë ùÛéëçì ß èû·t·èç Ùåìú ôìíûöë Åøòìøæìú û·t· èæVì vöâæ vçâèæ ÷âÁôìèë& ¼è,ìë äæö èô× ÌíÜîèôô& ß ôìûö¼@‡çÛìíû Çìôíç øìíë¯ Íèøô vxèËë ë÷æìú vóûçì ß âìæ» Íô¼íà ¼è¹ú Çìíô• ÍÔìíæ æìúô ðæ äìçéú ûéë¯ ÅóìðëË èðí¼íû vâÙæìó ûÓ-Íë øûâðíç vâÙæìó ôçô Ü¨Ëíô Ìì¹âíËë ûËæìú ÍÈ øèë÷ú øìßúì öìú_

ÌÓéæ ûöÇìú ëÇé• ¼ìøèå ¼&íë
Ðb• Ù`åì• Åøðìë øìr è×Ü öç
öÚìùìíë• Ííô Ííô èæíáèøçì vôìíø/
öÇì ÌèÛâæö ëáé• èæët· ¼âíë•
¼:ëèÇ Ìt·ûí¼• ôÛ ûì ðìèæÜì
ëÇ÷§• ëÇ÷¹/ ôÛ Û† Ìè¼
è×^ ÷â• èÛ^ ûâ• öì øìÈÜì ðìíç¯
¼íëìí» ëìûèË
ÓìÈÜì ÜáË øìíæ ùèä Ûéá æìíó•
«ðìëíú vðèë öÇì ¼@‡íÔ vôÐëé¯

ÌìÜ¤ôìèëô èûxæìÇ “¼ìèðçö óøíË” âðìôìíûöë ôçôIèÜ ÜáíËë ôÇì ûíÜí×æ• vöâæ Ííç Ì,ìèÓô ¼ù Çìôíû¯ «èçèå ¼íù vö ôÇì «ìÓìæö øìíû v¼È ôÇì ûì çìÁøö Ìæ¼ìíë Íèåë æìâôôëË ðíû¯ èûèÛ^ ¼ù ÍôÈ ×í`ó vÜÖì ðíû¯ Í ×ì§ì âðìôìíûöë æìúô èöèæ ðíûæ èçèæ vôìíæì vóûçì ûì ¼P¤Ðäìç Óéíëìóìß IË¼@ø^ ûöèk¯ ë÷æì ÌÜWìë Íû¤ ë¼Ûìû-¼@èÜç ðíû¯ Ðàìë• ûéë ß ÐìQëí¼ë vö vôìíæì Íôèå âðìôìíûöë Ìàé ûì «Óìæ ë¼ ðíû Ìæö ë¼IèÜ âÜ ë¼íô ø,ì ôëìë äæö ûöû´ç ðíç øìíë¯ Í×ì§ì Ììëß ôçôIèÜ èû»íúë ÅíGÔ ôíëí×æ ÌìÜ¤ôìèëíôëì¯ ÌìíÜì÷æìú v¼IèÜ ûìTÜö èû÷ìíë ÅíGÔ ôëì ðÜ æì¯

¼«ì÷éæ ôìÜ vÇíô èûèÛ^ vóíÐ vö vÜìôùìÇì èô¤ûóèQ ëð¼ö-vëìâì˜ ôìèðæé æìæìÛìíû ß Ûì»ìú vÜìôäéûíæ ûTÜ «÷èÜç è×Ü• v¼IèÜ vÇíô Åøìóìæ èæíú äìçéú äéûíææ Íôèå ¼¤ðç ëø èæíú âðìôìûö «ôìèÐç ðíúí×¯ ÈèÜúìõ• ßèõè¼• ëìâìúË• âðìÛìëç ÍÛìíûÈ ùí§ ÅíÒí×¯ ÍIèÜíô çìÈ tç¥t]ç âðìôìûö (Epic of growth ûì authentic epic) ûíÜ¯ øëûçé öíùë ¼ìèðf̂çöô âðìôìûö (literary epic) ¼íà ÍÈ vxèËë ôìíûöë ¼èæèó,ì ß ¼øèëè÷ç øìÇôö Ììí×¯ «ÇíâìkèåëôèûôGæìú Ììèóâ âìæû¼Ûöçìë ¾ûèÐ,ìöIèÜ Øíå ÅíÒí×¯ Í ôìíûöë ôèû ôGæìú ¼ëÜçì ß «çöáçìë øèë÷ú Çìíô¯ èû»úût ß ÷èër-øèëôGæìú vùîëû âèðâì (sublimity) Íë èûíÐ» ¾ûèÐ,ìö¯ çìÈ Íë ôìèðæéë vôí\ Çìíô vôìíæì ûéë& Å!éøËìøË öº Íû¤ Íôäæ ûéëæìúô ÍÈ ôìèðæéë vâëó„ëíø Ìûòìæ ôíëæ¯ Íë ùÒæëèç òìøçöÓâé ðíÜß åöìíäèõë çÜæìú Ì¼¤ðç• èô×åì èÐèÇÜ¯ Îäçìð Íë ôGæìë ¾ûèÐ,ìö¯

¼ìèðèçöô âðìôìûö ¼í÷çæ èÐGéë ë÷æì_ÍÔìíæ çìë çéá ß ¼èæèó,ì óè,ìë «Ûìû ÌæÛû ôëì öìú¯ ÍÔìíæß æìúô ûéë• ÷èërâèðâìú Ìææö¯ v¼ öíùë âìæû âèðâìë ÷§ìQ «ôìÐ è×Ü èûäúéë ¼@‡ìæ ß äúâìíÜö¯ Óâ• ÷èër æéèç ß ¼âìäæéèçë ôìí× çìë vÐîöûéíöë âìæöçì è×Ü¯ çìÈ ¼ìèðèçöô âðìôìûö vôûÜâìr ûéëôìûö æú_èô× øèëâìíË äìçéú ôìûö¯ Ûìèäæ• èâ^åíæë âíçì âÓ¼óíæë ôìíûö vâÙæìó ß ëìûíËë «èçíëìÓ-Ðèk Íû¤ vóÐëáìë vár çìíóë ÌìKâöìóì Úìíæë ûèÜV «ôìÐ öùÓâíôÈ «ôìÐ ôíëí×¯ âÓ¼óæ ëìâìúË ôìèðæéë vö èæûìè÷ç Ì¤Ðíô ôìûöëø èóíúí×æ çìíç æûäì†ç âìæèûôíûìÓ ß ÌìKùèëâìë vöìù Ììí×¯ çìÈ vâÙæìóûÓôìíûöë æìúô ¼ìÓìëË ûéë æú• äìçéú ûéë¯ çìë ûéë& vôûÜ vóÐûì¼éë xºìÛèk-¼@‡ìæ Ììô»Ë ôíëÈ áìQ ðúèæ• ûð+ë äìçéú ââÜìóíÐ ûöèúç ðíúí×¯ ¼ìèðèçöô âðìôìíûöë ôèû• vöíðç çìë öù øèëíûíÐë ¼è,ì• öíùë è÷QìÛìûæì• ÓöìæÓìëËìë Pìëì èûíÐ»Ûìíû èæúèQç• çìÈ çìë âðìôìûößß ¼â¼ìâèúô öíùë ¼âìä-âíææë «èçèæèÓ& ôíë¯ «¼àç vóèÐ èûíóèÐ ¼ìèðèçöô âðìôìûö ôìèÜóìí¼ë ôâìë¼@û• ëÙû¤Ð/ Ûìèäíæë “Èèæõ”• çì¼í¼ìë “väaìíÜíâë Åºìë Èçöìèó ÅíGÔíöìùö¯

ûöà âðìôìûö (Mock epic, mock heroic epic) Ðjèåë ¼íà âðìôìûö Ðj ök ÇìôíÜß Íèå ûtç ûéë&ûöJô ôìíûöë èû°øìKô ÌæôëË¯ ÌèçÐú çE× èû»ú ût èæíú Í Óëíæë ôìíûö ûöàìKô Åøòìøæìú ùì@éíöë ×,íûÐ Çìíô¯ ÌìíÜôäì„ìë vøìíøë “èó vëø ÌØ èó Üô” Íô ¼âú vðìâìíëë æìíâ ÷ìèÜç Íôèå×, âðìôìíûöë Ìæ¼ëíË ëàÜìÜ ûí`óöìøìÓöìíúë “vÛô-âè»ô öº”• äùPa Ûí°ë “××`óëéûÓ ôìûö” ÍÈ øöìúÛk¯ ¼ìèðçö èðí¼íû ÍIèÜë vôìíæì òìúé âÜö æì ÇìôíÜß ¼âôìÜéæ øåÛèâôìú Íë èô× äæè«úçì Çìíô¯

âÓ¼óíæë øë vðâ÷\ ûî`óÒìøìÓÒìíúë ûr¼¤ðìë ‘1875’ âðìôìûÖ «ôìÐ ôíëæ¯ âÓ¼óíæë ûéëÛìû«Óìæ ôìíûÖë âíÓÖ ÌQùÆ ôëË ëí¼ë ÌQ¥¼èÜÜ «ûìíð ôìíûÖë èû»úû·tíô ´óúíûóÖ ôíëí×æ¯ Ùåæìë ÙæÙåìë ¼íà ûéë ë¼«Óìæ öºìíúìäíæë v«áìøíå ÍÈ ë¼¼è,¦ ôìûÖèÐíGë «íúìäíæ Íí¼í×¯ vðâ÷\ ôìíûÖë Ùåæì¼¤Ùíªë ææë¼çì óë ôëûìë äæÖ ÌìÔÖìèúôì ôìíûÖë âíÓÖ vëìâìè`åô ¼íëë Ìûçìëæì ôíëí×æ¯ ØíÜ vÜîèôô v«âôìíûÖë âÜ ùèç âðìôìíûÖë «ûìíðë ¼íà Ìè^ç ðúèæ¯

Ìøëèóíô âÓ¼óíæë ôèûè÷í+ë ¼ðìæÛèçíç ëìûË-vâÙæìó• ÜWì ß ëìá¼ôÜ ÌÛìûææú âèðâìú âèðâìè^ç ðíúí×¯ èôQ “ûr¼¤ðìë” ôìíûÖ ôèûë ¼ðìæÛèç vôìæ èóíô çì ¼ðíä vûìÄì öìú æì¯ ôìíûÖ ûr ß Ì¼ëôÜ• È\ ß vóûôÜ «ìú ¼âìæ Ië& vøíúí×¯ èôQ ûr èæÓæ Í ôìíûÖë «Óìæ èû»ú• ôìíûÖë ¼âìè: çìë øçíæ_øçæ è÷rÈ ôèûë ûËææú èû»ú¯ ûírë øçíæ ôìíûÖ vôìæ åìèäô ë¼ ¼è,¦ ðúèæ/ çìë øçíæ øìÒíôë ÛìûíÜìíô vôìíæì ÌìíÜì§æ ¼è,¦ ðúèæ¯ “vâÙæìóûÓ ôìûÖ” Íèóô vÇíô ûr¼¤ðìíëë çÜæìú ¼ìÇôçë ¼è,¦¯ vâÙæìóûíÓ ëìûíËë vÐìôèô,¦ èûóéË ´óú• âî`óìóééë vÐìôûÒìôÜ è÷+ ß ¼íûìøèë ÜWìë ðìðìôìë åÒìíäèõíôÈ «ôìÐ ôíëí×¯

æûéæ÷í\ë rúé âðìôìûÖ ¾ëûçô ‘1886’• ôëíár ‘1893’ ß «Ûì¼ ‘1896’-Í xéôíÃë äéûæûíçë èçæèå øû ûèËç ðíúí×¯ ¾ëûçíô ¼røìç• ôëíáír äèåÜçì ß èû·tìë «Ûìí¼ øèëËèç¯ ôèû ææë¼ ûËæìú ôìèðæé èûûç ôíëí×æ¯ òìíæ òìíæ ôìèðæé ¼r Óíë ëìÔûìë äæÖ “ç+” èæíú Íí¼í×æ• ôÔæß ûì ÜÜ vëìâìè`åô ÌìÔÒìæ¼r¯ æûéæ÷í\ë ôìíûÖë èû»úû·t «ìúÐÈ «ûíaë Åøíöìùé ðíúí×¯ ÍôìëíË çìë ôÃ ÷èër øèëôGæìú ôíÃë ÌìóÐ âçûìóíô ÷èëírë âíÓÖ «èçèVç ôëíç øìíëææè• ôÃ ÷èëríô vûìË ôíë ôìíûÖ ôíÃë ÌìóÐ «ìÓìæÖ Øèåíú çÜíç ¼í÷,¦ ðíúí×æ¯ ôèû çÔæÈ ¼ØÜ öÔæ èçèæ vôìæ ÌìóÐíô ÷èëírë äéûíæ ß ûÖèkí& ¼çÖ ôíë Øèåíú vçìíÜæ¯ äéûíæë ¼íà çí+ë èâÜæ Ùåìæ¯ âÓ¼óæ vøíëí×æ çìÈ ¼ØÜ¯ æûéæ÷\ çì øìíëææè¯

49¿8 vâÙæìóûÓôìûÖ ¥ ôìèðæé èûæÖì¼ ‘»V ¼ù’

“vâÙæìóûÓôìíûÖ”ë ÌìÔÒìæÛìù ëìâìúË vÇíô væßúì ðíúí×¯ ëìâìæä Ü¨Ë ôçô ëìûËør vâÙæìó èæÓæ Íë ûËææú èû»ú¯ »V ¼íùë èûÛé»íËë «èç vâÙæìíóë ÛÁ¼æì• ëìâìúË vÇíô væßúì vâÙæìíóë âçÖë øë èûÛé»íËë èûÜìø ûìÂìèÜë ëìâìúËé ¼¤t·íëë «Ûìûäìç¯ ëìâ ÍÔìíæ Ìíæôåì Ìíìûù«ûË ûìÂìèÜ¯ ÷„éë ûë ß ¾óûìt· ÜìÛ ôíë Ü¨Ë vâÙæìó ûÔìíÇ ÜWìú òìßúìë «·tìû ôëíÜ Ü¨íËë ÌâàÜ ÌìÐWìú ëìâ÷\ öÔæ ûíÜæ “”æìèð ôìä•_¼éçìú Åºìèë¯ èØèë öìÈ ûæûìí¼”¯_çÔæ çìíô ôè+ûìí¼ë «Ûìíû óûÜè÷+ ¼ìÔìëË âìæ» ëíøÈ vóèÔ¯ ¼@ûç Í äæÖÈ âÓ¼óæ øì fìçÖ ôìíûÖë «Ûìíû ëìûË-Èè\èäÁíô èÛ^çë Óìçíç ùí§í×æ¯ ¾ÐÐû t‡èçë ëìâìúË-âðìÛìëç çìíô åìæç• ÈèÜúìõ-ßèõè¼ë ôìèðæé çìë ôGæìíô Åí+èäç ôëç¯ çìÈ vâÙæìóûíÓ ëìâìúíËë âðÁ ß èt·Dçìë ¼íà ÈèÜúìíõë óé: vÐííöë ¼â^ú Ùèåíú æçæçë èÐG¼è,¦ ôíëí×æ¯ vâÙæìóûíÓë vô\éú Ùåæì vâÙæìíóë âçÖ¯ Íèå ôìûÖôìèðææë Ðé»¯ «Çâ óèå ¼íù ôìíûÖë ÷èërIèÜë ûTâÔé èûôìÐ ß vóûçìíóë »§öQ• Ìèë ÍÈ ¼ù ôìíûÖë ÷ëâ âðçèåíô çíÜ Óíëí×¯ »V ¼íùë ôìèðæé èûíx»íË çìÈ• «Çâ vÇíô »V ¼ù øöQ ôìèðææë ¼¤èá: øèë÷ú væßúì óéôìë¯ ôìíûÖë vÐ» èçæèå ¼ù ¹âìûËèçë âÓÖ èóíú øèëËèçíç vøîí×í×¯

vâÙæìóûÓ ôìíûôë ÙåæìôìíÜ èçæèóæ óÈ ëìèríç ¼éâìûº¯ Íîô ôèû æúèå ¼íù èûÛk ôíë Åøèòç ôíëí×æ¯ «Çâ ¼íùë ¼÷æì óçâíÔ ûéëûìTë âçÔ ¼¤ûìó ™íæ ëìûíËë vÔó ß öíºë ÅíóÔìù vÙì»Ëì Íû¤ ¼¤ûìó vøíú «íâìóôìææ vÇíô vâÙæìó ëìä¼Ûìú Íí¼ túu öíº öìßúìë Ìæâèç «ìÇæì• Ìíæô ÌìÐWì Íû¤ ÍôìQ ÌèæE×ì¼í+ß vâÙæìóíô v¼æìøèç øíó ÌèÛí»íô «Çâ ¼íùë ¼âìè:¯ èPçéú ¼íù vóû ôìèðæé_âÔÔç vâÙæìóë ðçÔìë »§öíQë øfìÁøå¯ âÜ Ùåæìë ¼íà Íë vöìù ÙèæV¯ ççéú ¼íù «âéÜìë ÜWì «íûÐ¯ ™Ó ûéíëë âçÔíç ðìðìôìë çéûçì øìú æì¯ øìÒíôë è÷í+ ¼ðìæÛèç äìùìíç øíë æì¯ ÍÔìíæ vâÙæìó ™Ó ûéë ææ• èøçìâìçìë vtíð• téë v«íâ ¼@øË âìæ»¯ «âéÜìÜ ètD v«â ß çìë ûéëìàæì ëø çìíô øËçì èóíúí×¯ ¼âìùâ æìíâ ÍÈ ¼ù ÍÔìíæ çìÈ «ì¼èàô¯ ÷çÇ ¼íù ¼éçì-¼ëâì ÷èëírë Åøòìøæì ôíë øíëìáÛìíú ëìûË «èç óè,Ì ìô»Ë ôëì ðíúí×¯ ø˜â¼ù ¼èûíÐ» ÙåæìûTÜ¯ vâÙæìó ûÓ-Íë ¼íà Íë ¼@øô Ìèç ÙèæV¯ è÷Qìè˜ç vóûëìä• âìúìíóûéë Åøèòèç• ëáôÜ÷§ìâèËíô ÷Ë ôëûìë ¼¤ôG Úìøæ• ëìâ Ü¨Ëíô ëáìë øèëôGæì• Ü¨íËë t«óÐæ• ÷„éøâìë ÅíóÔìù• èÐíûë ûìÒì óìæ• Ü¨íËë ¼ìðè¼ôçì• âìúì ¼òëéíóë ×Üæì• Ü¨íËë è¼¤ðûìèðæé øâì• ëìá¼ûíÓë ûë «ìÇæì• ¾óûìt ÜìÛ• ô@ôíËë èæºìÛà• äææé âíòìóëéë ÌìÐéûìó «ìÇæì• öíº øìÒìíç âìíúë ÌìÐWì• vâÙæìíóë Ììxì¼• vâÙæìíóë öÚÐìÜì ÌèÛâíÔ öìrì• «âéÜìë øìëûçéë ôøì «ìÇæì ß ûìú vûíù ûìúøèç óíë Å§ìÈÜ çìðìú¢

vâÙæìóûíÓë ÌæÔìæÔ ¼íùë âíçì ø˜â ¼íùë ÌèÓôì¤Ð ÙåæìÈ ëìâìúË-ûèðÛç¯ vôûÜâìr Ü¨Ë ôçô ÷„éøâì ß ûëÜìÛ ôè+ûì¼ Ìæ¼ìëé¯ ûìôé Ì¤Ð øìfìçÔ ôìíûôë «ÛìíûôèGç ðíÜß øìÒíôë ôìí× vóûçìíóë »§öQ ôçåì ùÛéë çì vûìÁì öìú¯ çÇìèø Ìí¼ˆ öíºë «tèç ôèû Ì¼ìâìæÔ ¾æøíËÔ çíÜ Óíëí×æ téôìë ôëíç ðú¯ ÍÈ v«áìøíå »V ¼íùë Ùåæìûç ß ôìûÔôìèðæé ÷ëâ âðçèåíô vóÔíç ðíû¯ «Çâ ß ççéú ¼íù èøçì-ø-é vtð ß v«íâë âìÓíö vâÙæìó ÷èër vöâæ ¼ðæéú ðíú ÅíÒí× vçâèæ èPçéú ß ø˜â ¼ù vóû-âìæíûë vöìÇ v÷,Ì »V ¼íù vâÙæìíóë âçÔíô Ìèæûìö ôíë çíÜí×¯ tíù-âíçÔ Íû¤ 'øíë' øìçìíÜ ûì æëíô ôìèðæéë èûtìë çìíô Íô Óëíæë âð+ èóíúí×¯ ÷çÇ ¼íùë ¼éçìðëË «¼à vâÙæìíóë âçÔ ß ÜWìë Ó[¤¼íô ûìtûìèúç ôëìë öèk ¾çèë ôíëí×¯ »V ¼íùë ôìèðæéû+ ûÔìÔìú èûèÐ,Ì âÓ¼óæ ¼âìíÜì÷ô õ¿ vár I: öì ûíÜí×æ• çìë ¼¤èá:¼ìë_vôûÜ Ùåæì æú ë÷æìë èóô vÇíôß Í ¼íùë v¼ìˆöö ÌçÜæéú¯ Í ¼íùë ûËæìÛèàë ûí§ì ¾ûèÐ,Ì Óéíë Óéíë ôèûë óè,Ìíôìíæë øèëûçæ¯ ëìâ÷í\ë èÐèûë vÇíô Ü¨Ë èûÛé»íËë ÜWìèÛâíÔ öìrìë øû øöQ ëìâ-Ü¨Ë-èûÛé»íËë tìÇß «íúìäæíûìíóë ûíË è÷èrç¯ çìíóë Ûèèç ¼¤Ðú ÌìKèûxì¼ ß ¾óûèûxìí¼ë ¼èÈ âÔÔ¯ èôQ èûÛé»Ë-Ü¨íËë ÜWì «íûÐë øûâðç vÇíôÈ óè,Ìíôìíëë øèëûçæ ðú¯ èæôè@Üì öÚìùìíë «íûÐë ¼íà ¼íà Í ôìûÔ Ü¨Ë èûÛé»Ëíô ûææ ôíë vâÙæìíóë óè,Ìíô Ìíxú ôíëí×¯ Ü¨Ë ÍÔìíæ vö ëíø è÷èrç ðíúí×• çì ôèûë óè,Ì-èææíøá æú¯ Í øèíûíÐ Ìèæûìö âçÔë âíÔ óìè§íú vâÙæìíóë óè,Ìíç ÙËì• ÌûÚì• v¹ìÓ-èÓ}ìë ÅÁ¼ìèëç ðíúí×¯

»V ¼íùë ¼÷æìú Ü¨íËë È\èäÁ èæÓíæë öìrìë ôÇìú ëìâ÷í\ë Ûèèç èûðÜ ëø Øíå ÅíÒí×¯ ëìâ ¼Ûíú ûíÜí×æ• ""æìèð ôìä èârûë• ¼éçìú Åºìèë¯ èØèë öìÈ ûæûìí¼¯ óûìë ¼âíë• vóû-¾óçÔ-æërì¼• ëÇé\ ëìûèË¯"" È\èäíçë v¼È ûéöû+ì ÌûÐÔ@ìûé âçÔíç ¼âìèðç ðíû¯ vâÙæìíóë ûéëí&ë ûT ÅíGÔ ôìíûÔ ÇìôíÜß çìë ûéöû+ìë vôìíæì øèë÷ú «çÔáç ôìíûÔ çíÜ Óëì ðúèæ¯ v¼ öíºë ÌûôìÐ øìúèæ¯ çìÈ çìë ÍÈ ÌøÙìç âçÔíô èæúèç èæúèQç åÔìíäèõ ûÜì öìú¯ »V ¼ù ÍÛìíû Íôèå åÔìèäô vûóæìú ¼âì: ðíú×¯

ÌæÐéÜæé_2

æéí÷ë «xIèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 61 øVìë Å+ë ¼¤íôíçë ¼í à èâèÜíú vóÔæ Íû¤ «íúìäíæ 49¿8 ß 49¿9 Ì¤íÐë âÜøìÒ Ììûìë ø§æ¯

1’ Ðæ÷òìæ øëË ôëæ¯

ô’ âÓ÷öíù __________ __________ øVíøì»Ëìú ëè÷ç __________ __________ ôìíû÷ë Ì¤Ðç ûì ¼â†ç ðíúí×¯

Ô’ âðìôìíû÷ë Åøòìøæìú __________ vöâæ vçâèæ __________ __________ äæ÷ èô× __________ __________ Ûìíû Çìôíç øìíë¯

ù’ ¼ìèðèç÷ô âðìôìû÷ __________ __________ ë÷æì• ÍÔìíæ çìë __________ ß __________ óè¸ìë __________ ÌæÛû ôëì öìú¯

Ù’ ¾ÐÐû t‡èçë __________ __________ çìíô ‘âÓ¼óæ’ åìæç• __________ __________ ôìèðæé çìë __________ Åí+èäç ôëç¯ çìÈ vâÙæìóûíÓ ëìâìúúíËë âðÁ ß __________ ¼íà __________ óé: __________ ¼â˜ú Ùèåíú æçæçë èÐG¼è¸ ôíëí×æ¯

2’ ô’ “t·ç¥t]ç”• “¼ìèðèç÷ô” ß “û÷à” âðìôìíû÷ë óèå ôíë Åóìðëë èóæ¯

Ô’ “rúé” âðìôìíû÷ë ë÷èúçì vôÀ ôìû÷IèÜë æìâ ÅíGÔ ôëæ¯

ù’ æûéæ÷\ v¼íæë âðìôìíû÷ë xéôíÃë äéûæûíçë èçæèå øû ûèËç ðíúí×¯ øû èçæèå ôéÀ

3’ ¼èÒô Å+íëë èåô ‘√’ è÷ÿ èóæ ¥

ô’ vâÙæìóûÓ ôìû÷_

1¯ ûìGèèô ëìâìúíËë Ìæûìó

2¯ ôè+ûìí¼ë ëìâìúíËë Ìæ¼ëíË ë÷æì

3¯ ûìÂìèÜë ëìâìúËé ¼¤t·ìë Ìæ¼ëíË ë÷æì¯

Ô’ ûr¼¤ðìë ôìíû÷ë ë÷æì ôìÜ_

1¯ 1865

2¯ 1861

3¯ 1875

ù’ “èó vëø Ìû èó Üô” ë÷æì ôíëæ_

1¯ vøìø

2¯ vðìâìë

3¯ ÛìèäÜ

Ù' "vÛô âè»ô öº"ë ë÷èúçì_   1¯ vðâ÷\ ûí`óÛìøìÓÛìú
2¯ vðìâìë
3¯ ë à ÜìÜ ûí`óÛìøìÓÛìú¯

4' ÌÛìèëíšìåÜ âðìôìíûÛë vö ÜáË èæíóÐ ôíëí×æ v¼ÌèÜ ÅíGÔ ôëæ¯

5' ÌìÜ¤ôìèëô èûxæìÇ ¼ìèðçÛóøíË âðìôìíûÛë ôçÌèÜ ÜáíËë ôÇì ûíÜí×æ¯ ÜáËÌèÜ Ììøæìë èæíäë Ûì»ìú èÜÔæ¯

6' "tìç¥t]ç âðìôìíûÛ"ë ¾ûèÐ,Û ¼@øíô Íôèå ¼¤èá: ÌæíË×ó ë÷æì ôëæ¯

7' ¼ìèðèçÛô âðìôìûÛ ¼@øíô Íôèå ÌæíË×ó ë÷æì ôëæ¯

49¿9 vâÙæìóûÓôìûÛ ¥ vóèÐ èûíóèÐ «Ûìû• ë½èû÷ìë• åÛìíäèõ ß èæúèçûìó

âÓ¼óæ çìë âðìôìûÛ ë÷æìë ôìèðæé ûìGšèôé-ôè+ûì¼ vÇíôÈ «Óìæç †ðË ôíëí×æ• çìë ¼íà øìfìçÛ Åøìóìæ ¼â^íú æçæ öíùë æçæ ¼è,Ì ëíø vâÙæìóûÓ ôìíûÛë «ôìÐ¯ çìë ëìâ-Ü¨Ë• çìë vâÙæìó-èûÛé»Ë• âìúì-Ü¨éíóûé ÷èër ÈíúìíëìøéúÍ ¼ìèðçÛ ß öíùë ÌèÛæû ôGæìë ëíÂ ëèJç¯ »V ¼íðë èû»ú ëìâìæä Ü¨Ë ôçô vâÙæìó-èæÓæ¯ ÍÈ âÜ Ùåæì Åøòìøæ ôëíç vö âðìôìûÛ ë÷æì ôíëí×æ• v¼Ôìíæ vðìâìíëë ÈèÜúìõ• óìíQë èõÛìÈæ ôíâèõ• èâÜåíæë øÛìëìõìÈ¼ Ü,Ì• ûìGšèô-ôè+ûìí¼ë ëìâìúË• ôìÐéëìíâë âðìÛìëç• ôìèÜóìí¼ë ôâìë¼@û «Ûèç «ì÷Û ß øìfìçÛ †ípë ÛìûôGæì ß èû»úûtë ¼âìíûÐ Ùíåí×¯

âÜ ëìâìúíË È\èäÁ-èæÓæ vçâæ çìÁøöâè„ç æì ðíÜß vâÙæìó ûÓ ôìíûÛ Íë Ìë& ¼âèÓô¯ ôèû Íèåíô vô\éú Ùåæì ëíø èûæÛt ôíë »V ¼íù Ùåæì «ûìíðë ¼èaáË ûì (climax)¾çèë ôíëí×æ¯ èûÛé»Ë «óèÐç øíÇ èæôè@Üì öÚìùìíë âìúìë «Ûìíû ÌóÐÛ vÇíô Ü¨Ë «íûÐ ôíë Å»ìôìíÜ vâÙæìóíô èæðç ôíëí×¯ ûìGšèô ûì ôè+ûì¼é ëìâìúíË ÍÈ Ùåæì èûûç ðíúí× ÌæÛÛìíû¯ v¼Ôìíæ èæôè@Üì vôìíæì öÚìùìë æú• æéÜ vâíÙë âíçì ûåûáçÜ• ôè+ûì¼ ûíÜí×æ "ûåûáçÜì"_v¼Ôìíæ Ü¨Ë èææèá: Ñ\ìít vâÙæìíóë âçÛ Íû¤ ¼âúèåß "¼öìt ôìÜ"¯ ëìâìúíË È\èäíçë ëìá¼éú âìúì ÌûÜ@íæë ôÇì ÇìôíÜß• vâÙæìóûÓ ôìíûÛ çìë ÅíGÔ væÈ¯ ÍÛìíû »V ¼¤íùß Ûìëçéú Åøìóíæë èô× øèëûçæ ÙåìíÜß ÍÔìíæ vâÙæìó èûÛé»Ë ¼¤Üìíø ûìGšèôíó «ìú ¼@øË Ìæ¼èË ôíëí×æ¯

ûìGšèô ëìâìúíËë Ü¨Ë vâÙæìóûíÓ Ìíæôåì öÇìöÇÛìíû Øèåíú vçìÜì ðíúí×¯ ëìâíô v¼ ×ìúìë âíçì Ìæ¼èË ôíëí×¯ ¼èârìë èæíóÐ âíçì ëìâíô èøçì ¼éçìíô äææé Úìíæ v¼Ûì ôíëí×¯ ëìíâë «èç «èèç ß xºìú ÌìKèûíÜìø ÙèåíúíׯÐèkíÐÜìðç Ü¨Ë ëìíäë èûÜìíø çìíô ÛÁ¼æì ôíëí×¯ Ü¨Ë ÷èëírë ÍÈ ¾ûèÐ,Ûíô âÓ¼óæ ôìíä ÜìèùìíúíׯΠø˜â ¼íù Ü¨Ë ¾æèçô Ðèkë ûíÜ âìúìôìæíæë æìæì «íÜìÛæ ÌæìúìÍ¼ Ìèç¹â ôíëí×¯ ôè+ûì¼é ëìâìúíËë âíçì ×ÜæìâÛé ûìâìöÜíô âìç ¼í@ìÓíæ èæû+ ôíëí×¯ æøë ÌÜ¤ôç ÷ëíËë ÏíÓ[v¼ ôÔæß çìôìúèæ¯ èôQ Í vðæ Ü¨Ë ÷èër »V ¼íù çìë ÅøèëÅk ÷èërâèðâì ûäìú ëìíÔèæ¯ vóûûíÜ ûÜéúìæ ðíú v¼ ×Üæìë Ììxú èæíúí×¯ ûéë÷èëírë ÌìóÐ èûíëìÓé ÍÈ Ìì÷ëË vûìÓ ôèë¯

ëìûË-vâÙæìíóë ûéíöë «èç Ììçû̈èQô Ìì†íðë ôìëíË âÓ¼óæ Ü¨Ëíô çìë t·Ûìû èûøëéç ÷èërëíø ÌèWç ôíëí×æ¯

vâÙæìóûÓ ôìíûû̈ë vóûçìëì âìæí»ë ¼íà èâíÜèâíÐ Çìíôæ¯ çìíóë ÷èëírë vôìíæì ¹âèûôìÐ væÈ• øÇô vôìíæì vóûéâèðâìß væÈ¯ âìæí»ë âíçì çìíóë ôìâæì-ûì¼æì-vÜìÛ-É»ì «Ûèç Ììí×¯ âìæí»ëÈ âíçì çìíóë ùèçèûèÓ ÈE×ìâíçì ôìöè¼èº_Í ¼ûÈ Ûìëçéú øëìËìæ¼ìëé¯ ÍÈ vóûçìëì «û˜æì ×Üæì ôëíç øëì~Ô æú¯ çìÈ ëìûíËë ÍôìQ Ûèk ¼í+ß ëáôíÜë ëìäÜáé èûxì¼Ùìçôçì ôíë• È\èäíçë ôìí× øëì·t· È\-È\èäíóçë ¼ûæìíÐë Åíóôìù væú¯ øìûçé vâìèðæé vûíÐ vöìùé èÐíûë Óôìæ Ûà ôíë¯ ûÜì ðú vö• ëìûË øìøé çìÈ vóûçìëì çìíô çôìù ôíëí×æ¯ èô·Q ëìûËß âìæ»_v¼ èøçì• t·ìâé• v¼ ûëë¯ çìë ´óú ââ&âú• ûéëûìTë âçôíç èûÜìø ôíë• vâÙæìíóë âçôíç vÐìôìðç ðú¯ ëìäì çìÈ vÐìô äú ôíë ëìäôçûô øìÜíæ ôç¼¤ôG ðú_Í ¼û èâèÜíú âìæû«ôèçë øË èû†ð¯ vâÙæìóûíÓë vóûçìëì Íë ôìí× ðéæ• çE×¯ ÍÛìíû ÷èër-øèëôGæìë vø×íæ ûì¤Üì ââÜ vóûçìë Íû¤ øì fìçô âðìôìíûû̈ë «Ûìû Çìôìß Ííôûìíë Ì¼@·û æú¯

vâÙæìóûíÓë vóûçìíóë Ìì÷ëË vôìíæì vôìíæì váír è†ô ß Üìèçæ ôìíûû̈ë ÌìóíÐ ù§ì ûíÜ âíæ ðú¯ ÈèÜúìíõ vöâæ vóûíóûéëì ×,íûíÐ èùíú øëìâÐ èóíúí×• vâÙæìíóß çìë Ìæ¼ëË vóÔì öìú¯ vâÙæìíóë èÐûøìûçé vöæ è†ô vóûìçì èäÅ¼-vðëì¯ è†ô-¼ìèðíçôë èæúèç vâÙæìóûÓíô Ìíæôåì «Ûìèûç ôíëí×¯ ÍçÁ¼í+ß ûÜì ðìú âÓ¼óíæë vóûíóûé ÷èër-è÷ríË øì fìçô «Ûìû öèó vÇíôß Çìíô• çÇìèø çìíóë Ìí÷æì ûíÜ âíæ ðú æì¯ vóÐéú øëìíË ß ââÜôìíûô ÍÈ Óëíæë vóûíóûéë Ûèâôì Ììí×¯

ó„éë ôìûôìóÐ Ìæ¼ìíë vâÙæìóûÓ ôìíûû̈ë ë¼èû÷ìë ôëíç vùíÜ vóÔì öìíû âÓ¼óæ Ûìëçéú ÌÜ¤ôìë Ðì·t·¼@‡ç ëëèçíô †ðË ôíëß øì fìçô ôìûô-¼ìèðíçôë ÌæôëíË èô× æçæ& Ííæí×æ• Ììë Ííæí×æ èô× ùèçÐéÜçì¯ ØÜç óÈ ÌìóíÐë èâÜíæ çìë ôìûô èûè÷r ëø ß ëí¼ ¼Jèûç ðíúí×¯ vâÙæìóûíÓ ûéëëí¼ë ¼íà ôëË ëí¼ë ¼è@‡Üæ Ùíåí×¯ ûéëë¼ Íë ¸Çìúé ë¼ ðíÜß ¼â† ôìûôÔìèæë âíÓô ôëËëí¼ë ÌQ¥¼èÜÜì Óìëì èæúç «ðâìæ¯ «Çâ ¼íùÈ v¼ øèë÷ú Ììí×¯ óçâíÔ ûéëûìTë âçô ¼¤ûìó ™íæ èøçìë ëìûË ðìðìôìë ôíëí×æ• çìëøëÈ ëìäì ëìûË_·“t·B ðËÜ âæ·t·ìíø¯” ÜWìøèç ðëí» èû»ìíó ôèðÜì/ ““¼ìûìè¼ óç¯ vçìë ôÇì ™èæÝvôìæ ûéë-èðúì æìèð ÷ìíð vë øèÐíçÝ¼¤†ìíâÀ”” óéÙ ôì˜ìë øë ÌìíûùôèQøç ðìðìôìëÈ t·ìÛìèûô èô·Q ¼ìûìè¼ óç «Ûèç ôÇìë ôÇìë âíÓô èóíú ûéëí&ë vö ÅGì¼ Ó[èæç ðíúí×• çì èût‡úôë¯ ë¼èû÷ìíë Ííô ûéëë¼ ûÜíçÈ ðú¯ ¼çëì¤ vûóæìë ðìðìôìë Ììë ûéëí& ÅGì¼_ôëË Ììë ûéíëë ¾Pç¼+ì ôìûôèåë «Çâ ¼íù Ó[èæç ðíúí×¯ Í vÇíô vûìÀì öìú ûéë Ììë ôëíËë «èç ôèûë Ììô»Ë «ûÜ¯ ÌæôÛìíû ûÜì öìú• ûéíëë Ììxíú ôëË ë¼ ¼è,¦ ôíë âÓ¼óæ ôìûô v¼ì˜óö ûèºë Íô ÌèÛæû ß ¼ÜìÇô øëéâì ôíëí×æ¯

vâÙæìóûÓ Ó[¤í¼ì˜¦Ô ÜWìë è÷r èûíÐ»_ëìûË vôâæ ôíë èçíÜ èçíÜ ¼ûæìíÐë øíÇ Ì†¼ë ðíE×• vôâæ ôíë èæVë èæúèç çìíô óûÜ ôëí×• ÜWìë Ñxö ùû ÓéÜ¼ìÁ ðíE× v¼èå ûéëûìTë âçôíç öìë ™ë vâÙæìíóë âçôíç çìë vÐ»¯ ÌÇìÁ èû»ìíó ôëíË ™ë Ììë èû»ìíó ôëíËÈ vÐ»¯ çìÈ ûéëëí¼ë ÌQëìíÜ èæùÆ ôëË ë¼ «Ûìèðóç ðßúìú ë¼ óéå øëtøíëë øèëøëô ðíúí×¯ Ííáír Íôèåíô ûìó èóíú Ìøèåë âèðâì ÅøÜèB ¼@·û æú¯ û·t·ç âÓ¼óæ ûìëé-ôìûôÈ èÜíÔí×æ¯ èô·Q ûéëëí¼ë Ìøë èóíôÈ Ììí× vûóæì¯ öíº ûéë& Íô øíáë âçôíô ÌûÓìèëç ôíë vçìíÜ• âçôíç ûéë& Ììëß âèðâì øìú¯ ¼çëì¤ ôëËë¼ ¼@øË ûäæ ôíë vö ûéëë¼• çìë âèðâì çç Å˜ç æú¯

vâÙæìóûÓ ôìíûÔë åÔìèäô ë¼ øèëËèç ¼@øíô vôìæ âçÊPÓ væÈ¯ èô·Q åìèäèõ ë¼¼è,ìë vô\èû`óèå ôé ûì vô Í èæíú «x Ììí× Íû¤ Ííáír »V ¼íùë Ûèâôì ÌìíÜìè÷ç ðíç øìíë¯ Í èû÷ìíëë ¼÷æìú åìíäèõ ¼@øíô ¼ìâìæÔ ôíúôèå èû»ú Å(ìøæ ôëì óëôìë¯

è†ô ß ÈÅíëìíøë ÌæÔìæÔ åìíäèõë Å I û• èûôìÐ çìë t·ëø ß ëøìQë èæíú óéÙ ÌìíÜì÷æì Ììí×¯ Ììâëì ™Ó ¼¤íáíø ûÜíç øìèë ôëæ vôìíæì ôìèðæé• Ùåæìë ûËæì ß çìë ë¼ øèëËèçÈ vðìÜ åìíäèõ¯ çìÈ åìíäèõ ôëËëí¼ë Ììxú¯ âðÁ ß ëìäôéú vôìíæì ûÔèkë vÐìôìûð äéûæû+ ûËæì vÇíô ôìÜ¹íâ ¼ìÓìëË âìæí»ë ûÔèkùç äéûæ-èûøöú åÔìíäèõë èû»ú ðíúí×¯ âçÔíçÈ åÔìíäèõ Í ÓìëËìß Ìøèëðìö æú¯ è†ô ÈÅèëèøíóíÐë ëè÷ç èâÙæìQ åÔìíäèõß Ììí×¯ ôçôíâë äæÔ ÌæíÐì÷æìú öÔæ æìúô ûì æìèúôìë ´óú èûóéË ðú• èæúèçë ¼íà Ì¼â öíº v¼ öÔæ èûÓ[·t• çìë v¼È ûéë&øË ß âàìèQô Ììèçë âÓÔ èóíú øìÒô è÷í+ vö ë¼øèëËèç Ùíå çìíô åÔìíäèõ ûÜì öìú¯ ÌÇìÁ «ìËÙìçé øèëËèç æú• âìæûìKìë âèðâìøË ÌÇ÷ èæëøìú vÐì÷æì ûÔèk´óíúë óéË ðìðìôìëß åÔìíäèõ ¼è,ì ôëíç øìíë¯

vâÙæìóûÓ ôìíûÔë «Óìæ èû»ú vâÙæìíóë âçÔ_»V ¼íù çìë èæÓæ¯ Íôèå ûéíëë âðÁ«ìíËë èûæè,ì¯ ôìûÔèå ÍÔìíæÈ vÐ» ðúèæ¯ ôìëË åÔìíäèõ öìë âçÔ ðú çìë æú• vö vûí÷ Çìíô çìë¯ øëûçé èçæèå ¼íù ÍÈ Ùåæìëë øèëËèç «Üè@ç ðíúí×¯ ¼: â ¼íù vâÙæìóûÓ-Íë øë ëìûË âí`óìóëéë ß ¼â† ÜWìë ðìðìôìíëë âÓÔ èóíú vâÙæìó èæÓíæì+ë Ûìûâ„Ü æçæ âìrì vøíúí× ÍÈ vÐìíóë ðìðìôìíëÈ «âéÜìë è÷çìíëìðæ «Ûèçë âÓÔ èóíú ëìûíËë ¼ûðìëì è÷í+ë vö ¼éâìðéæ vûóæì• ¼â·t· èûxâú vö ÌæQ ÐËÔçìíûìíóë ¼˜ìë ôíëí×• v¼Ôìíæ È Í ôìíûÔë åÔìíäèõë ë¼øèëËèç Ùíåí×¯ çìÈ vâÙæìóûÓ ÍÔìíæ vô\éú Ùåæì ðíÜß• vô\éú Ûìû ëìûíËë ´óíë Ììçæìó ÜWìë Ìì¼ˆ ¼ûæìÐ çÇì ¼ûìKô Ó[¤í¼ë ÌìÐWìäèæç vûóæì vûìÓ ¼˜ìèëç ðíúí×¯ çìÈ vâÙæìíóë vöÔìíæ vÐ»• v¼Ôìæ vÇíôÈ ëìûíËë äéûíæë åÔìíäèõë ¼÷æì¯ vâÙæìíóë âçÔ ùÛéë vûóæìíûìÓ vÇíô ôëËë¼ ûì Pathos ¼è,ì ôíë¯ Íô Íô ûéëûìT• ô@ôíËë âçÔë øë ëìûíËë ÍôìQ èæÛë ûéëør vâÙæìíóë âçÔ åÔìíäèõë ë¼ øèëËèç Ííæ èóíúí×¯

vöíôìíæì åÔìíäèõë âíçìÈ èæúèçûìó_Í ôìíûÔë Íôèå Åøìóìæ âíæ ôëì ðú¯ «Çâ ¼íù ûéëûìTë âçÔíç ëìûíËë Ììíáø• èûèÓ• Í-Ûû öìë ÜéÜìòÜé èçèæÈ öìíô• "ûO ÌìÜìíç" vö ôìçë çìë vûóæì• ÌÇûì è÷rìàóìë Ìæíöìíùë Å+íë_"ûÇì ùJæì• è«íú"• "†ðíöìí» vóì»é äíæ vô èæí`ó• ¼`óèëÀ èûèÓûíÐ vóèû• ¼èð Í öìçæì¯" Å+íë è÷rìàóì "èæä ôâØíÜ âäìíÜë Üìá¼ôíÜ• âèäÜì Ììèøæ"• ëìäÜáéë Åèk "«ìkíæë ØÜ &ëì ØèÜíû Íøíë¯" »V ¼íùß Üáéíóûé Ìæëø Åèk ôíëí×æ• "«ìkíæë ùèç ôìë ¼ìÓÔ vëìíóÀ ôçôíâë ûÔìÔÔìú ÌìKøá ¼âÇíæ èûÛé»íËë Åèk• "èæä-ôâ-vóìí»• ðìú âäìÈÜì Í ôæô ÜWì ëìäì• âèäÜì Ììøèæ¯"

†éôøëìíË væíâè¼¼ ûì èæúèç «èçèð¤¼ìë vóûé¯ ÌìÓèæô ¼ìèðíçÔ ¼óû• øéëíûÐ• øèëèòèçë «èçô Ü âìæû¼+ìë Ì¼ðìú Ìûòìíô vûìÄìíæì ðú¯ è†ô ÓìëËìú èæúèç Ìøèëíëìó Ô¯ vö «èçôÜ Ìûòìë ¼íà âìæ» èæúç ¼¤†ìâ ôíëß øèëËèçíç äúé ðíç øìíë æì çìÈ èæúèç¯ Í vöæ âìæí»ë èæú·QËìçéç Íô èûxèûÔìæ vöÔìíæ âìæ» ¼ìÓìëË ¹é§Ëôâìr¯

âÓ¼óíæë ëìûíËë âíç èçèæ èæúèçë Pìëì Ììº ìQ¯ óÜ)Ù èæúèç çìíô ÍÈ ôíÒìë ów èóíË×¯ öèóß è÷rìàóì• ëìäÜáé Í âç vøì»Ë ôíëæ æì¯ çìëì ëìûíËë ôçôâíôß óìúé ôíëæ¯ vâÙæìó ûÓ-Íë »V ¼íù ÜWìú «íûÐ ôëìë øë èûÛé»íËë è÷+ vóîûÜ vóÔì èóíÜ ÜáË ûíÜí×• "è÷ëòìúé èô× æíð Í ¼¤¼ìíë¯ Íô öìú Ììë Ììí¼ äùíçë ëèèç"_Í Åèkë âÓ èóíú öì Ùåíç öìíË× çì vö èûèÓë èûÓìæ Íèå ûÄìíç ÷ìßúì ðíúí×¯ Ìîûìë èçèæ vâÙæìóíô ûíÜí×æ• ¾óûìíóíÐ ëíË Ììèâ Ììðìèæ vçìíë¯" Ü¨Ë ôçô vâÙæìóûíÓë øë èûÛé»íËë vÐìíô ¼ìQæì èóíç "èûèÓë èûÓìíæ ûèÓæ Í vöìíÓ Ììèâ• Ìøëìó æíð vçìâìë"_«Ûèç ¼ât ôìäÈ vö èûèÓë èûÓìíæ èæúèQç çìÈ vûìÄìíç v÷íúí×æ¯ âÓ¼óæ vâÙæìó ÷èër ¼è,íç vôìíæì Øìô ëìíÔæèæ¯ çìíô ÌìóÐ æìûô ôíë ùí§í×æ¯ ¼íûìøèë vâÙæìíóë âíçì âðÁ«ìË• èøçÛk• ø-éí«âé• vóÐí«èâô ûéíëë téú öÚìùìíë ÍÈ èæçìQÈ Ì«çÓìèÐç ÌæÓìúÛìíû èæðç ðßúìíôß Ìa èæúèçë èæâäçì ×ì§ì Ìæ vôìæ ûÓìÔì ôëì öìú æì¯ èæúèç ¼,í ðíúí× ëìûíËë "øìíø" Íû¤ çìë «èçèûÓìíæë äæ ëìíâë öºöìrì ß vóûçìíóë »§öíQ¯

49¡10 vâÙæìóûÓôìíûÓë ÷èër èû÷ìë

»V ¼íù ëìâ-ë¨Ë• vâÙæìó-èûÛé»Ë• Ü¨é-âìúì «Ûèç ÷èër ôìûÓ-ûèËç ÷èërlèÜë ¼íà tìÛìèûô ôìëíËÈ ¼ìóÐÓâÜô¯ vâÙæìóûÓ ôìíûÓë ççéú ¼íù «âéÜìë téú û¤Ðíùíëû ûéë&âèðâì «ôìÐ ôíëí× èôQ «èçøá ëìâ÷í\ë «èç Ìæè÷ç ÌûÚì ""èÛÓìëé ëìÙû"" Åèkë âÓ èóíú Øíå Åíòí×¯ âÓ¼óæß Íôèå è÷èÒíç ûíÜí×æ 'I hate Ram and his rabble.'¯ ¼ât ëìâìúíËë èöèæ æìúô çìë ÷èër ôèû èæëíøá óè,íç Ììôíç øìíëæèæ¯ âÓ¼óíæë ëìâ÷\ ûìGèèô ûì ôè+ûìí¼ë ëìâ÷\ æú¯ ûìGèèôë ëìâ Óéë• èòë• ûéë• èæÛéô ûéöÐìÜé øë»¯ ôè+ûìí¼ß v¼ ûéë• èôQ ûìÂìèÜë ÷èër âèðâìú èô×åì vôìâÜ¯ Íèóô vÇíô âÓ¼óíæë ¼è,| PˋP¼WÜ Íû¤ Ìíæôëåì èûøéçÓâé¯ æûâ ¼íù "øírë ¼Áè¹úì" ¼âìÓìë äæ ëìûË âQé ¼ìëËíô ëìâ÷\ ¼ôìíÐ øìèÒíúí×æ ¼ìçèóæ ¼âú v÷íú¯ ëìûË v¼ ¼âú «¼àç "æëôíÜì+â" ëÙôÜâèË vö èûóÓìûèº ûìTûíÜ ÌçÜ äùíç «Ûèç ¼@âìKô èûíÐ»Ë «íúìù ôíë ¼ìçèóæ ¼âú v÷íú væú¯ ëìûË Ììëß ûíÜ• ôé ôáíË ëáóÜøèçë ¼íà æëóÜøèçë èëøÛìíû vóÔì ðíúè×Ü¯ Íë Å+íë ëìâ÷\ß áâìÐéÜ ûéíëë Nóìö èæíú ûíÜí×æ• çìë ó¥íÔ øëâ ó¥èÔç Ìèâ ëìT†ìí¼ vðèë ¼íö ôìë æì èûóíë ´óú• èûøíó Ìøë øë ¼â ââ ôìí×" Í ëìâ÷\ âðÁ• ûÓèkí& ÅyÜ• öÇìÇ ûéë¯ èôQ ççéú ß »V ¼íù ÍÈ ÷èërÈ ¼éâìðéæ óúÜçìë Ììô§¯ ççéú ¼íùß «âéÜìë óçé ëìâ÷í\ë ôíí× Åøèòç ðíú ÜWìú öìßúìë «¼à ÅíGÔ ôëíÜ ëìâ÷\ ûíÜí×æ• "Ìë ââ ëá¥øèç/ vçìâìëì ¼óíÜ ôÜûìÜì• ôÜûÓ• vôìæ Ìøëìíó ¾ûèë-Ûìû Ìì÷èë vçìâìíóë ¼ìíÇÀ" vÐí» ûíÜí×æ "èô «¼ìó• ¼ûóíæ• èóú ÌìèäÀ ¼íÔ Çìô• ÌìÐéûìó ôèë¯" Íiáír ëìâ÷í\ë ûÓèk&• çìë âð&• ¼ítð ÌìÐéûìó ôëìë âíÓ vö Nóìö çì ûéöÐìÜé ûÓèkë øíáÈ ¼@û¯ âÓ¼óíæë ¼í÷çæ ôGæì ëìâ÷í\ë ûÓèkí&ë ÍÈ âðÁ èóôèå vóÔíÜß• ôèûë èæät ·Ûìû-óè,| çìíô Ìæøíç ÷ìèÜç ôíëí×¯ çìÈ ççéú ¼íùÈ èûÛé»Ëíô ûíÜí×æ "óçéë Ììôèç vóèÔ õèëË ´óíú• ëíáìûë öº-¼ìÓ çÓèäæ çÔèæ¯ âÆ vö Ùìâìú• vðæ ûìèÙæéíë¯ ûì »V ¼íù "÷íÜì èØèë¯ øæ¥ vâìëì öìÈ ûæûìí¼/ ûì "æìèð ôìä• èârûë• ¼éçìú Åºìèë¯ èØèë öìÈ ûæûìí¼¯"" ÍÈ ûéöðéæ ôìˆìß ôèûë ëìâ÷\ ¼@øíô øûôèGç "ÙËì"ë ôìëíËÈ ûèËç ðíúí×¯ Ìøëèóíô âìúìíóûèë ¼ìðìÒ èæíú vö èæˋóæéú Åøìíú vâÙæìóíô ûÓ ôëì ðíúí× çì ëìâ÷í\ë ¼«Ð¤¼ ¼âÇæ vøíúí×¯ Í

¼â·t· ÙåæìÈ ëìâìúË-ûèðÛç¯ ôèûë ôGæìú ëìâ÷í\ë vö óûÜè÷+ Íôèå âìæí»ë Ûìûâèç Ììí×• Íèå çìëÈ «èçØÜæ¯ âÓ¼óæ vâÙæìíóë «èç ÌìçûèQô ââ&ûÐç• ëìâ÷\íô ôìèÜâìèÜ: ôíëí×æ¯ øèëûíç vâÙæìóíô ûéëí& âðí+ âðíçì âðéúìæ ôíë çíÜí×æ¯

ëìâìúíËë Ü¨Ë âÜç øë»ôìë-èæÛë¯ vâÙæìóûíÓ vóû-¾óçû-æërì¼ Ìíäú vâÙæìíóë «èçP`Pé ðíúß v¼ ûìGèéô ëìâìúíËë ×ìúì âìr¯ çíû Í ôìíûû v¼ ëìíâë vÇíô ¼è¹ú¯ ëìâ÷í\ë âíçì Ûú-Ûèç ôì^ìú v¼ vÛíÂ øí§ æì• Ì¼â ¼ìðí¼ Ûë ôíë èûøíóë ¼@‡Ôéæ ðßúìë âíçì ûéöû+ì ß Ðèk çìë Ììí×¯ ëìâ÷\ èûø^ vûìÓ ôëíÜ• v¼ çìíô ¼ìð¼ vóú¯ Íôì ûæøíÇ ÜWìú ÷„éâè`óíë öìßúì Ü¨íËë øíá Ìøèëèâç ¼ìð¼ ß vÐìö• ë° ¾Ûëûíô öí° Ììðìæ ôíëí×• óìæûéú Ðèkíô øëì·t· ôíëí×¯ ¼íûìøèë vÛìùèûÜìí¼ «ÜB ôëíç âìúì-¼`óëéíóë v÷,ìíô «èçðç ôíëí×¯ ¼â·t· «íÜìÛæ ß ôìâæìäúé ÍÈ ûs÷ìëé çÜæìðéæ¯ âÓ¼óæ Íèóô vÇíô Ü¨Ëíô vâÙæìíóë vöìùû «èçP`Péëíø è÷èrç ôíëí×æ¯ èôQ Íç¼û ¼í+ß• Ü¨íËë ûéë& ¾ûÛû @ìæ ðíúí×• ¾óûìít· ÐèkÐìÜé ðíú âìúìíóûéë Ììæôíܬ v÷ìíëë âíçì ÜWìú «íûÐ ôíë èæët· vâÙæìóíô ðçûì ôëìú¯ vâÙæìó ûíÜí×æ "èæët· vö Ìèë• æíð ëèÇôÜ «Çì ÌìÜìèçíç çìíë¯" Ü¨Ë Å+íë ûíÜí×æ "âìèë Ìèë øìèë vö vôîÐíÜ"¯ èæët· vâÙæìíóë Ìæíëìó Åíøâì ôíë• ûéëÓâ-èûíëìÓé ÍÈ Ìì÷ëË Ü¨Ëíô ôÜèWç ôíëí×¯ çìë Íçèóíæë ¼â·t· ÷èër vùîëû âðíç ÓèÜ¼ûìÁ ðíúí×¯ èæët· «èçøáíô Ìt·ìÜìç ôëìú Ü¨Ë âæ»ûÓíâë Ìûâìææì ôíëí×æ¯ û·t·ç Ü¨íËë äíú vâÙæìíóë ûéë-vùîëû ¼«èçèVç ôíëí×¯

vâÙæìó ëáôÜíúìRv_âÓ¼óæ-Íë_Favourite Indrajit "ûÓ" æìâô ôìíûûë ûÓû È\èûäúé vâÙæìó¯ èçèæ Í ôìíûûë Ìæûçâ vô\éú ÷èër¯ ûìGèéô ëìâìúíËß èçèæ Ì¼ìÓìëË ûéöûìæ øë»¯ v¼Ôìíæ çìë óì@øçûäéûíæë vôìíæì ×èû væÈ¯ âÓ¼óæ çìë æìúíôë ÷èëír âìæèûô èû·t·ìíëë «íúìáíæÈ Íèóôèåë «èç øìÒíôë âíæìíöìù Ììô»Ë ôíëí×æ¯ âÓ¼óíæë vâÙæìó v«èâô• Úìèç&• qìç& ß vóÐìKíûìíÓ Å!é:• âìçèøçÛk ôçûûøëìúË ûéë¯ èçèæ "ÜWìë øWä-ëèû"• ëìá¼ ôÜ-Ûë¼ì"¯ èæôè@Üì öÚìùìíë ôèûë è«úçâ æìúíôë âçû Ùíåí×¯ È\èäÁ çÔæ• "øíä È,ìóíû èæÛíç"• vôîè»ô ût• vôîè»ô Å+ëéú• ÷`óíæë vØìåì ÛìíÜ• ØÜâìÜì ùíÜ¯" ÍÈ øèûr Ûèâíô ðéæ ÷¹ìíQë âìÓûíâ Ü¨Ë ûÓûÛèâíç ëøìQèëç ôíëí×æ¯ Íç Pìëì È\èäíçë Óâ øëìúËçì «âìëËç ðíúí×¯ èçèæ Ü¨Ëíô ÌìèçíÇú v¼ûì †ðíËë Ììðìæ äìèæíú ûéë ¼ìíä v¼íä Ìì¼ìë Ìæâèç v÷íúí×æ¯ Íç çìë ëË æèéçÚìíæë øèë÷ú øìßúì öìú¯ Ü¨Ë èæët· vâÙæìóíô Ìì¹âíË Åóûç ðíÜ• èçèæ vôì»ìë ÌìÜìíç çìíô âè×ç ôíëæ¯ Ì·t·¼íöë vÐ» óèè: ÍÛìíûÈ «ôìèÐç ðíúí×¯ øèëíÐí» Ü¨íËë Ìt·ìÜìíç ûéíëë vóð ðíúí× áçèûáç_ÜWìë øWäëèû vùÜì Ì·t·ì÷íÜ¯ vâÙæìó ÷èër ¼è,ìíç t·,ìë âíÓû vâÙæìíóë «èç ÍôìQ ÛìíÜìûì¼ìë ¼íà èÐGéë ùÛéë ¼¤öíâë Ì¼ìâìæû vâÜûaæ Ùíåí×¯

Ìèâçûܬ vâÙæìíóë âçû ß ëíáìû¤íÐë øëìÛíûë âíÜ ëìûËìæä èûÛé»Ë¯ ëìâìúíËë èûÛé»Ë øËûìKì¯ ÍÔìíæß v¼ ÓâÛéë¯ øìøé ÛìÈíúë øá çûìù ôíë v¼ ûæäéûíæë ó¥¼ð ô,ìíô téôìë ôíëí×¯ Óìèâôçìë ôìëíËÈ ÌìKéú ûaíóë èû¼äæ èóíç èPÓì ôíëèæ¯ ÅèæÐ Ðçôéú tìíóèÐôçìë óè,ìíç Ìì¹ìQ vóÐíô çûìù ôíë Ìì¹âËôìëéë ¼ðìúçì ôëì èûxì¼Ùìçíôë vóÐí°ìèðçì ûÈ èôÀ vâÙæìó ÍôìëíËÈ èûÛé»Ëíô èæ`óìûìó ôíëí×æ¯

âÓ¼óíæë èûÛé»Ë ™Ó vóÐí°ìðé æú• v¼ ™Ó "Úìèç&• qìç&• äìèç" vô èû¼äæÈ vóúèæ• ëìûíËë ôâØÜ ÈçÔìèó ûíÜ èæíäë øËÔìKìëøèå çíÜ Óíë ðéæ Åí!ÐÔè¼è°ë v÷,ìß ôíëí×¯ èæóìëË è¼¤ðì¼æ vÜìÜøçì çìë ÌQíë ¼: è×Ü¯ çìë ÌQëûì¼æìÈ tí« ëø vøíúí×¯ ëá¥ôÜ ëìäÜ¨é vöæ vóÔì èóíú ûíÜí×_""øìÈèû Ðæð ëìäè¼¤ðì¼æ• ×r ó+ ¼ð çÈ""¯ íë vÇíô vûìÄì öìú• èûÛé»íËë öçÈ Óìèâôçì Çìôô ëìâ÷í\ë èâr ûíÜ øèëè÷ç ðíúß• çìë ÌQíë èæèðç è×Ü ëìäè¼¤ðì¼íæë ôìâæì¯ ¼¤tç ëìâìúíË íë tø,ì ÅíGÔ æì ÇìëíÜß• ûìÜéë Åèkíç íë ÌìÛì¼ Ìí×¯ âÓ¼óæ íóÈ çìë ôìíûð tø,ìçë ôíëí×æ¯

íçÁ¼¼í+ß èûÛé»Ë ÷èëírë Ììíëôèå èóôß t‡ëË ëìÔíç ðíû¯ èûÛé»íËëß vö ´óú è×Ü• ââ&íûìÓ è×Ü_çìë «âìË øìßúì öìú vâÙæìíóë âçðë øë èûÛé»íËë èûÜìíø¯ èûÛé»íËë íÈ èûÜìø• çìë vtðè¼k ´óíúë ×èû Øèåíú çíÜí×¯ tìÇèô,ì vóÐí°ìðé íôèå ûðèkë ´óíúß vö ÌQ¥¼èÜÜ vtíðë «tûË Çìíô çìë øèë÷ú Øíå ÅíÒí×¯ èûÜìøÓ[èæ çìë âìæèûô èÛè+íôÈ èûxì¼íöìùð ôíëí×¯

vâÙæìóûÓ ôìíûð vóûíóûéë Ûèâôìß ¼èûíÐ» Ië&øË¯ ôìíûðë ôìèðæé èæúQíË íóë Ì¼ìâìæð Ìûóìæ Ììí×¯ ëìûË vâÙæìíóë Ûìùð íóë Pìëì øèë÷ìèÜç ðíúí×¯ »V ¼íù tíùë Üáé ß âìúìë Ûèâôì èæëíøá °,ìë æú¯ «Óìæç¥ íëìÈ ¼è¹ú ôÐèÜíûë âç vâÙæìóûÓ ôìûð ¼@ø^ ôèëíúí×¯

Ü¨é íôóì ¼â°çíÜ èæûìè¼çì è×íÜæ¯ âÓ¼óæ ôèGç íÈ vóûé ¼ìùëâpíæë øë tíù èØíë vöíç øìíëæèæ¯ ëìûíËë Ûèkíç ÜWìú ÑxöÜáé ðíú èûëìä ôëí×æ¯ ëìûË ûéíöë Pìëì Óæ¼@øó Ìäæ ôëìú Ü¨é v¼Ôìíæ Óëì èóíúí×æ¯ èôQ èçèæ tíù èûÃûíá &ìëìú èØíë vöíç ÷ìæ• çìÈ ëìûíËë øçæ æì ÙåíÜ vöíç øìëí×æ æì¯ ûéëûìTë øçíæë øë èçæ "«ÛìÌ¼ì"ë ×,íûíÐ «íâìó ÅóÔìíæ ¼¤ûìó èíóú vâÙæìóíô ÜWìú èæíú íí¼ ¾¼æìøíçð ûëË ôëìæ¯ Èèæ Ììûìë ûíÜæ "÷~Üì Ììèâ ×ìè§íç í øëéÝèûóíë ´óú ââ ™èæ èóûì èæèÐÝ«âóì-ôÜ-vëìóæ¯ «èç ùíð ôìíóÝørðéæì âìçì• øèçðéæì ¼çé¯" 'æûâ ¼ù'¯ ëìûíËë ó,èçë äæð èçèæ çìë «èç èûëø• çìÈ ëìûË èæÓíæ ÅíóÔìùé¯ èçèæÈ vóûëìä È\íô vâÙæìíóë ¾¼æìøçð †ðíËë ¼¤ûìó äìèæíú• çìë ûíÓë Åøìú äìæûìë äæð È\ ó@øèçíô øìûçéë ôìí× øìèÒíúí×æ¯ È\íô ûíÜí×æ• æì ðÈíÜ èæâÜ ¼âíðÝëáøèç Ûû ë¼ìçíÜ öìíû¯_í ÌìtðìèçÐöð ™ÓÈ ó,èçèûæìÐ vðç æú• íë vø×íæ ¾ûôí. èØíë è«ú èâÜíæë Ìíôì)áìúß¯ Üáéë íÈ tèûíëìÓé Ìì÷ëË çìÈ ™Ó ôèç-ó,èç æú tìÇ ¼¤èx,ìß ûíå¯

ûÓôìíûðë èPçéú• ø~â ß »V «Ûèç ¼íù âìúìíóûéë ôÇì Ììí×¯ èçèæ vâìèðæé ûì âìúìäìÜ èûtìë ôíë «èçøíáë ôìí× Ìíæô Ùåæì Ìì§ìÜ ôíëí×æ¯ ëìâ÷\ »V ¼íù vóûé âðìâìúì Ìè@ôìë ôìí× Ü¨Ëíô ëáìë äæð «ìÇæì ôíëí×æ¯ vóûé âðìâìúìë Ììíóíð âìúìíóûé vâÙæìóûÓ-íë ¼ðìèúûì Ðèkëíø ôìä ôíëí×æ¯ âìúìë ÌìæôíÜð Ü¨Ë ß èûÛé»Ë ÜWìú «íûÐ ôíëí×¯ âìúìë ×Üæìú È\èäíçë ¼ât ¾óûìt ûðÇ ðíÜ vôì»ìÙìíç Ü¨Ë âÈ×ì vùí×¯ âìúìíóûéëÈ öí- øíë çìë v÷çæì ¼~ìë ðíúí×¯ çìÈ ûÛì öìú vâÙæìóûíÓ âìúìíóûé ¼è¹ú Ûèâôì èæíúí×æ¯ vóûçìÙË ëìûíËë èûëí° »§öQ ôíë âìúìë ¼ìðìíöð ¾óûìt vóßúì vÇíô ¼ât ¼ØÜ Ììíúìäæ vÐí» vâÙæìóíô èæôè@Üì óÙìùìíë èæÓæ ¼@ø^ ôíëí×æ¯ vâÙæìóûÓ ôìíûðë ôìèðæé vÇíô vûÐ vûìÄì öìú âìæ» ß vóûçì íÔìíæ íôìôìë ðíú vùí×¯ çìíóë âìæí»ë âíçì ôìâæì-ûì¼æì-É»ì-v¹ìÓ Ììí× èôQ âìæû÷èëírë âíçì çìíóë vôìíæì ¹âèûôìÐ væÈ¯ ÌÛé,ì è¼è°ë äæð vö-íôìíæì ôìäÈ çìíóë øíá ¼@û¯ çìíóë vôÅ âìæû÷èëírë âð+ß øìúèæ¯

ÌæÐéÜæé_3

æéí÷ë «xIèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 61 øVìë Å+ë ¼¤íôíçë ¼íà èâèÜíú èææ¯ «íúìäíæ âÜøìÔ 49¿11 Íû¤ 49¿12 Ììíëôûìë ø§æ¯

1’ **ÐæÖòìæ øëË ôëæ¯**

ô’ âÜ ëìâìúíË __________ __________ vçâæ __________ æì ðíÜß __________ Íë Ië& ¼âèÓô¯

Ô’ èæôè@Üì vÔìíæì __________ æú• æéÜ vâíÙë âíçì __________• __________ ûíÜí×æ “ûåûáçÜì” vöÔìíæ Ü¨Ë èæèá : __________ vâÙæìíóë âçÖ¯

ù’ âÓ¼óæ __________ ÌÜ¤ôìëÐìt-¼@‡ç ëéèçíô †ðË ôíëß __________ ôìûÖ ¼ìèðíçÖë __________ èô× æçæ& Ííæí×æ• Ììë Ííæí×æ èô× __________¯

Ù’ vâÙæìóûíÓ __________ ëí¼ë ¼íà __________ ëí¼ë __________ Ùíåí×¯

Â’ óçâíÔ __________ âçÖ ¼¤ûìó ™íæ __________ __________ ðìðìôìë ôíëí×æ• çìëøëÈ __________ __________ “t·B ðÈÜ __________¯”

2’ **¼èÒô Å+íë èåô ‘√’ è÷ÿ èóæ¯**

ô’ Ü¨Ë ÷èër øèëôGæìú_
1¯ ûìGšèèôë «Ûìû Ììí×
2¯ ôè+ûìí¼ë «Ûìû Ììí×
3¯ øìfìçÖ «Ûìû Ììí×

Ô’ vâÙæìóûÓ ôìûÖ ÜWìë_
1¯ Ñxíöë è÷r èûíÐ»
2¯ Ó[¤í¼ì˜šÔ è÷r èûíÐ»
3¯ öº è÷r èûíÐ»¯

ù’ âÓ¼óæ óí+ë vxV ôìûÖ_
1¯ ûéëìàæì
2¯ vâÙæìóûÓ
3¯ ÷çóÐøóé ôèûçìûÜé

Ù’ »V ¼íùë vô\éú ÷èër_
1¯ ëìûË
2¯ vâÙæìó
3¯ Ü¨Ë

3’ vâÙæìóûÒ ôìíûÖë »V ¼íùë ôìèðææéûæÒìí¼ vâîèÜôçì ¼@øíô 50 Ðíjë âíÓÖ ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

4’ »V ¼íùë øìfìçÖ «Ûìèûç Ì¤ÐlèÜë øèë÷ú èóæ¯

5’ »V ¼íù ûèËç vâÙæìíóë vÐîöûéíöë øèë÷ú èóæ¯

6’ Ü¨é ß âìúìíóûé »V ¼íùë âÜ ÷ìèÜôìÐèk¯_Í ¼@øíô Ììøæìë ÌèÛâç èÜÔæ¯

7’ Ü¨Ë ÷èër øèëÔGæìú ûìGéèô ëìâìúíËë Ìæ¼ëË ôçåô• ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

49¿11 vâÙæìóûÓ ôìûÖ ‘»V ¼ù’ ¥ Ûì»ì• ×`ó• ÌÜ¤ôìë

«ì÷Ö ß øìfìçÖ ÌìÜ¤ôìèëôëì âðìôìíûÖë Ûìû-ëí¼ë ¼íà çìë Ûì»ì-×`ó-ÌÜ¤ôìë èæíúß vÛíûí×æ¯ Íë èû»úûtâ ÷èër ôGæì• Ûìû ß ë¼ ¼âtÈ lëù@éë¯ çìÈ âðìôìíûÖë ßäètçì• èûÐìÜçì ß èûtèç¯ ØíÜ âðìôìíûÖë ôGæìú Íôèå Ì¼ìâìæÖ ¼â`èç• Ûì»ìú Íôèå ÌææÖ ¾ûèÐ,Ö Çìíô_v¼Ôìíæ «ìÓìæÖ øìú ßíäìlË¯ ÌÖìèëíŠìåÜ âðìôìíûÖë Ûìû ß ûì»ìú Ñxö ß ëì¼èôlË èûèÐ, õÖìôèåèÜô “vðRìèâåìë” ûì Í äìçéú ×`ó ûÖûðìë ¼âÇæ ôíëí×æ¯ èûxæìÇ lëù@éë èû»íúë ÌûçìëËìë ¼íà ÍôÈ «ôìíëë ùì@éöøË ×`ó ûÖûðìíëë ôÇì ûíÜí×æ• vôûÜ ¼íùë vÐí» ÌæÖ øóÖ×`ó Ìæíâìóæ ôíëí×æ¯

vöíðç Ûì»ì Ûìíûë ûìðæ• ôèû Ûì»ìë Ììxíúè Ûìûíô «ôìÐ ôíëæ¯ ÌìÜ¤ôìèëôëìß ûíÜí×æ• Ûìíûë ¼íà Ûì»ìë øìûçéøëíâxë ¼@øô¯ çìÈ vâÙæìóûÓ ôìíûÖë Ûì»ìú ß ûËæìú âðìôìíûÖìè÷ç ßäètçì• ùì@éö ß èûtèçë øèë÷ú øìßúì öìú¯ Íë Ûì»ì ¼@øó vö vôìíæì øìÒíôë ôìí× èûtíúë òÜ¯ tç¥t]ç âðìôìíûÖë ôèûë âíçì âÓ¼óæß çìë ôìûÖ ¼,! ÷èëírë ûÖèk ¾ûèÐ,Ö Øèåíú çÜíç ôçôlèÜ èûíÐ» èûíÐ»Ë ûÖûðìë ôíëí×æ¯ vöâæ Ü¨Ë_¼çé¼éârìør• v¼ìèâèr vôÐéé• ëìâìæä• ëìâûìæä• v¼ìèâèr ÛéâûìT Ü¨Ë¯ ëìâ÷_¼éçìæìÇ ëìÙû• ëìÙíû\\• ëÙûë• ëÙôÜâèË• ¾ûíóðéøèç• ¾ûíóðéæìÇ• vóûôÜé«ú• óÐëÇìKä¯ vâÙæìó_ëìûèË• óÐìææìKä• È\\èäÁ «Ûèç¯ ÍÛìíû èûíÐ»Ë Îº Ûì»ì ûÖûðìë ôíë âÓ¼óæ ûËæìú ¼âèº Íæí×æ¯ Ììûìë Ðj èæûì÷íæß èçèæ ûËæìú ßäètçìë «íúìäíæ lëù@éë ß Ììøáìôç Ì«÷èÜç Ðj «íúìäæìæöìúé ûÖûðìë ôíëí×æ¯ ¼¤tç ôìíûÖ ¼éa¼âìæ ûTÜ Ûì»ì ûÖûðìë ôíë vö ßíäìlË èæíú Ìì¼ì ðç• ÍôìíÜ v¼èå Ì«íúìäæéú èûíû÷æìú âÓ¼óæ çìíô öÇì¼@û ûäæ ôíëí×æ• øèëûíç Ó[èæùì@éö ¼è,lë äæÖ ökûÖJæ ß Ì«÷èÜç ÌìèÛÓìèæô Ðj ûÖûðìë ôíëí×æ¯ vöâæ_“öìó¥øèçíëìÓ¥ öÇì ÷íÜìèâ-ÌìÙìíç”¯ èô¤ûì “Åè§Ü ôÜ@ôÜ âÜ@ì ÌìôìíÐ¯” Í ÓëíËë xó ûÖûðìíë çìë «èçÛìë vâîèÜôçìë øèë÷ú øìßúì öìú¯ Ììëß Íôéôô vÇíô vâÙæìóûíÓë Ûì»ì ÅíGÔíöìùÖ¯ Ûìëç÷\\ vöâæ Íôóì çÁ¼â Ðíjë ¼íà Ó[æÖìKô Ðj ûÖûðìë ôíë Ûì»ìú ùèç ¼~ìë ôíëè×íÜæ• âÓ¼óæ• çÁ¼â Ðíjë ¼íà “óìèøí×• “èæûéèëíû”• “Ììxì¼èÜì” «Ûèç æìâÓìç Íû¤ vÜìôìúç Ðj ‘öÇì• “äìÛìÜ ÛìèÂ’ ûÖûðìë ôíë v¼È ùèç Íæí×æ¯ Íéóô vÇíô vâÙæìóûíÓë Ûì»ì èô× rèå öÇì lë÷wìèÜ ‘Ä§ìôìíë” “ØÜóÜ èóúì”¯ ûÖìôëíË ó,! ‘èÐíëìøèë• “«ØèGç”• ùìúôé’ Ðj ûÖûðìë ¼í+ß ûì¤Üì ¼ìèðíçÖ ÌèÛæû& óìèû ôëíç øìíë¯

âÓ¼óæ ûì¤Üì ôìíûö Ìèârìáë ×í`óë «ûçô¯ ûéëë¼«Óìæ ôìûôÛì»ìë «íúìäíæ È¤íëèä Biank Verse-Íë ×í`óìëéèç ûì¤Üìë ÷çóÐ âìrìë øúìíëë 'èâxûí+ë' ôìÒìíâìú øíë èâÜðéæ «ûìðâìæ øúìë ûì Ìèârìáë ×`ó ë÷æì ôíëæ¯ vöíðç ôèûçìú Ûìíûë Ië& vûèÐ• çìÈ âÓ¼óæ ×í`óë ûaæóÐì vÙì÷ìíç øÂèk ÌíQ öèç øìç vÇíô Ûìûíô âèk èóíÜæ¯ ûaæóÐì vÇíô âk ÍÈ ÛìûëìèÐ t‡×í`ó «ûìèðç ðûìë ¼íöìù vøÜ¯ ÌÇìÁ øÂèk vÐí» v×ó Ìië ÌìûèÐôô ëÈÜ æì_øÂèk vÇíô øÂèk ¹íâ Ììøæ vûíù ÷Üíç ¼áâ ðÜ• vöÔìíæ «íúìäæ v¼Ôìíæ Çìâûìë ¼íöìù ðÜ¯ Íë ØíÜ Ììå ß ×ú âìrìë øë èæúèâç öèç ø§ìú vö ÍôíÙíúèâ ¾çèë ðíúè×Ü çì Ììë ëÈÜ æì¯ æìæì ×ír• æìæì äìúùìú öèç øìíçë ØíÜ ôìíûöë ùèçíç ¾ûè÷rô ÍÜ¯ èû‧tèç ß ¾ûè÷rô âðìôìíûöë øíá Åøíöìùé¯ Ûìíûë ÍÈ vö ¼É×`ó «ûðâìæçì ÍèåÈ Ìèârìáë ×í`óë «Óìæçâ ¾ûèÐ,ö_âÓ¼óæ «ûèçç øÂèkë ÌíQ èâÜ ðéæçì ûì Ìèâr Ìáë&È Ìèârìáë ×í`ó Íôâìr ¾ûèÐ,ö æú¯ «íûìÓ÷\ v¼æ Ííô Ìèârìáë ×`ó æì ûíÜ «ûðâìæ ×`ó ûíÜæ¯ øúìíëë vöâæ óèå vÛó 8 ß 6 âìrìë øúìë Íû¤ 10 ß 8 âìrìë• âðìøúìë «ûðâìæ ×í`óë óèå «Óìæ Ûìù¯ «ûðâìæ ÷çóÐâìèrô ß «ûðâìæ Ì,ìóÐâìèrô ×`ó¯ ëûé\æìÇ ÍÈ óÈ ¾ûèÐ,öök ôèûçìú èâÜ ök ôíë ¼èâÜ «ûðâìæ ûì äèåÜ «ûðâìæ øúìë ë÷æì ôíëí×æ¯ vöâæ_âÓ¼óæ ëè÷ç ÌèâÜ «ûðâìæ øúìë ¥

«âéÜìë ûìíâçë æúæ æìè÷Ü¯
ÌìKèût‡èçíç• ðìú• Ìôt‡ìÁ ¼çé
âè×Üì è¼`óëèû`ó ¼`óë ÜÜìíå¯
âè×Üì ëìáí¼\ìËé âí`óìóëé vóûé
Ìì÷è@íç¯ '»V ¼ù• vâÙæìóûÓ ôìûô'

ëûé\æìÇ ëè÷ç ¼èâÜ «ûðâìæ øúìë ¥

ôèûûë ôíû vÔìæ èû‧tç ûëí»
vÔìæ øËö Ìì»ìíÆë «Çâ èóûí¼
èÜíÔè×íÜ vâÙóç¯ vâÙâ\ vxìô
èûíxë èûëðé öç ¼ôíÜë vÐìô
ëìèÔúìí× Ììøæ ÌìÓìë ‧tíë ‧tíë
¼Ùæ ¼¤ùéç âìíÄ øJéÛç ôíë¯ 'vâÙóç• âìæ¼é'¯

«ì÷ö ÌìÜ¤ôìèëô Ìì÷ìö ûìâíææë âíç ôìíûöë †ðË vöìùöçì çìë ÌÜ¤ôìë «íúìíù¯ ÌÜ¤ôìíëÈ ôìíûöë v¼í`óö¯ Ìì÷ìö ó„é ß ôìíûöë vÐìÛìôë ÓâíôÈ ÌÜ¤ôìë ûíÜí×æ¯ ÍÈ ÌÜ¤ôìë Ðjèå óèå ÌíÇ ûöèJç ðíúí×_1' ÌÜ¤ôìë ôìûöíóíðë v¼í`óö ûèº ôíë• 2' ÌÜ¤ôìë ôìûöíóíðë ÌÇ ¼ìâÇö ûì§ìú¯ Í vÇíô vûìÄì öìú ÌÜ¤ôìë ôìûö vóíðë ß Ûìíûë v¼í`óö èûÔìúô¯ ôìûö vóð Ûìûæì vÇíô Ðj èæÛë ß "Ûìû" vÇíô ÌÇèæÛë ÌÜ¤ôìë ÌÇìÁ ÐjìÜ¤ôìë 'ÌÇìÁ Ó[èæë ÌÜ¤ôìë' ß ÌÇìÜ¤ôìíëë ÓìëËì ¼è,ì ðíúí×¯ ÅÛíúëÈ Üáö ôìíûöë v¼í`óö ûèº¯ vâÙæìóûíÓ Íë ûöìøô ûöûðìë Ììí×¯ «¼àç¥ »V ¼íù ôíúôèå ÐjìÜ¤ôìë ß ÌÇìÜ¤ôìíëë «¼à ÌìíÜì÷æì ôëì öìú¯

âÓ¼óíæë "vâÙæìóûÓ ôìûÓ" «ì÷Ó ÌìÓìíë• øìfìíçÓ ÌìóíÐ øèëôèGç ¼ìèðèçÓô âðìôìûÓ¯ vðìâìë• åÓìí¼ì• óìíQ• èâ^åíæë ôìûÓóíÐë ¼íà ôìèÜóì¼• âìÙ• Ûìèëû çìë ôìûÓìóÐíô «Ûìèûç ß ÅíPèäç ôíëí×¯ è†ô âðìôìíûÓ ÌÜ¤ôìë «íúìù èûíÐ»ç¥ Åøâìë ûÓûðìë ÅíGÔíóìùÓÛìíû «ìÓìæÓ vøíúí×¯ vðìâìë ÌÓìèÔèÜ¼• vð=ë-Íë ¼âìðæ ûÓèk& Íû¤ èûÐìÜçìë ÌæÛû Øèåíú çÜíç ÍôìèÓô Åøâìë Ììxú èæíúí×æ¯ vðìâìíëë Åøâìíùîëû ¼«è¼º öìë øèë÷ú ""vðìíâìèëô è¼èâèÜ""¯ ÍÈ ÅøâìIèÜ óèÙ öìë âÓÓ èóíú âðìôìèûÓô èûÐìÜçì ß èû·tèçë Ûìû «ôìÐ ôëì ðíúí×¯ vâÙæìóûíÓ Íë «íúìù «ì÷ö Ììí×¯

âÓ¼óíæë "âðìùéç" vö "âÓ÷¹" ë÷æì ôíëí× çìë âÓ øìæ ôíë "vùì§äæ" øèëç : ß Ììæ`ó ÌæÛû ôíëí×æ¯ Í ôìíûÓë Ó[æÓèk• Ìæ«ì¼ «Ûèç Ó[èæ «Óìæ ÌÜWìë «ìú «èçèå øÂèkíç øìßúì öìú¯ "Ìè¼ë ÄæÄèæ"• ôì˜æ ô˜ô èûÛì"• æéëû ëûìë• ûéËì• ¼ëä• âëÜé" ß ôâÜìÜíú• ôâÜ-Ìì¼íæÝûí¼æ ôâÜìäúé '1â ¼ù• Ìæ«ì¼' ¼ÐW ÜíWÐ Ðë• t‡èëÜì ÐWíë '»V ¼ù' ûì ÜWìë øWä ëèû vôÜì Ì·tì÷íÜÝ'»V ¼ù' «Ûèç û+ìæ«ì¼-Íë ûÓûðìë ôìíûÓ Ì¼ìÓìèË Ó[èæâìÓö ¼è,ì ôíëí×¯

ÐjìÜ¤ôìíëë vÇíô ÌÇìÜ¤ôìë ùÒíæ ôèûë ûÓèkâæ ÌèÓôçë è¹úìÐèÜ ðßúìú• ôìíûÓë ëøôG¼è,ìíç ôèû âìæí¼ë ¼tø,ì ×ì§ì øí§í×¯ ÌÜ¤ôìë «íúìíù èûíÐ»ç "vðìíâìèëô è¼èâèÜ" ûì âðìôìèûÓô Åøâì ûÓûðìíë âÓ¼óæ ûì¤Üì ôìíûÓ Ìæ挤 «èçÛìë øèë÷ú èóíúí×æ¯ ÜWìë øèë÷ú èóíç "ôì˜æ-v¼ìÓ èôëééåæé" ûì "ðéëì÷§ èÐû vóûùð" «Ûèç ÅóìðëË èðí¼íû ÅíGÔ ôëì öìú¯ çìë "Åøâì" ÌÜ¤ôìíë ûÓûðìíë ûä• èûäúì «¼à Íí¼í×¯ vöâæ ¥

âìçíôìíÜ èæºìú ôìèóÜìÝèÐ™ôÜ Ììçæìíó• ôìèóÜì vöâèçÝ

ûíä ûäôÜ èÐ™ öíû ÐÓìâäèËÝÌìÓìèë vö ûäøë• vùÜì âÓøíë¯"" '»V ¼ù'

û·tèûx ¼@øíô ¼óìäì†ç v÷çæì Åøâì èðí¼íû çìë ôìûÓ äùíçß æìæì Ûìíû ß ëíø «èçØèÜç ðíúí×¯ vöâæ• ""çëë vôìåíë ëìíÔ ÐìûíÔ vöâèç øìÔé¯"" 'è÷rìàóìë Åèk_1â ¼ù'• èæóìíÙ vöâèçÝØÜÐæÓ ûæòÜé• äæÐæÓ æóéÝ• ûëíä ¼äìë øèÐ ûìëÈë öÇì è×^ èÛ^ ôíë çìíë" '1â ¼ù'_«Ûèçíç Åøâì ûÓûðìíë ôèûë «ôèç «èèç ß t·íóÐìæëìù «ôìÐ ðíúí×¯ «Çâ ¼íùë "vÐìíôëô Ä§ ûèðÜ ¼Ûìíç¯" ûì »V ¼íùë_"vôâíæ øìÒìÈ vçìíë v¼ ¼ø èûûíë «ìËìèÓô_ëøô ÌÜ¤ôìíëë vöâæ• vçâèæ "ôâèÜæé ôÛ vØìíå èô ¼èÜíÜ• øèWÜÀ" ôìô ûí¹ìèkë ÅyÜ ó,ìQ¯

ÌæÐéÜæé_4

æéí÷ë «xIèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 61 øVìë Å+ë ¼¤íôíçë ¼íà èâèÜíú vóÔæ¯

1' ÐæÓòìæ øëË ôëæ¯

ô' âðìôìíûÓ Çìíô _____ èûÐìÜçì ß _____¯ ØíÜ âðìôìíûÓë _____ Íôèå Ì¼ìâìæÓ _____• _____ Íôèå ÌææÓ ¼ûèÐ,ìÓ Çìíô¯

Ô’ ûéë ë¼«Óìæ _____ «íúìäíæ È¤íëèä _____ _____ Íë ×í`óìëéèç ûì¤Üìë _____ øúìíëë ‘èâxûí+ë’ _____ øíë èâÜðéæ _____ _____ ûì Ìèârìáë ×`ó ë÷æì ôíëæ¯

ù’ vðìâìë _____ _____ Íë _____ ûèk& Íû¤ _____ ÌæÛû Øèåíú çÜíç ÍôìèÓô _____ Ììxú èæíúí×æ¯ vðìâìíëë _____ ¼«è¼º• öìë øèë÷ú _____ _____¯

Ù’ âÓ¼óíæë _____ vö _____ ë÷æì ôíëí×• çìë _____ øìæ ôíë _____ _____ ß Ììæ`ó ÌæÛû ôíëí×æ¯

2’ «èçèå ÌÜ¤ôìíëë óèå ôíë ÅóìðëË èóæ ¥ Ó[æèk• û+ìæ«ì¼• ëøô¯

3’ âÓ¼óæ ÅøâìÎº Ûì»ì ûûðìë ôíë ûËæìú ¼âèº Ííæí×æ¯ èçæèå ÅóìðëË èóæ¯

4’ âÓ¼óæ Ó[èæùì@éö ¼è,ë äæ öküJæ ß Ì«÷èÜç ÌìèÛÓìèæô Ðj ûûðìë ôíëí×æ¯ øì÷èå ÅóìðëË èóæ¯

5’ «íûìÓ÷\ v¼æ Ìèârìáë ×`ó æì ûíÜ ûíÜæ «ûðâìæ øúìë ×`ó¯ Í ¼@øíô «íûìÓ÷í\ë öèkèå ûèÄíú èóæ¯

6’ øúìë ß âðìøúìíëë âíÓ øìÇôèå 5èå ûìíô ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

7’ ÌèâÜ ß ¼èâÜ «ûðâìæ ûÜíç ôé vûìíÄæ¯ Í óèåë ¾ûèÐ, 5èå ûìíô ûìÔì ôëæ¯

49¿12 ¼¤èá : ¼ìë

âÓ¼óæ ó+ öíÐìíëë ¼ìùëóì§ †ìíâ ä^†ðË ôíëæ¯ ûìûì ëìäæìëìúË• âì äìÿûé¯ v¼Ôìíæ ¾ÐÐû Ìèçûìèðç ôíë• ¾ôíÐìíë ôÜôìçìú èð`ó ß èûÐø¼ ôíÜíä vÜÔìø§ì vÐíÔæ¯ Í ¼âú vÇíôÈ ôìû ë÷æìú ðìíçÔè§¯ èûÜìç öìßúìë ÍôìQ Ìì†ð ß ûìûì âìë èÒô ôíë vóßúì èûíú Í§ìíç ÌìôètÔÛìíû èÔšÓâ †ðË ôíëæ¯ èÐáôçì ß ¼ì¤èûèóôìç ¼ír âì°ìä öìæ• v¼ÔìíæÈ ûèk&¼@ø^ì æìëé vëíûôì âì=ìèÛ¼íô èûíú ôíëæ¯ øíë vðæèëíúåìíô èûíú ôíëæ¯ 1856 vç ôÜôìçì èØíë ôÜôìçìú øèÜÐ vôìíå ÷ìôèë vææ¯ 1862 vç ûìèëšìèë ø§íç èûÜìç öìæ• øìÐ ôíë vØíëæ 1867-vç¯ ¼ìèðç ë÷æì ÐèâVì ‘1859’• ûéëìàæì ‘1862’¯ èûÜìíç ÇìôìôìíÜ ÷çóÐøóé ôèûçìûÜé• vÐí» vð=ë ûÓ ß âìúìôìææ ×ì§ìß èô× Ì¼@øË ë÷æì Ììí×¯

vâÙæìóûÓ ôìíûë »V ¼ù ÍÈ Íôíôë âÜ øìÒ èû»ú¯ Ü¨Ë ôçô ¾óûìít ¼èyç ðíú È\èäÁ vâÙæìóíô ûÓ ÍÈ ôìíûë vö «Óìæ Åøäéû• çì-È Í ¼íùë èû»úût¯ ûéëûìTë âç È\èäíçë ¾¼æìøç †ðË• tíù vóûçìíóë ÷¹ìQ• âðìíóíûë ÌìæôÜ Ììóìú• âìúì «Ûìíû ¾óûìt èæíú ëìâ÷í\ë èÐèûíë vøíí× vóßúìë øë Ü¨Ë ôçô ôìøëí»ë âç èæët È\èäÁ ðçì• Í ¼û vóûçìíóë âìúìú ¼@û ðíúí×¯ âíÓ ççéú ¼íù «âéÜì-È\èäÁ «¼íàë ÌûçìëËì ôíë È\èäíçë «èç âìæèûô âèðâì Ììíëìø ôíë çìë âçíô ÌèÓôçë åìèäô ôëì ðíúí×¯ ÷çÇ ¼ù ¼éçìë âÔ èóíú øûûçé Ùåæì-èûûèçë âÓ èóíú ëìûíËë

çÇì ëìá¼ôíÜë èûøöúíô «ìkíæë ëø ûíÜ vÙì»Ëì ôëì ðíúí×¯ «Çâ vÇíô »V ¼ù çìÈ Í ôìíûôë Ðé»• çìë øíë èçææå ¼íùë ¼ìðìíöô ôìíûôë øèëËèç åìæì ðíúí×¯

ÍÈ ¼ùèå øìíÓë äæôÈ âðìôìíûôë tëø ß ¾ûè÷rô ¼@øíô ÓìëËì èæíú ¼ùèåë âíÓô âðìôìíûôë ¼ìÓìëË ¾ûèÐí,ôë vö ¼ìÓìëË øèë÷ú Øíå ÅíÒí×• çì Ììí Üì÷æì ôëì ðíúí×¯ âðìôìíûôë ÅøÒìøæìú û·tèæVì ß ÷âÁôìèë& ¼è,ìë äæô èô× ÌíÜîèôô& Ììæì ðú_»V ¼íùë øèëôGæìú çì Ììí×¯ èûíÐ»ç vâÙæìóèæÓíæë øûâðíç Íâæ óíÐôë ÌûçìëËì Ìæôçâ¯ vâÙæìóûÓ vöíðç Í ¼íùë «Óìæ èû»ú• çìÈ ¼íùë æìâôëË ôëì ðíúí× "ûÓ¥"¯ âðìôìíûôë ¾ûè÷rô Ììí Üì÷æì «¼íà «Óìæç¥ óÓëíæë öÇì öù¼è˜ç ôìèðæéíô èæíú t·ç¥t]·ç âðìôìíûôë v«ëËìú ¼ìèðèçôô «ùìí¼ ëè÷ç "¼ìèðèçôô âðìôìûô" çÁ¼ð ÜÙ èû»ú èæíú èû°øìKô ûôà âðìôìûô ë÷æì ôëì ðíúí×¯ âÓ¼óíæë ¼ìèðçô «ùì¼ äìç vâÙæìóûÓ ôìíûôë ÌìóíÐ vðâ÷\ ûr¼¤ðìë• æûéæ÷\ ¾ëûçô-ôëíár «Ûì¼-rúé âðìôìûô ë÷æì ôíëæ¯ vÐí» óäæ¼ð øëûçé âðìôìûô ë÷æì«ùì¼ âÓ¼óíæë ôìûôíô Ìèç¹â ôëíç øìíëèæ¯

vâÙæìóûíÓ ôèûë ¼ðìæÛèç ëìâ Ü¨íËë øèëûíç ëìûË-vâÙæìíóë ßøëÈ ¼âèÓô¯ vðìâìë-Ûìèáíüë ôìûô ß çìèâÜ ô@æ ëìâìúíËë Í ûôìøìíë èûíÐ» «Ûìû Ììí×¯ Í ×ì§ìß ôìèðæé èûæôì¼• ÷èër ß è÷rôG ×`ó ß ÌÜ¤ôìë «íúìíù èâ^åæ• vÐèÜ• ôìèÜóì¼ âìÙ-ÛìëèûÛûÛèçë «Ûìû Èç·t·ç Ììí×¯ Í ôìíûôë Ìàéë¼ ûéë ðíÜß ÌQ¥¼èÜÜì ôëËëí¼ë «t·ûæ Ììí×¯ ÌûÐô Í ¼@øíô Ìæôâçß Ììí×¯ »V ¼íù vâÙæìó ûÓ ðíÜß vóûçìíóë ÷¹ìQ• Ü¨íËë ôìøë»çìíô ×ìèøíú ÅíÒí× vâÙæìíóë Ì¼â ¼ìðè¼ôçì ß «çôáíô ûéëí&ë ¼íà âíÔìâèÔ ðßúìë øèë÷íú¯

øìfìçô âíç vâÙæìóûíÓë ë¼øèëËèç åôìèäô¯ vâÙæìó-Íë ûÓ âìæèûô vûóæìú Î°¯ Íôèå ûéíëë Ìæôìú âçô vÐìíôë ôìëËô ¼è,ì ôíëí×¯ vÐìôèû° ëìûË vóíÔí×æ "Íîô Íîô èæèÛí× vóÅèå"¯ ÅøÜèB ôíëí×æ ÜWìë Ìèæûìö Ó[¤¼¯ ëìûíËë ÍÈ Ì¼ðìú vûóæì ûôèk´óíúë ðìðìôìë-È åôìíäèõë ë¼øèëËèç¯ vâÙæìíóë âçô v¼È øëøèëËèçíô ëèJç ôíëí×¯

èæúèçûìó Í ôìíûôë Ìæôçâ Åøìóìæ¯ ëìûË ûíÜí×æ "èûèÓ ûìâ" ëìäÜ~é ûíÜí×æ• "«ìkíæë ØÜ"¯ èô·Q vâÙæìíóë ÌæôìúÛìíû Ì«çôìèÐç âçô• Ìa èæúèç èæâäçì ×ì§ì ûôìÓôì ôëì öìú æì¯

vâÙæìóûÓ ôìíûô âÓ¼óæ ëìâ-Ü¨íËë øèëûíç ëìûË-vâÙæìíóë «èç ¼ðìæÛèçÐéÜ¯ vÐí»ìkíóëÈ èçèæ Í ôìíûôë «Óìæ Ììô»ËòÜ ôíëí×æ¯ ëìâ÷í\ë Ìíæô âð& Çìôì ¼í+ß vâÙæìíóë «èç ÌìçôèQô ââçìûÐç ôìèÜâìèÜ: ôíëí×æ¯ Ìæëíø Ü¨íËë Ìøèëíâú ¼ìð¼ ÷èërûÜ• ¾Óö• ¼¤öâ• ¼èðÃçì• çôìù Çìôì ¼í+ß ¾óûìít· ÐèkÐìÜé ðíúß ôìøëí»ë âíçì vâÙæìóíô ûÓ ôíëí×¯ ûéëÓíâë ™Ó æú• âæ»ôÓíâë Ìûâìææì• vâÙæìíóë ûéëíÙîëûíôÈ «èçèVç ôíëí×¯

vâÙæìó âÓ¼óíæë Favourite Indrajit Ü¨íËë ôìøëí»ìè÷ç Ìì÷ëíËë äæôÈ »V ¼íù ÜWìë øWäèû Ììëß ÅyÜ ðíúí×¯

èûÛé»Ë ™Óâìr vóÐí°ìðé æú• çìëß vö Íôèå óûÜ ´óú Ììí× v¼èå Øíåí× vâÙæìíóë âçöë øë çìë èûÜìíø¯ èûÛé»íËë èûÜìø Íôèå vtðë¼è¼k ´óíúë èûÜìø¯

Í ôìíûöë vóûíóûéë É»ìíP»øëìúË¯ vâÙæìóûÓ ß ëìûËíô èçíÜ èçíÜ Ó[¤¼ ôëìë äæö ðéæ ô÷¹é âìæí»ë âç vôìíæì ÷¹ìQíôÈ ûìó vóæèæ¯ çìëì ¾óûìt ¼ëûëìð ôíëÈ áìQ ðæèæ¯ âìúìë ¼ìðìíóö ¼ûìë v÷ìíÔë Ìì§ìíÜ• «èçøíáë ÐèkðëË ôíë• Ì tìÙìíç ääèæëç ôíë èæðç ðíúí×¯ ôìâæì-ûì¼æì-É»ì-v¹ìÓ èæíú vóûçì ß âìæ» ÍÔìíæ Íôìôìë ðíú vùí×¯

vâÙæìóûÓ ôìíûöë Ûì»ì âðìôìíûöë Ûìûë¼ Øèåíú vçìÙìë äæö Iëù@éë çÁ¼â• ök ûöJæ• Ó[èæ v¼ì¼íâöë äæö ÌÜWç¯ ×`ó ùèçÐéÜ• «ûðâìæ øúìë ÌÜ¤ôìë Åøâìë ûìTÜö Ó[æöèk Ìæ«ìí¼ë ¼íà Åøâì vðìíâìëéú Åøâì ëøô «Ûèç Ðjìܤôìë ß ÌÇìܤôìíë ¼âº¯

49¿13 Å+ëâìÜì

ÌæÐéÜæé_1

1¯ ô’ ôìÜìè†• óìûìè†• ûæëìèä• ûìú¼Ôì¯

Ô’ èûÛé»Ë• èûÛé»Ë• ø,ø• â à Üûìäæì• Ìœëì• äúëíû¯

ù’ 25 äìæúìèë• äæ 1873¯

Ù’ ûöèk&¼@ø^• vëíûôì• ÌìKèæíûóæ• vðæèëíúåì¯

Â’ 1860• “ÍíôÈ èô ûíÜ ¼ÛöçìÀ” “ûí§ì ÐìèÜíôë Ùìí§ vëì”• “ø,ìûçé”¯

2¯ ô’ 1843• Ô’ 1862• ù’ èûÐø¼ ôíÜä• Ù’ âìúìôìææ¯

3¯ âðì¼ø• Ôìíø• è¼k ôèëÜ• vâÙìE×^• Ìè†• Ìè†• ÷úæ ôèëúì ‘çèÜúì’• ¼ìø• ôôÐ• v¼æì• ÌÜ¤ôìë• Óæô¯

4¯ ûìèóÍ ___ ûìäæì• ôìóè@æé ___ vâÙâìÜì• t`ó ___ ôìèçíôú• èóèû\ ___ vóûëìä È\• æ¹ ___ ôâéë• Ìæìú ___ äìÜ• Ììðíû ___ ¼¤†ìíâ• öíº/ äéâíç\ ___ vâÙëìä/ Ìì¼ìë ___ ûè,ì• Ðjûìðô ___ ÌìôìÐ¯

5¯ ô’ 49¿6 Ì¤íÐë ûöìÔöì-èûíx»Ë Ì¤Ðèå vóÔæ¯

Ô’ èûëøìá• çìÜä)Üì• ôìÜíæèâ• «â+• è÷áë¯

ù’ Ù’• Â’ ûöìÔöì èûíx»Ë Ì¤Ð vóÔæ¯

ÌæÐéÜæé_2

1¯ ô’ ëÌäÌ• ûÌóÐÌðíóë• ¼¤tíç• ëÌâÌúË âðÌÛÌëíçë ÌæûÌó¯

Ô’ û·tèæVÌ• ÷âÁôÌèë&• ¼è,ë• ÌíÜîèôô&• ôÌûÖ¼@‡ç¯

ù’ ¼í÷çæ• èÐGéë çéá• ¼èæèó,‖ «ÛÌû¯

Ù’ ëÌâÌúË• âðÌÛÌëç• ÈèÜúÌõ• ßèõè¼ë• ôGæÌíô• èt·DçÌë• ÈèÜúÌíõë• vÐîíöë¯

2¯ ô’ ëÌâÌúË• âðÌÛÌëçÝÈèÜúÌõ• ßèõè¼• vâÙæÌóûÓ ôÌûÖ• ûr¼¤ðÌëÝôâÌë¼@·û• ëÙû¤ÐÝ Èèæõ• väëäÌíÜâ Åº Ìë• ××`óëéûÓ ôÌûÖ• vÛôâè»ô öº Ý vëø ÌØ èó Üô¯

Ô’ æûéæ÷\ v¼æ• ¾ëûçô• ôëíár ß «ÛÌ¼¯

ù’ ¾ëûçô-í ¼røÌç• ôëíár-vç äèåÜçÌ ß èû·tÌë• «ÛÌí¼-øèëËèç¯

3¯ ô’ ûÌÂÌèÜë ëÌâÌúËé ¼¤tÌë Ìæ¼ëíË ë÷æÌ¯

Ô’ 1875• ù’ vøÌø• Ù’ ëàÜÌÜ ûí`óÖÌøÌÓÖÌú¯

4-7 ¼¤ÔÖô «íxë Å+ë ôëíç ûçâÌæ óèå øÌÒ íôÌèÓôûÌë ø§æ¯

ÌæÐéÜæé_3

1¯ ô’ È\èäÁ• èæÓæ• çÌÁøöâè„ç• vâÙæÌóûíÓ¯

Ô’ öÚÌùÌë• ûåûáçÜ• ôè+ûÌ¼• Ñ\Ìít·¯

ù’ ÛÌëçéú• øÌfÌçÖ• ÌæôëíË• ùèçÐéÜçÌ¯

Ù’ ûéë• ôëË• ¼è@‡Üæ¯

Â’ ûéëûÌTë• èøçÌ ëÌûË• ëÌäÌ ëÌûË• âæ·tÌíø¯

2¯ ô’ ûÌGšèèôë «ÛÌû ÌÌí×/ Ô’ Ó[¤í¼Ì`šÔ è÷rèûíÐ»¯

ù’ vâÙæÌóûÓ ôÌûÖ• Ù’ vâÙæÌó

3-7 Å+ë ¼¤íôç Ì«íúÌäæéú¯

49¿11 íû¤ 49¿12 âÜøÌÒ Ì¤ÐIèÜ ûÌëûÌë ø§æ¯

ÌæÐéÜæé_4

1¯ ô’ ßäèt·çÌ• èû·tèç• ôGæÌú• ¼â`èç• ÛÌ»Ìú¯

Ô’ ôÌûÖÛÌ»Ìë• Blank verse, ÷ç!ÐÌáë• ôÌÒÌíâÌú• «ûðâÌæ øúÌë¯

ù’ ÌÖÌèôèÜ¼• vð=ë• ¼âðÌæ• èûÐÌÜçÌë• ÅøâÌë• ÅøâÌíùîëû• vðÌâÌèëô• è¼èâèÜ¯

Ù’ âðÌùéç• âÓ÷¹• âÓøÌæ• vùî§äæ• øèëç:¯

2-7 æ@ë «íxë Å+íëë äæ Íôíôëô ûçâìæ âÜøìÒèå Íôìèóôûìë ø§æ_çìðíÜ Å+ë ôëì ¼ðä ðíû¯

49¿14 †pøèJ

1’ õ¿ ¼íûìÓ÷\ v¼æI : ß ôìÜéøó v¼æ ‘¼@øì’_vâÙæìóûÓôìû¯

2’ ÌÓìøô äìÿûéôâìë ÷¹ûçé ‘¼@øì’_vâÙæìóûÓôìû¯

3’ õ¿ ¼íëÐ÷\ ¾âr_âìÈíôÜ âÓ¼óæ ó+ ¥ äéûæ ß ¼ìèðç¯

4’ õ¿ vár I:_âÓ¼óíæë ôèû ÌìKì ß ôìûèÐG¯

5’ õ¿ çìëìøó âíÔìøìÓìú_ÌìÓèæô ûì¤Üì ôìû ‘1â øû’¯

6’ õ¿ óùìÐWë âíÔìøìÓìú_ôìûç+ èû÷ìë¯

7’ õ¿ ™º¼+ û¼_ûì¤Üì ¼ìèðíçë æìæì ëø¯

Íôô 50 ❒ ëûé\æìÇ Òìôë ¥ øì÷èå ôèûçì

ùÒæ

50¿1 Åí!Ðö

50¿2 «tìûæì

50¿3 ëûé\æìÇ Òìôë ¥ ¼¤èá: äéûæû+

50¿4 âÜøìÒ _ 1 v¼ìæìë çëé

50¿5 ¼ìëì¤Ð _ 1

50¿6 «ì¼èàô Ììíܪ÷æì Íû¤ ôèûçì èûíx»Ë ß ûöìÔöì

50¿7 âÜøìÒ _ 2 Ðçìjéë ¼ö Ììèä

50¿8 ¼ìëì¤Ð _ 2

50¿9 «ì¼èàô Ììíܪ÷æì Íû¤ ôèûçì èûíx»Ë ß ûöìÔöì

50¿10 âÜøìÒ _ 3 ¥ vçìâìë Ðb óÜìú øí§

50¿11 ¼ìëì¤Ð _ 3

50¿12 «ì¼èàô Ììíܪ÷æì Íû¤ ôèûçì èûíx»Ë ß ûöìÔöì

50¿13 âÜøìÒ _ 4 ¥ ÅóqìQ v¼È Ììèóâ öíù

50¿14 ¼ìëì¤Ð _ 4

50¿15 «ì¼èàô Ììíܪ÷æì Íû¤ ôèûçì èûíx»Ë ß ûöìÔöì

50¿16 âÜøìÒ _ 5 ¥ Ìâç

50¿17 ¼ìëì¤Ð _ 5

50¿18 «ì¼èàô Ììíܪ÷æì Íû¤ ôèûçì èûíx»Ë ß ûöìÔöì

50¿19 Å+ëâìÜì

50¿20 †pøèJ

50¿1 Åí!Ðö

ÍÈ Íôôèå øìÒ ôíë Ììøèæ ëûé\æìíÇë «ìú ¼+ë ûÁ¼íëë ôìûö äéûæ ¼@øíô Íôèå ÓìëËì ôëíç øìëíûæ¯ ôèûçìIèÜíç ôèûë èæíäë øèëûìë• vóÐ• ¼âìä ß ¼âôìÜ vÇíô ûöèkùç ÌèÛÚçìë èûøÜ Ûìû¼@øó èæíú èçèæ Ì¼ìâìæö èÐG ¼è,I ôíëíx• çìë øèë÷ú øìíûæ¯ çìÈ ôèûçìIèÜ øìíÒë âÓö èóíú Ììøèæ _

- 19 Ðçíôë vÐ»ìíÓ ëè÷ç ÌìÓèæô ûì¤Üì ùééçôèûçìë «Çâ øöìíúë ë÷æìë ¼ìÓìëË ¾ûèÐ,ö ß ëûé\æìíÇë «Çâ öù vÇíô øèëËç ôèûâìæí¼ë øèë÷ú ÜìÛ ôëíûæ¯

- ùèëçôèûçìë èûíÐ»ç ëûé\-ùèëçôèûçìë èûûçæ Óìëìèåë ¼íà ¼¤èá:Ûìíû øèëè÷ç ðíûæ¯
- ëûé\-ôèûçìøìíÒë ÌèÛÚçìë âÓÖ èóíú• ÌìÓèæô ûì¤Üì ôèûçì ß ôèûíóë ¼@øíô Ììøæìë âçìâç ùí§ çÜíç ß ûÖìÔÖì ôëíç øìëíûæ¯
- ùèëçôèûçìë ùÒæ ¼@øíôß èô× ÓìëËì øìÒÖ ôèûçìÌèÜ vÇíô Ìäæ ôëì ¼@û ðíû¯

50¿2 «tìûæì

ëûé\æìíÇë ôèûâèûæ óèå Ðçìjéíô tøÐ ôíë Ìíx¯ 19 Ðçíôë øëìÓ Ìië 20 Ðçíôë «ÇâìÓ Í óèå øûÈ æçæ öíùë Ûìû ÌíˆóìÜíæë Ùìç«èçÙìíç Íôèåíç æû æû ¼è,ìë ÅGìí¼ âìíçìúìëì• Ìøëèåíç øë øë óèå èûxöº ß öùöQËìë ¼¤Ðú ß Ìièçíç ¼âôìÜé èÐGéâìæ¼ øëìçíæë ßøë óìè§íú æçíæë ¼aìíæ ûÖìôÜ¯

ëûé\æìÇ Ììøæ øèëûìíëë ¼ì¤tèçô øèëâ„íÜ ûì¼ ôíë• çìë ôèû-ÌìKìíô ¼óì ¼çô ß äì†ç vëíÔíxæ¯ âðè» èøçìë ¼ìèˆÓÖ_çìë Ììíûù ß âæíæ Nøèæ»èóô vûìÓ ¼˜ìèëç ôíëè×Ü¯ øèëËç ëûé\ ðíú ÅíÒíxæ "ôèûâæé»é"¯ èçèæ ôèû ðíúß è×íÜæ "Îè»" Ììë "Îè»" ðíúß äéûæèÐGé¯ Ìì÷ìö ¼ôâìë v¼íæë ôÇìú ""ëûé\æìÇ ¼ûÛèâë• èûxäèûíæë ôèû• ""ôûéæì¤ ôèûçâ¥¯"" çìë âíçì âíæ-«ìíË è÷Qìú-ôíâ• ó¥Ô-¼íÔ• äèûíæ-âëíË ¼âóè,âìæ• äèûæ-Ûìûô ôèû âìæí»ë Èèçðìí¼ ôóìè÷Á vóÔì vùí×¯ èçèæ äùÁ äèûæíô• çìë v¼íˆóö-âìÓöíô èæíäë è÷Qæ ß ÌQë èóíú ÅøÜèB ôíëè×íÜæ Íû¤ v¼È âìæû¼@øóíô èçèæ ÌæûóÖ èÐG-¼ìÓæìú ¼ìÇôÛìíû «ôìÐ ôíëí×æ¯ âìæûâíæë ÍÈ Ûìû-Ñxöíô ûÖJæìú Îº Ûì»ìú æìæì Óìëìú ß ëíø ëøìèúç ôíëí×æ¯

ëûé\ ôèû-äèûíæë ÍÈ ôGæì¼@ìëíô tøÐ ôëûìë ÍôìQ ûì¼æìú ûçâìæ Íôíôë øì÷èå ôèûçìë øèëôGæì¯ ÍÈ ôèûçì ø˜ô ôèûë ôìûÖ äèûíæë èûûçíæë óèå øíûë øì÷èå øû vÇíô èæûìè÷ç ðíúí×¯ Íë âÓÖ èóíú ôèûâìæ¼ ¼@øíô Ììøæìë Íôèå ¼ìÓìëË vûìÓ ä˜ìíû¯ ÍÈ Åí!íÐÖÈ "v¼ìæìë çëé"• "¾æíûóÖ"• "ûÜìôì"• "øøå" ß "ÐÖìâÜé" vÇíô Íôèå ôíë ôèûçì èæûì÷æ ôëì ðíúí×¯ âíæ ëìÔíç ðíû ÍÌèÜ ¼ûÈ ùèëçôèûçì_ôèûë âíæë ÍôìQ Ûìûæìë Ø¼Ü¯ ùèëçôèûçì ¼@øíô ÌìíÜì÷æì «Çâ Íôíô Ììí×¯ ÍÔìíæ "âÜøìíÒ"ë øë ¼ìë¼¤íáíø ôèûçìë èû»ûût ß ôèûçì ¼@øíô «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì Íû¤ èô× èûíx»Ë ß ûÖìÔÖì ôëì ðíúí×• ôèûçìíô ¼â†ç vûìÄìûìë äæÖ¯ ôèûçìÌèÜ øûìøë øìíÒ ÌæÐèÜæéÌèÜ ¼ìðìöÖ ôëíû¯

50¿3 ëûé\æìÇ Óìôë ¥ ¼¤èá: äèûæû+ ß ôìûÖ ôÇì

ëûé\æìÇ Óìôíëë ä˜Š väì§ì¼ìíôìë Óìôëûìè§íç 1268 ûàìíjë 25vÐ ¾ûÐìÔ 'È¤ 7È vâ• 1861èÔ¥'¯ èøçì âðè» vóíû\æìÇ• âìçì ¼ìëóì vóûé¯ ëûé\æìÇ ûìûì-âìíúë ÷çóÐ ¼Qìæ Íû¤ Ì,ìâ

ør¯ ûìè§íçÈ «Çíâ çìë ø§ì™æìë ûÔûòì ðú¯ èô×èóíæë äæÔ ßèëíú`åìÜ v½èâæìèë ß v¼`å väèÛúì¼ tíÜ øí§í×æ¯ ¾ÐÐíûÈ ôèûçì ë÷æì ôëíç Ìië@ ôíëæ¯ «Çâ «ôìèÐç ôèûçì ""èð`ó vâÜìë Åøðìë"" '14 ØìGæ• 1281• È¤ 25 vØûúìèë 1875'¯ Íèå èPÛìè»ô Ìâçûìäìë øèrôìú âè°ç ðú¯ "ÚìæìWë" ß "Ûìëçé"vç çìë ôèûçì «ôìèÐç ðç¯ "ôèûôìèðæé" '1285• È¤ 1878' ß "ûæØÜ" '1287• È¤ 1880' çìë «Çâ «ôìèÐç ôìûÔ†p¯

vâäóìóì ¼íçÖ\æìíÇë ¼íà èûÜìç èùíú• èô×èóæ ûìÈåíæë øìûèÜô tíÜ ø§ìë øë• çìíô Üwíæ øìèÒíú vóßúì ðú¯ v¼Ôìíæ âì¼ èçíæô ÌÓÔìøô âèÜë ôìí× øìÒ væë¯ 1880-ë vØûúìèëíç vôìíæì øìÒ¹â vÐ» æì ôíëÈ vóíÐ vØíëæ¯ ûìè§íç çÔæ väÔìèçèë\æìíÇë væçí& väìë ùìíæë Ìì¼ë û¼í×¯ ÍÈ øèëíûíÐ ùèëçæìåÔ "ûìGšèëô-«èçÛì" '1881' ÌèÛæíúë Ìiíúìäæ ðú¯ Íëøë Ííôë øë Íô çìë ôìûÔ• æìåô ß ÅøæÔì¼ «ôìèÐç ðíç Çìíô¯

9È èõí¼@ë 1883 ôèûë èûíú ðú¯ 19vÐ Íè«Ü• 1884 ôèûë ¾ôíÐìíëë ¼ìèðçÔ¼àé väÔìèçèë\æìíÇë té ôìóè@æé vóûéë ÌìôèË‡ô âçÔ ôèûíô ùÛéëÛìíû tøÐ ôíë¯ vóíû\æìíÇë ûí§ì äìâìÈ ¼ìëóì«¼ìíóë âçÔíç äèâóìèë vóÔûìë äæÔ ëûé\æìíÇë ßøë ûçìú¯ Í ¼âú èçèæ Ìièó ûìs¼âìíäë ¼@øìóô øíó ûç è×íÜæ¯ âìíÙìÁ¼íûë äæÔ ûs¼¤ùèç• ûìsâíçë ¼âÇíæ «ûa vÜÔì• ûèWâ÷í\ë ¼íà èð`ó& èæíú èûçíô äè§íú ø§ìë âíçì æìæì Ùåæì Ùíå¯ Ìië äèâóìèë vóÔìë Øìíô "èðçûìóéë" ¼ìèðçÖ ¼@øìóíôë óìíú ßÈ øèrôìú øëøë 6èå ùG vÜíÔæ_¼ìÇô ûì¤Üì v×ìíåìùíGë ¼÷æìß ÍÔìíæÈ¯ qìç,øré Èè\ëì vóûéíô Í ¼âú †ìâûì¤Üìë ÌèÛÚçì ¼â° è÷èÒlèÜ vÜíÔæ• çìèÈ †pæì "è×^ør" ûì "è×^ørìûÜé"¯ "v¼ìæìë çëé" '1300È¤ 1894' ÍÈ øíûÈ vÜÔì¯ 1901-Í "¾æíûóÖ" ôìûÔ†p «ôìÐ¯ ßÈ ûÁ¼íëÈ vûìÜøíë "ûs÷öìxâ" ûì "ûs÷ö èûóÔìÜú" «èçVì• Íèå 1921-Í èûxÛìëçéíç øèëËç ðú¯ ûs÷öìxâ «èçVìë ó"û×íëë âíÓÖ téèûíúìù ß âÔâì ôæÔìë âçÖ¯ 1907 ôèæV ør Ðâéí\ë âçÔíç ùÛéë vÐìôìðç ôèû "ùéçìJèÜ" '1910' ë÷æì ôíëæ¯ téèûíúìù-vûóæìë t‡èçíç èçèæ "t‡ëË" '1914' ë÷æì ôíëæ¯ Èíçìâíóö ø˜ìÐ ûÁ¼ë øèçíç ûàéú-¼ìèðçÖ øèë»Á-Í vóÐûì¼é ôèûíô ¼@Óæì äìæìú '1912• 28vÐ äìæúìèë'¯ Ìí=ìûë• 1913 È¤íëèä 'Song offerings' ôìûÔ†ípë äæÔ væìíûÜ øëtìë øìæ¯ 26vÐ èõí¼@ë 1916 ôÜôìçì èûxèûóÔìÜú èûíÐ» ¼âìûçíæ çìíô èõ¿ èÜå¿ Åøìèó «ôìæ ôíë¯

«âÇ v÷ìÓëé ¼@øìèóç "¼ûäøír" '1914' ""¼ûíäë Ììðìæ"" ôèûçì «ôìÐ¯ Í ¼âíúÈ ëè÷ç ôèûçìë æçæ ûìËé• æçæ ×`ó "ûÜìôì" '1916' ôìíûÖ «ôìèÐç ðíúí×¯ ëûé\ôìíûÔë ÍÈ æçæ Óìëì ûì¤Üì ôìíûÖ æçæ ¾ÐÜé ß Ûìûæì èæíú Íí¼í×¯ 1919-ë äìèÚúìæßúìÜìûìíûë æìëôéú ðçÔìôìí„ë «èçûìíó "¼Öìë" Åøìèó çÔìù ôëíÜæ¯ vâ 1920 vÇíô äÜìÈ 1921 èûxqâíË vûèëíú "èûxÊârèë" ôÇì «÷ìë ôíë vû§ìíÜæ¯ Í ¼âíúÈ "èûxÛìëçéë" ¼÷æì¯ vóíÐ çÔæ ÷Üí× ùìèaèäë õìíô Ì¼ðíöìù ß èÔÜìØç Ììí`óìÜæ¯ æìæì vóÐë ÌìâQíË ôèûíô «ìúÈ èûíóÐ qâíË vöíç ðú¯ vøëë tìÓéæçì öíº Ðçû» ÅÁ¼íû vöìù èóíç èùíú Ì¼ò ðíú ø§íÜ èçèæ ûíúíæì¼ Íúìèëí¼ë Ððëçèéíç ôèûÛk èÛí=ìèëúì ßôìí@øìë ÌièçÇÖ †ðË ôíëæ '1924'¯ çìíôÈ ôèû èûäúì æìâ èóíú "øëûé" ôìûÔ†p '1925' ÅÁ¼ù ôíëæ¯ vóíÐ èØíë ùìèaèäë ÷ëôì ß Ô!ë æëèçë èûëíº âç «ôìÐ ôíëæ¯ 1930-Í

øÒìèëí¼ ôèûë «Çâ è÷r «óÐæé ðú¯ èçèæ ÌRíØìíõ èðûìå ûkçìß vóæ¯ Èíúìíëìíøë ÌæÒìæÒ vóÐ Ùíë v¼ìèÛíúç ëìèÐúìú öìæ¯ 1932 ùóÒ×í`ó ôìûÒ ë÷æìë ¼÷æì ôëíÜæ• "øæf" '1932' «ôìèÐç ðÜ¯ 1935 ôìÐé èð`ó èûxèûóÒìÜú• 1938 ß¼âìèæúì• 1940-Í ÌRíØìõ 'ÐìèQèæíôçíæ Íí¼' ôèûíô èõ¿èÜå¿ ÅøìèÓ vóæ¯ ÍÈ ûÁ¼ë ôèû «ìú Íôâì¼ ÐöÒìùç Çìíôæ¯ Íë âíÓÒ vÜíÔæ "vëìùÐöÒìú" '1940' "Ììíëìùò" '1941' ß "ä^ˇèóíæ" '1941'¯ âìíÄ Íôå v¼íë ÅÒíÜß• Ììûìë Ì¼ò ðíÜ ôÜôìçìú Ííæ çìíô Ìítìø÷ìë ôëì ðú '30 vÐ äÜìÈ• 1941'• v¼èóæÈ ôèë vÐ» ë÷æì "vçììë ¼è,ë øÇ vëíÔ× ÌìôéË ôèë"¯ ÌûíÐí» 7È Ììùš 1941 '22íÐ xìûË• 1348' ôèû vÐ» èæxì¼ çÒìù ôíëæ¯

ÍôìèÐ û×íëë äéûíæ «ìú Ììå»èª û×ë ¼ìèðíçÒë ÌæÒìæÒ Óìëìë ¼íà ëûé\æìÇ ôèûçì-ôìûÒ ë÷æì ôíëí×æ¯ ÍIèÜë âíÓÒ çìë Ì¼ìâìæÒ ôGæì ß ¼è,Ðèkë øèë÷ú øìßúì öìú¯ ëûé\ôìûÒ ûì¤Üì ¼ìèðçÒíô øèÇûéë âìæè÷ír òìæ ôíë èóíúí×¯ èçèæ ûì¤Üì ôìûÒíô ûì¤Üì Ûì»ìë ÌQëÐèk• Ûìûâèðâì ôGæìÜéÜì ß ×í`óìíùîëíû• vóÐôìíÜë v«èáíç âææ-è÷Qì-ÌæÛèçë ëíÂ ëèJç ôíë ÌìÓèæô âíæë Åøíöìùé ôíë çíÜí×æ¯ Íèå vôìíæì Ììôèt‡ô Ùåæì æú¯ Íë Íôèå èûûçæ¼r Ììí×• v¼IèÜíô ôíúôèå øíû è÷èÿç ôëì öìú¯ "ôèûôìèðæé"• "ûæØíÜ" ôèûë ôìûÒ÷÷ìë ðìíç Ôè§¯ «Çâøû ûì èÐèGç ôìûÒÓìëìë ¼÷æì "¼aÒì-¼¤ùéç" '1882'• "«Ûìç-¼¤ùéç" '1883'• "×èû ß ùìæ" '1884' Íû¤ "ôè§ ß vôìâÜ" '1886' vÇíô Óëì ðú¯ ÍIèÜë âíÓÒ ôèûë ¾ôíÐìë-ôGæì• ¹âÐ Ìtø,ǀ ôíðèÜôì vÇíô ÌìK«èçVìë øÇ¼aìæé ûÜì öìú¯ Íôèå ÌèæíóÐÒ v«âìæÛèç Í¼âú ôèûë ´óú-ÌëíËÒ øÇ-vÔìäìú ûÒìôÜ vóÔì öìú¯ èPçéú øíû öìë èæ¥¼è`óD øèë÷ú øìßúì vùÜ "âìæ¼é" '1890' "v¼ìæìë çëé" '1894'• "è÷rì" '1896'• "¾÷çìèÜ" '1896' ß "ôGæì" '1900' ôìíûÒ¯ ôèû Í ¼âú ÜéÜì÷øÜ «ôèçë Ìøëø v¼î`óöâìÓëéë ¼íà ôìèÜóìí¼ë çÇì ¼¤tç ôìûÒ ¼ìèðíçÒë v¼î`óö vÜìíô èû÷ëË ôíë• vóÐôìíÜë Ììûðâìæçìú èæèâç tôéú ôèû¼+ìíô Ììèû,ìë ôíëí×æ¯ ûtèûíxë ¼íà ôGæìë ¼ìðìíöÒ è÷ëQæ v¼î`óö äùÁíô Ôíä vøíú• æûçæ ÌìíKìøÜèBë Ììæ`ó ð»-èû»ìó• ôGäùÁ Ììë ûìtûäùÁ Íôìôìë ðíú ôèûçìú æçæ Ûûæ ë÷æì ôíëí×æ¯ è÷rôíG• Ðjíöìäæìú• ôìûÒ×í`ó• v¼ øèë÷ú Ììí×¯ ÍÈ ¼âíúë "v¼ìæìë çëé" Ðé»ô ôèûçì èPçéú øíûë "v¼ìæìëçëé" ôìûÒ†ípë æìâ ôèûçì¯ v¼ìæìë çûé ôìíûÒ «Çíâ vóèÔ ëð¼Òâú v¼î`óö äùíçë âÓÒ vÇíô ÅíÒ Ìì¼ì ôçôIèÜ «x ôèû è÷+íô øéè§ç ôëí×¯ ûìtû øèÇûéë v¼î`óíöë «èç Ììô»Ë• Ììë v¼î`óö äùíçë ÏÓ[ùç ÌìôìíÐ èûðìíëë Ììôì)áì ÌÇìÁ v¼î`óíöë äùíç èæëí!Ð öìrìë Ìíâìù Ììô»Ë ÌQíë ÌæÛû ôíëí×æ¯ ÍÈ èäÚì¼ì vÇíôÈ ôèûë "äéûæ-vóûçì" ÓìëËìë ¼÷æì¯

ççéú øíû ôèû ¼@øËëíø ÌÓÒìKÛìíû äùíç èû÷ëË ôíëí×æ¯ äéûæ vóûçì ôGæì ß èûxìæÛèç• ÛùûÁ-Ûèk• ûÒèk¼+ìë Ìçéç ëð¼Òâúé èæúQé Ðèkë øèë÷ú vøíú Íô ¼âú ôèû âíæ vö ÅÁô.ì ¼è,ǀ ôíëè×Ü• çì-È ôèûçìë v«ëËì ðíú vóÔì èóÜ¯ «ôìèÐç ðÜ _ "¾æíûóÒ" '1901'• "vÔúì" '1906'• "ùéçìJèÜ" '1910'• "ùééçâìÜÒ" '1914' ß "ùéçìèÜ" '1914' ôìûÒ¯ vÐí»ìk ôìûÒrúé ùééçÓâé¯ Åøíëë ¼ûôèå ôìûÒ†ípë èô× ôèûçìß èæûìè÷ç ùìíæë ôèûë tú¤ôç È¤íëèä ÌæûìóW.B. Yeats-Íë Û èâôì¼ð Gitanjali (Song offerings) '1912' «ôìèÐç ðú¯ ÍÔìíæ ôèûë èûxìæÛèç vÇíô Ì¼éâ ûì "Û âì"ë Ûìûæìë ¼røìç¯ Ûâì vôìíæì äìèç-Óâ-ûíË æú• «ôèçë ¼éâìðéæ ëøÊûè÷írÒë âíÓÒ çìë ÜéÜì÷˜Ü øèë¹âì¯ Í øíûë èÛ^çë ëí¼ë Íôèå ôèûçì ¾æíûíóÒë "Ðçìjéë ¼ö" âÜ øìíÒë èû»ú¯

÷çÇ øíû ëûé\ôìíûö ¼tø,ì èóô øèëûçæ Ùíåí×¯ "ûÜìôì" '1916'• "øëûé" '1925' ß "âTúì" '1929' ÍÈ èçæèå ôìûö æçæ äéûæóÐíæë øèë÷úûìðé¯ Íçèóæ è×Ü û·t· èûx vÇíô èûxìçéç ¼íçöë ¼aìæ• «âÇæìÇ èûÐéë Ûì»ìú ¼éâì vÇíô Ì¼éíâ öìrì Íûìë Ì¼éâ vÇíô ¼éâìíô vóÔì• èûxäéûíæë ÅøÜèB vÇíô û·t·äùÁíô vóÔì_ÌÇìÁ vÛîâí÷çæì vÇíô èûxí÷çæì• Íûìë èûxí÷çæì vÇíô vÛîâ äùÁíô vóÔì¯ çìÈ ôèû Í øíû Ìíæôåì «ìÚ-óìÐèæô• âææÐéÜ äéûæ°,ì¯ èçèæ øëìçæíô æçæëíø vóíÔí×æ• øëìçæ vöîûíæìyÜ ÌìíûùÎº v«âìæÛèçë øèëûíç Ìíæô ÐìQ ß ¼¤öç• ÌìóÐèæV¯ ÍÈ óìÐèæô ÛìûìæÛèç çìë ×`ó ëéèçëß øèëûçæ Ùèåíúí×¯ ûÜìôìë ÍÈ æçæ ÛìûëìèÐ• æçæçë ×í`óë Ìèæúèâç• Ì¼â ×írë âkô ×í`ó ÌèÛûöèk vøíúí×¯ "ûÜìôì"ë "vçìâìë Ðb óÜìú øí§" 'Ðb' ôèûçì Íôíôë âÜ øìíöë ÌQÛk¯ Íèå ÌûÐö âkíô ëè÷ç æú¯

ø˜âøíûë ôìûöÌèÜ _ "øæf" '1932'• "vÐ» ¼:ô" '1935' "ørøå" '1936' ß "ÐöìâÜé" '1936' «Ûèç ôìûö†píô øæfûíùë ôìûö†p ûÜì ÷íÜ¯ øæfíçÈ ùóö ôèûçìë ¼÷æì• "ÐöìâÜé" øöQ ÍÈ ùóö ôèûçìë èû·t·ìë Íû¤ ôèûë ÌìK«ôìíÐë ûìðæ¯ ëûé\ôìûöÓìëìë vö ¼ìâìæö øèë÷ú ÈíçìâíÓö çíÜ Óëì ðíúí×• çìíç Íèå ÜáËéú vö èçèæ ¼ûóìÈ• çìë Ìçéç ß ôéèçíô Ìèç¹â ôíë èæçö æçæ øíÇ Ìäìæìë ¼ìÓæìú èÜ: ðíúí×æ¯ ¼+ë Ìèç¹ìQ ôèû èûè÷r Ûìû ß ëø÷÷ìë âÓö èóíú ôìûöèÐíGë ÷ëíâìÁôí» vøîí×ß ç: ææ¯ ÍÈ Ìçè:ë vûóæì vÇíôÈ "èçèæ ðÒìÁ ×í`óìðéæ ß ùóö×í`ó «¼ìÓæûèäç• ôGæìë Ñxöèëk ôèûçì ë÷æì" ôëíÜæ¯ Í øíû èçèæ ×í`óìíâìð ¼è,ìë øèëûíç• "ÌæÛèçë ¼¨çìú ß ûöìôÜçìú ôìíûöë èæùÆ Ììíûóæ øìÒô è÷í+" ¼˜ìèëç ôëíç ¼í÷,ì ðíúí×æ¯ Í øíûë ôèûçìú vôìíæì èûíÐ» äéûæ óÐæ ûì óìÐèæô ç+ «ûËçì ðíÜß• ôèûçì çìë èæät· ÛìûùèëâìÍ èû»â-vùîëû ß ôGæìë âðæéúçìú ´óúíô tøÐ ôíë¯ ëûé\æìÇ ÍÛìíû Í øíûë ôìûö†íp æöæçâ ÌÜWìë «íúìíù «ÓìæçÛìûí¼í`óíöë ßøë èæÛë ôíë ôìûöè÷æìë øëéâì ôíë vö Óìëìèåë ¼÷æì ôíëí×æ• çì ëûéí\ì+ë ÌìÓèæô ôèûíóë Pìëì ûT÷è÷ç ðíúí×¯ Íôíôë 4Ç ß 5â âÜøìíöë äæö èæûìè÷ç óèå ôèûçì öÇì¹íâ ørøå ß ÐöìâÜé vÇíô ùðéç ðíúí×¯

»V ûì vÐ»øíûë ôìûö "«ìèQô" '1938'• "ÌìôìÐ «óéø" '1939'• "æûäìçô" Íû¤ "¼ìæìÈ" '1940'• "vëìùÐöôìú" '1940'• "Ììíëìùö" '1941'• "ä˜¦èóíæ" '1941'¯ âçöë øë «ôìèÐç ðú "vÐ»íÜÔì" '1941'¯ «Çíâìk ÷ìèèå ôìûö†p ôèû ôGæìë èÐèÇÜ• ÍÜìèúç Ûèà/ Ì¼¤ûç û·tøíJë Ûìíë ÌìøìçÛìíû óûÜ âíæ ðíÜß øëûçé âðíç ôìíûöë ÌQèæèðç ëøèåíô ""ùóö×í`óë t‡èçûìðé ¼ðä ¼ëÜ ×`ó «íúìíù"" Øèåíú çíÜí×æ¯ èôQ "vëìùÐöôìú" vÇíô "ä˜¦èóíæë" ôèûçìÌèÜíç vëìùâéË ôèû vöæ Ìì¼ˆ âçöíô ÌæÛû ôíëí×æ Íû¤ çìë âçöë âÓö èóíú ëøìçéç ¼çöíô «çöá ôíëí×æ¯ âçöíô téôìë ôíëß èçèæ äéûíæë «èç• âìæí»ë «èç ùÛéë ÛìíÜìûì¼ ûök ôíëí×æ¯ vÐ»øíû xâäéûé âìæí»ë «èç èûxì¼• tìÇøë vÜìÛéíóë «èç ÛÁ¼æì çéû ðíú Åíôí×¯ Í ¼âú Ðj÷úíæ• è÷rë÷æìú• ûöJæì ¼è,ìíç ôèû vëìâìè`åô v¼í`óöûöìôÜçìë øèëûíç• èæëì¼k• èçöô• ôè÷Á èûÛË• çéû ûìùèûæöìí¼ èÛˆçë ëø ëèèçë ¼è,ì ôíëí×æ¯ "vëìùÐöôìú" ôìíûö ûöìèÓèô,ì óè,ìë âäçì èæíú vóÔì äéûíæë vö ¼¨ ß ¼çöëø Íû¤ èûÛèè»ôì ß Ì¼¤Ü† è÷Qì Ûìèì¹ìQ âíæë Åìå ó¥t·«-øèè§ç ÌæÛèçë Íëôâ Ììíûùâú èÐG¼@‡ç ûËæì èûx¼ìèðíçö óÜÛ¯ ÍëÈ ¼íà Ììí× "Ììíëìùö" vëìùâèkë tèt• Ììæ`óìæÛèç¯ "ä˜¦èóíæ" øèÇûéë «èç ôèûë «¼ˆ èûxìí¼ë ôÇì ëøìèúç ðíúí×¯

ôìûôÇì «¼í à "¼aÔì¼¤ùéç" vÇíô "ä˜ìóíæ" øöQ ôìûô ß ôèûâìæí¼ë ÍÈ øèë÷ú vÇíô Íôíôë øì÷èå ôèûçìë ¼âôô ëí¼ìøÜèB ¼@û ðíû ÌìÐì vëíÔÈ ÍÈ øèë¹âì¯

50¿4 âÜøìÒ _ 1 ¥ v¼ìæìë çëé

v¼ìæìë çëé

ùùíæ ùëíä vâÙ• Ùæ ûë»ì¯
ôíÜ Íôì ûí¼ Ììè×• æìèð Ûë¼ì¯
ëìèÐ ëìèÐ Ûìëì Ûìëì
Óìæ ôìåì ðÜ ¼ìëì•
Ûëì æóé áëÓìëì
ÔëøëÐì¯
ôìèåíç ôìèåíç Óìæ ÍÜ ûë»ì®

ÍôÔìèæ v×ìíåì vÔç• Ììèâ ÍíôÜì_
÷ìèëèóíô ûìôì äÜ ôèëí×• vÔÜì¯
øëøìíë vóèÔ Ììôì
çë×ìúâ¼é-âìÔì
†ìâÔìèæ vâíÙ Õìôì
«Ûìçíû Üì-
Í øìíëíç v×ìíåì vÔç• Ììèâ ÍíôÜì®

ùìæ vùíú çëé vûíú vô Ììí¼ øìíë_
vóíÔ vöæ âíæ ðú• è÷èæ Åðìíë¯
Ûëì øìíÜ ÷íÜ öìú•
vÔìíæì èóíô æìèð ÷ìú•
vÕÅÌèÜ èæëøìú
ÛìíÂ ó Óìíë_
vóíÔ vöæ âíæ ðú• è÷èæ Åðìíë®
ßíùì• çèâ vÔìÇì öìß vÔìæ èûíóíÐ_

ûìíëô èÛ§ìß çëé ôíÜíç Ííì¼¯

vöíúì vöÇì vöíç ÷ìß•

öìíë ÔèÐ çìíë óìß_

™Ó çèâ èæíú öìß

áèËô vðí¼

Ììâìë v¼ìæìë Óìæ ôíÜíç Ííì¼®

öç ÷ìß çç Üß çëËé" øíë¯

Ììë Ììí×À_Ììë æìÈ• èóíúè× Ûíë¯

Íç ôìÜ æóéôíÜ

öìðì Üíú è×æ ÛíÜ

¼ôèÜ èóÜìâ çíÜ

Çíë èûÇíë_

ÍÔæ Ììâìíë Üíðì ôëËì ô"íë®

ÖìÈ ÖìÈ• ÖìÈ æìÈ _ v×ìíåì v¼ çëé

Ììâìèë v¼ìæìë Óìíæ èùíú× Ûèë¯

xìûËùùæ èÙíë

Ùæ vâÙ Ùíë èØíë•

Ðæö æóéë çéíë

ëèðæ øè§_

öìðì è×Ü èæíú vùÜ v¼ìæìë çëé®

èÐÜìÈóð¯ vûìå
ØìGæ 1298

50¿5 ¼ìëì¤Ð _ 1

vâÙìE×^ ÌìôìÐ• Ìèûëìâ û»Ë vÇíô áèËô áìèQë âðç¯ ÍëÈ âíÓö Íô ô»ô æóéë Óìíë Íôìôé ûí¼ Ììí×• vôìíæì Ûë¼ì væÈ¯ äÜÛëì Ôëít·ìçì æóé• óûìë vûíù ûðâìæ¯ çìë ÷ìëèóíô ëìèÐ ëìèÐ vûìÄìÈ ôìåì Óìæ¯

v×ìíåì vÔíçë Óìíë ÍôÜì ûí¼• çÔæ øëøìíëë çëE×ìúìE×^ †ìâèå Ììôì ×èûë âíçì vóÔìèE×Ü¯ óë vÇíô ùìæ ùìÈíç ùìÈíç vô vöæ Ìì¼í×• vóíÔ âíæ ðÜ v¼ vöæ v÷æì¯ vÔìíæì èóíô æì çìèôíú v¼ øìÜíçìÜì væîôìú vÕÅ çíÜ vôìÇìú ÷íÜí×¯ ô»ô âìèÄíô ôìçë ôí. ôíÜ væîôì vÛëìûìë äæÖ Ìæíëìó ôëÜ¯ çìë vôíå ëìÔì v¼ìæìë Óìæ çíÜ èæíú çìëøë v¼ vöÔìíæ ÈE×ì öìô_ ÍåìÈ ÍôìQ ÈE×ì¯

Ìæíëìó âç væîôìú ¼â·t· çíÜ èóíú çìíô ôëËì ôíë èæíú öìßúìë ôÇì ûÜìú Å+íë "ÒìÈ væÈ" ûíÜ v¼ìæìë Ø¼Ü èæíú vùíÜß• ô»ô «ûðâìæ æóéë çéíë èæ¥¼à ß Ì÷Ü ðíú ûí¼ ëÈÜ¯

50¿6 «ì½èàô ÌìíÜì÷æì Íû¤ ôèûçì èûíx»Ë ß ûÖìÔÖì

"v¼ìæìçë çëé" ôìûÖ†ípë æìâ ôèûçì v¼ìæìë çëéë ë÷æì òìæ èÐÜìÈóð• ôìÜ_ØìGæ 1298• È¤ vØûúìèë 4 âì÷ 1892¯ ôèûçìèåë æìâôëË ¼èûíÐ» çìÁøöøË¯ "v¼ìæìë çëé" v¼ìæìú ¾çèë çëé ÌíÇ ûÖû´ç ðúèæ¯ Íèå ûÖJæìùÛ¯ äéûíæë ¼ìÓæìú vö tË¼@ìë• çìÈ vçì Ø¼Ü• v¼È Ø¼Ü ûðæ ôíë vö çëé çì-È v¼ìæìë çëé¯ ôèûçìë ÍÈ æìâôëËèå Ììáèëô-ÌÇ-Ìèçèëk Ìæ0çë ÌíÇ ¼âº ß Ië&øË¯ ¼¤¼ìë-çëËéíç ôèû çìë ¼è,ìë ¼â·t· ¼@øó çíÜ èóíÜß• ¼¤¼ìë ôèûíô †ðË ôëÜ æì¯ âðìôìÜëøé væíú Èèçðì¼ëø v¼ìæìëçëé èæíú v¼ìæìë Óìæ ëø äéûíæë vxV ¼è,ìíô çíÜ èæíÜß• t·,ìíô †ðË ôíë æì¯ Èèçðìí¼ë øVìú âìæí»ë èÐG• çìë vxV ¼è,ì ¼è¯ç Çìíô¯ äùÁ t·,ìíô ÷ìú æì• çìë èÐGíô ¼è,ìíô ÷ìú• ÍåìÈ è÷ëQæ ¼çÖ¯ âìæûäéûíæë ÍÈ è÷ëQæ ¼çÖèå ÌìíÜì÷Ö ôèûçìú Ó[èæç ðíúí× ûíÜ ôèû ôèûçìèåë æìâôëË ôíëí×æ "v¼ìæìë çëé"¯ v¼ìæìë çëé âìæû ¼¤¼ìíëë çëé öìíç ôèû èûxâìæíûë Åí!íÐÖ èæíäë ¼è,ì ¼@ìëíô çíÜ èóíÜß ""ÒìÈ æìÈ• ÒìÈ æìÈ_v×ìå v¼ çëé""_çìÈ ôèû tú¤ èæäæçìú èæûìè¼çì¯ Í ¼û èû÷ìíë ôèûçìë æìâôëË çìÈ ¼ìÇô ß ¼`óë¯ Í øíû ôèû ÌìKò• çìë «èçÛìë øË «ôìÐ_ëèû-ëèxÌë âÓÖìÿóéè: èûE×èëç¯ «ôèç ß âìæ» ¼@øíô ôèûë óè,ì ôGíÜìíôë ÌìíÜìôE×åì vÇíô ûì·t·û äùíçë Åóìë ÌìôìÐ-ûìçìí¼ òìèøç¯ Í ¼âú ôèûë v¼í`óöìæÛèç ß èûxìæÛèç «ûÜÛìíû «ôìèÐç¯ ôèû-ôGæìú ôèûí& «ôìÐ-Ûèàë ÷âÁôìèéí&• Ûì»ìë Ñxíö ß ×í`óë ¾ûè÷írÖ ôèûçìIèÜë óéøÖâìæ¯ "v¼ìæìë çëé" çìë ûÖèç¹â æú¯ ÍÔìíæ ök ðíúí×• Íôèå ç+ öìë ûÖìÔÖì æìæì ôèûçìú ëíø èÛ^• t·ëíø Íô¯

ôèûçìèå ë÷æìë ¼âú ôèû äèâóìèë vóÔìíÐìæìë ôìíä ôÔíæì èÐÜìÈóð• ¼ìäìóøë• ôìèÜ†ìâ• øèç¼íë ûì¼ ôíëí×æ¯ ûì¤Üìë øGé«ôèç ¼â·t· v¼í`óö ß ¾ûèÐ,Ö èæíú çìë ÌæÛíû• ëíÂ• ëíø ôGæìú• èæçÖ æçæ ðíú «èçÛìç ðíE×¯ øGéë æëæìèéé ¼Ô-ó¥Ô• ðìè¼ôì^ìë ¼íà øèë÷ú èæèû§ vÇíô èæèû§çë ðíE×¯ ÍÈ øëë÷ú ¼írÈ "v¼ìæìë çëé" ôìûÖ¯ "v¼ìæìë çëé" ôèûçì ÍÈ ÌæÛíûë ¼è,ì¯ ÍÔìíæß «ôèç ß âìæ» ôèûë ÌQóè,ìíç èûx«ôèç ß âìæûíÜìíôë ¼íà Íôìôìë ðíú vùí×¯ Ííô ûÜì vöíç øìíë èûxìæÛèç_Íèå ¼@û ôèûë ¼è,ì«ëËì ûì ÌQíóûçìë ÌQ¥í«ëËìú• ¼@ûç ôèûë ÍÈ ÌQíóûçìÈ v¼ìæìëçëé ôèûçìë "væíú"¯ ÌQíóûçì vôìíæì ÌíÜèôô ÐèkÓë ææ• ôèûë «ôìÐí«ëËì• èöèæ ôèûë âíæë âíÓÖ ûí¼ ¼â† äùÁíô ¼ìèðíçÖ ëøóìæ ôëí×æ¯ «ôèç_v¼ìæìë çëé ôèûçìë ÅÁ¼• ÷Üâìæ æóéít·ìç• öìë âíÓÖ ôèû ä^Ì ä^ìQíëë ¼@øô ÅøÜèB ôíëí×æ• çìíô ÍÔìíæ vóíÔí×æ ¼ì¤íôèçôçìú• ëð¼Öâú• ëøíôë ûÖûðìíë ûÖJæìxúé ëíø¯

"v¼ìæìë çëé" ôìíûÖ ôèû æóéâìçô ûì¤ÜìíóíÐë ëø• ø,ìë «ûðâìæçì• èûè÷r Ô„ Ô„ ëøôG ß è÷rôíGë èÛçë èóíú• ôÔæß ¼ìíWèçô ëð¼Ôâúçìú• ôÔíæì û»ì «ôèçë èû»ìó ÅyÜçìú «ôìèÐç ðíúí×¯ "v¼ìæìë çëé" ôèûçìèåß ÍëôâÈ Íô Ùæ û»ìú Ììûç æóé÷íëë èæ¼ùè÷r¯ ôèûë Ûì»ìú øGé«ôèçë ¼íà çìë Íôèå âìæè¼ô ÙëÔ^ìë ¼@øô• v¼èå Í ôèûçìú Øíå ÅíÔí×¯

"v¼ìæìë çëé" ôèûçì ûT-èûçèôç ôèûçì¯ Íë û·t· ¼çÖ ß Ûìû¼çÖ èæíú æìæì âç Ììí×¯ ëûé\æìÇ ôèûçìèåë øåÛèâôì ûËæì ôíëí×æ_ ""¿¿¿ è×Üìâ ø,ìë vûìíå¯ äÜÛìëìæç ôìíÜì vâÙ ÌìôìíÐ• ßøìíë ×ìúìÙæ çë vxËéë âíÓÖ †ìâIèÜ• û»ìú øèëøË ø,ì Ôëíûíù vÔíú ÷íÜí×¿¿¿¿¯ æóé ÌôìíÜ ôÜ ×ìèøíú ÷íëë Óìæ èóíæ èóíæ õèûíú èóíE×¯ ôìâì Óìíæ vûìÄìÈ ÷ì»éíóë væîôì¿¿¿¿ vÛí¼ ÷íÜí×¯ ÍÈ ¿¿¿¿¿ Óìæíô ûíÜ äèÜ Óìæ¯ Ììë èô×èóæ ðíÜÈ øìôç¯"" ¿¿¿¿¿ Ñ ûìóÜèóíæë ×èû v¼ìæìë çëé ôèûçìë ÌQíë «E×^ ß çìë ×í`ó «ôìèÐç¯ vôÅ vôÅ Ííç Íôèå ëøíôë ¼aìæ vøíúí×æ¯ ëøô ûÖìÔÖìú ëûé\æìÇ vÜíÔæ _ ""v¼ìæìë çëé ûíÜ Íôåì ôèûçì èÜíÔè×Üâ¯ ¿¿¿¿ âìæ» ¼â·t· äéûæ Óíë Ø¼Ü ÷ì» ôëí×• äéûíæë várâì Péíøë âç ¿¿¿ ¼â·t· äéûíæë ôíâë öì èô× èæçÖ ØÜ çì v¼ ¼¤¼íëë çëËéíç vûìÄìÈ ôíë èóíç øìíë¯ ¼¤¼ìë ¼â·t·È væíû¯ Íôèå ôËìß vØíÜ vóíû æì• èôQ öÔæ âìæ» ûíÜ¿¿¿¿¿ Ììâìíôß æìß• Ììâìíôß ëìÔ• çÔæ ¼¤¼ìë ûíÜ _ vçìâìë äæÖ äìúùì vôìÇìúÀ"" _ âðìôìÜ âìæí»ë ôâôèç ûðæ ôíë ëáì ôíë• ôèçâìæ âìæ»íô v¼ ëáì ôíë æì¯ Í ôèûçìíô vôÅ vôÅ û·tèûx ß v¼ì`óöçí+ë ëøô èðí¼íûß vóíÔí×æ¯ ôèûçìë âíÓÖ vö ¼â·t· «çéô ûaæ ôíëí×æ• çì ðÜ ¥ v¼ìæìë çëé _ èûíxë è÷ëQæ v¼ì`óö• âìèÄ _ v¼ì`óíöë ÌèÓVìré vóûçì• æóé _ ÌÔ„ ôìÜ«ûìð• vÔç _ äéûíæë ôâíár• Óìæ _ v¼ì`óíöë ¼~ìë¯ õ¿ æéðìë ëJæ ëìú èûÐº èæ¼ù ôèûçì èðí¼íûÈ "v¼ìæìë çëé"vô vóíÔí×æ¯ xìûíËë Ùæû»ì• óôÜÛëì Ôëít·çì æóé «Ûèçë Ìøìë v¼ì`óö tøÐôìçë ôèûè÷í+ Íô Ìøëø vûóæì«ç ë¼ ß v¼ì`óíöÖë Ìøû ëìèùËé ¼è,! ôíë¯ v¼È ëìèùËéÈ v¼ìæìë çëé ôèûçìèåíç Óëì øí§í×¯ Íë ôìí× ç+ ÌûìQë¯ ÐæÖ æóéçéíë Íôì Çìôìë vûóæì• èæíáíô ÍôìQ ôíë óìæ ôèíç æì øìèìú• vôìíæì vôìíæì Ûìû-âðíç «ôèçë èæVë Ìì÷ëË ûíÜ âíæ ðú_Í vçì vôìæ ç+ æú• ÌæÛç Ûìû âìr¯ ¼çëì¤ ç+ èæíú èûûç ðßúìë ôìëË væÈ¯

èô× èô× ¼âìíÜì÷ô ôèûçìèåë Íôèå óìÐèæô èÛè+ Ììí× ûíÜ âíæ ôíëí×æ¯ çìíóë âíç "v¼ìæìë çëé"íô ™Ôâìr «ôèçë ôèûçì ûÜì èÔô ðíû æì• çìëì Ííç Íôèå óìÐèæô ç+ «èçØèÜç ðíç vóíÔí×æ¯ çìíóë ûÖìÔÖì âìæí»ë äéûæ Íô Ô„ ÷ìí»ë äèâ èûíÐ»¯ Í äéûæ âðìôìÜ vûè,!ç• äéûíæë v×ìíåì vÔçåôß Ôëít·çì æóé vÙëì¯ âìæ» çìë ¼ìëìäéûíæë ¼@øó ¼¤¼ìë-çëËéíç vûìÄìÈ ôíë èóíÜß• ¼¤¼ìë çìíô †ðË ôëíÜß• t·,!íô †ðË ôíë æì _ ÒìÈ æìÈ• ÒìÈ æìÈ _ v×ìå v¼ çëé¯ âðìôìíÜë ôìí× ûÖèk æú• çìë ¼è,!È «Óìæ¯ v¼ ¼è,!íô ëáì ôíë¯ vóÐ-ôìÜ èæëíøá ÍÈ è÷ëQæ óìÐèæô ¼çÖèå ÍÈ ôèûçìë «Óìæ «èçøìóÖ_ èô× ¼âìíÜì÷íôë ÍÈ èûxì¼¯

v¼ìæìë çëé-ë ×`ó ÜáËéú¯ èâxûí+ë øíá ÌÛçøû '8 + 5' 13 âìrìë ×r èûæÖì¼ ·t·ûô ùÔíæ 8 + 5• 8 + 5 • 8 +8 + 8 + 5 Íû¤ 8 + 5 Ûìíûë Åøíöìùé Íôèå ¼ë vöìù ôíëí×æ¯ «Çâ 8 + 5 âìrìë èPøìèûô óèå ×írë âìrì ¼âô& ß ÌQèâÜ vö Ó[æí¼ìôö ¼è,! ôíë• øëûçé èçæèå 8 âìrìë ¼âÔ[æÖìKô èçæèå øû èûæÖt· ôíë Íôèå ¼íëë Ñôçìæ èæíú Ìì¼ì ðíúí×¯ çìë ¼íà 8 + 5 âìrìë

vÐ» ×írë èâíÜë ¼íà øûûçé 5 âìrìë øíûë ÌQûèâÜ ôìûÖ ¼»âì èæíú Íí¼í×¯ ÍÛìíû óèå ·t·ûô ôèûçìíç ÌèÛæû ß èûëÜ ×`ó ¾ûè÷rÖ ¼è,‚ ôíëí×¯ ôèûçìèåíç vôìíæì ök ûì ö†š ûÖJæÓ[èææë «íúìù æì Çìôìú Ì¼ìâìæÖ ¼ëçëèàç ëâËéúçì ¼è,‚ ôíëí×¯è÷r ¼è^íûíÐë vôîÐíÜß ôèûçìèå Ììô»ô¯ Ûëì æóé• ÔëäÜ• vâÙíâóë øëøìë• xìûíËë vâÙìE×^ ÌìôìÐ• çëé• âìèÄ Í ¼íûë ¼íà ôèû ´óíúë ûÖìôÜçì Íôåì ôëË ëìèùËé ¼è,‚ ôíëí×¯

¼¤èá : ûÖìÔÖì ¥ *Ûëì æóé áëÓìëì* _ û»ìú æóéäÜ áíëë âíçì ÓìëìíÜì ÌÇìÁ Ôëít·ìçì vûìÄìíæì ðíúí×¯

çë ×ìúì â¼éâìÔì ‘ôìèÜâìÔì’ _ ÌìôìÐ vâÙìE×^ Çìôìú ùìí×ë ×ìúìú vÙëì †ìâ ÌaôìëìE×^ ûíÜ âíæ ðíE×¯

ûìôì äÜ ôèëí× vÔÜì _ ûìôì Ðjèå óèå ÌíÇ ûÔûðìë ôëì öìú¯ Íôèå ÌíÇ æóé vûíô vû,¦æ ôíë Ììí×• Ìøë ûÖJæùÛ ÌÇ “ôèåÜ ûì «èçôÜ”¯

vô Ììí¼ øìíë _ “vô” ÍÈ Ðjèå ûÔûðìë ôíë Ìèææó,‚ ûÖèkíô vûìÄìæ ðíúí×¯

vóíÔ vöæ âíæ ðú è÷èæ Åðìíë _ û»ì ¼âìùíâ ôìåì Ø¼Ü èæíú çëéë Ìíøáìú öÔæ Ììí×æ Íâèæ ¼âú óë vÇíô vóíÔ vôìæ v÷æì v÷æì væíúíô vöæ vóÔì öìíE× _ Íâèæ ¼ìÓìëË ÌÇ ðíÜß Åºèçèå ûÖJæì ¼âº¯ öìíô vóíÔ “âíæ ðú è÷èæ Åðìíë” v¼ vö ôèûë ´óúùç ÌQöìâé¯ ëûé\æìÇ çìë ôìûÔÛìûæìú ûÖèk Ììèâë Ìèçèëk øÇô Íô ÌQ¥í«ëËì ûì ÌQÐèk öìíô Ìíæíô ÌQíóûçì ûì äéûæíóûçì ûíÜæ çìë ôGæì ôíëí×æ¯ “v¼ìæìë çëé” ôèûçìú Íëì ÌìÛì¼• è÷rì”ú çìë øèëËèç¯ ÈèæÈ ôèûë v«ëËì• çìë ôìûÔìèÓVìré vóûé¯ *vôìæ èûíóíÐ* _ ÍÔìíæ ûÜíç vôìíæì Ìäìæì äùíç¯

*™Ó çèâ èæíú öìß*_ ¼è,¦ë vö vxV ¼@ìë• âðìôìíÜë çëËéíç çíÜ vóßúìë âíÓÖÈ t·,¦ìë ¼ìÇôçì¯ èô·Q ôìíÜë âìèÄ vôìíæìèóíô óôøìç æì ôíë èæçìQ èææëì¼k è÷í+ Íèùíú öìíE× vóíÔ t·,¦ìë ÍôìQ Ìæíëìó v¼ äéûíææë öì èô× Ìèäç ØÜ çìíô vöæ èæíú öìú¯

ÍÔæ Ììâìíë Üíðì ôëËì ôíë _ ÍôÜì äæíûè,¦ç v×ìíâì vÔíç ûí¼ Ììè×¯ ôëËì ôíë vçìâìë çëéíç çíÜ æìß¯ Íë ÌìÓÖìèKô ÌÇ ð”íç øìíë• Ììâìíô ¼ôÜ ôâûè`ó vÇíô âk ôíëì¯ ÌÇûì Ììâìë èÐíGë ¼íà Ììâìëß Ìèt·&íô ök ôíëì¯

öìðì è×Ü èæíú vùÜ v¼ìæìë çëé _ Ììäéûæ ¼è˜ç v¼ìæìë Ø¼Ü• ¼¤¼ìë çëËéíç çíÜ èæíúí×æ ÌÇìÁ ôèûë ¼è,‚ ¼âìóç ðßúìú èçèæ Ììæ`óç¯ èô·Q v¼Ôìíæ çìë òìæ æì ðßúìú _ Ðæ̂ æóéë çéíë ëèðæ øè§ _ èçèæ ÍôìèôíÆë vûóæìú èû»#¯

ÌæÐéÜæé _ 1

æéí÷ë «xÌèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 41 øVìë Å+ë ¼¤íôíçë ¼íà èâèÜíú vóÔæ¯ «íúìâíæ âÜøìÒ _ 1 ÍôìèÓôûìë ø§æ• çìðíÜÈ «ó+ «í×ë Å+ë èóíç øìëíûæ¯

1’ Ðæ¦òÌæ øëË ôëæ ¥

ô’ ×r øëË ôëæ

Íô Ôìæ v×ìå vÔç• Ìì¢â ÍíôÜì _

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

øëøìíë vóèÔ Ìì ôì

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

«Ûìç vûÜì

Í øìíëíç v×ìå vÔç• Ìì¢â ÍíôÜì®

Ô’ vöíúì vöÇì vöíç ÷ìß

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

áèâô vðí¼¯

ù’ ÷çÇ øíû ôèû Ìíæôåì «ìÚ óìÐèæô ________ ________ èöèæ øëìçæíô ________ vóíÔí×æ• øëìçæ ________ ÌìíûùÎº ________ øèëûíç Ìíæô ÐìèQ ß ¼¤öç• ________

Ù’ ëûé\æìíÇë ø˜âøíûë ôìû¦ÌèÜ ðÜ_

øæ f ________ ø r ø å ________

2’ ¼èÒô Å+íë èÒô ‘✔’ è÷ÿ èóæ ¥

ô’ “ûÜìôì” ôìíû¦ë «ôìÐ _
1’ 1914 èÔ¥
2’ 1916 èÔ¥
3’ 1913 èÔ¥

Ô’ “ø r ø å” ôìû¦ «ôìÐ _
1’ 1934 èÔ¥
2’ 1935 èÔ¥
3’ 1936 èÔ¥

ù’ “vëìùÐö¦ìú” ôìû¦ «ôìÐ _
1’ 1940 èÔ¥
2’ 1941 èÔ¥
3’ 1938 èÔ¥

Ù' ëûé\æìíÇë âçö̈ë øë «ôìèÐç ôìûö̈ _ 1' ä^§èóæ

2' vÐ» vÜÔì

3' vÐ» ¼:ô

3' "v¼ìæìë çëé" ôèûçì ë÷æì ß "v¼ìæìë çëé" ôìûö̈†ípë «ôìÐôìÜ èÜÔæ¯

4' vôìæ ôìûö̈†íp ëûé\æìíÇë «Çâ "ùóö̈ ôèûçì" ë÷æìë ¼÷æì ôíëæÀ ôìûö̈†pèåë ë÷æì ôìÜ èÜÔæ¯

5' ëûé\æìíÇë ççéú øíûë ôìûö̈†pIèÜë ¼ûèÐ,ö̈ ¼@øíô ÌìíÜì÷æì ôëæ¯ ÌìíÜì÷æì 50èå Ðíjë âíÓö̈ ¼éâìûº ëìÔæ¯

6' "v¼ìæìë çëé" ôÇìèåë ÌÇ ß çìÁøö ûèÄíú èÜÔæ '30èå Ðj'¯

7' "v¼ìæìë çëé" ôìûö̈ ë÷æìôìíÜë ëûé\æìÇ ¼@øíô Ììøæìë öçåô äìæì Ììí× çì ûËæì ôëæ¯ '50èå Ðíj'¯

8' "v¼ìæìë çëé" ôèûçì «ôèç èû»úô ôèûçì¯ Í ¼@øíô Ììøæìë ÓìëËì èû·t·ç ôëæ¯

9' "v¼ìæìë çëé" ôèûçìú èô× ¼âìíÜì÷ô óìÐèæô çí+ë ¼aìæ vøíúí×æ¯ Í ¼@øíô Ììøæìë âçìâç èóæ¯

50¿7 âÜøìÔ _ 2 ¥ Ðçìjéë ¼ö Ììèä

Ðçìjéë ¼ö Ììèä ëkíâÙ âìíÄ

Ì·t· vùÜ• èð¤¼ìë ÅÁ¼íû Ììèä vûíä

Ìít· Ìít· âëíËë Å^§ìó ëìèùËé

Ûú¤ôëé¯ óúìðéæ ¼Ûö̈çìæìèùæé

çíÜí× ôèåÜ ØËì ÷íáë èæèâí»

I: èû»óQ çìë Ûèë çéû èûí»¯

t·ìíÇ t·ìíÇ vûíÓí× ¼¤Ùìç• vÜìíÛ vÜìíÛ

Ùíåí× ¼¤†ìâ_«Üúâpæíáìíû

Û°íûÐé ûûëçì ÅèÒúìí× äìèù

øWÐöö̈ì ðíç¯ Üyì Ðëâ vçúìèù

äìèçí«â æìâ Óèë «÷„ Ììæö̈ìú

Óíâíë Ûì¼ìíç ÷ìíð ûíÜë ûæö̈ìú¯

ôèûóÜ ÷éÁôìèëí× äìùìÈúì Ûééç

x§Ðìæô}ëíóë ôì§ìôìè§-ùééç¯

50¿8 ¼ìëì¤Ð _ 2

Ìít Ìít öÔæ ëkìk ¼¤†ìâ ÷Üí×• çìë âÓö èóíúÈ ‘ÏæèûºÐ’ Ðçìjéë vÐ» ¼ö Ì t vùÜ¯ ôèåÜ ØËì çíÜ èæâä ¼Ûöçì æìèùæé çìë èû»óìç èæíú Åóöç¯ vÜìÛé tìÇìí^»éíóë âíÔìÐ Ôí¼ èùíú vûíÓí× ¼¤Üìç¯ çìëì äìèçí«íâë æìíâ• æöìú-ææèç èû¼äæ èóíú ûûëçìú vâíç ÅíÒí×¯ xÐìæ ôôíëë âíçì ÍôóÜ ôèû Íë «íëì÷æì èóíú äúùìæ ùìÈí×¯

50¿9 «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì• ôèûçì èûíx»Ë ß ûöìÔöì

“Ðçìjéë ¼ö Ìèä” ëûé\æìÍÇë ¾æíûóö ‘«ôìÐ 1308• È¤ 1901’ ôìûö†ípë 64 ¼¤Ôöô ôèûçì¯ ôìíûöë âíçì ôèûçìë ë÷æìôìÜ 1307 Ì†ðìúË-ØìGæ• È¤ 1900-1901¯ ôèû ÍÈ ôìûö†ípë ôèûçìÍèÜë vÔìíæì æìâ vóææ¯ ôèûçìë «Çâ ×r ûì ¼¤ôÜíæë ¼¤Ôöìú Íë øèë÷ú¯ ¾æíûíóöë ÌèÓôì¤Ð ôèûçìÈ ôèûë Éxë ûì äéûææìíÇë äæö èæíûèóç¯ ““øìèëûìèëô èÐäì”• ûìs-ÌìíˆóìÜíæë vôí\ Ìûòìæ• èûíÐ»ç èøçì âðè» vóíûë ¼ìð÷íóë ØíÜ ôèûë âíæ èô× Óâ¼¤tìë ß Éxëèûxì¼ Íû¤ ÛùûóÛèk ¼˜ìèëç ðíúè×Ü¯ ëûé\æìÇ Íô ¼âú ûìs¼âìíäë ¼@øìóô ß Ìì÷ìíöë øóß †ðË ôíëè×íÜæ¯ çû èçèæ ôèû• øèÇûé ß âìæ» çìë è×Ü «Çâ Ììxú/ ¼¤¼ìíëë Ì¼¤Ôö ôìíäë äæö• ¾óæè`óæ äéûíæë æìæì ¼¤Ðú-¼¤ôå ¼ìâìèäô-ëìäÊæèçô æìæì Ùåæì ß «x çìíô Ûìèûíúí×• ûöìôÜ ôíëí×• çìëÈ «èçè¹úì ôÔæß ôèûçìú «ûía ÌìK«ôìÐ ôíëí×¯ ûçâìæ ôèûçì ÍâæÈ Íôèå Ùåæìú Ììxúé öì âæ»öí&ë Ìûâìææìë Pìëì èÓ}ç¯ ôèûíô Í ¼âíú Ììâëì èûíÐ»Ûìíû èûxâætì vóÔíç øìÈ¯ ÌìèØôìë äÜ èûí°ìð• ûúë öº ûì ÷éíæë ûRìë öíºë v«áìøíå ëè÷ç ûçâìæ ôèûçì çìë tìáë¯ è«ùæìÇ v¼æíô vÜÔì Íôèå è÷èÓ vÇíô äìæì öìú_15È ØìGíæë âíÓö ëûé\æìÇ 90èå ¾æíûóö èÜíÔ vØíÜí×æ¯ ûçâìæ 64 ¼¤Ôöô ôèûçì ÍÈ ¼âíúë âíÓöÈ vÜÔì¯ ¾æíûíóöë ôèûçìÍÈ× ëûé\æìÇ âðè»íô ÅÁ¼ù ôíëí×æ¯ ôìíûöë ÌèÓôì¤Ð ôèûçì v«â vöîûæ v¼ì`óö ÌÇûì äéûæ-¾«èç äúùìæ ÇìôíÜß Íë Ìì§ìíÜ Íôèå ç+• è÷Qì ôGæì ôìä ôíëí×¯ Íôèå èûíÐ» ç+ß âìíÄ âìíÄ ÌìK«ôìÐ ôíëí×• v¼èå ûìsâíçë Pìëì «Ûìèûç¯ ÍÔìíæ ëí¼ë øèëûíç Ìíæô ¼âú Óâ ß æèèçíûìÓ «Óìæçë ôìä ôíëí×¯ ÅÈ÷Ûìû ß tø, ûkûö ôèûçìë «ìË¯ Ìøë ôíúôèå ôèûçì ¼âìä Èèçðì¼• vóÐí«â• âæ»öÓâ ß âìæèûô Ììíûóíæ çéû¯ çéá ûkíûö áëÓìë ÌÇ÷ âìèäç• âð+ûöJô ß ßíäìÍË¼@ø^¯

Í ¼âíú óèáË-ÌèØôìú Èºíëäëì ûúëíóë vóÐ Ìì¹âË ‘12 Ìí=ìûë 1899-31vâ 1902’ ôíë• öíº «û+ ðú ß ÷éíæ vÐì»Ëèô, ÷ææìëì èûíóÐé èûçì§íæë äæö “ûRìë èûí°ìíð”ë ‘1900 èÔ¥’ ¼÷æì ôíë¯ ëûé\æìÇ çìë “¼âìäíÛó” «ûía ‘“tíóÐ” Í «¼ía èÜíÔí×æ _ “”¼@eèç úíëìíø Íô Ìa èûíP» ¼Ûöçìë ÐìèQíô ôÜè»ç ôèëúì çèÜúìí×¯ ¿¿¿¿ v¼È äæöÈ vûìúìë øGéíç Ììlæ Üìèùúìí×• ÷éíæ øìÐûçì Üyìûëˈ øèëçöìù ôèëúìí× Íû¤ Óâ «÷ìèôûíËë èæVë Åèkíç Óâ ÅÁøèè§ç ðÈúì ÅèÓíçí×¯””

ÍÈ øèëí«èáíç ëûé\æìÍÇë 64 ¼¤Ôöô ôèûçì ë÷æ¯ ôèû çÔæ èÐÜìÈóíð¯ èçèæ Üáö ôíëí×æ væÐæçQé ÈÅíëìø_ÌÇ-èû+-¾ûÛíûë væÐìú â+ ðíú èð¤t Ìì¹âíË væÐæ-Íë Óúì çíÜ âæ»öí&ë

Ìûâìææì ôëí×¯ ¼ì@ìäÔûìóéëì ÅøèæíûÐ èû·tìíëë ¼íà ¼íà èæíäíóë vxV& «èçø^ ôëûìë äæÖ äìèçÊûíëë âÔÖ èóíú èæíäíóë tìÇøë vóÐí«íâë âèðâì «èçVì ôëíç ÷ìÈí×¯ ôèû ÍÈ¼û äìèçtìÇ «íËìèóç öºíô èð¤¼ìë ÅÁ¼û ûíÜ ùËÖ ôíëí×æ• tìÇøëìúË øìfìçÖ ¼ÛÖçìíô èÓ}ìë èóíúí×æ¯ æçæ Ðçìjéë ÅyÜ ¼íöìóíúë vóÔì væÈ• Ðçìjéë vÐ» ¼ö Ó[¤í¼ë âÔÖ èóíúÈ ÍÛìíû Ì·tèâç ðÜ¯ ÍÈ ûkûÖÈ ørøíåë 16 ¼¤ÔÖô ôèûçìú ‘ÌìèØôì’ èÛ^ Ûìíû ß ëíø «ôìèÐç ðíúí×¯

* **øìóåéôì** _ ûúë ¥ óèáË ÌìèØôìú èô× ßÜ`óìä 1652 èÔ¥ «Çâ û¼èç òìøæ ôíë ÷ì»ûì¼ ™ë ôíë¯ ÍíóëÈ èô× òìæéú ÌèÓûì¼é “ðíåæåå” vâíúíóë èûíú ôíû òìúé ðú¯ ÍÈ èâx äìèç “ûúë” æìíâ øèëè÷ç¯ øíë Øèìè¼• äìâìæ• ¼Èèõ¼ëì æìæì Óëíæë Ìçûì÷ìíë èæíäíóë vóÐ çûìù ôíë ÍÔìíæ Ìí¼¯È¤íëä Ìí¼ 19Ð Ðçíôë vùì§ìú¯ ûúëëì Å+íë ¼íë Íí¼ çÔæôìë ÌíëJ èØ všå Íû¤ åìæ¼ÛìÜ-Í æçæ û¼èç ôíë¯ ÌíëJ æóéë Óìíë ðéëì• åìAÛìíÜ v¼ìæì Ìèû,ìë ðíÜ• ÛìùÔìí^»é ß ¼ì@ìäÔûìóéíóë ûÔìøô Ììùâæ ™ë ðú¯ tìçQÔûìóé ûúëíóë ¼íà öº ûìíÓ• öìë ¼÷æì 1878-79• øèëËèç 1899-1902 vç¯

ÍôÈ Óëíæë vÐì»íËë ëìäæèç ÷íÜè×Ü ÷éíæë ßøë¯ çìÈ èûíóèÐ èûçì§íæë äæÖ “ûRìë èûíºìð” ‘1900’ ™ë ðú¯ óìàì ðìàìâìú ûT úíëìøéú èæðç ðíÜ• È¤íëä-äìâìæ-ëíÐë ¼è@‡èÜç Ìì¹âíË ÷éæìëì øöót ðú ‘7È v¼í{@ë• 1901’¯ Ìç¥øë 12èå øèfâé ëì,Ðèk Ì¼â÷èkíç ÷éæíô Ììûº ôíë vÐì»íËë âìrì ûìè§íú vóú¯

÷çóÐøóé ÍÈ ôèûçìë Åøòìøæì ûkíûÖë ¼íà ÔûÈ ¼¤ùèçøË¯ èâxûí+ë ¼ìÓìëË øíûë 8 + 6 ×íríç èûæÖt¯ «Çâ Ììå ×ír «tìûæì• vÐí»ë ×ú ×ír âÜ ûkûÖ ûÖìÔÖì¯ ÍÔìíæ vöíðç ûkûÖ èû»ú ûí§ì• çìÈ «tìûæì Ì¤Ð «ûðâìæ èâxûí+ë ôô• ÔÔ• ùù• »Víôë øë ÙÙ• ÂÂ• ÷÷• ×× ×rlíE× Åøèòç ôíëí×æ¯ ¾æíûíóÖë ÌèÓôì¤Ð ôèûçìú ÌìKèæíûóíæë Ûìû• ÌÓÖìK äéûíæë «èç Ììôèç• ùÛéë ÓâíûìÓ «Ûèç âðè»ë äéûæíûìíÓë Pìëì Ìæ«ìèËç ðßúìú Ìíæôâì ÐìQ• ¼âìèðç Ûìû«ôìÐô èæë+ìø• ¼ðä-¼ëÜ Ûì»ì «íúìíù ÌèÛûÖk ðíúí×¯ Ììûìë tíóÐí«íâë ôèûçìú Ûì»ì Ìíøáì tø,ß óÆçì ûÖJô¯ ûçâìæ ôèûçìú Ûì»ì ûkûÖ èû»íúë äæÖ ðíú ÅíÒí× çéû• çéá• ó:¯ ëkíâÙ• èð¤¼ìë ÅÁ¼û• l: èû»óQ• «Üú âpæ váìÛ• xÐìæ ô}ë «Ûèç ök ¼¤ök Ðj vö Ó[èæ ß ÌÇûÖJæì ¼è,ôíë çì ûkûÖíô çéûçë ôíëí×¯

ôèûçìë èûíx»Ë ß ûÖìÔÖì _

*Ðçìjéë ¼ö Ììèä ÈçÖìèó_* ÅèæÐ Ðçíôë vÐ» ¼ö ëkøìíçë âÔÖ èóíú Ìtvù Ü¯ ÍôÇì ûÜìë èøxíæ vö ûÖJæì Ììí× v¼èåíô ÍÛìíû ûÜì öìú_¼ì@ìäÔûìóé È¤íëä ÌìèØôìë ¼ìÓìëË ûúë ô»ôíóë Ìì¹âË ôëí× ðéæ tìÇ ÷èëçìÇçìë äæÖ¯ ëûé\æìÇíô Í Ùåæì ÍôìQ èûº ôíëí× ûíÜÈ ¾æíûíóÖ ÛùûÁÛèkâÜô ôìûÖ ë÷æì ôëíÜß èçèæ èòë Çìôíç øìíëæèæ• çìë ûkûÖíô tø,• Îä ßätè Ûì»ìú ûçâìæ ôèûçìú «ôìÐ ôíëí×æ¯

*óúìðéæ ¼ÛÖçì æìèùæé_* úíëìíøë ¼ì@ìäÔûìóé ¼ÛÖçìíô èæóú èû»Óë ¼ìíøë ¼íà çÜæì ôëì ðíúí×¯ ôÃ ÌìèØôìë ÌëËÖ ¼âìE×^ äéûæöìrì• ¼ÛÖçìë èð¤t Ìì¹âíË Ììçëíû è÷Áôìë ôëí×¯

tÌíÇ tÌíÇ vûíÔí× ¼¤ÙÌç _ ¼Ì@ÌäÛûÌóé vóÐÌèÜë ¼ût̼é ÌìèÓøçÛ èûtÌíëë ÌÌôÌ)áÌ ÌìèØôÌë äÜ ß ûúëíóë «èç ÌÌ¹âËÌKô âíæÌÛÌíûë ôÌèË¯ ûúëëÌ èæäÛíâ tÌèÓôÌë ëáÌë ¼¤ôíG óÆçÌ vóÔÌíÜ ×íÜ-ûíÜ-vôÎÐíÜ ¼Ì@ÌäÛûÌíóë «èçÛ È¤íëä Ðèkíç çÌíóë «èçðç ôíë¯ Íë èø×íæ vöâæ è×Ü äÌèçùç tÌÇ• çÌë øÌÐÌøÌèÐ è×Ü çéû ÌÇ¼@øó çÃÌ¯ âÌæûçÌë øé§æôÌëé ÌÇíÜÌÛé ¼Ì@ÌäÛûÌóíô ÍÔÌíæ èæ`óÌ ôëÌ ðíúí×¯

«Üúâaæ-váìÛ _ vÜÌÛ öÔæ ðú ¼éâÌðéæ• çÔæ vÜÌÛéë vôÌíæÌ èóèt̀èóô ÚÌæ ÇÌíô æÌ¯ tÌÇøë âÌæ» ÛÌë¼Ìâ0 ðÌèëíú vØíÜ¯ ÍëÈ ØíÜ ÌèæûÌö Ó[¤¼ ÌÌí¼¯ úíëÌøé ëÌ,Ðèkë Ìøèëíâú vÜÌÛ v¼È ûûçÌë øèë÷ú èóíÈ×¯

ôèûóÜ ÷éÁôÌèëí×_ÅèæÐ Ðçíôë vÐí» ¼Ì@ÌäÛûÌóé Ðèkë ¼ðÌúô ôèûôÜ ÅÁôå• ¼¤ôéË• äàé äÌçéúçÌûÌíóë «ôÌÐ ôëè×Ü• çÌíóë ôÌíûÛ• èÐíG• ¼ÌèðíçÛ• v¼È ¼@øíô ÍÈ èçöô âQûÛ¯ Í¼û ôèûëÌ ðíÜæ «ÓÌæç ¼Ì@ÌäÛûÌóé ß äàé äÌçéúçÌûÌóé¯ vöâæ _ È¤íëä ôèû ðÌèõ• ëÌèõúÌèõ èôøèÜÂ• ëøÌå ûô• è¼ùèØõ ¼ÛÌ¼æ¯

ÌæÐéÜæé _ 2

æéí÷ë «×ÌèÜë Å+ ôëæ¯ Å+ë vÐí» 41 øÌçÌë Å+ë ¼¤íôíçë ¼íà èâèÜíú èææ¯ ÌæÛÌæÛ váír âÜøÌÒ _ 2• «Ì¼éàô ÌÌíÜÌ÷æÌ ¼ÌðÌöÛ èæíú Å+ë «tç ôëæ¯

1’ ÐæÛòÌæ øëË ôëæ ¥

ô’ óúÌðéæ ¼ÛÛçÌæÌèùæé

çíÜí× ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ èæèâí»

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ çÌë Ûèë ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¯

Ô’ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿• vÜÌíÛ vÜÌíÛ

Ùíåí× ¼¤tÌâ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ÅèÒúÌí× äÌèù

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¯

ù’ ëûé\æÌÇ Íô ¼âú _______ ¼@øÌóô ß _______ øóß tðË ôíëè×íÜæ¯ çû èçèæ ôèû• _______ _______ ß _______ çÌë è×Ü «Çâ _______¯

Ù’ ÌìèØôÌë _______• _______ ûÌ ÷éíæë _______ _______ v«áÌøíå ëè÷ç ûçâÌæ ôèûçÌ¯

2’ **¼ÌÒô Å+íë èÒô ‘✔’ è÷ÿ èóæ ¥**

ô’ ¾æíûíóÖ _ | 1’ ôèûçÌë æÌâ
2’ ôÌíûÖë æÌâ
1’ ôèûçÌ I íE×ë æÌâ

Ô’ ¾æíûíóÖë ôèûçÌ ë÷æÌ ôÌÜ _ | 1’ 1307 ¼ÌÜ
2’ 1308 ¼ÌÜ
1’ 1902 èÔšÌj

3’ “¾æíûóÖ” ôÌíûÖë ôèûçÌ I èÜíô ôú ÛÌíù ÛÌù ôëÌ öÌú Íû¤ ôé ôé øÌ÷èå ûÌíôÖ èÜÔæ¯

4’ “ûúë” öº ôé ß vôæ ¼¤íáíø ÌÌíÜÌ÷æÌ ôëæ¯ ‘50èå Ðíj’¯

5’ “Ðçì jéë ¼ö” ûÜíç ôé vûÌÄÌæ ðíúí× èÜÔæ¯

6’ “óúÌðéæ ¼ÛÖçÌ æÌèùæé” _ ¼ÛÖçÌíô “æÌèùæé” Íû¤ “óúÌðéæ” ûÜûÌë ôÌëË ûèÄíú èÜÔæ¯

7’ “tÌíÇ tÌíÇ vûíÓí× ¼¤ÙÌç” _ Åºç Ì¤ÐèÅë ÌÇ ß çÌÁøö ûÖÌÔÖÌ ôëæ¯

8’ “ôèûóÜ ÷éÁôÌèëí×” _ Åºèçèåë ûkûÖ ûèÄíú èóæ Íû¤ óäæ ôèûë æÌâ ÅíGÔ ôëæ¯

50¿10 âÜøÌÒ _ 3 ¥ vçÌâÌë Ðb ÓÜÌú øí§ ‘Ðb’

Ðb

vçÌâÌë Ðb ÓÜÌú ø”í§•
　　vôâæ ôíë ¼Èû¯
ûÌçÌ¼ ÌÌíÜÌ vùÜ âíë•
　　Í ôé vë óÊóû¯
Ü§èû vô ÌÌú Ó[äÌ vûíú•
ùÌæ ÌÌí× öÌë ßÒ-æÌ vùíú•
÷Üèû öÌëÌ ÷Ü vë vÓíú•
　　ÌÌú-æÌ vë èæ¥ÐW¯
ÓÜÌú øí§ ëÈÜ v÷íú
　　ßÈ vë ÌÛúÐb®

÷íÜè×ÜÌâ øäÌë Ùíë
　　¼ÌèäíúØíÜë ÌÙÖ¯
Ôèä ¼ÌëÌèóíæë øíë
　　vôÌÇÌú ÐÌèQtÌù¯

Íûìë Ììâìë ´óúáç•
vÛíûè×íÜâ ðíû ùç•
Óíú âèÜæ è÷ÿ öç
ðû èæ,ÜW¯
øíÇ vóèÔ ÓÜìú æç
vçìâìë âðìÐb®

Ììëèçóéø ÍÈ èô äìÜì¯
ÍÈ èô Ììâìë ¼aÖì¯

ùìÇû ëkäûìë âìÜìÀ
ðÖìú ëäæéùaì¯
vÛíûè×íÜâ vöìÄìöèÄ
èâèåíú øìû èûëìâ Ôèä•
÷èôíú èóíú ÎíËë øèä
Üû vçìâìë ÌW¯
vðæôìíÜ õìôÜ ûèÄ
æéëû çû Ðb®

vöîûíæèë øëÐâèË
ôëìß çíû tøÐ¯
óéøôçìíæ ÅÒô Ó[èæ
óé: «ìíËë ð»¯
èæÐìë ûá èûóìë ô"íë
ÅíPìÓíæ ùùæ Ûíë
Ìa èóíô èóùQíë
äìùìß-æì ÌìçW¯
óÈ ðìíç Ììä çÜû Óíë
vçìâìë äúÐb®

äìèæ äìèæ• ç\ì ââ
ëÈíû æì Ììë ÷íá¯
äìèæ xìûËÓìëì¼â
ûìË ûìèäíû ûíá¯
vôÅ ûì ×íå Ìì¼íû øìíÐ•
ôìóíû ûì vôÅ óéÙxìí¼•
ó¥tøíæ ôìøíû rìí¼
¼è : ë øöW¯
ûìäíû vö Ììä âíðìGìí¼
vçìâìë âðìÐb®

vçìâìë ôìí× Ììëìâ v÷íú
vøíÜâ ™Ó Üyì¯
Íûìë ¼ôÜ Ìà v×íú
øëìß ëË¼yì¯
ûÖìÙìç Ìì¼ô æû æû•
ÌìÙìç vÔíú ÌåÜ ëû•
ûíá Ììâìë ó¥íÔ çû
ûìäíû äúõW¯
vóû ¼ôÜ Ðèk• Üû
ÌÛú çû Ðb®

12 ¾äÖV• 1321
ëìâù§

50¿11 ¼ìëì¤Ð _ 3

[Ðb ôèûçì ë÷æìë ¼âíú «Çâ âðìöº vÙìè»ç ðúèæ¯ ôèûë âíæ Íô ó¥¼âíúë ÌìÐWì¯ ÍÈ v«áìøíå ôèûçì ë÷æì¯]

vö Ðíb vóûçìë ÌìíóÐ Ó[èæç ðíE×• çìíô ÓÜìú øí§ Çìôíç vóßúì öìú æì¯ ûìçì¼ vÇíâ öìßúì vÇíô Ìì¼ˆ óÊóíûë ÌìÛì¼ øìßúì öìíE×¯ Í ¼âú öìëì ÌÛú Ðb èæíú èæ¥ÐW è÷í+ ôí. ‘ÐìèQë’ ùìæ ß äú øçìôì èæíú ÷Üíû çìíóë Íèùíú vöíç ðíû¯ vçìâìë Ðb ÓÜìú øí§ Çìôíç vóÔè× öÔæ• ´óú-

vûóæì óë ôíë èæ,›ÜW ðßúìë ÌìÐìú• øäìë ÌÙÖ èæíú ÐìèQë ¼aìíæ ÷íÜí×¯ ¼â·t› ôìíäë vÐí» ÐìèQíç ôìåìûìë äæÖ Ìièèçë ÐìQ «óéíø ëäæéùaìë âìÜì èóíú• Ìiä ÌièìÓæìë ¼âú æú• Ðíbë öÔæ Ìiðìæ ÍÈ vö• ëkäûìû âìÜìÈ ùìÇíç ðíû¯

ÌQíë vöîûæíûù ¼˜ìë ôíë Å!é: «ìíËë Ìiæí`ó óéøô çìæ vûíä ÅÒô¯ äìIô Ìaôìíëë øë• æçæ «ìíËë ¼ì§ì¯ v÷ìíÔ ÍÔæ Ìië Ùâ æú¯ xìûíËë û»íËë âíçì Ìt·ìÙìç ÍíÜ• vôÅ ¼âûÖÇé ðíû• vôÅ ûì ðìðìôìë ôëíû• ÍëÈ âíÓÖ vö Ðb ûìäíû¯

èûxìâ v÷íú Üyì vøíúè×¯ Ìiä ¼â·t› ÌìÙìç ß ó¥Ô ¼íúß ëË¼ìíä ¼èyç ðíú• èæÛíú ¼ôÜ Ðèkíç ÌÛú Ðb çíÜ èæíç ðíû¯

50¿12 «ì½èàô ÌìíÜì÷æì• ôèûçì èûíx»Ë ß ûÖìÔÖì

"ûÜìôì"ë ôèûçìIèÜ ë÷æìë ¼÷æì 1321 ¼ìíÜë 15È ¾ûÐìÔ '1914' ÐìèQèæíôçíæ• vÐ» ôèûçì vÜÔì ðú ôÜôìçìú 9È ¾ûÐìÔ 1323 '1916' Íû¤ †pìôìíë «ôìÐ 'vâ• 1916'¯ âÜøìíÒë ôèûçìèåë '4æ¤' ë÷æì• 12È ¾äÖV 1321 ëìâùí§ Íû¤ Íèå Ìì»ìíÆë "¼ûäør"-Í «ôìèÐç ðú¯ ôèû Í ¼âú ¾äÖV âìí¼ èðâìÜíúë ëìâùí§¯ çìë âíæ óìëË ÌÐìèQ ß vûóæìÛìë¯ Íôâìr ÌÖìwä Í Ôûë äìæíçæ¯ ôèû ûíÜæ•_""Ôûë øìÈèæ• «âìË øìÈèæ• çû âíæ ðèE×Ü ¼ìëì äùÁ äí§ vöæ Íôåì «Üú ôì„ Ìì¼í×¯ èûxûÖìøé Íôåì ÛìÂìí÷ìëì «Üú ôìí„ë ÅíóÖìù ÷Üí×¯ 5È ¾äÖV vÇíô 12È ¾äÖíVÖë âíÓÖ Ìiâìë óÈ• èçæ• ÷ìë æ@ë ôèûçì Ííô Ííô ÍÜ¯¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿çÔæß úíëìíøë âðìöíºë Ôûë ÍíóíÐ Ììí½èæ• _ Ìiâìë ÷ìë æ@ë ôèûçì 'Ðb' vÜÔûìë øë öíºë Ôûë vøÜìâ¯

«¼àç t‡ëË ôëì vöíç øìíë «Çâ âðìöíºë ¼÷æì 28vÐ äÜìÈ 1914 'xìûË 1321' vÐ» Ûì¼ìÈ ÷èkíç 28vÐ äæ• 1919¯

öº vôìíæì ¼âúÈ ôìëß ôìè)áç æú¯ öº âìæí»ë ¼ÔÐìèQ xé ß ¼@øíóë ¼ûæìÐ Ùåìú• ÌøèË¼éâ ó¥Ô vûóæì ß Ó[¤¼íô ûíú Ììíæ¯ «Çâ èûxöíº ¼ì@ìäÖûìóé Ðèkë ¼éâìðéæ vÜìÛ ß ó@› äùíçë ÌQëìKìíô øéè§ç ôíë ÌìK«ôìÐ ôëÜ¯ öíº Ðb vûíä ÅÒÜ¯ óìëË «Üíúë ¼÷æì ðÜ¯ èûíxë 18èå vóÐ ¹âì˜íú ¼ûæìÐì ÍÈ âðìâëËöíÚ äè§íú ø§Ü¯

Í ¼âú ÐìèQ• t·t› ß ôÜÖìËÓíâë çø¼Öìú• v¼í`óíöë ëäæéùaì æú• âìæûôÜÖìíË• Ìièæûìöíô Ó[¤¼íô vëìÓ ôëíç ëkäûìë âìÜì èæíú öíº ûçé ðíç ðíû¯ ÐìQ ¼aÖìú øäì-û`óæì t·ìÛìèûô èô·Q èûÓìçìë Ììðìæ öÔæ âðìÐbÓ[èæíç Íí¼ vøî×ìú çÔæ Ìië Åóì¼éæ Çìôì ¼@û ðú æì• ¼ì§ì èóíçÈ ðú¯ èûxûÖìøé óíöìíùë èóíæ ¼í÷çæ âìæ» âÔ èØèëíú Çìôíç øìíë æì¯ çìÈ Í ôèûçìú èóùèóùQûÖìøé Ìaôìíëë âíÓÖ ôèû öíºë Åøíöìùé óéøô çìíæë ¼¤ùèçíô «ìÇæì ôíëí×æ¯ vöîûíæë óóâæéú «ìËÐèkíô Ììðìæ ôíëí×æ¯ "ûÜìôì"ë ôèûçìú ôèû "Ìäë-Ìâë-Ìáú" vöîûíæë û`óæì ûìë ûìë ôíëí×æ¯ ÍÔìíæß èçèæ «ìíËë ð»óéè:íô ôìâæì ôíëí×æ¯ óéøô ëìíùë v×ìúìú vö ÌìIæ äÜíû çìíç ¼â·t› ôÜ»• ôGí» áú ðíû• ÌæÖìíúë Ìaôìë èûóéèç ðíû• óðìíç Ðb çíÜ âìæûìKë äúÓ[èæ çÔæÈ ¼@û ðíû¯

ôèûçìë Åø¼¤ðìíë vóèÔ èûëìíâ èûxìíâ ÌÜ¼ äéûæöìøíæë †ìèæíç Üèyç ôèû-ÌìKì v¼ ä§çì ôìèåíú ßÒûìë äæö ëË¼yìú ¼èyç ðßúìë Ììôì)áì äìèæíúíׯ û·t·ç ÍÈ ôèû«ìË èûxâìæûçìë ôÜöìËôìâé• ¼ûâìæí»ë ÌQùç ¼+ì¯ ÍÛìíû ôèû ûöè,ì vÇíô ¼âè,ìíç vøîíׯ Íôô ´óíúë vûóæìë Ûìë ÍÛìíû èûxâìæûçìë ôÜöìíË "ÌÛú Ðb" ðìíç çíÜ væßúìë ôÇìíç ¼âì: ðíúíׯ ûÜìôìë Ìûöûèðç øûûçé ôìûö "ùéçìJèÜ-ùééçâìÜö-ùéçìèÜ"-ë ôèûçìIèÜíç ÛùûÁÛèk ß ÉxëìæÛèçë ÌìÛì¼ ÔûÈ tø,ì¯ èôQ ôèûè÷+ ÍÔìíæ óéÙèóæ òìúé Çìôíç øìíëèæ¯è÷ë÷˜Ü• è÷ëøèÇô ôèû ´óú• ùèçðéæ ÌÓöìKë¼íûìíÓ• ÌÓöìK ÅøÜèBë âíÓö òìúé ðæ æì¯ ôèû Ûk ¼ìÓô ææ• çìÈ èûøëéç Ðèkë ÌèÛÙìíç èæ¼ù ß èûøÜ âìæûèûxíô æçæÛìíû Ììèû,·ìë ôëíÜæ¯ «âÇæìÇ èûÐéë Ûì»ìú Íçèóíæë ¼éâì vÇíô Ì¼éâ vóÔì æú• Íûìë Ì¼éíâë óè,ìíç ¼éâìíô vóÔìë öìrì ™ë ðÜ¯ "ûÜìôì"ú ôèû v«â äéûæ vöîûíæë äúùìæ ôíéíׯ• ß è÷ë÷˜Ü ùèçÐéÜçìë ôÇì ûíÜíׯ Íë vøxíæ ¼âôìÜéæ ôíúôèå Ùåæìë Ìûóìæ Çìôì Ì¼@·û æú¯ '1' "¼ûäør" _ ¼ìèðçö øèrôì «ôìÐ '1914' ÷èÜç ûì¤Üìú ¼¤t·ìëâk ùèçÐéÜ äéûæ vöîûíæë ôÇì ûÜìë «èçxèç¯ '2' ÈÅíëìíøë Å!â¼âìä• çìë ÌIç ôâ÷ì˜Üö çìë ¼¤Ùìç ¼¤Ù»¯ '3' Øëìè¼ óìÐèæô vûùÐ-ë elan vital Íë óìÐèæô ç+ ôèû âìæí¼ èô× «Ûìû vØíÜ Çìôíû¯ vûù¼-Íë âíç äùíçë ¼ûèô×È Íô ëø vÇíô Ìæöëíø øèëûèçç ðíE×¯ ùèçÈ ðÜ ôìÜ«ûìð¯ Ìçéç ûçâìæ ÛèûȫöÁ ûíÜ èô× væȯ "ûÜìôìú" ÍÈ ÷Üìë ôÇìÈ «Óìæ¯ ùèçç+È ûÜìôìë âܼ돠ûÜìôì ùèçëìíùë ôìûö¯ Í ùèç Ì¼éíâ Óìûâìæ¯ çìÈ Åí!Ðöðéæ æú Ììæí`óë ë¼íÜìíô vøí×ìíæìÈ çìë âÜ Üáö¯ ôèû vöîûíæë âíÓö v¼È ùèçíô vóíÔí×æ¯ ôìÜÓíâ âìæí»ë Ðèk äéËçì«ì: ðíú ¼¤t·ìíëë vÙëìíåìíø äè§íú øí§¯ vöîûíæë óùâ «ìËÐèk v¼È ëº vt·çíô âk ôëíç øìíë ûíÜÈ èçèæ "¼ûíäë ÌèÛöìæ" Ììôì)áì ôíéíׯ Ðb '4æ¤' ôèûçìú çìÈ èçèæ «ìÇæì ôíéíׯ_

vöîûíæë øëÐâèË Ý ôëìß çíû tøÐ
óéøô çìíæ ÅÒô Ó[èæ Ý óé: «ìíËë ð»¯

vöîûæ ùèçít·ç Ììíæ• v¼ èæúç ùèçâìæ¯ èûx «ôèçíç vö ùèç• âìæí»ë ûöèkäéûíæß v¼È ùèç¯ ôèû "ûÜìôìú" ÍÈ ùèçíôÈ ÌæÛû ôíéíׯ

ôèû "ûÜìôì"ú äéûíæë ùèçíôÈ «ôìÐ ôëíç èùíú çìë ×`ó«ôëíËß v¼È ùèçÐéÜçì èæíú Íí¼íׯ ÍÈ ùèçë «íúìäíæ ôèûçìë ×`óß ûaææk ðíúíׯ ûÜìôìú ÍÈ ×`óíô "âkô" æìíâ ÌèÛèðç ôëì ðú¯ ëûé\æìÇ ûíÜíׯ• ""ÍÔìíæ ¼ìíûô ×`óíô vÛíà æçæ ôíë ×`óíô"" vøíúíׯ ÍÈ ×í`óë ¾ûèÐ,ö ðÜ ôèûçìë Ûìíûë «íúìäíæë ôÔæß Ì¼â øû ß ×r øíú âìrÌûè÷rö Íû¤ «ûðâìæçì¯ ûì¤Üìë èçæ Óëíæë 'èâxû+• ¼ëÜ ôÜìû+• óÜû+' ×í`óëÈ âkô ëø ëûé\æìÇ èæâìË ôíéíׯ

çíû ÍôÇì âíæ ëìÔíç ðíû vö "Ðb" ôèûçì âkíôë ÅóìðëË æú¯ ÍÔìíæ ¼ìÓìëË óÜûí+ë ×r èø× ÷ìëèå øû vÛíÂ «èç ×ír óèå ôíë ¼ìäìíæì ðíú× Íû¤ Í ôèûçìú tø,ì «ûðâìæçì væÈ• vöâæ Ìíí× "æóé" ûì "Ðìðäìðìæ"-Í¯ Íë ×`ó¼yìèå ÍÈëôâ _

vçìâìë Ðb Ý ÓÜìú øí§ Ý	4 m 4 n óèå øË øû
vôâæ ôíë Ý ¼Èû	4 m 2 n Íôèå øË ß Íôèå ÌøË øû

ûìçì¼ Ìì íÜì Ý vùÜ âíë Ý	4 m 4
Í ôéíë ó Ý ¾óû	4 m 2
	'¼r ¥ 1â ·t·ûô'

Íû¤

÷íÜè×íÜâ Ý øäìë Ùíë Ý	4 m 4
¼ìèäíú ØíÜ Ý ÌÙÖ¯	4 m 2
Ôèä ¼ìëì Ý èóíæë øíë	4 m 4
vôìÇìú ÐìèQ Ý t·ù	4 m 2
	'¼r ¥ 2ú ·t·ûô'

ÍÔìíæ óÜûí+ë çëàâú vóìÜìÈ ôèûë ÌQùç ÷ì˜ÜÖíô «ôìÐ ôëí×¯ öÇìÇ âkíôë ¾ûèÐ,Ö ðÜ ×rÊóíÙÖë ÌÛìèûç Ì¼âçì Íû¤ v¼È ¼íà «ûðâìæçì¯ øûß «ìúÈ Ì¼âìæ ðú¯

«¼àç 6æ¤ ôèûçì "×èû" èûíx»Ë ôíë vóÔì öìô_

çèâ èô vôûÜ ×èû Ý ™Ó øíå èÜÔì	8 m 6
ßÈ vö ¼óë Ý æéðìèëôì	6 m 4
öìëì Ý ôíë Ììí× èÛ§	2 m 6
Ý ÌìôìíÐë æé§/	0 m 6

Íèå èâxû+ øúìë äìçéú âkô¯ Ííç ÌQÖèâÜ ÇìôíÜß øíû ß øÂèkíç âìrì¼âô& væÈ¯

õ¿ æéðìëJæ ëìú ûíÜí×æ "ûÜìôì"ë ×`ó vöæ vöîûíæë ×`ó• ó: íöìíù ôÜæíçÖ ×èåúì ÷èÜúìí×• vöæ Ûìí°ë Ûëì väìúìíëë èûëìå æóé¯"" Í ×í`ó Ììí× âèkë Ììxì¼¯ Íë ¼÷æì âÓ¼óíæë Ìèârìáë ûì «ûðâìæ øúìíë• øèëËèç ëûé\æìíÇë "øæf"ë ùóÖ ôèûçì ×í`ó¯ Íûìíû ûì¤Üì ôìíûÖ ÌçÜæéú ¼âèº Íí¼í×¯

ÌæÐéÜæé _ 3

æéí÷ë «xlèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 42 øìçìë Å+ë ¼¤íôç vóÔæ¯ «íúìäíæ âÜøìÒ '49¿12' Íû¤ «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì '49¿14' ÛìÜ ôíë øí§ Å+ë èóæ¯

1' ÐæÖòìæ øëË ôëæ¯

ô' ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ÍÈ èô äìÜì¯

ÍÈ èô Ììâìë ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¯

ùìÇû ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ âìÜìÀ

ðìú ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¯

Ô’ vçÌâÌë ôÌí× ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

vøíÜâ ™Ó ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¯

Íûìë ¼ôÜ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

øëìß ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¯

ù’ ÐìQ ¼aÕìú ________ ________ t·ìÛìèûô èô·Q ________ Ììðìæ öÔæ ________ Íí¼ vøî×ìú çÔæ Ììë ________ Çìôì ¼@û ðú æì• ________ èóíçÈ ðú¯

Ù’ è÷ë÷˜Ü ________ ôèû ´óú ________ ________ ÌÓÕìK ÅøÜèBë âíÓÖ òìúé ðÜ æì¯

2’ ÌÇ èÜÔæ¯

óÊóû• Ó[äì• ÌÙÓ• vöìÄìöèÄ• äúõW¯

3’ çìÁøö ûèÄíú èóæ¯

ùìÇû ëkäûìë âìÜìÀ óéøô çìíæ ÅÒô Ó[èæ Ý óé: «ìíËë ð»/ ó¥t·øíæ ôìøíû rìí¼ Ý ¼è: ë øöW¯

4’ Ðb ôèûçìë óèå ·t·ûíôë vÐí» Ðíbë vö øèë÷ú vóßúì ðíúí×• v¼IèÜ ÅíGÔ ôëæ¯

5’ “ûÜìôì” ùèç ëìíùë ôìûÕ¯ _ Åºèçèåë çìÁøö ûèÄíú èóæ¯

6’ ““ûÜìôì””ú ôèû vö ùèçíûíùë ôÇì ûíÜí×æ• çìë vø×íæ ôíúôèå Ùåæìë Ìûóìæ Çìôì ¼@û¯””_ Íôå èûÐó ôëæ¯

7’ “ûÜìôì”ë “âkô” ×í`óë ¼ÍÓìëË ¼ûèÐ,¹Ö ÌìíÜì÷æì ôëæ¯ ‘“Ðb” ×ì§ì ÌæÕìæÖ ôèûçìë ÌûÜ@íæ ÌìíÜì÷Ö’

50¿13 âÜøìÒ _ 4• ÅóqìQ v¼È Ìièóâ öíù ‘Ìièذôì’

ÌièØôì

ÅóqìQ v¼È Ìièóâ öíù

t·,¹ì öÔæ èæíäë «èç Ì¼íQìí»

æçæ ¼è,¹íô ûìëûìë ôëè×íÜæ èûÓ[·t•

çìë v¼È ÌÊÓíö Ùæ-Ùæ âìÇì æì§ìë èóíæ

ë° ¼âí°ë ûìT

«ì÷é Óèërèë ûíôë vÇíô

è×èæíú èæíú vùÜ vçìâìíô• ÌièØôì•

ûìÓíÜ vçìâìíô ûætøèçë èæèû§ øìðìëìú
ôøË ÌìíÜìë ÌQ¥øíë¯
v¼Ôìíæ èæÛç Ìûôìíæ çèâ
¼¤†ð ôëè×íÜ óùíâë ëð¼Ö•
è÷æè×íÜ äÜòÜ-ÌìôìíÐë óíûìÓ ¼¤íôç•
«ôèçë óè,-Ìçéç äìó
âQ äìùìèE×Ü, vçìâìë v÷çæìçéç âíæ¯
èû°ø ôëè×íÜ Ûé»Ëíô
èûëíøë ×, íûíÐ•
ÐWìíô ÷ìèE×íÜ ðìë âìæìíç
Ììøæìíô Å† ô"íë èûÛéè»ôìë «÷„ âèðâìú
çì„ íûë ó`óèÛèææìíó¯

ðìú ×ìúìûçì•
ôìíÜì vÙìâåìë èæí÷
Ìøèëè÷ç è×Ü vçìâìë âìæûëø
Åíøáìë ÌìèûÜ óè,íç¯
íÜ ßëì vÜìðìë ðìçôè§ èæíú,
æÔ öìíóë çéá vçìâìë væôí§ë v÷íú•
íÜ âìæ»-Óëìë óÜ
ùíû öìëì Ìa vçìâìë ¼öðìëì ÌëíËÖë v÷íú¯
¼íÛÖë ûûë vÜìÛ
æ† ôëÜ Ììøæ èæÜy Ìâìæ»çì¯
vçìâìë Ûì»ìðéæ ¹`óíæ ûì,øìôÜ ÌëËÖøíÇ
øèWÜ ðÜ ÓèÜ vçìâìë ëík Ìxíç èâíÐ/
ó¼Ö-øìíúë ôìåì-âìëì äíçìë çÜìú
ûéÛÁ¼ ôìóìë èø„
è÷ëè÷ÿ èóíú vùÜ vçìâìë Ìøâìèæç Èèçðìí¼¯
¼â°øìíë v¼È âðíçÈ çìíóë øì§ìú øì§ìú
âè`óíë ûìäè×Ü øäìë Ù-åì
¼ôìíÜ ¼aÖìú• óúìâú vóûçìë æìíâ/

èÐ™ëì vÔÜè×Ü âìíúë vÔìíÜ/
ôèûë ¼¤ùéíç vûíä ÅÒè×Ü
¼`óíëë Ììëì Óæì¯
Ììä öÔæ øè f âèóùíQ
«íóì»ôìÜ ÄJìûìçìí¼ ëºxì¼•
öÔæ I : ùðë vÇíô ø™ëì vûèëíú ÍÜ—
Ì™Û Ó[èæíç vÙì»Ëì ôëÜ èóíæë ÌèQâôìÜ•
Íí¼ì öùìcQë ôèû
Ìì¼ˆ ¼aÕìë vÐ» ëèxŠøììç
óì§ìß Ñ âìæðìëì âìæûèë Pìíë;
ûíÜì ‘áâì ôíëì’—
èð¤t› «Üìíøë âíÓÕ
v¼È vðìô vçìâìë ¼ÛÕçìë vÐ» øËÕûìËé¯

ÐìèQèæíôçæ
28 vÐ âìÙ 1343

50¿14 ¼ìëì¤Ð _ 4

¼ÛÕçìë v¼È Ììèóâöíù èûíxë «ì÷Õ ÛÛìù vÇíô ÌìèØôì æìæì «ìôèçô èûøöíú èûèE×ˆ ðíú vùíÜ• Ìaôìë ùÛèë ÌëËÕìæéíç v¼ ¼âìE×ˆ ðú¯ v¼Ôìæôìë óùâ çâ¼ìâú «ôèçë óè,‚-Ìçéç äìó ¼â·t› ÐWìíô ðìë âìæìíç ÷ìÈè×Ü¯ ×ìúìûçì ÌìèØôìë âìæûëø ûìÈíëë øèÇûèë Åíøáìú ÌûÚìú ÌÚìç vÇíô vùí×¯ ÍâæÈ ¼âú ‘ÈÅíëìíøë’ ¼ÛÕçìèÛâìæé ûûë væôí§ë óÜ èæÜyÛìíû ÌìèØôìíô ÐbèÜç ôëûìë äæÕ Íèùíú ÍÜ¯ ØíÜ ó¼Õíóë Ìì¹âíË ûèÛÁ¼ ÌçÕì÷ìíë ëík-Ìxíç èâíÐ vùÜ ÌìèØôìë âìæûçì¯ ßèóíô ‘ÈÅíëìíøë’ øì§ìú øì§ìú ÷ÜÜ ÅÁ¼û ¼âìíëìð¯

Ììä v¼È øèfâìôìíÐ v¼È ø™ ÐèkÈ Ììûìë æçæ ôíë öÔæ vûèëíú Íí¼í×• çÔæ âìæðìëì ÍÈ âìæûèë ‘ÌìèØôìë’ øìíÐ óìè§íú èð¤t› «Üìíøë âíÓÕß âìæûçìûìóé ôèû áâìë Ììðìæ äìæìíE×æ¯ ÍèåÈ vðìô ¼ÛÕçìë vÐ» ûìËé¯

50¿15 «ì¼è àô ÌìíÜì÷æì• ôèûçì èûíx»Ë ß ûÕìÔÕì

øröå ‘1936’ ôìûÕ-Í v»ìíÜì ¼¤ÔÕô ôèûçì _ “ÅóqìQ v¼È Ììèóâ öíù” ‘æìâ ÌìèØôì’ ôèû Ììâú ÷¹ûçé èÜíÔ øìÒìûìë äæÕ ÌæíëìÓ ôëìú 28vÐ âìÙ 1343• È¤ 12 vØûúìèë 1936 ë÷æì ôíëæ¯

«Çíâ «ûìé¼ ¾÷r 1343 ß øíë ôèûçìèåë ørøíåë èPçéú ¼¤tèíË '1345' «ôìèÐç ðú¯ 3ëì Ìí=ìûë• 1935 ØÖìè¼t âí¼ìèÜèæë èæíóíÐ ÈçìÜéú Ìì¹âËôìèé ¾¼æÖóÜ ÌÖìèûè¼èæúìú 'ÈèÇßèøúì' Ìì¹âË ôíë¯ ëûé\æìÇ ÍÔìíæ çìë «èçûìó ôíë ÌìèØôì• "×ìúìËx^" ÌìèØôìë ¼ôÜ û˜æì Üìzæìë ëkìk Èèçðì¼íô t‡ëË ôíë Íô Ìæûóö ôìûö ëø èóíúí×æ¯ vûóæìú Ûìëì¹ìQ è÷í+ ÍôìQ ââçìú Íô ÜìèzçìôÃì âìæûéë ëø ÍÈ ôèûçìú èçèæ èæâìË ôíëí×æ¯ Ììíûóæ vëíÔí×æ ""óì§ìß Ñ âìæ-ðìëì âìæûéë Pìíë¯""

ôèûë äéûæéôìë «Ûìçôâìë âíÔìøìÓÖìú èÜíÔí×æ ÌìèØôìë Èèçðì¼ ôèû ÛìíÜìôíëÈ äìæíçæ¯ vâìíëÜ (E.D. Morel) «Ûèçë ûÈ çìë ø§ì è×Ü¯ øèÇûéë Ì¼ðìú ôÃôìú âìæ»íóë «èç çÇìôèÇç ¼Ûö vxçôìú âìæí»ë Ìçöì÷ìíë ¼èûèóç¯ èçèæ Ììëß äìèæíúí×æ vö• Ìèâú ÷¹ûçé ôèûíô Íô è÷èÒíç èÜíÔí×æ• "ÌìèØôì"ë È¤íëèä çääì èçèæ èûÜìíç èæûìè¼ç ÈèÇßøéú ¼@ìå ðìÈíÜ v¼íÜ¼éë ðìíç vóæ Íû¤ v¼èå øí§ èçèæ ÐìèQ øìæ¯ Í×ì§ìß Åûìwìë ëìäôâìë èæúìûíàì ôèûçìèåë ûì'å ß v¼ìúìèðèÜ Ûì»é ÌìèØôìæíóë âíÓö ûÖìøôÛìíû «÷ìë ôíëæ¯

ÍÈ ¼¤èá: øèë÷ú vÇíô vûìÄì öìú "ørøå"-Íë ÌæÖìæö ôèûçì vÜÔì öÔæ ÷Üí× øäìûôìíÐ 'Ìí=ìûë æíÛ@ë 1935 ÌÇìÁ Ììèxæ-ôìèçô• 1343-Í'• çÔæ ôèû ôÜôìçì èûxèûóöìÜíú ¼âìûçæ Ûì»Ë ß ùìæ vÜÔìú ûöt¯ Ìôt‡ìÁ Ìèâú ÷¹ûçéë Ìæíëìó ðìÈíÜ v¼Üìè¼ ß èæúìûàìë «èçè¹ûì ÌìèØôìë ¼âôìÜéæ ëìäÊæèçô v«áìøíåë Ìëí&ë «èç çìíô âíæìíóìùé ôíë vçìíÜ¯

âí¼ìèÜèæë ÈçìèÜ öÔæ ÌÖìèûè¼èæúìú 'ÈèÇßèøúì' tìÓéæçì †ì¼ ôëûìë äæö ¼ìâèëô ÌèÛöìæ ÷ìÜìú* çÔæ æìæì èóô vÇíô vóÐèå è×Ü Ìæ†¼ë• èô·Q «ìôèçô ¼@øíó Ûëøë¯ vxçìà èûíóèÐëì ÌìèØôìíô æìæì Ûìíù Ûìù ôíë öÔæ û¼èç òìøæ ôíë çÔæ ÌÖìèûè¼èæúì è×Ü tìÓéæ¯ ÍÈ Ìì¹âíËë èûëíº ¼@ìå ðìÈíÜ v¼Üìè¼ë øíá v¼ìèÛíúíçë ¼âÇíæ èûxäæâç ùí§ ßíÒ¯ ¼ìÓìëËÛìíû ëûé\æìÇ ÅøèæíûÐûìíóë èûëº âç vøì»Ë ôëíçæ¯ vxçìàëì v¼Ôìæôìë âìæ»íóë Åøë ûûë Ìçöì÷ìë ß èæVë Ìøâìæ ôëíí×• Í ¼¤ûìó çìíô ùÛéëÛìíû ûöèÇç ôíëí×¯ ÌìèØôìë v¼È Ìçöì÷ìë ß øèÇûéûÖìøé vÐì»íËë èûëíº ôèûë «èçûìó¯ ¾æíûíóö-ë "ÐçìjÉë ¼ö Ììèä"ë âíçì Íûìëß çìë ôí. «èçûìíóë Ûì»ì väíù Åíôí×¯ Ðèkâóâ+ çÇìôèÇç ¼Ûö• Ìçöì÷ìëé ÅøèæíûÐûì¼éíóë «èç çìë øJéÛç ÙËì ÍÔìíæ çéûÛìíû «ôìèÐç ðÜ¯ ôèû ûíÜí×æ• ""¼íÛöë ûûë vÜìÛÝæ† ôëÜ Ììøæ èæÜy Ìâìæ»çì¯"" v»ìíÜì ¼¤Ôöô "ÌìèØôì" ôèûçìë øëûçé ë÷æì "¼íçë" ¼¤Ôöô ôèûçìú äìøìæ ôçô ÷éæ Ìì¹âË ß ÷éíæë ¼ì¤ðìÈ Íû¤ æìæèô¤ ÌèÓôìë ôìíÜ äìøìèæ vûìâìë ÌìÜìíç ÌùèËç èÐ™• ûº ß âèðÜì ðçöìë «èçûìó Ó[èæç ðíúí×¯ 1344 ¼ìíÜë 7È vøí» ÅÁ¼íûë Ûì»íË ÷éíæë «èç ¼âíûóæì Úìøæ ôíë ûíÜí×æ• ""÷éíæë «èç 'äìøìíæë' èæVë Ìçöì÷ìíë Ììâìíóë ´óú ÅÁøéè§ç• ¿¿¿¿¿¿ ó¥Ô vûìíÓë Pìëì óìæíûë èûëíº ÙËì «ôìÐ ôíë ¿¿¿¿¿¿¿ Ììâìíóë Ìt væÈ ¿¿¿¿¿¿¿¿ vâèÐæùìæ væÈ• è÷Qì Ììí×¿¿¿¿¿¿¿çìíô Ììâëì âðíçë èóíô «íúìù ôëû¯""

* Italy became particularly active at the beginning of 1930s. To consolidate its colonial possessions in Africa, Indian imperialism had long had aggressive designs with regard to Ethiopia, which was richly endowed with raw materials and occupied an advantageous strategic position. From the autumn of 1934 Italy started organising provocations against

Ethiopia. In this period, under the guise of "non-interference." French and Britain consented to the seizure of Ethiopia by Italy. Taking advantage of the connivance of the French and British imperialists, the Italian fascists began military operations against Ethiopia on October 3, 1935. The Ethiopian people rose to defend their country and waged a just defensive war, but they were greatly outnumbered. The Ethiopians did not have modern arms and frequently operated separately, whereas the Italian's used modern tanks, aircraft, and latest artillery against Ethiopian troops, and to crown it all, began to use chemical agents. (A. Contemporary World History 1917-45 V. Alexandrov, 446-47)

ÍÛìíû ôèû ""èûxâìæíûë ó¥Ô Ììøæìë È ó¥Ô"" ëíø †ðË ôíëí×æ¯ vôìÇìß ÈèÇßèøúì• vôìÇìú vtøæ• vôìÇìú ÷éæ _ Í ¼íûë äæ0 ôèûë vûóæìíûìÓ Ììâìíóë èû÷èÜç ôíë¯ èô·Q Íëß âíÓ0 ôèû âìæû Èèçðìí¼ë âíÜ vö ôÜ0ìíËë Ðèk ôìä ôëí× v¼ ôÇì âíæ vëíÔ ôÜ0ìíËë øíá ¼â·t· ôâíô• v÷,ìíô «íúìù ôëíç ûíÜí×æ¯ ¼ûäéíû ââÜè÷Qì Ûìëçûí»ë Ñèçð0¯ çìÈ Ììðìæ äìèæíúí×• ""Íí¼ì öùìQíëë ôèû Ý Ìì¼^ ¼aÔìë vÐ» ëèxŠøìíç Ý óì§ìß âìæðìëì âìæûéë Pìíë Ý ûíÜì• áâì ôíëì _ Ý èð¤t· «Üìíøë âíÓ0 Ý v¼È vðìô vçìâìë ¼Û0çìë vÐ» øËÖûìËé¯"" Ý _ ÍÈ ââÜ è÷QìÈ ôèûë âíç Ûìëçû»íô ¼ûäìèçë xºìë Ìì¼íæ ûè¼íúí×¯

çÇìèø ûìë ûìë vóÔì vùí×• øèÇûéë vöÔìíæÈ tìÓéæçì èûø^ ðíúí× ûì âìæûçìë Ìøâìæ Ùíåí×• ¼â·t· ÙåæìÈ ôèû-ÌìKìíô ¼âÛìíû ââìðç ôíëí×¯ ëûé\æìÇë vÐ» øöìíúë ôìíû0 Í èû»úèå èûíÐ»Ûìíû ÜáËéú¯ 1929-1933 èûxû0ìøé â`óì èÐíG ûìèËíä0 úíëìíø öÔæ ðçìÐì• v¼È ¼âú ¼ì@ìä0ûìóé Ðèk ÅøèæíûÐlèÜë «èç «Çíâ Çìûì û¼ìú¯ èô·Q «íç0íôë á° tìÇ Ííç ÷èëçìÇ æì ðßúìú vÐ»øöQ ¼ì@ìä0ûìóé öíºë ¼÷æì¯ Í øöìíúë ôèûçìíçß ëûé\æìÇíô èòçÓé è÷í+ ÙåæìlèÜë âÜ0ìúæ ôëíç vóÔì vùí×¯ v¼Ôìíæ vöâæ Íôèóíô è×Ü «ÐìèQ ß ùì@éö• Ìæ0èóíô çóìæéQæ ëìäÊæèçô Ùåæìë «èçè¹úì¯

"øæf-vÐ»¼:ô-ørøå" ß "Ð0ìâÜé"ë ë÷æìÛèàë x`ó-ÌÜ¤ôìë Ûì»ìëéèç ß è÷rìWæ èûèÐ,ìçìë óìèû ëìíÔ¯ «ûÜ «ìíËìË×ì¼ Í øíû «ìú væÈ¯ çìë øèëûíç ÐìQ• ¼¤öç ùó0û° ûìùÛèàíç ùÛéë ôÇì ¼ðäÛìíû «ôìÐ ôíëí×æ¯Åøâì «íúìù• x`óë÷æìú ùó0Ûèàë Ììæìúì¼ û0ûðìë Íû¤ ÌæÜ¤ôç ûìùèûæ0ì¼ Í øöìíúë ôìíû0ë ¾ûèÐ,ì0 èðí¼íû vóÔì èóíúí×¯

ëûé\æìÇ ùó0-x`ó ûÜíç ùó0 ôèûçìë x`ó ûèÄíúí×æ¯ ùíó0 vöíðç ÌÇûð Ðj ÐbÜìûºÛìíû û0ûðìë ôëì ðú Íû¤ øíó0 Çìíô Ó[èæ «ûìð• çìÈ ùó0-ôèûçìú øû ÌÇìæ¼ìëé• èô·Q ôèûçìë èâÜ Ó[èæ Ìæ¼ìëé• ùó0-ôèûçì Ûìûìæ¼ìëé ðßúìú çìë øû Ûìûøû_çìë x`ó Ûìû-x`ó• çìÈ çìë øûß âìrì¼¤ÔÖì Ó[èæ èæÛë ôèûçìë âíçì ¼èæúèâç• ¼ÐbÜ æú¯ Í x`ó ôèûë ûìùèûæ0ì¼ë x`óíûìÓ Pìëì èæúèQç¯ Í ôèûçìë Ûì»ì çÁ¼â Ðj ûèäç æì ðíÜß Ííç ÷èÜç ùíó0ë û0ûðìë vûèÐ• Íë xí`óß çìÈ vâîèÔô Ûì»ìë Ië&¯ "ÌìèØôì"ë ôíúôèå ×r èûí×»Ë ôëíÜÈ v¼èå Óëì ø§íû¯

ÅóqìQ v¼È Ý Ììèóâ öíù

t·,ì öÔæ Ý èæíäë «èç Ì¼íQìí»

æçæ ¼è,¦íô Ý ûìëûìë ôëè×íÜæ Ý èûÓ[·t·

çìë v¼È Ì ÊÓíö Ý Ùæ Ùæ Ý âìÇì-æì§ìë èóíæ

ë° ¼âí°ë ûìT

«ì÷é Óèërèë Ý ûíôë vÇíô

è×èæíú èæíú vùÜ vçìâìíô• Ý ÌìèØôì/

ÌÇûì

ðìú ×ìúìûçì Ý

ôìíÜì vÙìâåìë æéí÷

Ìøèëè÷ç è×Ü Ý vçìâìë âìæûëø

Åíøáìë ÌìèûÜ óè,¦íç¯

óèå ·t·ûíôë ×r l íE×ë øû¼¤ÔÖì Íô vÇíô èçíææ âíÓÖ¯ vôìÇìß ×írë øûûT& væÈ¯ «Çâ ·t·ûíô ôíúôèå Ó[èæ¼~ìëé Ðj ûÖûðìë ðíÜß ¼ìÓìëËÛìíû ôÇì Ûì»ìë ûìùÛèà «ìÓìæÖ vøíúí×¯ ôèûçìèå èâxû+ âkíôë Ìèàíô ùóÖ-×í`ó ëè÷ç ôèûçì ûì ùèóÖôì¯ ÌìèØôìú Ó[èæ ¼»âìë øèë÷ú çìë Ìæ«ìí¼ "ë° ¼â°"• "«ì÷é Óèëré"• "¼íÛÖë ûûë vÙìÛ" Íû¤ Åøâì "çì„íûë ó`óèÛèææìó" ûì vóíÐë Åøë èæöìèçç âìæí»ë ûÖûðìë Ììíëìø «Ûèç ôèûçìë ëâËéúçìíô ûìè§íúí×¯ öÇì_ "ÍÜ ßëì vÙìðìë ðìçôè§ èæíú Ý æÔ öìíóë çéá vçìâìë væôí§ë v÷íú Ý ÍÜ âìæ» Óèìë óÜ Ý ùíû çìëì Ìa vçìâìë ¼öðìëì ÌëíËôë v÷íú"Ý_ÍÔìíæ ¾ûøëéíçÖ öìíóë è÷r ûËæìú Øèåíú vçìÜì ðíúí×• çìíóë «èç ôèûë ÙËì ß èûíP» «ôìèÐç ðßúìú Åøíâúíô Åâìíæë v÷íú èæô,¦ ôíë vóÔìíæìë ûÖèçíëíô ÌÜWìë ðíúí×¯ è÷rôG ""«íóì»ôìÜ Ä¦ìûìçìí¼ ë°xì¼""_«Ûèç t‡ëËéú è÷r ß ×r ôèûçìèåíç æçæ âìçì vöìù ôíëí×¯

® «ì¼èàô ûÖìÔÖì®

""ÅóqìQ v¼È Ììèóâ öíù¿¿¿¿ Ì¼íQìí» _ ¼íöë Ìè†ûÜú""•

¼âí°ë ÌæQ äÜëìèÐ æìæì ¾äû ëì¼ìúèæô «è¹ùìú ¹âÐ òÜÛèâ ß «ìíËë «ôìÐ Ùíå¯ vôìèå vôìèå ûÁ¼íëë v¼È ¼«ì÷éæ Èèçðì¼ ¾ûÚìèæô ùíû»Ëìë èû»ú¯ øíë «ìÊùèçðìè¼ô ôìíÜ Û&íôë æìæì èûøöíú èûx «ôèçíç æìæì Ùåæì Ùíåí×• çìëÈ Èèàç ÍÔìíæ Ììí×¯

""ë° ¼âí°ë ûìT «ì÷é Óèërèë¿¿¿ ÌìèØôì"" «ìÊùèçðìè¼ô öíù ÈÅíëìíøë ¼íà èäûì^åìë èåÅèæ¼ è¼è¼èÜ ß ÈçìèÜ ök è×Ü¯ çÔæ ÛâÓÖ¼ìùë óèå ðíóë âíçì âíæ ðç¯ Û&íôë æìæì èûøöíú ôìÜ¹íâ ÈÅíëìø vÇíô ÌìèØôì èûèE×^ ðú¯ øû vùìÜìíÓë ÍÈ âðìíóÐ Íô ¼âú ÍèÐúìë ß ÈÅíëìíøë ¼íà ök è×Ü¯ Ìøë èóíô ÌìèØôì øíû ¼ìÈæìÈ ÅøPéø èóíú ÍèÐúìë ¼íà ök è×Ü¯ ¼íúä ÔìÜ ôìåìë øë ÍèÐúìë ¼íà èûèE×^ ðú¯ ÍÈ èûèE×^ Ì¤Ð ûçâìíæ èâÐíëë ÌQùç¯

"*ÍÜ ßëì vÜìðìë ðìçôè§ èæíú*" úíëìíøë ¼ì@ìäÛûìóé vóÐIèÜ çìíóë Åøèæíûð ùí§ ÌìèØôìíô øóìæç ß ÐbèÜç ôíëí×• ÍÈ øëìÓéæçìë èæù§íô ÍÔìíæ vûìÄìíæì ðíúí× "vÜìðìë ðìçôè§" ûÔJæìú¯

"*¼íÛÔë ûûë vÜìÛ*" ÌìèØôìë âíçì èûèE×^ Íôèå âðìíóÐ ùÛéë ÌëËÔ¼WÜ¯ ¼¤ÔÔìçéç äìèç ß Åøäìèçíô èûÛk v¼ vóíÐ vóíÐ ÌìÓèæô ¼ÛÔçìë ÌìíÜì çôæß «íûÐ ôíëèæ¯ Åøäìèç vùìVéÐìè¼ç v¼È Ììèóâ ¼âìíäë ¼ìâìèäô ÌÇÊæèçô èûôìÐ æì ÙåíÜß vóÐèå è×Ü «ìôèçô ¼@øíó Ûëøë¯ ¼ÛÔçìèÛâìæé úíëìíøë vóÐIèÜ çìíóë ûÔèkùç ß ëìè,ô tìÇ ß ¼âèºë «íúìäíæ• ¼éâìðéæ vÜìíÛë çì§æìú Í vóíÐë «ìôèçô ¼@øó Ü.æ ôíë Íû¤ vóíÐë äæíùìVéë xâíô ûÔûðìë ôíë ¼@øíóë øìðì§ ¾çèë ôëíç Ìâìæèûô èð¤t·çìë Ììxú væú¯

"*âè`óíë ûìäè×Ü øäìë Ù-âì¿¿¿ vóûçìë æìíâ*" ÌìèØôìë äæùË öÔæ èð¤t· æ† Ìì¹âíË ëkìk• èûÓ[t· ß èûøöt• v¼È ¼âú ¼âíºë Ìøë øìíë Èíúìíëìíøë ¼ì@ìäÛûìóé vóÐIèÜíç ¼@øíóë «ì÷íö• Ìæ`ó-ÅÁ¼íû vóûçìë ôìí× ôÜÔìË èÛáì ÷Üí×¯ ÍÈ èûøëéç è÷rèå çíÜ Óíë ôèû ÌìèØôìë vÐìè»ç Ì¼ðìú âìæí»ë «èç ¼âíûóæìú• ¼ì@ìäÛûìóé Ðèkë «èç èçöô ûìË èæíáø ôíëí×æ¯

"ÌìèØôì" ôèûçìèå èûíÐ» vóÐôìíÜë ôÇì ðíÜß• Ììäß öÔæ ¼ì@ìäÛûìóé Ðèkë èð¤t· æÔë vóÐ vóÐìQíë âìæ»íô èûø^ ôëí× vóÔíç øìßúì öìú• çÔæ tø,çÈ ÅøÜèB ôëì öìú Í ôèûçìë Ië&¯ ÍÛìíû ôèûçìèå vóÐôìÜ èæëíøá Íôèå Ì¼ìÓìëË ôìûÔèÐG ûíÜ âìæì¯

ÌæÐéÜæé _ 4

æéí÷ë «xIèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 42 øìçìë Å+ë ¼¤íôíçë ¼íà èâèÜíú èææ¯ ÌæÔìæÔ «íxë äæÔ 49¿18 «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì ÍôìèÓô ûìë ø§æ¯

1' ÐæÔòìæ øëË ôëæ ¥

ô' vöÔìíæ èæÛç ÌûôìíÐ çèâ

è÷íæè×íÜ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ óíûìÓ ¼¤íôç

«ôèçë ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ äìó

âQ äìùìèE×Ü ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ âíæ¯

Ô' âè`óíë ûìäè×Ü øäìë Ù`âì•

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ óúìâú ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿/

èÐ™ëì ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ vôìíÜ/

ôèûë ¼¤ùéç vûíä ÅÓè×Ü

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¯

2’ ¼¤íáíø ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

ô’ «ì÷éæ Óèër é• v÷çæìçéç âæ• Åíøáìë Ììèûâ Óè,ì• âìæ» Óëìë óÜ• ¼íÛÔë ûûë vÜìÛ• èð¤t·
«íÜìø¯

3’ “ÌìèØôì” ôèûçìèåë èû»úû·t· Ììøæìë èæíáë Ûì»ìú ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

4’ “ûìÓíÜ vçìâìíô ûætøèçë èææèû§ øìðìëìú” ×rèåë âÜ ûkûÖ ¼¤íáíø ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

5’ óì§ìß Ñ âìæðìëì âìæûéë Pìíë” _ ×rèåë çìÁøö ûèÄíú èóæ¯

6’ “ÌìèØôì” ôèûçìèåë ×`ó-¾ûèÐ,ìÖ ÅóìðëË¼ð ¼¤íáíø ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

50¿16 âÜøìÒ _ 5• Ìâç

Ìâç

èûóìú èæíú ÷íÜ Ìì¼ûìë vûÜì ûÜíÜæ çìíô•
“Ûìëíçë Íôäæ æìëé ûíÜè×íÜæ Íôèóæ _
ÅøôëË ÷ìæ æì èçèæ•
èçèæ ÷ìæ Ìâç¯
ÍÈ vçì æìëéë øË•
çèâ ôé ûíÜì¯”
Ìèâúì ðì¼Ü Íôå èûë¼ ðìè¼/
ûÜíÜ• “Í èô ÅøíóÐ¯”
Ììèâ ûÜíÜæ çìë ðìç v÷íø Óíë•
“ÛìíÜìûì¼ìÈ v¼È Ìâç•
ÅøôëË çìë ôìí× çÈ×•
ûÄíû Íôèóæ¯”

èûëk ðÜ Ìèâúì/
ûÜíÜ “çèâ vôæ èæíú vùíÜ æì Ììâìíô èáíÇÖ vÇíô¯
väìë vææÈ vôæ vçìâìë¯”
Ììèâ ûÜíÜâ• “ûìíÓ ÌìKíùìëíû¯
öçèóæ æì Óíæ ðû ¼âìæ
Ìì¼û æì vçìâìë ôìí×¯”

Ì èâúì âìÇì-ÄìÔìèæ èóíú ÅíÒ óìè§Ü•
÷ÜÜ Ùíëë ûìÈíë¯
Ì ìèâ ûÜíÜæ• “™íæ ëìíÔì•
vçìâìë ÛìíÜìûì¼ìë ûóíÜ
vóû æì vçìâìíô Ì èô˜íæë Ì ¼@‡ìæ¯
Í È Ì ìâìë øëí»ë øË¯”

èóæ öìú• ëìç öìú•
âìÇìú ÷í§ ßíÒ v¼ìæìë âíóë væÐì¯
¼˜íúë Óì}ì öçÈ ûìí§
ççÈ Ì ìâìíô ÷íÜ vÒíÜ¯
Çìâíç øìèë væ• Çìâìíç øìèë væ çìë çì§æì¯
èû+ ûìí§• ÔÖìèç ûìí§•
ûô ØèÜíú Í èùíú ÷íÜ Ì ìKxìÙì¯
vÐí» õìkìë ûÜíÜ• èûxìâ ÷ìÈ èæçìQÈ_
vóíðë ôÜ Ì ÷Ü ðíú Í Ü ûíÜ¯

vùíÜâ óëíóíÐ èæäíæ¯
v¼Ôìíæ ¼âí°ë Í ôåì Ôìè§ Í í¼ èâíÜí×
øìðì§çèÜë Ì ëíËÖ¯
èÛ§ äíâí× ùìí× ùìí×
âì×Óëì øìèÔíóë øì§ìú¯
áéË æóéèå Äíë ø§í× øìðì§ vÇíô
øìÇíëë Óìíø Óìíø¯
æè§ èõèÂíú vûíô-÷Üì
çìë Øèåô-äíÜë ôÜôÜìèæ
Óèëíú vëíÔí× Í ôèå âÜ ¼ë èæäæçìë¯
èæçÖ-tìæ-ôëì v¼Ôìæôìë ðìßúì
÷íÜí× âQ Ì æ Ì èæíú ûíæë vÇíô ûíæ¯

óÜ vûíÓí× æìëíôÜ ùì×_

vôÅ Ôì§ì• vôÅ vðíÜ-ø§ì•

èóæëìç ßíóë ÄìÜë-vÄìÜì Ìèòëøæì¯

èØíë èØíë Ìì×ì§ vÔíú vØèæíú ÅÒí× väóìíÜì võÅ

vâìåì vâìåì ôìíÜì øìÇíë/

õìÂìú ×è§íú èóíú öìíË×

èÄæô Ðìâô ÐÖìßÜì¯

ôìQ Ðëéë ûÖt· âæíô èØèëíúí×

ÐìQ ëkÓìëìë èt·Dçìú¯

ôíâë væÐìë Äìä ÍÜ âíë¯

Íçôìí Üë Ôìåèæ âíæ ðÜ vöæ ØìèÔ•

«ìË ÅÒÜ ó ðìç ûìè§íú

äéûíæë ¼ìË÷ì v¼ìæìë äíæÖ¯

v¼èóæ võÅ è×Ü æì äíÜ¯

Ììèxíæë vëìóóë ôìøí×

¼âí°ë èÐðë-Üìùì æéèÜâìú¯

ûì¼ìë Óìíë øíëìíæì ÄìÅ ùìí×

vÓíú Ìì¼í× Ôìø×ì§ì ðìßúì/

ÄëÄë ôíë ÅÒí× çìë øìçì¯

vûùèæ ëíÂë øìèÔ• ûíôë ôìí× ¼ìóì_

våèÜ†ìíØë çìíë ûíÜ vÜä óèÜíú

õìôí× èâè, âó ÷ìøì ¼íë¯

ÐëÁ-ÌìôìíÐë èæâÜ æéíÜ ×è§íú Ììí×

vôìæ Ìæìèó èæûì¼íæë ùÛéë èû»ìó¯

âíæë âíÓÖ TT ôíë ÅÒí×_

"èØíë vöíç ðíû¯"

vÇíô vÇíô âíæ ø§í×

v¼èóæôìë v¼È äÜ-âí×-vØÜì v÷ìíÔ

ÄíÜ ÅíÒè×Ü vö ÌìíÜì¯

v¼èóæÈ ÷§Üâ äìðìíä¯
û`óíë væíâÈ Íí¼è× ÷íÜ¯
ëìtìë ûìíô Íí¼ ÷ìÈíÜâ ûìè§ë èóíô/
âíæ ðÜ• v¼Ôìíæ ûì¼ væÈ ôìëß¯
ÍíÜâ ¼óë óëäìë ¼ìâíæ/
vóèÔ• çìÜì ûa¯
Óô ôíë ÅÒÜ ûíôë âíÓ¯
ûìè§ë èÛçë vÇíô Ðæçìë óèÙèæxì¼ Íí¼
ÜìùÜ Ììâìë ÌQíë¯
Ìíæô ¼aìíæë øë
vóÔì ðÜ vÐí»¯
vôìæ ûìíëì-ÛÈƒìíóë ÌìâíÜë
ÍôÔìæì èçæôìÜ-vøíëìíæì †ìâ
Íôèå øíëìíæì èóèÙë Óìíë/
èóèÙë æìíâÈ vÜì÷æèóèÙ çìë æìâ¯
v¼Ôìíæ ÛíÜ-öìßúì çìèëíÔë
Äìø¼ì Ìáëøåßúìܓ
ÛìÂì vóûìÜú¯
øûÔìèçë vôìíæì ¼ìáé ëìíÔèæ/
Ììí× v¼ Ìxí(ë øìäëÛìÂì
ÌìèÜàíæ äè§íú-ø§ì¯
øìè§ë Åøíë ûí§ì ûíåë çÜìú
Íôèå æçæ Ììå÷ìÜì Ùë•
v¼ÈÔìíæ †ìíâë ûìèÜôìèûóìÜú¯

vóÔÜâ Ìèâúìíô _
×ìÈëíÂë vâìåì Ðìè§ øëì•
óÈ ðìíç óÈùìè× ÐìÔì•
øìíú væÈ äíçì•
èÕíÜ vÔìøì Ìöí৯ øí§í× ÄíÜ¯

øì§ìùìíúë ÐÖìâÜ ëÂ vÜíùí× âíÔ¯
vסּìíåì Äìèë ðìíç øìÒÐìÜìë ûìùìíæ
äÜ èóíE× ¼ûèäíÔíç¯
vÛíû vøíÜâ æì ôé ûèÜ¯
çìëß âíÔ íÜ æì
«Çâ-vóÔìë vôìíæì ¼@ì»Ë
vôìíæì «x¯

v÷ìíÔë Ììí§
Ììâìë óìèâ äíçìíäì§ìåìë èóíô çìèôíú
ûÜíÜ Ìæìúìí¼_
"vûèÐ û»ìú Ììùì×ìú ÷ìøì øí§í×
èûèÜèç vûIíæë ÷ìëì/
Íí¼ì-æì• èæè§íú vóíû
vûìÄì vùÜ æì• Òìªì èô ¼èçÖ¯

äìâìë Ììètíæ è×Ü âíkìë vûìçìâ•
Üèôíú Ììètæåì èóíÜâ ÅÜèåíú¯
Ìèâúìë äíæÖ Íôåì vûì÷ è×Ü øíôíå•
ûÄíÜâ• èóíç vùíÜ
ðéíëåìíç Üìùíû «ð¼íæë ðìè¼¯
Íôå vôíÐ ™ÓìíÜâ•
"ÍÔìíæ Çìô vôìÇìú"
Äìèë vëíÔ èóíú ûÜíÜ• "vóÔíûÀ"
èæíú vùÜ tíÜë âíÓÖ•
óìÜìíæë øû èóôåìíç
ÐçëíJë øóì èóíú Ûìù-ôëì Ùíë
Íôåì çkíøìí»ë Åøë
èû×ìæì ëíúí× vùìåìíæì¯

åíÜë Åøë v¼ÜìÈíúë ôÜ•
è×íåë-Ôìíø-Õìôì v¼çìë
vóúìíÜ vÒ¼ìæ-vóßúì/
óèáíËë óëäìë ¼ìâíæ âìóë øìçì•
çìë Åøíë ×è§íú Ììí×
×ìåì ôìø§• æìæì ëíÂë èØíç•
vëÐíâë vâì§ô¯
Å+ëíôìíËë vóúìíÜ
v×ìíåì èåøìíú ðìç-Ììúæì•
è÷ëèæ• vçíÜë èÐèÐ•
vûíçë Äè§íç åèôåìèô¯

óèáËíôìíËë vóúìíÜë ùìíú
v×ìíåì våèûíÜ vÜÔûìë ¼ìâ†è•
Ììë ëÂôëì âìèåë Ûìí§
Íôèå òÜø,¯
Ìèâúì ûÜíÜæ• "ÍÈ Ììâìë ûì¼ì•
Íôå vûìí¼ì• Ìì¼è× Ììèâ¯"

ûìÈíë äåì-vÄìÜì ûíåë õìíÜ õìôí× vôìèôÜ¯
âìæô÷ë vÄìíøë øìíÐ
èû»â vÔíø ÅíÒí× ÍôóÜ Äù§ìíå ÐìèÜÔ¯
vóÔì öìú• èÄÜèâÜ ôëí× ÕìÜ øìè§ë çÜìú
èóèÓë Å+ëÓìíëë Íôåôíëì äÜ•
ôÜèâ Ðìíôë øì§-vóßúì¯
v÷ìíÔ ø§Ü• vÜÔûìë våèûíÜ Íôèå ×èû_
ÌG ûúí¼ë öûì• è÷èæ væ çìíô_
ôúÜìë Ììôì• ôì÷ô§ìë vØíâ ûìÒìíæì _
ØÜìß çìë ôøìÜ• ÷Ü ÌìÜÇìÜ•

v÷ìíÔ vöæ óíë Ûèûí»ôë Ììíܕ
vÒìíå vöæ ôèÒæ øË çìÜì-Ììåì¯

Íâèæ ¼âú Ìèâúì èæíú ÍÜ
ÇìÜìú ôíë äÜÔìûìë_
è÷í§• ôÜì• æìëíôÜ-æì§•
ôìíÜì øìÇëûìèåíç óÓ•
Íô-vùÜì¼ õìíûë äÜ¯

vâíÄë Åøë ÇìÜì vëíÔ
øÐíâ-vûìæì Íôåì Ìì¼æ èóÜ vøíç¯
"èÔíó væÈ" ûÜíÜ èâíÇö ðç æì•
"ëè÷ væÈ" ûÜíÜ ¼çö ðç•
èô·Q• vÔíçÈ ðÜ¯
çìë øíë vÐìæì vùÜ Ôûë¯

Ììâìë ûôû¼ìíú Ììâóìèæ öÔæ äíâ ÅíÒí× ûöìíW•
öÔæ TÐ è×Ü æì Ììë-vôìíæì äâìÔëí÷•
çÔæ Ìèâúìë ûìûì ôJèôíÐìëûìû
âìíÄ âìíÄ Üáøèçë Ùíëë
óÜÛ óÈ-Íôèå v×íÜ
Ííæè×íÜæ ÷ìíúë våèûíÜ¯
¼û ¼íöìùÈ ûöÇ ôíëí× ûìíë ûìíë
çìë Íôùíú vâíú¯
ôøìÜ ÷ìøí§ ðìÜ v×í§í×æ öÔæ èçèæ
Íâæ ¼âú øìèëûìèëô èóùíQ
ðÒìÁ vóÔì èóÜ ôá×ì§ì øìùÜì väöìèç,◦_
âìÓøì§ìë ëìúûìðìóíëë Íôâìr v×íÜ âðéÛ»Ë¯
ëìúûìðìóë äâì åìôì Ììë äâìå ûèºíç
vóÐèûÔöìç¯

çìë v×íÜíô vôìíæì ôæÒìë èøçì øìíë æì vðÜì ôëíç
öçÈ v¼ vðìô Üìùìâ-v×§ì¯
Ìiå û×ë úíëìíø ôìèåíú âðéÛ»Ë èØíëí×æ vóíÐ¯
ûìûì ûÜíÜæ• "èû»úôâ vóíÔì"
v×íÜ ûÜíÜæ• "ôé ðíû¯"
vÜìíô ûÜíÜ• ßë ûèºë ôì÷ì ØíÜ vÒìôë èóíúí×
ëìèÐúìë Ü¨ é-vÔóìíæì ûìó§åì¯
Ìèâúìë ûìûì ûÜíÜæ• Ûú væÈ•
æëâ ðíú ÍÜ ûíÜ vóíÐë èÛíä ðìßúìú¯
óèóíæ Ìèâúì ðÜ çìë v÷Üì¯
öÔæ-çÔæ Ìì¼ç âðéÛ»Ë•
ÌìÐøìíÐë ðì¼ìðìè¼ ôìæìôìèæ ùìíú Üìùç æì èô×È¯

èóíæë øë èóæ öìú¯
ÌÓéë ðíú Ìèâúìë ûìûì çÜíÜæ èûíúë ôÇì¯
âðé ûÜíÜæ• "ôé ðíû¯"
ûìûì vëíù ûÜíÜæ• "çíû çèâ Ìì¼ vôæ vëìä¯"
Ìæìúìí¼ ûÜíÜ âðéÛ»Ë•
"Ìèâúìíô èæíú vöíç ÷ìÈ vöÔìíæ ßë ôìä¯"
Ìèâúìë vÐ» ôÇì ÍÈ _
"Íí¼è× çìëÈ ôìíä¯
ÅøôëíËë óù vÇíô èçèæ ôíëí×æ Ììâìíô Åºìë¯"
Ììèâ ™Óìíܲ• "vôìÇìú Ììí×æ èçèæ¯"
Ìèâúì ûÜíÜæ• "väÜÔìæìú"¯

ÐìèQèæíôçæ
3 äÜìÈ 1936

50¿17 ¼ìëì¤Ð _ 5

Ìì íÜì÷ô ôèûçìë Üáô vö æìëé v¼È “Ìèâúì”vô ¼í@ìÓæ ôíë æìúô ûíÜí×• Ûìëçéú æìëéí&ë âç «çéô ‘¾âírúé’ Íôèóæ ûíÜè×íÜæ ÅøôëË æú• èçèæ “Ìâç” ÷ìæ_öì «ôç ÛìíÜìûì¼ìë âíÓôÈ øìßúì ¼@ú¯ Ìèâúì v÷íúí× æìúô çìíô èâíÇô vÇíô väìë ôíë ÛìíÜìûì¼ìë âíÓô «èçVì èóô¯ ôè.ç æìúô ûíÜí×• Óíæ ¼âìæ æì ðíú v¼Ôìíæ èæíú vöíç ûìíÓ¯ çìÈ Ìèâúìë ÛìíÜìûì¼ìë ûóíÜ óìèëí°ôë Ì¼@‡ìæ v¼ vóíû æì ÍÈ ¼WG èæíú “v¼ìæìë âíóë væÐìú” â+ ðú¯ èôQ• Ôôìèç Ìië ÌìKxìÙìë ¼˜íúë væÐì ûì§íçÈ Çìíô¯ vÐí» õìkìë ûíÜ• æìúíôë vóíðë ôÜ Ì÷Ü ðíú ÍÜ ûíÜ• çìÈ èûxìâ ÌûÐôÈ ÷ìÈ¯ óë èæäíæ ¼â°• æóé• øìðì§ çìë ÌØëQ ëø-ë¼-v¼ì`óö ×è§íú vóßúìú ¼@øíóë væÐìë Äìä ôíâ öìú¯ âíæ øí§ vôìíæì Ìæìèó èæûì¼íæë ùÛéë èûÐó¯ “èØíë vöíç ðíû” ÍÈ ôÇì âíæë âíÓô T T ôíë ÅíÒ¯ vóíÐ èØíë çìë ‘Ìèâúìë’ vôìíæì ¼aìæ øìßúì öìú æì¯ Ìíæô Ôíä öÔæ øìßúì vùÜ• çÔæ vö Íô Ìæô âìæ»¯ Ìâíçë ¼aìæ v¼ vøíúí×¯ Ìiå û×ë úíëìíø ôìèâíú Ìì¼ì ëìúûìðìóíëë Íôâìr v×íÜ “öìë ûè°ë ôì÷ì ØíÜ vÒìôë èóíúí×ÝëìèÐúìë Ü¨é-vÔóìíæì ûìó§âì_v¼È âðéÛ»Ë Ìèâúìíô èæíú Íí¼í× “vöÔìíæ ßë ôìä¯”

Í ôìíûôë æìúô Ìèâúìíô “Ìâíçë” ôÇì ûíÜ èæíä Ìèô˜æ vÇíô “èû+-ÔôÌç-ÌìKxìÙì”ú ÛìÜûì¼ìë âÜô èóíç «t·ç ðíE×¯ Ìèâúì “Ü¨é vÔóìíæì” “ûìóí§ë vÒìôìë” tøíÐ çÔæ Ìâíçë ¼aìæ vøíúí×¯

50¿18 «ì¼èàô Ììí Üì÷æì• ôèûçì èûíx»Ë ß ûôìÔôì

Ðôìâ Üéë “Ìâç” ôèûçìèå ë÷æì• ÐìèQèæíôçæ• 3ëì äÜìÈ• 1936¯ ûëìðæùíë «ÐìQ âðÜìæûéÐíóë Ìiûì í¼ Ìûòìæôì íÜ ÍÈ ôìûô†ípë ¼÷æì “¾Pç” ß “vÐ» «ðíë” ‘23vÐ vâ• 1936’ vÐ»_“ÐôìâÜé” ‘6È Ììùš• 1935’¯ Ììë ëìæé âðÜìæûéÐíô ÅÁ¼ù 1Üì Ûì°• 1343• Èn 17È Ììùš• 1936’¯ “ÐôìâÜé” ôìûô†p «ôìÐ Ûì°• 1343 Íûn Èn 1936-Í¯ ÍÈ û×ëÈ ¾ûÐìÔ Ý Íè«íÜ “ørøå” «ôìÐ¯

1935-Íë ëûé\æìíÇë ÈE×ìú ÐìèQèæíôçíæ “ÐôìâÜé” æìíâ ¼óÐô Íô âìèåë ûìè§ ¾çèë Íûn çìíç ùð«íûÐ ¼@ø^ ðú¯ ôèû Íôìíæ èô×èóæ Çìíôæ¯ Èå øìÇíë ùìÇì ûìè§ âìíÄ âìíÄÈ ôèûâíæ “ûaíæ”ë «çéô ûíÜ âíæ ðèE×Ü¯ Í vÇíô ¼ìâèúô âèkë Ììôì)áì ëûé\æìÇíô Í ¼âú vøíú ûí¼è×Ü¯ çìë âíæ ðíúí×• âìèåë Ùíë ûaæ ôâ• çì ¾çèëß vöâæ ¼ðä Ììûìë v¼ vÛíÂß öìú ¼ðíä¯ èçèæ âíæ ôíëí×æ âìèåë Ùíë Çìôìë âíÓô Íôèå Åóì¼éæ èæëì¼èk èûëìä ôíë¯ Í ôìíûôë vÐ» ôèûçì “ÐôìâÜé” ÍÈ âìèåë Üëíô èæíú vÜÔì¯ Ììë “Ìâç” ôèûçìë “Ìèâúì” ûì¤Üìë ÐôìâÜ èt·D «ìQíë ùí§ ßÔì Íôèå v«èâôì æìëé öìë ´óíú vÜíùí× «ôèçë ÐôìâÜ ëÂ• vö ÅøôëíËë óù vÇíô vûè§íú Íí¼ Ìâíçë ¼ìÓæì ôíëí×¯ ëìèÐúìë Ü¨é-vÔóìíæì ûìóí§ë vÒìôì-ÔìßúÌ âðéÛ»Ë Ìèâúìíô v¼È Ìâíçë âíÓô âèk èóíúí×æ¯ èô·Q ôèûçìë ôÇô-æìúô çì øìíëæèæ¯

æìëé öùöùìQ ÓíëÈ ôèû èÐGéíóë v«ëËìòÜ¯ çìíóë ëø¼è,¦íç ôGæìú Óôìíæ æìæìÛìíû v¼ âç ûì èûâçÛìíû «ôìÐ øìú¯ ôèû äéûíæ ß ¼ìèðíçô æìëé çìÈ Ìíæôôìèæ äí§ Ììí×¯ ÐôìâÜéë ôíúôèå

ôèûçìë ëíø-ëí¼ ¾ûè÷írÖ ÍÈ æìëétëø æìæì ¾ûè÷rÖ èæíú vóÔì èóíúí×¯ "èâÜÛìÂì"• "ôèæ" ûì "Ìâç" v«íâë ôèûçì ðíÜß tëíø tçQ¯ Í ôèûçìIèÜ ÌìÔÖìæâÜô• Ìíæôåì ôèÇôìÓâé¯ ôèûçìIèÜíç èÜèëô âìÓö øûìøë Ìlèx,l ðíú Ììí×¯ ôÇì Ì¤Ð vöæ âìæûäéûíæë ôçôIèÜ v×ìíåì v×ìíåì ×èû¯ v¼Ôìíæ v«â èæíú Íí¼í× æìëé´óíú ¼Êûxíöë âíÓÖ çÖìíùë âQ¯ çìÈ Óæé ôæÖì Ìèâúì âðéÛ»íËë v«ëËìú Ìæìúìí¼ ÅøôëíËë óù vÇíô Åºìë øìú¯ æéë¼ ¾ûëìùÖ¼ìÓæì æú• ¼âìíäë äæÖ çÖìùûíç v¼ Ìâíçë ¼aìæ vøíúí×¯ øáìQíë ôèûçìë ôÇô æìúô ÛìíÜìûì¼ìë Ìâç Ôâíç èùíú ûìÓì øí§í× èû+• ÔÖìèç ß ÌìKxìÜì Ìäíæë vâìíð¯ ÍÔìíæÈ çìë äéûíæë åÖìíäèõ¯ Ìèâúì vöâæ øËçìíô vøÜ• æìúô vçâæÈ ¼ât' '¼@øó' vøíúß Ìâçíô ðìëìÜ¯ Ìèâúì ûtèûxíô téôìë ôíëß• ó¥Ô¼ìÓæìú Å+éË ðíú çÖìù ôíâë âíÓÖ v«âíô æçæÛìíû Ìlèû,ìë ôíëè×Ü¯ Í øíû ëûé\ ôèûâìæí¼ë èóô vÇíô ÍÈ Åøòìøæì ¼èûíÐ» Åøíöìùé¯ ûtˈ¼ût' ëøìèxç v«âíâìíðë ÌlèçÐöÖ æú• çìíô vøèëíú ôÜÖìËûíçë èóíô ÷Üìë âíÓÖÈ "è÷ë¼`óíëë ¼ëøë" èûëìäâìæ¯

ëûé\æìÇ "Ìâíç" v«íâë ÍÈ âÜéÛç v¼í`óöíô• âæ»Ö&¼ìÓæìë ÌQùç ôÜÖìËíô téôìë ôíë vâíæ èæíúí×æ_âìæí»ë äéûíæ¯ ¾âírúé-«ìèÇç Ìâíçë äæÖ "Ìâç"-Íë Ìèâúìë ÌâçÖíÜìíôë ¼aìæ «íúìäæ ðúèæ• "ÛçíÜë tùÔ„èÜë" âíÓÖÈ vö çìë ÛìíÜìûì¼ìë Ìâçíô Ôíä vøíúè×Ü¯ v«íâë ÍÈ ôèûçìèåíç æìúíôë Ì÷èëçìÇ v«íâë vûóæì "èâÜ-ÛìÂì" ôèûçì t‡ëíË vëíÔ ûÜì öìú vûìÓ ôèë ûìÓíôÖ Åøæéç ôèû øû äéûíæë èô× ðìèëíú öìßúì ¼ëíô "ÐÖìâÜé"ë ôíúôèå ôèûçìú èØíë èØíë ÌæÛû ôíëí×æ• öìë ¼íà ök ðíúí× èûëíðë ¾ûëìíùÖë ¼ë¯

"øæ f" øíûë ùóÖ×í`ó vÜÔì ôèûçìë vÐ» ôìû "ÐÖìâÜé"¯ ÐÖìâÜé "Ìâç" ôèûçìú Ûìû¼`óë ôÇÖ Ûì»ìëÀ ôÜôìçì Ì˜íÜë ôÇì è¹ûìøó_"Üâ" "vÜâ"-Íë «íúìù ß ûìôÖ ùÔæ ëéèç Ìæ¼ëË Çìôì ¼í+ß ÅÊ÷ìëíË Ìtø,l ×`óçëà ûì ×`ótø`óæ ÌæÛû ôëì öìú¯ ÛìûìíûíÙë tøíÐÈ ôèûçìú ùóÖ×í`óë Ìèt& «ôìÐ ðíú øí§¯ ôèûçìèå ùóÖ ×í`ó vÜÔì¯ ÍÔìíæ ÌìÓèæô ôÇÖ Ûì»ì ß Ûèà ûÖûðìë ôëìú äéûíæë ûìtíûë ¼íà çìë Ììíûùâú Íô Å^çÓ[èæß èâèÜç ðíúí×¯ ×írë øû¼¤ÔÖì Íô vÇíô èçæ¯ èPçéú tûíôë ôíúôèå ×r Åºç ôíë ×írë ôÇÖçìèæÛë ÍÈ øû èûæÖì¼ vóÔìíæì ðÜ¯

èûëk ðæ Ìèâúì¢

ûÜíÜ Ý çèâ vôæ Ý èæíú vùíÜæì Ììâìíô Ý èâíÇÖ vÇíô¯

väìë væÈ vôæ Ý vçìâìë¯

Ìlèâ ûÜíÜâ• Ý "ûìíÓ ÌìKíùîëíû¯

öçèóæ æì Ý Óíæ ðû ¼âìæ

Ìì¼û æì Ý vçìâìë ôìí×¯"

«çÖá ÌèÛÚçì vÇíô æúì ôíúôèå ¼ëÜ è÷rôG ôèûçìë âíÓÖ tÛìíûìèk ÌÜWìíëë Ì¼ìâìæÖ çìÁøö èæíú Íí¼í× Ìâíç¯

vöâæ•

èÛ§ äíâí× ùìí× ùìí×

âì×Óëì øìèÔíóë øì§ìú¯

áéË æóèèå Äíë øí§í× øìðì§ vÇíô

øìÇíëë Óìíø Óìíø¯

ÌÇûì_

vûùèæ ëíÂë øìèÔ• ûíôë ôìí× ¼ìóì_

våèÜ†ìíØë çìíë ûíÜ vÜä óèÜíú

õìôí× èâè,¦ âó ÷ìøì ¼íë¢

ÐÕìâÜé øíûë ôèûçìlèÜë ûkûÕ «Óìæ¯ «ôìÐÛèà Ìíøáìôç ¼ðä• ùóÕ×`ó tìÛìèûôÛìíûÈ ûkûÕíô Ìæ¼ëË ôíëí×¯ vÐ» øíû ôèûë äæâìæí¼ë ôì× vøîí×ìûìë Ìì†ð ÇìôíÜß "âìíÄ âìíÄ ß øì§ìë «ìàíËë Óìíë" vùíÜß "èÛçíë «íûÐ" ôëíç øìíëææ_ÌQëìú çìë ÐèèÜç ôìûÕ Ûì»ì¯ öì âÔÕç èûóDäíæë Ûì»ì¯ Í ôèûçìú Ûì»ì "âìèåë ôì×ìôìè×" Ûì»ì æú¯ Í Ûì»ì øèëÐèèÜç ôìûÕøìÒíôë äæÕ¯

"Ûìëíçë Íôäæ æìëé¿¿¿¿¿èçèæ ÷ìæ Ìâç"_ ôèû "ûðóìëËÕô Åøèæ»ó-Íë ÌQùç öìÚûGÕø-é ¾âírúéë Íôèå ûìËé _ "vöæìð¤ æìâçì¼Õìâ èôâð¤ vçæ ôöìâ" '2Ý4Ý3' èPçéú ÌÓÕìú• ÷çÇ ûìsíËë ÌQùç ççéú vxìô' _ "öì Ììâìíô Ìâç& vóíû æì• çì èæíú Ììèâ ôé ôëû¯" ¾âírúéë ÍÈ «ìÇæìíô ™Ó ûsÚìæ ûì vâìáÜìíÛë Ììôèç ûÜì öìú æì• vö vôìíæì ûìðÕ ÅøôëËíô ¼èëíú ¼ìÓæìë Pìëì ÌQëìKìë Ìâë&íô Ìâç âíæ ôíëí×æ¯

"ÛìíÜìûì¼ìÈ v¼È Ìâç ¿¿¿¿¿ ûÄíû Íôèóæ" _ ÐÕìâÜéë "Ìâç" ôèûçìë æìèúôì Óæéë ôæÕì Ìèâúìíô ÜáÕ ôíë æìúô ûíÜ× vö• ¾âírúé «ìèÇç v¼È Ìâíçë äæÕ ÌâçÕíÜìíôë ¼aìæ «íúìäæ væÈ• âíçë ÛìíÜìûì¼ìë âíÓÕÈ çìíô øìßûì öìú¯ ÍÛìíû ôèû Åøèæ»íóë ûìËéíô öÇìÇçìú Ìæ¼ëË æì ôíë tçQ v«áìú èæíäë âíçì ôíë çìë ÌÇíô ¼@e¼ìèëç ôíëí×æ¯

"vóû æì vçìâìíô Ìèô˜íæë Ì¼@‡ìæ" _ Ìâç ôèûçìë æìúô ¾âírúéë ûìËéë ¼r Óíë æìèúôì Ìèâúìíô «ôç ÛìíÜìûì¼ìë âÓÕ èóíú äéûíæë vxV ¼@øó Ìâçíô øìßúì öìú Í ôÇì t‡ëË ôèëíúß• èæíä ÓæéôæÕì Ìèâúìë vöìùÕ ðíú ÅÒûìë äæÕ ¼@øíóë ¼aìíæ vûè§íúí× èæíäë vøîëí»ë øèë÷ú èóíç¯ æìúíôë ÍÈ ÌèÛâìæ çìë ÷èëírë Íôèå Èèçûì÷ô èóô¯ èôQ vôìíæìèô×ëÈ Ìèçèëkçì ÛìíÜì æú¯ çìÈ vÐ»øöQ óèÙèóíæë Ñxö¼aìæ çìë ôìí× vöæ Øìèô âíæ ðú¯ æìúíôë Ìð¤ vÐ»øöQ èû+• ÔÕìèç ûì§ìíÜß âíæë ÐæÕçì øëË ôëíç øìèÜ æì¯ ØíÜ «ìË ûÕìôÛ "äéûíæë ¼ìE÷ì v¼ìæìë äæÕ¯" âíæë âíÓÕ T T ôíë ÅíÒí× èØíë öìûìë Ììôì)áì¯ Ìíæô ¼aìíæë øë ðìèëíú öìßúì Ìèâúìë öÔæ ¼aìæ èâÜÜ• v¼ Íô ÌæÕ æìëé• ëìèÐúìë Ü¨é vÔóìíæì ûìóí§ë vÒìôë ÔìßúìâðéÛ»íËë v«ëËìú ¼ût› çÕìù ôíë v¼ çìëÈ ôìí× ôÜÕìË ûíçë óéáì èæíúí×¯ ÛìíÜìûì¼ìë Ìâç çìíô èæíú vùí× ûè˜ç âìæí»ë ôìí×• çìíóë ââÜôíâ¯

"ëìèÐúìë Ü¨é-vÔóìíæì ûìó§" _ 1917 èÔšìíj vÜèæíæë væçí& èû«û ¼¤Ùèåç ðíÜ• ëìèÐúìë äìë Ðìè¼ç ëì,¦• ûÕûÒìë Ìû¼ìæ ðú vÔíå ÔìßúìxèâôóÔ»ô ââíëë v«ìíÜçìèëíúçíóë ¼¤ùÒæ v¼ìèÛíúç ôèâÅèæš øìèåë væçí& ëì,¦Ðì¼æ ôìíúâ ðíÜ ÓæçìèQô óèæúì çÇì Óèæô vxèË Ííô ¼æäíë "vóíÔèæ"¯

ÓæçìèQô óèæúìë èûëø «÷ìíëë ØíÜ ¼ìÓìëË âìæ» Í ¼@øíô Ìæûèðç è×Ü¯ çìÈ ûìÈíëë øèÇûéíç xèâô vxèËë èû«û ß èû«íûì+ë ëì,। ûûòì ß çìë ¼âÇôíóë «èç èûëø âíæìÛìû ùí§ ÅíÒè×Ü¯ ûçâìæ âQû vµÈ âíæìÛìíûë vóìçô¯ Ìèâúìë ûìûìë ÌìÐì Í ¼û ¼ìâèúô¯ èôQ óèóíæ Ìèâúì ðÜ çìë èÐ»ì¯ èøçùíðë èæëÇô ÅøôëíËë óù vÇíô âðéÛ»Ë çìíô Åºìë ôëÜ¯

Ìæ ÐéÜæé _ 5

æéí÷ë «xlèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 42 øìçìë Å+ë ¼¤íôç vóÔæ¯ «íúìäíæ 49¿22-Íë «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì ÍôìèÓôûìë ø§æ¯ v¼Ôìæ vÇíôÈ tø,। ÓìëËì øìíûæ¯

1’ Ðæòìæ øëË ôëæ¯

ô’ ¼˜íúë Óì}ì öçÈ ûìí§

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Çìâíç øìèëíæ• ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¯

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

ûô ØèÜíú Íèùíú ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¯

Ô’ ôíâë væÐìú ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Íç ôìíÜë Ôìåèæ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿•

«ìË ÅÒÜ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

äéûíæë ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¯

2’ ““èçèæ ÷ìæ Ìâç¯”” èÜÔæ ×rèåë âÜ ÅÁ¼ ß ¼r ôé Íû¤ ôìë ¼@øíô ûÜì ðíúí×À

3’ “vóÔÜâ Ìèâúì”íô_Ìèâúìíô vô vôâæ vóÔíÜæ• ûËæì ôëæ¯

4’ Ìèâúìë Ìæ æìëééëøèåë øèë÷ú èóæ¯

5’ “Ìâç” ôèûçìë åìèäô ÷èër vôìææèå ß vôæ ûèÄíú èÜÔæ¯

6’ “Ûìëíçë Íôäæ æìëé ûíÜè×íÜæ” _ æìëééå vôÀ ôé ûíÜí×æÀ vôìÇìú ûíÜí×æÀ ¼¤íáíø èÜÔæ¯

7’ “vóûæì vçìâìíô Ìèô˜íæë Ì¼@‡ìæ”_ ûkì vôÀ ôìíô ûíÜí×æÀ vôìÇìú ûíÜí×æÀ ¼¤íáíø øèëËèç ôé ðíúí×À ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

8’ “ÍçôìíÜë Ôìåèæ âíæ ðÜ vöæ” _ ôìë âíæ ðÜÀ ôé âíæ ðÜÀ vôæ âíæ ðÜÀ ûìÔì ôëæ¯

9’ æéí÷ë Åºèçèåë ×í`óìèÜèø «tç ôëæ¯

“Íí¼è× çìëÈ ôìíä¯
ÅøÔëíËë óù vÇíô èçèæ ôíëí×æ Ììâìíô Åºìë¯
Ììèâ ™ÓìíÜâ “vôìÇìú Ììí×æ èçèæ¯”
Ìèâúì ûÜíÜ• “väÜÔìæìú”•

50¿19 Å+ëâìÜì

ÌæÐéÜæé _ 1

1’ ô’ ÷ìèëèóíô ûìôì äÜ ôèëí× vÔÜì¯ Ý çëíxËé â¼é-âìÔì Ý †ìâÔìèæ vâíÙ Õìôì¯
Ô’ öìíë ÔèÐ çìíë óìß _ Ý ™Ó çèâ èæíú öìß
ù’ âææÐéÜ• äéûæ°,ì• æçæ ôíë• vöîûíæìE×ì¼• v«âìæÛèçë ÌìóÐ èæV¯
Ù’ vÐ» ¼: ô• ÐÖìâÜé¯

2’ ô’ 1916• Ô’ 1936• ù’ 1940• Ù’ vÐ» vÜÔì

3’ ôèûçì ë÷æì• ØìGæ 1298• ôìûÖ«ôìÐ 1894 ‘1300’¯

4’ ôìûÖ†p _ øæ f• ë÷æìôìÜ _ 1932¯

5 æ@ë «íxë Å+íëë äæÖ «íúìäíæ 49•3 æ@ë Ì¤Ðèå Íû¤ 6-9 æ@ë «íxë äæÖ 49¿6 ¼¤ÔÖô Ì¤Ðèå ûìëûìë ø§æ¯

ÌæÐéÜæé _ 2

1’ ô’ ôèåÜ ØËì ÷íáë/ I: èû»óQ• çéû èûí»¯
Ô’ tìíÇ tìíÇ vûíÓí× ¼¤Ùìç/ «Üúâpæ váìíÛ/ Û°íûÐé ûûëçì/ øWÐöÖì ðíç¯
ù’ ûìs ¼âìíäë• Ìì÷ìíöë• øèÇûéë âìæ»• Ììxú¯
Ù’ äÜ èûí°ìð• ûúë öº• ûRìë öíºë¯

2’ ô’ ôìíûÖë æìâ• Ô’ 1307 ¼ìÜ¯

3’ èçæ Ûìíù Ûìù ôëì öìú¯ ÛìùIèÜ ðÜ ¥-
ô’ ûìsÓâ ß æéèçíûìÓ• Ô’ ¼âìä• Èèçðì¼ ß vóÐí«â
ù’ âæ»ÖÓâ ß âìæèûô Ììíûóíæë ôèûçì¯

4 vÇíô 8æ@ë «íxë Å+íëë äæÖ 49¿10 Ì¤íÐë «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì ÛìíÜì ôíë ø§æ¯ ÍÔìíæÈ Å+ëIèÜ Ììí×¯

ÌæÐéÜæé _ 3

1’ ô’ Ììëèç óéø• ¼aÕì• ëkäûìë• ëäæéùaì

Ô’ Ììëìâ v÷íú• Üyì• Ìà• v×íú• ëË¼yì¯

ù’ øäì• û`óæì• Ðíb-èûÓìçìë Åóì¼éæ• ¼ì§ì¯

Ù’ è÷ëøèÇô• ùèçðéæ• ÌÓÕìK ë¼íûìÓ¯

2’ óèóæ• øçìôì• øäìë Åø÷ìë• âíÔìâèÔ ðßúì• äú¼÷ô ûìóÕ¯ 3 vÇíô 7 æ@ë «íxë Å+íëë äæÕ âÜøìÒ ß «ì¼èàô ÌìíÜì÷æìë ¼ìðìöÕ èææ¯

ÌæÐéÜæé _ 4

1’ ô’ ¼¤†ð ôíëè×íÜæ óùíâë ëð¼Õ• äÜ-òÜ-ÌìôìíÐë• óè,ì-Ìçéç• vçìâìë• v÷çæìðéæ¯

Ô’ ¼ôìíÜ• ¼aÕìú• vóûçìë• æìíâ/

vÔÜè×Ü• âìíúë• ¼`óíëë• ÌìëìÓæì¯

2 vÇíô 6 æ@ë «íxë Å+íëë äæÕ «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì ôèûçì èûíx»Ë ß ûÕìÔÕì ÛìíÜì ôíë ø§æ¯

ÌæÐéÜæé _ 5

1’ ô’ “çÇÈ Ììâìíô ÷íÜ vôíÜ¯”/ “Çìâìíç øìèëíæ çìë çì§æì¯”/ “èû+ ûìí§• ÔÕìèç ûìí§”/ “÷íÜ ÌìKxìÙì”¯

Ô’ “Äìä ÍÜ Ùíë¯”/ “âíæ ðÜ vöæ Øìèô”/ “óðìç ûìè§íú”/ ¼ì÷ì v¼ìæìë äíæÕ¯”

2’ âÜ ÅÁ¼• ëûé\æìíÇë “ÐÕìâÜé” ôìûÕ†ípë Ìâç ôèûçì• Íë ¼r vðìÜ ûðóìëËÕô Åøèæ»íóë èPçéú ÌÓÕìú• ÷çÇ ûìsíËë ççéú vxìô _ 2Ý4Ý3¯

¼âírúé ¼@øíô ûÜì ðíúí×¯

3 vÇíô 8 æ@ë «íxë Å+íëë äæÕ «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì Ì¤Ð ÛìíÜì ôíë ø§æ¯

9’ ×í`óìèÜèø ¥

Íí¼è× çìë ôìíä Ý

ÅøôëíËë óù vÇíô Ý èçèæ ôíëí×æ Ý Ììâìíô Åºìë¯

Ììèâ ™ÓìíÜâ Ý “vôìÇìú Ììí×æ èçèæ¯”

Ìèâûì ûÜíÜæ• Ý “väÜÔìæìú”¯

Íèå ùóö ôèûçìë ×`ó ûì ùóö ×í`ó vÜÔì¯ çìÈ «÷èÜç ×í`óìëèèç ß ×í`óìûíºë èæúíâ Í ôèûçì¤íÐë ×`ó èûíx»Ë ¼@û æú¯ «Çâ ×írë Íôèå âìr ûìôøû ÇìôíÜß èPçéíú èçæèå Íû¤ ççéú ß ÷çíÇ óèå ûìôøû Ììí×¯ ßÈlèÜ ÌÇ ûì Ûìûíô Ìæ¼ëË ôíë ùèÒç ðíúí×¯ ôèûçì¤Ðèå øëtøë Ì¼âìæ Ììåèå ûìôøíû ëè÷ç¯ Íë ×ír ×ír ûðâìæ Íôèå ÌQ¥¼èÜÜì ×`ótø`óæ Ììí×¯

50¿20 †pøèJ

ëûé\æìÇ Òìôíëë _ v¼ìæìë çëé• ¾æíûóö• ûÜìôì• ørøå ß ÐöìâÜé ôìûö†p¯

«Ûìçôâìë âíÔìøìÓöìú _ ëûé\äéûæé ß ëûé\ ¼ìèðçö «íûÐô '1-4 Ô„'¯

õ¿ ¼ôâìë v¼æ _ ûìºÜì ¼ìèðíçöë Èèçðì¼ 5â Ô„ 'ëûé\æìÇ'¯

õ¿ æéðìëëJæ ëìú _ ëûé\ ¼ìèðíçöë Ûèâôì¯

õ¿ Ôæì âíÔìøìÓöìú _ ëûé\ ôìíûöë vÐ» øöìú¯

õ¿ ûì¼Qé ÷¹ûçé _ ëûé\æìíÇë vÐ» øöìíúë ôìûö¯

õ¿ ø@øì âäâóìë _ ëûé\ ¼¤tèçë Ûìëçéú ëø ß ÅÁ¼¯

õ¿ øèûr ¼ëôìë _ ×`óç+ ×`óëø¯

Íôô 51 ❐ ôìäé æäëÜ È¼Üìâ ¥ èçæèå ôèûçì

ùÒæ

51¿1 ÅÍ!ÐÖ

51¿2 «tìûæì

51¿3 æäëÜ È¼Üìâ ¥ ¼¤èá: äéûæû+ ß ôìûÖ ôÇì

51¿4 âÜøìÒ_1 æìëé '¼ûðìëì'

51¿5 ¼ëì¤Ð_1

51¿6 «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì Íû¤ ôèûçì èûíx»Ë ß ûÖìÔÖì

51¿7 âÜøìÒ_2 ¥ óìèë°Ö 'è¼a èðíGìÜ'

51¿8 ¼ëì¤Ð_2

51¿9 «ì¼èàô Ìì íÜì÷æì• ôèûçì èûíx»Ë ß ûÖìÔÖì

51¿10 âÜøìÒ_3 ¥ ùìíæë Ìì§ìÜ '÷¹ûìô'

51¿11 ¼ëì¤Ð_3

51¿12 «ì¼èàô Ìì íÜì÷æì• ôèûçì èûíx»Ë ß ûÖìÔÖì

51¿13 Å+ëâìÜì

51¿14 †pøèJ

51¿1 ÅÍ!ÐÖ

ÍÈ ÍôôÈå øìÒ ôíë Ìì øèæ ëûé\-Å+ë ûì¤Üì ôìíûÔ ëûé\ Ìæëk ÌÇ÷ tìçQÖ ¼aìæé ôèûíóë Ìæ0çâ ôìäé æäëÜ È¼Üìíâë èçæèå ôèûçì øìíÒë âÓÖ èóíú æäëíÜë ¼âôìÜ ß çìë ôèûâìæ¼ ¼@øíô Íôèå ÓìëËì ôëíç øìëíûæ¯ æäëíÜë ôìûÔäéûíæë ™ë ðú 1919 ¼ìíÜ Ììë vÐ» ðú 1942-Í¯ öèóß çìë øíëß èçèæ äéèûç è×íÜæ• èôQ ôìûÖ ûì ôèûçì vÜÔì çìë øíá v¼ ¼âú ¼@û è×Ü æì¯ ¼çëì¤ ûÜì öìú «Çâ öí°ì+ë ôìíÜ çìë ôìûÖ÷÷ìë Ììë@ Ììë çìë vÐ» èPçéú èûxö° ôìíÜ¯ ÍÈ Íôôèå øí§ ÍÈ vóÐ ß ôìíÜë v«áìøíå vö ¼â¼Öì ß Ð¤ôì vóÔì èóíúè×Ü• æäëíÜë ôèûçì çìëÈ øèëËç ØÜ_Íèå ûÄíç øìëíûæ¯

ÍÈ¼û ÓìëËì• vûìÄì ß ø§ì vÇíô vö Úìæ ÌìðëË ôëíûæ• v¼èå vÇíô «íúìäíæ øíë «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì ûì ¼âìíÜì÷æì ôëíç øìëíûæ¯

- æäëíÜë ôìÜ ß ôèûâìæ¼ ¼@øíô ÓìëËì¯
- æäëíÜë èçæèå ôèûçì øìíÒë âÓÖ èóíú çìë ôèûçìë ¼íà øèë÷ú¯
- æäëÜ ¼@øíô «íúìäíæ ÌìíÜì÷æì ß ¼âìíÜì÷æì ôëíç øìëíûæ¯

51¿2 «·t·ìûæì

ûì¤Üì ôìíûö Ììóèæôçì ¥ 20 Ðçô øöìíú Í ¼âíúë ëìäÊæèçô ¼âìäÊæèçô Èèçðìí¼ë øåÛèâôìú çìë öù ÜáË Èíçìøíû ÌìíÜì÷æì ôëì ðíúíׯ ÍÈ øíûë vÐí» ôìäé æäëÜ È¼Üìâ ëûé\æìíÇë äéûÁôìíÜ çìë ôìûö ë÷æì ôëíÜß 'çìë èæät· ôìûö Óâ ¼ír' èçèæ ëûé\-Å+ë ôèû èðí¼íû è÷èÿç¯

ÅèæÐ Ðçíô Ùíå vùí× ûì¤Üìë æûäìùëË• ûàÛà èûíëìÓé Ììí`óìÜæ• t·íóèÐ• Ì¼ðíöìù• ¼çöì†íðë âíçì æìæì Ùåæì¯ vóíÐë äæâìæí¼ t·ìÓéæçìë tøðì¯ È¤íëèä èÐáìë Ìæ»ìàô ØÜ Íôèóíô vöâæ èûxíô è÷æíç èÐèÔíúí×• ÌìKèûxì¼ ûìè§íúí×• Ìøëèóíô èûÚìæ ß «öèkë ûöûðìë• ûöìøô øËö-ÅÁøìóíæë äæö ôÜôìëÔìæì òìøíæë ¼íà ök ¼éâìðéæ vÐì»íËë ØíÜ «èçûìóé ô. èÛˆçë øíÇ ¼¤ùèÒç ðíúíׯ æûö èÐèáç ûìÂìèÜ È¤íëèä èÐáìë ÍíË• vâôíÜë èæèó,ǀ øÇ ÌÇìÁ ÷ìôèë ×ì§ì Ììë vôìíæì ôìäíôÈ ôìä âíæ ôëí× æì¯ ØíÜ vûôìèë ä`ŝ ß èûôìíÐë ¼íà ¼íà èûíáìÛ ûì§íׯ ÍâæÈ ¼âú Íí¼í× «Çâ èûxöº '1914_1918'¯ Íë ØíÜ ¼ìâìèäô-ÌÇÊæèçô ëìäÊæèçô Ûìë¼ìâö Ììëß èûøö·t· ðíúíׯ öºìíQ Ìì¤èÐô t·ìú+Ðì¼íæë «èçxèç• èâÇöì «èçøˆ ðíÜ Íô Óéíæë ëìäÊæèçô ðçìÐì äìèÜúìæßúìÜìûìíùë ¼âìíûÐ Ùíåè×Ü• v¼È æÐ¤¼ ðçöìÜéÜìú Åºç Ðì¼ôÐèkë ðåôìëé Ìì÷ëíË• vóÐ väì§ì âìæ» èûxì¼Ùìçôíóë Ìì÷ëíË ðç÷èôç ðíú øí§¯ Í ¼âú ÇìíôÈ èÐèáç ûìÂìèÜë v÷çæìú èûíáìÛ Å!ìâ ðíú ßíò¯ èÐèáç öûíôë äéûíæë ¼â¼öì öç vûí§í×• çÇÈ óÆ ðíúí× Ðì¼ô È¤íëíäë «èç ÌèÛxì¼¯ ÐçÍíË vûí§í× çìë øëìÓéæçìë †ìèæ¯ «Çâ öíºì+ë ôìíÜ øèÇûéûöìøé ÌìèÇô â`óì çìë äéûæ Ììëß äèåÜ ß Ììûç ¼¤ôÜ ôíëíׯ ØÜç çëË âíæ vöâæ Ìèûxì¼• ðçìÐì äìíù• vçâæÈ ¼ât· «÷èÜç ß «Çìùç ÓìëËì ß âÜöíûìÓ ¼@·ía èûíáìÛ Å+ìÜ ðíú ßíò¯ Í ¼ûÈ ¼âôìÜéæ ôèûíóë ôìíûö «èçØèÜç ðíúíׯ ûºíóû û¼ çìë ÌìÓèæô ôèûçìë Ûèâôìú ÍÈ öù ÜáËíô ûöìÔöì ôíëí×æ _"Íîô ûÜì vöíç øìíë èûíºìíðë• «èçûìíóë ôèûçì• ¼¤Ðíúë• ôìèQë• ¼aìíæë¯" Ììûìë ÍëÈ âíÓö «ôìÐ vøíúí× èût‡íúë äìùëË• äéûíæë Ììæ`ó• èûxèûÓìíæë æçæçë ÌìíÜìóéè:¯ 1917-ë v¼ìèÛíúç èû«û æçæ ¼@ìûæìë ôÇì äìèæíúí×¯ Íçèóæ ëìäì- ûìóÐì• äéâóìë• èû+ûìæ• âÓöèû+ âìæ»íô èæíú ¼ìèðçö ûí+ë ÷Üæ è×Ü• çìëÈ âíÓö èû«íûë æçæ ÌìíÜì æçæ äùÁíô «èçèVç ôëÜ¯ Ììûðâìæ ôìÜ vÇíô ¼ìèðíçö †ìâûì¤Üìë ô»ô-xèâô ôþ÷Á òìæ vøíÜß «ìËâæ äí§ vôìíæì ¼âíúÈ v¼ «ìÓìæö èû·t·ìë ôíëèæ _çìëì çìíóë ûðÁ äéûæ tø`óæ èæíú ûì¤Üì ¼ìèðíçö ¼è÷èÿç ß t·çQ ëíø vóÔì èóÜ¯ ÍëÈ ØíÜ ÙåÜ ðúíçì ûºíóû öìíô ûíÜí׿• "èût‡íúë äìùëË• äéûíæë Ììæ`ó• èûxèûÓìíæ Ììòìûìæ è÷+ûè+¯"

ûì¤ÜìôìíûöÈ æçæ âÜöíûìÓ ß ôìûö÷çæìë ¼÷æì ôíëèxíÜæ ¼íçö\æìÇ ó+ '1882-1922'• öçé\æìÇ v¼æI : '1887-1954' ß vâìèðçÜìÜ âäâôìë '1880-1952'¯

¼íçö\æìÇ ó+_ûºíóû û¼ë âíç ëûé\æìíÇë øíë ûì¤Üì ôìíûö èçèæÈ «Çâ vâîèÜô ôèû¯ ¼íçö\æìÇ èÐGé èðí¼íû vûÐ ÐèkÐìÜé• ¾ûè÷írûë ¼ìÓæìú æìæì èóô vÇíô Ìæ漯 èçèæ ëûé\«èèçë äæö Ôöìç ðíÜß• èûèûÓ èû»ú ß ×`ó èæíú æçæ æçæ øëéáì ß çìíç ¼ìØíÜûë øèë÷ú èóíúí׿¯ "÷ëôìë ùìæ"• "øìÜèôë ùìæ"• "Äëæìë ùìæ" Èçöìèó èû»íúë èóô vÇíô vöâæ vçâèæ ×`ó ß ëøûíaß ÌèÛæû¯ ØíÜ çìë ôGæì ß «ôìÐ_óÈÈ èûè÷r¼˜ìëé¯ ¼íçö\æìíÇë ôèûâìæí¼ vö Íôèå vëìâìè`åô v¼ì`óöèÜœì

è×Ü• çì çìë ôèûçìë ôçô lèÜ èûíÐ» èûíÐ» ×r¼yìú Óëì øí§• èôQ v¼èå Ìíæô ¼âúÈ ÷ìøì øí§í× çìë v÷,ìôç çÇö ß ÚìæÊûÛû «óÐæ ß ×í`óìí¼îôí»ë ¼í÷çæ ÷÷ìú¯ èçèæ ¼âôìÜéæ ëìâÊæèçô Ììí`óìÜæ ß ¼ìâèúô Ùåæìë Pìëì «Ûìèûç ðíú èô× ôèûçì ë÷æì ×ì§ìß ûì¤Üì ôìûôíô ¼âº ôëíç «÷ë vóèÐ-èûíóèÐ ôèûçì Ìæûìó ôíëí×æ¯ Í¼û ë÷æìë âíÓö Ìæöçë tìó øìßúì vùíÜß• lËùç âìæ ¼ûr ÅíGÔíöìùö æú¯ Ìæûìó Ûìûìæûìó Ìíæôíáír È âíÜë ¼¨ ûöJæìú ¼âº ðúèæ¯ vóÐ«èëçâÜô ôèûçìú ÅE×ì¼ ÇìôíÜß• Ûìû-ùÛèëçì è×Ü æì¯ Ìçéç vùîëíûë «Ðèt ÇìôíÜß• vóíÐë ¼â¼öìë ùÛèíë «íûÐ ôëûìë áâçì è×Ü æì¯ ë÷æìlèÜ çìÈ várèûíÐí» ôèûë ôÜíâ vÜÔì æì ðíú ÌùÛèë ¼ì¤ûìèóô ¼ÜÛ øóöë÷æìú øèëËèç vøíúí×¯ ûtç ""ôèûçì öÔæ «ôìíÐë vûóæìú ô@øâìæ• ÌìK«ôìíÐë Ìîôì)áìú Å˜öÔ• v¼ÔìíæÈ ¼íçö\æìíÇë è÷ë èæûì¼æ¯"" ôèûë ôíúôèå ÅíGÔíöìùö ôìûötp ¥ "vûË ß ûéËì" '1906'• "çéÇ¼èÜÜ" '1908_Ìæûìó'• "çéÇíëË" '1910_Ìæûìó'• "ôT ß vôôì" '1912' «Ûèç¯

öçé\æìÇ ûè+íç è×íÜæ ÈèJèæúìë¯ väÜì vûìíõ ôâ¼ír †ìíâ †ìíâ Ùëíç ðíúí×¯ †ìíâë Ð¼ö ÐöìâÜçìë âíÓöß ÌùèËç âìæí»ë æéëa óìèëºö• ðçE×§ì ôÐ âèç çìë ÌQëìKìíô ûöìôÜ ôíëí×¯ ëûé\ôìíûö Ìæëk ðßúì ¼í+ß• çìë âíÓö èçèæ ÍÈ ûìtíûë ¼aìæ øìæèæ¯ Í ¼âú çëË ôèûëì öÔæ ÌìKûº ôGæìú ëûé\«Ûìû èæùíâë øÇ Ôäè×íÜæ çÔæ öçé\æìíÇë vóÐ ß äùÁ• çìë ôèûçìë vÔó-øèëçìø ß ¾æëìÐö çìíô æçæ øíÇë ¼aìæ èóíúí×¯ ûtäùÁ• çìë vëìâìè`åô ÌæÛèçíô Ìì§ìÜ ôíë ûtçQíôÈ «ìÓìæö èóíúí×¯ çìë âëôìûörúé_"âëèé÷ôì" '1923'• "âëèÐÔì" '1927' Íû¤ "âëâìúì" '1930' ûì¤Üìë ÐöìâÜ ÌìûðìßúìÌ Ï»ë• ëá ¾æëìíÐöë ×èû èæíú Íí¼í×¯ èçèæ ûöíà• çéá vxí»• ôìíûöë «÷èÜç ÌìóÐûìó ß v¼ì`óöíûìÓíô çìë äéûíæë ûìtû ÌèÛÚçìë âìæóí„ èæøË öèk ÐbÜìú Ìì¹âË ôíëí×æ¯ ¼ât vâìðäìÜ• Íâæ ôé ââÜâú Éxë ¼@ía «÷èÜç ¼ìÓìëË «çöúíôß èçèæ ûäæ ôíëí×æ• ûíÜí×æ Éxë æöìúøëìúË ûì ¼èû÷ìëô ææ• èçèæ ââÜâúß ææ/ ûë¤ Íô ×,íûÐé èæVë ¼+ì èöèæ çìë ¼,ì äéûíóë ¼Ôó¥íÔ ™Ó Åóì¼éæ Çìíôæ æì• çìíóë ó¥íÔë Ûìë ûèºíçÈ vöæ vûèÐ ¼í÷,ì Çìíôæ¯

çìë ôèûçìë ôÜìôíâß ÍÈ væèçûìó Ðj•è÷rôG ß ×`ó«ôëíË Øíå ÅíÔí×¯ èôQ øèëËç v«îÆí& vøîí× ôèûë "¼ìúâ"• "èröìâì"• "èæÐìèQÔì"-ú èûøëéíç ¼ë vûíáí×¯ Íë ÌìÛì¼ ÌûÐö «Çâ øíû çìë âíæë ùÛéíë âìæ» ¼@øíô vö «çöú è×Ü çì vÇíôÈ• ÌÇìÁ âìæí»ë «èç Ìæöìú ß Ìèû÷ìíëë vûóæì vÇíôÈ Íí¼í× âíæ ðú¯ çìÈ vÐ» øíûë ôèûçìú ¼aöìë ëèkâ èóùíQ «èçûìó æú• Ìæçìø@ìæ èûxìí¼ ôëËìë vö ¼ë vûíáí× çì ôèûë ëûé\ Ìæëèkë ÌìÛì¼ èæâìË ôíë¯ Íèóô vÇíô öçé\æìÇ ëûé\ Ìæëìùé ðíúß tçQ ôèû«èçÛìú Ûìtë ðíú Ììí×æ¯

«Çâ äéûíæ vâìèðçÜìÜß ëûé\ìæëìùé è×íÜæ• çìë "tøæû¼ìëé" v¼ ¼ìáö ûðæ ôëí×¯ çìë ôèûâìæí¼ë tìçQö vÛìùôìâæìú• vóðûìíó¯ v«â ß v¼ì`óíöë Åøì¼ô ëûé\æìÇ Åøèæ»íóë Îè»ë âíçìÈ Óöìæé• Åóì¼éæ¯ vâìèðçÜìíÜë ôèûçìú vöÔìíæ Å† vóðìKûìó• çéû vöîûæ ôìâæì ß ¼í@ìù èøøì¼ì âÔö• v¼Ôìíæ ëûé\æìíÇ vóíðì+ëíËë Ììôì)áìÈ «Óìæ¯ vâìèðçÜìíÜë ôèûçìë ôìûöèææâèç Ìíæôåì âÓ¼óíæë• ¾ÐÜéë t‡ìëô• ôöìè¼ôöìÜ ûì Ñèçðöøpé¯ v¼Ôìíæ vôìÇìß èÐèÇÜçìë ÌûôìÐ væÈ¯ ×r• tûôèûæöìí¼ Íôèå ¼óì¼í÷çæ ôèûâíæë øèë÷ú Ììí×¯

vâìèðçÜìíÜë âíæìÛèàíç ÜÙçìë vôìíæì òìæ væÈ¯ èçèæ ¼ççÈ Ïëù@éë âææ-ôGæìë ûíâ ôìè¼ôÔìÜ ¼¤öâ• ûìTÜÔûèäç Åøòìøæìë øáøìçé è×íÜæ¯ ÍÈ ôìëíË "¼íæå" ë÷æìú vâìèðçÜìÜ èûíÐ» ¼ØÜ¯ ¼íæíåíë øóèûæÔìí¼ èçèæ óá èÐGé¯ ôèûë ôíúôèå ÅíGÔíöìùÔ ôìûÔ†p• "t·øæø¼ìëé" '1922'• "èût‡ëËé" '1927'• "t‡ëùëÜ" '1936'• "vðâQ vùìÔèÜ" '1941'• "×`ó ÷çóÐé '1951'¯ «Çâ èûxöí°ì+ë ôìíÜ ôìäé æäëÜ È¼Üìíâë '1899_1976' Ìèûûìû¯ ôèû ÔÔìèçíç Í ¼âíúë ôèûôíÜ æäëÜ ¼ûìèç¹âé¯ èçèæ Ìíæôåì t·Ûìûôèû è×íÜæ¯ «ìíËë ÍôìQ Ìííûíùë çì§æìú• èæíäíô «ôìíÐë Ìì«ìË v÷,ìì ôíëí×æ¯ v¼È t·ç¥t]ç ¼írÈ çìë ôèûçì ß ùìæ ëè÷ç ðíúí×¯ óèå váírÈ çì æçæ ûkûÔ• ß ¼ì¤ùèëçô ¼ûèÐí,ìÔ Ìææ Ô¯ ÌíÜì÷Ô ôèûçì rúéíç çìë Ìì¤èÐô øéë÷ú øìßûì öìíû¯

51¿3 ôìäé æäëÜ È¼Üìâ ¥ ¼¤èá: äéûæû+ ß ôìûÔ

ôìäé æäëÜ È¼Üìíâë ä^Š 11È ¼äÔV• 1306/ 24íÐ vâ 1899 ûÓâìæ väÜìë Ìì¼ìæí¼ìÜ âðôâìë ÷ëèÜúì †ìíâ¯ ûìûì ôìäé Øèôë Ììðâó ß âì äìíðóì Ôìçæ¯ ¼ÐÐíûÈ çìë ûìûìë âçÔ ðú¯ óÐ û×ë ûúí¼ èçèæ †ìíâë âkû vÇíô «ìÇèâô øëéáì vóæ¯ ¼¤¼ìíëë ÷ìíø v¼Ôìíæ Íôû×ë èÐáôçìë ¼íà vâìGèùèëß ôíëæ¯ 1931 èÔšìíj èçèæ «Çíâ èÐúìëí¼ìÜ ðìÈ t·Ü ß øíë âìÇëæ t·íÜ Ûèç ðæ• øíëë û×ë ø§ì™æì v×í§ vÜíåì ß ôèû óíÜ vöìù vóæ¯ óìèëí°Ôë ÷ìíø 1916vç «Çíâ ûìûè÷ë ß øíë ëèåë vóìôìíæ ôìä vææ¯ âìíÄë Íô û×ë âúâæè¼¤íðë Íôèå t·íÜ øí§• ûìÁ¼èëô øëéáìë øë 1915 èÐúìëí¼ìÜ ëìä t·íÜ Ûèç ðæ¯ ÍáíË ¼ÐÜäìæ`ó âíÔìøìÓÔìú '¼ìèðèçÔô'-Íë ¼íà ûa& ðú Íû¤ èû«ûé èÐáô èæûìëË ÷\ Ùåíôë ¼ìè^íÓÔ çìë «ìíË èû«ûé è÷Qìôìèìë ¼˜ìë ðú¯ Íôìæ vÇíôÈ èçèæ 1937 èÔšìíj 49æ¤ ûìÂìèÜ ø^âíæ vöìù èóíú «Çíâ Üìíðìë ðíú væî¼ëìíç «èÐáË vÐí» ôëìè÷ v¼æìèæûìí¼ öìæ¯

¼ôíÐìíë èô× ùìæ ûì ë÷æì ÇìôíÜß• æäëíÜë öÇìÇ ¼ìèðçÔ ë÷æìë ¼÷æì ôëìè÷ë v¼æìèæûìí¼¯ 1919 èÔšìíj v¼Ôìíæ vÜÔì «Çâ ùG "ûìÅwíÜë ÌìKôìèðæé" '¼+ùìç• ¼äÔV 1325'• «Çâ ôèûçì "âèk" 'ûàéú â¼Üâìæ ¼ìèðçÔ øèrôì• xìûË 1326' Íû¤ «Çâ «ûa "çô âèðÜìë vÜìâåì vÔìÜì" '¼ßùìç• ôìèçô 1326'-Í «ôìèÐç ðú¯ âì÷ 1920 vûàÜ vëèäíâ'å vÛíÂ vóßúìú ôâðéæ æäëÜ ôÜôìçìú èØíë ¼ÐÜäìæí`óë vâí¼ Ììxú èæíÜ• v¼Ôìíæ çìë Óâäç ÌQëìú ðßúìú 32 æ¤ ôíÜä èšíå âäØë Ììðíâíóë ¼íà ûì¼ ôëíç ™ë ôíëæ¯ Íè«íÜ Íôûìë ÷ëèÜúì öìæ¯ Í ¼âú ôèûë èô× ë÷æì «ôìèÐç ðíç vóÔì öìú• èôQ ÔÔìèçë Ðéí» vøí×ìæ ¼ì:ìèðô "èûäÜé"íç '6È äìæúìèë• 1922' "èûí°ìðé" ôèûçì «ôìíÐë ¼íà ¼íà¯

Èíçìâíó ÔäééûôìëçìèùíóÌèòëè÷+ æäëÜíô ôíúôèå ôìùíä ôìä ôëíç vóÔì öìú¯ 12 äÜìÈ• 1920 ¼óèæô "æûöù" øèrôìú 60 åìôì vûçíæ ôìä vææ• ßÈ û×ëÈ èõí¼@íë "vâì¼íÜâ Ûìëç" øèrôìë ¼íà 100 åìôìë èûèæâíú èÜÔíç ÷èkû° ðæ¯ 1921 vØûúìèëíç Ììûìë "æûöíù" vöìù èóíÜß âì÷-Í È·t·Øì vóæ¯ 1922 äæ Í "¼óèæô v¼ûô" ôìùíä 100 åìôì vûçíæ ¼ðôìëé ¼@øìóô èæök ðæ Íû¤ 25íÐ äæ ôèû ¼íçÔ\æìÇ óí+ë âçÔíç ëè÷ç ¼@øìóôéú vÜÔì èæíú âçèûíëìÓ ðíÜ v¼ ôìä v×í§ vóæ¯ 11È Ììùš èæíäÈ¼:ìíð óûìë «ôìíÐ «èçxèç èóíú ëûé\æìíÇë "Óâíôç" ôèûçì èæíú "Óâíôç"

øèrôì «ôìÐ ôíëæ¯ ÍÔìíæÈ øäì ¼¤Ôôìú “Ììæ`óâúéë Ììùâíæ” ôèûçì ß Ìí=ìûíë øË tìÓéæçìë óìèûíç “Óâíôçë øÇ” ¼@øìóôéú vÚíÔæ¯ ëìäí°ìíðë ÌèÛíöìíù æíÛ@íë ææëíÜë v†:ìèë øíèìúìæì äìèë ðú• Ìië 23íÐ æíÛ@ë èçèæ ôèâGìú v†:ìë ðæ¯ ôÜôìçìë ûôìWÐìÜ vôìå ðíú 17È äìæúìèë 1923 ÌìèÜøë v¼`åìÜ väíÜ v«èëç ðæ¯ Í ¼âú vtðÛìäæ ææëÜíô ëûé\æìÇ çìë “û¼Q” æìåôèå ÅÁ¼ù ôíëæ¯ TùèÜ väíÜ• väÜ ôçøíáë Ìæôìú Ìì÷ëíËë «èçûìíó 39 èóæ ÌæÐæ ôèìë øíë èûíÐ» âöìóì èóíú çìíô ûðëâøë väíÜ ûóèÜ ôëì ðú¯ v¼Ôìæ vÇíô Íô û×ë èçæ ¼:ìð øíë âèk øìæ¯ 1924• 24íÐ Íè«Ü ôÜôìçìú «âéÜì v¼æIí:ë ¼íà èûûìð¯ ßÈ û×ë Ìí=ìûíë “èûí»ë ûìèÐ” ôìûôtp èæè»º Íû¤ æíÛ@íë “ÛìÂìë ùìæ” ûìíäúì: ðú¯ 1925 âðìKì ùìèaë ¼íà ôèûë Øèëóøë ô¤ítí¼ë «ìíóèÐô ¼í@‡Üíæ ¼ìáìÁ Ùíå¯ æíÛ@íë “xèâô ô»ô «äì øìèåë È·tìðìë Íû¤ èõí¼@íë çìë ÜìÂÜ” øèrôìú “¼ìâôûìóé” ôèûçìIE× «ôìÐ ôíëæ¯ 1926 Í èææôÜûà «äì ¼í@‡Üíæ “xèâíôë ùìæ”• xìr-öûì ¼í@‡Üíæ “xìróíÜë ùìæ” ë÷æì ôíëæ ß vùíú vÐìæìæ¯ 1927-Í â¼èÜâ ¼ìèðçô ¼âìíäë «Çâ ß 1928-Í èPçéú ¼í@‡Üæ ÅíPìÓæ ôíëæ¯ èPçéú ¼í@æ ÅøÜíá “÷Ü ÷Ü ÷Ü” ùìææå ëè÷ç ðú¯ 1929-Í äìèçë øíá ôèûíô ¼¤ûèÓç ôëì ð¯ 1930-Í ôìûôtp “«Üú èÐÔì”• “÷\èû`ó” öÇì¹íâ ûìíäúì: ðíú èæí»ÓìÚìë ôûíÜ øí§¯ ÍÈ û×ëÈ 25íÐ æíÛ@ë ôèûë èûëíº ëìäí°ìíðë ÌèÛíöìù Íæ 6È æíÛ@ë v†:ìë ß 11 èõí¼@ë ôìëìów vóßúì ðú¯

Íèóíô 1922• 10È æíÛ@ë “Óâíôç” 1â ûí»ë 21íÐ ¼¤Ôôì «ôìíÐë øë ûa ðíú vùíÜ• ôèû “æßíëìä” ‘1927’ øèrôìú tGôìíÜë äæô vöìù èóíúè×íÜæ¯ 1940-Í ØäÜÜ ðô çìë óíÜë âÔøìrëíø æûøöìíúë “¾Óèæô æûöù” «ôìÐ ôëíÜ ææëÜ «Óìæ ¼@øìóô øíó vöìù vóæ¯ 1941 ôÜôìçìú ¼âìíëìð¼ðôìíë ææëÜ äí˜ìÁ¼û øìÜæ ôëì ðú¯ ëûé\æìíÇë âçôíç ææëÜ ôÜôìçì vûçìë vôí\ “ëèûðìëì” ôèûçì Ììûè+ ôíëæ¯ 1942• 10È äÜìÈ ææëÜ Ììôèt‡ôÛìíû Ì¼ò ðíú øí§æ¯ ôèûø-é «âéÜì 1940 ¼ìíÜÈ øáìÙìíç Ìì¹ìQ ðíúí×æ¯ «Çíâ Üè@æé øìô ß ëìè÷íç è÷èôÁ¼ìë øíë “ææëÜ èæëìâú ¼èâèç” Íû¤ øû ûì¤Üì ß øìèô·tìæ ¼ëôìíëë ÌìæôíÜô ×ú âì¼ Üwíæ• øíë èÛíúæìú è÷èôÁ¼ì ôëìíæì ðú¯ èôQ vôìíæì è÷èôÁ¼ìíçÈ çìë v÷çæì ß ¼è,Ðèk èØíë Ììí¼èæ¯ 1971 ûì¤ÜìíóÐ ¼ëôìë ùèÔç ðíÜ ëì,èú ÌèçèÇ èð¼ìíû ææëÜ Õìôìú öìæ¯ Õìôì èûxèûóôìÜú çìíô ¼@‡ìæ¼÷ô èõ¿ èÜå/ ûì¤ÜìíóÐ ¼ëôìíëë øá vÇíô ¼ìèðçô øèt·ìë “21íÐ øóô” ÈçôìèóíçÈ èçèæ ¼@‡ìèæç ðæ¯ 27íÐ Ììùš 1976 çìèíÔ ûíWì èæÅíâìèæúìú Ìì¹ìQ ðíÜ 29íÐ ôèûë äéûæìû¼ìæ ðú¯

ôìûôôÇì ¥ ææëÜ È¼ÜìíÂë «Çâ ôìûôtp “ÌètûéËì” 1329 ¼ìíÜë ôìèçô ‘Ìí=ìûë• 1922’ «ôìèÐç ðú¯ ûÈèå èû«ûé ûìëé\ôâìë vÜì»íô ÅÁ¼ù ôëì ðíúí×¯ Ííç èûí°ìðé• Ììùâæé• Óâíôç «Ûèç ôèûçì Ììí×¯ Ìûæé\æìíÇë øèëôGæìú «E×ó Ííôí×æ èÐGé ûéíëxë ¾äæ¯ “vóìÜæ ÷ìøì ‘Ììè×æ 1330• È¤ 1923’ ôèûë èPçéú ôìûôtp¯ “Óâíôç” «ôìíÐë óìíú ôëìóí„ óé„ç ôèû öÔæ väíÜ• v¼È¼âú ôèûçìIèÜ vÜÔì¯ väíÜë ßúìõìëíóë ¼ìðìíöô øèûr ùíàìøìÓôìú ûìÈíë Íæ v¼IèÜ ôìûôìôìíë «ôìÐ ôíëæ¯ Í ôìíûôë ÅíGÔíöìùô ôèûçì “¼è,I ¼íÔë ÅGìí¼¯” Í ôìíûôë âÔô Ììíûù «âéÜì ûì vóìÜæ vóûéë ¼íà ôèûë ¼@øô¯ “èûí»ë ûìÐé” ‘Ììùš• 1924’ ûÈèåë ¼÷æìú äìèæíúí×æ “ÌètûéËì”ë èPçéú Ô„ èðí¼íû vöèå «ôìíÐë øèëôGæì è×Ü v¼èå “èûí»ë ûìÐé” æìíâ «ôìèÐç ðÜ¯ ÍÈ ¼û t‡ëËéú ôìûôtp ×ì§ìß ææëÜ “×ìúìæå” ‘1925’• vóÐûaë âçôíÐìíô ÅíPÜ ôèûë è÷+ëJíæë äéûæôìèðæé ûËæì ôíë “è÷+æìâì” ‘Ììùš•

1925’ ë÷æì ß «ôìíÐë øë ôèûë ÅíGÔíöìùÔ ôìûÔ “¼ûðìëì” ‘1926’• öìë Ìæ̂çâ ôèûçì æìëé Íû¤ “ØèËâæ¼ì” ‘1927’ «Ûèç ôìûÔ†p «ôìÐ ôíëæ¯ ¼è˜çì ‘1928’ ëûé\æìíÇë ÷úèæôìë ÌìóíÐ v¼ ¼âíú «ôìèÐç ¼ôÜ ôìûÔ†ípë èæûìè÷ç ôèûçìë ¼¤ôÜæ_ëûé\æìÇíô ÅÁ¼ù ôëì ðíúí×¯ ôèû æäëíÜë èô× ùG†p_ûÔìÇìë óìæ ‘1922’• èÐÅèÜâìÜì ‘1928’• Íû¤ Åøæ̂Ôì¼ “ûìÓæðìëì” ‘1920’• ôíðèÜôì ‘1927’• âçÔáÓì ‘1930’ «Ûèçë ¼íà ¼àéç ¼¤ôÜæ “v÷ìíÔë ÷ìçô” ‘1929’ «èçÛì v¼ìâ ‘û¼’-vô ÅÁ¼ùéôç• ÷\èû`ó ‘1931’• ÍÜûìèù÷ì ‘1933’• ùìíæë âìÜì ‘1934’• ùééçÐçóÜ ‘1934’ «Ûèç «ôìèÐç ðú¯ ôèûë ôíúôèå «ûa †p• v×ìåíóë Åøíöìùé æìåô vöâæ ë÷æì ôíëí×æ vçâæÈ ßâë ¼Ôûìâ ß ðìèØíäë ôèûçì Ìæûìó ôíë «ôìÐ ôíëí×æ¯ Í¼â·t· †ípë ÌíæôÌèÜ ë÷æì vöâæ «ìíËë åìíæ vÜÔì• Ìíûìë ¼Ûì-¼èâèçíç ûkçì ôâ ûì ÌíÇ «íúìäíæ ôÜâ Óëì ë÷æìß Ìíí×¯

51¿4 âÜøìÒ_1 ¥ æìëé ‘¼ûðìëì’

æìëé

¼ìíâÔë ùìæ ùìÈ_

Ììâìë ÷íá øë»-ëâËé vôìíæì vÛóìíÛó æìÈ¯

èûíx öì-èô× âðìæ ¼è,¦ è÷ë-ôÜÔìË-ôë

Ìíóô çìë ôèëúìí× æìëé• Ìíóô çìë æë¯

èûíx öì-èô× ÍÜ øìø çìø vûóæì Ìxûìèë

Ìíóô çìë Ììèæúìí× æë• Ìíóô çìë æìëé¯

æëôô„ ûèÜúì vô vçìâì• ôíë æìëé vðú-ÚìæÀ

çìíë ûÜ• Ììèó-øìø æìëé æíð• v¼ vö æë Ðúçìæ¯

ÌÇûì øìø vö_Ðúçìæ vö_æë æíð æìëé æíð•

ôéû v¼• çìÈ v¼ æë ß æìëéíç ¼âìæ èâèÐúì ëíð¢

Í-èûíx öç Øèåúìí× ØÜ• ØèÜúìí× öç ØÜ•

æìëé èóÜ çìíð ëø-ë¼-âÓ-ùa ¼èæâÜ¯

çìäâðíÜë øìÇë vóíÔ×• vóèÔúì× çìë «ìËÀ

ÌQíë çìë vâìâçìä æìëé• ûìèðíëíç Ðì-äìðìæ¢

Úìíæë Ü¨é• ùìíæë Ü¨é• Ð¼Ô-Ü¨é æìëé•

¼»âì-Ü¨é æìëéÈ èØèëí× ëíø ëíø ¼˜ìèë¯

øë» Ííæí× èóûí¼ë äìÜì ç: vëî°óìð•

ôìèâæé Ííæí× öìèâæé-ÐìèQ• ¼âéëË• ûìèëûìð¯

èóûí¼ èóúìí× Ðèk-¼ìð¼• èæÐéíÇ ðíúí× ûÓ•

øë» Íí¼í× âëçÃì Ü"íú_æìëé vöìùìíúí× âÓ¯
Ð¼ÖíáÂr Åûë ð"Ü øë» ÷ìÜìÜ ðÜ/
æìëé v¼È âìíÒ Ð¼Ö vëìèøúì ôèëÜ ¼ÐÖìâÜ¯
æë ûìíð ðÜ• æìëé ûíð äÜ• v¼È äÜ-âìèå èâíÐ
Ø¼Ü ðÈúì ØèÜúì ÅèÒÜ v¼ìæìèÜ Óìíæë Ðéí»¯

t·Ë-vëîøÔÛìë
æìëéë Ì à-øëÐ ÜèÛúì ð"íúí× ÌÜWìë¯
æìëéë èûëíð• æìëéë èâÜíæ• æë vøÜ ôèû-«ìË•
öç ôÇì çìë ðÈÜ ôèûçì• Ðj ðÈÜ ùìæ¯
æë èóÜ áÓì• æìëé èóÜ ¼Óì• ¼Óìú áÓìú èâíÜ
ä^Š ÜèÛí× âðìâìæíûë âðìèÐ™ èçíÜ èçíÜ¯
äùíçë öç û§ û§ äú• û§ û§ ÌèÛöìæ•
âìçì Û†é ß ûÓíóë çÖìíù ðÈúìí× âðéúìæ¯
vôìæ ëíË ôç Ôæ èóÜ æë vÜÔì Ììí× Èèçðìí¼•
ôç æìëé èóÜ è¼èÇë è¼óë vÜÔì æìÈ çìë øìíÐ¢
ôç âìçì èóÜ ´óú Åøìè§"• ôç vûìæ èóÜ v¼ûì•
ûéíëë t‡èç-·t·í@ë ùìíú èÜèÔúì vëíÔí× vôûìÀ
vôìíæì ôìíÜ Íôì ðú èæ ô" äúé øëí»ë çëûìëé
v«ëËì èóúìí×• Ðèk èóúìí×• èûäú Ü¨é æìëé¯
ëìäì ôèëúìí× ëìäÖ-Ðì¼æ• ëìäìíë Ðìè¼Ü ëìËé•
ëìËéë óëíó ÓÈúì èùúìí× ëìíäÖë öç †ìèæ¯

øë» ´óú-ðéæ•
âìæ» ôèëíç æìëé èóÜ çìíë Ììí Óô ´óú ÎË¯
Óëìú öìíóë öÐ Óíæ æì ô" Ìâë âðìâìæû•
ûëí» ûëí» öìíóë t‡ëíË ôèë vâìëì ÅÁ¼û•
vÔúìíÜë ûíÐ çìíóë ä^Š èóúìí× èûÜì¼é èøçì¯
Üû ôíÐ ûíæ çÖèäúìí× ëìâ• øìÜæ ôíëí× ¼éçì¯
æìëé v¼ èÐáì"ë èÐ™-øëí»ë vt·ð v«â óúì âìúì•
óé: æúíæ øëì"Ü ôìäÜ vûóæìë Ùæ ×ìúì¯
Ì Içëíø øë» øë» ôèëÜ v¼ ÎË vÐìÓ•
ûíô ô"íë çìíë ÷èâÜ vö• çìíë ôèÜ v¼ Ìûíëìó¯

èçèæ æë-Ìûçìë_

èøçìë ÌìíóíÐ äææéíë èöèæ ôìíåæ ðìèæ" ôÒìë¢
øìx èØèëúì ™íúí×æ Ììä ÌÓæìëéxë•
æìëé ÷ìøì è×Ü Íçèóæ• Ììä ÷ìøì øè§úìí× æë¢
v¼ öù ð"íúí× ûìè¼•
vö öíù øë» óì¼ è×Ü æì ô" æìëéëì Ììè×Ü óì¼é¢
vûóæìë öù• âìæí»ë öù• ¼ìíâÒë öù Ììèä•
vôð ëèðíû æì û`óé ôìðìëß ÅèÒí× õWì ûìèä•
æë öèó ëìíÔ æìëéíë û`óé• çíû Íë øë öíù
Ììøæìèë ë÷ì Ñ ôìëìùìíë øë» âèëíû Ûíù¢

öíùë Óâ ÍÈ_

øé§æ ôèëíÜ v¼ øé§æ Íí¼ øé§ì vóíû vçìâìíôÈ
vÐìíæì âíçÒë äéû¢
ÌíæÒíë öç ôèëíû øé§æ• èæíä ðíû çç ôéû¢
tË-vëîøÒ ÌÜWìíëë öáøëéíç æìëé•
ôèëÜ vçìâìú ûè`óæé• ûíÜì vôìæ v¼ ÌçÒì÷ìëéÀ
Ììøæìíë Ììä «ôìíÐë çû æìÈ v¼È ûÒìôÜçì•
Ììä çèâ Ûéë Ìì§ìíÜ Çìèôúì væøíÇÒ ôß ôÇì¢
v÷ìíÔ v÷ìíÔ Ììèä ÷ìèðíç øìë æì/ ðìíç ëèÜ• øìíú âÜ•
âìÇìë vÙìââì• è×í§ vØÜ æìëé• vÛíÂ vØÜ ß èÐôÜ¢
vö vÙìââì vçìâì" ôèëúìí× Ûéë ß§ìß v¼ ÌìûëË¢
óë ô"íë óìß óì¼éë è÷ÿ Ììí× öç ÌìÛëË¢
Óëìë óÜìÜé vâíú¢
èØëæì ç Ììë èùèëóëéûíæ ÐìÔé-¼íæ ùìæ vùíú¢
ôÔæ Ììè¼Ü "«íåì" öâëìäì èæÐéÇ øìÔìú Å"í§•
Óèëúì vçìâìú øèëÜ çìðìë ÌìÓìë èûûë-øíë¯
v¼È v¼ Ììèóâ ûaæ çû• v¼È ð"íç Ìì× âèë¯
âëíËë øíë/ æìèâÜ Óëìú v¼Èèóæ èûÛìûëé¯
vÛíÂ öâøëé æìèùæéë âç Ììú âì øìçìÜ Øè§"¢
ÌìÓìíë vçìâìú øÇ vóÔìíû âì vçìâìèë Û† ÷è§¢

øë» öíâë áÔìë ôôë âk ß øóìÙìíç
Üåìíú øè§íû ß ÷ëË-çíÜ óèÜç öíâë ¼ìíÇ¢
Íçèóæ ™Ó èûÜìíÜ Ìâç• Ììä «íúìäæ öíû
vö-ðìíç èøúìíÜ Ìâç• v¼ ðìíç ôå èû» èóíç ðíû¯
v¼-èóæ ¼óë æú_
vö-èóæ ÓëËé øëí»ë ¼ìíÇ ùìèðíû æìëéëß äú¢

51¿5 ¼ìëì¤Ð_1

¼ìíâÖë ùìæ ùìßúì ôèûë ôìí× æìëé-øëí» vôìíæì vÛóìíÛó væÈ¯ èûíxë ¼â·t· ôÜÖìË ÌôÜÖìË ¼íûíçÈ æìëé øëí»ë Ûèâôì Ììí×¯ èÔèšú Ììèó øìíøë èø×íæ vö Ðúçìíæë (Satan) ôÇì Ûìûì ðú v¼È Ìââ íÜë Ðèk æìëé øë» ÅÛíúë âíÓÖÈ Çìôì ¼@û¯ çìÈ æìëéíô Íäæ vðú ôëì èÒô æú¯ ûë¤ øèÇûéë öì èô× ÛìíÜì v¼È ¼û ¼è,_öì ââ Üâú_¼@øó• Úìæ• ÌË v¼ì`óö ¼âí·t·È æìëéë Ìûóìæ Ììí×¯ èóíæë vÐí» ç: vóð âæ èæíú øë» Ùíë èØíë æìëéë ôÜÖìËtøíÐ tèt· ÐìèQ vøíúí×¯ æìëé ûìÈíë ôÊâ»Ëì väìùìú• Ùíë v¼-È ôÜÖìËé¯ óíúë ÐèkíçÈ ¼è, ëíúí× ¼÷Ü¯

ÌÜWìë v¼ vçì æìëéíóð tøíÐÈ ¼`óë¯ æìëéë èâÜæ-èûëíð ôìûÖ¼è,¯ áÓì-¼Óìë âÓÖ èóíú èæçÖ æçæ ¼è, ¼@û ðíúí×¯ øèÇûéë Ìíæô èûäú ÌèÛöìæ• âìæí»ë ¼â·t· ôëèçë èø×íæ æìëéë Ìûóìæ ¼éâìðéæ¯

æìëéë ÅÁ¼ìð ß v«ëËìíçÈ øèÇûéíç Ìâë âæé»éëì âðìæ ¼û «úì¼ ôíëí×æ¯ æìëéë vôìâÜ ´óíúë tøíÐÈ èÐ™-øë» èæèûíÐí» vt·ð v«â-«èèç óúìâìúìú Åóûº ðíúí×¯

æìëéë v«ëËìú• Ðèkíç Íçèóæ öìëì Ììxú vøíúí×• çìëìÈ Ììä æìëéë âöìóìíô téôìë ôëí× æì• Í ûí§ì èût‡ú¯ Ììä ¼ìâÖûìíóë öù_æìëé øëí»ë ¼âìæìèÓôìë¯ øë» æìëéë Åøë ÌìèÓøçÖ èû·t·ìë ûì çìíô û`óé ôëíç ÷ìËíÜ• çìíôÈ Íô ¼âú• çìëÈ ¼,ôìëìùìíë û`óé ðíç ðíû¯ vôææì ÍåìÈ öùÓâ_øé§æ ôëíÜ èæíáíôÈ øéè§ç ðíç ðíû¯ v¼È ¼íà æìëéíôß Ììë tË-vëîíøÖë Ìaôìíë ûè`óæé Çìôì ÷Üíû æì/ ðìíçë ëèû• øìíúë âÜ-èÐôÜ• âìÇìë vÙìâåì vØíÜ vûèëíú Ìì¼íç ðíû¯ öìëì Íô¼âú øóìæç ôíë vëíÔè×Ü• çìíóë ¼â·t· ûaæ è×ˆ ôíë• «íúìäíæ øëìÛç ôíë• æìëéíô èûxäú ôëíç ðíû¯ Ììë çì ðíÜÈ Ìæìùç Ûèû»Öíç øëí»ë ¼íà æìëéë äú vÙìè»ç ðíû¯

51¿6 «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì• ôèûçì èûíx»Ë ß ûÖìÔÖì

"æìëé" ôèûçìèå ôèûë "¼ìâÖûìóé" ôèûçì ÌíË×ë ÌæÖçâ¯ ¼ìâÖûìóé ôèûçìÌË× «ôìèÐç ðú "ÜìÂÜ" øèrôìë «Çâ ¼¤ÔÖìú '16 èõí¼@ë• 1925'¯ øíë "¼ûðìëì" '1926' ôìûÖ†íp "¼ìâÖûìóé"ë ÌæÖìæÖ ôèûçìë ¼íà "æìëé"-ß ¼¤ôèÜç ðú¯ ôèûçìèåíô «ôìÐôìíÜë ëìäÊæèçô-¼ìâìèäô v«áìøå ÌìíÜì÷æì ôëíÜ öÇìÇ âÜÖìúæ ¼@û¯

“æìëé” ôèûçìèå ¼@øíô «ì¼è àô Ììíÿì÷æìë ™ëíçÈ• Ûìëçéú äæäéûíæ ¼ìÓìëËÛìíû æìëéë èô òìæ è×Ü Íû¤ Ðçìjéë ¼÷æìôìíÜë øèëèòèçèåß äìæì óëôìë¯ çìðíÜÈ Ñèçðìè¼ô øfìóÛèâíç ¼ìâÕûìóé ôèûçìÌíÈ×ë æìëé ôèûçìë Ììíøèáô Ìë& ß çìÁøö ûíÄ væßúì ¼ðä ðíû¯

Íâæ Íôèå ôÇì «÷èÜç Ììí× vö «ì÷éæ Ûìëçûí» ¾ûèóô öù vÇíôÈ æìëéë òìæ Å÷íç è×Ü¯ âÓÕöíù â¼èÜâ ÌèÓôìíëë øë æìëéë âöìóìë Ìûæâæ Ùíå¯ õ¿ ¼ôâìëé Ûªì÷ìö Í ¼@øíô èû·t·ç ÌìíÜì÷æì ôíëí×æ¯[1] èçèæ vóèÔíúí×æ ¾ûèóô ¼âìä öÔæ ¹âÐ vùìVéö°• öÇû° ¼âìä vÛíÂ øèëûìë Ììèxç ûì ôÜû° ¼âìíä øèëËç ðíÈ×• çÔæ vÇíôÈ øë»-«ìÓìæÕ «èçèVç ðíúí×¯ ÍÈ «ìÓìíæÕë ôìëíËÈ øëí»ë ÍôìèÓô ø-é-Åøø-é ûì ùèËôì ¼í@ìù/ ø-éë ¼ìâìæÕ rèåß ôíÜ ûì ¼âìíä áâì vøç æì¯ çÔæ ÜáÕ Íô ør ¼Qìæ ûè°ë Pìëì ¼@øè+ ûè°¯ øëìíËë ôìíÜß Íë ûÕèç¹â Ùíåèæ¯[2] ûÕèkùç ¼@øè+ ûè°ë ¼íà ¼íà Í¼âú èûíÐ» ¼èûÔìíÛìùé Íôèå vxèË ¼è,¦ ðú¯ çìíóë tìÇ ¼@øè+ë Å+ëìèÓôìíëë äæÕ øèëûìíëë ¾ûÓ ¼Qìíæë äæÕ ¼˜ú vëíÔ öìßúì¯ ÍäæÕ øë» téíô ÌæÕ ¼â·t· øëí»ë ¼ìð÷ö vÇíô óíë ¼èëíú ëìÔíç ¼í÷,¦ ðÜ¯ âðìÛìëíç Íë ÷ëâ ÅóìðëË vóÔì öìú_vö æìëé t·ìâé ûÕçéç vôìæ ø¤èÜà èûèÐ,¦ ‘æìíâë û·t·’ ÷\• ¼ö• ûá ß óÐæ ôíëæì v¼-È Óâ÷ìèëËé¯ ‘12Ý146Ý88’¯ Í vÇíô ûÜì öìú• ûÕèkùç ¼@øè+ èûôìíÐë Ìæøìíçë ¼íà æìëé çìë tìÓéæçì ðìëìú¯ ÍäæÕ âÓÕöù øöQ öìßúìë «íúìäæ ðúèæ¯ âÓÕöíù èÛ^ øèëíûíÐ• èÛ^çë Ñèçðìè¼ô øåÛèâíç ÍëÈ èô× ûì§ìûìè§ ðíúí× âìr¯

ûçâìæ Ììíÿì÷æìú Í «¼à óéÙìèúç æì ôíë• çìë Åø¼¤ðìëèå Å°ç ôëì öìô_“”¼ûèóô Ûìëçûí» æìëéë âöìóì è×Ü æì• âìæ» ûíÜ çìë vôìíæì téôèçÈ è×Ü æì¯ ÌæÕìæÕ «ì÷éæ ¼ÛÕçìíçß è×Ü æì• çíû çìíóë Å+ë øëí»ì Íôæ téôìë ôíë v¼ ôÇì/ ûíÜ• æìëé ÍÈ Ðçìjéíç«Çâ ÌèÓôìë ¼í÷çæ ðíúí×• Ììíù v¼ ÌçÕì÷ìèëçì ûè`óæéÈ è×Ü¯”” ™Ó ÌìâëìÈ ûÜûìë v÷,¦ì ôèë «ì÷éæ Ûìëçûí» æìëé t·âèðâìú «èçèVç è×Ü¯”” “”Íç ™Ó vö ¼íçÕë ÌøÜìø ðú çì æú• Ìçéçíô öÇìÇÛìíû æì vóÔíç øìßúìë äæÕ Ìçéçë vö èû» ¼âìäóíð ¼˜ìèëç• çìíô è÷æíç• çìë «èçí»Ó ôëíç Íû¤ ¼ò Íô ÛèûÌíçë «·tèç èûÓìæ ôëíç ÌæìûÐÕô vóéë ðú¯””

1920ë äìæúìèëíç æäëÜ ôëìè÷ë v¼æìèæû ì¼ vÇíô Íí¼ ôÜôìçìë ûa ¾ÐÜäìæ`ó ß âäØØë Ììðíâíóë ¼íà vóÔì ôíë èØíë öìæ¯ Ñ û×ëÈ âìí÷ vûàÜ vëèâíâ`å vÛíÂ vóßúì ðíÜ ôâðéæ ôèû «Çíâ ¾ÐÜäìæ`ó øíë âäØØë Ììðíâíóë Ììxíú ûì¼ ™ë ôíëæ¯ ÈíçìâíÓÕ «Çâ èûxö°ôìíÜÈ v¼ìèÛíúç èû«û Ùíåí× ‘1917’• 1919-Í «Çâ ôèâÅèæš ÌìQäìèçô ðíúí×¯ vóíÐ vóíÐ “¼ìâÕûìíó” Ììòìûìæ öû¼âìä Íôèå ¼¤ùÒíæë âíÓÕ èæíáíóë ¼¤ùèÒç ôëíç Åíóûé ðíúí×æ¯ “æûöù” ‘äÜìÈ 1920’ øèrôì øíû æäëíÜë èûí°ìðé[4] Ûèâôìë øë• “Ôâíôç” ‘Ììùš 1922’ øíû èû«ûé Ûèâôìë øèë÷ú èóíúí×¯ Íëøë “ÜìÂÜ”-Í ôèûíô ¼ìâÕûìóéë Ûèâôìú ÌûçéË ðíú ûè˜ç ß óèë° âìæí»ë äéûíæë vâìÜô ¼â¼Õì èæíú Ûìûíç vóÔì öìíÈ×¯

---

1 ß 2 ¾ûèóô ¼âìíä æìëéë òìæ¯ æìëéë òìæ_ëìâìúíË ß âðìÛìëíç¯ °,ìûÕ ¥ «ì÷éæ Ûìëç ¼âìä ß ¼ìèðçÕ

3 èÕí¼@·ë• 1921 ôâíëõ âäØØë Ììðíâó-Íë væçí& vóíÐ ôèâÅèæš øìèå ù§ìë Åíóìù ðíúí×¯

4 èûí°ìðé ôèûçì «ôìÐ äìæúìèë• 1922¯

æäëíÜë ôìí× ¼ìâÕûìó Ý ¼âìäçQûìó û·t·ç vóíÐë âèk ¼¤†ìíâë Íôèå øÇ âìr¯ ¼ìâÕûìíóë Ììóíð çìë vôìíæì çìè+ô èÐáì è×Ü æì¯ âäØØíëë ¼ìè^ÓÕ ß ¼ìð÷ö çìë Ììíûù«ûË âíæìÓíâ âìæûí«íâë vö ûéä ÌWèëç ðíúè×Ü• èæíäë äéûíæë ó¥ÔöQËìë vö øé§æ è×Ü• çìÈ• çìíô ÍÈ âçûìíóë vâîæç+ æú• ûìðÕ Å!éøæì çìíô Ìæí«èëç ôíëí×¯ Ûìëíçë ôèâÅèæšíóë ôìí× èûíÐë óÐô vÇíô «ìô t·ìÓéæçìøû øöQ Íèå è×Ü Íô ¼¤Ðìúìçéç ¼¤†ìâé v÷çæì¯

ôèâÅèæš væçì âäØØíëë ¼íà èô× ôìÜ ¼âûì¼é ðíÜß ÅÈ×ì¼«ûË ß vëìâìè`åô ôèûë âíæ âìæû èðÊç»Ëì öçåì äìçéúçìûìíóë Pìëì «Ûìèûç ðíúè×Ü• ¼ìâÕûìóé çí+ë Pìëì ççåì æú¯ çìÈ æûöù ûì Óâíôçíç äìçéúçìûìó "vâì¼íÜâ Ûìëíç" ÓâÛìû öçåì ¼è¹ú è×Ü• âìô¼éú + ççåì «ûÜ è×Ü æì¯ "ÜìÂíÜ"ë «Óìæ øèë÷ìÜô• æäëíÜë ¼ìâÕûìóé ôèûçìlÈ× v¼èå Ìíøáìôç tø,ì ðÜ¯

Íô¼âú ôèû ¼íçÕ\æìÇ ó+ 18Ð Ðçíôë È¤íëä "ûìæ¼"-Íë «Ûìíû "¼ìâÕ¼ìâ" ôèûçìú ëÐ èû«íûë «¼à ÍíæèxíÜæ• Ììë âäØØíëë «Ûìíû Íë «ìú ó óÐô øíë æäëÜ ¼ûðìëìë âèkë äæÕ ¼ìâÕûìóé v÷çæìâÜô ÍôlÈ× ôèûçì ë÷æì ôíëæ¯ Ííç ëÐ èû«íûë «Ûìû èô×åì ÇìôíÜß• ôèâÅèæš âçûìíóë «çÕá ¼@øô è×Ü æì¯ ÍÈ lÍÈ×ë "¼ìâÕûìóé" ôèûçì_ÌÇÊæèçô ûì vxèËí÷çæìë ôèûçì æú_âëèâ ¼ìÓæìë ôèûçì• "âìæ»"• âìæí»ë v÷íú ûí§ì ûì âðéúìæ èô× væÈ¯ èôQ ÍÔìíæ t·,ìíô Ìtéôìë ôìë ðúèæ¯ øíëìèðç çíQë èûëíº väðìç vÜì»Ëì ôëì ðíúí×¯ "v÷ìë-õìôìç" ôèûçìú ÓæçìèQô ¼âìäûÕûòìú vÐì»íËë Íû¤ âìæû¼ûÕçìë Íô vóÅèÜúì ëø çíÜ Óëì ðíúí×_vóÔìæ ðíúí× v×ìíåìíóë ¼û ÷èë ôíëÈ ûí§ìëì ûí§ì ðíúí×/ "æìëé" ôèûçìú æìëéâìèçë «èç xºì ß ¼@‡ìæ «óÐæ ôëì ðíúí×¯ Í ôèûçìú ôèûë æìëé âìèçíô øëí»ë ¼íà ¼âìæ âôìóìë Ìì¼æ vóûìë ÈÈ×ì «ôìÐ vøíúí×_ÍäæÕ èçèæ Ìíæô öèk ß ÅóìðëË èóíú tâç «èçVìë ÅíóÕìûé ðíúí×æ¯ Íèóô vÇíô ôèûçìèåíô ¼ìâQçìèQô âÜÕíûìÓ-èûíëìÓé ôèûçì ûÜì öìú ûíå• v¼È ¼íà ¼ìâÕûìóé óè,Ûèàëß èô×åì ÌìÛì¼ øìßúì öìú¯ ÍÔìíæ ôèûë óè,íç æìëé ß øëí»ë âíÓÕ vôìíæì øìÇôÕ væÈ_ôìëË ¼âìä ß ¼ÛÕçìë èûôìíÐ æìëé ß øëí»ë Ûèâôì ¼âìæ¯ Ììûìë æëìé øëí»ë äéûíæ ÅÛíúë vt·ð ß v«â Íô øëâ ¼@øó_¼Jéûæé ¼Óì¯ ÅÛíúë çÕìù ß ¼èðÃçìú ùí§ ßíÒ âìæû ¼ÛÕçìë Èèçðì¼¯ èôQ ûì·t·íû vóÔì öìú• ´óúðéæ øëí»ë ôìí× æìëé øìú Ìâöìóì ß ÌìÜìç¯ øëí»ë ÍÌÈ Ìæóìë âíæìÛìíûë ôíÒìë ¼âìíÜì÷æì Ììí× Í ôèûçìú¯ æìëé ôèûçìú ôèû æìëéé ÌèÓôìë «èçVìë óìèû ÅÈ÷ôí. vÜì»Ëì ôíëí×æ¯ æäëíÜë æìëé-¼@øèôç ¼ìâÕí÷çæìë «ôìÐ Ûíåí×_

"vûóæìë öù• âìæí»ë öù• ¼ìíâÕë öù Ììèä
vôð ëèðíûæì û`óé ôìðìëß• ÅèÒí× õWì ûìèä¯
æë öèó ëìíÔ æìëéíë û`óé• çíû Íë øë öíù
Ììøæìèë ë÷ì Ñ ôìëìùìíë øë» âèëíû Ûíù¯
öíùë Óâ ÍÈ
øé§æ ôèëíÜ v¼ øé§æ Íí¼ øé§ì vóíû vçìâìíôÈ¯

“¼ìíâôë öù Ìièä” ÍÈ vûìÓ vÇíô Í ôèûçì ë÷æìë v«ëËì ûíÜÈ æìëé-øëí» vôìæ vÛó væÈ¯ èûíxë èëQë ¼è,¦ «è¹ùìú æìëé-øëí»ë ¼âìæ Ûèâôì¯ èô·Q æìëéÈ «Óìæç çìë Ûìë ûðæ ôíë¯ øëí»ë Pìëì ¼¤¼ìë ÷íÜ æì• æìëéë äæôÈ ¼¤t›ìë tùíÜìíô øèëËç ðú_

““Í èûíx öç Øèåúìí× ØÜ• ØèÜúìí×• öç ØÜ•

æìëé èóÜ çìíð ëø ë¼ âÓ-ùa-¼èæâÜ¯””

øëí»ë äéûíæë öç óìûóìð æìëéë v¼íæð-v«íâ çì èt·D ðú¯ ÍÈ æìëé-È öù öù Óíë ôèûë ¼è,¦ÐéÜ ë÷æìë v«ëËì äèùíú Ìì¼í×_

æìëéë èûëíð• æìëéë èâÜíæ• æë vøÜ ôèû-«ìË•

öç ôÇì çìë ðÈÜ ôèûçì• Ðj ðÈÜ ùìæ¯

æäëÜ ÍÈ ôèûçìèåíç ûkûôèû»úíô çìë ôèût·Ûìíûë ÅE×ì¼âúçìë ôìëíË Ììôìíë Ìíæôåì ûí§ì ôíëí×æ¯ ûkûôíô óéÜìúç ôëìú ôìûô v¼í`óö èû÷ìíë ôèûçìèåë ë¼ìíûóæ á# ðíú çì ûìô ¼ût· ß ûkçìÓâé ðíúí×¯ èçèæ ÍÔìíæ æëæìëéë øìø-øíËöë ôÇì• ôÜôìË-ÌôÜôìË• øë»-æìëéë øìëtøèëô Û èâôìë ôÇì ûíÜí×æ¯ Ííáír çìë ÌìQèëôçìë ÌÛìû væÈ vöâæ ôè» èæÛë ûì¤Üìë †ìâ ¼âìíä æëæìëéë vöîÇ øìèëûìèëô äéûíæë øèë÷ú Øíå ÅíÒí× Íôèå ûì·t·û¼@‡ç è÷rôG_

æë ûìíð ðÜ• æìëé ûíð äÜ• v¼È äÜ-âìèå èâíÐ

Ø¼Ü ðÈúì ØèÜúì ÅèÒÜ v¼ìæìèÜ Óìíæë Ðéí»¯

Ììûìë• øë» Ðìè¼ç ¼âìíä æìëé öù öù Óíë Åíøèáç• æìëé äìèçë vûóæì ß åôìíäèõ Í ôèûçìú ÌçôQ ÌìQèëôçìë ¼íà çíÜ Óíëí×æ_

vôìæ ëíË ôç Ôæ èóÜ æë vÜÔì Ììí× Èèçðìí¼

ôç æìëé èóÜ è¼èÇë è¼óë vÜÔì æìÈ çìë øìíÐ¯

¼ìâQ ¼âìíä æìëé æìæì ÌìûëíË• ÌìÛëíË ûìÓì øí§ Çìíô• çìíôÈ ¼ìâôûìíóë åìíæ ôèû ææëíÜë æìëéâèkë ôÇì ÌçôQ väìëìíÜìÛìíû Ììðìæ èðí¼íû Øíå ÅíÒí×_

ðìíç ëèÜ• øìíú âÜ•

âìÇìë vÜìââì• è×í§ vØÜ æìëé• vÛíÂ vØÜ ß èÐôÜ¯

vö vÜìââì vçìâì ôèëúìí× Ûéë ß§ìß v¼ ÌìûëË¢

óë ôíë óìß óì¼éë è÷ÿ Ììí× öç ÌìÛëË¢

¼ìâQçìèQô ¼âìä ““v¼ öù ðíúí× ûìè¼• vö öíù¿¿æìëéëìë Ììè×Ü óì¼é¯”” v¼È vûóæìë öù øìë ðíú Ììä ““âìæí»ë öù ¼ìíâôë öù Ììèä””• çìÈ ““Ììíæôíë öç ôèëíû øé§æ• èæíä ðíû çç ôéû¯”” ÌìÓèæô ¼âìäûôûòìú æìëé ¼àé• ¼ìÇé ûa¯ ææëíÜë “æìëé” ôèûçìú æìëéâèk Ììí`óìÜíæë «·tèç øû ûÜì öìú¯

æìëé ôèûçìèå ×úâìrìë ¼ëÜ ôÜìû+ ×í`ó ëè÷ç¯ ×ír èçæèå »˜ßìèrô øû• ÍôÈå ó-âìrìú ÌøË øû¯

èûíx öì èô× ¯ âðìæ ¼è,¦ ¯ è÷ë ôÜûìæ¯ ôë

Ìíóô çìë ¯ ëè÷úìí× æìëé ¯ Ìíóô çìë ¯ æë¯

øûìøë èPøóé ÌQèâÜ ök øóûía ëè÷ç¯ ôíúôèå ×ír ÍôÈ ökìáíëë øæëìûè+íç ¼ìÇô ÐjìÜWìíëë ß Ó[èæ ÄWìíëë âìÓôíâ ¼ìÇô è÷rôG ¼è,¦ ôíëí×_

"Úìíæë Ü¨é• ùìíæë Ü¨é• Ð¼ô-Ü¨é æìëé•

¼»âì Ü¨é• æìëé-È èØèëí× ëíø ëíø ¼˜ìèë¯"

«¼à ôÇì ¥

*æëôôw ûèÜúì vô vçìâì_*¾ûèóô Ûìëíç æìëéíô Ì™è÷• tìÛìûç øìèøVì ß Ìâàíüë vðç ùËô ôëì ðíúí×¯ ¾ârìúæé ¼¤èðçì ûíÜí× "æìëé Ì™Û¯" ÐçøÇ ûìsíË ûÜì ðíúí×_öÚ ôìíÜ• Ð° ß æìëéë èóíô çìôìíû æì¯ çìíóë ¼¤Úìú æìëé øírë äææé Íû¤ v¼ vÛìùôût¬¯ ëìâìúË-âðìÛìëíçë ôìèðæéíçß öíÚë óèáËì èð¼ìíû ùìÛé-tË-Ðí¼ôë ¼íà ÌùËô æìëé óìæ ôëì ðíE×¯ èÔšéúÐìt¬ ûìÈíûíÜß æìëéíô "æëíôë Pìë" ûÜì ðíúí×¯ æìëéë ÍÈ Ìûâìææìë Ìû¼ìæ ÌìÓèæô ôìíÜë Ùåæì¯ ¼ìâôûìóé ôèûçìë "æìëé"íç æäëíÜë çéû çéá «èçûìó ÍÈ ûôèÛ÷ìíëë èûëíº¯ çìë ûkûô æìëé öèó Ì™è÷-Ìøèûr v¼ vçì øë»Ðìè¼ç ¼âìíä øëí»ëÈ óìæ¯ ¼çëì¤ Íë äæô vçì âÜ ÌøëìÓé øë»¯ æìëéíô æëôôw ûíÜ ÙËì ôëì vôæÀ ôìâæìë Ìè†óðíæë äæô óìúé øë» çìÈ Ùæô v¼ vçì øë»¯ ¼çëì¤ æìëéíô vôìæ¹íâÈ vðú Úìæ ôëì öìú æì¯

*Í èûíx öç Øèåûìí× ØÜ• ØèÜúìí× öç ØÜ_*æìëéë vtðí«â «èéç ëí¼ Ìì° ß çìë ¼ö- ÜìÜíæ øèÇûéë ¼ât¬ ¼è,¦ Ììäß ¼÷Ü ß ¼è¹ú¯ èûx¼è,¦ë vö væøÇôèûÓìíæ «ìíËë «ôìÐ v¼ váír æìëéë Ûèâôì Ië&øË¯ æìëé vöâæ ÓìëË ß ÜìÜæ ôíë• vçâèæ ¼ât¬ ¼è,¦ë v«ëËìß æìëé_ÍÈ ¼çôèåíô ææëÜ ø¤èkIèÜíç çíÜ Óíëí×æ¯

*øé§æ ôèëíÜ v¼ øé§æ Íí¼ øé§ì vóíû vçìâìíôÈ_*¼@øè+ë ÓìëËì ùí§ ßÓìë ¼âú vÇíô øëí»ë vö Ðèk• «ìÓìæô ß ÌèÓôìëó@¬ ¹âÐ æìæìëíø ß ûìíû «ôìèÐç ðèE×Ü• çì ¾ûèóô ôìÜ vÇíô vøîëìèËô öù ûìèðç ðíú ¼ìâQ Ðì¼æ øöQ ûô: ðíúí×¯ ÌìÓèæô âæíæ ß ¼âìä-ëì,¦ ÓìëËìú Íë ÌûÐô@ìûé øèëûçæ Ùíåí×¯ èûíÐ»ç ¼âìäçìèQô èû«íûë ØíÜ èæøéè§ç âìæí»ë vö äìùëË ûì¬t¬ûìèúç ðÜ• çì æìëéíôß çìë ÌìKÐèkíç «èçèVç ôíëí×¯ çìÈ vö vôìíæì Óëíæë øé§íæë ¼íà «èçíëìÓ-ÐèkB ¾ûÚìèæô èæúíâÈ ùí§ ßíÓ_ÍÈ ¼çôèå ôèû ÍÔìæ ÅE÷ìëË ôíëí×æ¯

*Íçèóæ ™Ó èûÜìíÜ Ìâç_*Íôèóæ vö æìëé Ì`óíëë Ìaôìíë ôìëìëº è×Ü• çìíô v¼È Ììèóâ ûaæ vÇíô âk ðíú ûìÈíë Ìì¼íç ðíû¯ Íäæô «íúìäæ ðÜ «èçôÜ Ðèkë ¼íà ¼¤†ìâ ðíû¯ ôìëË ûaæ vÇíô âèk vôÅ vóú æì• èææä ÌèÓôìíë Ìäæ ôëíç ðú¯ Ûìëçûí»ë âíçì ÈÅíëìíøë øë»íôè\ô ¼âìíäß ûôèç¹â è×Ü æì¯ èûíxë öì èô× âðìæ• "Ìíóô çìë ôèëúìí× æë• Ìíóô çìë æìëé¯ æìëéíô v¼È

¼âìæìèÓôìë vÇíô ¼ìâìèäô Èèçðìí¼ë èûôèç Ùèåíú ûè˜ç ôëì ðíúí×¯ ÌìÓèæô èûíx æìëéâèk Ììí`óìÜæ çìë vÐìÓíæë ôìä ôíëí×¯ ¼ìâ0ûìóé è÷QìÓìëì æìëé øëí»ë ¼âìæ ÌèÓôìëíô âìíæ¯ çìÈ «íúìäíæ æìëéíô «èçûìóé ß ¼¤†ìâé «úì¼ èæíç ðíû¯ "Ììä «íúìäæ öíû• vö ðìíç èøúìíÜ Ìâç• v¼ ðìíç ôå èû» èóíç ðíû¯" ôèûë ÌìÐì "v¼ èóæ ¼óë æú¯" èûxûìøé ÍÈ Ììí`óìÜæ ¼¤†ìíâë âÓ0 èóíú "ÓëËé øëí»ë ¼ìíÓ ùìèðíû æìëéëß äú"¯

ÌæÐéÜæé_1

æéí÷ë «xIèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 72 øìçìë Å+ë ¼¤íôíçë ¼íà èâèÜíú vóÔæ ÌÇûì «íúìäíæ 51¿6 Ì¤íÐë «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì ôíúôûìë ø§æ¯ Å+ë ôëíç øìëíûæ¯

1’ Ðæ0òìæ øëË ôëæ¯

ô’ ëìäì ôèëúìí× _______• ëìäìë _______¯

ëìËéë óëíó _______ èùúìí× _______ öç _______¯

Ô’ âìÇìë _______• è×í§ vØÜ æìëé• vÛíÂ vØÜ ß _______¯

vö _______ vçìâì ôèëúìí× _______ _______ v¼¯

óë ôíë óìß _______ è÷ÿ Ììí× öç _______¯

2’ vÔìæ ë÷æì «ôìíÐë äæ0 ôìäé æäëíÜë èûëíº ëìäí°ìíðë ÌèÛíóìù Ììæì ðúÀ

3’ ""1917-ë v¼èÛíúç èû«û æçæ ¼@ìûæìë ôÇì äìèæíúí×¯"" æçæ ¼@ìûæìë ôÇìIèÜ ôé• ¼¤íáíø ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

4’ ""çìë ‘öçé\æìÇ v¼æI :’ âëôìû0rúé ûì¤Üìë Ð0ìâÜ Ììûðìßúìú Å»ë• ëá• ¾æëìíÐ0ë ×èû èæíú Íí¼í×¯""_ôìû0rúéë æìâ ß «ôìÐôìÜ ÅíGÔ ôëæ¯

5’ ¼èÒô Å+íë èåô ‘√’ è÷ÿ èóæ¯

ô’ ôèûçìú çéû vöíûæ-ôìâæì «ôìÐ vøíúí×_ ‘1’ ëûé\æìÇ-Í¯

‘2’ ¼íç0\æìÇ-Í¯

‘3’ vâìèðçÜìÜ-Í¯

Ô’ öçé\æìÇ v¼æIí:ë ôìû0_ ‘1’ vðâQ vùìÓèÜ¯

‘2’ ¼ìúâ¯

‘3’ û0Çìë óìæ

ù’ ôìäé æäëÜ È¼Üìâ ë÷æì ôíëæ_ ‘1’ ÷ëôìë ùìæ¯

‘2’ ÛìÂìë ùìæ¯

‘4’ øìÜèôë ùìæ¯

Ù’ “è÷+æìâì” ôìûÔ†ípë ë÷èúçì_ ‘1’ æäëÜ È¼Üìâ¯

‘2’ ¼íçÖ\æìÇ ó+¯

‘3’ vâìèðçÜìÜ âäâóìë¯

Â’ ôìäé æäëÜ È¼ìíâë èûí°ìðé ôèûçìë «Çâ «ôìÐ_ ‘1’ 1922-èûäÜéíç

‘2’ 1920-¼ßùìíç-Í

‘2’ 1920 vâì¼íÜâ Ûìëç øèrôìú¯

6’ æäëÜ È¼Üìâ ¼@øìóæìë ¼íà ök è×íÜæ Íëôâ vö vôìíæì èçæèå øèrôìë æìâ ôëæ¯

7’ ô’ “Í èûíx öç Øèåúìí× ØÜ”_ÈçÖìèó Ì¤Ðèåë ÌÇ ß çìÁøö ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

Ô’ ““Íçèóæ ™Ó èûÜìíÜ Ìâç””-ÍÈ Åºèçèåë âÓÖ èóíú ôèû ôé ûÜíç v÷íúí×æ ûèÄíú èóæ¯

51¿7 âÜøìÒ_2 _ óìèë°Ö

óìèë°Ö

vð óìèë°Ö• çèâ vâìíë ô"íë× âðìæ¢
çèâ vâìíë óìèæúì× èÔíšë ¼@‡ìæ
ô-åô-âôå vÐìÛì¢ èóúì×• çìø¼•
Ì¼íWì÷ «ôìíÐë óëQ ¼ìð¼/
Åºç ÅÜà óè,|• ûìËé áëÓìë•
ûéËì vâìë Ðìíø çû ð'Ü çëûìë¢

ó¥¼ð óìðíæ çû vð óøé çìø¼•
Ì@ìæ tíËíë vâìë ôèëíÜ èûë¼•
ÌôìíÜ ™ôìíÜ vâìë ëø ë¼ «ìË¢
ÐéË ôëøå Ûèë ¼`óíëë óìæ
öçûìë èæíç öìÈ_vð ûÛá çèâ
Ìí† Ììè¼, ôë øìæ¢ ÐæÖ âëÛèâ
vðèë ââ, ôGíÜìô¯ Ììâìë æúæ
Ììâìèë ¼`óíë ôíë Ìè† ûèë»Ë¢

vûóæìðÜó-ûঙ ôìâæì Ììâìë
vÐØìèÜë âç ™q ¼ëèÛ-èûÇìë
èûôèÐ ÅèÒíç ÷ìৈð• çèâ vð èæââ
óÜûQ ÛìÂ ÐìÔì ôìÒèëúì-¼â¢
Ììèxíæë «Ûìíçë âç ×Ü×Ü
ô"íë ßíÒ ¼ìëì èðúì èÐèÐë-¼äÜ¢

åÜåÜ ÓëËéë âç ôëËìú¢
çèâ ëèû çû çìíø ™ôìÈúì öìú
ôëËì æéðìë èû`ó¢ @ìæ ð"íú ÅèÒ
ÓëËéë ×ìúì˜íÜ¢ t« öìú åèå
¼`óíëë• ôÜÖìíËë¢ çëÜ ùëÜ
ôí. ÕìèÜ çèâ ûÜ• "Ìâíç èô ØÜ¢

äìÜì æìÈ væÐì æìÈ নাই Å^šìóæì•_
vë óûÜ• Ììâëìë Ììâç-¼ìÓæì

Í ó¥íÔë øèÇûéíç vçìë ûç æíð¢
çÈ æìù• ä^ vçìë vûóæìë óíð¯
ôìåìôíJ ûè¼ çÈ ùìèÇèû âìèÜôì•
èóúì vùæ ÛìíÜ vçìë vûóæìë "åéôì"¢¿¿¿
ùìèð ùìæ• ùìèÇ âìÜì• ô. ôíë äìÜì•
ó¤èÐÜ ¼ûìíà vâìë æìù æìù-ûìÜì¯¿¿¿

èÛáì-ÄèÜ èæúì vØë• Pìíë Pìíë Îè»
áâìðéæ vð óûì¼ì¢ öìèøíçí× èæèÐ
¼íÔ ûë-ûÓ öÇì_v¼Ôìíæ ôÔæ
vð ôíÒìë-ô. èùúì õìô• "âÆ• vÐìæ•
ÓëËé èûÜì¼ ôJ æíð æíð ôìíëì•
ÌÛìû èûëð Ììí×• Ììí× ó¥Ô Ììíëì
Ììí× ôìåì ÐöÖìçíÜ ûìTíç è«úìë•
çìÈ Ííû ôë vÛìù¢"_øí§ ðìðìôìë
èæíâí» v¼ ¼Ô-tíù• èæíû öìú ûìèç•
ôìèåíç ÷ìíð æì vöæ Ììë ôìÜ-ëìèç¢

÷Ü-øíÇ ÌæÐæ-èô, áéË çæ•
ôé vóèÔ ûìèôúì ßíÒ ¼ð¼ì q-Óæ•
ó"æúæ Ûèë ë° ðìæ Ìè† ûìË•
Ììí¼ ëìíäÖ âðìâìëé óèÛá çØìæ•
«íâìó-ôìææ øí§• Åí§ ÌªìèÜôì•_
vçìâìë ÌìÈíæ ™Ó âçÖ-ó„ èÜÔì¯

èûæíúë ûÖìèÛ÷ìë æìèð çû øìÐ•
çèâ ÷ìð æ†çìë ÅÜà «ôìÐ¯
¼íWì÷ Ðëâ ûèÜ' äìæ æìzôì èô×•
Å^ç ôèë× èÐë öìë âìÇì æé÷¯
âçÖ-øÇ-öìrëóÜ vçìâìë Èèàíç
ùÜìú øèëí× Øìè¼ ðìè¼íç ðìè¼íç¢
èæçÖ ÌÛìíûë ô„ äìÜìÈúì ûíô
¼ìèÓíç× âçÖ-öÚ ¾øÐìè÷ô ¼íÔ¢

Ü¨éë èôëéåé Óèë vØèÜíç× åìèæ
ÓèÜçíÜ¢ ûéËî-çìíë ôëìÙìç ðìèæ
¼ìëóìë• ôé ¼ë ûìäìíç ÷ìð ÌËéÀ
öç ¼ë Ììçæìó ð"íú ßíÒ ™èæ¢

«Ûìíç ÅèÒúì ôìèÜ ™èææ• ¼ìæìÈ
ûìèäí× ôëË ¼íë¢ vöæ Ììí¼ æìÈ
Ììíäì ôì"ëì Ùèë èØíë¢ ôìèóúì ôìèóúì
õìèôí× çìíóë vöæ Ùíë "¼ìæìÈúì"¢
ûÓíóë «ìË Ììä ¼ìæì"íúë ¼íë
vÛí¼ öìú öÇì Ììä è«úçâ óíë
Ììè¼ Ììè¼ ôèëíçí×¢ ¼Ôé ûíÜ• "ûÜ
âè×èÜ vôæ Üì ÌìèÔ• âè×èÜ ôìäÜÀ"

™èæíçè× Ììíäì Ììèâ «ìíç ÅèÒúìÈ
"Ììú Ììú" ôìèóíçè× vçâèæ ¼ìæìÈ¢
@ìæâÔé vÐØìèÜôì øè§íçí× Äèë
èûÓûìë ðìè¼ ¼â_ètD ùía Ûèë¢
væí÷ vØíë «äìøèç ÷˜Ü øìÔìú
óëQ væÐìú Ììèä• ø,ø-«ùÜÛìú
"÷@íæ èûûÐ ôèë"¢ vÛìíâìëìë øìÔì
øëìíù ðÜó Ììèä• Ìíà âÓ âìÔì¯

Å×èÜ" ÅèÒí× vöæ èóíô èóíô «ìË¢
Ììøæìë Ììíùì÷íë vùíú ÅèÒ ùìæ
Ììùâæé Ììæí`óë¢ ÌôìëíË ÌìèÔ
ø"íë Ììí¼ Ìx-äíÜ¢ èâÜíæë ëìÔé
vô vöæ ûìèÓúì vóú ÓëËéë ¼ììíÇ¢
ø,øìJèÜ Ûèë óèå âìèå âìÔì ðìíç
ÓëËé Íèùíú Ììí¼• vóú Åøðìë!
ß vöæ ôèæVì vâíú óÜìÜé Ììâìë¢—
¼ð¼ì ÷âèô ÅèÒ¢ ðíú vâìë èÐ™
äìèùúì ôìèó× Ùíë• ÔìßèæôÓ" èô×
ôìèÜ ð"íç ¼ìëìèóæ çìø¼ èæVë•
ôìó vâìë Ùíë èæçÖ çèâ áÓìçë¢

øìèë æìÈ ûì×ì vâìë• vð è«ú Ììâìë•
óÈ èû`ó óD èóíç¢_vâìë ÌèÓôìë
Ììæí`óë æìèð æìèð¢ óìèë°ö Ì¼ð
ør ðíú äìúì ðíú ôìíó Ìðëð
Ììâìë óúìë Óèë¢ vô ûìäìíû ûìÐéÀ
vôìÇì øìû Ììæè`óç ¼`óíëë ðìè¼À
vôìÇì øìû ø,øì¼ûÀ_Óçëì vùÜì¼
Ûèëúì ôíëè× øìæ æúæ-èæöì¼¯¿¿¿

Ìíäì ™èæ Ììùâæé ùìèðí× ¼ìæìÈ•
ß vöæ ôìèóí× ™Ó_æìÈ• èô× æìÈ!
[è¼a-èðí`óìÜ]

24 Ìèxæ• 1333¯

51¿8 ¼ëì¤Ð_2

óìèë°ö âìæ»íô çìë öÇìÇ t·ëø «ôìÐ ôíë¯ âìæí»ë «ôç ¼+ì• çìë âæ»öí&ë «ôç v÷ðìëì Í ¼âíúÈ Øíå ßíÒ¯ Ûìëçéú äéûæíûìíÓë âíÓö vö çöìù-èçèçâìë øèë÷ú Ììí×• çì ôÔæÈ Ñxö èûôìíÐë âíÓö Øíå ßíÒ æì¯ çìÈ óìèë°öÈ âìæ»íô âðíçë ¼@‡ìíæ «èçèVç ôíë¯ «èçôÜçìë âÓö èóíúÈ öÇìÇ Ðèkë çéûçì «ôìÐ øìú¯

ó¥íÔë óðæ çìíø äéûíæë ¼â·t· ë¼ öÔæ ™èôíú öìú çÔæ ó v÷ìíÔ ™Ó Ììlæ äíÜ¯ ØíÜë v¼îëÛ Ììë vçâæ ×§ìú æì¯ øèÇûéë ¼â·t· ôëËì Óìëì öÔæ ¼íöë Ôëçìíø ™,· ðú çÔæ Ììë äéûíæë t·«• çìë ¼`óë vôìíæì èô×È ÌûèÐ,! Çìíô æì¯ ¼â·t· äìÜì ö·QËì vûóæìë Ûìë èæíú vö ùìæ ë÷æì ðú çì vçì vûóæìëÈ ùìæ¯ çÔæ âíæ ðú óìèë°ö ×ì§ì äéûíæë vôìíæì èô×È Ììë ¼çö æú¯ âðì óìèëí°öë «ÜúWë Ðèk ¼ût· †ì¼ ôëíç Åóöç¯

ÍëÈ âíÓö øèÇûé öÔæ Ìøëø v¼í`óíö øË ðú• Ììùâæéë Ììæí`óë ¼ë Ó[èæç ðú• çÔæ ÌìÐì äìíù• @·ìæâÔé vÐØìèÜôìß Äíë ø§ûìë Ììíù ùa èûèÜíú öìú¯ «äìøèç væí÷ vû§ìú ø,ø vÇíô øí,ø ÷˜Ü øìÔìú¯ Íë âíÓö ôèû-«ìíË vûóæìë ôëË ¼ë vûíä ßíÒ¯ Ììùâæé ùìíæë âíÓö vöæ ™æíç øìßúì öìú• æìÈ• èô× æìÈ¯

51¿9 «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì• ôèûçì èûíx»Ë ß ûöìÔöì

"óìèë°ö" ôèûçìèåë ë÷æìôìÜ 24íÐ ÌìÈxæ 1333 'È¤ Ìí=ìûë 1926'¯ Í¼âú ôèû ûa vðâQ ôâìë ¼ëôìíëë ûöûòìøæìú ôÃæùë ûì¼ ôëè×íÜæ¯ v¼ôìíæ æäëÜ ûàéú «äì ¼í@‡Üæ ß ×ìr-öûì

¼í@‡Üíæ xèâíôë ùìæ ß ×ìróíÜë ùìæ ë÷æì ôíë vùíúí×æ¯ v¼í{@ë âìí¼ ôèûë èPçéú ør ûÜûÜ-Íë ä^Š¯ Í¼âú ôèû ¼¤¼ìë øèë÷ìÜæì ôëíç èùíú ôíÒìë óìèëí°Öë ¼íà èæçÖ Ü§ìÈ ôíëí×æ¯ "óìèë°Ö" ôèûçì «çÖáç ÍÈ èæ,ÿëË óèóíæë v«áìøíå ëè÷ç¯ ôèûçìèå «Çâ "ôíGìÜ" øèrôìú• Ì†ðìúË 1333 Í• øíë "¼+ùìç"-Í âìÙ 1333-Í øæâè°ç ðú¯ øíë ôèûë ¼@øË èÛ^Óâé ôèûçìë ¼¤†ð †p "è¼a èðíGìÜ" '1334'-Í ¼¤ôèÜç ðú¯ "è¼`ó-èðíGìÜ" v«íâë ôèûçì ¼¤†ð¯

"óìèë°Ö" ôèûçì ë÷æìë ß «ôìíÐë v«áìøå ôèûë Ìøë ¼ðíóìùé ûa âäØØë Ìíðâó-Íë ûËæìú_""æäëÜ È¼Üìâ çÔæ ôÃæùíë Çìôç• Ìíèâ Ìíëß ôäíæë ¼íà Çìôçìâ ßúìôì¼ Í„ vøäì`å¼ øìèåë ÌèØí¼¿¿¯ Ìíâìíóë ÌèØ¼ ðíç øåúìíåìÜì vÜíæ "ôíGìíÜ"ë ÌèØ¼ èæôíå è×Ü¯ Íôèóæ èô ôìëíË æäëÜ ôÜôìçìú Íí¼ èØíë óìèË×Ü¯ ¿¿¿óìßúìë Ìíú Ìíâìë ðìíç v¼ "óìèëí°Ö"ë øì„èÜèøÔìæì èóíú ûÜÜ• "Íâì ÛìÈ çèâ ôíGìÜ ÌèØí¼ vøíí× èóß¯ ¿¿¿¿èóíæÐ ëJæ óìÐ âèæÌõìë vöìíù óÐèå åìôì øìèÒíúè×íÜæ¯ Íôèå ôèûçìß v÷íúè×íÜæ v¼È ¼íà¯ ÍÈ ôèûçìèå èÜíÔè× û§ ó¥íÔ¯""

æäëÜ ùíû»ô õ¿ èâÜæ ó+ Í ¼âíúë èô× çÇÖ «âìË ðìèäë ôíëí×æ¯ õ¿ ó+ èÜíÔí×æ_""Ùíë óìèëí°Ö ÐçâÔé Ìì¹âË¯ vö Ìì¹âíË «âéÜì ß èùèëûìÜì ääèëç¯ ¿¿¿¿Ìí=ìûë âìí¼ 9 çìèëíÔ «âéÜì Íôèå ør ¼Qìæ 'ûÜûÜ' «¼û ôëíÜæ¯ ¿¿Ùíë åìôì væÈ¯ åìôìë «÷w óëôìë¯ è÷èÒ èÜÔíÜæ «ôìÐô ûäèûðìëé ûâæíô_"åìôìë û± óëôìë¯ vöâæ ôíë øìë øè÷Ðèå åìôì ÌìäÈ våèÜ†ìâ âèæÌõìë ôíë øìÒìß¯" ûäèûðìëé øíæíëì åìôì øìèÒíúè×íÜæ¯ åìôì vøíú çìíô äìæìíÜæ_"è÷Qìë âíÓÖ ÌÇ è÷QìåìÈ ¼ûí÷íú û§¯" Ìøë Íô è÷èÒíç ûa âëÜéÓë û¼íô èÜíÔí×æ_""èæçÖ ÌÛìíûë è÷+ váìÛ Ìíâìú¿¿ óûÜ ôíë çÜí×¯¿¿"" âëÜéÓëíô ôíúôèå ôèûçì øìèÒíú "ûàûìæé" vÇíô åìôì ¼¤†ð ôíë øìÒìíç Ìæíëìó ôíëí×æ¯ Ìííáø ôíëí×æ• ""Ìë âìæ Èyç ëÈÜ æì•¿¿ ÌÇìÛìû ûèÄ âæ»Ö&åìíô vôí§ væú vÐí»¯""_ÍëÈ âíÓÖ ôèûë °ìèë°Ö ôèûçì_

vð óìèë°Ö çèâ vâìíë ôíë× âðìæ ¿¿¯

äÊæô ¼âìíÜì÷ô ôèûçìú ââ¼çÖèå çíÜ Óíëí×æ_1333 ¼ìíÜë ÐëÁôìíÜ ôÃæùíë Ììùâæéë ôëË ¼ìæìÈíú vöæ ôèûë äéûíæë ûÖÇì-vûóæìë ôì^ì Äíë ø§è×Ü• v¼È âðíçë Ìâë ¼è,ł "óìèë°Ö"[1]¯

Í ôèûçìú ôèû äéûíæë «èç ùÛéë Ìæëìù ûÐç vö è÷+íáìÛ• vûóæìÛìë âæíô èû÷ëÜç ôíëí× v¼ vçì äéûæíô ÍôìQ ôíë ÛìÜûì¼ìë ôìëíËÈ¯ Íèóô vÇíô è¼a èðíGìíÜë ùÛéë äéûæë¼ëè¼ôçì ûì v«âÛìûæìë vôìíæì èûíëìÓ væÈ¯

Í ôèûçìú "óìèë°Ö" ó¥¼ð óðíæ «ìíËë ëøë¼í¼íùaÖ ™í» èæíú äéûæíô èûûË ôëíÜß• ôèûë äéûæìæëìù vûóæìú è@úâìË ðíÜß çì vÐØìèÜë ™q ¼ëèÛ ×§ìíç øëìbÔ ðúèæ¯ ÌìÐìðéæ Ûë¼ìðéæ èû™,ÿ èóæIèÜíçß ôèû vóíÔæ• "væí÷ vØíë «äìøèç ÷˜Ü øìÔìú• óëQ væÐìú• ø,ø «ùÜÛìú ÷@íæ èûûÐ ôèë¯"" Ðç ðçìÐìë âíÓÖß ÍÈ ÌìÐìë ôÇì• Ûë¼ìë ôÇì ôèû æäëíÜë øíáÈ ûÜì ¼@û¯

1 ëèØôÜ È¼Üìâ_ôìäé æäëÜ È¼Üìâ ¥ äéûæ ß ôèûçì¯ øVì ¥ 357

Í ôèûçìú ôèû Ììíûíùë çéûçì èæíú ûkûöíô ÌçöQ óÆ¼¤û°ÛìÍû «ôìÐ ôíëí×æ¯ ôèûçìë «Çâ ·t·ûôèåíç vö ôÇì ûíÜí×æ• çì vôìæ âðÁ èÐGéë øíáÈ ûÜì ¼@û¯ óìèë°ö ôèûíô âðìæ ôíëí×• èÔíšë ¼@‡ìæ óìæ ôíëí×_Í ôÇìë âÓö èóíú óéæðéæ Ììt·ìûíÜ âìçì vâèëë ¼Qìíæë äí˜ë ûìçì vö ûöJæì ¼è,ôíëí×• çì t‡ëÈìçéç ôìíÜë väöìèçâè„ç Íô Ì@ìæ ûöèkí&ë ôÇì t‡ëË ôèëíú vóú¯ ôèûß vöæ óìèëí°öë âÓö èóíú Íô âð+ë äéûíæë ¼pìæ vøíúí×æ¯ øìèÇû ¼@øó èëkçìë âíÓö äéûíæë øëéÚì èóíú• âð+ë äéûíæë ûìËéíô ÜìÛ ôíëí×æ• Ììë v¼È «ìË-ÐèkíçÈ ¼â·t· «èçôÜçìë âíÓöß äéûíæë ¼â·t· ó¥Ô ö·QËìë âíÓö äéûæíô ÛìíÜìíûí¼ çìë v«âí¼í`óöíô ôìíûö ¼¤ùéíç çíÜ Óíëí×æ¯ ¼éâìðéæ óìèëí°öë âíÓö èóíúÈ ôèû v¼í`óöíô vöâæ vóíÔí×æ• vçâæÈ vóíÔí×æ èëk äéûæ ûöèÇíçë Ìx¯ óìèëí°öë âÓö èóíúÈ ôèû Ìäæ ôíëí×æ v¼È Ðèk öì vâìðâk óè,íç "¼çöíô" óëQ ¼ìð¼ Ûíë Ì¼¤íôìí÷• tø, ß áëÓìë Ûì»ìú «ôìÐ ôíëí×¯ ôèûë èÐGé ¼+ì• çìë v¼í`óö v÷çæì• ¼è,ÐéÜ Ììíûù áçèûáç ß ëkìk ðíúí× óìèë°öëøé èæúèçë ¼íà èæúç ¼¤†ìâ ôíë¯ çìë øèë÷ú øìßúì öìú_

óÝ¼ð óìðíæ çû vð óøé çìø¼•
Ì@ìæ t·íùíë vâìë ôèëíÜ èûë¼_ø¤èkPíú¯

¼`óíëë óìæ †ðË ôëûìë äæö ôèûë âæ öÔæÈ Å˜öÔ ðíúí×• çÔæÈ óìèë°ö• Ûú¤ôë áÓìëíø äéûíæë ¼â·t· v¼í`óö¼ìÓæìíô ûöÇ ôíëí×¯ ôGæìë äùÁ ðíúí× vöæ Ðæö âëÛèâ• Í vöæ èæúèçë ¼íà ôèûë v¼í`óö ôGæìë ¼¤Ùìç¯

ôèûçìèåë ë÷æìôìÜ Ììèxæ• ÐëÁôìÜ•_Ðìëóéúì ÅÁ¼íûë ôìÜ• Ììùâæéë ¼ìæìÈ• vÐØìèÜë ™qçì ß çìë «ìËâìçìíæì ¼ûì¼ ûìÂìèÜë ùð äéûæíô ûËùaâú ôíë vçìíÜ¯ èôQ èæúèçë èæVë ÌìÙìíç ôèûë v¼í`óöí÷çæìú ôëË øèëËèç Øíå ÅíÔí×_

vûóæì-ðÜó-û`ç ôìâæì Ììâìë
vÐØìèÜë âç ™q ¼ëèÛ-èûÇìë
èûôèÐ ÅèÔíç ÷ìíð• çèâ vð èæâ
óÜûQ ÛìÂ ÐìÔì ôìÔèëúì-¼â¯"

ÍÈ ×rIèÜíç Íô ââìèQô vûóæìèûÓë ÌèÜÚçìë è÷rëø Ììôì ðíúí×¯ çûß ôèû ðíçìóöâ ðæèæ¯ èçèæ ôí. äìÜì èæíúß ùìæ vùíú âìÜì vùíÇ ÷íÜí×æ¯ "áâìðéæ óûì¼ì"ë âíçì áÓìç ¼û†ì¼é ëø èæíú Pìíë Pìíë èØëí×¯ v¼ vöæ t‡ëË ôèëíú èóíE×_óûì¼ìë Ìè†û»é óè,íçÈ øèÇûéíç âðìâìèë óèÛá• çØìæ óíöìíùë ÙæÙåì væíâ Ììí¼_

Óëæé èûÜì¼-ôJ æíð æíð ôìíëì
ÌÛìû èûëð Ììí×• Ììí× ó¥Ô Ììíëì•
Ììí× ôìåì ÐööìçíÜ• ûìTíç è«úìë
çìÈ Ííû ôë vÛìù¯

Í¼û ¼çö ûíå• èôQ ÌìëßX ¼çö ÍëÈ âíÓö Ììí× Ðëíçë ÌìæˋóâúéëË Ììùâíæ ¼ìæìÈ-Íë ¼íë Ììùâæé ùìæ_Í vöæ «ûì¼é è«úçíâë «çéáìë ôìÜ vÐí»ë ùìæ_

ûÔíóë «ìË Ììä ¼ìæìíúë ¼íë

vÛí¼ öìú öÇì Ììä è«úçâ óíë

Ìiè¼ Ìiè¼ ôèëíçí×¯

Ììë è«ú ¼Ôé ûíÜ• ""ûÜ âè×èÜ vôæ æì ÌìèÔ• âè×èÜ ôìäÜ¯""_ÍÔìíæÈ Øíå ÅíÒí× Ðç vûóæìú• Ðç ðçìÐìú_ÌìÐìë «óéø äìÜûìë ¼¤ûìó¯

äéûíæë ÍÈ èûè÷r ëÊøxíö ôèû«ìË öÔæ ¼íë çìíÜ Üíú Åóíûíü ðíú ßíÒ çÔæÈ "Óèërè Íèùíú Ììí¼• vóú Åøðìë¯ ß vöæ ôèæVì vâíú óÜìÜé Ììâìë¯" _ÍÈ ÌæÛû öÔæ äìíù• çÔæÈ "¼ð¼ì ÷âèÔ" ÅíÒ âíæ øí§ öìú óìèí°Ôë èæâä öQËìë ôÇì¯ çìë áÓìçë èÐ™ óèóæ æì vÔíú väíù ÅíÒ ôìóí×¯ óÈ èû`ó óD èóíç æì øìëìú vûóæìðç ôèû«ìË ÌìKtìæíç ûíÜæ Ììùâæéë Ììùâíæ çìë Ììæí`óë væÈ ÌèÓôìë¯

"óìèë°Ô" æäëíÜë Íôèå ÌæûóÔ ôèûçì¯ óìèí°Ôë ¼ûtì¼é áÓì âìæûäéûíæë ë¼ ß v¼í`óöíô Ó[¤¼ ôíë¯ çèû äéûíæ óìèí°Ôë ¼çéû äìÜì ôèûçìèåíô èóíúí× æçæ âìrì¯ èôQ çìë èûí°ìðé ôèû¼+ì Ìûæèâç ðú èæ¯ øèûíç Åøðìë èóíúí× Íô ¼¤tìâé v÷çæì¯

ôèûçìèå ¼èâÜ «ûðâìæ èâxôÜì û+ ×í`ó ëè÷ç¯

ÐéË ôëøå Ûèë Ý ¼`óíëë óìæ¯¯

öçûìë èæíç öìÈÝ_vð ûÛá çèâ¯¯

Ìít Ììè¼ ôë øìæ¯**ÝÐæÔ âëÛèâ¯¯

vðèë ââ ôGíÜìô¯**ÝÌìâìë æúæ¯¯

Ììâìèë ¼`óíë ôíëÝÌèt ûèë»Ë¯**¯

xì¼öèç ß ÌÇöèçë èûöèk ß øëtøë óèå ×ír ÌQÔèâÜ ûì èârìáë¯ ×írë èPøèûô âìrìèûæÔì¼ öÇì¹íâ 8+6 âìrìë¯

ÐjìÜWìíëë âíÓÔ Ìæ«ì¼ öÇì¥Åºç ÅÜà óè,• çëÜ ùëÜ• Ìâëìë Ìâç-¼ìÓæì¯ ÌÇìÜWìë_öÇì ÅÁíøáì_""Å×èÜ ÅèÒí× vöæ èóíô èóíô «ìË•"" ""ÓëËé Íèùíú Ììí¼ vóú ÅøðìëÝß vöæ ôèæVì vâíú óÜìÜé Ììâìë¯""

Åøâì ¥ vÐØìèÜë âíçì ™q ¼èëÛ èûÇìë•

¼âí¼ìèk ¥ ™èæíçè× Ììíäì Ììèâ «ìíç ÅèÒúìÈ

"Ììú Ììú" ôìèóíçí× vçâèæ ¼ìæìÈ¯

Åºç ÌÜ¤ôìëIèÜ ôûèçìë èûíÐ» çìÁøö ûìè§íúí× ™Ó æú ôìûÔíôß ûÔJæìú ¼âº ôíëí×¯

ÐjìÇ ß ûÔìÔÔì_

óìèæúìí× èÔí,ìë ¼@‡ìæ_öé™ äìèçíç è×íÜæ ÈTèó¯ èçèæ øëíâxíëë Pìëì èæûìè÷ç óç¯ èÔš Íôäæ âèkóìçìëíø ùËÔ ðÜ¯ çìë «ûèçç Óââç èÔš Óâ æìíâ øèëè÷ç¯ öé™ë «Çâ èÐ»ÔëìßÈTèó è×íÜæ¯

èçèæ çìë ûìËé «÷ìë Íû¤ æìæì ÌíÜîèôô âèðâì «ôìÐ ôëíÜ ÈTèóëì çìíô èÔš ûíÜ vâíæ vææ¯ öé™ë ÍÈ ôìöìûèÜ ÈTèó ûôèçèëk Ìæôíóë âíÓö «÷ìë ôëíÜ• æìæì «èçè¹úì ¼è,¦ ðú¯ öé™ë èûxäææ ß ÌìÓôìèKô ûìËé Ìíæô ÈTèó vælçì ß öìäôíóë Pìëì «çôìÔôìç ðú¯ çìëì èâÇôì ëìäí°ìíðë ÌèÛíöìíù öé™íô èûíóèÐ Ðì¼æôçìë ðìíç ¼âøË ôíë Íû¤ vÐí» ôìåìë âôå øèëíú ûT Ìøâìæ ß öQËìë âíÓö çìíô ¹Ðèû° ôíë ðçôì ôëì ðú¯ öé™ èûæì «èçûìíó âçôûëË ôíëæ Íû¤ âìæí»ë øìø ß ÌøëìíÓë äæô túª «ìúè f í+ë äæô ÌìíKìÁ¼ù ôíëæ¯

öé™ vöâæ èûæì Ìøëìíó âçôûëË ß âìæí»ë ôÜôìíË ÌìíKìÁ¼ù ôíëí×æ• vçâèæ ôèûß vöæ èûæì vôìí» ¼éâìðéæ óìèëí°ôë Pìëì øèè§ç ß öQËìèû° ðíú ôìÜ öìøæ ôíëí×æ¯ ÍÈ äéûæ-öQËì ôèûë âíæ vö ÛìûìæÛèç ¼è,¦ ôíëí×• çì-È "óìèë°ô ôèûçìë ÅÁ¼" öé™ vöâæ âçôë âôö èóíú âð+ë äéûíæë ¼çôíô çíÜ Óíëí×æ• ôèûß ÍÈ äéûæ-öQËìë âôö èóíú äéûíæë âð+ë ¼çôíô Ìèû,›ìë ôíëí×æ¯

*Îè» áâìðéæ vð óûì¼ì_v*ôìøæ tÛìíûë äæô Ôôìç vøîëìèËô Îè»¯ Í vÇíô «÷èÜç ôÇìú v¹ìÓé ûôèKíô "óûì¼ì" ûÜì öìú¯ çìë Å† tÛìíûë øèë÷ú æìæì ôìèðèæë âíÓö øìßúì öìú¯ ôìèÜóì¼ "ÌèÛÚìæ ÐôQÜâ" æìåíô øèçè÷Qìú èæâ†ì Ìææôâæì ÐôQÜìë «èç óûì¼ìë ôíÒìë ÌèÛÐìíøë èûûëË èóíúí×æ¯ ÍÈ ÌèÛÐìíøë ØíÜ øèç ó,‡Q ÐôQÜìë ôÇì ¼@øËëíø èût‡ç ðæ Íû¤ çìíô óéÛôìÜ øèçèûëð vûóæì ¼ðô ôëíç ðú¯

'¼r ¥ Ûìëçíôì»• Ô„_4'

ôèû æäëÜ È¼Üìíâë "óìèë°ô" ôèûçìú óìèëí°ôë ¼éâìðéæ èæøé§æ ôèû è÷+íô èûðÜ ôíëí×¯ èçèæ Íë vôìæì ôìëËÈ Ôíä øìæ èæ¯ öÔæÈ èçèæ ôìûôÜ¨éë v«ëËìú ¼çô ¼`óíëë ¼ìÓæìú èæëç ðíúí×æ çÔæÈ vôìíæì ÌÚìç øíÇ áÓì• ó¥Ô óìèëí°ôë öQËì çìë t«íô ÷ëâìë ôíë èóíúí×¯ Ììë áÓìë çì§æìú ÌíÇë «íúìäíæ Pìíë Pìíë Ìíûóæ äìæìíË×æ_""åìôìë û± óëôìë¿¿¿ÌQç øè÷Ðèå åìôì øìÒìß"" ûì óèå ùìæ øìèÒíú «çôìÐì ôíëí×æ öèó ßëì åìôìåì vóú çì ðíÜ Ôû Åøôìë ðú ÌÇûì Ûìûí×æ• ""ÌÇìÛìû ûèÄ âæ»ô& vôí§ vææú vÐí»¯""_ÍÈ ÌÇè÷Qìë v«áìøíå ÍÈ "óìèë°ô" ôèûçì• çìÈ "óûì¼ìë" Ðìíøë âç "áÓì• óìèë°ô" ôèûíô öQËì èû° ôíëí× ÍôÇì ûíÜí×æ¯

*Ü¨éë èôëéåé_*Èçôìèó_Ü¨éë tËâôå• ¼ët·çéë ûéËì Ñxö ß ¼è,¦ÐéÜ v¼ì`öö ôGæìë «èçÛ_Í vçì ÓëËéë vxV ¼@øó¯ èûx¼@øíóë èûè÷r ¾ûÛû vö ÌËéäæ ¼è,¦ ôíëæ• çìíóë Åøë óìèëí°ôë Ìíâìû Ìì¹âË v¼ ¼è,¦íô ÌôìíÜ èûæ,¦ ôíë• èûëø «èçôÜçìú ¼ât· "¼ë" vöæ Ììçæìó ðíú ßíÒ¯

ÌæÐéÜæé_2

æéí÷ë «xìèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 72 øìçìë Å+ë ¼ªíôíçë ¼í à èâèÜíú vóÔæ¯ ÌæôÇìú 51¿8 Íë âÜøìÒ Íû¤ 51¿10 Íë «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì ÛìíÜì ôíë ø§æ¯ çìðíÜÈ• öÇìöÇ Å+ë vóßúì ¼@ûøë ðíû¯

1’ ÐæÒòìæ øëË ôëæ¯

ô’ ______ óè,|• ûìËé ______

ûéËì vâìë ______ çû ðÜ ______¯

Ô’ çÈ æìù• ______ vçìë ______ óíð¯

______ ûè¼ çÈ ùìèÇèû ______•

ù’ ûéËì-çìíë ______ ðìèæ

______• ôé ¼ë ûìäìíç ÷ìð ______À

öç ¼ë ______ ðíú ßíÒ ™èæ¯

2’ “óìèë°Ö” ôèûçìë âÜ ûkûÖ ¼¤íáíø ûèÄíú èóæ¯

3’ “óìèë°Ö” ôèûçìë ×`ó-ëéèç ¼@øíô Ììøæìë ÌèÛâç ÷ìëèå ×r Åºç ôíë ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

4’ “óìèë°Ö” ôèûçì vÇíô Íôèå ôíë Ìæ«ì¼• Åøâì• ß ÅÁí«âì ÌÜ¤ôìíëë ÅóìðëË èóæ¯

5’ ô’ “óìèæúì× Ôéí,|ë ¼@‡ìæ ô`åô âôå vÐìÛì”_Åºèçë ÌÇ ß çìÁøö ûèÄíú èóæ¯

Ô’ “óûì¼ì” vôÀ çìíô áâìðéæ ûÜûìë ôìëË ¼¤íáíø ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

51¿10 âÜøìÒ_3 ¥ ùìíæë Ìì§ìÜ

ùìíæë Ìì§ìÜ

vçìâìë ôí. ëìèÔúì Íí¼è× vâìë ôí.ë ùìæ_
ÍÈåô ™Ó ë"íû øèë÷úÀ Ììë ¼û Ìû¼ìæÀ
ÌQë-çíÜ ÌQë-çë vö ûÖÇì Üôìíú ëú•
ùìíæë Ìì§ìíÜ øìß æìÈ çìë vÔìæèóæ øèë÷úÀ

ðú vçì vÔûèÜ ùìèðúìè× ùìæ• ðú vçì ôèðèæ ôÇì•
ùìíæë ûìËé v¼ ™Ó èô èûÜì¼• èâí× çìë ÌìôÜçìÀ
´óíú ôÔæ äìèùÜ väìúìë• çìðìèë «èçÓ[èæ
ôí.ë çíå ÅíÒí× Ììâìë Ìðëð ëËëèË"_
ÅøôíÜ û"í¼ ™íæ× v¼ ¼ë• vûìÄ æìÈ çìë âìíæÀ
vûíÒèæ ´óíú v¼ ¼ë• óíÜí× óÜ ð"íú ™Ó ôìíæÀ

ðìú vÛíû æìèð øìÈ_
vö ÷ìó äìùìíÜì ¼ìùíë väìúìë• v¼È ÷ìóÈ vÐìíæ æìÈ¯
¼ìùíëë v¼È ØíÜ" ØíÜ" ôìóì ôíÜ ôíÜ èæèÐèóæ
¼íëë Ììì§ìíÜ âÈ×æì ôìíó• vÐìíæ æìÈ çìðì ûéËÀ
Ììâìë ùìíæë âìÜìë ¼ûì¼ ×Üì ´óíú Ììè¼"À
Ììâìë ûíôë ûìËé ð"Ü ™Ó çû ôí.ë Øìè¼À

ûa vùì vöíúì ÛíÜ"_
«Ûììç vö ðíû ûìè¼• ¼aûìú vëíÔì æì v¼ ØÜ çíÜ"¢
Åøûíæ çû vØìíå vö vùìÜìø_«ÛììçÈ çèâ äìèù"
äìèæ• çìë ôìí× öìß ™Ó çìë ùa-¼»âì Üìèù"¯
vö ôìåì-Üçìú Øíåí× v¼-ØÜ• ëík Øìèåûì øè§•
¼ìëì äæíâë ¹`óæ öìë Øèåûìí× ÐìÔì Ûèë"_
vóÔ" æìÈ çìíë¢ _èâÜæ-âìÜìë ØÜ ÷ìèðúì× çèâ•
çèâ vÔèÜúì× ûìäìÈúì vâìë vûóæìë ÄâÄèâ¢

vÛìíÜì vâìë ùìæ• èô ðíû ÜÈúì ÍÈåô øèë÷ú•
Ììèâ ™Ó çû ôí.ë ðìë• ´óíúë vôð æú¢
äìæìíúì Ììâìíë• öèó Ììí¼ èóæ• ÍÈåô ™Ó öìè÷_
ô. øìëìíú ð"íúè× vçìâìë ´óíúë ôì×ìôìè×¢

51¿11 ¼ìëì¤Ð_3

èûëðíûóæì-Ûìëì¹ìQ è÷í+ë t‡èç÷ìëËìâÜô ôèûçì Íèå¯ ùìúô ôèû çìë vÜÔì ùìæ ß ¼ë ¼è, Íôìq è«ú øìré ß Ìæëìèù Ëéíô èÐèÔíú vö ÌìKçè: vøíúí×æ• v¼È ¼Ôt‡èç vÇíôÈ èäÚì¼ì_™ÓÈ èô ùìæ vëíÔ Íí¼í×æ• ÌQíëë ÌQòíÜÀ vö ûôÇì äâì Ììí× çìë èô×È èô v¼ øìúèæ¯ ðúíçì vôìíæì ôÇì ðú èæ ùìíæë ûìËé ™Ó èô èâÇôì• çìë âÔô èóíú ÅóíûÜ ´óíúë väìúìë èô ôí. Ó[èæç ðúèæ¯ ¼ëåôÈ v¼ ™íæí×• çì èô çìë ´óúíô tøÐ ôíëèæ¯

vö ÷ìó ¼ìùíë väìúìë Ííæí×• v¼È ÷ìó èô ¼ìùíëë ÅóíûÜçì ¼íëë â×æì• ™Ó ôí.È òìæ vøíúí×• ´óíú ¼ì§ì äìùìúèæ¯ ùìíæë âìÜìë v¼îëÛ øëèóæ öì ûìè¼ ðíú öìú• çìíû çìíô «Ûììç ™Ó ¼ûìí¼ë äæô vçìÜì vôæ• ûë¤ è÷ë èût‡èçë ÌçíÜ çìíô èæûì¼æ vóßúìÈ ÛìíÜì¯ ´óíú òìæ öèó çì æì øìú çì ™Ó ôí.ë ùìæ ðíú ôé ðíû• v¼ ùìæ ÛíÜ öìßúìÈ ÛìíÜì¯ Ììë öèó ô. vÇíô ´óíúë ôì×ìôìè× vøîí×í×æ Íâæ vôìíæì èóæ Ììí¼ çì vöæ v¼ ùéçt,ìíô äìæìú¯

51¿12 «ì½èàô ÌìíÜì÷æì• ôèûçì èûíx»Ë ß ûÖìÔÖì

ùìíæë Ìì§ìÜ "÷¹ûìô" ôìûÖ†ípë '1333• È¤ 12 Ìiùš 1929' ÍôÐèå ôèûçìë Ìæ͂çâ¯ †pèå èûëìå «ìË• ôèûô óëóé ÌÓÖá xéök ¼íë\æìÇ ¾âríô ÅÁ¼ù ôëì ðíúíx¯ ôèû 1928 ¼ìíÜë vØûúìèëë «Çâ ¼:ìíð Õìôìú "â½èÜâ ¼ìèðçÖ ¼âìä"-Íë èPçéú ûìè»ô ¼í@‡Üíæë ÅíPìÓæ ôëíç èùíú èçæ ¼:ìð v½Ôìíæ èxíÜæ¯ v½¼âú «Çíâ ÌèçèÇ ðæ â½èÜâ ðíÜë ðìÅ¼ èåÅåë ÌÓÖìøô ¾½úó ÌìûÜ vðìí¼íæë ûì½ìú• øíë èûxèûóÖìÜíúë ÌíWë èÐáô ß ¼ìèðçÖ ¼âìíäë ¼@øìóô ôìäé vâìçìðìë vðìí¼íæë ûÔâìæ ðìÅí¼ë ûì½ìú¯ ¼àéçè«ú ½ë½ìÓô ôèû vâìçìðìíëë øì÷ û×íëë vâíú ÌÓÖá ¼íë\æìíÇë ôæÖì Åâì 'væìåæ'-vô Ìíæô ö- ôíë ùìæ vÐÔìíçæ¯ ßèóíô èåÔìåèÜë vëËôì v½æíô 'øíë óìÐI:' èóÜéø ëìú ùìæ èÐèÔíú ôíúôèå vëôõ ôèëíúí×æ¯ v¼lèÜ vûÐ äæè«úçìß vøíúí×¯ èóÜéø ëìíúë ôìí× ëìË v½ìâ 'øíë ûºíóû û½ë té «èçÛì û¼' æäëÜùéèç vÐíÔæ¯ æäëÜ èóÜéø ëìíúë ôìí× ëìæë ¼¤ûìó vøíú èçèæ Õìôìë ûæ†ìâò ëìË v½ìíâë ¼íà çìíóë ¾øèrô ûìè§íç èùíú øèë÷ú ôíëæ¯ èût‡ú-èûâD ëìË æäëÜ È¼Üìâíô vóÔíÜæ_òìë vöîûæ çìë v÷ìíÔ âíÔ ¼âtˈ Ðëíë æóéë vtìíçë âíçì ûðâìæ Íû¤ vûùûìæ¯ ëìËë Ûì»ìú ""Ììâìë âíçì Íôåì æùËÖ ¼óÖ èôíÐìëéë äéûíæ Íô èûëìå ûÖèkí&ë Åøèòèçíç v½èóæ vö «÷„ ¼Ô Íû¤ ¼@‡ìæ Ííæ èóíúè×íÜì çìë vôìæ çÜæì væÈ¯"" æäëÜß çìë tìÛìûÓíâ v½ìâ-øèëûìëíô Ììøæ ôíë vææ¯ ¼¤ùéç øìëóèÐæé ëìË óèóíæÈ æäëíÜë è«ú ×ìré ðíú ÅÒíÜæ¯ æäëíÜë ÈE×ì ëìË èóÜéø ëìíúë ×ìré vëËôìë vÇíôß ûí§ì èÐGé ðíú ÅÒô¯ Í ¼âú èçèæ ÌíæôlèÜ ùìæ ë÷æì ß ¼ë èóíú ëìËíô ¼âtˈ âæ «ìË ¼âøË ôíë èÐèÔíúí×æ¯ ùìælèÜ ðÜ• "×ìè§íç øëìË æìèð ÷ìú"• "öìß öìß çêâ èØíë"• "ÌìÔìë ëìíç vô vùì ÍíôÜì"• "Ììèâ èô ¼íÔ vÜì ùíð ëû"• "æì èâèåíç ¼ìÓ vâìë èæèÐ vøìðìú"• "æèðúì ôë øìë• ôÜ æìèð æóé äÜ ¼ìçìë" «Ûèç ÅíGÔíöìùÖ¯ ÍÈ ùìælèÜ "v÷ìíÔë ÷ìçô" ¼¤ùéç †íp ¼¤ôëÜç ß 21íÐ èõí¼@ë 1929 «ôìèÐç ðú¯ ôèû• ¼ëôìë ß ¼¤ùéç èÐáô æäëÜ †pèå ÅÁ¼ù ôíëæ• "ôÜÖìËéúì ûìËé-ô.é «èçÛì v½ìâ-vô""¯ "ùìíæë Ìì§ìÜ" ôèûçìë v«áìøíå ôèûçì ß ùìælèÜë ë÷æìë ¼âú ÌæÛíûë ùÛéëçì Í óèåë âíÓÖ ÌQëà ¼@øíôë ôÇì t‡ëË ôëìú¯ ôèûë ûkûÖ ùìæ ß ùìèúôìë ¼íà ßçí«ìç ¼@øôìè˜ç çì ûÄíç Ì½èûÓì ðú æì¯ ÍÈ «¼íà Ììëß Íôèå Ùåæìë ôÇì vôìíæì vôìíæì ¼âìíÜì÷ô ûíÜí×æ v½èåíôß èû÷ìë ôëì vöíç øìíë¯ æäëÜ äéûæéôìë Ùåæìèåë ûËæì èóíç èùíú èÜíÔí×æ_1928 ¼ìíÜë vØûúìèëíç æäëíÜë Õìôì ¼ØÜ èûíÐ» ÅíGÔíöìùÖ èûxèûóÖìÜíúë ôçé ×ìré ØèäÜçí˜¼ìë ¼íà ¼@øíôë äæÖ¯ ØèäÜ âúâæè¼¤íðë åìàìÈÜ âðôâìë 'ûçâìíæ väÜì' ôèèåúì †ìíâ ßúìíðó ÌìèÜ Ôì-ë ôæÖì¯ èûóÖìæëìùé ØèäÜ èææä v÷,¦ìú Ìíæô ûìÓì Ìèç¹â ôíë Í ¼âú ÌûíÐí» Õìôì èûxèûóÖìÜíú ÌWÐìíť tìçíôì+ë øìÒëç¯ ÌWÐìíté ÌÓÖìøô vâìçìðìë vðìí¼íæë âìÓÖíâ çìë ¼íà æäëíÜë øèë÷ú¯ ØèäÜ øóì âìæíçæ æì• vûìëÔìë Óìë Óìëíçæ æì¯ èçèæ èð'ó â½Üâìæ èææûíÐí» ¼ôíÜë ¼íà èâÐíçæ¯ çìë âíÓÖ Íôåì vûøíëìúì Ûìû è×Ü¯ çìë ùìíúë ëÂ ÐÖìâÜì• èôQ v÷ðìëì «÷„ Ììô»Ëéú• ôÇìûìçìú ûèºóéè:ë øèë÷ú è×Ü¯ æäëÜ çìë ûÖèk& ß âìÓíö Ììô,¦ ðæ¯ ØèäíÜë vûøíëìúì tÛìû• ûèºóéè: Ì¼¤íôì÷ ûÖûðìë ÅyÜ tìíòÖ âD æäëÜ Ùíëë ôÇì ÛíÜ öìæ¯ âìr èçæèóíæë vóÔì½ìáìíçÈ øëtøë ùÛéë Ììô»Ë ÌæÛû ôíëæ• ÙèæV

¼@øô òìèøç ðú¯ Õìôì vÇíô vØëìë øíÇ ø,ìú äìðìíä ûí¼ ÌÓÕìøô vâìçìðìë vðìí¼æíô vÜÔì Íôèå è÷èÒíç Íë ÌìÛì¼ Ììí×_""Ìèâ èûxì¼ ôèë vö• vö Ììâìú Ìâæ ôíë v÷ìíÔë äíÜ Ûìè¼íú èæíú vöíç øìíë_v¼ Ììâìë Ììäíôë æú• v¼ Ììâìë ä^Ïä^ÏìQíëë• vÜìô vÜìôìQíëë óÔ-äìùìèæúì ûa¯ çìë ¼ìíÇ æû æû vÜìíô ÍÈ v÷ìíÔë äíÜ vóÔì Íû¤ ×ì§ì×ìè§¯""

ØèäÜçí^¼ìë âíæß èûíË×íóë vóìÜì vÜíùè×Ü¯ èçèæß ææäëÜíô Íôèå è÷èÒë ¼íà "óèóíæë vóÔì" æìíâ "ùG" øìèÒíúè×íÜæ "¼+ùìç" øèrôìú «ôìíÐë äæÕ¯ Íë «èçè¹úìú ææäëÜ vâìçìðìëíô vÜíÔæ• ""ûÄíç øìëè×íæ_âìÇì IèÜíú öìíË× ûa• Íôäæ æìëé vö Íç èæVë ðíç øìíëÀ¿¿¿""¯ Ìøë Íô è÷èÒíç ""Ììâìë ûÕÇìë ëkíô ëÂéæ ëíÂë vØæì ûíÜ Åøðì¼ èöèæ ôíëæ• èçèæ ðúíçì vóûçì_Ììâìíóë ûÕÇì Ìxë ûT ÏíÓ[¯ èôQ Ììèâ âìèåë ææäëÜ ðíÜß v¼ vóûçìë ôìí× Ìxë ÌJèÜ Ììë èæíú öìû æì¯¿¿¿""

Í «¼íàë ÍÔìíæÈ Èèç våíæ ûÜì öìú ëìË v¼ìâ ß ØèäÜçí^¼ìë Ùåæì ÍôÈ ¼âíúë Íû¤ ÍIèÜ èíú Ìíæô ùG ôìèðèæ ÇìôíÜß• vÐí»ìk Ùåæì èûëð-vûóæì ¼ìâèúô Ûìëì¹ìQ ôëíÜß• çì òìúé Ûìûëø øìúèæ¯ ¼çëì¤ "ëìæÈ" Í ôèûçìë ÌìÜ@æ èûÛìû ûÜì öìú¯

"÷¹ûìô" v«íâë ôèûçìë ¼¤ôÜæ¯ v«â Ììë «ôèç ôèûë ôìíûÕë «Óìæ ÅøäéûÕ¯ ôèû è«úìíô ôÔæß vóíÔí×æ «ôèçë âíÓÕ ôÔæß ûì «ôèç è«úìë ÛìûôGæìíô Åyéèûç ôíë¯ ÍÔìíæ ôèû Ìçéç t‡èçíâóë âðçIèÜíô t‡ëË ôíëí×æ¯ öÔæ ùìíæë Ìì§ìíÜ ´óíúë ÌìQèëô Ììíûù ùìíæë ôÇì ß ¼íë ô. vÇíô ôí. ÜëÜìèúç Ûèàíç çëíàìË×ì¼ ¼è,ì ôíëí×¯ ´óú èæÂ§ìíæì Ììíûùíô ¼¤öç ß èÐGéç Ûèàíç «ôìÐ ôíë ôèû v¼È çëàèûíáøíô ¼`óëÛìíû sublimated ûì ÏÓ[ìèúç ôíëí×æ¯

"ùìíæë Ìì§ìÜ" ôèûçìú èûëð-vâóë ´óíúë ÍôÓëíæë vëìâìè`åô èû»#çìë ×ìúìøìç Ììí×¯ ôèûçìèå âìæûé v«íâë¯ v¼ v«íâ ûÕèk âÔÕ¯ æìëé ´óíúë äæÕ ÌìôÜçì Íë væøÇÕÛèâ¯ Ìæëìèùæé vö æìëéíô ùìæ èÐèÔíúí×æ v«íâë• èçèæ ùìæåô èæíÜß v«âíô væææ¯ çìÈ ôèûíô ûÜíç ™èæ ""vçìâìëë ôí. ëìèÔúì Íí¼è× vâìë ôí.ë ùìæ"" Íû¤ ÍôÇì ûÜìë øëÈ ™èæ "ÌQë çíÜ ÌQëçë vö ûÕÇì Üôìíú ëú""_v¼È ùìíæë Ìì§ìíÜ "øìß æìÈ çìë vôìæ øèë÷ú¢" ôèûçìë «èçèå ×ír Ìæ÷ìèëç øûëìíùë vûóæì vöæ Üéæ ðíú Ììí×¯ ØíÜ ôèûçìèå ðíú ÅíÒí× Íôèå èûëð-ûÕèÇç «ìíËë ùÛéë vûóæìë ÌææËæ¯ Ííç vûóæìë ùÛéëçì ÅøÜèB ôëì vùíÜß• áB âíæë äìÜì væÈ¯ ûë¤ ûíÜí×æ• "ûa vùì vöíúì ÛíÜ"_"«Ûìíç vö ðíû ûìè¼• ¼aÕìú vëíÔì æì v¼ ØÜ çíÜ¯" ¼çìë¤ "vÛìíÜì vâìë ùìæ• ¿¿¿Ììèâ ™Ó çû ôí.ë ðìë• ´óíúë vôð æú¯"_Ííç ûÕÇ «Ëíúë ôëË ¼ë ÓÏèæç ðíÜß vôìíæì Ìæíöìù væÈ¯ äéûíæë vÐ» âðçèå øöQ vöíðç v«íâ ÌìÐìûìóé• çìÈ ûíÜí×æ• "öèó Ììí¼ èóæ äìæìíúì Ììâìíë•" "ô`å øìëìíú ðíúè× vçìâìë ´óíúë ôì×ìôìè×¯"

ôèû ææäëíÜë Ììíûùóé: ´óíúë ùÛéë ÌæÛû ûìëûìë æìëé ´óúíô ÌûÜ@æ ôíë «ôìÐ vøíúí×¯ v«íâë èûë÷r ëø ß tëø âèðâì èçèæ èæçÕ æçæ ôíë ôèûçìú ùìíæ çíÜ Óíëí×æ¯ ÌèÓôì¤ÐÈ Ìøèëøèëç• èô¤ûì Íôøáéú v«â ðíÜß æìëé«ôèçë ëð¼Õâúçì çìë vëìâìè`åô ôèû´óúíô Ììô,ì ôíëí×¯ ÌQðéæ ÷Üìë øíÇ Ìí^»Ë ôíëí×æ øìèÇû è«úìë âíÓÕ Ðì×ç æìëéíô¯ ùìíæë Ìì§ìÜ v¼È ÷Üìë ûÕJæìú ¼âº èû«ÜB Ðàìíëë ôìûÕ¯

ôèûçìèåë Ìûúû ùÒíæ »²ŠìèrÔ ôÜìû+ ×í`óë Ììxú èæíúí×æ æäëÜ¯

vçìâìë ôí. ÝëìèÔûì Ìí¼è×Ývâìë ôí.ë ùìæ_6+6+6+2

*ÍÈåô ™ÓÝëíû øèë÷úÝÌìë ¼û Ìû¼ìæ¯*_×ú ×ú óÈ âìrìë ÌQÖìæ«ì¼ök èçæèå øû èæíú «èçèå ×r ùèÒç¯ Íîô ôÜìû+ ÜÙ èrøóé ûÜì öìú¯ «Çâ ß ø˜â ·t·ûô ÷ìë ×írë• èPçéú ççéú ×ú ×írë Íû¤ ÷çÇ ·t·ûô Ììå ×ír èûæÖ·t·¯ æäëÜ Ììíûù-çìè§ç çìÈ ôèûçì ë÷æìú ÛìûæÌ¼¤öâ ß èÐG ¼í÷çæçìë ÌÛìû vóÔì öìú• çìë vûÐ èô× ôèûçìë ùÒæ ß èÐGèæèâèçíç çéû Ììíûíùë ôìëíËÈ Ìíæô ¼âú ôGæìÐbÜìë ÌÛìíû ÌöÇì óéÙ ß ÛìûûìTÜÖ vóÔì öìú¯ "ùìíæë Ìì§ìÜ" ¼@øËëíø Í ¼û vóì» âk• ¼¤ðç èÐG¼è,l¯ Íë èô× èô× Ðj ß è÷r èæâìíË öíÇ,l âæèÐúìæìë øèë÷ú Ììí×¯ vöâæ_""vçìâìë ôí. ëìèÔûì Ìí¼è× vâìë ôí.ë ùìæ""_ÍÒìíæ óûìë ô. Ðjèå vçìâìë ß vâìë Ðíjë ¼íà ûÖûðìë ðßúìú «Ëúìíxí»ë è÷rëøèå Øèåíú çíÜí×¯ Íû¤ ""´óíú ôÔæ äìèùÜ vàìúìë• çìðìëÈ «èçÓ[èæÝ ôí.ë çíå ÅíÒí× Ììâìë Ìðëð ëËëèË¯ ""_´óíúë 'v«íâë' vàìúìë ôí.ë çåíëÔìú 'ûìÓì vøíú' ¼ë ß ¼àéç ¼è,l ôíë _ÍÒìíæ v¼ ôÇìèå ûÖJæìú «ôìÐ ôíëí×æ¯

*ùìíæë ûìËé v¼ ™Ó èô èûÜì¼• èâí× çìë ÌìôÜçì*_ôèûçì ß ùìæ ôèûë ÌQ¥í«ëËìë ¼è,l ðíÜß v¼ èô ™ÓÈ èÐG• æì-èô ôèû äéûíæ ùÛéëçë ÛìûìæÛèçë øèë÷ìúôÀ èû™º ôìûÖûìóéëì âíæ ôíëæ ôèûçì v¼ ™Ó ôèûçìë äæÖÈ¯ èô·Q ¼âìä ûì·t·ûçìú öìëì èûxì¼ ôíëæ• çìë âíæ ôíëæ ôèûß ¼ìâìèäô âìæ»• çìÈ ôèûçìë v«ëËìú vö-ûì·t·û èÛè+ Çìíô çìë Íôèå è÷ëQæ ëøÈ ôèûçìú «ôìÐ øìú¯ ùìíæë èøxíæß vö ùÛéëçâ ÌQíûóæìèå Çìíô çìÈ ¼ë-çëà ¼è,l ôíë ÌìK«ôìÐ ôíë¯ ùìæíô vÜìíô †ðË ôëíÜß ùìíæë t·,lìë ûÖèkùç ûÖÇìíûóæìíô t‡ëË ôíë æì¯ èô·Q ôèû âíæ ôíëæ ùìíæë ûìËé v¼ ™Ó ûìËéèûÜì¼ æú¯ v¼Ôìíæ vö ÌìôÜçì è×Ü çì ùìúíôë «ìíË ¼ì§ì äìùìú èæ èô_ÍÈ çìë ûÖìôÜ «x¯

vö ÷ìó äìùìíÜì ¼ìùë vàìúìë• v¼È ÷ìóÈ vÐìíæ æìÈ¢ _÷ìíóë ¼íà ¼â° äíÜë vàìúìë Ûìåìë èæçÖ ¼@øô _ ôìíûÖ ß èûÚìíæ Íèå téôç¯ ÷ìíóë Ììô»íË ¼â° vàìúìë Ììí¼• èô·Q ÷ìó èô v¼È ¼ìùíëë äéûæ÷ì˜ÜÖ• çìë ÛìûìèÛûÖèkíô vóíÔ æìÀ «ôèçë ÍÈ ëøè÷írë âÓÖ èóíú ÌQë¼+ìë ÍÈ äìùëíËë vö vðç v¼È v«ëËìóìré èô Íèå çìë ÌQíë ÌæÛû ôíëèæ¯ ôèûë âíæ ÍÈ «x «ôìÐ ôíëí×æ¯

ÌæÐéÜæé_3

æéí÷ë «xlèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 73 øVìë Å+ë ¼¤íôíçë ¼íà èâèÜíú vóÔæ¯ ÌæÖÇìú 51¿14 Ì¤íÐë «ì¼èàô Ììíÿì÷æì ÈçÖìèó Ì¤Ðèå ÛìíÜì ôíë ø§æ• çìðíÜÈ Å+ë ôëíç øìëíûæ¯

1' ÐæÖòìæ øëË ôëæ¯

ô' ÌQë çíû _____ vö ûÖÇì _____ ëú

_____ _____ øìß æìÈ çìë vÔìæèóæ _____À

Ô' äìæìíú Ììâìíë _____ _____ _____ ÍÈåô ™Ó öìè÷

_____ øìëìíú ðíúè× _____ _____¯

2’ “vçìâìíë ôí. ëìèÔúì Íí¼è×”_Åºèçèåë ÌÇ ß ûôJæì ûèÄíú èóæ¯

3’ “ðúíçì vôûèÜ ùìèðúìè× ùìæ• ðú vçì ôèðèæ ôÇì””•_vô ôìíô Åí!Ðô ôíë ôÇìIèÜ ûíÜí×æÀ

4’ “vö ÷ìó äìùìíÜì ¼ìùë väìúìë”_Åºèçèåë ÌÇ ß çìÁøö èûíx»Ë ôëæ¯

5’ “vÛìíÜì vâìë ùìæ”_vô• ôìíô Íû¤ vôæ ÛÜíç ûíÜí×æÀ

6’ ØèäÜçíˆ¼ì vôÀ ¼¤èá: øèë÷ú èóæ¯

51¿13 Å+ëâìÜì

ÌæÐéÜæé_1

1’ ô’ ëìäôÐì¼æ• ¼ìèâÜ• ëìËé• ÓÈúì• ëìíäôë• †ìèæ¯

Ô’ vÙìâåì• èÐôÜ• vÙìâåì• Ûéë• ß§ìß• ÌìûëË• óì¼éë• ÌìÛëË¯

2’ “Óâíôç” øèrôìú “Óâíôç” ôèûçì ß “Óâíôçë øÇ” ¼@øìóôéíúë äæô ëìäí°ìèðçìë ÌèÛíöìù Ììæì ðíúè×Ü¯

3’ 50¿2 Ì¤íÐ 1917-ë v¼ìèÛíúç èû«û «¼à ÅíGÔ ôëûìë øë ûì¤Üì ôìûô ¼ìèðíçô vö æçæ Óìëìë ¼÷æì ðíúè×Ü• çìë ôÇì ûÜì ðíúí×¯

4’ âëéè÷ôì ‘1923’• âëèÐÔì ‘1927’• âëâìúì ‘1930’

5’ ô’ vâìèðçÜìÜ-Í ‘Ô’ ¼ìúâ ‘ù’ ÛìÂìë ùìæ

Ô’ æäëÜ È¼Üìâ ‘Â’ 1922• èûäÜé-vç¯

6’ 1’ äÜìÈ 1920• øíë vØûúìèë 1921 æûöù

2’ Ììùš 1922 Óâíôç 3’ 1925• èõí¼@ë• “ÜìÂÜ”¯

7’ ô’ ß Ô’ Íë äæô «ì¼èàô ÌìíÜì÷æìë vÐ»ì¤Ð vóÔæ¯

ÌæÐéÜæì_2

1’ ô’ Åºç• ÅÜà• áëÓìë• Ðìíø• çëûìë¯

Ô’ äˆš• vûóæìë• ôìåì-ôíJ• âìèÜôì• vûóæìë• åéôì¯

ù’ ôëìÙìç• ¼ìëóìë• IËé• Ììçæìó¯

2 vÇíô 5 æ@ë «íxë Å+íëë äæô «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì ß ôèûçì èûíx»Ë ß ûôìÔôì Ì¤Ð ÛìíÜì ôíë ø§æ¯

ÌæÐéÜæé_3

1’ ô’ ÌQë-çë• Üôìíú• ùìíæë• Ìì§ìíÜ• vôìæèóæ¯

Ô’ öèó• Ììí¼• èóæ• ô.• ´óíúë ôì×ìôìè×¯

2 vÇíô 6 æ@·ë «íxë Å+íëë äæ« «ì½è àô ÌìíÜì÷æì ß ôèûçì èûíx»Ë ß ûôìÔôì Ì¤Ðèå Ûìíܓ ôíë ø§æ• çìðíÜÈ Å+ë vóßúì ¼ðä ðíû¯

51¿14 †pøJé

1’ ôìäé æäëÜ È¼Üìâ_¼è˜ çìÝ¼ìðìëì• è¼`óèðíGìÜ• ÷¹ûìô¯

2’ õ¿ ëèØôÜ È¼Üìâ_ôìäé æäëÜ È¼Üìâ ¥ äéûæ ß ¼ìèðçô¯

3’ õ¿ èâÜæ ó+_æäëÜ äéûæ-÷èëç

4’ Ìóôìøô ÌìçèÛë ëðâìæ_æäëÜ ôìûô-¼âéáì¯

5’ õ¿ vár l:_æäëíÜë ôèûçì ¥ Ì¼¤öíâë èÐG¯

6’ øè fâûà ¥ ôìäé æäëÜ È¼Üìâ äˆ Ðçû» t‡ëË ¼¤Ôôì 1406¯

7’ øè fâûà ûì¤Üì Ììôìíóèâ ¥ æäëÜ äˆÐçû» t‡ìëô-†p¯

Íôô 52 □ äéûæìæ`ó óìÐ ¥ èçæèå ôèûçì

ùÒæ

52¿1 Åí!ÐÖ

52¿2 «·t·ìûæì

52¿3 äéûæìæ`ó óìÐ ¥ ¼¤èá: äéûæû+ ß ôìûÖ ôÇì

52¿4 âÜøìÒ_1 ¥ ûæÜçì v¼æ

52¿5 ¼ìëì¤Ð_1

52¿6 «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì Íû¤ ôèûçì èûíx»Ë ß ûÖìÔÖì¯

52¿7 âÜøìÒ_2 ¥ èû§ìÜ

52¿8 ¼ìëì¤Ð_2

52¿9 «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì• ôèûçì èûíx»Ë ß ûÖìÔÖì

52¿10 âÜøìÒ_3 ¥ èÛèÔèë

52¿11 ¼ìëì¤Ð_3

52¿12 «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì• ôèûçì èûíx»Ë ß ûÖìÔÖì

52¿13 Å+ëâìÜì

52¿14 †pøèJ

52¿1 Åí!ÐÖ

«Çâ öíºì+ëôìíÜ• èûíÐ»ç èûÐ ß èçèëíÐë óÐíô Íô çëË ôèû-vùìVé ëûé\ôìíûÖë û+ vÇíô vûè§íú Íí¼ t·çQ Óëíæë æçæçë ôìûÖ¼è,ìíç ÅÁ¼ìðé ðíú ÅíÒè×íÜæ¯ çìëì ûíÄè×íÜæ ëûé\ «èçÛìë ¼ûûÖì: «Ûìû vÇíô ÌìKëáì ôëíç æì øìëíÜ• ™Ó çìë «èçÓ[èæ ðíú æçæ èô× ¼è,ì¼@·û æú¯ ôíGìÜ-ôìèÜôÜíâë vö ôèûôÜ ¼âôìíÜë v«áìøíå æçæ øíÇë ¼aìæ ôëè×íÜæ äéûæìæ`ó vûìÓ ôèë çìíóë âíÓÖ Ûìû t·ìçQÖ ß ôìûÖÛèàíç ¼ûí÷íú ÅíGÔíöìùÖ ôèû¯ Í vðæ ôèûë ôìûÖ ß ôèç ¼@øíô Ììøæìë èûíÐ»Ûìíû äìæûìë ¼íöìù Ùåíû èçæèå ôèûçì øìíÒë âÓÖ èóíú¯ Ììøèæ ôèûë_

- ôìíûÖë èû»úû·t· èæûì÷íæ ß ôìûÖèæâìíË ÌèÛæû&•
- «ôèçë ëø-ë¼-ûË-ùíaë «èç ÌíâìÜ Ììô»Ë-Íë øèë÷ú
- ôìíûÖë Åøâì ß è÷rôíG ÌææÖçì
- ôìÜí÷çæì ß Èèçðì¼íûìÓ ¼í+ß çìë ôèûçì ûkûÖ «Óìæ æú
- Èèçðì¼ ß ¼âìäí÷çæì Íô çéá æçæ vûóæìíûìÓ ¼˜ìë
- ë÷æìú èûèE×ˆçìíûìíÓë ôìëíË Ðæ̈çì ß èæäæçìë Íôèå øèëâ„Ü Øíå ÅíÒí×

● vëìâìë`åô vâäìä ß âðÁ «èçÛìë Ìèóôìëé ðßúì ¼í+ß Ìíæôåì ÌQëìxúé ðßúìú èû»#çì çìë ôèûçìë ÌQÜ† ðíúíx

● ôìûö «ôëíË Ìè÷èQç øû ¾ûè÷rö_«Ûèç èûíÐ» ¾ûèÐ,ö|èÜ ¼@øíô Íôèå ÓìëËì ôëíç øìëíûæ¯ Ìië ÍÈ ÓìëËì vÇíô äéûæìæ`ó ß çìë ¼âôìíÜë ôèûíóë ë÷æì èûíx»Ë ôíë çìíóë Ñôö ß tìçQö ¼@øíô Ìiøèæ ÌiíÜì÷æì ôëíç øìëíûæ¯

52¿2 «tìûæì

èPçéú Íôíô Ìiøèæ ÌiÓèæô ûì¤ÜìôìíûÖ 19Ð ß 20 Ðçíô vóÐôìÜùç øìÇôö äèæç ôìëíË ôèû Óâ ß ôèûôèçë ¾ûè÷rö ß tìçíQöë ôìëË ß çìë ¼¤èá: øèë÷ú väíæíxæ¯ v¼È øèë÷ú ¼ír ççéú Íôíô 19Ð Ðçíôë ôèû âÓ¼óæ ß çìë vâÙæìóûÓ ôìûö »V ¼ù øìÒ ß ÷çÇ Íôíô 19Ð-Íë Å+ëìÓ ß 20Ð Ðçíôë «ÇâìíÓë ôèûâæé»é ëûé\æìÇ Íû¤ ø˜â Íôíô ÍôìQÛìíû «Çâ öíºì+ëôìíÜ ôèû æäëÜ È¼ÜìíÏâë ôèûçìë âÓö èóíú öùÜáË|èÜ ¼@øíô Ìiøæìë Íôèå ÓìëËì äí˜ïíx¯ ûçâìæ Íôíôë ôèû «Çâ öíºì+ëôìíÜë Pìëì è÷èÿç• èôQ ¼â¼ìâèúô ¼ôÜ ôèûë v÷íú ôGæì ß «ôìíÐ èûíÐ» tçQ¯

äéûæìæí`óë «Çâ ôèûçì '"û» Ìiûìðæ"_ûsûìóé• ¾ûÐìÔ 1326' «ôìÐ• Íè«Ü• 1919 v¼È ¼âú vÇíô Ììâçö 'âçö 22íÐ Ìí=ìûë• 1954' èçèæ ôìûöë÷æì ôíë vùíxæ¯ ¼çëì¤ çìë ôìûöë÷æìë øèë¼ë «ìú 35 ûxë¯ Í ¼âúèå vÇíô 1941-Í ëûé\æìíÇë «úìË øöQ ëûé\ôìûö ë÷æìëß ¼ûí÷íú ¼âº ¼âú¯ ëûé\æìíÇë Ìæëìùéë ¼¤ÔöìßÌùèæç¯ v¼È ¼íà Ìæ¼ìëéß ôâ èxÜ æì¯ èûÐ Ðçíôë «Çâ øè÷Ð ûxíë Íióë ÌíæíôÈ ëûé\æìíÇë âíçì ðíç èùíú çìë Ûìû• Ûì»ì• x`ó Ìæ¼ëË ôíëß_vöíðç èPçéú ëûé\æìÇ ðßúì Ì¼@û•_çìÈ vÜìôóè,| vÇíô ðìèëíú vùíxæ¯ «âÇæìÇ ß Ûäàóë ëìúí÷íÓëé• ëâæéíâìðæ vÜì» Èçöìèó çìÈ èût‡ç æìâ¯ èôQ ôëËìèæÓìæ ûí`óöìøìÓöìú öçé\íâìðæ ûìùè÷• ôâóëJæ âèGô• ôìèÜóì¼ ëìú «Ûèçë âíÓö ëûé\ ÛìûìæÛèçë øèë÷ú ¼í+ß çìíóë «íçöíôë Íôèå tçQ ôèû ûöèk& Çìôìú Íëì ëèûëèxïíô ™Ó «èçØèÜç ôíëæèæ¯ tôéú ÓöìæÓìëËì èæíú tçQ Íôèå ôìûöìóÐô çíÜ Óëíç ¼í÷,| ðíúíxæ¯ Íèåß èxÜ ÌíæôìɫÐ ëûé\ xìúìx˜¯ Íëì vÜìôìúç ¼¤tìë ß vëìâìë`åô Ûìûæìë ¼è@‡Üíæë Ìíæôåì v÷,|ì ôíëèxíÜæ• ØíÜ Íëì ûì¤ÜìôìíûÖ Ìçéç ß Ûèû»öíçë ¼èaáíËë ôèû èðí¼íû è÷èÿç ðíç øìíëæ¯ èôQ øëûçé øè÷Ð ûxë ôíúôäæ ôèûíô Ììâëì vøíúèx öìíóë ôèûçì v¼ ¼âú øìÒô ¼âìäíô ¼÷èôç ôíë çíÜèxÜ¯ æäëíÜë èûíºìð• öçé\æìíÇë ó¥Ôûìó Íû¤ vâìèðçÜìíÜë vóðûìóé Å÷ìëË çÁôìíÜ æçæ Íô Ìiûð èæíú Ìií¼¯ ëûé\ Ìæ«ìèËç ß ëûé\ Ûk ¼íçö\æìÇ ó+ ûì¤Üì ôèûçìú xí`óë vóìÜì• ûìÂìèÜë ¼âìä ß «èçíûíÐë æìæì èû»ú èæíú ôìûö ë÷æìë Åøìóìæ Ôíä vøíúíxæ_ëè÷ç ðíúíx "øìGéë ùìæ"• "óíëë øìGì"• ÈÜíÐ |è§"• Íû¤ "ùìèaáé"• "æØë ô„"• "äìèçë øìèç"• "vâÇíëë" âíçì ôèûçì¯ ¼íçö\æìÇ vóèÐ èûíóèÐ ôìíûöë Ìæûìó ôíë ûì¤Üì ôìíûö vóÐ èûíóíÐë âíæìÛ èâíô ôìíx èæíú Íí¼íxæ¯ èçèæ «Çâ ùìí§ìúìÜ ÓâÛå Íû¤ 1313 ¼ìíÜ èô¤ûì çìíëì Ììíú "¼ìâö¼ìâ" ë÷æì ôíë Ì¼ìâìæö Ûåæì Ûèåíúíxæ¯ ¼íçö\æìÇ èÜíÔíxæ•_

""âìèææì èùäì• âÔ• âè`óë• ôèG• vøù˜ë
vóûçì vâìíóë ¼ìâö vóûçì ÌQíë çìë Ûë¯""_

ÍôÇì èçèæ «Çâ ûíÜí×æ vöâæ ¼çÖ• vçâèæ ¼çÖ öçé\æìÍÇë ó¥Ôûìó ß vx»èâèxç ÅE÷ìëË ß æäëíÜë èûí°ìðóé: vÙì»Ëì¯ Íióë ôèûçìú vx»-ûÖà-èû°íøë ÌìèÓôÖ ÌèæûìöÛìíûÈ ûì¤Üì ôèûçìë v¼ ¼âíúë øìÒôôÜíô Ììô,Ì ôíëè×Ü¯ Í¼û vÇíô ÍÈ ÓìëËì ä˜Ŝíæì ¼@û ðÜ vö• ëûé\ ôìûÖÓìëìë ¼ûr¼˜ìëé «Ûìíûë âíÓÖ vÇíôß ¼âôìÜéæ ôìíûÖ tìç·QÖ ß t·ôèúçì «ôìÐ ¼@·û¯ Íëì ûì¤Üì ôèûçìú Ììâóìèæ ôëíÜæ âìæí»ë ÌìÐì Ììôì)áìë ß äéûæìóíÐë ôÇì¯ ¼íçÖ\æìÇ äìèæíú èóíÜæ "âìæí»ë ¼íà âìæí»ë vÛó væÈ"¯ èçèæ vâÇëíô ûa ûíÜ ¼í@ìÓæ ôëíÜæ¯ öçé\æìÇ ÷ìè»íô ÛìÈ ûíÜ ôí× våíæ èæíÜæ• æäëÜ Ììëß ÍôÓìø Íèùíú "ûìëìàæìíô" âìç¼í@ìÓæ ôëíÜæ¯ ßèóíô vâìèðçÜìÜ ôìíûÖë ëéèç ß «ôèçë vùì§ì Óíë æì§ì èóíúí×æ¯ çìë ôèûçìë Ûìû¼¤ðèç ß Ìæâæéú vøîë» çëËçë ôèûíóë âíæ ùÛéë «Ûìû èû·t·ìë ôíëè×Ü¯ çìë "vöîûæû`óæì"• çìë ç·QÓâé vóðûìó_"ÛíÜè× ÌìKìë ôÇì âìèæ ™Ó vóíðë ¼éâìæì"_v¼ öíùë çëËçë ÌìÓèæô ôèûíóë âæíô Ììô,Ì ôíëè×Ü¯ çìô ôèûçìë Eternal Passion ß Eternal Pain_äéûæ• âçÖ• øìø-øËÖ «Ûèç äéûíæë «Óìæ «Óìæ èû»úIèÜ èçèæ ÌçÖQ väìíëë ¼íàÈ çíÜ Óíëè×íÜæ¯ ôíGìíÜë ôèûëì Ííç âD ðíÜæ¯ v«íâ\ èâr èÜíÔí×æ• "vâìèðçÜìíÜë äéûæíûìíÓ vö çéûçì "ÌááðìíÇ ™Ó ÅE×bÜ ÅE×ìí¼ ÌøûÔèúô ðíç øìèç"• çì çìë ðìíç "¼çéû ÌÇ÷ Ðìè¼ç tìç·QÖ vøíúí×¯" "Èè\úíùì÷ë âè+ôìxúé ÌæÛèçë çéû ç: ùìÆ tìó" çìë âíçì ¼èæøËÛìíû vôÅ øèëíûÐæ ôëíç øìíëæèæ¯

ÈèçâíÓÖ Ùíå vùí× v¼ìèÛíúç ¼âìä èû«û¯ Íë ØíÜ âìæ» ß âìæû ¼âìä ¼@øíô æçæ v÷çæìë ¼˜ìë Ùíåí×¯ öíºì+ë úíëìøéú vÜÔôíóë ë÷æìûèÜ çëË vÜÔôíóë âíæ ÛìÂìí÷ìëì øèëûìë ¼âìääéûíæ æìæì óíöìù óÛìûæì èæíú ÌìK«ôìÐ ôëè×Ü¯ äæ¼âìä äæäéûæ çëË ôèû ¼ìèðèçÖôíóë âíæ ùÛéë «Ûìû èû·t·ìë ôëè×Ü¯ ôíGìÜ-ôìèÜôÜâ Å+ëì-«ùèçë ôèû vùìVé ÍÈ ¼â·t· ÌèÛÚçìú ¼âº è×íÜæ ûíÜÈ çìíóë ë÷æì «ìËÐèkíç Ûëøë ðíúè×Ü¯ äéûæìæí`óë "Ó¼ë øì„èÜèø"ë Ìíæô ôèûçì v«íâ\ èâírë "«Çâì" ß ûºíóû û¼ë "û`óéë û`óæì"ë ôèûçìIèÜ ÍÈ ¼âíúë ë÷æì¯ ßèóíô "øèë÷ú" øèrôìë ÌìûðìßúìëÜìëÜç ¼Óé\æìÇ• Ìèâú ÷¹ûçé Íû¤ èûÃ vó «Ûèç ¼ôíÜÈ 1900_1910-Íë âíÓÖ äí˜Ŝí×æ¯ v«íâ\• äéûæìæ`ó• ûºíóû-Íë «ûËçìIèÜíô öèó ¼rìèúç ôëì öìú çíû ûÜì vöíç øìíë «ÇíâìK äæ öèó ðæ TÈåâÖìæéú ÌìóíÐ ¼âìä¼í÷çæ• èPçéú èæäæ• èæ¥¼à• v«â ß «ôèçí÷çæ Ììë ûè`óë û`óæìú ôèû vóðä v«íâë çéû ÌìôÜçìú ôìçÜ¯ "øèë÷íúë" ôèûëì Íèóô vÇíô «íçÖíôÈ t·ç·Q ÷èërÜáËök Íû¤ Ìíæô Ì¤íÐÈ âææÐéÜ âìèäç vûîèºô¯

ôíGìíÜë «Çâ øöìíú '1923-1930' v«íâ\ èâírë '1904_1988' ¼èûíÐ» ÅíGÔíöìùÖ Ûèâôì è×Ü¯ "«Çâì"ë '1932' ôèûçìú èçèæ ôÔíæì ûTíÜìíôë èâèÜç ÌæÛûíô• ôÔíæì ûì ÍôìQ ûÖèkùç ÌæÛûíô ¼˜ìèëç ôíëí×æ¯ ÍÔìíæ ôèûë t«ÛìÂì «ìíËë øëâ vûóæì vûìíÓë øèë÷ú Ììí×¯ çìë ûÖèkâìæ¼ vöâæ óùâ øÇ ¼aìæ ôíëí×• vçâèæ ¼ÛÖçìë èûûçíæß èçèæ èûxì¼é è×íÜæ¯ ÌæÖìíúë èûëíº çìë ôèûô. è×Ü ÌûÖÇ¯

ÌìÓèæô ûì¤Üì ôìíûÖë ÌæÖçâ øíëìÓì ûºíóû û¼ '1908_1974' øèëøË ûÖèk tìç·QÖûìóé ôèû¯ v«íâë ôèûçìíçÈ çìë ôèû& Ðèkë øË øèë÷ú¯ çìë ôìûÖ ¼ìÓæìë ™ë ëûé\æìÇíô Ìæ¼éË ôíë¯

“ââûìËé” ‘1331’ ôìûôtíp v¼ øèë÷ú Ìíí×¯ èçèæ ûíÄè×íÜæ ëûé\ìæ¼ëíË æçæ öù Ûìûæìë «ôìÐ ¼@û æú• çìíóë ôèû âìæí¼ëß âèk væÈ¯ ÌæÛû ôíëè×íÜæ• ëûé\æìíÇë ““ôìûôÖÜì âìëìKô ëíø «çìëô¯ v¼È vâìèðæé âìúìë «ôèç æì ûíÄ Ùë ×ì§íÜ õûíç ðíû v÷ìëìûìëÜíç¯”” ûºíóû v«íâë ôèû¯ Í v«â âç• Ðëéëé “«ûè+ë ôìëìùìíë û`óé• vóðä ôìâæìë Ðìíø èæëQë óD¯” èôQ ûºíóû ™Ó çìíçÈ èæâèyç Çìíôæèæ¯ Èè\ú çìë ôìí× ëø-ë¼-ùa-tøÐ ÌæÛû ôëûìë Åøìú âìr¯

ûºíóíûë æìèúôì ëk-âì¤í¼ë æìëé¯ vóðé ûíÜ çìë æìâëø èóíúí×æ_¾âírúé• ôWìûçé¯ ëûé\æìÇ “âTúì”ú ûèËçûô æìëé «ôèçíô Óèëíú èóíç æìâ ûôûðìë ôíëí×æ• çìë vôìíæì Ðëéëé ëø èóíç ÷ìæèæ¯ “âìæ¼é”• âìæ¼¼`óëé vçì ÛìûíÜìôèûðìëëËé¯ ûºíóû ß ÌìÓèæô ôèûëì vëìâìè`åô Ìçèé\ú Ìâç æìèúôìíô vóðé ëø èóíúí×æ¯ äéûæìæ`ó ß èûÃ vó çìíóë Ìëß tø,ì ôíë çÜíç øóûé vöìù ôíëí×æ_ûæÜçì v¼æ• vÐØìèÜôì vûì¼• ÌëèËâì ¼ìæôìÜ¯

øíë v«îÆ øèëËç ûºíóûíô vóíÔè× èçèæ äéûíæë Ìíâ ìÙ ¼çôèåíô ÅøÜèB ôíëí×æ_äéûíæ vöâæ ¼çô vöîûíæë Ñxö• vçâèæ ¼çô vöîûæ-ôìâæì-âk øèëËç v«îÆí&ë èæëìÛëË ëø¯ vâìð ß vâìðâèk ÍÈ óÈ èæíúÈ âìæí»ë äéûæ÷¹ ¼@øË ðú¯ çìë vÐ» øöìúé ôìíûö_“vºîøóëé Ðìè§” ‘1948’/ “Ðéíçë «ìÇæì”• û¼íQë Å+ë”• ‘1952’/ “vö ÌìÓìë ÌìíÜìë ÌèÓô” ‘1958’-Í v¼ øèë÷ú Ìíí×¯

‘1901_1986’ øèë÷ú øèrôì «ôìíÐë ôìÜ vÇíôÈ ¼Óé\æìÇ ‘1901_1960’• èûÃ vó ‘1909_1980’• ß Ìèâú ÷¹ûçé ‘1901_1986’ ôìûô øìÒíôë óè,ì Ììô»Ë ôíëè×íÜæ¯ ôèûëì ÍôÈ ¼ìâìèäô øåÛèâôìú ûì¼ ôíëß tçQ è×íÜæ¯ ¼Óé\æìÇ Ñèçðôûìðé ðíÜß çìë ôìíûô ûôìøô ÌìKìæ¼aìíæë øèë÷ú Ìíí×¯ Íô¼âú èæíáíô øûùìâé ôèûíóë Ìæ¼ìëé ûÜíÜß• øíë• çìë ôèûçìú ÌìÓèæô ôìíÜë ¼¤ðç âææÐéÜçìë øèë÷ú øìßúì öìú¯ èçèæ «ûðâìæ Ñèçðôíô ÌìK¼ìÁ ôíë ôèûçìë ëøìQë Ùåìæ¯ èçèæ çìë tôéúçìíô Ìäæ ôíëè×íÜæ èæÔç ôìëôèçë ¼ðìúçìë¯ ¼ìûÜéÜ ë÷æìíô èçèæ téôìë ôëíç ÷ìæèæ¯ ¼ìÓìëË øìÒíôë ôìí× öì tE×`ó• çìíô èçèæ ÷èûç÷ûíËë èæóÐæ âíæ ôëíçæ¯ ÍôìQÛìíû ûôèktìçQôûìóé ¼Óé\æìÇ âìæíçæ èæëì¼èk ¼Á¼ìèðíçôë Ìææô ÜáË• çìíô Ììú+ ôëìÈ ôìûô÷÷ìë vðç¯ âææ«Óìæ ôèû ûT ûôû´ç Ðj «íúìíùë èûíëìÓé è×íÜæ ûíÜÈ ÌìèÛÓìèæô ß Ì«÷èÜç Ðj ûôûðìë ôíëí×æ¯

èûÃíóë ôèûçì Í ôìíÜë øìÒíôë ôìí× ÔûÈ «çôá¯ Èèæß Íô¼âú ëûé\æìíÇë âíçì ¼`óíëë ¼ìÓæìú Ììtðé è×íÜæ¯ v÷íúè×íÜæ “Ììæ`ó• Ììæ`ó• ™Ó Ììæ`ó-èæ»ô`óæ ÌìôìÐ” èôQ èûíëìÓé øìèëøìèxôçì ¼@û è×Ü æì¯ ÏûÐé ß Ììíåèâ Ð-Í “v×ó” ôèûçìú ûíÜí×æ•_“vðÇì æìÈ ¼íÐìÛæ ëøóá ëûé\ Òìôë¯” ØíÜ ¼ìâôûìóé è÷QìÛìûæìäèæç ¼âè,ë Ìàéôìë çìë ôèûçìú Ì¼ìâìæô âöìóì vøíúí×¯ èPçéú èûxöº• vóÐÛìù• óìàì• ÐìèQë äæô ¼¤tìâ_Í ¼íûë âíÓôß èçèæ ôÔíæì èûxì¼ ðìëìæèæ¯ çìë ôìûô t«ûìô• Ûìûù@éë• vóèÐ «çéô ß è÷rôíGë øìÐìøìèÐ èûíóèÐ «çéô• Åøâì ß è÷rôíGë ûôûðìíë ¼âº¯ çìë ôèûçìë Ûì»ì èûæôì¼ ß «íúìù vôîÐÜ Ìíæô ¼âú Íôå äèåÜ ôóìè÷Á çìë ôèûçìë èû»ú ß Ûì»ì ¼ìÓìëË øìÒíôë ôìí× Íôå óëð ûíÜ âíæ ðíç øìíë¯

Ìèâú ÷¹ûçéë ÌìÓèæô è÷QìÛìûæì• æçæçë Ìèàíô ß Ûèàíô ëè÷ç ôèûçì «Çâ vÇíôÈ èûèÐ,çì Ìäæ ôíëí×¯ çìë ôèûçì Ììøìçóè,íç Ìíæôåì ¼ðä âíæ ðíÜß• v¼èå èÒô æú¯ ûë¤ ûÜì öìú çìë ôèûâìæ¼ Ìíæôåì äèåÜ ß èPÓìèûÛk¯ çìíô âíæ ðíç øìíë Ìíæôåì ÌìÓìèKô ûì èâèšô ûì âëèâúì v÷çæìë Å+ëìèÓôìëé• ûtç Íèå çìë Íô Óëíæë ×,íûÐ¯ ""èætëà ¼âí°ë çÜìú vöâæ Üèôíú Çìíô â† ¾ÐÜ ß Ùæ ÌëËì• ÙËìûç ß äÜ÷ë äéíûë èûíáìÛ• vçâèæ Óìæù@éë "¼àèç"ë ôèûë «ÐìèQë ÌQëìíÜ Üèôíú Ìí× Íô P`P ääë ÌìÓèæô âìæ¼_¼â^ú öìë ôìâ"" ÌÇ÷ öìíô øìßúì öìú æì¯ çìë ôèûâìæí¼ë èûûçíæë «Çâ tíë ût ß v÷çæìë âíÓ Ñôíô vóíÔí×æ• øíë ÅøÜèB ôíëí×æ èûÚìæ ß ût v÷çæì èóíú èûíxë ¼ôÜ ëð¼íô ÅøÜèB ôëì öìú æì¯ ""ûìèðíëë ¼ôÜ Ùåæìë çìÁøö• ¼ôÜ èûíëìíÓë ¼àèç• ¼ôÜ ¾û»íâë Ñô èæèðç Ìí× ôèûë Óìíæ¯"" çìÈ öì vóÔì öìú• çìÈ ¼û æú_ÌÇìÁ ""óè,ë óÐæ"" ¼û ôÇì æú¯ ôìíûëß Íôèå vxúçì Ìí×• çì ¼âìä-èæëíøá• ¼¤¼ìíëë ¼Ô ó¥Ô vÇíô èÛ^_çìíô Óìíæ ÅøÜèB ôëíç ðú¯ ôìû ÍÛìíû Ìèâú ÷¹ûçéíô ¼âìä vÇíô óÐíæ vøîí× èóíúí×¯ ØÜç çìë ôèûçìú óè,ë äùÁ Óìíæë äùíçë èûíëìÓ vûíÓí×_ôèûë âíÓ ÌQP`P ¼è, ôíëí×¯ Í×ì§ì Ìí× çìë ôèûçìú èûxøèÇô ôèûë Íô ÌìQäìèçô ÌèÛÚçìë øèë÷ú¯ Åø¼¤ðìíë ûÜì öìú Ìèâú ÷¹ûçé ûtèûx-¼âìäóÐæ-èûxóÐæ-Í èæúç øìëìøìë ôíë vö «Úìë ÌèÓôìëé ðíúí×æ• çì çìë ôèûçìíç äèåÜ ôíëí×¯ ôèûçìë Ûì»ìíô Ìøìç èûÐbÜ• ûìôëËíô vÛíÂ÷íë çìíç «ìíËë ¼ì§ì äìùìíç v÷íú×æ¯ ûÜì öìú çìë ë÷æìëèçíç ¼è,ÐéÜ èûÐbÜìë_(Creative violence)-Íë ¼tø, ×ìø Ìí×¯

ÌìÓèæô ûì¤Üì ôìíûë æìæì v÷çæì¼âº ¼è,ÐéÜ v«áìøíå äéûæìæí`óë ÌèûÛìû¯ äéûÁôìíÜ ûºíóû û¼• ¼Jú Ûªì÷ìíöë ôìí× èçèæ èô×åì ¼âìóë vøíÜß çìë ôèûâËé»ì âçë øë vöÛìíû téôç ß «èçVì vøíúí×• «Çâ vxèËë ôèû «èçÛìë âöìóì vøíúí×• çì ëûé\æìÇ ×ì§ì Ììë vôÅ øìæèæ¯ äéûæìæí`óë äéûæû+ ß ôìûôÇì «¼íà v¼èå ÌìíÜì÷¯

52¿3 äéûæìæ`ó óìÐ ¥ ¼¤èá: äéûæû+ ß ôìû ôÇì

ôèû äéûæìæ`ó óìíÐë ä^š 6È ØìGæ 1305• È¤ 18È vØûúìèë 1899• ûèëÐìÜ Ððíë¯ çìë øûøë»ëì Íô ¼âú Õìôì väÜìë èû¹âøíëë "ùìÅøì§ì" †ìíâ ûì¼ ôëíçæ¯ v¼èå øíë ø,ìë ÛìÂíæ Ü: ðíúí×¯ èøçìâð ¼ûìæ`ó «Çíâ ø§ì™æì øíë ÷ìôèë¼ír ûèëÐìíÜ òìúé ðæ¯ ¼ûìæ`ó ûìs Óíâ óéáì èæíúèxíÜæ¯ çìë èPçéú ør ¼çìæ`ó ûìûìë ÈÈ×ìú ôÜôìçìë è¼èå ôíÜíä øí§ «Çíâ ûäíâìðæ tíÜ èÐáôçì øíë èæíäë «èçèVç âíõÜ tíÜ «Óìæ èÐáô èðí¼íû vöìù vóæ¯ ¼çìæí`óë té ô¼âôâìëé ûìs ÷`óæìÇ óìí¼ë vâíú¯ vûÇæ tíÜ óÐâ vxèËíç ø§ûìë ¼âú çìë èûíú ðú¯ èûíúë øíëß èçèæ ôìíäë Øìíô vÜÔìø§ì ôëíçæ• ôèûçì èÜÔíçæ¯ 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।—কুসুমকুমারী দেবীর লেখা বিখ্যাত কবিতার অংশ।óÈ v×íÜ_väV äéûæìæ`ó• ôèæV ÌíÐìôìæ`ó• vûìæ ¼÷èëçì óìÐ¯ ¾ÐÐíû vÛìíë ÅíÒ ûìûìë Åøèæ»ó Ììûè+• âìíúë ùìæ ™æíçæ¯ øèë÷ìëô-øèë÷ìèëôìíóë ôìí× ùG-ùìÇì-×§ì ™æíçæ/ ùì×• øìèÔ Üçì øìçì Íóë ôìí× v÷æì¯ 1915 vç ûäíâìðæ tíÜ vÇíô âìèåôíÜÐæ øìÐ ôëìë øë ûäíâìðæ ôíÜíä ÌìÈ¿Í¿ '1917'• øíë v«è¼íõèA ôíÜä vÇíô ¼ì@‡ìèæô È¤íëèä ¼ð èû¿ Í¿ '1919' Íû¤ ôÜôìçì èûxèûóìÜú vÇíô 1921-Í Íâ¿Í¿ øìÐ ôíë è¼èå ôíÜíä

ÌÓÕÌøæÌ ™ë ‘1922’• ôíÜíäë ÌÇ-¼Wíå ôèæV ÌÓÕÌøô äéûæìæÍ`óë ôâ÷Õèç ‘1928’¯ ûÁ¼ëìèÓôôìÜ åÈÐæ èæÛë vûôìë Çìôìë øë 1929-Í âì¼ èçíæô ÔÜæìë ûìíùëðìå «ØG÷\ ôíÜíä ø§ìæ¯ ßÈ û×íëë èõí¼@íë èçèæ èóèGë ëìâöÐ ôíÜíä ÌÓÕÌøô èðí¼íû vöìù vóæ¯ v¼Ôìíæ ûèëÐìíÜë Ìèxæé ó+-ë ÛìÈíøì ¼ôâìë ó+ ôíÜíäë ¼ð-ÌÓÕá è×íÜæ¯ 1930-Íë 9È vâ ÔÜæìë v¼æðìèå †ìíâë vëìèðËé Íí:ë ôæÕì ÜìûËÕ vóûéíô èûíú ôíëæ Õìôìë ûìs ¼âìíäë âè`óíë¯ vÐìæì öìú• ëìâöÐ ôíÜä èûíúë äæÕ ×èå èóíç ÷ìúèæ• çìÈ çìë Ììë èØíë öìßúì ðúèæ¯ «ìú û×ë øìí÷ô vûôìë è×íÜæ¯ âìíÄ èô×èóæ äéûæ èûâìë Ííä`å-Íë ôìä ôíëí×æ¯ èô×èóæ ûaë ¼íà ûÕû¼ìß ôíëí×æ¯ äéûæÓìëíËë Íôâìr Åøìú ùð èÐáôçì_ÍÈ ¼óéÙ Ìaôìíëë èóíæë øèë÷ú øìßúì öìú Í ¼âú ëè÷ç ôèûë ôçôIèÜ ùG ß èçæèå ÅøæÕìí¼¯ öìë ¼aìæ ôèûë äéûÁôìíÜ vâíÜèæ¯ ÌûíÐí» ôèû 1935-Í ûèëÐìÜ-Í ûäíâìðæ ôíÜíä È¤íëèäë òìúé ÌÓÕÌøô øíó èæök ðíÜæ¯ åìæì Íùìíëì û×ë v¼Ôìíæ ÌÓÕÌøæì ôíëí×æ¯ âìíÄ 1943-Í Íôûìë †éí,‡ë ×èåíç ôÜôìçìú Íí¼ vûè§íú vùí×æ¯ 1946-Í vóÐ èûÛìíùë vûÐ èô×èóæ Ììíù ôíÜä vÇíô ×èå èæíú ôÜôìçìú Ììí¼æ• Ììë èØíë öìæèæ¯ û×ë óíúíôë äæÕ Ììûìë vûôìë¯ âíÓÕ ôíúôâì¼ ¼Jú Ûªì÷ìíöë v÷,ìú “¼óèæô tëìä” øèrôìë ëèûûìíëë ¼ìèðçÕ èûÛìíùë ¼@øìóæì Ûìë øìæ¯ v¼ û×íëë Ðìëó ¼¤ÔÕìß ¼@øìóæì ôíëæ¯ ÍëÈ âíÓÕ tø,ì ðÜ ¼ì¤ûìèóôçì çìë Óìíç væÈ¯ 1947-Íë âìÄìâìèÄ v×í§ vóæ¯ Íëøë èûÚìøæ vóíÔ ÷ìôèë óëÔìt• ûaíóë ôìí× Ììëèä äìæìíæì¯ «ìú Ìì§ìÈ û×ë vûôìèëí&ë øë 1950-Íë v¼í{@íë Ô§ùøë ôíÜíä ÷ìôèë øìæ¯ v¼Ôìíæ vðìíšíÜ Çìôíçæ Ììë ¼íöìù vøíÜÈ ÷íÜ Ìì¼íçæ ôÜôìçìú¯ æìæì øìèëûìèëô ¼â¼Õìú äâèëç äéûæìæ`ó Í ¼âú óèfQì«ûË ðíú øí§æ¯ té èû¿ èå¿ vç Ûèç ðíúí×æ¯ ûÜì öìú ¼¤¼ìë çìëÈ Ùìí§- èçèæ Ì¼ò ðíú ø§íÜæ¯ ôèûß «ìúÈ ×èå èæíú ôÜôìçìú Çíôæ• ÌûíÐí» vØûúìèë 1951 vç ÷ìôèë ×ìí§æ¯ Ììûìë vûôìèë• Ììûìë ÷ìôèë vÔìäì¯ 1951 vç ÍèÐúìèåô v¼ì¼ìÈèåíç èë¼ì÷ Íè¼íšÍ`åë äæÕ Íû¤ ÷ìë÷\ ôíÜíä ÌÓÕÌøæì• Ìòìúé ûÕû¼ì• Ììë ¼Jú Ûªì÷ìíöë ¼øìèëíÐ ôèâGì ûÕìèW¤ ôíøìíëÐíæ ÷ìôèëë v÷,ì ôíë ûÕÇ ðæ¯ 1952 vç ÜìûËÕ óí¼ èû¿èå¿ øìÐ ôíë tìíÜ ÷ìôèë vøíÜ «ìÇèâô ¼â¼Õì vâíå ûíå èôQ Åóíûù ôíâèæ¯

1952-ë æíÛ@ë vÇíô 1953-ë vØûúìèë øöQ ÷ìë âì¼ ûè§Ðì èûíûôìæ`ó ôíÜíä èÜÛ ÛÕìíóèAíç ÌÓÕÌøæì ôíëæ¯ ôìùä vóíÔ Ììíûóæ ør øìèÒíú 1953 âì÷ Øèôë÷ìíó ôíÜä• õìúâ„ðìëûìíë• vùìøìÜ ëìíúë ¼øìèëíÐ ÷ìôèë ðíÜß ¼ì¤¼ìèëô Ì¼èûÓìë ôìëíË vöìù èóíç øìíëææè• ØíÜ åÈÐæ èæÛëÈ äéûæÈ ÷Üíç Çìíô¯ ÌûíÐí» 1953-ë âìÄìâìèÄ Åk xéëìíúë v÷,ìíçÈ ÌÓÕá èûäúôÃ Ûªì÷ìíöë ÌìæôíÜÕ äéûæìæ`ó ðìß§ì ùìÜ¼ ôíÜíä ÌÓÕÌøæì vøíÜæ• v¼Ôìíæ Ììâçõ ÷ìôèë ôíëí×æ¯ ÈçÕû¼íë ÌÓÕÌøô Tâìúæ ôûéíëë çÁøëçìú èõ¿ èø¿ ÌìÈ øèëâÜ ëìíúë ¼ìðìíöÕ Íû¤ ëìäÕ ¼ëôìíëë Íû¤ èóèGë Íôèå ôíÜíä ÷ìôèëë ¼íöìù Íí¼è×Ü• äéûæìæ`ó vöíç ÷ìæèæ¯ ôÜôìçìú Í¼âú ôèû ôíÜíä ÌÓÕÌøô èðí¼íû ¼ðôâé ß ×ìréíóë ôì× vÇíô vöâæ vçâèæ ôèû èðí¼íûß ûÕìøô «èèç ¼âìóë ß âöìóì ÜìÛ ôëí×æ¯ ôèûâðÜ ×ìè§íú çìë ÔÕìèç ûìÈíëß ×è§íú øí§í×¯ øèëûèÓç “ûæÜçì v¼æ” 1952 vç è¼ùíæå v«¼ «ôìÐ ôíë¯ †pèå èææÔÜûà ëûé\ ¼ìèðçÕ ¼í@‡Üæ ôçô 1953 ¼ìíÜë vxV ôìûÕ†p èðí¼íû téôèç vøÜ¯ 1954 äìæúìèëíç è¼íæå ðíÜë ôèû ¼í@‡Üíæ ôèû tëè÷ç øí§

vÐìæìíÜæ¯ Í û×ëÈ 13È Ì í=ìûë vûçìëíôí\ë ôèû-¼è@‡Üíæ ôèûçì ø§íÜæ¯ 14È Ì í=ìûë èûíôíÜ Ìæ0âæt› ôèû ëì¼èûðìëé ß Ü0ìAõìÅæ vëìíõë ¼¤íöìùòíÜ åìíâ ÷ìøì øí§ Ð@æìÇ øè„ ç ðì¼øìçìíÜ ¼¤Úìðéæ Ìûòìú Ûèç ðíÜæ¯ v¼Ûìíûè ôíúôèóæ ôìåÜ• vÐí» v¼øèåô èæÅíâìèæúìú Ìì¹ìQ ðíú 1954ë 22vÐ Ì í=ìûë ëìíç vÐ» èæxì¼ ç0ìù ôíëæ¯

ôìû0ôÇì_äéûæìæ`ó ¾ÐÐíûë âìíúë ôìí× ôìû0÷÷ìë v«ëËì vøíúí×æ¯ âì ô¼âôâìëé ¼¤¼ìíëë ôìíäë Øìíô ôìû0÷÷ì ôëíçæ¯ t·Ûìûôèûë ¾æøíË0 èçèæ âíÔ âíÔ ôèûçì ë÷æì ôëíçæ¯ "ûsûìóé"• "âôÜ"• ß "«ûì¼é"vç çìë vûÐ èô× ôèûçì «ôìèÐç ðíúí×¯ ûìûì ¼ç0ìæ`ó ûìs¼âìíäë âÔør "ûsûìóé" ¼@øìóæì ôíëæ¯ ÍÔìíæÈ äéûæìæí`óë "û»ì Ììûìðæ" Ðé»ô ôèûçì Íè«Ü 1919 '¾ûÐìÔ 1326' «Çâ «ôìèÐç ðú¯ çÔæ èçèæ ¼ó0 èû¿ Í¿ øìÐ ôíëí×æ¯ ôèûçìèåë vôìæ Ì¼ìâìæ0çì è×Ü æì¯ øíë è÷+ëJæ ôìí¼ë âç0íç ""vóÐûa «úìíË"" ûàûìËé"íç• Íû¤ Ìæ0ìæ0 ôèûçì ôíGìíÜ• «ûì¼é• Óø×ìúì• èûäÜé• ôìèÜôÜâ• «ùèç• ôèûçì «Ûèç øèrôìú «ôìèÐç ðú¯ Í øöQ ¼¤ùðèç ôèûçìë ¼¤Ô0ì 599èå 'vóûè«¼ìó ûí`óìøìÓ0ìú ¼@øìèóç äéûæìæ`ó ôìû0¼¤†ð'¯

গ্রন্থপঞ্জি

[জীবদ্দশায় প্রকাশিত]

কবিতা

১. ঝরাপালক (১৯২৭)

২. ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬)

৩. বনলতা সেন (১৯৪২, কবিতা ভবন সংস্করণ)

৪. মহাপৃথিবী (১৯৪৪)

৫. সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮)

৬. বনলতা সেন (১৯৫২, সিগনেট প্রেস সংস্করণ)

৭. জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৪)

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

কবিতা

১. রূপসী বাংলা (১৯৫৭), ২. ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৫৭, সিগনেট প্রেস সংস্করণ, ভূমিকা ঃ অশোকানন্দ দাশ) ৩. বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১, ভূমিকা ঃ অশোকানন্দ দাশ), ৪. মহাপৃথিবী (১৯৬৯, সিগনেট প্রেস সংস্করণ, সম্পাদনা ঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫. সুদর্শনা (১৯৭৪, ভূমিকা ঃ গোপাল চন্দ্র রায়), ৬. জীবনানন্দ দাশের কবিতা (১৯৭৪ ভূমিকা ঃ আব্দুল মান্নান সৈয়দ), ৭. মনবিহঙ্গম (১৯৭৯), ৮. আলোপৃথিবী (১৯৮১, ভূমিকা অশোকানন্দ দাশ), ৯. রূপসী বাংলা (১৯৮৪, প্রতিক্ষণ সংস্করণ, সম্পাদনা ঃ দেবেশ রায়), ১০. জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮৬, দ্বি. সং. ১৯৯৩, সম্পাদনা ঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ), ১১. জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ (১৯৯৩, সম্পাদনা : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

52¿4 âÜøìÒ _ 1 ¥ ûæÜçì v¼æ

ûæÜçì v¼æ

ðìäìë û×ë Ó"íë Ìììâ øÇ ðìèåíçè× øèÇûéë øíÇ•
è¼¤ðÜ ¼â° vÇíô èæÐéíÇë Ìaôìíë âìÜú ¼ìùíë
Ìíæô Ùíëè× Ìììâ/ èûè@¼ìë ÌíÐìíôë Ó¼ë äùíç
v¼Ôìíæ è×Üìâ Ìììâ/ Ììíëì óë Ìaôìíë èûóÛ æùíë/
Ìììâ ôìQ «ìË Íô• ÷ììëèóíô äéûíæë ¼â° ¼íØæ•
Ììâìíë ó-ó„ ÐìèQ èóíúè×íÜì æìíåìíëë ûæÜçì v¼æ¯

÷Ü çìë ôíûôìë Ìaôìë èûèóÐìë èæÐì•
âÔ çìë xìû·téë ôìëôìö/ Ììçóë ¼âí°ë "øë
ðìÜ vÛíÂ vö æìèûô ðìúìíúí× èóÐì
¼ûä Ùìí¼ë vóÐ öÔæ v¼ v÷ìíÔ óìëè÷èæ-Péíøë èÛçë•
vçâèæ vóíÔè× çìíë Ìaôìíë/ ûíÜí× v¼• "Íçèóæ vôìÇìú è×íÜæÀ"
øìèÔë æéí§ë âíçì v÷ìÔ çíÜ æìíåìíëë ûæÜçì v¼æ¯

¼â·t· èóíæë vÐí» èÐèÐíëë Ðíjë âçæ
¼aÔì Ììí¼/ õìæìë vëìí°ë ùa âí× vØíÜ è÷Ü/
øèÇûéë ¼û ë¤ èæíÛ vùÜ øì„èÜèø ôíë Ììíúìäæ
çÔæ ùíGë çíë väìæìèôë ëíÂ èÄÜèâÜ/
¼û øìèÔ Ùíë Ììí¼ _ ¼û æóé _ Øëìú Í-äéûíæë ¼û vÜæíóæ/
Çìíô ™Ó Ìaôìë• âíÔìâèÔ ûè¼ûìë ûæÜçì v¼æ¯

52¿5 ¼ìëì¤Ð _ 1

Ìíæô Ììíûù Ììôì)âì ÌìôÜçì èæíú Ììí˜»ìú t·« öÔæ ôìQ• øÇíô âíæ ðíúí× óë«¼ìëé• äéûíæë ÷ììëèóíô ¼íØæ ¼â° ÅóíûÜ ðíú ÅÔí× èô·Q ðìåìë vÐ» ðúèæ _ è¼¤ðÜ ¼â° vÇíô èæÐéíÇë Ìaôìíë âìÜú ¼ìùë øöQ _ èûè@¼ìë ÌíÐìíôë Ó¼ë äùÁ vøèëíú ¼óë èûóÛ æùíë ðìÜÛìÂì èóíÐðìëì æìèûíôë ôG äùíçë ¼aìíæ• ÍâæÈ ¼âú èâíÜí× óóí„ë ÐìèQ_

"øìèÔë æéí§ë âíçì v÷ìÔ çíÜ ûíÜí× v¼
Íçèóæ vôìÇìú è×íÜæÀ"

Ììç: ´óú ÌûíÐí» èóíæë vÐí»• ¼aÕì æìíâ väìæìèô äíÜ• v¼È Ìaôìíë ¼û ôìä v¼íë âíÔìâèÔ û¼ûìë ÌûôìÐ øìú¯

52¿6 «ì½èàô ÌìíÜì÷æì Íû¤ ôèûçì èûíx»Ë ß ûÖìÔÖì

"ûæÜçì v¼æ" ôèûçìë «Çâ «ôìÐ "ôèûçì" øèrôìú 'vøí» 1342Í' vâìå 12èå ôèûçì èæíú ûæÜçì v¼æ ôìûÖ†íp Íèå ¼¤ôèÜç ðú¯ "ôèûçì Ûûæ" «ôìèÐç ÍÈ †pèåë «ôìÐ vøí» 1349 È¤ èÕí¼@ë 1942¯ †pèå «ôìÐâìr æìâôèûçì ¼ð ôìíûÖë ¼ìâè†ô ÌìíÜì÷æì ôíëæ¯ "ôèûçìú" ûºíóû û¼ ß "÷çëíà" ÌìûÜ vðìí¼æ ¾÷r• 1349/ "Íôô"-Í ™º¼+ û¼ ¾ûÐìÔ-¾äÖV• 1350 Íû¤ ¼Jú Ûªì÷ìö• "èæëk"• Ìì»ìÆ 1350 ¼¤ÔÕìú ôèû äéûæìæ`ó ¼@øíô ÌìíÜì÷æìôìíÜ "ûæÜçì v¼æ" ôèûçì ¼@øíô çìë ôÇì ûíÜí×æ¯ ûºíóû û¼ èÜíÔí×æ• "äéûæìæí`óë ôèûçìë ¼ë Íôûìë ôìíæ ÜìùíÜ çìíô vö vÛìÜì Ðk¯ óë vóíÐë• çì vöæ Ììôè†‡ô• Ùíëìúì ôÇìë ¼íà ÌìôìÐ-èûðìëé• ôGæìë ¼¤èâxíË çì øíó øíó Ì«çÖìèÐç¯ äéûæìæí`óë äùÁ ¼@øËëíø v÷ìíÔ vóÔìë äùÁ¯ ëûé\æìÇ äéûæìæí`óë ôèûçìíô "è÷rëøâú" ÌìÔÕì èóíúè×íÜæ¯ ¿¿¿¿¿¿ çìë ôìûÖ ûËæì ûTÜ• çìë ûËæì è÷rûTÜ• Íû¤ çìë è÷r ûËûTÜ¯ çìë ôèûçì Èè\ú †ìðÖ• çíû• «Çíâ óè,¦• øíë tøÐ¯ çìë âæ t·ÛìûçÈ óÐÕèûÜì¼é ß tøÐ èøøì¼¯ ¿¿¿¿¿¿äéûæìæ`ó èÜíÔè×íÜæ• ""ÅøâìÈ ôèû&¯"" çìë ôèûçìú Åøâìë ×§ì×è§¯ çìë Åøâì ÅyÜ• äèåÜ ß óëûùìð¯ _ vôìæ ÌèÛæû èûíÐ»Ë• èô¤ûì øëìíæì èûíÐ»íËë t·ôéú ûÕûðìë• Íâæèô vôìíæì èûíÐ»Õ øíóë ëøô «íúìù _ Í ¼â·t·È vçì Åøâì¯ _ äéûæìæ`ó öÔæ ûíÜæ _ ûíÜí× v¼• ""Íçèóæ vôìÇìú è×íÜæÀ""

øìèÔë æéí§ë âíçì v÷ìÔ çíÜ æìíåìíëë ûæÜçì v¼æ¯ _ çÔæ vûìÄì öìú ôèûë âæ ôéÛìíû ôìä ôíëí×¯ æìíåìíëë ûæÜçì v¼íæë vö v÷ìíÔë ¼íà øìèÔë æéí§ë Åøâì• v¼È æìíåìë• ûæÜçì v¼æ Íû¤ çìë v÷ìÔ Í ¼â·t·È vö vôìíæì ¼ûíóÐ ôìÜûÕìøé Ûìíûë Åøâì âìr çì ÅøÜèB ôíë Ììâìíóë èût‡íúë ¼éâì Çìíô æì¯

ÌìûÜ vðìí¼íæë ûkûÖ _ äéûæìæ`ó ÍôìQÛìíûÈ èûèÐ,¦ âìæè¼ô Ûèàë «çéô¯ ëûé\ Ñèçðâk ðíúß• èçèæ ÍôìQëíøÈ vëìâìè`åô¯ Ùìûíô èçèæ ôíúôèå Ô„ Ô„ ×èû èô è÷Qìë âÖÖ èóíú «ôìÐ ôíëæ¯ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ôèûë ôìíûÖë «ìË ðÜ Ììç èâxíË• Ìçéíçë ¼íà ûçâìíæë¯ øíëìíæìë ¼íà æçíæë¯ Ì¼@íû-¼@íû Íí¼ vóíÔæ æìíåìíëë ûæÜçì v¼æíô v¼ øìèÔë æéí§ë âíçì v÷ìÔ çíÜ ûíÜ ""Íçèóæ vôìÇìú è×íÜæÀ"" Ììôè†‡ô èût‡íúë èûóÖÁ tøíÐë èÐðëË ¼˜ìèëç ðú¯ ÍåìÈ äéûæìæí`óë våôèæô¯ ™º¼+ û¼ë âíç "ûæÜçì v¼æ" ûì¤Üì ¼ìèðíçÕ èæ¥¼í`óíð Ìâë ¼è,¦ Íû¤ ëûé\æìíÇë øë Íç ¼`óë ß ¼ìÇô vëìâìè`åô ôèûçì Ììë ¼è,¦ ðúèæ ûÜì öìú¯ ¼Jú Ûªì÷ìö âíæ ôíëæ äéûæìæ`ó Èíúå¼-Íë âíçì Ìçéç äùíç Ììë tí«ë û·t·íç v¼í`öö Ôíä øìæ¯ ûæÜçì v¼æ-Í Íâæ Íôèå äùíçë äæÖ Ììôì)âì çìë ûÖk ðíúí× vöÔìíæ ´óíúë ÈE×ì Ììë ÌæÛèçë ß ôGæìë ÅGì¼ çé: vøíç øìíë¯ ôèûë v«âì ôìçë ´óú Ìçéíçë ¼â·t· vâìð vöæ ÍÔìíæ «ôìÐ vøíúí×_ çìë ÌQðéæ v«âìæÛèç vô\éÛç ðíúí× "ûæÜçì v¼æ"-Í_

""÷Ü çìë ôíûôìë Ìaôìë èûèóÐìë èæÐì

âÔ çìë xìûQéë ôìëÔìöÖ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¯"" _ æìíåìíëë Íôèå ¼ìÓìëË æìëéíô _ ôèûë v«âìæÛèç

ôìëôìöÔè÷ç ôíë çíÜí×¯ ôèûë Ìììûíùë vöæ ôìûôâú «çéô v¼¯ ûæÜçì v¼æ" v«íâë èæèû§çìú âç ëø ×ì§ì Ììë èô× æú¯ vö ëø äéûæìæ`ó ¼è,| ôíëæ Ìììûíùë çì§æìú çì ™Ó óíÐôë èû»úéÛç æú• çì ÅøÜèBëß_ÍÔììæÈ äéûæìæí`óë t·í÷çæ t·ôéúçì¯

"ûæÜçì v¼æ" ôìûô†p «ôìÐ øíû ôèûß ôèûçì øèrôìë «ìÇèâô «èçè¹úì ÌííÜì÷æì ôëì ðÜ¯ èçèëíÐë óÐíô vö ôèûë ôìûôöìrì ™ë «ìú Íô óÐô øíë çìë «ìÇèâô t·ôèç ÜìÛ ÙåÜ¯ ÍÈ èûÜè@·ç t·ôèçë ôìëËß vö t·ú¤ äéûæìæí`óë_çìë ÌQâÔé ùðæ âæ• ùÛéëçë ÛìûìæÛèç• çìë ÌÛìûæéú ôGæìë Ñxö• Ðj èæûì÷æ ß è÷r ë÷æìë èût‡úôë áâçì¯ çìÈ "ûæÜçì v¼æ" ôèûçìèåë èû÷ìë èûí×»íË ¼âìíÜì÷ôíóë óè,|Ûèàíç èûèÛ^çì ß ¾ûè÷írôë øèë÷ú øìßúì öìú¯ ôèûçìèå Íô ¼âú ôìûôìíÜì÷æìë Ìì¼íë «÷„ ÌííÜì§æ çíÜè×Ü¯ ôèûçìèå ÌçôQ äæè«ú• vôÅ vôÅ Ííô ôèûë vxVë ë÷æì ûíÜí×æ¯

èçæ ·t·ûíô 18 ×ír ëè÷ç ôèûçìèå ôçôlèÜ Ì«çôìèÐç Ðjíöìäæìú Íâæ Íôèå Ì¼ìâìæô ôìûô èÐG ¼è,| ôíëí×• çì ÌçôQ lë&øË¯ ôèûçìèåë Ììë@· "ðìäìë û×ë Óíë Ììèâ øÇ ðìèåíçè× øèÇûéë øíÇ"_vöæ vôìæ óëìùç ôGæìë äùíç äéûíæë ÌìÛì¼ èæíú Íí¼í×_ÍÈ èæëQë ÷Üìë âíÓô Èèçðì¼-ÛíùìÜ ×ìè§íú èô× Ììí×¯ èôQ ôèûçì ôèûë ÌæÛû vÇíô ¼,|_Íë ÅÁ¼• Ììèó-ÌQô ¼aìæ óëûùìð¯ çìÈ è¼¤ðÜ ¼â°• âìÜú ¼ìùë èûè@¼ìë ÌíÐìíôë û·t· äùÁ vÇíô ôGæì ûôJæìÇ ¼aìæÈ tìÛìèûô¯ Í vÇíô Íôèå vóíÐ ß ôííÜ ûôì: èû·téË äùíçë öôæ ÌìÛì¼ Ìì¼í×• çìë âíÓô Ìôt‡ìÁ vôìíæì øèë÷úðéæì æìíåìíëë ûæÜçì v¼æ• öìë «¼à våíæ çìëÈ ôì í× äéûíæë ¼íØæ ¼âí° Ûì¼âìæ èæóìëË Ìèt·í&ë Ûìíë ôìQ «ìíËë óó„ ÐìèQ øìßúìú ¼¤ûìó_û·t·ç• v¼È ëâËéú Ì¼ìâìæôçìíôÈ «èçèVç ôíëí×æ¯ Åøòìøæìë ÌèÛæûí& æìíåìíëë ûæÜçì v¼æ ôìûô ëè¼íôë ôìí× vðíÜæ ûì èûúìèrí÷ë âíçì è÷ëôìíÜë Íôèå t‡ëËéú «èçâì ðíú Ììí×¯

ôèûâìæ¼é ¼@øíô ÌìÓèæô ôèûíóë óè,|Ûèà ëûé\æìÇ vÇíô Íôå t·çQ¯ ëûé\æìÇë ôì í× çìëì âíæìíÜìíôë ûìè¼`óì• Ìíóðé_«ôèçë èûè÷r âèðâìú_¼aôìë ëèkâ ûíË• Ï»ìë ôæô tíË• æéÜ ÌìôìíÐë æééÜâìú-t·øæ÷ìèëËé¯ û°íóû-äéûæìæ`ó-èûÃíóë ôì í× çìëì Ðëéëé ëkâì¤í¼ë æìèé_çìÈ çìíóë æìâ ëø Ììí×_Íâæôé äéûæìæí`ó ùìÈ vùìrèå øöQ_æìíåìíëë ûæÜçì v¼æ¯ vëìâìè`åô v«íâë Ìçéè\ú Ìâç æìèúôì ÍÔìíæ vóðé Íû¤ vÛííùìèÜôçìú âç ðíú ÅíÓí×¯ çìÈ øèûçé ·t·ûíôÈ çìë Íôèå ûËæì øìÈ¯ ûæÜçìë Åøòìøæì øíû_çìë óóí„ë ÐìèQ vóßúìë äæô vö «ÐìQ âìÓö øìÔô ÅøÜèB ôíëí×• çìíçÈ ÌæÛû ôëì èùíúí× çìë èt·D ûôèkí&ë Ììô»ô ß øëâ ëâËéúçì¯ ôèûë vóßúì ûËæìú äìæì öìú ôèû ôé ôíë èçíÜ èçíÜ çìíô ¼è,| ôíëí×æ_Ðjíô ôç ¼ðíä ûôûðìë ôíë Íôèå Ìøëø v¼í`óíöë äùÁ ¼è,| ôëì öìú¯ ÷Ü çìë ôíûôìë Ìaôìë èûèóÐìë èæÐì¯ âô çìë xìû·téé ôìëôìö¯ ôìèÜóìí¼ë ôGæì ¼è,| v¼í`óö äùíçë v¼È Ìtø,| ôG äùíçë èûèóÐìë Ìaôìë ëìèrë vÇíôß ôííÜì öìë ÷Ü• âô öìë «ì÷éæ Ûìt·öôÜìë vùíëíûìyÜ ÌÓôìíúë xìû·téë ôìëôìíöë âíçì_ÍâæÈ Íôäæ ûæÜçì v¼æ¯ ÍÈ ÅíGíÔÈ øìôô ôèûë ¼íà ôèû ÌæÛç v¼í`óö äùíç èû÷ëË ôíë Íâæ vôìíæì Íô ëâËéú ëøíô ôGæì ôíëí×æ öì Èíçìøíû vôÅ ôíëèæ¯ äéûæìæ`ó çìë øìôôíô vöæ Íô Ì«çôìèÐç äùíçë Ììëß Íô Ì«çôìèÐç æìèéé ¼aìæ èóíÜæ• öì è×Ü Íçèóæ ÍíôûìííëË ÌÛìûæéú¯ ûæÜçì v¼æ• çìÈ Íô ¼÷ôèç-ôëì ôèûçì¯ Ììäß ûæÜçìë v÷ììíÔë ûËæì_"øìèÔë æéí§ë âíçì v÷ìÔ"_™Ó Íôèå è÷rôG æú• çì vöæ ùÛéëçë ûôJæìú ¼˜ìë ôíë ÌQíÜìôíô ÌìÈ×^ ôíë¯ Íèóô vÇíô øìèÔë æé§ ™Ó æé§ æú•

øìèÔíóë ôìèQ Ìøíæìóæ ß ÐìèQë æé§¯ v¼È èûxìèt· ß ÐìèQë Ììxì¼ Ììí× ûæÜçìë v÷ìíÔ_v¼ v÷ìÔ Ììxú vóú• ôìèQ Ìøíæìóæ ôíë• ÐìèQ vóú¯ Åøâìèå Íèóô vÇíô ¼ìÇô¯ ôèûçìèå ÍÔìíæÈ vÐ» ðúèæ¯ Íëøë äéûæìæ`ó çìë øìÔôíô Ììøìç èû»ìóâú vùìÓèÜë Íô èæ¥¼à äùíç èæíú vùí×æ_""¼û øìèÔ Üíë Ììí¼_¼û æóé""_ÍÈ «çÖìûçíæë ûìçì âìr óèå Ðíj èûÓç ðíÜß• Íë ùÛéëçì ¼óë «¼ìëé¯ ôèû ôèûçìë «ÇíâÈ ôìÜ vtìíçë «ûðâìæçìë Èèàíçë 'ðìäìë û×ë Óíë øÇ ðìëìú' ¼íà è÷ëQæ èæ¥¼àçìë ¼ðä ¼íçÖë ÌìÛì¼ èóíúí×æ• çì èPçéú Íôèå Ùåæìë øåÛèâ ë÷æì ôíëí×¯ "¼û æóé_Øëìú Í-äéûíæë ¼û vÜæíóæ"_äéûíæë óôÜ vûíú ÷Üìë æóé ûì ôìÜ«ûìíðë øíëß ÌûèÐ,¦ vÇíô vöåô ¼âú• v¼èåÈ vçì ôèûë ôGäùÁûìè¼æé ôèû âìæ¼éíô Íôìç Ììøæ ôíë øìûìë âðç _ ""âíÔìâèÔ ûè¼ûìë ûæÜçì v¼æ""_ûæÜçì v¼æ çìëÈ âç «çéô¯ ûíæë Üçì vöâæ è÷é ÐÖìâÜçìë «çéô vçâèæ ûæÜçì v¼æß âìæûéú v¼ì`óíöë óèè:âú «ôìÐ_v¼ ôìèQðìëé ÐìèQë èæèfç Ììxú¯ Íèóô vÇíô ôèûçìèåíô v«íâë ôèûçì èðí¼íû Óëì öìú• èôQ ôèûçìèåë vôìÇìß ûæÜçìíô è«úì ¼í@ìÓæ ûì ôGæì ôëì ðúèæ_ôèûë Ììí÷ëíËß çìë ÌìÛì¼ væÈ¯ çìÈ ôèûçìèåíô ûÜì öìú èæèûíÐí» v«íâë ôèûçì_æìëé øëí»ë øìëtøèëô ¼@øô æú• øìëtøèëô Ììô»Ë ÍÈ ôèûçìèåíô Ìíæôåì ëð¼Öâú ôíëí×¯

vôìíæì vôìíæì ¼âìíÜì÷ô Íäæö ûæÜçì v¼æ ôèûçìú âðì¼âíúë ¼íà âðìäéûíæë ÌæÛíûë øèëí«èáíç ûçâìæ äéûæíô vóíÔí×æ¯ çìíóë âíç ôèû vöâæ ûçâìæ ¼âút èpíç èæèû,¦• æìíåìíëë ûæÜçì v¼æ vçâèæ Ììí×æ¯ Ííç vöâæ Ìaôìë Ìçéç ß Ìaôìë Ûèû»ÖÁ âìíÄ óóí„ë ÐìèQë ûçâìæ_èôQ v¼ß Ìçéç vÇíô èûèE×^ æú• çìÈ èâÜæ âðíçÈ ûíÜí×_"Íçèóæ vôìÇìú è×íÜæÀ" Èèçðì¼ë Ìçéíçë äéûæíûìíÓë vö ôG×èû ôèûë âíæ Óëì øí§í×• çì-È èçèæ vóÔíç vøíúí×æ æìíåìíëë ûæÜçì v¼æ ß öìë "÷Ü ¿¿¿ ôíûôìë Ìaôìë èûèóÐìë èæÐìë" âíçì• çìë âÔ vöæ ""xìû·téë ôìëôìö""¯ ôìÜ«ûìíð Ìçéíçë ¼íà ûçâìíæë Íôìôìë ðßúìë ôÇìÈ Í ôèûçìë ôÇì _ âíæ ôíëí×æ èô× ¼âìíÜì÷ô¯ ÍÛìíû ôèûçìèåíô è÷ëQíæë è¼¤ðì¼íæ òìèøç ðíúí× ûæÜçì v¼æ¯ Ìøë ¼âìíÜì÷ô õ¿ ™º¼+ û¼ ÍÈ ôìÜí÷çæìë âíÓÖ Èèçðì¼íûìÓ• Èèçðì¼ v÷çæìíô ÌèÔôìë ôíëí×æ¯ çìë Ûì»ìú_""ôèû çìë âìæ¼øèëâ„íÜ v«â vðìô Ììë «ôèç vðìô• èô@ì äéûíæë èûèûÓ vûìíÓë ûÖìøìëÈ vðìô• ôìÜÚìæ Íû¤ Èèçðì¼ v÷çæìë vûÓ ß øèëèÓíçÈ èçèæ çìë ëøóìæ ôëíçæ¯""

çìë v«íâë ôèûçìë váírß Èèçðì¼í÷çæìë ¼íà vÛííûìèÜô øèë¼íëë ûÖìè: ß øìÔíôë óè,¦ Ììô»Ë ôíë¯ "ûæÜçì v¼æ" ôèûçìú «ìÊûèçðìè¼ô ôìÜ vÇíô_""Íâæ èô ¼è,¦ë «Çâ èóæ vÇíôÈ âìæ» äéûæ-¼¤†ìíâ èæëç vÇíôß æìëéë «èç ÛìíÜìûì¼ì vÇíô âðíçë äæÖß èûëç ÇìíôèÉ¯ ðìäìë û×ë Óíë øèÇûëë øÇ ðìåìë «çéôçìú v¼È v÷çæìÈ ÅÌì¼ç ðíúí×¯ Ìçéíçë xìû·téøëéé èÐGé èæä ÌQíëë ¼¤íûóæÐéÜçìú vö «èçâì èæâìË ôíëí×æ_v¼È ââçìë «èçE×èû ûæÜçì v¼íæë âíÔ¯ Íôûìë è¼¤ðÜ ¼â°• øëâðíçÈ âìÜú-¼ìùë• èûè@¼ìë-ÌíÐìíôë Ó¼ë äùÁ vÇíô ÌûíÐí» ûçâìíæ æìíåìíëë ûæÜçì v¼æíô èâèÜíú èóíúí×æ¯

äéûæìæ`ó çìë ôìíûÖ ôìÜí÷çæìë ôÇì ûíÜí×æ_""ôèûçìë Ììò-ë èÛçíë Çìôíû Èèçðì¼ v÷çæì Íû¤ âíâ Çìôíû øèëE×^ ôìÜÚìæ¯"" ÍÈ Èèçðì¼ v÷çæì ß ôìÜÚìæ ôèûë âíæìíÜìôíô ÅíPÜ ôëíÜÈ• èçèæ Ñèçíðöë ÌèÓôìëé èðí¼íû èæíáíô «èçVç ôíëæ¯ ÍÈ ""Ìøèëðìö ¼çÖèå"" èçèæ ÅøÜèB ôíëè×íÜæ¯

ÍÈ ôìëíËÈ èçèæ çìë æìúô æìèúôìë æìíâë ¼íà ÅøìèÓ ûè¼íú ûì·t·ûíûìÓ ¼˜ìë ôíë çìíóë «çÕáùâÕ ôíë çíÜí×æ¯ ÍäæÕÈ èçèæ Ìæìúìí¼ Ìçéíçë xìû·té vÇíô ûçâìíææë æìíåìíë âðíç øìè§ äâìíç vøíëí×æ¯ äéûæìæí`óë ôGæìë ÍÈ ÌÛìûææú ûÕìè: «¼ç ¼âú¼éâì ß ÛíùìÜí÷çæìë ÍÈ èût‡úôë ß ÌèÛæû ¼âéÛûíææë äæÕÈ çìë øìÒôíóë ÷âéôç ôíëí×¯

äéûæìæí`óë ôèûçìú ™Ó ôìÜ-Èèçðì¼-ôGæìë ôÇìÈ ûì ûèÜ vôæ• çìë «ôèçíç ¼â·t· Èè\ú èóíú vóÔûìë• ÅøíÛìù ôëûìë ß øìÒôíô v¼È ÌæÛèçë Ì¤Ðéóìë ôëûìë äæÕ Ì¼ìÓìëË ¼¤íûóæÐéÜçìë øèë÷ú øìßúì öìú¯ èçèæ ™Ó v÷ìÔ èóíú «ôèçë ëø âìÓëé vóíÔææè• ôìæ èóíú çìë Ó[èæ âìÓö ™íæí×æ• âæ èóíú èçèæ Èè\úùâÕ û·t·íô ÌæÛû ôíëí×æ¯ ÍÛìíû çìë vëìâìè`åô ÌæÛèç ÷§ìQ øöìíú vøíí× çìíô Íô Èè\íúë û·t· ÌæÕ Èè\ú èóíú ÅøÜèB ôëíç ¼ìðìöÕ ôíëí×¯ vöâæ• ÌìíÜì÷Õ 'ûæÜçì v¼æ' ôèûçìë ççéú ·t·ûíô "èÐèÐíëë Ðj" "õìæìë vëíí°ë ùa"¯ ¼ìÓìëË ÌèÛÚçìú Ûìûì öìú æì¯ vëìíóë ûË æúíæè\íúë èû»ú ðíÜß• ùa çì ÜìíËè\íúë¯ èôQ ôèû çìë çéû ß ùÛéë Èè\úìæÛèç èóíú vëíí°ë ÜìË ÅøÜèBùâÕ ôíë èæíúí×æ¯ ÍÔìíæÈ Øíå ÅíÔí× ôèûë Èè\ú ¼í÷çæçì_öìíô È¤íëèäíç ûÜì ðú sensuousness ûì Èè\úÜæ&¯ Íëôâ Ìëß Ìíæô ÅóìðëË äéûæìæí`óë ôèûçìú øìßúì öìú_"Üíâë ÜìË"• "ûìçìí¼ èÄèÄë ùa"¯

äéûæìæ`ó ôìûÕ Ðëéë ¼@øíô ÔûÈ ¼í÷çæ è×íÜæ¯ Ðj ß Ûì»ì ûÕûðìíëë vôìÐÜ• øóèûæÕì¼• Åøâì ûÕûðìë ûìô«èçâìë ëøèæèâèçíç èçèæ Íôô ß ÌææÕ¯ èæíäë Ûì»ì ûÜíú èçèæ ûìë ûìë Ììûç ðíúí×¯ èçèæ çÁ¼â• çlû• vóèÐ• èûíóèÐ Ðíjë øìÐìøìèÐ Ì«÷èÜç Ðj• †ìâÕÐj Ìæìúìí¼ ûÕûðìë ôíëí×æ¯ ôìíûÕë ôìúìùÓíæ Íëì ó-Íôèå ûÕèç¹â ×ì§ì Íô Ììfö âìúìâú äìó ¼è,¦ ôíëí×¯ vÐí»ë èóíô äéûæìæí`óë ¼âìä ¼í÷çæçì Íû¤ ûì·t·ûíûìÓ ¼@øèôç èô× ôèûçìú èûèá: è÷Qìë Ûìûäèæç ôìëíË Ìèç °ççìú è÷r vÇíô è÷rìQíë èùíúí×æ¯ ØíÜ vôìÇìß vôìÇìß èôè˜Á Ì¼¤ùèçë øèë÷ú Øíå ÅíÔí×¯ "ûæÜçì v¼æ" Íèóô vÇíô Íôèå èæíåìÜ èÐGëøâú ôèûçì¯ Í ôèûçìë vôìæ ÐjÈ óëð ûì æçæ æú¯ vôìÇìß vôìíæì Ðjíô èæíú ô,¦ ôGæìë ÌûôìÐ væÈ¯ è÷rë÷æìú ÌææÕ ß Ì¼ìâìæÕ Íô èÐèGç âæíæë øèë÷ú Ììí×¯ "èûè@¼ìë ÌíÐìíôë Ó¼ë äùÁ"• "¼ûä Üìí¼ë vóÐ öÔæ v¼ v÷ìíÔ vóíÔ óìëè÷èæ Péíøë èÛçë"• "väìæìèôë ëíÂ èÄÜèâÜ" «Ûèç Ðj lE× vö è÷r çíÜ Óíëí×¯ çì ÐjìÇíô Ìèç¹â ôíë æçæçë ûÕJæìú• ÌæÕçë èÛ^çë ÌÇ vóÕìçæì ôíë¯ Íû¤ v¼èå âæ ß ÌæÛèç èæíú vûìÄûìë èû»ú¯ Í æì ðíÜ èæ×ô ÌèÛÓìíææë ÐjìÇ èóíú Íë ââìÇ vûìÄì ¼@û æú¯ äéûæìæí`óë ×r_"èÐèÐíëë Ðíjë âçæ ¼aÕì Ììí¼" ûì "÷Ü çìë ôíûôìë ÌaôìëÉ èûèóÐìë èæÐì"_Ó[èæ ¼»âì çìë vëìâìè`åô âæèåíô çíÜ Óëûìë ¼íà• øìÒíôë ¾÷çíæÕë ùÛéíë ¼ì§ì èóíú çìíô ÌìE×^ ôíë vóú¯

×`ó ûÕûðìë äéûæì`ó èâxôÜìû+ ûì çìæ«Óìæ ×í`óÈ Ìíæôâì tE×`ó¯ "ûæÜçì v¼æ" ôèûçìú èçèæ 8 + 8 + 6 âìrìë èçæèå øíû 22 âìrìë ×ír èûæÕ·t· ôíëí×æ¯

ðìäìë û×ë Óíë Ý Ìèâ øÇ ðìèåíçè× Ý øèÇûéë øíÇ•
è¼¤ðÜ ¼â° vÇíô Ý èæÐéíÇë Ìaôìíë Ý âìÜú ¼ìùíë
Ìíæô Üíëè× Ììâ/Ý

Íë èâíÜë váírß èô× ÌèÛæû& Ììí×¯ èâÜèûæÕì¼ âÜç ÍôìQèëô• ÌÇìÁ «Çâ ·t·ûíô «Çâ-ççéú• èPçéú-÷çÇ• èô·Q ø˜â ß »íV èPøóé èâÜ¯ èPçéú ·t·ûíô Ìæëø èâÜ ÇìôíÜß ×írë âìrì èûæÕìí¼ ¾ûè÷rÖ Ììí×¯ ççéú ·t·ûíôß èâÜ ÍôÈ ëôâ çíû ×írë âìrìèûæÕì¼ èÛ˜çë¯

ÌÜWìë «íúìíù Åøâì ôìèÜóì¼¼Õ-ë øë vûìÓ ôèû äéûæìæí`óë ôÇì ûÜíç ðú¯ ""ÅøâìÈ ôèû&""_Í ôÇìë ôÇô-Íë ôíúôèå ÅóìðëË "ûæÜçì v¼æ" vÇíôÈ vóßúì ðÜ ¥

* ""õìæìú vëîí°ë ùa""

* ""÷Ü çìë ôìíûÕë Ìaôìë èûèóÐìë èæÐì""

* ""ûíÜí× v¼ _ Íçèóæ vôìÇìú è×íÜæÀ

øìÔéë æéí§ë âíçì v÷ìÔ çíÜ æìíåìíëë ûæÜçì v¼æ¯""

óèåÈ Üí: ìøâìë ÅóìðëË¯ óèåíçÈ Åøâìæ ß Åøíâú ÇìôíÜß ¼ìâìæÕ Óâ Ìæøèòç¯ èPçéúèåíç v÷ìÔ Åøíâú• øìèÔë æé§ Åøâìæ• âç ¼ìóÐÕûì÷ô Ðj èô·Q ¼ìâìæÕ ûì ¼ìÔìëË Óíâë ÅíGÔ væÈ¯ øìèÔë æé§ vöâæ èt·D ß ÐìQ• ûæÜçì v¼íæë v÷ìÔß vçâèæ èt·D ß ÐìQ_Íèå øìÒôíô Óíë èæíç ðíúí×¯

vö vôìíæì âðÁ ôèûë âíçì äéûæìæí`óë ôèûçìë ÅÁ¼ çìë âíæ• çìë ÌæÛíû_ÌQíÜìíôë ëð¼Õâú øíÇ çìë ä˜Š¯ ÍÈ äí˜Šë ¼íà ¼ðäìç çìë Ðj-×`ó-Ó[èæ-ÌÜ¤ôìë¯ Í ¼ûÈ Ûìû Ûìûæìíô ëÂ• ëíø• ëí¼ «ôìíÐë äæÕ_ÌíÇ ß ûÕJæìú¯ èçèæ äùÁ ß äéûæíô ÛìíÜìíúí¼è×íÜæ_«ôèç ß v«â ðìç ÓëìÓèë ôíë çìë ôèûçìú æìæì Åøâìú «çèèôçìú Å+éË ðíúí×• ôìíÜ ôìíÜì+íë¯ "ûæÜçì v¼æ" Í öíùë ôèûçì øìÒôíô "«Çâ øìÒ" èðí¼íû æçæçë øÇ vóèÔíúí×¯

«¼à ûÕìÔÕì ¥

ðìäìë û×ë Óíë øÇ ðìèåíçè× _ ðìäìë û×ë Óíë vôìíæì âìæí»ë øíá øÇ ðìåì ¼@û æú• çÇìèø Í Ðj ÌíE×ë ûÕJæìú ¼óë Ìçéç vÇíô ûçâìæ øöQ ûÕì: ÌQðéæ øèë¹âì vûìÄìíç ûÕûðìë ôëì ðíúí×¯ Íèå ûì·t·íûë ¼çÕ æú• ôèûë ÌæÛíûë ¼çÕ¯ äéûíæë ¼íØæ ¼â° âpæ ôëíç ôëíç ÍÈ ÌæQ öìrìë äæÕÈ ôìQ «ìË óóí„ë ÐìèQ «çÕìÐì ôíë¯ Ìè˜,¦v¼È ÌÓëì Ûìíûë öèó âç «çÕá ëø ðú ûæÜçì v¼æ• çìë øíáÈ v¼ ÐìèQë Ììxú vóßúì ¼@·û¯

Ììèâ ôìQ «ìË Íô _ ôìèQ ß âçÕí÷çæì äéûæìæí`óë âíçì Í öíùë Ìíæô ÌìÓèæô ôèûë ÌæÕçâ «Óìæ ¼ë¯ ÍÈ v÷çæì ÌûÐÕ ¼û ¼âú ¾óèðô âçÕíô vô\ ôíë äì†ç ðúèæ¯ öíùë ûaÕì ëø• Ì÷èëçìÇ äéûíæë Ììôì)âì vÇíôÈ Íë ÅÁ¼ìë¯ ëûé\-ôèûÛìûæìú vëìâìè`åô ´óúìíûù âìæ¼é• âìæ¼¼`óééë Ûìû ûÕJæìú «ôìèÐç ðç¯ ÌìÓèæô ôèûëì û·tèûíx• Ûìû ûÕJæìë øèëûíç ¼û èô×íôÈ Ðééëé ôëíç v÷íúí×æ• çìÈ äéûæìæ`óß çìë ôìíûÕ «Óìæç ûì·t·û ¼ríô ÌûÜ@æ ôíë çìíô «ôìÐ ôíëí×æ¯ ÌQðéæ øÇ ÷Üìë vÐ» væÈ• çÇìèø ôìQ vóðâæ-Íë Ûìëì¹ìQ ëøèå Í ×ír «ôìÐ vøíúí×¯

*Ììâìíë óó„ ÐìèQ èóíúí×æ æìíåìíëë ûæÜçì v¼æ_*

ÌÓÕìèøôì ¼èâçì ÷¹ûçé-Íë ûÕìÔÕìú ûíÜí×æ_""èûíÐ» ÜáÕ ôëíç ðíû "ó-ó„" Ðj ûa¯ ÍÈ ÐìèQ

áËôìÜéæ• ôìëË âìæí»ë öìrìøíÇ Ììxú• ÐìèQ ß èòèçë Óû Ììxì¼ èæíú vôìíæì ûæÜçì v¼íæë ÌìèûÛìû Ùíåèæ¯ Èèçðìí¼ë vôìíæì vôìíæì è¼º Üí† ÷èôç-ÅIìí¼ ðÒìÁ ôÔæß vóÔì öìú çìíô• vöâæ ôèû vóíÔè×íÜæ çìë èûxì¼é ¾ôíÐìíë• æìíåìíëë vôìíæì Íô û¼íQë vÛìíë¯"

*¼û øìèÔ Ùíë Ììí¼_ ¼û æóé Øëìú_ Í-äéûíæë ¼û vÜæíóæ_* "¼û æóé" Ðj öí†šë ¼¤íôç Íôå ûÖìÔÖì¼ìíøá¯ èóæìíQ øìèÔë Ùíë vØëì• çìë ÐìèQ æéí§ vØëì¯ æóé Øëìú äéûíæë vÜæíóæ _ Ì¤Ðèåë çìÁøö ðÜ æóé ß âìæí»ë äéûæ û·t·ç Íôèå «ûðâìæ Óìëì _ äéûíæë vÜæíóæ èâèåíú vöâæ âìæí»ë äéûæìû¼ìæ• æóéß çìë ÅÁ¼ vÇíô èæëQë ÷Üìë øë v¼ âðì¼âí° çìë ÷Üìë Ìû¼ìæ ðú ÌÇìÁ ¼âí° Üéæ ðíú æóé çìë èæä·t·çì ðìëìú¯ âìæ»ß çìë äéûíæë ¼â·t· ôâ Ìû¼ìíæ• äéûíæë ¼â·t· vóæìøìßæì v¼íë• æéÜ âçÖ Åäìùë ÌaôìÍë èûÜéæ ðú¯

ÌæÐéÜæé_1

æéí÷ë «xIèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 99 øVìë Å+ë ¼¤íôíçë ¼íà èâèÜíú èææ¯ ÌæÖìæÖ «íxë äæÖ «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì Ì¤ÐIèÜ ÛìíÜì ôíë ø§æ¯ Å+ë ôëíç øìëíûæ¯

1’ ÐæÖòìæ øëË ôëæ¯

ô’ Ìíæô Ùíëè× Ììèâ/ _______ _______ Ó¼ë äùíç

v¼Ôìíæ è×Üìâ Ììèâ/ Ììíëì óë Ìaôìíë _______ _______•

Ô’ ¼â·t· èóíæë vÐí» _______ _______ âçæ

_______ Ììí¼/ õìæìë _______ _______ âí× vØíÜ è÷Ü/

ù’ äéûæìæí`óë «Çâ ôèûçì _______ «ôìÐ _______ øèrôìú• ¾ûÐìíÔ _______¯

Ù’ äéûæìæí`óë ä^š _______ èÔšìíj• âçÖ _______ èÔšìíj¯

Â’ æäëíÜë _______• öçé\æìíÇë _______ Íû¤ vâìèðçÜìíÜë _______

ÅÈ÷ìëË çÁôìíÜ æçæ Íô _______ èæíú Ììí¼¯

2’ ôèû ¼íçÖ\æìÇ ó+-ë ôèûçìë ¼ìÓìëË ¾ûèÐ,ÖIèÜ ¼¤íáíø ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

3’ ôèû vâìèðçÜìÜ âäâóìíëë ôèûôèç ¼@øíô ¼¤íáíø ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

4’ "ôíGìÜ"-"ôìèÜôÜâ" øèrôìë ¼â¼ìâèúô óèå øèrôìë æìâ ôëæ¯

5’ "øèë÷ú" øèrôìë Ììûðìßúìú ÜìèÜç èçææäæ ôèûë æìâ ÅíGÔ ôëæ¯

6’ ûºíóû û¼ë vÐí»ë èóíôë óèå ôìûÖ†ípë æìâ ÅíGÔ ôëæ¯

7’ äéûæìæ`ó t·G ¼âíúë äæÖ Íôèå ¾óèæô øèrôìú ôìä ôíëí×æ¯ øèrôìèåë æìâ ôéÀ

8’ äéûæìæí`óë Í øöQ ¼¤ùðéç ôèûçìë ¼¤ÔÔì ôçÀ

9’ “ÅøâìÈ ôèû&” vô ûíÜí×æÀ

10’ “ûæÜçì v¼æ” ôìûÔ†pèå “ôèûçì Ûûæ” «ôìèÐç ¼¤t›ëË ôíë «ôìèÐç ðíúí×À

11’ äéûæìæ`ó ôèÇç “ôìÜí÷çæì” èû»úèå Íôå ûèÄíú èÜÔæ¯

52¿7 âÜøìÒ _ 2 ¥ èû§ìÜ

èû§ìÜ

¼ìëìèóæ Íôåì èû§ìíÜë ¼íà Ùíë èØíë vôûÜÈ Ììâìë vóÔì ðú ¥
ùìí×ë ×ìúìú• vëìíóë èÛçíë• ûìóìâé øìçìë èÛí§/
vôìÇìß ôíúô åôíëì âìí×ë ôìåìë ¼ØÜçìë øë
çìëøë Ðìóì âìèåë ôWìíÜë èÛçë
èæíäë ´óúíô èæíú vâîâìè×ë âíçì èæâ† ð”íú Ììí× vóèÔ/
èôQ çûß çìëøë ôÃ÷§ìú ùìíú æÔ Ìì÷§ìíE×•
¼ìëìèóæ ¼íöë èø×íæ èø×íæ ÷Üí× v¼¯
Íôûìë çìíô vóÔì öìú•
Íôûìë ðìèëíú öìú vôìÇìú¯

vðâíQë ¼aÔìú äìØëìæ-ëর্ë ¼íöë æëâ Ðëéíë
Ðìóì Çìûì ûèÜíú ûèÜíú vÔÜì ôëíç vóÔÜìâ çìíô/
çìëøë Ìaôìëíô v×ìíåì-v×ìíåì ûíÜë âíçì Çìûì èóíú ÜíØ ÌìæíÜì v¼
¼â·t› øèÇûéë èÛçë ×è§íú èóíÜì¯

52¿8 ¼ìëì¤Ð _ 2

¼ìëìèóæÈ Íôåì èû§ìíÜë ¼íà ùìí×ë ×ìúìú• vëìíóë èÛçë• ûìóìèâ øìçìë èÛí§ vóÔì ðú¯ âìí×ë ôìåì ûì Ìæ৷ èô×íç èæíäíô èæíú â† ðíú Çìíô¯ çûß v¼ èóæâìíæ ôÃ÷§ì ùì× Ìì÷§ìú¯ vðâíQë ¼aÔìú Ì·t·ìúâìæ ¼íö çìíô vÔÜíç vóÔì vùíÜß öÔæ Ìaôìë Ùèæíú Ììí¼ çìíô Ììë vóÔì öìú æì¯

52¿9 «ì½¢àô ÌìíÜì÷æì ß ôèûçì èûíx»Ë ß ûöìÔöì

"èû§ìÜ" ôèûçìèåë ë÷æìôìÜ 1336-43 'È¤ 1929-1935' «ôìÐ "ôèûçì"ú ¾÷r• 1343¯ ûìíëìèå ôèûçì èæíú ôèûçì Ûûæ «ôìèÐç "Íô øú¼ìú Íôèå" †pâìÜìú Íèå «ôìèÐç ðú• vøî» 1349 'èõí¼@ë• 1942-Í' ôèû èæíäÈ Íë «ôìÐ è×íÜæ¯ è¼ùíæå v«¼-Íë èPçéú øèëè÷ç ¼¤tèëË• xìûË 1359 '1952' çìèëíÔ «ôìÐ ôíë¯ øëûçéôìíÜ "ûæÜçì v¼æ"-Íë «Çâ ¼¤tèëíËë ûìëèå ôèûçì ¼ð Ììëß èô× ôèûçì èæíú øûìÐì «ôìèÐç "âðìøèÇûé" '«ôìÐ 1351_È¤ 1944' †íp ¼¤ôèÜç ðú¯ Ììøìçóè,íç ôèûçìèåë «Çâ èçæèå ×ír Íôèå èû§ìíÜë ôèçøú ûËâú ¼ðäíûìÓö è÷r ¼¤ôÜæ âíæ ðíÜß ÷çÇ ×ír vøî× ""çìëøë Ðìóì âìèåë ôWìíÜë èÛçë Ý èæíäë ´óúíô èæíú vâîâìè×ë âç èæâ† ð"íú Ììí× vóèÔ¯""_ÈçÖìèóíô ÌôtíÁ vöæ Íôèå è÷Qìë ÅG@]íæë âíÔìâèÔ ðíç ðú¯ øëûçé tûíô ""¼íöë æëâ Ðëéíë Ðìóì Çìûì ûèÜíú ûèÜíú vÔÜì"" ôëì ûì v×ìíâì v×ìíâì ""ûíÜë âíçì Çìûì èóíú ÜíØ"" Ììæì «Ûèçíç Ììûìë v¼È ÌæÛíûë ÌìíÜì-ÌìÓìèë vóÔì öìú¯

"èû§ìÜ" ûtç "¼ëèëúìèÜš" ûì "øëìûìtû" ûì "ÌèÓûìtûûìóé" ôèûçì¯ èûÐ Ðçíôë èPçéú óÐíôë âìÄìâìèÄ 1915-16 vç «Çâ âðìöíºë èûÛéè»ôì Íû¤ èûxöíºì+ë úíëìíøë èûÓ[t ¼âìääéûíæ âÜÖíûìíÓë Ûúìûð Ìûáú• ÌÐìèQ ß èû»#çìë ÙË ûì¼ì ûìíÓ¯ ûìèËèäÖô vÜæíóæ ¼ût v¼È ¼âìíä ´óú ûè+ë vôìíæì âöìóì è×Ü æì¯ âìæ»ß ûtâíÜÖ (commodity) èûíôìíË× _ Íôåì vùìøæ ðçìÐì ¼ûr óìæì vûíÓ ßíÓ¯ ËÏçøíû ÅèæÐ Ðçíô øè f â âðìíóíÐ ÌùÓt vôìíçë "ÓûûìÓ"• ôìÜ âìRí¼ë "P'PâÜô ûtûìó" ÷ìÜ¼ õìëÅÈíæë "èûûçæûìó" ¼æìçæ óìÐèæô Ñèçíðöë èÛè+âíÜ ÌìÙìç ôíëí×¯ èùäì ß Óâéú «èçVìíæë Ìì:ûìíôöë ûìÈíë âìæ» çìë Ìètí&ë æçæ ûöìÔöì Ôíä vøíúí×¯ âíæìèûÚìæé Øíúíõë âìæûâíæë tëø èûíx»Ë_v÷çæ• Ìûí÷çæ• Ìí÷çæ të èûÛìäæ Íô vxèËë ûèºäéûèë Åøë èûøÜ «Ûìû èûtìë ôíëí×¯ ¼ìâìèäô øèëíûÐ ß ûìtû äéûæ vÇíô âìæûâæíô ÍÛìíû èûèË×^ ôíë vóÔìë Øíúõéú èûíx»Ë èûÐ Ðçíôë «Çâ Ûìíù öºÛéç ¾æëìÐöøéè§ç âìæí»ë âíæ Íô Óëíæë ¼âìäèûèË×^ «ûËçìë ¼è,ì ôëÜ¯ 1917 vç v¼ìèÛíúç èû«íûë øë ¼ìèðíçö ¼âìäçìèQô ûìtûçìë (Socialistic Realism)-Íë óìèû ÅíÔè×Ü• v¼È ¼âôìíÜË ÓæçìèQô ¼âìäûöûòìë ¼¤ôíåë v«áìøíå Øíúõéú çí+ë Åøë èÛè+ ôíë ùí§ ÅíÔí× "¼ëèëúìèÜäâ" ûì "ÌèÓûìtûûìó"¯ Íëì èÐíG ¼ìèðíçö Ìûí÷çæ âíæë è×^èÛ^ ôGæìíô «èçØèÜç ôëíç âíæìèæíûÐ ôëíÜæ¯ Íìç Ìûí÷çæ âíæë «ìÓìæö téôç ðÜ¯ vöíðç Ìûí÷çæ âìæí¼ øìë@øö Çìíô æì• ¼éûæÖt è÷Qìøºèçß Çìíô æì• ¼û èô×È «ìú ÍíÜìíâíÜì• èûÐbÜ _ v¼ìèÜ vö Ìûòìú vöâæÛìíûÈ Ìì¼ô æì vôæ• çìíô ¼ëèëúìèÜ,ëì öÇìöÇÛìíû «ôìÐ ôëìë v÷,ì ôíë¯ ÌÇìÁ èûÐbÜ öèkðéæ• Ìûí÷çæ âìæí¼ë è÷QìíÜìíôë ÌèûôÜ Åí^Sì÷æÈ ðÜ ¼ëèëúìèÜš ôèûôâ¯ vöíðç Ìûí÷çæ âíæë öèkðéæ ÛìûæìÌèÜíô ¼Úìæ âíæë vûìÓ èóíú öèkë ÌìíÜìú øèëâìèäç ôëì öìú æì• çìÈ ÌèÓûìtûûìóéèì v÷çæ äùÁ Íû¤ Ìûí÷çæ äùíçë âíÓö vö øìÇôö Ììí×• çì vÛíÂ èóíÜæ¯ ÌQí÷çæìë äùÁ ß ûèðäùíçë âíÓö vôìíæì ûìÔì ÇìôÜ æì• v÷çæíÜìíôë ûìtû Ììë â†Ê÷çíæÖë Ìèçûìtû Íôìôìë ðíú vùÜ_è÷Qì• ôGæì Íû¤ tí«ë äùíçë ÍôéÛûæ ÙåÜ¯ ¼ìèðíçö ß èÐíG Íë ØíÜ Íô èû«û ÙåÜ¯

ôèû ß øìÒô vöíðç ûì·t·ûäùíçë ÌèÓûì¼é çìÈ û·tèûíxë Ùåæìûèܑë «èç çìë Ììô»Ë• â†Ê÷çíæ0ë t«ìíÜìíô çìë vûìíÓë âíÓ0 ôìä ôíë æì• øáìQíë ÍÈ ÓìëËìë èûøèéíç vö èÐGéëì èûxì¼é çìíóë ôìí× â† ¾÷çíæ0ë äùÁ-È ûì·t·û_çìíóë âíç t« vçì ûì·t·íûëÈ Íôåì ää øìôìíæì «èçëø¯ çìÈ t« û·tèûíxë ôìí× Ìøèëè÷ç ûì alien æú¯ t« ß ûì·t·íûë âíÓ0 èâÜ ë÷æì ôëìÈ èÐGéú ôìä¯ Ûì»ì èóíú Ûì»ìçéçíô ûÔèJç ôëìÈ ¼ëèëúìèÜäíâë ôèû-Óâ¯ ¼ëúìèÜäâíô çìÈ vôÅ vôÅ ûÔìÔ0ì ôíëí×æ_èæíäë â†Ê÷çíæ0 õû èóíú Ìûí÷çæ âíæë ëð¼0 ¼aìæ ôëì¯ çìÈ ôèû öÔæ èæíäë vûìíÓë ¼ìðìíö0 û·t· ß èûxíô äìíææ• èæíäë Ìûí÷çæ ß â† ¾÷çæ0íô äìíææ çÔæÈ ¼ëèëúìèÜäíâë ¼è,| ðú¯ ÍëÈ «ôìÐ vö ôìíû0 çìÈ ¼ëèÜúìèÜš ôìû0¯

¼âìäçìè+ô ûì·t·ûûìó ß ÌèÓûì·t·ûûìó ¼âíùìréú æì ðíÜß• çìíóë âíÓ0 ¼ìâìæ0 èâÜ vóÔì öìú¯ «Çâ èûxöíºë ØíÜ ¼ûû0ìøé ¾æëìíÐ0ë ôìíÜ ëÐ ¼âìäçìèQô èû«û Íôåì ÌìÐìë ÌìíÜì vóèÔíúè×Ü• v¼èóíæë ¼â¼0ìäéË âìæ» ÍëÈ âíÓ0 Ììùìâé èóíæë t·í«ìyÜ ¼@ìûæìíô vóÔè×Ü¯ Ììë Í ¼âíúÈ Íôèóíô vöâæ ¼ëèëúìèÜäíâë «Çâ óèÜÜ «ôìèÐç ðíúí× ‘1923’ _ ëûé\ Ñèçð0 èûíëìèÓçìë ™ëß Í ¼âíú¯ ëûé\æìíÇë ¼íà ôíGìÜéú ôèûíóë vö P`P çì ¼ûèô×íô Ì têôìë ôëûìë âíÓ0 æú• Ì¤Ðç vëìâìè`åíôë ¼íà ¼ë-èëúìèÜš ôèûíóë P`P¯ ôèû äéûæìæ`ó ÍíóëÈ Íôäæ¯øè f èâ ôèûëì ÍíôÈ ûèÄíúí×æ _ «ôç ß Ì«ôç• Ó0ìæ ß ôíâë âíÓ0 ¼è@‡Üæ ûì “¼øìèëèúìÜ” ûì “ÌèÓûì·t·û” ¼+ì¯ äéûæìæ`ó vÙì§ì• ðì¼• èû§ìÜíô «çéô ëíø û0ûðìë ôíëí×æ¯ ôèû 1345-Íë Íôèå «ûía èÜíÔí×æ_““Ìèâ ûÜíç ÷ìÈ æì vö• ôìíû0ë ¼íà äéûíæë vôìæ ¼@ía ëíúí×_èôQ «è¼º «ôåÛìíû væÈ¯”” èçèæ Ììëß ûíÜí×æ ¼ìÓìëËç ûì·t·û ûÜíç Ììâëì öì ûèÄ• çì ¼@øËç ôìíû0 Çìíô æ줿¿¿¿¿ ¼è,|ë èÛçë æìæì Ðíj• ûíË• ùía èâíÐ Çìíô¯ ÍôÇì ÍôìQÛìíû ¼ë-èëúìèÜš ôèûë øíáÈ ûÜì ¼@û¯

äéûæìæ`óß ëûé\«Ûìû âk ðíç «ûì¼é è×íÜæ¯ “Äëì øìÜô”-Íë ôìÜ vÇíôÈ çìë ¼÷æì ðíúí×¯ ôíGìíÜë èûíºìíðë âíQ Ìæ«ìèËç ðíú èçèæß t·ìÓéæçìë t·ìó èæíç v÷íúí×æ_

Íôèóæ ™íæ× vö ¼ë _ Ý Øëìíúí× _ øëìíæì çì _ vôìæ Íô
æçæ èô×ë Ý Ììí× «íúìäæ Ý çìÈ Ììèâ Ììè¼úìè×/ _ Ììâìë
âçæ Ý Ììë æìÈ vôÅ¯ ‘ôíúô ÜìÈæ Ý Ó¼ë øì„èÜèø’

äéûæìæí`óë ôèûçì ôçôÌèÜë ×èûë âíçì• ëûé\æìíÇë ôÇìú “è÷rëøâú”¯ Í ×èû Íô ÄÜíô «ôèçíô vóíÔ èæíú Ììôì¯ çìÈ ë¤ ÌìíÜì-×ìúì vöèå âíæ vùíÇ Ììí×• v¼èå èæíú• çìë èÐGëøâú Íôèå ×èû Ììôíç v÷,|ì ôíëí×æ• ×èûÌèÜ Ô„ì¤íÐ èûÛk ðíú vùí× _ çì èæíú Íôèå ¼ìâè†ô Ììíûóæ ¼è,| ôëìÈ vçì ¼ëèëúìèÜš ôìíû0ë Üá0¯ äéûæìæ`ó vôìíæì û·tíôÈ çÊ× ôíëæèæ¯ vö-vôìíæì «ìôç Ì«ìôç û·t• vóÐä ß ùó0 ùìaé Ðíj èæëWÐ û0ûðìë ¾óæè`óíæë vâîÔô Ðj vöâæ Ùì¼• èû§ìÜ «Ûèç û0ûðìë ôíëí×æ¯ Í×ì§ìß èçèæ ¼ìÓìëË vÜìôìúç ôìû0 vÇíôß Ðjè÷r û0ûðìë ôíëí×æ¯ èçèæ ôèûçìú Ðj ×í`óë Ì¼ìâìæ0 ÌèÓôìë ¼í+ß èâxû+ ûì øúìë äìçéú ×í`óë û0ìøô û0ûðìë ôíëí×æ Íû¤ ûkíû0ë «íúìäíæ ôÇ0 ß ôìû0ëèèçë ¼¤èâxË Ùèåíúí×æ¯

“èû§ìÜ” ôèûçìë ¼÷æì ×rèå ÌÇûì ““ôÃ÷§ìë ùìíú æÔ Ìì÷§ìíÊ×”” Ìíæôåì ôÇ0 Ûèàíç ûËæìâÜô ûíÜ âíæ ðíû• ÍëÈ øìíÐ ““vðâíQë ¼a0ìú äìØëìæ-ë¤-Íë ¼íóë æëâ Ðëéíë”” ôìû0ëèèç

¼âìæ Ìïúìí¼ ûÕûðìë ôëì ðíúí×¯ èôQ ÍëÈ âíÓÖ ôèû Ìûí÷çæ âíæ vö Íôèå ÌæÖçë ÌæÛû èûëìä ôëí×• çì ûÄíç øìëì öìú• Ìôt‡ìÁ ""çìëøë Ðìóì âìèåë ôWìíÜë èÛçë"" ûì ""¼íöë æëâ Ðëéíë ¼ìóì Çìûì ûèÜíú-ûèÜíú vÔÜì"" ûì ""Ìaôìëíô v×ìíåì-v×ìíåì ûíÜë âíçì"" «Ûèç Ðj Í×× ¼í÷çæ ôGæìë ÅøôëË èðí¼íû Íí¼í×¯ Í ¼ât ôèûçì vÇíôÈ äéûæìæ`óíô ûì¤Üì ôìíûÖë ¼ëèëúìèÜš ûì ÌèÓûìtûûìóé ôèûçìë «ûçô ûÜì öìú¯

"èû§ìÜ" ôèûçìú èû§ìÜ «ìËèåë ÌûçìëËì «¼íà ûìÂìèÜ äéûíæ "èû§ìÜ"-Íë «÷èÜç Ûìûìæ»à Íôèå èû÷ìë ôëì vöíç øìíë¯ ÍÈ «ìËéèå ûìÂìèÜë Ùíëìúì äéûíæë Ìíæôåì ÍôìK ðíú vùí× Í ôÇì vöâæ ¼çÖ• vçâèæ Íë ¼íà Íôèå Ì«ìôç Óâéú ¼¤tìë ök ðíú Ììí×¯ Ìèóâ vöìÇ äéûíæ äæ¼¤ÔÖìë Íôåì èûíÐ» Ië& è×Ü¯ ¼¤ÔÖìûèºë «íúìäíæ ¼Qìæ ôìâæì ß çìë âàÜ Ììôì)áìú »Vé øäì ß çìë ûìðæ èðí¼íû èû§ìÜíô âìæì ðíúí×¯ ¼@ûç Íô ¼íà ûT ¼Qìæ ä^ŝìú Íû¤ ùðøìèÜç ûíÜ ¼÷ëì÷ë ÌøÙìíç âçÖ ðú æì ûíÜ vû§ìÜíô ¼Qìæóìèúæé ß ëáìôìèëËé vóûé »Véë ûìðæ ëíø ùËÖ ôëì ðíú Çìôíû¯ vóûâèçë èûûçæç+ Ìæ¼ìíë Ììèóíç vû§ìÜÈ vö è×Ü ÌìëìÓÖ vóûçì øíë æìëéâèçÓìèëËé âìçôìíóûé »Véë ÌìèûÛìû vû§ìÜ çìë ûìðíæ Ìûæâíæ Ùíåí× ûÜì öìú¯ ÌÇìÁ Íô ¼âíú vö «ìËéèå è×Ü vùìVéùç ôÜ«çéô• øíë Åûëçìçìèõô Óâôìëì èûôìíÐ çìë è¹úìôì„ ¼éâìûB ðú• v¼ ðíú óì§ìú ¼Qìæôìâæì ß ëáíËë «çéíô¯ èû§ìÜíô âìëíç væÈ_ÍÈ èæí»Ó ¼¤tìë ûì "åÖìû"È çìë «ì÷éæ våìíåâ âöìóìë téôèç¯

äéûæìæí`óë ôèûçìú èû§ìÜ ÌèÓûìtûûìóé Íôèå «çÖú èæíú ùí§ Åíòí×¯ ôèûë ÌèÓûìtûûìóé ÌìKí÷çæìë Ììxíú çìë Ìûí÷çæ âíæ ÅIç vûìÓíô èçèæ Ìèûôç Ìûòìú ÍÔìíæ öÇìöÇÛìíû «ôìÐ ôíëí×æ• Ííç ¼ìÓìëË øìÒíôë øíá Íèå èôè˜Á èPÓìäè§ç ¼¤Ðú ß óëð vÒôíç øìíë¯ èû§ìÜ ôèûë ôìí× çìë â† ¾÷çíæÖë «ôìíÐ öçåìÈ ¼ðä ß ÌÛÖt vðìô æì vôæ• Ííç øìÒíôë øíá ¼û¼âú çìë ÌQùðíæë ¼aìæ øìßúì ¼ðä æú¯ vöíðç ôèû çìë â† ¾÷çæÖíô ôèûçìú ðìëë ôëíç ÷ìæ _ ØíÜ vöÔìíæ öèk Íû¤ øìë@øö ¼r è×^ ðú• Ììë v¼éåíô øìÒô çìë öèk-ûèº èóíú ùí§ væú_Íë ØíÜ èÛ^ èÛ^ øìÒíôë ôìí× èÛ^ èÛ^ âìæ¼«èçè¹úì Ùåì ¼@û¯ çìË èû§ìíÜë vö ÌèÓûìtûûìóé ûÖìÔÖì Åøèòç ôëì ðíË×• çì vö ôèû ß ¼ât øìÒíôë âìæ¼ øèë÷úûìðé ðíû_Í óìèû ôëì öìú æì¯

"Äëì øìÜô" 'ôìûÖ ë÷æìôìÜ 1925-27' ûì "ûæÜçì v¼æ" 'ë÷æìôìÜ 1925-36'¯ «Óìæç ôèûë èæäæçâ øöíûáË ûì ôèûôGæìë «ôèç vÇíô v«íâ ëøìQíëë øû¯ Íë ØíÜ "âðìøèÇûé"• "¼ìçèå çìëìë èçèâë" ß âçÖë øë «ôìÐç "vûÜì Ìíûíì ôìÜíûÜì"ú ¹âÐ vöæ èPçéú èûxöº• â^Që• óìàì• vóÐÛìù Íë âÓÖ èóíú ÌQÜéæ ¾æëìÐÖ ß ÌìÐì èæëìÐìë P`P• âçÖë Ìaôìë åìæ ôèû ÌæÛû ôëíç ÜìùíÜæ¯ vÐí»ìk øíû çìË v«íâë v÷íú Ìí«íâë ôÇì Íí¼í×¯ èôQ ÌìíÜì÷Ö "èû§ìÜ" ôèûçìú ""ÌìÓèæôìíóë ÌìóÐùç èû¼óÐçì"ë Ûúìûð" «ôìÐ Çìôíܧ çì "÷âÁôìë" Ûìíû æçæ Íôèå ¼è,ì ðíúí×¯ èû§ìÜíô öèó «äìûèº ûì ¼Qìæôìâæìë «çéôé vóÖìçæì Óëì öìú çíû Ííáír ÌèÓûìtûûìóé óè,ìíç äéûíæë ûì ¼+ìë Íô Èèçûì÷ô «ôìÐ èð¼ìíû ÌûÐÖÈ Ûìûì vöíç øìíë¯ ôèûë â† ¾÷çíæÖ vö ûì¼æì ûì áÓì èPÓìäè§ç ß ÌèûæÖt ëíø èûëìä ôëí×• çìèË ôìûÖâú «íáø Í ôèûçìú Ùíåí×¯ â† ¾÷çíæÖë ¼û ÌæÛû vöíðç ¼û ¼âú öèk ÐbÜìú èæûº Çìíô æì• çìË Í Óëíæë ôèûçìú Ìíæô ¼âú èûÐbÜ_Ìíæôåì âíæ ðíç øìíë Ìíöìèkôìíû èûæÖt¯

èû§ìÜíô Óëì vöíç øìíë ôèûë âíæë Ìè t·í&ë Ìiôì)áì vóÖìçô¯ ôèûë èæÚìæ âíæë âíÓÖ äùíçë Åøë èæíäë téôèç ß ÌèÔôìë òìøíæë vö Ìiôì)áì Ìiíx• çìë Ì÷èëçìÇçìë vûóæìÈ Í ôèûçìë ÅÁ¼ìë¯ ¼ìëì èóæÈ v¼È Ìiôì)áì Úíë èØíë Ìií¼• v¼ «ôèçë èûè÷r ÜéÜìú _ ×ìúì vëìó _ ûìóìèâ øìçì «çéô âìr¯ vôìÇìß ûì vôìæ òÜ û·t·íç _ âìí×ë ôìåìú• èô·Q çìë øëÈ• vôìæ ÌQÜéæ ¾æëìíÐÖ âæ èæâ† ðú _ Ðìóì âìèåë ôWìÜ _ ÌìÐì èæëìÐìë P`PáB Ìiôì)áì âèóë âæ vóìÜì÷Ü è÷+ûè+ èæíú ¼â·t· èóæâìæ ôìåìú¯ ÌûíÐí» vðâQ ¼aÖìë «¼à Íí¼í×¯ äéûíæë ëèÂæ tè«Ü vÐ» ûì¼æìåôß ÌiíÜì-ÌìÓìíëë vÐ» ûææ v¼îôìíö vóÔíç vóÔíç èâèÜíú öìú¯

«¼àç ôèûë "¼ìçèå çìëìë èçèâë"_Íë âðéíæë vÙì§ìë ¼íà çÜæì ôëì vöíç øìíë¯ Í öù öùìQíëë vÙì§ì Ìièóâ t‡èçûìðé èæßèÜÇ vÙì§ì _ öùìQíëë vöîûæ ôìâæìë «çéô• vö vöîûæ ôìâæì vÙì§ìë âíçìÈ vçíäì!é: è×Ü¯ Ììä çì ™Óâìr «-Èèçðìí¼ë ¼ìáÖ _ «·tëéÛç Øè¼Ü _ èæ,eìË ðíÜß ""ÍÔæß Üìí¼ë vÜìíÛ ÷íë"" _ ÌÇìÁ ôìâæì væÈ ûíå çíû çìë t‡èç ÍÔæß Ìa Ìiôì)áì äìùìú¯

äéûæìæí`óë è«ú «¼à vðâQ¯ vðâQ äéûæìæí`óë ôìí× Ðj-ùaâú• èÐèÐíëë âíçì tÈ×• ¼íöë ÌiíÜìë âíçì ðéëô óÖèç¼@ø^¯ ÍÈ vðâíQ vöâæ äéûíæë âìóôçì Ìií×• ""Îçë ûì¼íë ¼ûí÷íú ¼á ¼¤íûóæì vðâíQë¯"" çìë ëíø æìæì ¾ûøëéíçÖë èâxËß Ììí×¯ v¼ ÍôìÓìíë øËçì ß èëkçìë• äéûæ ß âçÖë Îç¯ ÍôìÓìíë Ûëì Ø¼Ü ß Ø¼ÜôìÂì Øìôì âìíÒëß Îç¯ ÍÈ vðâQÈ Ììûìë ""ÐéçÜçìë• èæäæçìë• øèëçÖk ôìíÜë «çéô"" _ ""Ììûìë âçÖë• èûíÈ×íPë• ûÖÇìë Üt•" ‘°,¦ûÖ _ Ì@ä û¼ _ *Íôèå æár Ììí¼•* øVì 108’¯ vðâQ vöâæ øËçìë vçâèæ vðâQ äéûíæë èûíÈ×ó-ûÖÇìçë ´óíúë Îç¯ ¼çëì¤ vðâíQë ¼aÖìú äìØëìæ ë¤-Íë ¼ö _ äéûæ «ìíQë ëÂéæ t·«âú ôGäùíçë ¼÷ô¯ vëìâìèåô vâäìíäë ôèû äéûæìæ`ó vöâæ è×íÜæ âðÁ «èçÛìë ÌèÓôìëé• vçâæ èçèæ è×íÜæ ÌíæôåìÈ ÌQëìxúé¯ èûíxë v¼î`öö ß v«íâ çìë Ììôì)áì Çìôì ¼í+ß ûì·t·íû çìë ûÖèk¼+ìë Ì«ìøæéú• çìÈ vóÔì öìú çìë ûì·t·ûí÷çæì «Ôë Çìôì ¼í+ß ÌQëÜ†âìæ¼ çìë Åøë «Û& ôëí×¯ äéûæìæ`ó ¼`óëé «ôèç ß ÜìûËÖâúé æìëéíô ¼âóè,¦íç vóíÔí×æ¯ çìë ôìí× ÅÛíúë ÌæÛû ÍôÈ ëôâ• çìÈ èû§ìÜ-Í v¼î`öö ß v«íâë äæÖ vö-ÌiôÜçì ûì·t·ûìèúç ðúèæ• çìÈ vöæ ûì·t·û äéûíæë öQËì ääë ¼¤íûóíæ ÌiíÜìôðéæçìë @ìæ Ìaôìíë Ììûç ðíúí×¯

ûì¤Üì ôìíûÖ äéûæìæ`óÈ vûìÓ ôèë ¼ëèëúìèÜš ôèûçìë øèÇôÁ¯ çìë Í Óëíæë ôèûçì ûÖìÔÖì èæíú æìæì âç Çìôíû Íåì Óíë èæíúÈ ¼ëèëúìèáíâë øÇ øèë¹âìú èçèæ Ì†¼ë ðíúí×æ¯ çìë vÙì§ì• vûìÓ• _Íëôâ ôíúôèå ûÖèç¹â ×ì§ì çìë ¼ëèëúìèÜš ôèûçìë èûíÐ» èûíx»ËìKô ÌiíÜì÷æì ðúèæ¯ èû§ìÜ ¼@øíô ÍÔìíæ «ìÇèâô «èçè¹úì ûÖìÔÖìç ðÜ¯

äéûæìæ`ó öÔæ øíËìóÖíâ ôìûÖ÷÷ì ôëí×æ çÔæ çìë ¼ìâíæ è×Ü ûÜìôì _ øæf ß èÜèøôìë ôìûÖ ß ùóÖÛì»ì ß ×`óëéèçë Ñxö¯ äéûæìæ`ó «Óìæç èâxû+ ûì çìæ«Óìæ ×í`óë ôèû¯ çìë vÐ» øöìúé ôìíûÖ èâxû+ ×`óíôÈ ðìèçúìë èðí¼íû ûÖûðìë ôíëí×æ _ èô·Q Í ×`óíôß ôìûÖ Ûìûæìë âíçì èçèæ æìæìÛìíû vÛíÂ÷íë èæíäë «íûìäæ âíçì ûÖûðìë ôíëí×æ¯ ôìíûÖ vöâæ• vçâèæ ×í`óß «÷èÜç ÌæÐì¼æ vÛíÂ æçæ øëéáìèæëéáì ôíëí×æ¯ çìë èô×åì âkô èâxû+ ×ír vûèÐëÛìù ¼âú øíû ×ír âìr켾â& Çìíôèæ¯ ÍôÈ ëééçë ôèûçìë ×ír èûæÖìí¼ Ì¼âìæ ¾óÜÖ vóÔì öìú _ vôìæ ×r öèó 20 âìrìë/ vçì

Ìøëèå ðúíçì 16 ûì 32 âìrìë¯ Ì¼âìâìèrô ø¤èk èûæÔì¼ ¼í+ß äéûæìæí`óë "ûÜìÔì"ë ×í`óë âíçì Ó[èæë çéûçì ûì ùèçë vûù væÈ¯ çìë ôèûçìë ×`óùèç "âpë"¯ ûºíóû û¼ë Ûì»ìú_""vöæ ÈíÈ× ôíë ÛìÂì-ÛìÂì• Ì¼âìæ ß øìèÜÐ æì ôëì• Í ×`ó vÇíâ _ vÇíâ Ùíë-Ùíë ÷íÜ¯""

¼ìëì èóæ Íôåì èû§ìíÜë ¼í à Ý Ùíë-èØíë Ý vôûÜÈ Ììâìë vóÔì ðú Ý

ùìí×ë ×ìúìú Ý vëìíóë èÛçíë Ý ûìóìèâ øìçìë èÛí§ Ý

ôèûçìë ×`óèå Ì¼â âìèrô ×í`ó Óéë âpë ùèçíç ÷Üí× vçì ÷Üí×È• vÐí» ¼: â ×írë vÐí» çìë èûëèç Ùíåí×¯

ÌæÐéÜæé _ 2

æéí÷ë «xlèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 99 øVìë Å+ë ¼¤íôíçë ¼í à èâèÜíú vóÔæ¯ ÌæÔÇìú èæíóÐ Ìæ½ìíë 51¿9 Ì¤Ðèå ûìë ûìë ÛìíÜì ôíë øí§ Å+ë ôëæ¯

1' ÐæÔòìæ øëË ôëæ¯

'ô' vôìÇìß ôíúô åôíëì _______ _______ ¼ØÜçìë øë

çìëøë _______ âìèåë _______ èÛçë

èæíäë ´óúíô èæíú _______ âíçì _______ ðú Ììí× vóèÔ¯

'Ô' vðâíQë ¼aÔìú _______ ë¤-Íë ¼íöë _______ _______

_______ Çìûì ûèÜíú ûèÜíú _______ ôëíç vóÔÜìâ çìíô/

'ù' "èû§ìÜ" ôèûçìèåë ë÷æìôìÜ _______ _______ «ôìÐ _______ ¾÷r _______¯

'Ù' "èû§ìÜ" û·t·ç _______ ûì _______ ûì _______ ôèûçì¯

'Â' èûÐbÜ _______ _______ âìæí¼ë _______ öÇìÇ _______ vðìÜ ¼ëèëúìèÜš¯

'÷' ôèû öÔæ èæíäë _______ ¼ìðìíöÔ _______ ß èûxíô äìíææ• èæíäë _______ ß _______ ¾÷çæÔíô äìíææ çÔæÈ _______ ¼è,ì ðú¯

2' "èû§ìÜ" ôèûçìèåíô Ìíæíô ÌèÓûì·t·ûûìóé ûì ¼ëèëúìèÜš ôèûçì ûíÜæ¯ Ììøæìë ûkûÔ ¼¤íáíø èÜÔæ¯

3' "¼ëèëúìèÜäâ" ûì "ÌèÓûì·t·ûûìó" ¼@øíô Ììøæìë ÅøÜèB Íôèå ÌæíÈ×íó «ôìÐ ôëæ¯

4' "èû§ìÜ" ¼@øíô «÷èÜç Ûìûìæ»à ¼¤íáíø ûËæì ôëæ¯

52¿10 âÜøìÒ _ 3 ¥ èÛèÔëé

èÛèÔëé

Íôèå øú¼ì Ìlèâ vøíú vùè× ÌlèðëéíåìÜìú•
Íôèå øú¼ì Ìlèâ vøíú vùè× ûìó§ûìùìíæ•
Íôèå øú¼ì öèó øìßúì öìú Ììíëì_
çíû Ìlèâ vðíå ÷"íÜ öìíû âìíæ-âìíæ¯
_û"íÜ v¼ ûì§ìíú èóÜ Ìaôìíë ðìç¯
Ììùìíùì§ì Ðëéëåì èæíú Íô ôìæì vöæ ûíæ vöíç v÷íúè×íÜì çìç/
çûß çì æíÜì ÐìÔìëéë ðìíç ðíúí× ôëìç¯

Íôèå øú¼ì Ìlèâ vøíú vùè× âìÒíôìåì Ùíë•
Íôèå øú¼ì Ìlèâ vøíú vùè× øìÇèëúìÙìåì•
Íôèå øú¼ì öèó øìßúì öìú Ììíëì _
çì ð"íÜ vÕèôë ÷ìÜ ðíû ôíÜ ×ìåì¯
_û"íÜ v¼ ûì§ìíú èóíÜì ùÕì¼ÜìÈíå âÔ¯
èÛí§ë èÛçíë çû _ ðÕìèë¼æ vëìíõ _ Ììíëì ùÛéë Ì¼Ô•
Íô øèÇûéë ÛÜ/ èÛèÔëéë ÛíÜ ¥ Íô øèÇûéë ÛÜ÷ô¯

52¿11 ¼ìëì¤Ð _ 3

ôèûçìë «Çâ ·t·ûíô èô× «ìè : ë ôÇì¯ çìëøëÈ ÌÚìç èûíx èæíäë òìæ ôíë væûìë Ììôì)áì ß çìíç èûøöíúë ÌìÛì¼¯

èPçéú ·t·ûíôë ¼÷æìú v¼È «ìè : ôÇì• Ììë t·« ¼@·û ¼âèºë ¼@·ìûæìë «çÕìÐì èô·Q vÐ» øèËìíâ ™Ó t·«Ûà¯

52¿12 «ì¼è àô ÌìíÜì÷æì• ôèûçì èûíx»Ë ß ûÕìÔÕì

ôèû äéûæìæí`óë "èÛèÔëé" ôèûçìèå ¼Jú Ûªì÷ìö ¼@øìèóç "èæëk" øèrôìë vøî»• 1347 ¼¤ÔÕìú «ôìèÐç ðú¯ øëûçéôìíÜ "ûæÜçì v¼æ" ôìûÕ†íþë è¼ùíæå èPçéú ¼¤t·éíË '1361' Íèå ¼¤íöìèäç ðíúí×¯

“ûæÜçì v¼æ”-Íë ôèûçìlèÜ 1925-1939 èÔšìíjë âíÓ͂ ëè÷ç¯ Ììë ÍëÈ øìÐìøìèÐ “âðìøèÇûé” ß “¼ìçèå çìëìë èçèâë”-Íë ôèûçìë ë÷æìôìÜ öÇì¹íâ 1928-1941• 1928-43¯ ÌÇìÁ èçæèå ôìû͂†ípë ôèûçìÈ ôìíÜë èóô vÇíô 1929-43 ÍÈ vÐ» «ìQéú ¼éâìú ôçôlèÜ äèåÜ Ùåæì• ÌèÛÚçì ß Èèçðìí¼ ëè÷ç¯

“èÛèÔëé” ôèûçìë Íôû×ë øíë vøî» 1348 “èæëk” øír «ôìèÐç “ÜÙ âTç” ‘“¼ìçèå çìëìë èçèâë” †íp ¼¤ôèÜç’ ôèûçìèå ÍôÈ ¼íà øìÒ ôëì Åè÷ç¯ óèåë èû»úÈ èÛèÔèë ß çìíóë äéûæû+¯ ôèûçìóèåë ë÷æì ÷èGíÐë óÐíô¯ Å+ë èçèëÐ vÇíô ûì¤Üì ôèûçìú Íôèå èÛˆ æçæ të vÐìæì öìèE×Ü• çì è×Ü ôíGìíÜë ôìÜ vÇíô ÌíæôåìÈ tçQ¯ Í ¼âú «Çâ èûxöº ™ë ðíúí×¯ èûxöíº öç ¼û†ì¼é• tìÇìa• Ì™Û ß ¼¤ðìëô Ùåæì _ xâäéûé âìæ» vçì vôìæ ×ìë• ¼ìÓìëË âìæí»ë ™Ûì™íÛë öìûçéú ÓìëËìíô èû¼äæ èóíú äìèçíç äìèçíç• û͂èkíç ðìæìðìèæ ß Ó[¤í¼ë û͂ìøô çì„íûë ôÇì ør-øèrôìú «ôìèÐç ðíE×• ôìíû͂ ß ùíó͂ Óëì ø§í× ÍëÈ âíÓ͂ ÍíóíÐ ™ë ðÜ Íô æçæ èûøöú_âìæí»ë ¼,ˌ óèÛá ß âˆQ_âìëé• óìèë°͂• âìæûçìë áú ß âç͂ë ÷ÜèE÷r¯ Í ¼û Ùåæìë ×ìúì øí§è×Ü çÁôìÜéæ ûì¤Üì ôèûçìú¯ ôèûëì vöæ ûìÓ͂ ðíúÈ ¼âìä ¼í÷çæ ðíú ÅíÒè×íÜæ¯ èçèëíÐë ôèûëìß çÔæ øìèëøìè×íôë óìèû vâíæ ¼¤†ìâ• ¼ìâ͂ûìó ß ùËí÷çæìë ôèûçì èÜÔíÜæ¯ èûÃ vó ¼ëì¼éë ÷íÜ ÍíÜæ ¼ìâ͂ûìíóë øíÇ• ¼Óé\æìÇ ëìäæéç âætˌ ¾æëìÐ͂íûìíÓë ôèûçì èÜÔí×æ¯ Íâæôé ûºíóû û¼ß èÜÔí×æ• “Íûìë çíû Ä§” ôèûçì¯ Ø͂ìè¼-èûíëìÓé èÐGé ¼ìèðèç͂ôíóë ¼íà Ìíæíôè èâèÜç ðíÜæ• èÜÔíÜæ• “vôæ èÜèÔ”ë âíçì ¼ìèðèç͂ô Ìàéôìë¯

äéûæìæíˊóë “Äëì øìÜô”• “Ó¼ë øì„èÜèø”• “ëø¼é ûì¤Üì” ß “ûæÜçì v¼æ”-Íë ôèûçìlèÜ ë÷æìë ¼âôìíÜ Íâæ ôçôlèÜ ôèûçì èçèæ èÜÔíÜæ öì ÷èëír ß Åøòìøæìú èÛˆçë¯ ‘1941-1942’ âðìøèÇûé ß ‘1939-43-Í’ ôíúôèå û͂èç¹â ¼ð “¼ìçèå çìëìë èçèâë”-Íë ôèûçìlèÜ vÜÔì¯ ÍÔìíæ äéûæìæˊó èÛˆ Óìëìú Íèùíúí×æ_äèåÜ• èûøˆ• èæVë ÍÈ ¼âìäí«èáíç èçèæ ôÜôìçìë âíçì âðìæùë• ëìèr• ØåøìÇ• ù͂ì¼ÜìÈå• Üàèeôìæì• ùèÜ• ðìÈõìˊå• ôëìç «Ûèçë ÌÇûð èçöô ûìùèûæ͂ìí¼¯

ûæÜçìë “èÛèÔèë” ë÷æìôìÜ âìæí»ë äéûæ ß âÜ͂íûìíóë Ìûáíúë ôìÜ¯ Íèå äéûæìæˊóíô èæóìëËÛìíû ÌìíÜìè§ç ôíëè×Ü¯ ö°• ôìíÜìûìäìèë• èÒôìóìë• óìÜìÜ• óæèéç• ûˆæì• Ûú ß ÌÛìíûë ¼û ôèå Åø¼ù ¼âìä äéûíæ «ôå ðíú ÅíÒí×• ôèû †ìâéË äéûíæë èæ¼ù çˆšúçì ß Èè\úí÷çæì vÇíô ÅÁèá: ðíú ö°• óìàì ß èPÔè„ç vóíÐ æìùèëô Ìèòëçìë âìæ»íô Ôäí×æ• çÔæ ™Ó äéË• áéË-óûÜ• Ì¼ðìú• áÁøéè§ç ôWìÜ¼ìë âìæ»líÜì ß çìíóë ó¥¼ð äéûæÈ ™Ó æäíë Ìì¼í×¯ ûæÜçì v¼æ-Íë “èÛèÔèë” çìëÈ ôìû͂âú «èçE×èû¯

öº ß Äí§ ¼ût ðìèìíæì âìæ» äéûíæë óìèûíç èÛáìûè+íôÈ vÐ» Ììxú ôíèè×Ü¯ çìíóë Ìèûëìâ Ìææíúë ôìˆì• ôÜìë èæ÷ vÇíô• vøíåë èÛçë vÇíô Åíô Ìì¼ì óéÜ Ììçæìú ™æíç ™æíç Íôåì ô,ˌ ùÜìë ôìí× Åíô Ììí¼¯ ûìè§íç• «èçíûÐéíóë óëäìú øíÇ Ùìíå ÍÈ ôìˆì ™æíç ™æíç ¼ìÓìëË æ,ˌ ß ââçìë vûìÓß vÛìçì ðíú öìú¯ ¼¤íûóæÐéÜ ôèû ´óú Í Ìûôì âìæíç øìíëèæ¯ çìÈ v¼È Ìûáíúë ×èû Åíô Íí¼í× “èÛèÔèë” ôèûçìú¯ äéûæìæˊóß ¼ð¼ì vëìâìèˊåôçì vÇíô ûìtû Ìûáíúë ×èûíç Íí¼ vøíí× vùíÜæ¯

óÊóíû Ðõë Õí§ ÍÔèå øú¼ì çÇì• ¼ìâìæÖçâ «ìè: ß äéûíææ ôìí× âðìâÜÖûìæ¯ Ììíëôéå Ììùìâé èóíææë ¼˜ú• äéíææ ÌìÐìë ÌìíÜì• çóèçèëk «ìè: vçì ûì÷ûìë Ììxì¼¯ Ììë ÍÈ Ììxì¼ vÇíôÈ Ììùìâé vö vôìíæì ¼¤tìíëë äæÖ èæíáíô «tç ôíë væßúìë ¼WG_""Ìaôìíë ðìç" ûì§ìíæì ß "çìç ûíæ öìßúì"ë ûì¼æì ¼@û èô·Q v¼Ôìíæß Ììíøááìæ Ìáâ "æíÜì ÐìÔìèëë" ôëìç¯ èPçéú tûíô ßÈ «ìè: ë vÐí» vö-ôÇìèå ûí§ì ðíú vóÔì èóíúí×• çì ðÜ tÊ×Ü ¼`óë äéûíææ Ììôì)áì¯ ÌìK«çÔú ß óÆçì ×ì§ì äéûíæ «ìèÇçíô øìßúì öìú æì¯

«èçôÜ øèëíûíÐ Ðç ðçìÐìë âíÓÖß vö äéûíæ ÌìÐìë ÌìíÜìôûèçôì Çìíô Íû¤ Ììí× ûíÜÈ âìæ» ûìí÷• ûì÷íç ÷ìú ÍÈ øëâ ¼çÖèå ÍÈ ôèûçìë «èçøìóÖ¯

ûæÜçìë èÛèÔèëë øìÐìøìèÐ ¼ìçèå çìëìë èçèâë-Íë ÜÙ âðç ôèûçìú "èçææèå ÌìíÓì ÌìÈûí§ì èÛèÔèë" ß Íô èÛèÔèëææë ÅíGÔ Ììí×¯ ÍÔìíæ ôèûçìèåíç ÌéÓûìtûçìë ÌìÛì¼ Ììí×¯ çìÈ ûæÜçìë ¼âìQëìÜ ÷èër èðí¼íû Íióë ùËÖ ôëì èÒô Óëì ðíû æì¯ çíû çÜæìú «èççÜæìú óèå ôèûçìë ¼ìóÐÖ ß ¾û¼ìóÐÖ ÅøÜèB ôëì ¼ðä ðíû¯ "èÛèÔèë" ß "ÜÙ âðíç" èÛèÔèëë ûËæì Ììí×¯ èÛèÔèë ÅÊ÷ìëíË øìÒô âíæ ÍÔèå ¼ìâìèäô Ìûòìæ ß ¼ìâìèäô v«áìøå çíÜ Óëì ðíúí×¯ Íâæ èô× âìæ» öìíóë ÔìóÖ væÈ• ût væÈ• ûì¼òìæ væÈ• ÌìÈûí§ì çìÈ äéûíææë t«ß væÈ¯ óèå váírÈ Í ûkûÖ «ìú ¼âìæ¯ «Çâ ôèûçìë äæ Ììíðèëíâ ìÜì ûìó§ûìùìæ âìÒíôìÒì Ùíë øìÇèëúìÙìåì öìú øú¼ìë vÔìíä• Ììë vÐí»ìkíóë Ì^ väìíå æì ûíÜ çìëì ûìúÛô ðíú Çìíô_Íô ùìÜ Ó¼ë ûìçì¼ Ôìú• çìíçÈ Ìì÷âæ ôíë Ììë ëèÂæ æóé Ììë ¼û Ì¼@íûë ôGæì ôíë¯ ûæÜçì v¼æ_Íë "èÛèÔèë" «ìè: ë Ììæí`ó t« vóíÔè×Ü èô·Q ðéæ ÷¹ìíQ çì ûÖÇ ðíúí×¯ ÍÔìíæ «ìè: èåÈ Ùíåèæ¯ ûìúÛô ß Ì¼@íûë ôGæìíçÈ ç,ì Çìôíç ðíúí×¯

èPçéú tûíô vóèÔ• tí«ë vóíÐ ôGæìë äùíç öìßúìë Ììíù çìëì ÷ì-øìæ ôëíç ôëíç èæíáíóë ëìäì Åèäë vôìåìÜ Ûìûí×¯ ÍÈ ¼ìâìæÖ «ìè: íçÈ çìëì ç: ÅÊ×è¼ç¯ áíå öìú Íô èÛèÔèëææß¯ ÷ìíúë Ììì¼íë èçææ «èçûaé çìíô Ììøæìë ôíë væú¯"" ""èâíÜ èâíÐ vùÜ çìëì ÷ìë väì§ì ôìæ""¯ çìíóë ´óíúë ÍÈ Nóìö èô·Q væÈ ¼âìíäë ÌæÖíóë âíÓÖ• çìëì èÛèÔèëë ¼íà ÌìèKô vöìù ÌæÛû ôíë æì¯

ó tûíôë èÛèÔèë Íû¤ óèå tûíôë "ÜÙâðç" ôèûçìë èÛèÔèë ß Íô èÛèÔèëææë âíÓÖ ¼âìä ûìtûçìë óèå ×èûíô èÛ^ èÛ^ v«áìú çíÜ Óíëí×æ¯ «Çâèåë øìÒô è÷í+ ¼ëì¼èë Ììíûóæ ¼è,ì ôëíÜß• ûÖJæìú v¼ ôèûçìú ûkûÖíô ûíÄ èæíç ðú¯ "ÜÙ âðç"-Í ¼ût ðìëìíæì èçææäæ âìæí»ë äéûíææ ëÆ û˜æìíô ¼ðæéú ôëíç çìíóë â+çìë ÍÔèå ×èû çíÜ Óëì ðíúí×¯ Ììë v¼È ¼íöìíù çìíóë âíÔ Ì¼¤Ü†• èûèÊ×^ ûìôÖ ¼âìíûÐ• Ìtø,ì ÌÇíûìÓô Ðj• tÊ×çìðéæ äéûæöìøíææ øèë÷ú ÌÇûð• ûÖJæìùÛ• èçöô ûìùèûæÖìí¼• ûÖíà vxí» çíÜ Óíëí×æ¯ ôèû Íë âÓÖ èóíú äéûíææ «èç Ììèû÷ìíëë tëøèå èûÐbÜ Ðj ß ûìôÖ¼yì «èçØèÜç ôíë öíùë èûèÊ×^çì ß Ì¼àèçíô «ôìÐ ôíëí×æ¯ óèå ôèûçìë âÓÖ èóíú äéûæìæ`ó èÛèÔèë äéûíææ «ìËÓìëíËë ö·QËìíô Íô èÐGâú ëø èóíúí×æ¯

ëûé\æìÇ ûì¤Üì ôèûçìë ×í`ó vö Ì¼ìâìæÖ ¾ûè÷rÖ Ííæí×æ• çìë øèëú Ììí× "ûÜìôì"ë ×í`ó¯ v¼ ×`óß ôìÜ¹íâ âèk vøíúí× "èÜèøôì"ë ùóÖ ×í`ó¯ ëûé\æìíÇë ðìíçÈ ûÜì öìú ôìíûÖë ùè„ë ÐbÜ vÛíÂí×¯ v¼È Ñèçðõ èæíú "ûÜìôì" Ììë "èÜèøôì"ë ùóÖ×í`óë èâxË Ùèåíú äéûæìæ`ó çìë ôèûçìIèÜíô

«ûðâìæ øúìíëë æçæ Óëíæë øëéáì ôíëí×æ¯ v¼ øèë÷ú Ììí× èÛèÔèë ôèûçìíçß¯

Íôèå øú¼ì Ìiëâ Ý vøíú vùè× ÌièðëéíåìÜìú Ý 8 m 10

Íôèå øú¼ì Ìiiëâ Ý vøíú vùè× ûìó§ûìùìíæ Ý 8 m 10

Íôèå øú¼ì öèó Ý øìßúì öìú Ìíëì_ Ý 8 m 6

çíû Ìiëâ vðíå ÷íÜ Ý öìû âìíæ âìíæ¯ Ý 8 m 6

_«Çâ ÷ìëèå ×r èûæÖìí¼ èâxôÜìû+ ×í`ó• Ììôèç âðìøìúìíë ðíÜß• äéûæìæ`ó vÐ» óèå ×ír ¾ûè÷rÖ Ííæí×æ¯

øëûçé èçæèå ×írë èûæÖìí¼_

8 m 6 _ ûíÜ v¼ ûì§ìíú èóÜ Ý Ìaôìíë ðìç Ý

10 m 8 m 8 ÌiùìíùìÌ§ì Ðëéëåì èæíú Ý Íô ôìæì vöæ ûíæ Ý v÷íú v÷íúè×Ü çìç

8 m 10 çûß çì æíÜì ÐìÔìëéë Ý ðìíç ðíúí× ôëìç¯

ôèûçìë ¼â† ×r ¼yìú âíÓÖ èâx ôÜìû+ ëèèçë Ìæ¼ëË ôíëß vö Ì¼ìâìæÖ ¾ûè÷rÖ ¼è,ǀ ôëì öìú• çì vóèÔíúí×æ¯

ôèûçìë Ðj èæûì÷æ ß «íúìíù ¼ðä ùóÖÛèà Íû¤ ¾óæè`óæçìë ÌèÛÚçì ¼˜ìë ôëíç• ÌièðèëíåìÜì• ûìó§ûìùìæ vöâæ Íí¼í× vçâèæ vóèÐ "æíÜì"• "vÔèô" È¤íëèä ùÖì¼ÜìÈå• ðÖìèë¼ vëìõ «Ûèç Ðj vöìäæì ÍôìíÜë ôèû ß ôèûçì ×ì§ì ¼@û è×Ü æì¯

ÌæÐéÜæé _ 3

æéí÷ë «xlèÜë Å+ë ôëæ¯ Å+ë vÐí» 100 øVìë Å+ë ¼¤íôíçë ¼íà èâèÜíú vóÔæ¯ ÌæÖÇìú èæíóÐ Ìæ¼ìíë 5¿12 Ì¤íÐë «ì¼èàô ÌìíÜì÷æì ÈçÖìèó ûì¼ ôíë ûìëûìë ø§æ¯ çìðíÜß Å+ë ôëíç øìëíûæ¯

1¯ ÐæÖòìæ øëË ôëæ¯

'ô' Ììùìíùì§ì __________ èæíú Íô __________ vöæ ûíæ vöíç v÷íúè×Ü __________• çûß çì __________ __________ ðìíç ðíúí× __________¯

'Ô' èÛí§ë èÛçíë çû __________ __________ Ììíëì ùÛéë __________ Íô __________ ÛÜ/ __________ ÛíÜ/ Íô øèÇûéë __________¯

'ù' "èÛèÔèë" ôèûçì __________ øèrôìú __________ ¼ìíÜ «ôìèÐç ðú¯ ôèûçìèå __________ ôìûÖ†ípë __________ ¼ìíÜë ¼¤tèíË ¼¤íöìèäç ðíúí×¯

2¯ ¼èÒô Å+íë èåô '√' è÷ÿ èóæ¯

'ô' "ûæÜçì v¼æ" ôèûçìèå _

1¯ «ôèç v«íâë ôèûçì
2¯ v«íâë ôèûçì
3¯ Ìèóûì·t·ûûìóé ôèûçì

'Ô' "èû§ìÜ" Íôèå _

1¯ æéèç-ôèûçì
2¯ ùéèç-ôèûçì
3¯ ¼ëèëúìèÜš ôèûçì

'ù' äéûæìæ`ó óì*ï ëè÷ô ôìûÔ†p _

1¯ ¼¤ûç
2¯ vðâQ vùìÓèÜ
3¯ vûÜì Ìíûܡ ôìÜíûÜì

3¯ óèå çìèÜôìë Íôèåíç ôèûë Ìøëèåíç ôìíûÔë æìâ Ììí×_ôèûë æìíâë øìíÐ ôìíûÔë ¼èÒô æìâ èÜÔæ¯

ëûé\æìÇ	_	ôT ß vôôì
¼íçÔ\æìÇ ó+	_	v÷ìëìûìèÜ
æäëÜ È¼Üìâ	_	û`óéë û`óæì
vâìèðçÜìÜ ââáóìë	_	âëéè÷ôì
öçé\æìÇ v¼æl :	_	Ìíô,ì
v«íâ\ èâr	_	øìëìûìë
¼Óé\æìÇ ó+	_	ÄëìøìÜô
èûÃ vó	_	«Çâì
äéûæìæ`ó	_	vðâQ vùìÓèÜ
Ìèâú ÷¹ûçé	_	ûÜìôì
ûºíóû û¼	_	Ìè†ûéËì

4¯ "èÛèÔèë" ôèûçìèå øí§ Ììøæìë vö ÓìëËì ðíúí× v¼ ¼@øíô ¼¤íáíø ÌìíÜì÷æì ôëæ¯

5¯ "èÛèÔèë" ôèûçìë ×`ó-¾ûè÷rÔèå ûèÄíú èóæ¯

52¿13 Å+ëâìÜì

Ì æÐéÜæé_1

1¯ ô’ èûè@¼ìë• Ì íÐìíôë• èûóÛ• æùíë¯

Ô’ èÐèÐíëë• Ðíjë• ¼aÖì• vëîí°ë ùa¯

ù’ “û» Ìiûìðæ”• ûsûìóé• 1326¯

Ù’ 1899• 1954¯

Â’ èûí°ìð• ó¥Ôûìó• vóðûìóé• Ììûð¯

2 Íû¤ 3 æ@ë «íxë Å+íëë äæÖ 51¿2 Ì¤íÐ èPçéú ÌæíE×íó Í ¼@øíô ÌìíÜì÷æì Ììí×¯

4¯ “Å+ëì” ß “«ùèç” øèrôì¯

5¯ ¼Óé\æìÇ ó+• Ìèâú ÷¹ûçé• èûÃ vó¯

6¯ “v°ìøóéë Ðì§é”• “Ðéíçë «ìÇæì”• “û¼íQë Å+ë”¯

7¯ ¾óèæô tëìä¯

8¯ vâìå 599 èå¯

9¯ ôèû äéûæìæ`ó óìÐ¯

10¯ 1349 ¼ìÜ• È¤ 1942 èÔšìj¯

11¯ ÍÈ «íxë Å+íëë äæÖ 51¿6 Ì¤íÐë «ì¼èàô ÌìíÜì÷æìë vÐ»ì¤íÐ Í ¼@øíô ÌìíÜì÷æì Ììí×• v¼èå Íôèå ÛìíÜì ôíë ø§æ¯ Å+ë ôëíç øìëíûæ¯

Ì æÐéÜæé_2

1¯ ô’ âìí×ë• ôìåìë Ðìóì• ôWìíÜë• vâîâìè×ë èæâ†¯

Ô’ äìØëìæ• æëâ• Ðëéíë• Ðìóì• vÔÜì¯

ù’ 1926-1936• ôèûçìú• 1343¯

Ù’ ¼ëèëúìèÜš• øëìûìtû• ÌèÔûìtûûìóé¯

Â’ öèkðéæ• ût• Ìí÷çæ• â†• ¼ëèëúìèÜäíâë¯

2_4 æ¤ «íxë Å+íëë äæÖ 51¿9 Ì¤Ðèå ûìë ûìë ø§æ¯ çìðíÜÈ Å+ë èÜÔíç øìëíûæ¯

Ì æÐéÜæé_3

1¯ ô’ Ðééëåì• çìç/ æíÜì• ÐìÔìëéë• ôëìç¯

Ô’ ðÖìèë¼æ• vëìíõ• Ì¼Ô• øèÇûéë• èÛèÔèëë• ÛÜ÷ô¯

ù’ èæëk• 1347• “ûæÜçì v¼æ”• 1361¿

2¯ ô’ v«íâë ôèûçì• Ô’ ¼ëèëúìèÜš ôèûçì• ù’ vûÜì Ìíû Üì ôìÜíûÜì

3¯ ëûé\æìÇ ¥ ûÜìôì/ ¼íçû\æìÇ ó+ ¥ ôT ß vôôì/ æäëÜ È¼Üìâ ¥ Ìè†ûéËì/ vâìèðçÜìÜ âäâóìë ¥ vðâQ vùìÓèÜ/ öçé\æìÇ v¼æI : ¥ âëéè÷ôì/ v«íâ\ èâr ¥ «Çâì/ ¼Óé\æìÇ ó+ ¥ Ìíô,ì/ èûÃ vó ¥ v÷ìëìûìèÜ/ äéûæìæ`ó ¥ ÄëìøìÜô/ Ìèâú ÷¹ûçé ¥ øìëìûìë/ ûºíóû û¼ ¥ û`óéë û`óæì¯

4 æ¤ Íû¤ 5 æ@ë «íxë Å+ë 51¿2 ¼ìëì¤Ðèå ÛìíÜì ôíë øí§ ¾çèë ôëæ¯

52¿14 †pøèJ

1’ vóûé«¼ìó ûí`óûìøìÓûìú ‘¼@øì¥’_äéûæìæ`ó óìíÐë ôìûû ¼¤†ð¯

2’ Ì@ä û¼_Íôèå æár Ììí¼¯

3’ õ¿ ™ºì¼+ û¼_ôèû äéûæìæ`ó¯

4’ ¼Jú Ûªì÷ìö_ôèû äéûæìæ`ó óìÐ¯

5’ ÌëË Ûªì÷ìö_ëûé\æìÇ ¥ ÌìÓèæô ûì¤Üì ôèûçì ß æìæì «¼à¯

6’ õ¿ óéè: èrøìÓé_ÌìÓèæô ûì¤Üì ôìûû øèë÷ú¯

7’ «ÛìçôâìëóÌ¼_äéûæìæ`ó óìÐ¯

8) øèûr âíÔìøìÓûìú_¼öôíëì yÜ ôèû äéûæìæ`ó¯

৯) প্রকাশিত—অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ, আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত।

১০) জীবনানন্দ—অমলেন্দু বসু।

১১) কবিতার কথা—জীবনানন্দ দাশ।

পত্রপত্রিকা

১) ‘বিভাব’,—জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা—১৯৯৯।

২) ‘অনুষ্টুপ’—জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা—১৪০৫।